বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৫, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

This Solves Your Problem.

You need not be anxious any more for the "Life" of your "Battery" or for its "Charging."

We have reopened the "Department" under our expert Supervision.

Send your Battery
to
"SINHA & CO"
Phone No : 49
Purulia.

"Battery Charging is a Speciality"

বিজ্ঞপ্তি

জেলাবোর্ডের ভ্যাক্সিনেশন্ বিভাগের অধীনে পনরটি (১৫টী) এপ্রেন্টিস্ ভ্যাক্সিনেটার লওয়া হইবে। যাঁহারা এই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, আগামী ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ এর মধ্যে তাঁহারা কোন স্কুলে কতদূর শিক্ষা করিয়াছেন তাহা জানাইয়া সার্টিফিকেটের নকল সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। শিক্ষা এম্ ভি বা এম্ ই মানের অনুরূপ হওয়া চাই।

আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ বেলা ১২টার মধ্যে আবেদনকারীকে নিজ খরচায় ডিঃ বোঃ হেল্থ্ অফিসে আসিয়া লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হইবে ও সেই সময় স্কুলের সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে।

যোগ্য বিবেচিত হইলে এপ্রেন্টিস্ ভ্যাক্সিনেটারকে টিকা কার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে এবং লাইসেন্সড টিকাদারের অধীনে শিক্ষা করিলে টিকাদার তাঁহার প্রাপ্ত ফির ½ অংশ এপ্রেন্টিস্‌কে দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এপ্রেন্টিস্‌ও ½ অংশ পাইয়া টিকাদারকে রসিদ দিতে বাধ্য থাকিবেন। ডিঃ বোঃ হইতে কিছুই পাইবেন না।

সি গুপ্ত,
হেল্থ্ অফিসার।
এবং
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অফ্ ভ্যাক্সিনেশান।
ডিঃ বোঃ, মানভূম।

মুক্তির নিয়মাবলী

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
ষাণ্মাসিক " — ৩।০ "
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে ।/০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:
ম্যানেজার "মুক্তি" কার্য্যালয়, পুরুলিয়া।

গ্রাহকদিগের যে সংখ্যায় "মুক্তি" পত্রিকা পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইবে তাহার দুই সপ্তাহ পূর্বে তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে ও তাহার উত্তরে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক না জানাইলে, নূতন সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠান হইবে। তৎকালে উহা ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করাই বিধেয়।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

মুক্তি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়মাবলীর জন্য "মুক্তি"র ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্র ব্যবহার করুন।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ২০শে অগ্রহায়ণ

মুক্তির নববর্ষ

এই সংখ্যায় "মুক্তির" দশম বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। ১৯২৫ সালে ইহা ৺ নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হয়, তৎপরে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত স্বাধীনতার সক্রিয় আন্দোলনে বিদেশী সরকারের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া ইহা বারবার বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৪৭ সালে আগষ্ট আন্দোলনের পর ইহা তৃতীয়বার পুনঃ প্রকাশিত হয়।

জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়ভাব ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগ্রত করিবার জন্যই 'মুক্তি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেও গান্ধীজীর আকাঙ্খিত 'জনগণের স্বরাজ' এখনও লাভ হয় নাই। গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত পন্থায় জনগণের মধ্যে যাহাতে সেই আকাঙ্খা জাগ্রত হইয়া—তাহারা বাঞ্ছিত স্বরাজের অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হয় তাহাই 'মুক্তির' লক্ষ্য।

স্বাধীনতা লাভ করিলেও, সত্যের পথ গ্রহণ করিয়া চলিবার পথ বিঘ্নসঙ্কুল। আমরা আশা করি দেশবাসী-গণ 'মুক্তি'কে যে স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে বরাবর দেখিয়া আসিতেছেন—তাহাদের সহায়তায় 'মুক্তি' সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহার লক্ষ্য পথের যাত্রা অব্যাহত রাখিতে পারিবে।

কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্ম্মী

গত ২৬শে নভেম্বর কাশীতে, যুক্তপ্রদেশের প্রায় ৮০০ শত কংগ্রেসকর্মীর এক সম্মেলনে সর্দ্দার প্যাটেল যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা অনুধাবনের যোগ্য। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীদের সম্মেলনে বক্তৃতা দিলেও তাহা সাধারণভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত কংগ্রেসজন ও কংগ্রেস কর্মীদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে—"কংগ্রেস নিজের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথ হইতে কংগ্রেসজন ভ্রষ্ট হইয়াছে।' মহান্ নেতা গান্ধীজী তাহাদের—সমস্ত অন্যায়কে প্রতিরোধ করিতে এবং সত্যের পথ অনুসরণ করিতে—শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই পথ অনুসরণ করার পরিবর্ত্তে তাহারা নিজেদের মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহার ফলে কংগ্রেস যাহা ছিল এখন আর তাহা নাই।"

সর্দ্দার প্যাটেল কংগ্রেসের একজন অন্যতম প্রধান কর্ণধার। মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণহস্তরূপে কংগ্রেসকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিচালনা করিয়াছেন। কংগ্রেসের বিরাটত্ব ও মহানত্বে তাহার দান অপরিসীম। কংগ্রেস ও জাতির অন্যতম প্রধান পরিচালকরূপে তিনি কংগ্রেসজনদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব খুবই অধিক।

তিনি কংগ্রেসজনদের 'ক্ষমতা লাভের জন্য দ্বন্দ্ব' হইতে বিরত হইতে বলিয়াছেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য, এই কলহ, এই দ্বন্দ্ব যে প্রধান কারণ —তাহাই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। কংগ্রেসের এই অবনতির কারণ তিনি আর বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন নাই। শুধু তিনিই নন, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদও কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেসজনদের ঘোর অবনতির কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপেই গঠন করেন নাই, তিনি ইহাকে একটা দৃঢ় নৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নৈতিক শক্তিই প্রধানতঃ জনসাধারণের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জনসাধারণের নিকট কংগ্রেসকর্মী শুধু স্বাধীনতার যোদ্ধারূপেই পরিচিত ছিল না—একটা নৈতিক আদর্শরূপেই জনসাধারণ কংগ্রেসকর্মীকে দেখিত। ত্যাগী, নির্লোভ, সত্য-পরায়ণ ও নিঃস্বার্থ জনসেবকরূপেই একদিন কংগ্রেস কর্মী জনসাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। কংগ্রেসের এই নৈতিক শক্তিই দেশের মৃতপ্রায় জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কঠিনতম সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

১৯২১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের এই নৈতিক শক্তি অব্যাহত ছিল। শুধু দেশবাসী জনসাধারণই নয়, বৃটীশ সরকার-পক্ষীয় প্রতিপক্ষের উপরও ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল। আমরা জানি—১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহের আন্দোলনের সময় পুলিশ কংগ্রেস কর্মীদের উপর চরম অত্যাচার ও লাঞ্ছনা করিলেও তাহারা ইহাদের সততায় বিশ্বাস করিত। বহুক্ষেত্রে গ্রেপ্তার বা সাজার পরে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালান করিবার সময়ে পুলিশ প্রহরী কংগ্রেস কর্মীদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিত। অতি সামান্য সংখ্যক প্রহরী বহুগুণ অধিক সংখ্যক কংগ্রেস কর্মীকে একস্থান হইতে বহু দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়াছে, মুক্ত অবস্থায়, নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে। ইহা উপেক্ষার বিষয় নয়। কোন দেশেই রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রতিপক্ষের নৈতিক সততার উপর কেহ এমন করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ কংগ্রেস-জনদের যাহারা লাঞ্ছনা কিত তাহাদের কাছেও কংগ্রেসকর্মীরা নৈতিক আদর্শের প্রতীকরূপে শ্রদ্ধা পাইত। চিন্তা করিয়া দেখিলে পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব্ব বলিয়াই মনে হইবে। কংগ্রেস ভারতে স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করিয়াছে তাহা একমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন বা সংগ্রাম বলিলে ভুল করা হইবে। ইহা ছিল দেশবাসীর নৈতিক মুক্তির সংগ্রাম; কংগ্রেস ছিল এই নৈতিক সংগ্রামের বাহক ও গান্ধীজী ছিলেন পরিচালক; কংগ্রেস কর্মীরা ছিল নৈতিক শক্তির আধার।

এই নৈতিক শক্তি হইতে কংগ্রেসের পতনের লক্ষণ দেখা যায় ১৯৩৮ সাল হইতে। সাময়িক এবং অসার হইলেও সেই সময়ে মন্ত্রীত্ব বা পদলাভ বা লোভের মোহ অনেককেই ভ্রান্ত করিতেছিল। কিন্তু সংগ্রাম আরম্ভ হওয়াতে তাহা আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসকর্মীরা জীবন মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। ১৯৪৬ সালে আইন সভার নির্বাচন উপলক্ষ্যে এই নৈতিক স্খলনের লক্ষণ স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাইতে লাগিল। এবং গত দুই বৎসরের মধ্যে এই পতন দ্রুততম গতিতে চরমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আচার্য্য কৃপালনীর কথায় বলিতে পারা যায় যে—কংগ্রেস তথা জাতির এত শীঘ্র এত উচ্চে উত্থান, এবং এত দ্রুত পতন—পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল।

জাতির পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে নিরাশার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষের উত্থান পতনের ইতিহাসে এরূপ ব্যাপারের বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। ভগবান বুদ্ধের ভাবধারায় তাহার শিক্ষায় ও প্রভাবে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সমস্ত দিক দিয়া একদিন শ্রেষ্ঠতম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। দেশও তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত হইয়াছিল। তাহাও একদিন পতন হইতে হইতে যখন চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার আর পুনরুত্থান হইল না। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিক্ষায় ও সাধনায় আর একটী মণ্ডলীর সৃষ্টি হইল। তাহা ভারতবর্ষে একদিন শ্রেষ্ঠতম আসন লাভ করিয়াছিল, কিন্তু একদিন সেই প্রতিষ্ঠানও ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের পথে নামিয়া আসিল। তারপর আসিলেন রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি। যুগ যুগান্ত হইতে এমনি ভাবেই একটা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া উত্থান পতনের তরঙ্গ চলিয়া আসিতেছে। এই পতনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ সাধনার পথে অগ্রসর হইবার সময়, উপেক্ষা, ভয় প্রভৃতির অবস্থা যখন অতিক্রম করে তখন তাহাদের নিকট ঐশ্বর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রকৃত সাধক যাহারা তাহারা ঐশ্বর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হয় ও সিদ্ধি লাভ করে। বেশীর ভাগ সাধকই সেই অলীক ঐশ্বর্য্যকে চরম জ্ঞান করিয়া তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে—এবং পরম ঐশ্বর্য্যলাভের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতনের পথে অগ্রসর হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে জনসেবার সাধনায় গান্ধীজীর মার্গকে যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা, উপেক্ষা ও ভয়ের স্তর অতিক্রম করিয়া যখন ঐশ্বর্য্য লাভের ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিল, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐশ্বর্য্যকে অনৈশ্বর্য্য জ্ঞান করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলনা। সাধকের কাছে ঐশ্বর্য্য আপনিই আসে কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধিকামী সাধক তাহাতে আকৃষ্ট হন না। উচ্চ হইতে মধ্য ও নিম্ন পর্য্যায় পর্য্যন্ত

জনসেবায় ব্রতী অধিকাংশ সাধকই আজ এই ক্ষমতাকে ঐশ্বর্য্য রূপে গ্রহণ করিয়া, নিজেদের হারাইয়া ফেলিতেছে। তাই যে জনগণের সেবার সাধনা লইয়া তাহারা আসিয়াছিল—সেই জনগণ দূরেই পড়িয়া রহিল এবং ক্ষমতা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য লইয়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল।

ঐতিহাসিক পরিণতিরূপেই কংগ্রেসকে বর্ত্তমান গোষ্ঠী দ্বারা আবার পূর্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। গান্ধীজীর যে সত্যকে কংগ্রেস জনগণের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, সে সত্য স্বাশ্বতই থাকিবে কিন্তু কংগ্রেস আর বর্ত্তমান মণ্ডলী লইয়া পূর্বাবস্থায় থাকিতে পারে না। কারণ যে সাধনার শক্তিতে অন্যায় ও অশুচি এই মহান্ প্রতিষ্ঠানের নিকটে আসিতে পারে নাই ঐশ্বর্য্যের দ্বারে আসিয়াই যখন সে সাধনা আর অগ্রসর হইল না তখন তাহার স্বাভাবিক পরিণতিরূপেই অন্যায় ও অশুচিব্রতীদের প্রবেশের দ্বার খুলিয়া গেল। আজ তাই কংগ্রেসের মধ্যে এই ভ্রষ্ট সাধনার সুযোগ লইয়া বাহিরের পরিত্যক্ত অন্যায় ও দুষ্কৃতি আসিয়া কংগ্রেসে ভীড় জমাইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর কথায় এই 'আগাছা' উন্মূলন করিতে না পারিলে—কংগ্রেসকে কি মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব?

কংগ্রেস মরিবে না, কিন্তু কংগ্রেস এ অবস্থায়ও থাকিতে পারে না। স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই ইহা রূপান্তর গ্রহণ করিবে। ইহাই কংগ্রেসের বাঁচিবার পথ এবং এই পথেই কংগ্রেস নূতন মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। গান্ধীজী ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহার পথেরও নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। "কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, এইবার তাহাকে সংগ্রামের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং নৈতিক মুক্তি অর্জন করিতে হইবে। রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম অপেক্ষা ভবিষ্যতের এই মুক্তি সংগ্রাম আরও কঠিন। * * *

কংগ্রেস আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার অপরিহার্য প্রাথমিক অংশস্বরূপ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। ইহার পর তাহার ব্রতের কঠিনতম পর্য্যায় আরম্ভ হইবে। গণতন্ত্রের দুরূহ সাধনায় নিজ গতিপথে কংগ্রেস অনিবার্য্যরূপে এমন কতকগুলি গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছে যাহা দুর্নীতির জনক এবং এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়াছে যাহা নামে মাত্র গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করে অথবা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের দাবী করে। কিন্তু আজ এই আগাছার বিপুল বাধাকে সরাইয়া আবার আগে চলিবার উপায় কি? * * *

* * * আজ কংগ্রেসের প্রভাবে দ্রুত ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। * * * * বিগত দিবসে কংগ্রেস হয়ত নিজের অগোচরে সমগ্র জাতির সেবাদাসের স্থান অধিকার করিয়াছিল—কংগ্রেস খোদা-ই-খিদমতগার অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। আজ অন্তরের মন্দিরে এবং সর্বজনসমক্ষে তাহাকে আবার ঘোষণা করিতে হইবে যে, সে ঈশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও দাসত্ব স্বীকার করে না এবং সেই পরমপদ হইতে সে বিন্দুমাত্র স্খলিত হইবে না। সে যদি আজ রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সার অশোভন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় তবে একদিন সে অকস্মাৎ আবিষ্কার করিবে যে তাহার সকল সম্পদের ভাণ্ডার সম্পূর্ণ উজাড় হইয়া গিয়াছে। * *

আমি শুধু দূর ভবিষ্যতের জন্য পথের ইঙ্গিত করিয়া গেলাম। যদি অবসর হয় এবং শরীরে কুলায় তাহা হইলে প্রকৃত দেশসেবকের কি করা উচিত 'হরিজনের' স্তম্ভে আমি সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব,—যে পথে চলিলে স্বীয় প্রভুর নিকট অর্থাৎ নরনারী বিশেষে জনসাধারণের নিকট স্বীয় মর্য্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে।" (নয়াদিল্লী, ২৭-১-৪৮)

গান্ধীজী উপরোক্ত লেখা ২৭শে জানুয়ারী লেখেন। ৩০শে জানুয়ারী যে দিন তাহার মৃত্যু হয়, তাহারও কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, গান্ধীজী কংগ্রেসকে বাঁচাইবার এবং মর্য্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পথের যে নির্দ্দেশ দিয়া যান, তাহাই জাতির নিকট তাহার অন্তিম ইচ্ছা। তাহা এই—

"দুই খণ্ডে বিভক্ত হইলেও ভারতবর্ষ যখন ভারত জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভাবিত উপায়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তখন কংগ্রেস তাহার বর্ত্তমান গঠন ও রূপ লইয়া অর্থাৎ 'প্রচার কার্য্যের বাহক' এবং 'আইন সভার নির্ণায়ক' হইয়া আর থাকিতে পারে না। কংগ্রেসের সেই প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। সহর ও নগরগুলি হইতে স্বতন্ত্র যে সাতলক্ষ গ্রাম রহিয়াছে,

তাহারও কল্যানার্থ সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক মুক্তি ভারতকে অর্জন করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌছিবার পথে ভারতে সামরিক শক্তির উপর অসামরিক শক্তির অভ্যুত্থানের সংগ্রাম আসিতে বাধ্য। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দলগুলির সহিত বিসদৃশ প্রতিযোগীতা হইতে কংগ্রেসকে রক্ষা করিতে হইবে। এই সকল অনুরূপ অন্যান্য কারণে অখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি বর্ত্তমান কংগ্রেস সংস্থাকে বাতিল করিয়া উহাকে "লোক সেবক সঙ্ঘ" পরিণত করিবার প্রস্তাব করিতেছে।" * * *

কংগ্রেসকে বাঁচিবার ও মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার এই পথ গৃহীত হয় নাই সত্য কিন্তু ইহাই অদূর ভবিষ্যতে সত্য হইয়া দেখা দিবে। দেশের নৈতিক মুক্তি না হইলে— ঐশ্বর্য্য তাহাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। আজ কংগ্রেসের অধঃপতনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া ইহাকে ফিরান যাইবে না। যাহারা 'ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও দাসত্ব স্বীকার করে না' তাহাদের আজ গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত পথে—কংগ্রেসকে নূতন মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। ভবিষ্যৎ ভারতের নূতনরূপ ইহার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশরত্ন রাজেন্দ্র প্রসাদের ৬৪ তম জন্মবার্ষিকীতে আমরা তাহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম প্রধান সহকর্মীরূপে গান্ধীজীর আদর্শকে তিনি একান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। দীর্ঘদিনের কর্ম ও ত্যাগপূর্ণ জীবনের সাধনা দ্বারা তিনি ভারত ও জগতবাসীর নিকট সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা সার্থক হউক। ভগবান তাহাকে পূর্ণস্বাস্থ ও দীর্ঘজীবন প্রদান করুন ইহাই প্রার্থনা করি।

পুরুলিয়া গোবরাগইড়্যাতে কয়েকদিন ধরিয়া বিরাট রাসমেলার উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উপলক্ষ্যে আমরা পুরুলিয়ার মিউনিসিপ্যালিটী ও জনসাধারণের দৃষ্টি একটী বিষয়ে আকর্ষণ করিতে চাই। পুরুলিয়া সহরে কোন পার্ক বা ফাঁকা ময়দান একেবারেই নাই। মসজিদের নিকট একটী ফাঁকা জায়গা দেশবন্ধুর নাম দিয়া পার্ক করিবার প্রস্তাব ছিল, তাহাও মিউনিসিপ্যালিটী বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। গোবরাগইড়্যাটী সহরের একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত। জনসাধারণের স্বাস্থ ও প্রয়োজনের দিক দিয়া ইহা উন্মুক্ত রাখা একান্ত আবশ্যক। এই ফাঁকা জায়গাটীকে 'নেতাজী ময়দান' নাম দিয়া একটী পার্করূপে পরিণত করা হোক। আশা করি এ বিষয়ে পুরুলিয়ার মিউনিসিপ্যালিটী ও জনসাধারণ অবিলম্বে সচেষ্ট হইবেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয়ের সম্বন্ধে আমরা জনসাধারণকে অবহিত করিতেছি। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর সাহেব বাঁধের দক্ষিণদিকে ফাঁকা জায়গায় যেখানে প্রার্থনা সভা করা হইয়াছিল—সেই স্থানটীকে 'গান্ধী ময়দান' নাম দিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তাহা সত্বেও মিউনিসিপ্যালিটী সেখানে বাড়ী তৈরী করিতে দিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা গর্হিত। অন্যান্য কথা ছাড়িয়া দিলেও পুরুলিয়ার স্বাস্থ ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর মত একটী দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের তাহা করা উচিত হয় নাই। পুরুলিয়ার জনমত প্রবল নয় সেই জন্য এখানে সকলই সম্ভব। আমরা পুরুলিয়ার জনসাধারণ ও মিউনিসিপ্যালিটীকে গোবরা গইড়্যাটিকে 'নেতাজী ময়দান' রূপে সত্বর পরিণত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

এবার মানভূম জিলায় উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার জন্য যে ভাবে প্রশ্নপত্র তৈয়ারী করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বহুস্থান হইতে বহু অভিযোগ আসিয়াছে। প্রথমতঃ এই প্রশ্নপত্র নূতন সিলেবাস অনুযায়ী করা হইয়াছে যাহা এখনও স্কুল গুলিতে সম্পূর্ণভাবে প্রবর্ত্তন করা হয় নাই। প্রশ্নপত্রের মধ্যেও নানা গোলমাল আছে যাহার ফলে পরীক্ষার্থী বিপদে প'ড়য়াছে। উচ্চ প্রাথমিকে ইংরাজী পড়ান হয় না অথচ অঙ্কের প্রশ্নপত্রে ইংরাজী সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই সব প্রশ্নপত্রাদি দেখিয়া স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে প্রশংসার উদ্রেক হয় না। আমরা আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

মানভূমে আগষ্ট আন্দোলন
১৯৪২
বান্দোয়ান থানা

বর্ণনা—শ্রী ভজহরি মাহাত।

পুলিশের ব্যাপক অত্যাচার।

এই সময়ে সমস্ত বান্দোয়ান ও পটমদা ও বরাবাজার থানাব্যাপী পুলিশের ব্যাপক জুলুম সুরু হইয়া গেল। আন্দোলনে একটু ভাটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এক জোট হইয়া স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যাপক গ্রেপ্তার সুরু হইল। প্রথমেই বান্দোয়ানের চন্দ্রমোহন মাহাত, স্বরূপ ডোম, রঘু মুচি, রবি মালি প্রভৃতি চারিজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে গ্রামে গ্রামে পাইকারী জরিমানার সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী গ্রেপ্তার সুরু করে। গুপুডিতে ১৪ জন, মাঘলায় ১৪ জন ঘুসিকডিহে ৬ জন, মধুপুর, কাশবহাল প্রভৃতি গ্রাম হইতে লোককে ধরিয়া লইয়া যাইতে থাকে। ইহার উপর মারপিটত আছেই। পুলিশের ভয়ে ছোট সন্তানকে বড়ীতে রাখিয়া ম', বাবা প্রভৃতি বাড়ীর সাবালকেরা কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া শস্যক্ষেত্রে, নদীর ধারে, বনে, পাহাড়ে যাইয়া সারাদিন লুকাইয়া থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিতে লাগিল। ফলে বহুলোককে সারাদিন অনাহারে কাটাইতে হইত।

এই সময়ে বান্দোয়ান থানায় দারোগা ছিলেন সুরেশ বাবু। ইনি যেভাবে সমস্ত থানায় জনসাধারণের উপর জুলুম করিতে লাগিলেন তাহা বান্দোয়ানবাসী কখনও ভুলিবে না। গ্রামে গ্রামে পুলিশ ও মিলিটারী পাঠাইয়া নিজে যাইয়া গ্রামবাসীকে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করা জুলুম করা হয়রান করা ইহার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল। সুপুডি নিবাসী বাণেশ্বর মাহাত, সনাতন মাহাত প্রভৃতি প্রায় ১৪ জন থানায় পাইকারী জরিমানা আদায় দিতে যায়। বরাগাড়ীর রাশু চৌকিদার তাহাদের দেখাইয়া বলে ইহারাও থানা পোড়াইবার ব্যাপারে যোগ দিয়াছিল। তাহাদের জরিমানা না লইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হইল। জিতান গ্রামের উপরই যেন এই সময়ে অত্যাচার কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিল।

প্রথমে জিতানের গুরুচরণ মাহাত, ঘাসীরাম মাহাত, মনসারাম মাহাত, আহ্লাদ মাঝি প্রভৃতি কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। দ্বিতীয় দফায় জেঠু মাঝি, জিহড় মাহাত প্রভৃতি বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তৃতীয় দফায় আমার বাড়ী হইতে এক জোড়া বলদ, ৪টি মহিষ, বাসন, সুতা, দড়ি প্রভৃতি যাহা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, অন্যান্য প্রায় আরও ৮।১০টি বাড়ী হইতে ভেড়া, ছাগল, তাঁত প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল সমস্ত ক্রোক করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। জিতান গ্রামে এমন অবস্থা হইয়াছিল, যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, শিশু এবং স্ত্রীলোক ছাড়া প্রায় অধিকাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

পুলিশের সঙ্গে বেসরকারী বহু মাতব্বর লোক এই সমস্ত জুলুমে যোগ দিয়াছিলেন। মাগারাম হালদার, হরি হালদার, যোগীন্দ্র হালদার, মাধব হালদার, প্রহ্লাদ হালদার, মড়ীরাম মাহাত, গোপী ডোম প্রভৃতি লোক গ্রামে গ্রামে লোকের লিষ্ট করিয়া পুলিশের নিকট দাখিল করিতেন। পুলিশও সেই অনুযায়ী গ্রেপ্তার, পাইকারী জরিমানা প্রভৃতি করিত। বান্দোয়ানে তখন ডাক্তার ছিলেন প্রমথ বাবু। তিনি আন্দোলনে আমাদের খুবই সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উপরও নানা প্রকার জুলুমও চলিতে লাগিল। আমরা গ্রেপ্তার হওয়ার পরে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে অনেক হয়রাণ হইতে হইয়াছিল। বন্দুকের লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হইল এবং পরিশেষে তাঁহাকে বান্দোয়ান ছাড়িতে হইয়াছিল। এই সকল গ্রেপ্তার ও জুলুমের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে সুরু হইল পাইকারী জরিমানা। গ্রামে গ্রামে একটাকা খাজনা পিছু কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত আদায় করা হইয়াছে। সরকারীভাবে যাহা আদায় হইয়াছিল তাহার বহুগুণ অধিক বেসরকারীভাবে লোকের নিকট হইতে জরিমানা বলিয়া ও নানারকম ভয় দেখাইয়া আদায় করা হইয়াছিল। এই টাকা আদায়ের কাজে, চৈতন চৌকীদার, রাসু দাস, গোবর্দ্ধন মাহাত, মড়িরাম মাহাত, ঠাকুরদাস মাঝি, বংশী মাহাতো, প্রহ্লাদ মাহাত, জ্যোতিন্দ্রনাথ বাবু, হরি দত্ত, বিষ্ণু দত্ত প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেন। সরকারী হিসাবে পাইকারী জরিমানা আদায় হইয়াছিল

প্রায় ৮৫০০৲ টাকা ইহা ছাড়াও প্রায় দশ হাজারের উপর টাকা জনসাধণের নিকট লওয়া হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই সমস্ত ব্যক্তিরা আর একটা কাজ করিত। লোকের গ্রেপ্তারের পরে তাহারা তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তাহাদের মৃত্যু সংবাদ দিত। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ীর লোকেরা তাহা সম্ভব মনে করিয়া কান্নাকাটী করিত। তাহারা বলিত যে—আমাদের যদি আগে টাকা দিতিস্ তবে আর তাহাদের জেলে পাঠাইতাম না। যাহারা টাকা দিকে অসমর্থ হইত তাহাদের বাড়ীতে মিলিটারী যাইয়া তাহাদের গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইত। ফলে বহুলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত লাগিল।

অবস্থা যখন এইরূপ তখন আমরা বাসন্তীদিদির নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে—এখন প্রকাশ্যভাবেই সকলকে আইন অমান্য করিতে হইবে। আরও সংবাদ জানিতে পারিলাম যে চিত্তদা থোকন প্রভৃতি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

আমরা শেষে প্রকাশ্যে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইলাম। থানার দারোগা বাবুকে পত্র লেখিয়া জানান হইল যে কর্মীরা জিতান, মধুপুর ও ভালুতে সত্যাগ্রহ করিবে। বাহিরে যত কর্মীরা ছিল সকলেই জমায়েত হইল। ৫ জনকে লইয়া এক একটী দল গঠিত হইল। সমস্ত থানা হইতে প্রায় ১১০ জন গ্রেপ্তার হইলাম।

আমাদের উপর অনেকগুলি ধারাই লাগান হইয়াছিল। এই সমস্ত মোকদ্দমাতে বান্দোয়ানের শ্রীমাগারাম হালদার, ললিত হালদার, যোগেন্দ্র হালদার, মাধব হালদার, প্রহ্লাদ হালদার, বাবুরাম মোদক, গোপী ভোম, সুবিদ মাঝি, হরিপদ হালদার, চিলার শ্রীজ্যোতিন্দ্র নাথ দে, নিতাই বন্দ, ফকির দে, ঘনু হালদার, চৌকিদার, গোবিন্দ ভূমিজ, নেজাবলী সদাগর, তাতীওয়ালা, ট্যাক্স মুহুরী প্রভৃতি বহুলোক সাক্ষ্য দিয়াছিল। যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই সাজা হইয়াছিল। আমাদের কয়েকজনের ১৩ বৎসর করিয়া সাজা হইয়াছিল। পরে পাটনা হাইকোর্টে আপীল করিবার পরে ৬ জন মুক্তি পায় কিন্তু আমাদের প্রায় ১৬ জনের ৬ হইতে ৭ বৎসর সাজা বহাল থাকে।

পরিশিষ্ট

বান্দোয়ান থানায় ১৯৪২ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে সেখানকার কংগ্রেস কর্মীরা ও জনসাধারণ যতটুকু যেভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহারই একটা বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিলাম। ইহাতে অনেক লোকেরই নাম নানা-কার্য্যের সংশ্রবে করিতে হইয়াছে। ঘটনা যেরূপ ঘটিয়াছিল তাহাই বলা হইয়াছে। মানভূম জিলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা ইতিহাস হিসাবেই লেখা হইতেছে। সমস্ত ইতিহাসের মতনই এই জিলার এই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন আছে। এই সম্পর্কে আরও একটা বিষয়ও উল্লেখ করার দরকার আছে বলিয়াই মনে করি। ১৯৪২ সালে যে আন্দোলন সমস্ত দেশব্যাপী হইয়াছিল তাহার রূপ ধ্বংশাত্মক ছিল। এই সকল ধ্বংশাত্মক কাজ কতদূর পর্য্যন্ত অহিংসা ও কোথায় হিংসার সীমায় পড়ে তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের জিলায় আন্দোলনে একটা সুপরিকল্পিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছিল। কোন ক্ষেত্রেই ইহা আকস্মিক হয় নাই। ধ্বংশাত্মক কাজের মধ্যেও একটা নীতি ছিল। সেই নীতি এই ছিল যে কোন প্রকারে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত না দেওয়া এবং কাহারও প্রাণহানি না করা। আমাদের জিতান সম্মেলনে ইহা স্থির করিয়াই কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল। এবং বহু সুযোগ থাকা সত্বেও কোন ক্ষেত্রেই কর্মীরা বা কর্মীদের পরিচালিত জনসাধারণ এই দুইটী নীতি লঙ্ঘন করে নাই। ধ্বংশাত্মক কার্য্য মাত্র রটিশ সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কাহারও জীবন হানি করিব না বরং প্রয়োজন হইলে নিজেদের জীবন দিব এই নীতি যে কার্য্যেও অনুসৃত হইয়াছিল তাহার পরিচয় ইহার পরে মানবাজার থানার যে ইতিহাস প্রকাশিত হইবে তাহাতেই পাওয়া যাইবে।

গণপরিষদ

(মন্তু)

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পরে ভারতের শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য গণপরিষদ গঠিত হইয়াছে। পরিস্থিতি অনুসারে এই গণপরিষদ সোজাসুজিভাবে গণভোটের দ্বারা গঠিত হয় নাই। ১৯৪৬ সালে প্রত্যেক প্রদেশের আইন সভার নির্বাচিত সদস্যেরা গণপরিষদের জন্য যে সকল সভ্য নির্বাচন করিয়াছিলেন তাহাদের দ্বারাই গণপরিষদ গঠিত হইয়াছে।

ইহার পূর্বে গণপরিষদের আরও কয়েকটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গণপরিষদের কাজ কেবলমাত্র ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র তৈরী করা। সেই সমস্ত অধিবেশনে শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে সেই সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইবার পরে, ডাঃ আম্বেদকরকে সভাপতি করিয়া একটী কমিটী গঠন করিয়া দেওয়া হয়। সেই কমিটীর উপর ভার ছিল যে তাহারা শাসনতন্ত্রের একটী খসড়া তৈরী করিয়া গণপরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন শাসনতন্ত্রের সেই খসড়া এইবারের অধিবেশনে উপস্থিত করা হইয়াছে, এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে আগামী ১৯৪৯ সালের ২৬শে জানুয়ারীর মধ্যেই ইহাকে সম্পূর্ণ পাকাপাকিভাবে স্থির করিতে হইবে।

স্বাধীন ভারতের জন্য সম্পূর্ণ নূতন শাসনতন্ত্র গঠিত হইতেছে। এই শাসনতন্ত্র যে ভাবে গঠিত হইবে সেই রকম ধারাতেই দেশের গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণের শাসন ব্যবস্থা চলিবে। সুতরাং স্বাধীন দেশের লোক হিসাবে অন্ততঃ মোটামুটিভাবে এই নূতন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা সকলেরই দরকার।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গান্ধীজী তাহার জীবিতাবস্থায় ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব একটা ধারণা দেশবাসীর সম্মুখে দিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পরিকল্পনা ছিল পঞ্চায়েতের ভিত্তির উপর শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিবে। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র গান্ধীজীর সেই আদর্শানুযায়ী পরিকল্পিত হয় নাই। শাসনতন্ত্রের যে খসড়া গণপরিষদে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে সর্বমোট ৩১৫টী ধারা আছে। এই সমস্তগুলিতে শাসনতন্ত্রের রূপ কি হইবে ও কি ব্যবস্থা করা হইবে তাহাই দেওয়া আছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্র হইবে, ভোট দিবার অধিকার কাহার থাকিবে, আইন সভার নির্বাচন কিরূপে হইবে, সভাপতির নির্বাচন কিরূপ হইবে, কাহার কি ক্ষমতা থাকিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বর্ত্তমান গণপরিষদের অধিবেশনে এই ৩১৫টী ধারার প্রত্যেকটী ধারা আলোচনা করা হইতেছে। সভ্যগণ নিজেদের মতামত অনুযায়ী যাহার যাহা মত তাহা প্রকাশ করিতেছেন ও তাহা আলোচনা হইতেছে, এবং বহুমতে যাহা গৃহীত হইতেছে তাহাই শাসনতন্ত্রের পাকাপাকি ধারা স্বরূপে স্থির হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে গত ৪ঠা নভেম্বর হইতে এবারকার গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

প্রারম্ভেই ডাঃ আম্বেদকর খসড়া কমিটীর সভাপতিরূপে বক্তৃতা দিয়া সরকারীভাবে শাসনতন্ত্রের খসড়াটী প্রস্তাবাকারে গণপরিষদে পেশ করেন অতঃপর ইহা লইয়া ৭ই নভেম্বর তারিখে আলোচনা হয়। শ্রীদামোদর স্বরূপ একটী সংশোধন প্রস্তাব আনিয়া বলেন যে এই শাসনতন্ত্রের আলোচনা বর্ত্তমানে স্থগিত থাকুক। কারণ জনগণ দ্বারা প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এই গণপরিষদ গঠিত হয় নাই। কিন্তু ভোটে তাহা পরিত্যক্ত হয়। অনেকে ইহার নানা দোষ দেখাইয়া আলোচনা করিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজের শ্রীকৃষ্ণম আচারি বলেন যে—জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া যে "ভাষার সাম্রাজ্যবাদ" সৃষ্টি করা হইতেছে তাহার অত্যন্ত কুফল হইবে। এ বিষয়ে তিনি সাবধান করিয়া দেন যে, এইভাবে চলিতে থাকিলে দক্ষিণ ভারত পৃথক হইয়া যাইবার জন্য দাবী করিতে পারে।

আলোচনা ৮ই নভেম্বরও চলিতে থাকে। এইদিন এই কথাও বলা হয় যে এই শাসনতন্ত্রে গ্রামগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইয়াছে। গান্ধীজী যে আদর্শের জন্য গত ৩০ বৎসর যাবত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন তাহার কোন চিহ্নই এই শাসনতন্ত্রে নাই। ইহাও বলা হয় যে ইহাতে গ্রামের লোকের ও জনসাধারণের কোন সুবিধাই হইবে না কেবল পুঁজিপতিদের সুবিধা হইবে।

৯ই নভেম্বর পর্য্যন্ত আলোচনা চলে। সাধারণভাবে ইহার বিরুদ্ধে যে আলোচনা হয় তাহার মধ্যে প্রধান অভিযোগগুলি এই যে—ইহাতে জনগণের অর্থ-নৈতিক জীবনের সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হয় নাই। গান্ধীজীর আদর্শে, গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রায় ৫০ জন সভ্য আলোচনায় যোগদান করেন। সর্বশেষে খসড়া কমিটীর একজন সভ্য শ্রীমাধব রাও এই সব অভিযোগগুলির জবাব দেন। অতঃপর ইহা ভোটে দেওয়া হয় এবং সকলেরই একমতে ইহা সিদ্ধান্ত হয় যে—এই শাসনতন্ত্রের খসড়া স্থগিত না রাখিয়া আলোচনা করা হইবে।

১০ই নভেম্বর তারিখ হইতে শাসনতন্ত্রের প্রত্যেকটী ধারা লইয়া আলোচনা সুরু হয়। এইদিন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের ধরণ কি হইবে তাহা লইয়া আলোচনা হয়। এ বিষয়ে যে কয়টী সংশোধন প্রস্তাব আনা হইয়াছিল তাহাতে স্বাধীন গণতন্ত্র, স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রভৃতি নাম দেওয়ার জন্য বলা হয়। প্রদেশগুলির নাম রাষ্ট্র, কি প্রদেশ হইবে তাহাও আলোচনা হয়।

১৬ই নভেম্বর তারিখের অধিবেশনে যে ৪০০০ হাজার সংশোধন প্রস্তাব আনা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে কোন কোন সংশোধন প্রস্তাব আনিতে দেওয়া হইবে তাহার ক্ষমতা সভাপতির উপর দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক বক্তার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রস্তাব হয়।

১৭ই তারিখের অধিবেশনে ভারতের নাম 'ভারতবর্ষ' 'ভারত' 'হিন্দুস্থান,' না 'ইণ্ডিয়া' হইবে তাহার আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত পরে হইবে বলিয়া স্থির হয়। এই দিন প্রফেসার সাহ সংশোধন প্রস্তাব আনেন যে—ভারতবর্ষে সমস্ত প্রদেশ প্রভৃতির পার্থক্য তুলিয়া দিয়া কেবল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ভিত্তির উপর শাসনতন্ত্র গড়িয়া তোলা হোক। ইহা ভোটে পরাজিত হয়।

এই দিন খসড়া শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত ২য় ধারা গৃহীত হয় যে পার্লিয়ামেণ্ট যোগ্য সর্ত্তাধীনে, নূতন রাষ্ট্রকে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে বা স্থাপন করিতে পারিবে।

এই দিন শাসনতন্ত্রের তৃতীয় ধারা অর্থাৎ নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করা, কোন প্রদেশের সীমা বাড়ান বা কমান তাহার নূতন নামকরণ প্রভৃতি প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধীয় ধারাটীর আলোচনা সুরু হয়। এবং ডাঃ আম্বেদকর মূল প্রস্তাবটীর একটী সংশোধন প্রস্তাব আনেন।

১৮ই নভেম্বর ডাঃ আম্বেদকরের প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধে এই সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয় যে পার্লিয়ামেণ্টে কোন প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রস্তাব আনিতে হইলে প্রস্তাবটী আইন সভায় উত্থাপন করিতে দিবার পূর্ব্বে সভাপতি সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইন সভাগুলির মতামত লইয়া অনুমতি দিবেন কিনা স্থির করিবেন।

ইহার পরে ২৪ শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কয়েক দিনের অধিবেশনে রাষ্ট্র কি নীতিতে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন তাহা লইয়া আলোচনা হয়। রাষ্ট্র বা আইন সভা দেশের শাসন ব্যাপারে অথবা যে সব আইন তৈরী করা হইবে তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নীতিগুলির প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে। দেশ শাসনের মৌলিক নীতিগুলি এই হইবে।

জাতীয় জীবনে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে যাহাতে ন্যায়পূর্ণ ব্যবস্থা হয় তাহার জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করিবে।

যে ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী করার জন্য রাষ্ট্র বিশেষভাবে তাহার নীতি প্রয়োগ করিবে তাহা মোটামুটী এই—স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকার্জ্জনের উপায় লাভ করিবার সমান অধিকার আছে।

দেশের উৎপাদন ও সম্পদ সর্বসাধারণের কল্যাণের ভিত্তিতেই বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ করা হইবে।

যাহাতে উৎপাদনের উপায় এবং সম্পদ জনসাধারণের স্বার্থ হানি করিয়া গুটিকয়েক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না হইতে পারে—সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থা করা।

স্ত্রীপুরুষ সকলের জন্য বেতন সমান থাকিবে।

স্ত্রী বা পুরুষ শ্রমিক বা অল্পবয়স্ক বালকদের আর্থিক অভাবের তাড়নায় যাহাতে তাহাদের যাহা উপযুক্ত নয় এবং বল ও স্বাস্থের হানি হয়—এমন কাজ করিতে বাধ্য না হয়।

রাষ্ট্র তাহার সাধ্যানুসারে, নাগরিকের কাজ পাইবার অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং বেকার থাকিলে, বৃদ্ধাবস্থায় বা রুগ্নাবস্থায় কাজের ব্যবস্থা করা বা সাহায্যের ব্যবস্থা করিবে।

শ্রমিকদের জন্য—যাহাতে তাহারা স্বচ্ছলভাবে থাকিতে পারে এরকম বেতন, তাহারা বিশ্রামের অবসর পায় এবং যাহাতে তাহারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত করিবার সুযোগ পায়—তাহা রাষ্ট্র আইন করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র যাহাতে নাগরিকের জন্য আইন একই প্রকার হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে।

প্রত্যেক নাগরিকের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার আছে। এই শাসনতন্ত্র জারি হইবার পরে দশ বৎসরের মধ্যে যাহাতে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী বালক বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে।

বিশেষ করিয়া আদিবাসী হরিজন প্রভৃতি যাহারা পশ্চাৎপদ আছে তাহাদের সামাজিক অবিচার ও শোষণ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করিবে।

নাগরিকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য ব্যবস্থা করিবে। বিচার বিভাগ হইতে অবিলম্বে শাসন বিভাগ পৃথক করা হইবে।

পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বহু সংশোধন প্রস্তাব আসার ফলে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে দেশময় গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠন করিয়া সেগুলিকে স্বায়ত্বশাসনশীল প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র—গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠন করিয়া তাহাদের এরূপ ক্ষমতা ও অধিকার দিবে যাহাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের শাসনের ব্যবস্থা নিজেরা করিতে পারে।

ইহা ছাড়াও সমবায় পদ্ধতিতে কুটির শিল্প প্রভৃতির ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

২৪শে তারিখেই স্বাধীন দেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার কি হইবে তাহা লইয়া আলোচনা সুরু হয়।

জয়পুর কংগ্রেস

কংগ্রেসের কার্য্যসূচি

জয়পুরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের কার্য্যসূচি নিম্নলিখিতরূপে স্থির হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে ইহার পরিবর্ত্তনও হইতে পারে।

১০ই ও ১১ই ডিসেম্বর— নয়া দিল্লীতে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক। প্রয়োজন হইলে ১২ তারিখ পর্য্যন্তও এই বৈঠক চলিতে পারে।

১৪ই ডিসেম্বর— সর্বোদয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৫ই ডিসেম্বর— নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সকাল বেলা একটি স্পেশাল ট্রেণে দিল্লী হইতে রওনা হইয়া জয়পুরে বেলা ২ টার সময় পৌছিবেন। ষ্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতি তাহাকে অভ্যর্থনা করিবেন। ষ্টেশনে পৌছিয়াই তিনি ষ্টেশনের বাহিরে, জয়পুর রেলওয়ে ইউনিয়ন কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহাত্মা গান্ধীর একটি মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিবেন। তৎপরে তাহাকে শোভাযাত্রা করিয়া সমস্ত সহর পরিভ্রমণের পর জয়পুর মিউজিয়মে লইয়া যাওয়া হইবে সেখানে তাহাকে নাগরিকদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হইবে। মীরাট হইতে গত ২২শে নভেম্বর যে 'অখণ্ড জ্যোতি' জয়পুরে আনা হইতেছে তাহা শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিবে।

১৬ই ডিসেম্বর— সকাল ৮।৩০ টায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক পতাকা অভিবাদন।

সরকারী প্রস্তাবসমূহের পাকাপাকিভাবে ব্যবস্থা করিবার জন্য সকালে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক হইতে পারে।

বেলা দুইটার সময় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বৈঠক বসিবে। ইহা পরে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে পরিণত হইবে।

১৭ই ডিসেম্বর— সকালে ও বৈকালে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন।

১৬ই অথবা ১৭ই দেশীয়-রাজ্য প্রজাসম্মেলনের সাধারণ অধিবেশন হইবে।

১৮ই ও ১৯ শে ডিসেম্বর— নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন হইবে। দরকার হইলে এই অধিবেশন ২০ তারিখ পর্য্যন্ত চলিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির মণ্ডপে ইহার অধিবেশন হইবে।

জয়পুরে যাতায়াতের ব্যবস্থা

জয়পুরে যাইবার জন্য বি, এন, আর হইতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

খুর্দ্দা, কটক ও বালেশ্বর হইতে ৫ খানা বগী লইয়া স্পেশাল ট্রেনরূপে একটী গাড়ী খড়্গপুর হইতে মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনা রোড বাঁকুড়া ও আদ্রা হইয়া ১৩ই ডিসেম্বর বেলা প্রায় ১টার সময় আসনসোল পৌছিবে। ঐ দিনই বেলা ৩-৫ মিনিটের সময় আসনসোল হইতে আগ্রা ফোর্ট পর্য্যন্ত ই, আই, আর এর যে স্পেশাল ট্রেন ছাড়িবে উল্লিখিত স্পেশাল ট্রেনের বগীগুলি উহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইবে।

সম্বলপুর ও ঝাড়সুগদার দিক হইতে ২ খানা বগী চক্রধরপুরে ডাউন টাটা আদ্রা প্যাসেঞ্জারের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইবে। ১৩ই সকালে এই বগীগুলিকে পুরুলিয়ার কাটিয়া রাখা হইবে। পুরুলিয়াতে আর একটী বগী ইহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইবে। পুরুলিয়া হইতে ইহা আদ্রায় যাইবে। আদ্রায় আর একখানা গাড়ী ইহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইবে। এই সমস্ত গাড়িটী স্পেশাল ট্রেনরূপে আদ্রা হইতে গোমো ১৪ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রি ৩টায় পৌছিবে। ১৪ই ডিসেম্বর ভোর ৪-২২ মিনিটের সময় গোমো হইতে যে আগ্রা ফোর্ট স্পেশাল ছাড়িবে তাহার সহিত এগুলি জুড়িয়া দেওয়া হইবে।

সমস্ত প্রধান প্রধান ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যাইবে।

স্থানীয় সংবাদ

জঙ্গলের অব্যবস্থায় জনমত—

গত ১৮ই নভেম্বর পুঞ্চা থানার অন্তর্গত কোনাপাড়া অতুলাশ্রমে কোনাপাড়া অঞ্চল পঞ্চায়েত কমিটীর এক বৈঠকে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সিং পাতরের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সবিশেষ আলোচনার পর গৃহীত হয়।

(১) বর্ত্তমান সময়ে জঙ্গল বিভাগের কর্ম্মচারিদের উদাসীনতার ফলে জঙ্গলগুলির ক্ষতি হইতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে জঙ্গলগুলি নষ্ট না হয় তাহার সুব্যবস্থার জন্য এই সভা সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

(২) এই অঞ্চলের স্থানীয় উপযুক্ত ব্যক্তি এজেন্টের প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও ডি, এফ্, ও সাহেব অন্য একজন দূরবর্ত্তী গ্রামের লোককে এজেন্ট মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

খালাসী সমস্যা—

কেন্দ্রীয় পে কমিশনে খালাসীর বেতন ৩০৲ টাকা এবং মাগ্‌গী ভাতা লইয়া ৫৫৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ইহারা খালাসী, সার্ভে খালাসী প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত। যাহাতে ইহারা ওভারসিয়ার ব্যক্তি বিশেষের নামেই ভর্ত্তি না হয় এজন্য আইন করিয়া ইহাদের নিয়ম মাফিক এষ্টাব্লিসমেণ্টে আনা হইয়াছে এবং আফিস হইতে প্রত্যক্ষভাবে বেতন দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু তবুও ইহাদের অবস্থা পূর্ব্ববৎ শোচনীয়ই আছে। এখনও ইহারা ওভারসিয়ারের বাড়ীতে ব্যক্তিগত ভৃত্যের মতনই খাটিয়া মরে। এবিষয়ে উর্দ্ধতন অধস্তন অধিকাংশ কর্ম্মচারীই বাদ যায় না। ইহাদের নিযুক্তি লইয়াও নানা প্রকার ব্যবসায় চলে বলিয়া প্রকাশ।

ঘুষের জের—

গত ২৩ শে অক্টোবর ৫০০৲ টাকা ঘুষ লইবার অভিযোগে সিঁদরীস্থ কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত বিভাগের শ্রীরামশরণ দাস এস, ডি, ও ১৫ ই নভেম্বর ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। মামলা বিচারাধীন আছে।

ইঞ্জিনীয়ার সম্মেলন—

গত ১৩ ই ও ১৪ ই নভেম্বর সিঁদরীতে ইঞ্জিনীয়ারদের সমিতির সভ্যদের এক ঘরোয়া বৈঠকে জেমসেদপুরের চীফ টাউন এডমিনিষ্ট্রেটার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে ভারতবর্ষে সহরের পরিকল্পনা বলিয়া কোথাও কিছু নাই। আছে কেবল সহরের রাস্তার প্ল্যানিং এবং তাহাও কেবল ধনিকদের সুবিধার জন্য। সুরম্য অট্টালিকার পিছনে আবর্জ্জনা স্তূপ, অস্বাস্থ্যকর দরিদ্র ও মধ্যবিত্তগণের গৃহের জঞ্জাল বাড়িতেই থাকে। ভারতীয় কৃষ্টি বৈশিষ্ট এবং অর্থনীতি বা সাধারণের জীবিকার মানানুসারে প্ল্যান তৈরী করিতে হইবে যাহাতে দরিদ্রতম শ্রমিকও বাসোপযোগী প্রাঙ্গণ ও আলোবাতাসের অধিকার সহ সুন্দর গৃহলাভ করিতে পারে। টাউন প্ল্যানিং এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রাম্য পরিকল্পনার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন যে বর্ত্তমান শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকেরা বিরাট নগরে প্রতিবেশীহীন হইয়া সহর ও পল্লী উভয়েই সমাজহীন বিশৃঙ্খলভাবে বাস করে।

ক্ষুদে ব্যবসায়ীর অসুবিধা—

সিঁদরীতে ডাইরেক্টর প্ল্যানিং এর আদেশানুসারে লাইসেন্সবিহীন পথঘাটে উপবিষ্ট ছোট খাট দোকানগুলি যথা পান বিড়ি প্রভৃতি উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। তাহাতে গরীবলোক ও জনসাধারণের অসুবিধা হইতেছে অথচ এদিকে লাইসেন্স জোগাড় করাও এক দুর্দ্দৈব ব্যাপার।

সিনেমায় মানভূমের মাতৃভাষা—

ঝরিয়ায় 'দেশবন্ধু সিনেমা' গৃহে, আরম্ভ ও মধ্যবর্ত্তী বিশ্রামের সময় হিন্দী প্রচারিণী সমিতি কর্ত্তৃক ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেওয়া হয়—'Hindi is the mother language of Manbhum' অর্থাৎ 'হিন্দী মানভূমের মাতৃভাষা,' 'হিন্দী শেখ ইত্যাদি।

চোর দ্বারা গৃহদাহ—

গত ২৪ শে নভেম্বর মধ্য রাত্রিতে বান্দোয়ান থানার হেতাকোল গ্রামের শ্রীচণ্ডি চরণ মাহাতর একটী বড় ঘরে চোরে আগুন লাগাইয়া দেয়। ফলে ঘরটী সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যায়। আশে পাশে যে সমস্ত ঘর ছিল তাহাতেও আগুন লাগে। গ্রামের সকলের চেষ্টায় আগুন নিভান হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে মুগ, অনেক চাউল, সরিষা, তিসি ইত্যাদি পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০০৲ শত টাকা।

পুরুলিয়ায় রাসমেলা—

গত সপ্তাহে পুরুলিয়া সহরে গোবরা গইড়ার বিশেষ করিয়া কৈবর্ত্ত সম্প্রদায় ও অন্যান্য লোকের উদ্যোগে 'রাসমেলা' উৎসব বিরাট সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উৎসবে বর্ত্তমান ভাবধারামূলক যাত্রার অভিনয় হইয়াছিল। শেষ দিনে বাল-ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্থানীয় স্কুলগুলির ছাত্রগণ ও সহরের সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ধনী দরিদ্র সহস্র সহস্র বালক এক সঙ্গে বসিয়া খিচুড়ি প্রভৃতি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ ব্যাপার সহরে এই সর্ব্বপ্রথম। মেলা কমিটীর এই কার্য্য অতীব প্রশংসনীয়।

বরাবাজার সংবাদ

পুলিশ, চৌকিদার ও চোর—

বরাবাজার থানায় কাদঞা গ্রামে আনুমানিক গত ১১ই নভেম্বর ২৫শে কার্ত্তিক তিন ব্যক্তি যখন একটী পুকুরে চুরি করিয়া মাছ ধরিতেছিল সেই সময় তাড়া খাইয়া দুই জন চোর জাল লইয়া পলায়ন করে ও একজন চোর ধরা পড়ে। সেই চোরকে জাল ও মাছসহ চৌকিদারের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। চৌকীদার ছিল না এবং তাহার পুত্র চোরের জিম্মা লইতে অস্বীকার করে। পলায়িত চোর দুইজন জাল ঘরে রাখিয়া ধৃত চোরটীকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইবার উদ্দেশ্যে চৌকিদারের বাড়ীতে আসে। ছিনাছিনির সময় একজন চোরের মাথায় লাঠী পড়ে এবং বহুলোক জড় হয় ও চোর দুইজন পলায়া যায়। তখন চৌকীদারকে দেখিয়া তাহাকে চোরসহ থানায় যাইতে বলিলে সে অস্বীকার করে। উক্ত গ্রামের শ্রীমহদেব মাহাত থানাতে সকালে ডাইরী করে। ডাইরী করিবার সময় জমাদার বাবু বলেন যে—তোমরা চোরকে মারিলে কেন? যাও থানাতে বিচার নাই। পুরুলিয়ায় হইবে। এ বিষয়ে পুলিশ হইতে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

ধান্য চুরির হিড়িক—

বরাবাজার থানায় অনেক গ্রামে ক্ষেতের ধান চোরে চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছে। গত বৎসর থানার কংগ্রেস কর্ম্মীদের চেষ্টায় কাহাকেও ক্ষেতে পাহারা দিতে হইত না। এবং চুরি ডাকাতি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে ক্ষেতে পাহারা না দিলে ক্ষেতে ধান থাকে না। পক্তপুর ও হোলাডি গ্রামে কিছুদিনের মধ্যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

আড়ষা থানার কড়ইরা গ্রামের শ্রীশশী রজক জানাইতেছেন যে—আমি না জানিয়া গুটীকতক গাছ কাটিয়াছিলাম। পূর্বে আমরা কোন নোটিশ পাই নাই। গত ২০শে নভেম্বর একজন আমীন (সম্ভবতঃ তাহার নাম শ্রীবনমালী) আসিয়া আমাকে বলে যে তোমার নামে

২০০ শত টাকার দাবী করিয়া রিপোর্ট আছে অতএব তুমি যদি আমাকে ২৫৲ টাকা দাও তাহা হইলে বড় আমিনকে ও গার্ডকে বুঝাইয়া দিব তোমার নামে আর রিপোর্ট হইবে না—এই বলিয়া উক্ত তারিখে ধমক দিয়া নগদ ৩৲ টাকা ১টী মুরগী ও মদের জন্য ১৷৹ টাকা লইয়াছে। আরও ২৫৲ টাকা জোগাড় করিয়া না রাখিলে চালান যাইতে হইবে বলিয়াছে।

(২)

আড়ষা থানার কড়রিয়া গ্রামের শ্রীবেচারাম সিং সর্দ্দার জানাইতেছেন যে—জঙ্গল আমিন আমার জঙ্গল প্লটটী মাপিতে আসে এবং বলে যে ১২৲টী টাকা দিলে তোমার জঙ্গল প্লটের খিল জায়গাটী ছাড়িয়া দিব না দিলে মাপিয়া লইব। এইরূপে নানারূপ ভয় দেখাইয়া আমার ৯৲ টাকা লইয়াছে এবং পরে আসিয়া বাকী ৩৲টী টাকা লইবে বলিয়াছে। আমি গরীব লোক আমার টাকাটী ফেরত দিয়া আমার খিল জায়গাটী ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে মর্জি হয়।

(৩)

বরাবাজার থানার রাঙ্গাটাঁড় গ্রামের শ্রীব্রজমোহন মাহাত জানাইতেছেন যে—গত ১৩ই নভেম্বর পুড়িহাসা গ্রামের জঙ্গলে কাঠ বিক্রয় হইবে শুনিয়া তথায় যাই। সেখানে জঙ্গলের গার্ড ও রলাডীনিবাসী ঘাসীরাম মাহাত লাইনে শিকল ফেলিয়া লাইন কাটায়। লাইনে যে কাঠ কাটা হয় সেই কাঠের মূল্য জিজ্ঞাসা করা হয়। গার্ড বলে যে এই কাঠ বিনা ছাড়ে বিক্রয় হইতে পারে না। কিন্তু তাহার পরেই ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই ঐ জঙ্গলের কাট বিনা ছাড়ে বহু লোকের কাছে বিক্রয় করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে যথোচিত তদন্ত হইয়া ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(৪)

বান্দোয়ান হইতে শ্রীভজহরি মাহাত লিখিতেছেন যে—জঙ্গল সম্পর্কিত আইনে, পাতা পচ, ঝুরি ঘাস ইত্যাদির কোন মূল্য লাগিবে না বলিয়াই আমরা জানি কেবল বিড়ির পাতা স্থানীয় অধিবাসীদের ঠিকা দেওয়া হবে। কিন্তু বান্দোয়ান থানার সমস্ত জঙ্গলেই ঘোষ পাতা ও লতা সর্ব উচ্চ ডাকে বর্ত্তমান ধাদকা নিবাসী শ্রীকামতা ওঝা লইয়াছে। যদি পাতার মূল্য লওয়াই হয় তবে পচা ঝুরি বিনামূল্যে গরীব জনসাধারণ পাইবে—ইহার কোন মূল্য থাকে না। আর বাস্তবিকপক্ষে তাহার কোন মূল্য বর্ত্তমান ব্যবস্থায় নাই। এ বিষয়ে জঙ্গল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন?

গত ২১শে নভেম্বর মানভূম জেলার প্রচার বিভাগ হইতে জিতানের নিকট মৌরাংটাঁড়ে বেলা ২টায় এক জনসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৬টার সময় প্রচার বিভাগের ভ্যান আসে। সভায় তখন প্রায় ২৫।৩০ জন মাত্র লোক ছিল। বক্তৃতায় বলা হয় যে কৃষক ও গরীব ভাইদের জন্য বিহার সরকার ২৫টী বিভাগ খুলিয়া বসিয়া আছে। এমন আর কোথাও হয় নাই। জমিদারী খতম হইয়া গিয়াছে ভারতবর্ষে কোথাও এমন হয় নাই ইত্যাদি। আদিবাসীদের সুবিধার জন্য ওয়েলফেয়ার অফিসার, এস,ডি,ও, প্রভৃতি আছেন। তোমাদের পিপাসা পাইলে কুঁয়া তোমাদের কাছে আসিবে। হিন্দীর সম্বন্ধে বলা হয় যে, সব বাঙ্গালীরা রাত্রে রাত্রে হিন্দী পড়িতেছে কেবলমাত্র তোমাদের ধোঁকা দেবার জন্য যাহাতে তোমরা পিছনে পড়িয়া থাক। আদিবাসীদের ভাষা হিন্দীর সঙ্গে মিশিয়া আছে তোমরা কেহ বাঙ্গালা ভাল বুঝিতে পারিবে না ইত্যাদি। প্রচার বিভাগের এইরূপ প্রচারের ধারা দেখিয়া আমরা জনসাধারণ বিস্মিত হইতেছি। গরীবের যে কি অবস্থা হইতেছে তাহা গরীবেই জানে। গরীবের উপকারের জন ডিপার্টমেণ্ট খুলিয়া লাভ হইয়াছে যাহারা গরীব নয় তাদের। সরকারী প্রচার বিভাগের কথা এইজন্যই কেহ বিশ্বাসই করে না। আরও একটা কথা এই যে, প্রচার বিভাগের প্রচার কি কেবল ভেদ বুদ্ধি সৃষ্টি করার জন্য?

(৫)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর খাড়িয়া, ছুটু খাড়িয়া, শম্ভু খাড়িয়া, বংশী পাহাড়িয়া প্রভৃতি ১৬ জন খাড়িয়া ও পাহাড়িয়া জানাইতেছেন— চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত বাঁধডি খোক্রো পাহাড়িয়া সকলের সানুনয় নিবেদন এই যে, আমরা বরাবর পাহাড়ের উপর বাস করি এবং জঙ্গলের মধু সংগ্রহ করিয়া বাঁশ ও আটির ঘাস সংগ্রহ করিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করি। উপস্থিত চাণ্ডিল থানার (বিট অফিসার) আমাদিগকে উক্ত মধু, বাঁশ ইত্যাদি লইতে নিষেধ করিতেছেন। এবং পয়সা দিয়া ছাইড় করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা আবহমানকাল বিনা পয়সার জঙ্গল হইতে মধু, বাঁশ, আটী বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। তাহাতে কোন রাজা জমিদার আজ পর্য্যন্ত কোন আপত্তি করেন নাই কিন্তু এখন স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের রিজার্ভ ফরেষ্ট অফিসাররা আমাদিগকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আমাদের একান্ত প্রার্থনা আমাদের চিরকালের হক অনুযায়ী উপরোক্ত দ্রব্যাদি বিনামূল্যে বিক্রয় করিতে পাই তাহার ব্যবস্থা করিতে মর্জ্জী হয়। নতুবা আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে মর্জ্জী হয়। নিবেদন ইতি—সন ১৩৫৫ সাল তাং ৩০শে কার্ত্তিক ইংরাজী ১৬।১১।৪৮

(৬)

পুঞ্চা থানার কোনপাড়া গ্রাম হইতে শ্রীশিবনারাণ মাহাত (পঞ্চায়েত প্রেসিডেণ্ট) শ্রীঘনশ্যাম মাহাত মিয়াজান আনসারী ও শ্রীদুর্গাচরণ মাঝি লিখিতেছেন যে, —কেন্দা মোকামের জঙ্গল গার্ড শ্রীঝাড়েশ্বর ভূঁই কোনাপাড়া গ্রামে আসিয়া পঞ্চায়েতের লোককে উক্ত দিবসেই মানবাজার ডি, এফ, ও এর নিকট যাইতে বলে তাহার কথা অনুসারে শ্রীশিবনারাণ মাহাত দিং ২৭।৭।৫৫ তারিখে মানবাজার ডাক বাংলা পৌঁছে। সেখানে বেলা ৩॥ টা হইতে মিটিং আরম্ভ হয়। মিটিংয়ে ম্যাটালা নিবাসী শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত ইত্যাদি আরও অপর গ্রামের লোক উপস্থিত ছিলেন সদর ডিষ্ট্রীক্টের ডি, এফ, ও ও রেঞ্জার, বিট অফিসার ও জঙ্গল গার্ড ৪।৫ জন ছিলেন। মিটিংয়ে ডি, এফ, ও মহাশয় হিন্দি ভাষায় জঙ্গল লইয়া আলোচনা করেন। তাহার আলোচ্য বিষয় এই—(১) জঙ্গল থাকিলে কি সুবিধা বা অসুবিধা হয় তাহা ফোটো দেখাইয়া বুঝাইয়া দেন। (২) বন সেণ্টার করিয়া কে, কে বনের এজেণ্ট হইবেন তাহা জিজ্ঞাসা করাতে অনেকগুলি লোক এজেণ্ট দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে গ্রামে জঙ্গল আছে সেই গ্রামের লোক এজেণ্ট হইলে ভাল হয়। সেইজন্যই যে, যে, গ্রামের লোক উপস্থিত ছিলেন তাহারা এজেণ্ট দাঁড়াইলেন বাকি যে গ্রামের লোক উপস্থিত ছিলেন না পরবর্ত্তী গ্রামের লোককে এজেণ্ট করিয়া কোনাপাড়া সেণ্টার করিয়া জামবাইদ, মোরাং চান্দাতিরী এই সেণ্টারের এজেণ্ট দাঁড়াইতে হইবে বলিয়া ডাক দেন। কোনাপাড়া হইতে শিবনারাণ মাহাত ঘনশ্যাম মাহাত দাঁড়ান, নোয়াগড় হইতে শ্রীবানেশ্বর লাল সিংহ দেউ দাঁড়ান। কোনাপাড়া সেণ্টারের অধীনে যে সমস্ত জঙ্গল আছে তাহার মধ্যে জামবাইদ কুপ হইয়াছে তাহা এজেণ্ট দ্বারা বিক্রি হইবে বলিয়া জানান। হিন্দি ভাষায় অনেকে মহোদয়ের কথা বুঝিতে পারেন না বলিয়া শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত তাঁহাকে জানান ও এই লইয়া অনেক কথোপকথন হয়। তাহার পর মিটিং শেষ হইয়া যায়। আমরা রেঞ্জার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোনাপাড়া সেণ্টারের জামবাইদ কুপের জন্য আমরা তিনজন এজেণ্ট দাঁড়াইয়াছি তাহার কি টাকা দিতে হইবে? তখন রেঞ্জার সাহেব বলিলেন তোমাদিগকে টাকা দিতে হইবে না। শ্রীবানেশ্বর লাল সিংহ দেউ এজেণ্ট হইয়াছে সে টাকা দিবে। তখন আমরা নিরুপায় হইয়া মানবাজারে রাত্রি থাকিলাম। রাত্রিতে অমরা এই চিন্তা করি যে কি বন থাকিবে। তারপর আমরা ২৮ শে তারিখে ৬টার সময় ডি, এফ, ও এর নিকট ডাক বাংলায় আলাপ পরিচয় করি। ডি, এফ, ও কে আমরা বলিলাম যে, আপনি মিটিংয়ের স্থলে বলিয়াছেন, যে গ্রামের জঙ্গল বিক্রি হইবে সেই গ্রামের এজেণ্ট লওয়া হইবে কিংবা সেই গ্রামের লোক না হইলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোককে এজেণ্ট করা হইবে। আমরা কি দোষ করিয়াছি যে, শ্রীঘনশ্যাম বা শিব নারান এজেণ্ট হইবে না, তাহার উত্তরে ডি, এফ, ও বলিলেন বানেশ্বরের জঙ্গল উহাকেই এজেণ্ট করা দরকার। তাহার উত্তরে আমরা বলিলাম যদি তাহারই জঙ্গল তাহাকেই এজেণ্ট করা হয় তাহা হইলে অপর লোককে ডাকাবার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে তিনি রাগান্বিত হইয়া জোর গলায় হিন্দি ভাষায় অনেক কিছু বলিলেন। তাঁহাকে আমরা বলিলাম যে, জঙ্গল গ্রামের লোকের উপর ভার দিলেই বিশেষ ভাল হইত। দেখুন ৭।৮ গ্রামের জঙ্গলের ভার ১টী গার্ডের উপর তাহা তাহার পক্ষে ব্যবস্থা করা মুস্কিল। কাজেই গ্রামের লোকের উপরই জঙ্গলের বিক্রয়ের ভার দেওয়া দরকার। গ্রামের লোকের জঙ্গলের উপর যেরূপ বেদনা থাকিবে অপর লোক তাহার বেদনা কিরূপে জানিবে? সেইজন্যই বলিতেছি যে, গ্রামের লোকের উপরই ভার দেওয়া একান্ত দরকার। এই সমস্ত কথা বলিবার পর ডি, এফ, ও মহাশয় বলিলেন, তোমার নাম কি? তখন আমি বলিলাম দুর্গাচরণ মাঝি। তিনি বলিলেন তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, নতুবা জেলে দিব, নাহয় গুলি করিব। তখন আমি বলিলাম জেলে দিতে পারেন, গুলি করিতে পারেন, তবুও গ্রামের স্বত্ব আনিব। এই বলিয়া আমরা সেখান হইতে চলিয়া আসি।

কোনাপাড়া, মৌরং চান্দাতিরী জামবাইদ এই সব জঙ্গল বাণেশ্বর লাল সিং দেও এর নয় এবং কোন দিন সে জঙ্গলের কাজ করে না।

বিজ্ঞাপন

কোকোজেম, হামাম, ওডিকলোন সাবান, সুগন্ধী নারিকেল তৈল, ডি, ডি, টি প্রভৃতি টমকো প্রোডাক্টস্‌এর নূতন চালান আসিয়াছে।

পার্কার, শেফার, এভারশার্প প্রভৃতি আপনার পছন্দ অনুযায়ী নানাপ্রকার ফাউন্টেনপেন এবং কালি কেন্দ্রীয় ষ্টোর অথবা মধ্যবাজার শাখায় পাইবেন।

স্মিথকরোনা-পোর্টেবল এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইপ-রাইটারের একমাত্র এজেন্ট :

পুরুলিয়া ১১২।৪৮ } পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ

চণ্ডী তৈল

সকল প্রকার ক্ষতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কানে পূঁয মানভূমে একটি সাধারণ রোগ এবং স্কুল পাঠশালার বালকেরা প্রায়ই এই রোগে ভুগিয়া থাকে। এই রোগের জন্য বালকেরা ভাল করিয়া শুনিতে পায় না এবং তাহার জন্য তাহাদের পাঠের ক্ষতি হয়। সম্পূর্ণরূপে অল্প সময়ের মধ্যে কানে পূঁয ভাল করিবার অব্যর্থ মহৌষধ চণ্ডী তৈল।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস ও সমর সিংহ পুরুলিয়া
ও সমস্ত প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়

তাহার কাজে

নূতন বীমা ১৯৪৭ :	১২	কোটি	৩১ লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমা :	৫৫	,,	৬৩ ,, ,,
প্রিমিয়াম আয় ১৯৪৭ :	২	,,	৬১ ,, ,,
বীমা তহবিল :	১০	,,	৫৮ ,, ,,

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

স্থাপিত ১৩১০ সাল।

দি পুরুলিয়া নার্সারী

ভাটবাঁধ, পুরুলিয়া (মানভূম)

বিলাতের কপি বীজ আসিয়াছে

এখানে সকল প্রকার বাঁধাকপি, ফুলকপি ও অপরাপর শাক সব্জীর বীজ সুলভে পাওয়া যায়। পিয়াজ বীজ ১০ সের ও ৭ পয়লা (বিশগণ্ডি) আলু বীজ ১০ সের। কপিচারা প্রতিশত ১০, ৬০, ॥৵০ ও ॥০ আনা। বহুবিধ মৌসুমী ফুলের বীজ ॥০ পেকেট ও চারা প্রতিশত ৸৹

পোঃ—অবিনাশ চন্দ্র চৌধুরী এণ্ড সন্স

সুদক্ষ পরিচালক ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী দ্বারা আপনাদের যাবতীয় ইলেকট্রিক ওয়ারিং কিটিং ইত্যাদি ও সকল প্রকার ইলেকট্রিক তার ও বাল্‌বের জন্য আমাদের নিকট অনুসন্ধান করুন।

তারা ইলেকট্রিক ষ্টোর

পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট, পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
২য় সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৫, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

This Solves Your Problem.

You need not be anxious any more for the "Life" of your "Battery" or for its "Charging."

We have reopened the "Department" under our expert Supervision.

Send your Battery
to
"SINHA & CO"
Phone No : 49
Purulia.

"Battery Charging is a Speciality"

বিজ্ঞপ্তি

জেলাবোর্ডের ভ্যাক্সিনেশন্ বিভাগের অধীনে পনরটি (১৫টী) এপ্রেন্টিস্ ভ্যাক্সিনেটার লওয়া হইবে। যাঁহারা এই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, আগামী ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ এর মধ্যে তাঁহারা কোন স্কুলে কতদূর শিক্ষা করিয়াছেন তাহা জানাইয়া সার্টিফিকেটের নকল সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। শিক্ষা এম্ ভি বা এম্ ই মানের অনুরূপ হওয়া চাই।

আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ বেলা ১২টার মধ্যে আবেদনকারীকে নিজ খরচায় ডিঃ বোঃ হেল্‌থ্ অফিসে আসিয়া লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হইবে ও সেই সময় স্কুলের সার্টিফিকেট্ দেখাইতে হইবে।

যোগ্য বিবেচিত হইলে এপ্রেন্টিস্ ভ্যাক্সিনেটারকে টিকা কার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে এবং লাইসেন্সড টিকাদারের অধীনে শিক্ষা করিলে টিকাদার তাঁহার প্রাপ্ত ফির ½ অংশ এপ্রেন্টিস্‌কে দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এপ্রেন্টিস্‌ও ½ অংশ পাইয়া টিকাদারকে রসিদ দিতে বাধ্য থাকিবেন। ডিঃ বোঃ হইতে কিছুই পাইবেন না।

সি গুপ্ত,
হেল্‌থ্ অফিসার।
এবং
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অফ্ ভ্যাক্সিনেশান।
ডিঃ বোঃ, মানভূম।

মুক্তির নিয়মাবলী

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
যাণ্মাসিক " — ৩।০ "
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে ।/০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:
ম্যানেজার "মুক্তি" কার্য্যালয়, পুরুলিয়া।

গ্রাহকদিগের যে সংখ্যায় "মুক্তি" পত্রিকা পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইবে তাহার পর সপ্তাহ পূর্বে তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে ও তাহার উত্তরে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক না জানাইলে, নূতন সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠান হইবে। তৎকালে উহা ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করাই বিধেয়।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

মুক্তি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়মাবলীর জন্য "মুক্তি"র ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্র ব্যবহার করুন।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ২৭শে অগ্রহায়ণ

জয়পুর কংগ্রেস

পূর্ণ স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কংগ্রেসের পূর্ণ প্রকাশ্য অধিবেশন জয়পুরে হইতেছে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার এই ৬৩ বৎসরের মধ্যে ইহা ৫৫ তম অধিবেশন। গত ৬১ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস ভারতবর্ষকে বিদেশীর দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। কংগ্রেস বিদেশীর শাসন হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইলেও কংগ্রেসকে আরও কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

এক কথায় বলিতে গেলে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কংগ্রেসের প্রয়োজন ছিল তাহা সাধিত হইবার পরে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কিরূপ হইবে তাহা বিবেচনার বিষয়। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটীর ভবিষ্যত নির্দ্ধারণ করা অতীব সুকঠিন। দেশে জনগণের প্রকৃত স্বরাজ স্থাপনের জন্য কংগ্রেস বর্ত্তমান রূপ লইয়া কাজ করিতে পারিবে অথবা ইহাকে রূপান্তরিত করিতে হইবে তাহা আজ নির্দ্ধারণ করিবার সময় আসিয়াছে। জয়পুরে সমবেত প্রতিনিধিগণ, ইহার আদর্শ, লক্ষ্য, রূপ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে কি নির্দ্ধারণ করেন তাহার সম্বন্ধে আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা করিতেছে।

এইবার কংগ্রেসে গান্ধীজী নাই। যিনি জাতিকে সমস্ত সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পথের সন্ধান দিতেন— তাহার অবর্ত্তমানে আজ কংগ্রেসকে নিজের পথ নিজেই নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে।

কংগ্রেসের সম্মুখে আজ প্রধান সমস্যা স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতিকে ঠিক পথে পরিচালিত করার যোগ্যতা অর্জন করা। কংগ্রেস যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান কংগ্রেসের এই যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন, জয়পুর কংগ্রেস সে পথে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে লইয়া যাইতে পারিবেন কি?

জয়পুর কংগ্রেসের উদ্যোগ ও আয়োজন যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে ইহা একটা বিরাট ব্যাপার হইবে। বাহিরের আড়ম্বরের দিক দিয়া ইহা হয়ত এ যাবত যত কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে তাহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। ইহার সফলতা তাহার উপর নির্ভর করে না। বর্ত্তমানে এই অধিবেশনের সফলতা নির্ভর করিতেছে—ইহা কি ভাবে জাতিকে পরিচালনা করিবার ও প্রকৃত স্বরাজ স্থাপনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার যোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থা করিবে।

এইদিক দিয়া এই অধিবেশন অগ্রসর হউক ইহাই আমরা প্রার্থনা করি। গান্ধীজী নাই, তাহার আদর্শও কংগ্রেস হইতে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। এই বিরাট জাতীয় যজ্ঞ, শিবহীন যজ্ঞরূপে একটা প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পরিণত না হয় ইহাই আমরা প্রতিনিধিদের স্মরণ করিতে বলি। আজও কংগ্রেসের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সহিত জাতির ভাগ্য জড়িত রহিয়াছে। ইহা কোন পথে যাইবে জাতি আজ তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। গান্ধীজী তাহার শেষ ইচ্ছাতে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, প্রতিনিধিরা দেশের সার্বজনীন কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কোনরূপ চিন্তা করিলে বাস্তবিকই কংগ্রেস তথা জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বর্ত্তমানে গান্ধীজীর নির্দ্দেশকে ভিত্তি করিয়াই কংগ্রেসের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

বিজ্ঞপ্তি

জয়পুরে কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে আগামী ২০শে ডিসেম্বর 'মুক্তি'র প্রকাশ বন্ধ থাকিবে। আগামী ২৭শে ডিসেম্বর, ১২ই পৌষ, সোমবার 'মুক্তির' ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার 'মুক্তি'

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিগত সংখ্যার মুক্তিতে উচ্চপ্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে নানা অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আসিয়াছে, প্রশ্নগুলি দেখিয়া সেই অভিযোগগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। প্রথমতঃ নূতন সিলেবাস ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় এবং অদ্যাবধি কোন প্রাথমিক স্কুলে সিলেবাসগুলি না দিয়াই প্রশ্নগুলি নূতন সিলেবাস অনুযায়ী করা হইয়াছে। এই অনুচিত ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা হইয়াছে। অনেকের পক্ষেই দু একটী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

নূতন সিলেবাস অনুযায়ী প্রাথমিক অবস্থায়ই সুকুমারমতী বালকদিগের জন্য মাতৃভাষা ছাড়া 'অন্য ভারতীয় ভাষার' ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি-পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দেখা যায় যে বাংলা প্রশ্নপত্রে 'খ' খণ্ডে (অন্য ভারতীয় ভাষা) ৭নং প্রশ্নে বলা হইয়াছে "হিন্দী ভাষাতে নিজের গ্রাম সম্বন্ধে ১০টী বাক্য লিখ"। ৮নং প্রশ্নে বলা হইয়াছে "নিম্নলিখিত গদ্যাংশ বাংলাতে অনুবাদ কর" বলিয়া হিন্দী ভাষাতে ও হিন্দী অক্ষরে একটী প্যারাগ্রাফ দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপভাবে হিন্দী প্রশ্নপত্রে হিন্দীভাষী ছাত্রদের জন্য ৭নং ও ৮নং প্রশ্নে নিজের গ্রাম সম্বন্ধে বাংলাতে ১০টী বাক্য রচনা করিতে ও বাংলাতে একটী প্যারাগ্রাফ দিয়া তাহাকে হিন্দীতে অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে। বাক্য রচনা করা এবং অনুবাদ করা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটুও জ্ঞান না থাকিলে তাহা শুদ্ধভাবে করা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গলাভাষী বালকের হিন্দীতে বাক্য রচনা ও হিন্দীভাষী বালকের বাংলাতে শুদ্ধ বাক্য রচনা উভয়ই অসুবিধা-জনক। এরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়াটা শিক্ষার নীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু সেকথা শোনে কে? বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেভাবে সাধারণ বুদ্ধির অভাব দেখা যাইতেছে, তাহা বাস্তবিকই জাতির পক্ষে চিন্তার বিষয়।

অঙ্কের প্রশ্নে বাংলা ও ইংরাজী গণিতের সংখ্যা মিলিয়া এক অদ্ভূত খিচুড়ি তৈয়ার করা হইয়াছে। আমরা দুইটী প্রশ্ন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রশ্ন নং ৪। "শতকরা বার্ষিক ৪$\frac{১}{২}$ হারে ৪৫০ টাকার ১১ বৎসরের সুদ কত?" প্রশ্ন নং ৭। "এক ব্যক্তির গত অক্টোবর মাসের আয় ২৫০ টাকা এবং তাহার ব্যয় ঘরভাড়া ২০ টাকা, চাকরের বেতন ৮ টাকা, ৩$\frac{১}{২}$ মন চাউল (২০ টাকা মণ দরে), ২$\frac{১}{২}$ মণ গম (২০ টাকা ৬ আনা মণ দরে) দৈনিক বাজার খরচ ২ টাকা ৫ আনা। তাহার উক্ত মাসের সঞ্চয় জমাখরচ লিখিয়া দেখাও।" প্রথমতঃ উচ্চ প্রাথমিকে ইংরাজী অক্ষরের সহিত পরিচয় হয় না, দ্বিতীয়তঃ বাংলা ও মিশ্র সংখ্যায় বালক বৃত্তিপরীক্ষার্থী মুস্কিলে পড়ে। ৪নং প্রশ্নে পরীক্ষার্থী ৪$\frac{১}{২}$ না ৮২ টাকা হারে বুঝিবে তাহা প্রশ্নকর্ত্তার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে নাই। এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

আরও দু একটী উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। পাটীগণিতে ৮ম প্রশ্নে জ্যামিতির প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে। নূতন সিলেবাসে জ্যামিতি শিক্ষণীয় বিষয় থাকিলেও, সেপ্টেম্বরে নূতন সিলেবাস ঘোষণা করিয়া এবং তাহা না দিয়া নভেম্বরে পরীক্ষায় জ্যামিতির প্রশ্ন দেওয়া পরীক্ষার্থীদের বিপদে ফেলা। ড্রইং এর প্রশ্নে বৃত্তাকারে পদ্ম অঙ্কন করিতে বলিয়া লাল ও সবুজ রং দিয়া যথাস্থানে পূরণ করিতে বলা হইয়াছে। ছাত্রদিগকে রং লইয়া যাইবার নির্দ্দেশ নাই। এবং পরীক্ষার ব্যবস্থাকারীরাও রংএর ব্যবস্থা রাখেন নাই। 'ব্যবহারিক কার্য্য' বিষয়ে ছাত্রদিগকে তুলা হইতে পাঁজ ও সুতা-কাটিতে বলা হইয়াছে অথচ তুলা বা তকলী লইয়া যাইতে কোনপ্রকার নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা "সামাজিক শিক্ষা (স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ভূগোল ও ইতিহাস)" বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে। "৭। বুদ্ধদেবকে অহিংসার অবতার বলা হয়। আমাদের যুগের অহিংসা নীতির প্রচারক মহাপুরুষের সহিত তাহার তুলনা করিয়া উভয়ের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ বুদ্ধদেবের অহিংসার সহিত মহাত্মা গান্ধী বা তৎস্থানীয় মহাপুরুষের তুলনা করার ব্যাপারটা করিতে বলিলে প্রশ্ন-কর্ত্তার নিজেরও মুস্কিল হইবে। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকদের এরূপ একটা—পণ্ডিতদের পক্ষেও কঠিন' প্রশ্ন দেওয়া সাধারণ বিবেচনার বাহিরে। জাতির গঠনের প্রাথমিক কার্য্যে শিক্ষার ব্যবস্থাটা এই জিলায় কিরূপ দায়ীত্ব হীনতার সহিত পরিচালিত হইতেছে প্রশ্নপত্রের এই কয়টী উদাহরণ দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। অথচ এ সবের কোন প্রতীকার নাই। আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি দেশের ভবিষ্যত ভাগ্য লইয়া এ কী ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে।

বরাবাজারের স্কুল সাবইন্‌সপেক্টার মহাশয় 'গুরু গেদাম্নিং'এ কিরূপভাবে ধবনীর স্কুলের একজন গুরুকে গালাগালি দিয়া অপমান করিয়াছিলেন তাহার সংবাদ ইতিপূর্বে মুক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ডি, আই, অর্থাৎ জেলার স্কুল ইনস্‌পেক্টারের নিকট শিক্ষক সঙ্ঘ হইতে জানান হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এ বিষয়ে প্রতীকার ত দূরের কথা কোনরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নাই। শিক্ষাবিভাগের দায়ীত্বহীন কর্মচারীরা যদি এই ভাবে শিক্ষকদের অপমান করিলেও কোন প্রতী-কার না হয় তবে তাহা বাস্তবিকই অন্যায়। বোম্বাই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মান দিবার জন্য সরকারী নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থা করা হইয়াছে আর আমাদের জিলায় সরকারী কর্মচারীরা শিক্ষকদের অপমান করিয়া অব্যাহতি পাইতেছে। শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন কি?

যেদিন সদর মানভূম হইতে বিহার গবর্মেণ্ট 'মনো-পলি ও প্যাডি লেভি' অর্ডার উঠাইয়া লন সেদিন ডি, এস, ও, মার্কেটিং ইনিস্‌পেক্টার সহ সিণ্ডিকেটের সভ্য বহু ব্যবসায়ীর গুদামে হানা দিয়া হাজার হাজার মণ চাউল বাজেয়াপ্ত করেন বলিয়া জানা যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধে নানা প্রকার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করা হইতেছে। তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। এই ব্যাপারে যে কয়েকটী বিষয়ে জনসাধারণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে তাহা এই যে—

১। উক্তদিন পুরুলিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী 'ভগবান দাস মুরলীধর' ফার্মে কয়েক হাজার মণ চাউল মজুত থাকা সত্বেও তাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন?

২। উক্ত ফার্মের দ্বারা গবর্মেণ্টের নিকট কয়েক হাজার মণ চাউলের (আনুমানিক ৩০০০ মণ) purchasing report দেওয়া ছিল কি না?

৩। কয়েকদিন পরে মার্কেটিং ইন্‌সপেক্টার শ্রীযুক্ত গুপ্তকে উক্ত ফার্মের চাউল বাজেয়াপ্ত (Seize) করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল কি না? এবং তিনি তাহা না করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন কি না?

৪। গবর্মেণ্টের জন্য উক্ত ফার্ম দ্বারা ক্রীত চাউল গবর্মেণ্টকে না দিয়া অন্যত্র অধিক দরে বিক্রয় করা হইয়াছে কি না?

৫। পরিশেষে অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এই ব্যাপার-গুলি চাপা দিবার চেষ্টা হইতেছে কি না?

এই সমস্ত বিষয়ে গবর্মেণ্টের উচিত প্রকৃত তথ্য জনসাধারণে প্রকাশ করিয়া তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করা। আশা করি গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার মুক্তিতে চিঠিপত্র বিভাগে ৬নং চিঠিতে এক স্থানে আছে—তারপর '.আমরা ২৮শে তারিখে ৩টার সময় ডি, এফ, ওর নিকট ডাক বাংলায় আলাপ পরিচয় করি।'—এই খানে ৩টার স্থলে 'বেলা ৭টার সময়' হইবে।

—মুক্তি সম্পাদক।

ভাষা ও সংস্কৃতির মৌলিক অধিকার

শিক্ষালাভে সকলের সমান অধিকার

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের অধিকার

সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র গণপরিষদে স্বীকৃত

৮ই ডিসেম্বরে গণ-পরিষদে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা ও হরফের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটী গৃহীত হয়। এই অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "ভারত অথবা ভারতের যে কোন অংশের অধিবাসী, পৃথক ভাষা, হরফ ও সংস্কৃতির অধিকারী যে কোন সম্প্রদায়ের নাগরিকের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার আছে। ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় ও ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন অথবা রাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোন নাগরিকের প্রবেশাধিকার থাকিবে। ধর্ম ও ভাষার জন্য যাহারা সংখ্যালঘু বলিয়া গণ্য, তাহাদের যে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষমতা থাকিবে। সংখ্যালঘু পরিচালিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য লাভের অধিকারী থাকিবে, এবং সাহায্য দানের ব্যাপারে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না।

শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের প্রস্তাব শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার একটি সংশোধন প্রস্তাব আনিয়া বলেন যে, ২৩নং অনুচ্ছেদের ২ নং ধারায় 'সংখ্যালঘু' শব্দটির সহিত "নাগরিক অথবা সংখ্যালঘু" যোগ করা হউক। তিনি বলেন যে, অনুচ্ছেদের ভাষায় এই কথাই বুঝাইতেছে যে, সংখ্যালঘুদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইতেছে। সকল নাগরিকেরই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অধিকার থাকিবে। কেবল সংখ্যালঘুরা এই অধিকার ভোগ করিতে পারে না।

পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব একটি সংশোধন প্রস্তাব আনিয়া বলেন যে, ২৩নং অনুচ্ছেদের ২নং ধারা হইতে "সম্প্রদায়" শব্দটি বাদ দেওয়া হউক। কারণ আলোচ্য ধারায় এই শব্দ যোজনার কোন সার্থকতা নাই।

বিতর্কের উত্তরে খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান ডাঃ আম্বেদকর বলেন যে তিনি শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার ও পণ্ডিত ভার্গবের সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজি আছেন। কারণ সংখ্যালঘু শব্দটির গণ্ডী সংকীর্ণ করার ইচ্ছা নাই বলিয়াই খসড়া কমিটি ইচ্ছা করিয়াই ভাষা পরিবর্তন করিয়াছেন। ডাঃ আম্বেদকর বলেন যে, সংখ্যালঘু বলিতে—ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত কোন ক্ষুদ্রদল অথবা সম্প্রদায় বুঝাইবে, ইহা তাঁহাদের কাম্য নয়। এই শব্দটির গণ্ডী আরও বিস্তৃত হউক, ইহাই তাহাদের কাম্য।

মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের নীতি সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে—অনুধায় প্রাথমিক শিক্ষার কোন মূল্যই থাকিবে না। সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে সংখ্যালঘু শব্দটির ব্যাপক অর্থ বুঝিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দান সম্পর্কে কোন মতভেদই থাকিতে পারে না।

চর্ম শিল্পীদের সমবায়-সমিতি

সম্প্রতি বিহার গবর্মেণ্টের পরিকল্পনা অনুসারে চর্ম শিল্পীদের লইয়া মানভূম সদর সাবডিবিজনে একটী সুমেকার (চর্মকার) সমবায় সমিতি গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই অনুসারে রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে প্রত্যেক থানা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটী সভা করা হইবে। পুরুলিয়াতে অলঙ্গীডাঙ্গায় দেশবন্ধু রোডে সরস্বতী মেলার আগামী ২৮শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৩ই পৌষ বেলা ২টার সময় উক্ত সভা হইবে।

শ্রীদুলাল চন্দ্র দাস
সম্পাদক
হরিজন ও আদিবাসী সংস্কার সমিতি
পুরুলিয়া

[স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ (বরিশালের অন্যতম কংগ্রেস নেতা শ্রীশরৎ চন্দ্র ঘোষ) সমস্ত জীবন সপরিবারে একান্তভাবে দেশসেবা করিয়া অশেষ লাঞ্ছনা ও দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমানে তিনি "উজ্জ্বল ভারত" নামক একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন। এই পত্রিকাখানি ভারতীয় ও গান্ধীজীর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্য লইয়াই পরিচালিত হইতেছে। অগ্রহায়ণ ১৩৫৫—১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের নিকট শ্রীজিতেন্দ্র কুশারীর লিখিত দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই দুইখানি পত্র এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করিয়া দিলাম। পত্রলেখক শ্রীজিতেন্দ্র নাথ কুশারী পূর্ববঙ্গের অন্যতম মুখ্য কংগ্রেস কর্মী। তাহার বাড়ী ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে। তিনি দীর্ঘকাল বাবত সপরিবারে দেশের সেবায় অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন বরণ করিয়া আসিয়াছেন। দেশ বিভক্ত হইবার পর পাকিস্তানে ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে নিজ অঞ্চলে থাকিয়াই তিনি কিভাবে কাজ করিতেছেন, তাহার কিছু পরিচয় এই পত্র দুইখানিতে পাওয়া যাইবে। পাকিস্তানে যে সমস্ত আদর্শনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী গান্ধীজীর আদর্শে কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদিগকে কিভাবে কাজ করিতে হইতেছে এবং কি অদ্ভুত আদর্শ নিয়া থাকিলে এভাবে কাজ করা সম্ভব হইতে পারে তাহা বাস্তবিকই অনুভব করার বিষয়। আমরা হিন্দুস্থানে কংগ্রেস ও কংগ্রেস কর্মীরা যখন ক্ষমতা ও ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া ব্যস্ত আছি, তখন আমাদেরই একজন সহকর্মী যাহার আশা আকাঙ্খা স্বপ্ন আমাদেরই মত ছিল, কি ভাবে একটি দেশের একটি ক্ষুদ্র কোণে, লোকলোচনের অন্তরালে,—কোন আশার যেখানে স্থান নাই—সেই শ্মশানে মানবের মুক্তির জন্য 'শব সাধনায়' নিমগ্ন রহিয়াছেন তাহা শুধু অনুভব করারই বিষয়। পাকিস্তানে আদর্শনিষ্ঠ কর্মীর এই 'শব সাধনা' হইতে আশা করি, যে আদর্শ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি সে সম্বন্ধে কিছুও প্রেরণা পাইব। "মুক্তি" সম্পাদক]

"শবসাধনা"

[ঢাকার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ কুশারী কংগ্রেসসেবক হিসাবে সুপরিচিত। তিনি তাঁহার স্বগ্রামে গঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজ বাস্তুভিটাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছেন। আমার নিকট লিখিত তাঁহার দুইখানি পত্র প্রকাশ করিলাম। তাঁহার সমধর্মী দেশসেবকগণ ইহা পাঠে বুকে বল পাইবেন, দূরে দূরে অবস্থিত থাকিয়াও তাঁহারা একটি অদ্বৈতানন্দের আস্বাদন পাইবেন—এই আশা আমরা দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।—সম্পাদক]

(১)

নশঙ্কর, ঢাকা
২৯, ৯, ৪৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রেরিত 'উজ্জ্বল ভারত'এর ৮খণ্ড পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বহুদিন হইল আপনাদের সহিত যোগাযোগের একটা ছেদ পড়িয়া গিয়াছিল, উহা আবার পুনরুজ্জীবিত হইল মনে করিতেছি। গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আপনার আলোচনা কর্মীদের মনে নূতন চিন্তা সৃষ্টি করিবে—আমার পক্ষে তো অমৃততুল্য হইয়াছে।

জনকয়েক বন্ধু মিলিয়া সংকল্প লইয়াই আমরা পাকিস্থানে আছি। দারিদ্র্যের চাপ তো আছেই, তার উপর নিত্য নূতন নূতন উপদ্রব লাগিয়াই আছে। সর্বোপরি একটা নিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করিতেছি। গ্রামগুলি জনশূন্য। সহরে গেলে পুরাতন বন্ধু-বান্ধব আর বড় নাই। যে যেভাবে পারে ভারত রাষ্ট্রে মাথা গুঁজিবার জন্য দৌড়াইতেছে। গ্রামে থাকা তো একেবারে শবসাধনার মত। মানুষগুলি তো গেছেই, এখন ঘরদুয়ার গাছপালা বাসনপত্র বিক্রীর পালা। এতদিন নিম্নশ্রেণীরা শান্ত ছিল, এখন উহারাও ছুটিয়াছে। আমরা শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছি। জন্মমাটী আঁকড়াইয়া মায়ের কোলেই আছি—ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। আনন্দেই আছি।

এবার অনেকটা কৃষকের জীবন গ্রহণ করিয়াছি। কৃষি ও গোপালন—এই দুইটীই প্রধান কাজ। ৩।৪টী ছেলে সঙ্গে আছে। স্ত্রীপুত্র ঢাকায়—আরো বিপদের মধ্যে। মাঝে মাঝে বাড়ী আসে। এর মধ্যেই আবার সার্বজনীন

দুর্গাপূজা করিতেছি। কাহাকে লইয়া করিব জানি না, হয়তো পূজায় গ্রামের যুবকেরা কেহ কেহ আসিবে। খবরের কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক খুব কম। উহার ফলে লাভ লোকসান দুইই হয়। দুনিয়ার খবর খুব কম জানি এবং অনেক কিছু না জানার ফলে হয়তো মানসিক উদ্বেগও কম। বেশ অদ্ভুত একটা অনুভূতি। আশীর্বাদ করিবেন যেন মানসিক স্থৈর্য্য না হারাই। আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থা একটু জানাইবেন। প্রণাম লউন। ইতি—

আপনার

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী

পুনঃ—আশা করি 'উজ্জ্বলভারত' নিয়মমত পাইব। আপনার প্রকাশিত বইগুলি সম্ভব হইলে পাঠাইবেন।

(২)

নশঙ্কর

১৬।১০।৪৮

ভক্তিভাজনেষু,

বিজয়ার প্রণাম জানাইয়া যে পোষ্টকার্ড দিয়াছি উহা লিখিবার পর আপনার ৭।১০ তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়াছি।

ডাঃ ঘোষ প্রধানমন্ত্রী হইবার পর একদিন রাজতক্ত দেখিতে যাই। মিনিট কয়েক ছিলাম, ওখানকার আবহাওয়া ভাল লাগিতেছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ পরদা সরাইয়া তাঁহাকে দেখিলাম। তিনি আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিন্তু আমি যে আর তিষ্ঠিতে পারি না! বলিলাম—"মথুরার সিংহাসন দেখিতে আসিয়াছিলাম, তৃপ্তি পাইলাম না। কবে আবার বৃন্দাবনে ধেনু চরাইতে যাইবেন সেইদিনের অপেক্ষায় রহিলাম"—বলিয়াই আমি সোজা দৌড়—একেবারে রাস্তায়। মথুরার রাজসিংহাসন ঘিরিয়া পুরাতন বন্ধুদের, সহকর্ম্মীদের বিপ্লবীদের সকলের ভিড় জমিয়াছে। বৃন্দাবনের বাঁশী তো তাহাদের কাণে পৌঁছিল না।

রাজগদীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে-বটে, কিন্তু মনোরাজ্যে তো পুরাতনের ছাপ পূর্ণমাত্রায় রহিয়া গিয়াছে। আপনি যে Philosophical revolutionএর কথা বলেন উহা খুব সত্য কথা—আমারও উহার সঙ্গে অমিল কিছু নাই। এই চিন্তাধারায় বিশ্বাস করি বলিয়াই তো আজ নগরের বাঁশী আমাকে টানিতে পারে নাই। পল্লী অঞ্চলে আজও আমার মাকেই তো খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—সঙ্গে সত্য সত্যই কয়েকটী রাখাল বালক। ২।৩টী ১৩।১৪ বৎসর-বয়স্ক—একটীর ২০।২২ বৎসর। গ্রামের মাটীতে, আকাশে, বাতাসে মায়ের অফুরন্ত স্নেহ বর্ষিত হইতেছে, দুই অঞ্জলি পাতিয়া আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ করিতেছি, নিজ জীবন কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

জনশূন্য গ্রামের মাঝখানে বসিয়া ৪।৫টী বালক, ২।১টী শিশু ও তাহাদের মা, ২।৩টী বিধবা—সব জড়াইয়া আছি। চারিদিকের মানুষ যখন আশঙ্কায় ম্রিয়মান, আমরা তখন সর্ব্বভয়হারী রাম নাম গান করি, কোদাল চালাই, চাষ করি, গো-সেবা করি, সারাটা দিন কর্ম্মে লিপ্ত থাকি এবং একটা নিশ্চিন্ত আনন্দে দিন কাটাই। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন জীবনের বাকী দিন কয়টা এভাবেই কাটাইতে পারি।

পুরাতন সাথী আজ আর কেহ নাই। তজ্জন্য কোনও ক্ষোভও নাই। আমি তো মাতৃস্নেহের মধ্যে ডুবিয়াই আছি। বন্ধুগণ অনেকেই আমাকে বলেন যে, জীবনটা নিষ্ফল হইল—একেবারেই ব্যর্থ। তাহাদের উক্তিতে হাসিব কি কাঁদিব বুঝি না। বালককালে যখন প্রথম দীক্ষালাভ করি তখন তো তাহাদের মুখে এমন কথা শুনি নাই। বরং শুনিয়াছি—"ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিণাং আর্ত্তিনাশনম্"॥ আজ ভীত সন্ত্রস্ত আর্ত্ত গ্রামবাসীদিগের পাশে দাঁড়াইবার মত লোক তো আর খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার মত আরও ৪।৫টা "বোকা" লোক বিক্রমপুরে আছে—আমরা এই ব্রত নিয়াই আছি।

আপনি যে আমাকে এখনও মনে রাখেন এবং পরম স্নেহ করেন তা আমার একান্ত সৌভাগ্যের কথা! আপনার স্নেহমাখা পত্রখানা আমার হৃদয়তন্ত্রীতে এমন প্রেরণা জোগাইয়াছে যে, আজকার দিনটা আমি হয় তো সেই আনন্দে ভরপুর হইয়া থাকিব।

আমার সম্মুখে যে সমস্যা ওঠে তাহাকে ঐ Philosophy দিয়াই মীমাংসা করি। বর্ণসঙ্করের সমস্যা আমার সামনে নাই। এখানে প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান। আমরা তিন বৎসর যাবত এখানে সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা

করি। মুসলমানদিগকেও আমরা মন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়াছি। তাহারা ঘরে ঢোকে, প্রতিমা দর্শন করে নিঃসঙ্কোচে। হিন্দুরাও আজ আর খটকা বোধ করে না। ক্রমশঃ মুসলানদের লইয়া আনন্দ করার পথ প্রশস্ততর হইতেছে। গতবার তাহারা আরতির সময় আসিয়া বসিয়া বসিয়া আরতি দেখিয়াছে। এবার অষ্টমীর দিন তাহারা দল বাঁধিয়া "দোতারা" বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া প্রায় রাত্র ২।৩টা পর্য্যন্ত গান বাজনা করিয়াছে। হিন্দু সমাজের মেয়েরা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে আসরে শ্রোতা হইয়াছে। এবার তো ভাবিতেছি যে জল শুকাইলে মহিলাদের সঙ্গে করিয়া রাত্রে পাহারার কাজ করিব। আমি তো ঘোষণা করিয়াই বলি যে, যাহাদের ইচ্ছা আমাদের আশ্রমে আসিয়া থাক—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে—এক রান্নায় খাইব—সকলে ভাগ করিয়া কাজ করিব—সকালে ও সন্ধ্যায় রাম নাম করিব এবং যা জোটে ভাগ করিয়া গ্রহণ করিব। গোমাতার নিকট হইতে দুধ আহরণ করিব, জলদেবতার নিকট হইতে লইব মাছ, কৃষিক্ষেত্র হইতে লইব তরকারী ও ধান্য। সকলে মিলিয়া এক আনন্দের সংসার বসাইব। ইহাই আমার স্বপ্ন। সকলে নিশ্চিন্তে বাস করিব, ভয় থাকিবে না, নীচ স্বার্থবোধ থাকিবে না। এই আদর্শ লইয়াই আজও পথ চলিতেছি। বাপুজীর জীবনাদর্শ আমি এইভাবেই গ্রহণ করিয়াছি।

'উজ্জ্বল ভারত' আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যাও পাইয়াছি। বেশ ভালই হইয়াছে। বিশেষ আর কি লিখিব। প্রণাম লইবেন। ইতি—

আপনার স্নেহানুগত

জিতেন কুশার

আদিবাসীর পরীক্ষা

(অতুলচন্দ্র মাঝি)

আদিবাসী হরিজন প্রভৃতি অনুন্নতদের দোহাই দিয়া ইহাকে কোন একটা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের মহান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা স্বাধীন ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া আমাদের এই বিহার প্রদেশে একটা রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে। বিহার সরকার, বিহারের প্রমুখ জননায়কগণ ও প্রধান প্রধান পত্রকারকগণ আদিবাসীদের দোহাই সুহটাকে শক্ত করিয়া ধরিয়াছেন এবং মানভূমকে বাংলায় যাওয়ার হাত হইতে রক্ষা করার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছেন। যখনই কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষের কোন একটা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে তখনই স্বার্থান্বেষীদের মধ্যে এইরূপ একটা বৈশিষ্টের অভাব দেখা যায়না এবং তারা এরকম ভাবের একটা ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করে যে—এই সব আদিবাসী হোড় অনুন্নত সম্প্রদায়ের দ্বারাই এরূপ একটা উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব।

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের অনুন্নত আদিবাসীদের সেবা করা গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে একটা মুখ্যতম কাজ। আবার এই সেবার কাজটাকেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষী জননায়কগণ আপন উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ্য উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! এরূপভাবে 'স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যকে মানসকেন্দ্রে রাখিয়াই স্বার্থান্বেষীর দল ঐকান্তিক সেবকরূপে আদিবাসী অনুন্নত ভাইদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছেন এবং হইয়া আসিতেছেন। বিহার সরকার, তথাকথিত জননায়কগণ ও মানভূমের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ মানভূমের ভাষার ঝগড়া লইয়া যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন ও করিতেছেন অনুন্নত জনসাধারণের সমক্ষে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ। কেবল এরূপ স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরাই গান্ধীজীর প্রদর্শিত, অনুন্নত আদিবাসী ও হরিজন সেবা প্রভৃতি, সেবার ভারটাকে কলুষিত করিয়া আসিতেছেন, ফলে আমার অনুন্নত আদিবাসী ভাইগণ, তথাকথিত নেতাদের প্রচারিত পথে বিপদাপন্ন ও প্রতারিত হইয়া আসিতেছে। জননায়কগণের অবলম্বিত প্রলোভনাত্মক নীতি অনুন্নতদের উন্নতশীল না করিয়া বরং অধঃপতনের দিকেই লইয়া যাইতেছে এরূপ আশঙ্কা করা বর্ত্তমানে অন্যায় বা অসঙ্গত হইবে না। অনুন্নতদের চোখের সামনে সেবকদের মহড়া (মুখোস) প্রথমতঃ বিহার সরকারের মাননীয় কতিপয় মন্ত্রীমহোদয়গণই (শ্রীযুক্ত বর্ম্মাজী, সহায়জী ও ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ) খুলিয়া দিয়াছেন। আজ তাদের প্রকৃত স্বরূপ মহড়াবৃত নহে, মানভূমের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ও তাহার কার্য্যপদ্ধতি তাঁহাদের প্রতিবিম্ব ও প্রতিক্রিয়াস্বরূপ।

অনুন্নত আদীবাসী ভাইদের বরাবর প্রতারিত হইয়া আসার যথেষ্ট কারণ আছে। যারা অর্থক্লিষ্ট, অন্নক্লিষ্ট, যাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার নাই, যাহাদের মধ্যে অজ্ঞতা, ভীরুতা ও জড়তার সমাবেশ রহিয়াছে, যাহাদের জীবন যাপন পদ্ধতি সরল, অনাড়ম্বর, প্রতিদিনের কায়িক শ্রমলব্ধ পারিশ্রমিক দ্বারাই হাতে খেতে (Hand to mouth) করিয়া দিনাতিপাত করে, 'শরীর খাটাইব ও খাইব' এ ভিন্ন কোন প্রকার রাজনৈতিক চেতনা নাই, আপন পরিবার ভিন্ন যাদের অন্য কোন জগতে নাই যাদের মধ্যে উন্নত হওয়ার মুকুলিত খেয়ালটুকুই আমরণ রহিয়া যায়—অর্থ ও সুযোগের অভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই তাহাদিগকে উন্নত হওয়ার প্রলোভন দিয়া শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্যের বাণী উৎসর্গ করিয়া স্বপক্ষে আনার চেষ্টা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। আমার আদিবাসী ভাইগণ ছদ্মবেশী সেবকদের মহড়াকে ও তাঁহাদের নিষ্প্রাণ বাণীকেই বাস্তব মূর্ত্তি ও জীবন্ত বাণী বলিয়া মানিয়া লয়—তাদের সেবা ভাবের আড়ালে লুক্কায়িত স্বার্থান্বেষী কূটনীতিকে একবারও বিচার ও সন্দেহ না করিয়াই সরলস্বভাবজনিত বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়া থাকে। তাঁরা কেবল ঘুঘুই দেখেন ফাঁদ দেখেন নাই। অনুন্নত আদিবাসী ভাইদের এরূপ সরল ও উদার প্রকৃতির জন্য স্বার্থান্বেষী শীকারীরদল আপন স্বার্থ শীকারে এই অনুন্নতদের দোহাই দিয়া ফাঁদ পাতিয়া থাকে। বিহারের প্রমুখ পত্রিকাগুলিতে ও 'হরিজন পত্রিকায়' প্রকাশিত বিহার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত বার্ষ্ণাজীর বিবৃতিতে প্রকাশ যে—"মানভূমের শতকরা ৭০ হইতে ৮০ জন হয় হিন্দী নয়ত কোন উপজাতীয় ভাষা—দেশীর ভাগ সাঁওতালী বলে। ইহাদের সকলকেই জোর করিয়া বাংলা ভাষায় পড়ান হইত। নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এই সব লোকেরা বাঙ্গালীদেরই মত প্রাথমিক শিক্ষা নিজের মাতৃভাষায় গ্রহণ করিতে পারিবে। "আমাদের কয়েকজন বাঙ্গালী বন্ধু তাঁহারা প্রায়ই সকলেই বাহির হইতে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন—স্পষ্টতঃ এই পরিবর্ত্তন চান না। বাহিরের জগতের কাছে বিহার সরকারের বদনাম দিবার জন্য সকল প্রকার কলা-কৌশল খাটাইতেছেন।" শ্রীযুক্ত বার্ষ্ণাজী বিবৃতির এই অংশটীতে মানভূমের আদিবাসী ভাইদের প্রতি সমদরদী হইয়া, বঙ্গবাসী আদিবাসী ও গর-আদিবাসী বঙ্গভাষীদের মধ্যে একটা খটকা লাগাইবার ও বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। আদিবাসী ভাইগণ মানভূমের এই সঙ্কট কালে, অনুন্নত ও আদিবাসীদের উত্থানের দিনে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় ও অন্যান্য জননায়কগণের চাতুরীযুক্ত ও তথাকথিত সহানুভূতি ও প্রেমপূর্ণ বাক্যে আমাদের সরলতাজনিত বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়া, লোভপরবশে প্রতারণার অন্তিম পরীক্ষা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চান কি? এতদিন পর্য্যন্ত যে মাতৃভাষা বাংলাকে সাহিত্যিক ভাষারূপে পুরুষানুক্রমে প্রেম রাখিয়া আয়ত্বে আনয়নকরতঃ 'উন্নতির পথে কদম বাড়াইয়া চলিয়াছি—মূর্খ কুকুরের ন্যায় জলের উপর প্রতিবিম্ব দেখিয়া আপন আয়ত্বের মুখগহ্বরস্থ রুটীটুকরা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া হারাইব না। স্বার্থান্বেষীদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর না হইয়া আসুন আমরা আমাদের নিজেদের পথ পরিষ্কার করিয়া লইব। লাভের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা করা যায় তাহাই পাপ—সেই পাপেই আমাদের জাতীয় উন্নতির ধ্বংশ অনিবার্য্য। আমরা আমাদের অবনতির কারণ অনুসন্ধান ও সেগুলিকে দূরকরতঃ আত্মনির্ভরশীল হই। আজ ভারত স্বাধীন, আমরাও স্বাধীন। স্বাধীন জাতির চিন্তাধারায় কেহ বাধাদান করিতে পারিবে না, অবাধ গতিতে আমরা আমাদের স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া যাইব।

বার্ষ্ণাজী হয়ত আদিবাসীর প্রতি সমদরদী হইয়া বলিতে চাহিয়া ছিলেন—মানভূমের আদিবাসীগণ তো আপন আপন উপজাতীয় ভাষায় কথা বলেন—তাদের ভাষায় তো কোন সাহিত্য নাই। সাহিত্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তাহাদিগকে আপন ভাষা ছাড়া অন্য একটী ভাষা গ্রহণ করিতেই হইবে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে হিন্দী শিক্ষাই প্রশস্ত। তাহাতে বিহারের মর্য্যাদাও অক্ষুন্ন থাকিবে। বার্ষ্ণাজীর এরূপ দার্শনিক ব্যাখ্যা, মানভূমকে হিন্দী ভাষাভাষী এলাকায় অন্তর্ভুক্ত রাখারই উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন যে ইতিহাসের অতি পুরাতন যুগ থেকেই মানভূমের আদিবাসী ভাইগণ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চ্চা ও বাংলা ভাষাকে কথিত ভাষারূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

আজ যদি মানভূমের আদিবাসীগণকে বাংলা ভাষা ছাড়িয়া হিন্দী ভাষা শিখিতে বলা হয় তাহা হইলে তা বলার উদ্দেশ্যই হইবে,—ভাই তোমাদের জাতীয় অবস্থা অনেক পিছনে—আমাদের পায়ের তালে পা ফেলিয়া তোমরা উন্নতির চরম লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিবে না;—'বুড়াটাঙ্গা' (বুড়োঠ্যাং) লইয়া আবার পিছনের দিকেই ফিরিয়া যাও'। মানভূমের বর্ত্তমান পরিস্থিতির সহিত অল্প বিস্তর পরিচিত, জাতীয় উন্নতিকামী প্রত্যেক অনুন্নত আদিবাসী ভাইদেরই ইহা সতর্কতা পূর্ব্বক বিবেচনার বিষয়। তাই বলি আদিবাসী অনুন্নত ভাইগণ প্রলোভনের যে পরীক্ষা চলিতেছে তাহা হইতে সাবধান হউন।

লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালকের বিবৃতি

বিগত ২৯শে নভেম্বর তারিখের 'মুক্তিতে' এক বিবৃতি সহকারে জানান হইয়াছিল যে, জেলার অবস্থিত পরিস্থিতির প্রতীকার প্রত্যাশা করিয়া আমাদের পক্ষ হইতে যে সকল চিঠিপত্র এবং অনুরোধ নিখিল ভারত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকট জানানো হইয়াছিল, তাহার কোনো প্রকার সংবাদ না আসায় আমরা শেষে আবেদন পত্র আমাদের কর্ম্মী মারফৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। ২৭শে নভেম্বর তাঁহাকে ঐ পত্র দেওয়া হয়। তাহাতে জানানো হইয়াছিল যে, কংগ্রেস সরকার দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যায় সমূহের প্রতীকারের যাঁহারা ক্ষমতা সম্পন্ন, কংগ্রেসের সেই উচ্চতম শক্তির দ্বারা প্রতীকারের ব্যবস্থা না হইলে আমাদের বাধ্য হইয়াই সত্যাগ্রহ পরিচালনা দ্বারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। আমাদের এই পত্র পাইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক ২৭শে নভেম্বর আমাদিগকে এক পত্র দেন। তাহা আমরা ১লা ডিসেম্বর পাই। তাহাতে তিনি জানান যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর একজন সদস্যকে মানভূমের বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে জানান হইল। তিনি সমস্ত অবগত হইয়া সাধারণ সম্পাদককে জানাইলে তিনি এ বিষয়ে সহকর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় স্থির করিবেন। এবং সম্পাদক মহাশয় আমাদের জানান যে, ঐ ভারপ্রাপ্ত সদস্যের সহিত যোগাযোগ করিয়া আমরা যেন তাঁহাকে সমস্ত তথ্য এবং প্রতীকারের পন্থা বিষয়ে আমরা যাহা চিন্তা করিতেছি তাহা যেন জানাই। আমাদের ইহাও জানান যে, অবস্থাকে আমরা যেন ধৈর্য্যের সহিত গ্রহণ করি। এই পত্র পাইয়া আমরা কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের নিকট হইতে বুঝিয়া লইবার আবশ্যকতা বোধ করি। সম্পাদক মহাশয়ের পত্রে উল্লিখিত এই ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা অন্যায়ের প্রতীকারের যথার্থ ব্যবস্থা কতদূর কি হইতে পারিবে এবং প্রতীকার বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনে পুলরায় কোনো বিলম্ব ঘটিতে পারে কি না—তাহা পরিষ্কার ভাবে জানিয়া লইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রতিনিধি পাঠাইবার বিষয়ে আমরা স্থির করি। কারণ এ বিষয়ে আশ্বাস না থাকিলে সত্যাগ্রহ অনুসরণের কাজকে বিলম্বিত করিয়া 'পরিস্থিতিকে' এভাবে আর চলিতে দেওয়া সমীচীন হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। সম্পাদক মহাশয়ের অভিপ্রায় মত ঐ ভারপ্রাপ্ত নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় জানাইবার জন্য তাঁহার নিকটও প্রতিনিধি পাঠাইতে আমরা স্থির করি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের প্রতিনিধি বিগত ৩রা ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত নেতার সহিত এবং বিগত ৬ই ডিসেম্বর দিল্লীতে সাধারণ সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারপ্রাপ্ত নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অবস্থা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত করা হয় এবং প্রতীকার পন্থা বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা হয়। তাঁহার পর সাধারণ সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের প্রতিনিধি আমাদের জিজ্ঞাস্যগুলি বিষয়ে তাহার সহিত আলোচনা করেন এবং আলোচনা প্রসঙ্গে জেলার অবস্থার গুরুত্ব বিষয়ে এবং ব্যাপক দুর্নীতির রূপ সমূহ বিষয়ে বিবরণ প্রদান করেন। তিনি তাঁহাকে সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার কারণ সমূহ জানাইয়া অবস্থার উপযোগী এইরূপ ক্ষিপ্র দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা জানান। সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়টিতে ব্যবস্থা অবলম্বন বিষয়ে বিলম্বের আভ্যন্তরীণ কারণ সমূহ জানাইয়া তাঁহাকে বলেন যে, এ বিষয়ে সমুচিত পন্থা কি অবলম্বন করা যাইতে পারে

তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অতি শীঘ্র তিনি এক বৈঠকের ব্যবস্থা করিবেন। এবং কার্য্যকরী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন তাহার সিদ্ধান্ত যথাসত্বর তাঁহারা জানাইবেন; এ বিষয়ে আমাদিগকে আশ্বস্ত হইতে বলেন। আমাদের প্রতিনিধি তাঁহাকে বলেন যে, যথার্থ প্রতীকারের যেরূপ ব্যবস্থা ও পন্থা সমূহের প্রয়োজনীয়তা আমরা বোধ করিতেছি সে বিষয়েও যথার্থরূপে আশ্বাস পাওয়া আমাদের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং তাহার দ্বারাই সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার সমীচীনতা উপলব্ধি হইতে পারিবে। এবিষয়ে তাঁহার বক্তব্য প্রসঙ্গে, প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—প্রতীকারের ঐ সকল ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অবশ্যই কংগ্রেস উচ্চতম শক্তির আছে। প্রতীকারের কি কি পন্থা অবলম্বন করা হইবে কমিটির বৈঠকে সম্মিলিত মতামতেই তাহা নির্ণিত হইতে পারিবে। এবিষয়ে পূর্ব্ব হইতে আশ্বাস পাইতে চাওয়া আমাদের স্বাভাবিক হইলেও, তিনি তাঁহার পক্ষে এবিষয়ে কিছু বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না বলিয়াই মনে করেন। যথার্থ প্রতীকারের যেরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতেছি, কমিটির সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহা লাভ হইবে কিনা—সিদ্ধান্ত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াই তাহা দেখিয়া লইতে তিনি আমাদের বলেন। সে পর্য্যন্ত আমরা যেন সত্যাগ্রহ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কাজ স্থগিত রাখি—ইহা তিনি আমাদিগকে বলেন। প্রয়োজনীয় আরো কাগজপত্র দিবার জন্য তিনি আমাদিগকে জানান।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কিরূপ হয় তাহা দেখিবার জন্য এবং তাঁহারা যে দায়িত্ব লইয়াছেন তাহা কার্য্যকরীভাবে কার্য্য কিরূপ পরিগ্রহণ করিতে পারিবে—তাহা অনুধাবন করিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করা আমরা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, সত্যাগ্রহ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিষয়ে আমাদের কাজ আমরা স্থগিত রাখিলাম। বিগত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের তারিখ আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। লোকমারফত শেষ আবেদন পত্র পাঠাইবার পর ৯ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আমরা লোক সেবক সঙ্ঘের ব্যবস্থা-পরিষদের বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলাম। এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় আমরা ঐ দিবসে এই বিবৃতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ইহা জেলাবাসীর নিকট জানাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধে এই বিবৃতি প্রকাশ করিলাম।

আশাকরি দেশবাসী ধৈর্য্যসহকারে পরবর্ত্তী অবস্থার জন্য অপেক্ষা করিবেন। সত্যাগ্রহ এক মহনীয় এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তাহা আরম্ভ করিবার পূর্বে সর্ব্বপ্রকার পন্থা দেখিয়া লওয়ার প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া কংগ্রেসকর্মীর নিজ প্রতিষ্ঠানের নিয়মতান্ত্রিক যে শক্তির দ্বারা অন্যায়ের সমাধান হইতে পারে তাহা লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করাই কংগ্রেস কর্মীর পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে সত্যাগ্রহের পথ তাহার রহিয়াছে। তাহার নিজ প্রতিষ্ঠান, শক্তির সহিত অন্যায়ের সমাধান করিতেছে—ইহা দেখিতে পাওয়াই কংগ্রেস কর্মীর গৌরব। তজ্জন্যই আমাদের এই সকল প্রচেষ্টা। নতুবা সত্যাগ্রহের শিক্ষার আশীর্ব্বাদ আমাদের জেলার কর্মীদের জন্য রহিয়াছে—প্রয়োজন হইলে তাহার পথে তাহারা আন্তরিক বল ও আনুগত্যের সহিত অগ্রসর হইবে। ইতিমধ্যে আমাদের যে সকল কাজ বিশেষ দ্রুততর করিবার রহিয়াছে তাহা তৎপরতার সহিত চলিতে থাকিবে এবং জনসাধারণ তাহাতে আন্তরিক সহায়তাদান করিবেন ইহাই প্রার্থনা করি।

অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক
লোক সেবক সঙ্ঘ, মানভূম।

১০।১২।৪৮
পুরুলিয়া

গণপরিষদ

গণপরিষদে জনগণের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে প্রথমেই এই নীতি স্বীকৃত হয় যে রাষ্ট্র সকল নাগরিককে ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ ও স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সমান চক্ষে দেখিতে এবং প্রত্যেক নাগরিকেরই ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি নির্ব্বিশেষে সাধারণের স্থানে যাতায়াতের অধিকার থাকিবে এবং তাহারা কূপ, জলাশয় ইত্যাদি ব্যবহার করিতে বা হোটেল ও আমোদপ্রমোদশালায় নির্ব্বিকারে প্রবেশ করিতে পারিবে। সকল নাগরিকের রাষ্ট্রের অধীনে কার্য্য করিবার সমান সুযোগ

থাকিবে, তবে অনুন্নত সমাজভুক্ত নাগরিকদের জন্য সরকারী চাকুরীর একটি অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইবে।

শাসনতন্ত্রে অস্পৃশ্যতা সর্ব্বরূপে বর্জ্জন করা হইয়াছে এবং অস্পৃশ্যতা জনিত কোনরূপ বাধা নিষেধ আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

রাষ্ট্র সামরিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যতীত কোনরূপ উপাধি দান করিতে পারিবে না।

গণপরিষদে খসড়া গঠনতন্ত্রের ত্রয়োদশ ধারাটির আলোচনা কালে বিশিষ্ট সদস্যগণ কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করেন এবং সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। উক্ত ধারায় সকল নাগরিকের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা সমিতি করিবার ও দল গঠণ করিবার অধিকার ও ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার ও বসবাস করিবার অধিকার এবং সম্পত্তি অর্জ্জন ও হস্তান্তর করিবার বা যে কোন ব্যবসায় করিবার স্বাধীনতা ও অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও পরবর্ত্তী কতকগুলি দফায় রাষ্ট্র ও জনসাধারণের স্বার্থে বা স্বাধীনতা ও স্বাস্থ্য ও নীতির রক্ষাকল্পে উপরোক্ত অধিকারগুলি কিয়দংশে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রফেসার কে, টি, সাহা বলেন যে গঠনতন্ত্রে এক হাতে যে সকল স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই চার হাতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া উক্ত ধারায় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা স্পষ্টতঃ স্বীকার না করায় তিনি তীব্র মন্তব্য করেন। অপর একজন সদস্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিকের অস্ত্র রাখিবার স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় নাই বলিয়া অনুযোগ করেন। ইহার উত্তরে ডাঃ আম্বেদকর বলেন যে প্রত্যেক নাগরিকের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যেই সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে। অস্ত্র রাখিবার স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অস্ত্র রাখিবার অধিকার বা স্বাধীনতার কোন বিশেষ গুরুত্ব নাই। অতি সামান্য সংশোধন সহ উক্ত ধারাটি যথাযথ গৃহিত হয়।

অপর একটি ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ধর্ম্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অপর অনুষ্ঠান ও ধর্ম্ম প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে।

গঠনতন্ত্রের ২২ ধারায় অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত ও গৃহিত হইয়াছে। উক্ত ধারায় এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, যে সকল শিক্ষালয় রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে সেখানে কোনরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে না এবং যে সকল শিক্ষালয় রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে বা রাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করিবে সেখানে কোনও শিক্ষার্থীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ম্ম শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইবে না বা কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে বাধ্য করা হইবে না।

স্থানীয় সংবাদ

বিশিষ্ট উকিল শ্রীযুক্ত লম্বোদর দে মহাশয়ের গৃহে খানা তল্লাসী—

গত ৭ই ডিসেম্বর পুরুলিয়া সহরের নডিহা মহল্লায় অবস্থিত বিশিষ্ট উকিল শ্রীযুক্ত লম্বোদর দে মহাশয়ের বাড়ী একদল পুলিশ লইয়া জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট বিকাল ৪॥০ টার সময় খানা তল্লাসী করেন। প্রায় এক ঘণ্টার উপর ধরিয়া এক তলায় ও দোতালায় খানা তল্লাসী করা হয়। পুলিশ আপত্তি জনক কোন কিছুই পায় নাই। খানা তল্লাসীর কারণে প্রকাশ যে, তাহার প্রতিবেশী শ্রীগৌর মোহন চক্রবর্ত্তী এই বলিয়া থানায় সংবাদ দেন যে, ৬ই ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ১০॥০ টার সময় তাহার বাড়ীতে এক ভীষণ আওয়াজ হয়। তিনি সন্দেহ করেন যে, লম্বোদর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র (উকিল) ও তাহার ভ্রাতাগণ নিজ বাড়ীর দোতালা হইতে তাহার বাড়ীতে বিস্ফোরক নিক্ষেপ করিয়াছে। কোনরূপ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পুলিশ তাহার বাড়ী হইতে বিস্ফোরিত কোন দ্রব্য, কি পাইয়াছে, তাহাও জানা যায় নাই। পুলিশ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছে। শ্রীযুক্ত লম্বোদর বাবু পুরুলিয়ার একজন বিশিষ্ট উকিল, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুলিয়ায় ওকালতি করেন। দ্বিতীয় পুত্র সহরের খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক।

মানবাজারে দারোগার বিক্রম—

মানবাজারে হিন্দী শিক্ষার কেন্দ্রে সম্প্রতি একটী রেডিও আনা হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়ের রেডিও শুনাইবার কালীন বহু বালক রেডিও শুনিতে তথায়

উপস্থিত হয়। প্রকাশ যে সেখানে ছোট ছোট ছেলেদের সহিত হিন্দীশিক্ষকের গোলমাল উপস্থিত হইলে থানায় সংবাদ যায়। থানাতে কি অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। তবে থানার পুলিশ ৭৮।৯ বৎসরের কতিপয় বালককে দারোগাবাবুর হুকুমে থানায় লইয়া যাইতে আসে। ছেলেরা থানায় যায় না। সুতরাং দারোগা ছেলেদের অভিভাবকদের ডাকাইয়া নানারূপ ভয় দেখাইতেছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

বিহার জননিরাপত্তা আইনে ছাত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাজা—

বহুদিন ধরিয়াই বিহার জননিরাপত্তা আইন অনুযায়ী যে চারিটী মোকদ্দমা চলিতেছিল সেগুলি সম্বন্ধে, গত ৬ই ডিসেম্বর সদর এস, ডি, ও, তাহার রায় দিয়াছেন।

মোকদ্দমার বিবরণ এই যে, কিছুদিন পূর্বে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া স্কুলে ছাত্র কংগ্রেসের উদ্যোগে একটী গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবিরের উদ্বোধনের ব্যবস্থা হয়। এই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং কয়েকটী প্রতিষ্ঠানের প্রফেসার ও শিক্ষকগণ নিমন্ত্রিত হন। এই সূত্রেই বিনানুমতিতে সভা শোভাযাত্রা প্রভৃতির অভিযোগ করিয়া ৩টী মোকদ্দমা আনা হয়।

একটী মোকদ্দমায় বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রাক্তন হেডমাষ্টার ও বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় জিলা সমবায় ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু, স্থান জিলা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাস, শ্রীমিহির কুমার চট্টরাজ উকীল, ও শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ছাত্রের, ৬।৪) ধারা (জননিরাপত্তা আইনানুযায়ী) —ডিপুটি কমিশনারের বিনানুমতিতে অনুষ্ঠিত সভায় অংশ গ্রহণ করিবার অভিযোগে প্রত্যেকের ২৫৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

অন্য একটী মোকদ্দমায় উক্ত শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ও আর একজন ছাত্র শ্যামাদাস চ্যাটার্জ্জির নামে ১০(৩) (জননিরাপত্তা আইন) ধারায়—সামরিক ধরণের ড্রিল করিবার অভিযোগে প্রত্যেকের ২৫৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

তৃতীয় একটী মোকদ্দমায়, উক্ত শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ও শ্যামাদাস চ্যাটার্জ্জির নামে ৬(ঘ) ধারায় (জননিরাপত্তা আইন) বিনানুমতিতে শোভাযাত্রা বাহির করিবার অভিযোগে প্রত্যেকের ২৫৲ টাকা জরিমানা—অনাদায়ে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

সকলেই জরিমানা দাখিল করিতে সময়ের জন্য প্রার্থনা করে। সাধারণতঃ মোকদ্দমায় জরিমানার সাজা হইলে, জরিমানা দাখিলের জন্য সময় দেওয়া আদালতের সাধারণ রীতি। কিন্তু এক্ষেত্রে এস, ডি, ও, মহাশয় সময় দিতে একেবারেই অস্বীকার করেন। ছাত্র শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ও শ্যামাদাস চ্যাটার্জ্জির মোট জরিমানার পরিমাণ যথাক্রমে ৭৫৲ ও ৫০৲ টাকা। সুতরাং অবিলম্বে জরিমানা দাখিল করিতে না পারায় তাহাদিগকে জেলে লইয়া যাওয়া হয়। অন্যান্য সকলে জরিমানা দাখিল করেন।

এই তিনটী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ পুরুলিয়ার সেসন জজের নিকট "নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিভিশন্যাল দরখাস্ত করেন। সেসন জজ মহাশয় জরিমানা আদায় স্থগিত রাখিতে এবং তদনুসারে ছাত্র দুটীকে জেল হইতে মুক্ত করিবারার জন্য আদেশ দেন। এই আদেশ সত্ত্বেও এস, ডি, ও, মহাশয় ছাত্র দুই জনের প্রত্যেকের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকার করিয়া জামীন লইয়া তাহাদের মুক্ত করিয়া দেন।

চতুর্থ আর একটি জননিরাপত্তা আইনের মোকদ্দমায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ, পি, আর, এস; পি, এচ ডি', আদ্রা হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু, আদ্রার ডাঃ লোকেশ ঘোষ এম, বি, শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গাধর সিং মানভূম ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি, এই কয়জনের বিরুদ্ধে উক্ত জননিরাপত্তা আইনের ৬(৪) ধারায় বিনানুমতিতে সভা করিবার অভিযোগে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। তাহে প্রকৃতভাবে সভার অধিবেশনই হয় নাই—এই সন্দেহে সকলকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আর একটি মোকদ্দমায় ঝালিদা ছাত্র কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে ঝালিদা হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক বাবু ও ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীগঙ্গাধর সিং মোদকের নামে ১০৭ ধারার মোকদ্দমা আনা হইয়াছিল। কয়েকদিন তারিখ দিবার পর সরকারী পক্ষ হইতে সেই মোকদ্দমা বিনা সর্ত্তে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু প্রভৃতি ও ছাত্রদের সাজার প্রতিবাদে উক্ত ৬ই তারিখে স্থানীয় জুবিলি ময়দানে ছাত্রদের এক প্রতিবাদ সভা হয়।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১) বরাবাজার থানার পাথর্য্যাঘাট গ্রামের পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীসুফল চন্দ্র মালি ও শ্রীলুমাল, মাহিন্তী মালি জানাইতেছেন যে, পাথর্য্যাঘাটা গ্রামের শ্রী শ্রীকান্ত মাহাতর বাড়ীতে কিছু ধান চুরি যায়। পাহু চৌকীদার ও শ্রীকান্তর শ্বশুর থানাতে খবর দিয়াছিল। বরাহবাজার থানার যতীন্দ্রবাবু জমাদার উক্ত গ্রামের মাহিন্তী মালি, পলু মাল, বদি মালি, বিশু মালি, জীবন মালি প্রভৃতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন—শ্রীকান্ত মাহাতর বাড়ীতে চুরির কথা জান? সকলে বলিল—জানি। জমাদার বলিল—কিন্তু সিধ কে মুদাইল? তোমাদিগকে বলিতে হইবে যে বাউল মাহাত আসিয়া সিঁধ মুদাইয়া গিয়াছে (বাউল মাহাত বরাবাজার অঞ্চলের একজন প্রধান ও পুরাতন কংগ্রেসকর্ম্মী, বর্ত্তমানে খাদী উৎপাদনের কার্য্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত) মাহিন্তী ও পলু বলিল যে, আমরা বাউলকে চুরির সময়৪।৫ দিন আমাদের গ্রামে দেখি নাই। বদি বলিল, সে সিঁধ মুদাতে আসে নাই তবে কোন জমিজমার গোলমাল হইলে দরখাস্ত করিয়া বিচার করিতে আনি। তখন পাহু চৌকীদারকে জমাদার বলেন যে, তুমি বলিয়াছিলে যে, মালিদিগকে যাহা বলিতে বলিব তাহাই বলিবে, কিন্তু কই বলিতেছে? তখন উহাদিগকে খুব-রাগিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বকিয়া ডাকিয়া কাছে আনিয়া বলেন, তোমাকে সিঁধ মুদার কথাটি বলিতে হইবে। কিন্তু বদি বলিল যে, মিথ্যা বলিতে পারিব না তুমি যা করিবার কর। আমরা মিথ্যা বলিতে পারিব না তবে মিথ্যা বলিবার বহু লোক আছে। দেখ, গ্রামে যদি কেহ টাকার লোভে মিথ্যা বলিতে পারে।

উক্ত গ্রামের শ্রীরাম সবর জানাইতেছেন গত ২৩শে আশ্বিন বরাহবাজার থানার জমাদারবাবু ও থানাহোড়ার বেহারী মাহাত আমার বাড়ীতে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, তুমি শ্রীকান্ত মাহাতর বাড়ীতে কে চুরি করিল জান? আমি বলিলাম জানি না। 'সিঁধ কে মুদাইল?' 'কে জানে কে মুদাইল।' তাহারা বলিল, তোমাকে বলিতে হইবে, বাউল সিঁধ মুদাইতে বলিয়াছে এবং সেই দিন শ্রীকান্তর ঘরে দেখিয়াছি। আমি বলিলাম আমি সেই দিন বাউলকে দেখি নাই কিন্তু আমার রাজা বিহারী মাহাত বলেন, 'আমাকে বলিতেই হইবে। বদি না বলিস তাহা হইলে অন্যায় হইবে। তোর ত কিছু হইবে না, তোকেত চোর করি নাই। তুমি এই কথা বল যে, যে দিন সিঁধ হয়, তার পরের দিন বাউলকে শ্রীকান্ত মাহাতর সঙ্গে দেখিয়াছি। তুইত সাক্ষী হবি রে। যা হবে তা বাউলের হবে।' কিন্তু আমি বলিলাম মিথ্যা বলিতে পারিব না। জমাদারবাবু রাগিয়া লিখিতে লাগিলেন। কি লিখিলেন পড়িয়া শুনান নাই। নিজেই ইচ্ছামত নিজের মনে লিখিলেন।

(২) মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ২২শে নভেম্বর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরাগেশ্বরী প্রসাদ ঝালিদার ছাত্রসম্মেলন সংক্রান্ত মামলার আসামী শ্রীগঙ্গাধর সিংহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার যে মামলা ছিল, তাহা তুলিয়া লন কিন্তু মামলার রায়ে তিনি মোকদ্দমা তুলিবার যে কারণ দিয়াছেন সে সম্বন্ধে সরকার ও জনসাধারণের নিকট কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন, আসামীরা নাকি মৌখিক তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে তাঁহারা কোন দিন এরূপ কার্য্য করিবেন না যাহা দ্বারা কোন অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। এরূপ কোন মৌখিক অঙ্গীকারের কথা অন্ততঃ আমার জানা নাই। আমি নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই বা আমাকে তিনি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই সুতরাং অঙ্গীকারের কোন প্রশ্নই উঠে না। একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কোর্টের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলা অনুচিত ভাবিয়া অন্য কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ঝালিদা সম্মেলন সংক্রান্ত মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়ায় জনসাধারণ বর্ত্তমানে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন আশা করা যায়। ইতি—

শ্রীগঙ্গাধর সিংহ।
সভাপতি, জেলা-ছাত্র-কংগ্রেস। পুরুলিয়া।

(৩) মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—মহাশয়, ২৯।১১।৪৮ তারিখের জনজাগরণ পত্রিকায় (বলরামপুর M. E. স্কুল) স্কুলকে 'লেড়কে পর জুলুমো' বলিয়া লেখা হইয়াছে যে, আমি মালতি গ্রামের একটি ভূমিজ ছাত্রকে অন্যায় ভাবে আটক করিয়া এমন প্রহার করিয়াছি যে ছাত্রটির বাঁচিবার আশা খুব কম। এই হীন মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক খবর ছাপানার জন্য আমি আজ জনজাগরণ পত্রিকার সম্পাদককে সংবাদ দাতার নাম পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া Registered with A / D দিয়া পত্র দিলাম এবং পত্রে লিখিলাম সংবাদ দাতার নাম পাইলে তাহার বিরুদ্ধে সত্যের খাতিরে মানহানিকর মোকদ্দমা আনিতে বাধ্য হইব। পরিশেষে আপনার পত্রিকার মারফত আমি উপরোক্ত খবরটির ঘোর প্রতিবাদ করিতেছি। এবং প্রমাণ করিবার জন্য জনজাগরণের সম্পাদক কিংবা উক্ত পত্রিকার সংবাদদাতাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি। সংবাদ দাতা এবং সম্পাদক আমাকে জনসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য উপরোক্ত মিথ্যা সংবাদটি ছাপাইয়াছেন।

তারিখ শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫।১২।৪৮ বলরামপুর এম্. ই. স্কুল। তৃতীয় শিক্ষক।

বিজ্ঞাপন

কোকোজেম, হামাম, ওডিকলোন সাবান, সুগন্ধী নারিকেল তৈল, ডি, ডি, টি প্রভৃতি টমকো প্রোডাক্টস্‌এর নূতন চালান আসিয়াছে।

পার্কার, শেফার, এভারশার্প প্রভৃতি আপনার পছন্দ অনুযায়ী নানাপ্রকার ফাউন্টেনপেন এবং কালি কেন্দ্রীয় ষ্টোর অথবা মধ্যবাজার শাখায় পাইবেন।

স্লিপকরোনা-পোর্টেবল এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইপ-রাইটারের একমাত্র এজেন্ট :

পুরুলিয়া ১১২।৪৮ — পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ

ওষুধপত্র
ও
অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয়
নানারকম ভালো জিনিষ
সুবিধা দরে
পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী
পুরুলিয়া।

চণ্ডী তৈল
সকল প্রকার ক্ষতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কানে পূঁয মানভূমে একটি সাধারণ রোগ এবং স্কুল পাঠশালার বালকেরা প্রায়ই এই রোগে ভুগিয়া থাকে। এই রোগের জন্য বালকেরা ভাল করিয়া শুনিতে পায় না এবং তাহার জন্য তাহাদের পাঠের ক্ষতি হয়। সম্পূর্ণরূপে অল্প সময়ের মধ্যে কানে পূঁয ভাল করিবার অব্যর্থ মহৌষধ চণ্ডী তৈল।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস ও
সমর সিংহ পুরুলিয়া
ও সমস্ত প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

স্থাপিত ১৩১০ সাল।
দি পুরুলিয়া নার্সারী
ভাটবাঁধ, পুরুলিয়া (মানভূম)
বিলাতের কপি বীজ আসিয়াছে
এখানে সকল প্রকার বাঁধাকপি, ফুলকপি ও অপরাপর শাক সব্জীর বীজ সুলভে পাওয়া যায়। পিয়াজ বীজ ১০৲ সের ও ৭৲ পয়লা (বিশগণ্ডা) আলু বীজ ১৲ সের। কপিচারা প্রতিশত ১৲, ৸০, ॥৵০ ও ॥০ আনা। বহুবিধ মৌসুমী ফুলের বীজ ॥০ পেকেট ও চারা প্রতিশত ৸০
প্রোঃ—অবিনাশ চন্দ্র চৌধুরী এণ্ড সন্স

সুদক্ষ পরিচালক ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী দ্বারা আপনাদের যাবতীয় ইলেকট্রিক ওয়্যারিং ফিটিং ইত্যাদি ও সকল প্রকার ইলেকট্রিক তার ও বাল্‌বের জন্য আমাদের নিকট অনুসন্ধান করুন।

তারা ইলেকট্রিক ষ্টোর
পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট, পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই পৌষ ১৩৫৫, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

This Solves Your Problem.

You need not be anxious any more the "Life" of your "Battery" or for "Charging."

We have reopened the "Department" der our expert Supervision.

Send your Battery
to
"SINHA & CO"
Phone No: 49
Purulia.

"Battery Charging is a Speciality"

দেশের ভাব ও আদর্শের পরিচালকগণ হইতে উত্তীর্ণ হইবার আশার সূচনা রহিয়াছে। এবারের

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়

তাহার কাজে

নূতন বীমা ১৯৪৭ :	১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমা :	৫৫ „ ৬৩ „ „
প্রিমিয়াম আয় ১৯৪৭ :	২ „ ৬১ „ „
বীমা তহবিল :	১০ „ ৫৮ „ „

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

বিজ্ঞাপন

কোকোজেম, হামাম, ওডিকলোন সাবান, সুগন্ধী নারিকেল তৈল, ডি, ডি, টি প্রভৃতি টমকো প্রোডাক্টস্‌এর নূতন চালান আসিয়াছে।

পার্কার, শেফার, এভারশার্প প্রভৃতি আপনার পছন্দ অনুযায়ী নানাপ্রকার ফাউন্টেনপেন এবং কালি কেন্দ্রীয় ষ্টোর অথবা মধ্যবাজার শাখায় পাইবেন।

স্মিথকরোনা-পোর্টেবল এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইপ-রাইটারের একমাত্র এজেন্ট :

পুরুলিয়া ১।১২।৪৮ } পুরুলিয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ

চ

খোস, পাঁচ

কানে পূ

সকল প্রক

অব্যর্থ

প্রাপ্তি

সেন্ট্রাল কো-অপারেটি

কমলা ফার্ম্মেস

ডিলার্স এণ্ড এজে

প্রতিনিধি : সমর

পু

সুদক্ষ পরিচালক ও অভিজ্ঞ
নাদের যাবতীয় ইলেকট্রিক ওয়্যারি
সকল প্রকার ইলেকট্রিক তার ও বা
নিকট অনুসন্ধান করুন।

দোলগোবিন্দ ঘে

তারা ইলেকট্রিক

পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট, পু

বিজ্ঞাপন

বলরামপুর মধ্য ইংরাজী
হিন্দি সাহিত্যে উত্তীর্ণ একজন
শিক্ষক প্রয়োজন। মাসিক বে
আগামী ৭ই জানুয়ারী ১৯৪৯ ম
কারীর নিকট আবেদন করিবে

শ্রীসমরে
ভাইস্‌-
সদর লো

স গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুক্তি

৫৫ সাল, ১৩ই পৌষ

নূতন যাত্রা

রাজপুতানার পূণ্যভূমিতে কংগ্রেসের
। সমাপ্ত হইয়া গেল। এবারের অধি-
রতের প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনরূপে
য়র যাত্রা সুরু করিল। ব্রিটিশ রাজেশ্ব-
টি ভূখণ্ড আজ যে জনগণের অধিকার-
তাহার দেশের সামন্তরাজগণের বিরাট
আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।
সহিত প্রজাধিপতি রাজন্যবৃন্দ এই
করিয়া লইয়াছেন। এই আনুগত্য শাসন-
তার দিক হইতেই যে কেবল বহন করা
—শাসনতান্ত্রিক আদর্শের ভাবরূপ যে
তি ও আনুগত্যের আসন সেখানে প্রতি-
রই সূচনা করিয়াছে জয়পুর অধিবেশন।
বাধীনতা লাভ করিয়াছে। জনগণের
জ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত। শাসন
বিধ আয়োজন ও আকর্ষণ আজ তাঁহাদের
বস্থাকে সুগঠিত করিতে তাঁহাদের বহুজন
ন সংগ্রামে মগ্ন। জনতার আত্মচেতনা,
নব-লব্ধ ক্ষমতার সমারোহ এবং দ্বন্দ,
ত্রারম্ভে অসম্পূর্ণ ব্যবস্থার ত্রুটি, মর্ম্মপীড়া
ং মেরুদণ্ডহীন ধ্বংসপ্রায় দেশের সর্ব্ববিধ
আহ্বান—এই বিভিন্ন অন্তধারার পট-
। দেশের প্রথম কংগ্রেস আপন দায়িত্ব
ন কর্ম্মধারা সংরচনায় অগ্রসর হইয়াছিল।
উদযাপনে কংগ্রেস তাহার জয়পুর অধি-
কর্ম্মপন্থার বীজ বপণ করিয়াছে। মূল
য়েকটি রেখাপাত দিয়াছে। তাহারই
র কর্ম্মধারাকে সুগঠিত করিতে হইবে।
ত কর্ম্মধারার প্রয়োজনীয়তা অনুভব
দেশের ভাব ও আদর্শের পরিচালকগণ

আজ শাসন পরিচালনার বহু কর্ম্মভারে ভারাক্রান্ত। অবসরহীন কর্ম্মব্যাপৃতির মধ্যে থাকিয়া তাঁহারা কংগ্রেস-জনমণ্ডলীকে তাহাদের চলিবার পথের নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন এবং শাসন পরিচালনার পথে চলিবার কি নির্দ্দেশধারা হইতে পারে তাহারও রূপদান করিয়াছেন। দেশব্যাপী সেবার ক্ষেত্রে রত কর্ম্মীগণের উপর আজ কর্ম্মব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পথে চিন্তা, শক্তি ও সম্মিলিত বুদ্ধি প্রদানের গভীর দায়িত্ব দেখা দিয়াছে।

এবারের অধিবেশন স্থির করিয়াছে—যে-মহানপুরুষের কর্ম্মসাধনায় কংগ্রেস এই মহানরূপে গঠিয়া উঠিয়াছে—অভিনব সংগ্রামে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে—বিশ্বে ভারতের আসন করিয়াছে—তাঁহারই সমগ্র জীবনের বাণী অনুসরণ করিয়া কংগ্রেস তাহার নূতন জীবন পথের সকল কর্ম্মে, দেশের সকল রচনায়, দেশের মহান নীতি-সমূহ নির্দ্ধারণে, বিশ্বক্ষেত্রে আপন কর্ম্মরচনায় এবং বিশ্বের সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে অগ্রসর হইবে। এই দায়িত্বের পূর্ণ উপলব্ধি অলক্ষ্যেই হউক—অথবা পূর্ণ সচেতনতায় হউক—কংগ্রেস এক বিরাট দায়িত্বের অঙ্গীকার করিয়াছে। ইহাকে যেমন সত্যরূপে অনুসরণ করিতে হইবে—তেমনি এই মূল আদর্শের দৃষ্টিতে কর্ম্মকে বহিরঙ্গরূপের পরিকল্পনায় রূপায়িত করিতে হইবে। ইহার নিষ্ঠাময়—উপলব্ধিময় দায়িত্ব কংগ্রেসসেবীদের জন্য রহিয়াছে। দেশ অপেক্ষা করিবে।

কংগ্রেসের জীবনগতি এক নূতন পথে প্রবাহিত হইয়াছে। আত্মত্যাগের পথ বাহিয়া এক আত্মশক্তির দায়িত্বের পথে কংগ্রেস আসিয়া উপনীত হইয়াছে। অধিকারের জীবনকেও যে ত্যাগের শক্তিতে অনুসরণ করিতে হয় তাহার শিক্ষা আজ সকলের মধ্যে দেখা দেয় নাই। বহুদিনকার দাসত্বে, অসম্মানে, বঞ্চনায়, শিক্ষা-হীনতায় দেশের জাতীয় চরিত্র আজ লুপ্ত প্রায়। ক্ষমতার সম্মুখে আসিয়া লোভ, হানাহানি, অমর্য্যাদাকর স্বার্থ-প্রচেষ্টা, জাতীয় সহানুভূতির অভাব প্রভৃতি আজ ব্যাপক-ভাবে দেখা দিবে তাহা স্বাভাবিক। তাহা স্বাভাবিক হইলেও উহা দূর করিতে হইবে। গ্লানিকে উপলব্ধি করিবার আত্মচেতনার মধ্যেই জীবনের লক্ষণ ও গ্লানী হইতে উত্তীর্ণ হইবার আশার সূচনা রহিয়াছে। এবারের

কংগ্রেসে তাহারই সুচনা হইয়াছে—বহু কর্ম্মের মধ্যে, ভাব-প্রকাশের মধ্যে, আচরণের মধ্যে প্রকাশ্যে ও অলক্ষ্যে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে আজ কংগ্রেসের বর্ত্তমান জীবনধারায় প্রতি অসন্তোষ এবং কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাবের জন্য গভীর বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। তাহারা পথ খুঁজিতেছে। তাহাদিগকে চিন্তান্বিত করিয়াছে। তাহারই ভাবের প্রকাশরূপে কংগ্রেস তাহার সেবীদের সম্মুখে—'আচরণের আদর্শ' নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। ইহা তাহাদের প্রতি সাবধান বাণী। এই আদর্শ সেবীদের আচরণে কংগ্রেস যাচাই করিয়া চলিবে। জনগণ জাগ্রত দৃষ্টি রাখিবেন।

মহাশক্তিসম্পন্ন বিদেশী শাসকের সহিত মৃত্যুপণ সংগ্রামের দৃষ্টিতে কংগ্রেস অধিবেশনগুলির যে কঠোর গুরুত্ব থাকিত—আজ পরিবর্ত্তিত দৃশ্যপটে তাহার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। যে মহামানবের জাগ্রত উপস্থিতিই অধিবেশন-গুলিকে মহান মর্য্যাদা দান করিত—আজ তাহারও অবসান হইয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক কর্ম্মধারা নির্ণয়ের যে দায়িত্ব কংগ্রেসের ছিল সে রাজ-নৈতিক গুরুত্বও কংগ্রেসের আজ প্রয়োজনের বহির্ভূত হইয়াছে। আজ কংগ্রেস অধিবেশনে সম্মিলিত হইবার নূতন মহৎ প্রেরণা তাহার নূতন মহত্ত্ব বোধ দেখা দিবে—দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে কংগ্রেস শক্তির যথার্থ ক্ষমতা নিরূপণে;—শাসন শক্তির ক্ষমতা ব্যতিরেকেও দেশের কোটি কোটি জনগণকে বাস্তব কর্ম্মপরিকল্পনার পথে পরি-চালিত করিবার ক্ষেত্ররূপে কংগ্রেসকে শক্তিশালী প্রত্যক্ষরূপ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার কর্ম্মধারাকে আশ্রয় করিয়া—এবং শাসনতন্ত্রকে পথ প্রদর্শন করিবার এবং শাসন পরিচালনার প্রয়োজনে যোগ্য লোকসংগ্রহ করিবার জীবন ভূমিরূপে কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিবার উপর। মহাত্মার আশীর্ব্বাদ পূত কংগ্রেস তাহারই পথ অনুসরণ করিবে—ইহাই দেশ কামনা করে।

কংগ্রেসের ইতিহাসের আজ সন্ধিক্ষণ। নূতন ভূমিকায় আদর্শের দৃষ্টিতে কর্ম্ম ও ব্যবস্থাসমূহের রূপ নির্দ্ধারণ, বিভিন্ন ব্যবস্থার সম্বন্ধগুলিকে নীতি-নির্দ্ধারিত রূপদান নূতন ভাবনা, নূতন কর্ম্মপন্থা রচনা, দ্বিধা দ্বন্দ্বগুলিকে সমাধানের প্রশান্তি দান, আদর্শ ও অবস্থার নিরন্তর যাচাই এবং যোগ্য নেতৃত্বের সংগঠন প্রভৃতি কর্ম্মের মহান দায়িত্বসমূহ আজ কংগ্রেসের সম্মুখে রহিয়াছে। কংগ্রেস তাহার পথে চলিবে এবং দেশের কর্ম্মীগণ প্রত্যেকে ইহার প্রতি আপন দায়িত্ব অনুভব করিয়া ... শীলন ও কর্ম্মে অগ্রসর হইবেন—ইহাই ... করিতেছে।

রাজপুতানার মরুভূমির বক্ষে গা... হইয়াছিল। বহু বৎসরের পরাধীনতা... প্রায় ভারতের বিরাট মরুভূমির উপর ... তুলিতে হইবে—জয়পুর অধিবেশন তাহ... করিয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

নিমডি লোক সেবায়তনে উৎপাত

নিমডি গ্রামে লোক সেবায়তনের গৃ... চলিতেছে। মাটির দেয়াল কিছুদূর তু... দরজা জানালা লাগান হইতেছে। বিগত ... প্রভাতে দেখা গেল দেওয়ালে গ্রথিত ক... কিয়দংশ করিয়া ভাঙ্গিয়া রাত্রে কাহার... ইহা চুরি করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়া... হয় না। লইবার উদ্দেশ্য থাকিলে জানলা... তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিত অথবা ... এখনো লাগান হয় নাই, পাশে পড়িয়া... লইতে পারিত। কয়েকটি জানালারই ক... ভাঙ্গিয়া লইয়া ক্ষতি করিবার বা কাহ... মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। আশ... অধিবাসীদের দ্বারা এই কাজ হয় নাই ... যাইতে পারে। কারণ তাহারা খুবই ... এবং এই জাতীয় ক্ষতি করার মনোবৃত্তি ... না বলিয়াই মনে করিতে পারি। যাহাই ... করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বলিতে প... বাধা দিয়া কাজকে তাঁহারা ব্যাহত করিতে... কাহারা করিয়াছেন তাহা জনগণ সন্দেহ ... জনগণের কাছে তাঁহারা এই জাতীয় ... উৎপাতের জন্য আরো সিরাগভাজনই ... নিমডির আসপাশের জনগণকেও আম... জানাইতে চাই যে, এই কাজ জনসাধারণে... এই সকল কাজে ক্ষতি হইতে না পারে ... দৃষ্টি এবং সচেতনতা রাখিবেন; অন্যা... আসপাশের কোনো লোককে ভুলাইয়া ... লইয়া যেন সকলের কাজের ক্ষতি করাইতে ...

... সন ১৩...

বীরের রক্তপূত... সর্ব্বোচ্চ অধিবেশ... বেশনে স্বাধীন ভ... ইতিহাসে নবপর্য্যা... রের অধিকৃত বির... ভূক্ত, সেই জনগণ ... ভূখণ্ডের উপরও ... আপন প্রজাগণের ... আনুগত্য স্বীকার ... তান্ত্রিক উপযোগি... হইবে তাহা নহে। ... কংগ্রেস-তাহার প্র... ষ্ঠিত হইল; তাহা ...

দেশ আজ ... প্রতিনিধিগণ আ... পরিচালনার বহ... সম্মুখে। দেশ ... আজ কঠোর শাস... জনতার চাহিদা, ... শাসন পথের যা... ও অসন্তোষ এ... সংগঠনের ক্ষিপ্র ... ভূমিকায় স্বাধীন ... উদযাপনে, আপা...

এই দায়িত্ব ... বেশনে আপন ... কর্ম্মভিত্তির ক... আলোকে আ... জনগণ সুগঠি... করিতেছে। ...

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ...পতির অভিভাষণ

...দুই বৎসর পর ভারতের সমুদয় অংশ ... এই ঐতিহাসিক নগরী জয়পুরে সমবেত ...টে এক বৈদেশিক শাসকশক্তির বিরুদ্ধে ... সমবেত হইয়াছিলাম। কিন্তু জয়পুরে ...দেশ্য লইয়া সমবেত হই নাই। আমরা ... হইয়াছি আমাদের অর্জিত স্বাধীনতার ...কে সুসংগঠিত করিবার জন্য। আমরা ...যে এই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি—যে ... প্রাচীন ভারতের দ্রষ্টা ও ঋষিগণ ব্যতীত ...গতের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। দুর্ভাগ্যের ...মাদিগকে এই বিজয়ের পথে চালিত ...র সেই জনক আর মরদেহে আমাদের ...ুন তাঁহার আত্মা এই বিশাল জনসঙ্ঘের ...ইতেছে; শুধু তাহাই বা হইবে কেন. ... কার্যে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য যে ...," দ্বারা তিনি অসুরশক্তিকে জয় করিয়া- ... ও অহিংসা" দ্বারা তাহাদিগকে পরি- ...জন্য তাঁহার আত্মা সমগ্র দেশের উপরই ...।

স্মৃতি তর্পণ

...ধ্যে আমরা ভারতের যে সকল পুত্র- ...ছি. তাঁহাদের জন্য আমরা শোকানুভব ...দেশের মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত তাঁহাদের ...লী স্মরণ করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি-তর্পণ ...কর্তব্য।

...য় মহাত্মাজীর বিয়োগে আমরা মনে ...তি অনাথ হইয়াছে; কারণ যে স্বয়ং- ...াহার নিজস্ব প্রেমের বর্তিকাদ্বারা এই ... চোমানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, ... পূর্ণ করিতে পারিব না।

রাষ্ট্রপতি—জাতির প্রথম সেবক

কংগ্রেসের পঞ্চপঞ্চাশত্তম এবং স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতে প্রথম অধিবেশনের সভাপতিরূপে আমার উপর আপনারা যে কর্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট গভীর কৃতজ্ঞ। ভারতের প্রাক্তন কোন সামন্ত রাজ্যেও ইহাই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। আপনারা ইহাও জানেন, জয়পুর আমাদের প্রিয় দেশসেবক স্বর্গত শ্রীযমুনালাল বাজাজের জন্মস্থান। প্রকৃতপক্ষে আপনারা আমাকে একটি মুক্ত জাতির প্রথম সেবক হইতে আহ্বান করিয়াছেন। জাতির প্রথম সেবকরূপে কংগ্রেস সভাপতির এই দাবী পূর্ব পূর্ব বৎসরে হয়তো সকলেই নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইতেন; কিন্তু আমার আশঙ্কা, এই বৎসর জাতির প্রধানমন্ত্রী এই দাবী উত্থাপন করিতে পারেন এবং তিনি যদিই তাহা করেন তবে আমি সানন্দে এই সম্মানের স্থান তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব এবং আমি সরল অর্থদ্যোতক হইলেও অপেক্ষাকৃত অধিক আড়ম্বরপূর্ণ 'রাষ্ট্রপতি' পদবীতেই সন্তুষ্ট থাকিব। কিন্তু আপনারা আপনাদের সভাপতিকে জাতির প্রথম সেবক অথবা কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, ভারত যে মুক্ত হইয়া প্রকৃত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছে এই সত্যই উক্ত পদবীকে মর্যাদা ও দায়িত্বের অধিকারী করিয়াছে। আমি আপনাদের নিকট হইতে এই সত্য গোপন করিব না যে, গত ১৭ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব পর্য্যন্ত আমি ভারতকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। কারণ ঐ তারিখের পূর্বে স্বৈর শাসনের চিহ্ন নিঃশেষে ভারত হইতে তিরোহিত হয় নাই। ঐ তারিখে ভারত সরকারের বলিষ্ঠ, অভ্রান্ত ও সর্বব্যাপক নীতি দ্বারা ভারতের প্রতিটি ইঞ্চি স্থান মুক্ত হইয়াছে এবং যে কংগ্রেস ইতিপূর্বে ইহার রাষ্ট্রপতি এবং পরে প্রধান মন্ত্রী ও সহকারী প্রধান মন্ত্রীর মাধ্যমে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালিত করিয়াছে, এই কৃতিত্ব সেই কংগ্রেসেরই প্রাপ্য।

বৈদেশিক ব্যাপার

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রামের ... কংগ্রেস স্বভাবতঃই ইহার সর্বশক্তি সংগ্রা... নিয়োজিত করিয়াছিল, এইজন্য ...

ব্যাপারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই আমরা কংগ্রেসকে বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে আমরা আত্মসমাহিত থাকিলেও এই সংগ্রামকে আমরা সমস্ত নিপীড়িত ও পরাধীন জাতির সংগ্রামেরই অংশরূপে গণ্য করিয়াছি। এই দৃষ্টিভঙ্গীবশতঃ পৃথিবীর যে কোন স্থানের শোষিত বা বৈদেশিক শক্তিশাসিত জাতিসমূহের দুঃখ দুর্দশার প্রতি আমরা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা শুধু ভারতে নহে, সমগ্র জগতেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলাম এবং অনিবার্যরূপে আমরা ফ্যাসিষ্টবাদ-বিরোধীও হই।

সুতরাং ভারবর্ষ একটি স্বাধীন দেশরূপে স্বাভাবিক-ভাবেই এই সকল বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, বহু বৈদেশিক রাষ্ট্রে নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেছে। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ ধীরে ধীরে ও বেদনার সহিত উহার বিশ্ব-শান্তির আদর্শের প্রতি অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে—যে আদর্শ বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সনন্দে অনুপম ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষ এই সকল আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কতকগুলি, বিশেষতঃ যেগুলি এশিয়া সম্পর্কে সেগুলি ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছে। কারণ ভারতবর্ষ নিশ্চিত-রূপে এশিয়ার বহুবিধ কার্য্যকলাপের মূল কেন্দ্রে পরিণত হইতেছে।

সামন্ত রাজ্য

আমরা এই সর্বপ্রথম স্বরাজের আস্বাদ পাইয়াছি। এই স্বরাজ আমাদিগকে যে মুক্তি দিয়াছে, তাহা আপনা আপনি স্বর্গ হইতে পতিত হয় নাই। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের উত্তর খণ্ডের তোরণে যথার্থই এই কথাগুলি খোদিত হইয়াছে—

"স্বাধীনতা আপনাআপনি আসে না। জাতিকে মুক্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। স্বাধীনতার আশীর্বাদ ভোগ করিতে হইলে স্বাধীনতা অর্জন করিতে

সম,

এবং

পল্লীর পুনর্গঠন

দায়িত্বস শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে। আমরা
তাহার সহিত এই আশাই করি, ভারতের যে

গ্রামসমূহ জাতীয়তার কেন্দ্র এবং যাহা
পত্তিস্থল তাহা আবার তাহার পূর্বের ম
হইয়া জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের কার্যে
গ্রহণ করিবে। এই আশাই করিয়া আসিয়া
আমাদের শাসনতন্ত্র নূতন পথের সন্ধান
এই কথা চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইতে
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পল্লীসমূহকে উচ্চ স্থান দে

নগরের শ্রমিক সম্প্রদায় নিজেদের দাবী
কিন্তু কৃষি-শ্রমিক ও কুটীর শিল্পের সহিত সং
প্রতি যে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এতা
প্রতি সেইরূপ মনোযোগ দেওয়া হয় না
বৃটিশ শাসনের সময়েও ত্রিশ লক্ষ শিল্প-শ্র
যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু লক্ষ
শ্রমিকের প্রতি কোন মনোযোগ দেওয়া
তথাকথিত কিষাণ সভাগুলিও ভূমিহীন কৃ
নহে, পরন্তু জমির মালিকদের লইয়াই গঠিত

পুনর্গঠনের পরিকল্পনা

যুদ্ধের পর সম্প্রতি (১৯৪৮ সালের জল
গবর্ণমেণ্ট গ্রাম পুনর্গঠনের পরিকল্পনা রচনা
পরিকল্পনার ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে, জাতি
অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য ক
সহিত শিল্পের সমন্বয় সাধন অত্যন্ত আবশ্যক কা
গ্রামেই কাঁচা মালের লাভজনক ব্যবহার আশ
এইজন্যই গ্রাম্য শিল্প সমিতিসমূহকে
গ্রামের শ্রমিকদিগকে সর্বাধিক সংখ্যায় নি
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের
হইয়াছে যে :—

(১) পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত শিল্পকেন্দ্র
উৎপাদনকারী কৃষি-অঞ্চল, সমুদ্রতীরবর্তী
অঞ্চল এবং উর্বর উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত ক

(২) এই সকল কার্যের জন্য কেবলম
নিকট হইতেই মূলধন সংগ্রহ করিতে হই

(৩) কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল
শ্রমিক সংগ্রহ করিতে হইবে, তবে অন্য
ব্যত্যয় ঘটিতে পারে।

(৪) স্থানীয় অঞ্চল হইতেই কাঁচামাল
হইবে; তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে কোন কো

সংগ্রহ করিতে দেওয়া
হইতে পারে,—কোনো বাঁশ
অঞ্চলের বাঁশ সরবরাহের

সন ১৩

বাহিরে শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের
লিবে। সুতরাং শিল্পোৎ-
ই।

বীরের রক্তপুত। সেরা হওয়া উচিত এবং
সর্ব্বোচ্চ অধিবেশন বিভিন্ন ধরণের শিল্পদ্রব্য
বেশনে স্বাধীন ভ হইবে।
ইতিহাসে নবপর্য্যায় শনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা গ্রাম্য
রের অধিকৃত বিরা।
ভুক্ত, সেই জনগণ স্থান, শিল্প প্রতিষ্ঠা, শিল্পোৎ-
ভূখণ্ডের উপরও প্রবর্ত্তন, কাঁচামাল সরবরাহ ও
আপন প্রজাগণের করিবে।
আনুগত্য স্বীকার গুণাগুণ ও পরিমাণের উপর
তান্ত্রিক উপযোগি য়ের জন্য বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের
হইবে তাহা নহে।
কংগ্রেস-তাহার প্রবল কিষাণ নৌ অথবা বন
ষ্ঠিত হইল; তাহা ড় যোগাযোগ রক্ষা করিয়া
দেশ আজ
প্রতিনিধিগণ আ ও প্রয়োজনীয় হিসাব গভীর-
পরিচালনার বর্ণা ম্য শিল্প সমিতিসমূহ রকল্পনা
সম্মুখে। দেশ বাসি ব্যাঙ্ক মূলধন সাহায্য করিবে।
আজ কঠোর শাস হরিজন
জনতার চাহিদা উহার এক-পঞ্চমাংশ হরিজনরূপে
শাসন পথের বা সমস্যা সুদীর্ঘদিনের এবং এই
ও অসন্তোষ এ স্মরণ করিয়া আমাদের সর্বদাই
সংগঠনের ক্ষিপ্র কোন সংস্থার মারফৎ প্রচারিত
ভূমিকায় স্বাধীন রাজনৈতিক গোঁড়ামি কালে কালে
উদযাপনে, আপ কোন সম্প্রদায় মতবাদ, অথবা
এই দায়িত্ব লে যে আদর্শ দানা বাঁধিয়া উঠে
বেশনে আপন কালে প্রকট হইয়া উঠে উহা কালে
কর্মভিত্তির ক হারাইয়া ফেলে, উহা মৃত মতবাদে
আলোকে আ যের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং
জনগণ সুগঠি লোচনার বিষয়বস্তু হইয়া উঠে।
করিতেছে।

ভাষা

যখন বিদেশী এদেশ শাসন করিত তখন এমন কতগুলি সমস্যার উদ্ভব হয় নাই, অথচ এই স্বাধীনতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেই সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রের ভাষা বা জাতীয় ভাষা কি হইবে? হয়ত উভয়টাই একই হইবে। একই হউক বা পৃথকই হউক উত্তর দিতেই হইবে। জাতীয় ভাষা উত্তরাধিকার এবং পরি-বেশেই উৎপন্ন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস বরাবরই হিন্দুস্থানীকেই জনগণের ভাষা তথা জাতীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে দুইটি অসুবিধা আছে। জনগণ কথ্যভাষা সৃষ্টি করে এবং এই প্রকার বহু ভাষাই আছে। তবু আমরা উত্তর ভারতের সহরসমূহের বাজারের ভাষাকেই জানি। জনসভায় বোধ-গম্য এই ভাষাকে আমরা চিনি, এই হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা যে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতবহুল হিন্দী এবং আরবী-পার্শি শব্দবহুল উর্দুর মধ্যপথে একটা ভাষা স্থির করিতে হইবে। এইপ্রকার ভাষায় আমরা কথাও বলিয়া থাকি। নাম লইয়াই আমরা অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তুলিয়াছি। হিন্দী খাটিই হউক বা মিশ্রিতই হউক উহা যুক্তপ্রদেশের ভাষা হইতে পারে, কিন্তু উহাকে সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষারূপে চাপাইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। এইপ্রকার জাতীয় ভাষা যথাসময়ে আপনা আপনি গড়িয়া উঠিবে এবং উহা প্রাদেশিক ভাষা হইতে পৃথক হইবে।

তারপর রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্ন আসে। সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ সেই পুরাতন ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করার কথাও উঠি-য়াছে। কিন্তু এই সহস্র বৎসর বা তদধিককালের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক, জাতিগত ও অন্যান্য প্রভাব দেখা দিয়াছে, ঐগুলি অস্বীকার করার মনোভাব উহাতে আছে, কিন্তু উহারা আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তায় বহু মূল্যবান উপা-দান জোগাইয়াছে। ব্রিটিশরা এই দেশ ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু তাহাদের দেড়শতাধিক বৎসরের প্রভাবের প্রয়ো-জনীয় অংশকেও আমাদের ব্যবহার করিতে হইবে। ব্রিটিশদের পূর্বে বহু শতাব্দী যাবৎ মুসলিম সংস্কৃত আমা-দের সংস্কৃতিকে সম্পদশালী করিয়াছে, আমাদের শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়াছে এবং দেশের দূরবর্ত্তী

ব্যাপারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই আমরা কংগ্রেসকে বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে আমরা আত্মসমাহিত থাকিলেও এই সংগ্রামকে আমরা সমস্ত নিপীড়িত ও পরাধীন জাতির সংগ্রামেরই অংশরূপে গণ্য করিয়াছি। এই দৃষ্টিভঙ্গীবশতঃ পৃথিবীর যে কোন স্থানের শোষিত বা বৈদেশিক শক্তিশাসিত জাতিসমূহের দুঃখ দুর্দশার প্রতি আমরা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা শুধু ভারতে নহে, সমগ্র জগতেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলাম এবং অনিবার্যরূপে আমরা ফ্যাসিষ্টবাদ-বিরোধীও হই।

সুতরাং ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন দেশরূপে স্বাভাবিকভাবেই এই সকল বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, বহু বৈদেশিক রাষ্ট্রে নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেছে। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ ধীরে ধীরে ও বেদনার সহিত উহার বিশ্বশান্তির আদর্শের প্রতি অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে—যে আদর্শ বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সনন্দে অনুপম ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষ এই সকল আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কতকগুলি, বিশেষতঃ যেগুলি এশিয়া সম্পর্কে সেগুলি ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছে। কারণ ভারতবর্ষ নিশ্চিতরূপে এশিয়ার বহুবিধ কার্য্যকলাপের মূল কেন্দ্রে পরিণত হইতেছে।

সামন্ত রাজ্য

আমরা এই সর্বপ্রথম স্বরাজের আস্বাদ পাইয়াছি। এই স্বরাজ আমাদিগকে যে মুক্তি দিয়াছে, তাহা আপনা আপনি স্বর্গ হইতে পতিত হয় নাই। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের উত্তর খণ্ডের তোরণে যথার্থই এই কথাগুলি খোদিত হইয়াছে—

"স্বাধীনতা আপনাআপনি আসে না। জাতিকে মুক্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। স্বাধীনতার আশীর্বাদ ভোগ করিতে হইলে স্বাধীনতা অর্জন করিতে

স

এবং

পল্লীর পুনর্গঠন

দায়িত্ব শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে। আমরা

তাহার সহিত এই আশাই করি, ভারতের যে

যোগ্য চিন্তা, অনু-
গ্রামসমূহ দেশবাসী প্রার্থনা
পত্তিস্থল
হইয়া জা ন্ধী নগর রচিত
গ্রহণ করি ন ভগ্ন, শুষ্ক, মৃত-
আমাদের গান্ধী নগর গড়িয়া
এই কথা রাই সূচনা দান
অর্থনীতিক
নগরের
কিন্তু কৃষি
প্রতি যে ম
প্রতি সেই হ নির্ম্মাণ কাজ
বৃটিশ শাস ড়লিয়া তাহাতে
যথেষ্ট মনো ১ ২০শে ডিসেম্বর,
শ্রমিকের য়েকটি জানালার
তথাকথিত া লইয়া গিয়াছে,
নহে, পরন্ত াছে বলিয়া মনে
গুলি সমগ্রভাবে
যুদ্ধের পরে জানালাগুলি
গবর্ণমেণ্ট গ্রা া আছে সেগুলি
পরিকল্পনার তক অংশ করিয়া
অর্থনৈতিক জ বাধা দিবার
সহিত শিল্পের পাশের গ্রামের
গ্রামেই কাঁচা বলিয়া মনে করা
এইজন্যই গ্রা সহানুভূতিসম্পন্ন
গ্রামের শ্রমিক তাহাদের হইবে
হউক, যাঁহারা
উপদেশ দেওয়া ারি—এইভাবে
হইয়াছে যে :— পারিবেন না।
(১) পরিককল্পিত পারিলে
উৎপাদনকারী তুচ্ছ শ্রেণীর
অঞ্চল এবং উর্ব হইবেন মাত্র।
বা এই বিষয়ে
(২) এই সব র সকলের কাজ
নিকট হইতেই সকলে বিশেষ
(৩) কেন্দ্রের কারীগণ যেন
শ্রমিক সংগ্রহ াহার সহায়তা
ব্যত্যয় ঘটিতে প না পারে।
(৪) স্থানীয়
হইবে; তবে ক

৫৫তম রাষ্ট্র

ন হইতে সংগ্রহ করিতে দেওয়া
বলা যাইতে পারে,—কোনো বাঁশ
দূরবর্ত্তী অঞ্চলের বাঁশ সরবরাহের
গর।
জাপানের বাহিরে শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের
বন্ধুগণ, ৎপাদন চলিবে। সুতরাং শিল্পোৎ-
কিঞ্চিদধিক ষ্ট হার নাই।
হইতে আমরা ল্পদ্রব্য খুব সেরা হওয়া উচিত এবং
হইয়াছি। গীর কদের জন্য বিভিন্ন ধরণের শিল্পদ্রব্য
সংগ্রামের জন্য াহ দিতে হইবে।
আমরা এই উ শিল্প পরিদর্শনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা গ্রাম্য
জংপুরে সমবে ত থাকিবে।
স্বারা নিজেদি মূলধন সংস্থান, শিল্প প্রতিষ্ঠা, শিল্পোৎ-
এমন এক উ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তন, কাঁচামাল সরবরাহ ও
উপায় সম্ভবতঃ ম সাহায্য করিবে।
এ পর্য্যন্ত সমগ্র শিল্প দ্রব্যের গুণাগুণ ও পরিমাণের উপর
বিষয়, যিনি রে বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণের
করিয়াছেন— য রাখিবে।
মধ্যে নাই। গ্রামাঞ্চলের কিষাণ নৌ অথবা বন
উপরই ঘুরি হিত নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করিয়া
জাতিকে গ
"সত্য ও অ পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় হিসাব গভীর-
ছেন, সেই করিয়া গ্রাম্য শিল্প সমিতিসমূহ পরিকল্পনা
চালিত করি কেন্দ্রীয় কৃষি ব্যাঙ্ক মূলধন সাহায্য করিবে।
অবস্থান ক

হরিজন

জর মধ্যে উহার এক-পঞ্চমাংশ হরিজনরূপে
স্বল্পক তাহাদের সমস্যা সুদীর্ঘদিনের এবং এই
কন্যাকে ত্বর কথা স্মরণ করিয়া আমাদের সর্বদাই
করিতেছি উচিত। কোন সংস্থার মারফৎ প্রচারিত
জীবন মত এবং রাজনৈতিক গোঁড়ামি কালে কালে
আমাদের ইয়া পড়ে, কোন সম্প্রদায় মতবাদ, অথবা
আগ ঠনের কালে যে আদর্শ দানা বাঁধিয়া উঠে
করি, অ শক্তি এককালে প্রকট হইয়া উঠে উহা কালে
ভাস্বর র শক্তি হারাইয়া ফেলে, উহা মৃত মতবাদে
স্বাধীন ইয়া মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং
তাঁহার রীর আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া উঠে।

ভাষা

যখন বিদেশী এদেশ শাসন করিত তখন এমন কতগুলি সমস্যার উদ্ভব হয় নাই, অথচ এই স্বাধীনতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেই সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রের ভাষা বা জাতীয় ভাষা কি হইবে? হয়ত উভয়টাই একই হইবে। একই হউক বা পৃথকই হউক উত্তর দিতেই হইবে। জাতীয় ভাষা উত্তরাধিকার এবং পরিবেশেই উৎপন্ন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস বরাবরই হিন্দুস্থানীকেই জনগণের ভাষা তথা জাতীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে দুইটি অসুবিধা আছে। জনগণ কথ্যভাষা সৃষ্টি করে এবং এই প্রকার বহু ভাষাই আছে। তবু আমরা উত্তর ভারতের সহরসমূহের বাজারের ভাষাকেই জানি। জনসভায় বোধগম্য এই ভাষাকে আমরা চিনি, এই হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা যে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতবহুল হিন্দী এবং আরবী-পার্শি শব্দবহুল উর্দ্দুর মধ্যপথে একটা ভাষা স্থির করিতে হইবে। এইপ্রকার ভাষায় আমরা কথাও বলিয়া থাকি। নাম লইয়াই আমরা অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তুলিয়াছি। হিন্দী খাঁটিই হউক বা মিশ্রিতই হউক উহা যুক্তপ্রদেশের ভাষা হইতে পারে, কিন্তু উহাকে সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষারূপে চাপাইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। এইপ্রকার জাতীয় ভাষা যথাসময়ে আপনা আপনি গড়িয়া উঠিবে এবং উহা প্রাদেশিক ভাষা হইতে পৃথক হইবে।

তারপর রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্ন আসে। সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ সেই পুরাতন ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করার কথাও উঠিয়াছে। কিন্তু এই সহস্র বৎসর বা তদধিককালের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক, জাতিগত ও অন্যান্য প্রভাব দেখা দিয়াছে, ঐগুলি অস্বীকার করার মনোভাব উহাতে আছে, কিন্তু উহারা আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তায় বহু মূল্যবান উপাদান জোগাইয়াছে। ব্রিটিশরা এই দেশ ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু তাহাদের দেড়শতাধিক বৎসরের প্রভাবের প্রয়োজনীয় অংশকেও আমাদের ব্যবহার করিতে হইবে। ব্রিটিশদের পূর্বে বহু শতাব্দী যাবৎ মুসলিম সংস্কৃত আমাদের সংস্কৃতিকে সম্পদশালী করিয়াছে, আমাদের শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়াছে এবং দেশের দূরবর্ত্তী

অংশকে নিকটবর্ত্তী করিয়াছে। ইহা আমাদের দেশের সাহিত্য ও সামাজিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আমার মনে হয়, ক্লাসিক্যাল এবং কথ্য ভাষার মধ্যে বিতর্ক উঠিয়াছে। এই সকল বিতর্কে কথ্য ভাষারই জয় হয়। পরিশেষে রাষ্ট্রভাষাতেই আমাদের আইনসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরেজী ভাষাতেই শাসনতন্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। যথাসময়ে আইন এবং শাসনতন্ত্রের মর্য্যাদাসম্পন্ন ভাষা গড়িয়া উঠিবে। বর্ত্তমান সময় এই সকল বিষয় উত্থাপন করা কাঁচাফলকে জবরদস্তি করিয়া পাকাইয়া তোলার মত।

ভারতের ভবিষ্যৎ রূপ

যে কংগ্রেস গান্ধীজী বর্ণিত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিল এইভাবেই আপনারা সেই কংগ্রেসের আদর্শ বজায় রাখিতে পারিবেন। গান্ধীজী বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মের দিক দিয়া রামরাজ্যকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; রাজনৈতিক দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক, কারণ অধিকার, অনধিকার, বর্ণ, জাতি অথবা ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া কোনরূপ অসাম্য এখানে থাকিবে না। এখানে ভূমি এবং রাষ্ট্র জনসাধারণের, এখানে সহজেই অতি দ্রুত ন্যায় বিচার পাওয়া যাইবে, এবং সেই কারণেই এখানে উপাসনা, বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকিবে। তিনি কারও বলিয়াছেন, স্বরাজ বলিতে আমি কেবল মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই বুঝি না। আমি ধর্ম্মরাজ দেখিতে (পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য) চাই। আমি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার শাসন দেখিতে চাই।···দাসত্ব স্বীকার মানুষের মর্য্যাদার পক্ষে হানিকর।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমার নিকট দেশপ্রেম ও মানবতা একই। আমার জীবন দর্শনে সাম্রাজ্যবাদের কোন স্থান নাই। বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা লাভ রাষ্ট্রসমূহের উদ্দেশ্য নহে। ইহা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পারস্পরিক অধীনতা। আমি অদ্বৈতে বিশ্বাসী। আমি মানুষের মূল ঐক্যে বিশ্বাসী, কারণ তাহার জন্যই মানুষ জীবন ধারণ করে। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি কেহ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জয়লাভ করে তবে সমগ্র পৃথিবী তাহার সহিত লাভবান হয় এবং যদি কেহ অকৃতকার্য্য হয় তবে পৃথিবীও সেই অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।" তিনি পুনরায় বলিয়াছেন, "আমি এমন এক ভারতবর্ষের জন্য কাজ করিয়া যাইব যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত মনে করিবে যে উহা তাহাদের দেশ এবং তাহাতে তাহাদের কথারও মূল্য থাকিবে। আমি এমন এক ভারতবর্ষের জন্য কাজ করিতে চাই যেখানে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর কেহ থাকিবে না, যেখানে সর্ব-সম্প্রদায়ের লোক পরিপূর্ণ ঐক্যের সহিত বাস করিবে। এইরূপ ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতা অথবা মাদক-দ্রব্যাদি ব্যবহারের ন্যায় পাপের স্থান থাকিবে না। নারীরাও পুরুষের ন্যায় অধিকার ভোগ করিবে। ইহাই আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ।"

জয়পুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ।

স্মরণে

এই অধিবেশন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জীবন নাশে গভীর দুঃখ ও অপরিসীম গ্লানি ব্যক্ত করিতেছে।

শহীদের প্রতি

যে সমস্ত শহীদ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন দান করিয়াছেন তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছে।

শোক প্রকাশ

এই কংগ্রেস, মিঃ এম, এ, জিন্না, মিঃ বি, জি, হর্নিম্যান, মিঃ কে, এফ, নরীম্যান ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে।

মহাত্মার বাণী ও কংগ্রেসের আদর্শ

কংগ্রেসের দীর্ঘ স্বাধীনতার সংগ্রামে, বহু দুঃখ ও সাফল্য এবং জয় ও পরাজয় ঘটিয়াছে। কিন্তু জাতির জনকের মহান নেতৃত্বে সে সমস্তই পরিপূর্ণ জয়ের পথে জাতিকে অগ্রসর করিতে প্রেরণা ও শক্তি দিয়াছিল। দুই বৎসর পূর্বে মীরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সমস্ত দেশ তখন এক অতি সঙ্কটময় সময়ের ভিতর দিয়া যাইতেছিল। তখনও গান্ধীজী দেশকে পরিচালিত করেন। তৎপরে দেশ স্বাধীনতা পাইল বটে, কিন্তু মাতৃভূমি দ্বিধা বিভক্ত হইল। এক হিংস্র উন্মাদনা জনগণের মনের উপর চাপিয়া বসিল। কিন্তু তখনও

গান্ধীজীর বাণী ও কার্য কলাপ দেশকে প্রাণশক্তি দান করিল। ইহার পর আসিল প্রচণ্ডতম আঘাত—তাঁহার জীবন নাশ। সত্য অহিংসা ও প্রেমের প্রতীক আততায়ীর হস্তে প্রাণদান করিলেন। তাঁর স্মৃতি ও তাঁর বাণীর প্রতি শ্রদ্ধায় দেশ এই সমস্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাঁর মহাপ্রয়াণের প্রায় ১১ মাস পরে এই অধিবেশন তাঁর জীবনদায়িনী বাণী অনুসারে ভারতের জনগণের তথা মানবতার কর্মে অগ্রসর হইবে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস পন্থায় স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় কংগ্রেসকে অতঃপর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যাহাতে প্রত্যেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিবার সমান সুযোগ পায় তাহার জন্য কার্য করিতে হইবে। এই প্রচেষ্টায় মাতৃভূমির সেবায় নূতন করিয়া আত্মোৎসর্গ ও গঠনমূলক কার্যপন্থার মনোভাব লইয়া চলিতে হইবে। এই নবলব্ধ স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে হইলে জনগণকে নিজের দায়িত্ব ও করণীয় কর্ম করিতেই হইবে। কংগ্রেস জনদের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে দেশের সেবার যে মহান সুযোগ তাঁহারা পাইয়াছেন তাহা সফল করিবার জন্য তাঁহাদের সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেই হইবে। অপর পক্ষে যে সমস্ত কর্মী নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতালাভের পিছনে দৌড়াইতেছেন তাঁহারা দেশের অকল্যাণই আনিতেছেন।

গান্ধীজীর ইহাই বিশেষ নির্দেশ ছিল যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতি বা ধর্ম বা শ্রেণীভেদ বিচার বিলোপ করিয়া জনগণের মধ্যে একতা ও পারস্পরিক ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি করা। এই অধিবেশন সমস্ত কংগ্রেস জনদের বিশেষ করিয়া বলিতেছে যে তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন উপরোক্ত বাণী অনুযায়ী বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক ও পররাষ্ট্রিক সঙ্কটগুলির সম্মুখীন হইতে পারেন এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভে যেন পূর্ণতর জীবন লাভ করিতে পারে ও কংগ্রেস যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চালিয়াছে তাহা সফল হয়।

পররাষ্ট্র নীতি

ভারত কংগ্রেস যখন আপন স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তখনও সেই অবস্থায় ইহা অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনে সহযোগিতা করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা পৃথিবীর সমস্ত দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বাধীনতা লাভেরই ইঙ্গিত সূচনা করে। কংগ্রেস সর্ব্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক শাসন এবং মানবতার শত্রু সকল প্রকার শক্তির পরিসমাপ্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভে ভারতের নূতন দায়িত্বের উদ্ভব হইয়াছে এবং অন্যান্য জাতির সহিত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কংগ্রেস এই সকল সম্বন্ধ সাদরে অভ্যর্থনা করে। এবং আশা করে যে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি বিশ্বশান্তি, সর্ব জাতির স্বাধীনতা ও সর্ব শ্রেণীর সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হইবে। তথাপি কংগ্রেস বিশেষ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে সমুৎসুক। এই উদ্দেশে বিশ্বশান্তির জন্য ভারত সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘে যোগদান করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিতে চাহে।

ভারতে বৈদেশিক উপনিবেশ

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বৈদেশিক উপনিবেশ একতা ও স্বাধীনতার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ। কংগ্রেস আশা করে যে এই সমস্ত উপনিবেশ সংক্রান্ত সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতবাসী

দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতবাসী তথাকার সরকারের নিকট হইতে যে নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন তাহার জন্য এই কংগ্রেস আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছে ও তথাকার সরকারের এই নীতি জাতি সঙ্ঘকেও নষ্ট করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করে। নিগৃহীত সকলের প্রতি কংগ্রেস তাহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

ইন্দোনেশিয়া

স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবর্গ ও জনগণকে তাহাদের এই কার্যে পূর্ণ সহানুভূতি জানাইয়া কংগ্রেস তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছে।

দেশীয় রাজ্য

বর্ত্তমানে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত রাষ্ট্রের সহিত একত্রিত ও মিলিত হইয়া যে ভাবে কেন্দ্রীভূত হইতেছে কংগ্রেস তাহা সাগ্রহে আহ্বান করিতেছে এবং আশা করে যে এই প্রাচীন সামন্ত প্রথা উঠিয়া গিয়া জনগণের উন্নতির বিঘ্নকারক অবস্থার অবসান ঘটাইবে।

সাম্প্রদায়িকতা

কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই সকল দর্ম্ম ও গোষ্ঠীর লোক লইয়া একটী জাতি গঠনের কল্পনা ও চেষ্টা করা হইয়াছে। উহাতে সকলের সমানাধিকার ও সুযোগ থাকিবে এবং স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে সকলে একত্রে কাজ করিবে। জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে ও পারস্পরিক সহযোগিতার অন্তরায় হয় এরূপ সকল ব্যাপার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ কংগ্রেস প্রথম হইতেই করিয়া আসিতেছে। এই আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা সত্বেও অবস্থা বিপাক সময় সময় আপোষরফা করিয়াছে। ফলে দেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থায় সাম্প্রদায়িকতা প্রবর্ত্তিত হয় এবং কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্বেও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসমূহ ধর্ম্মের নামে বল সঞ্চয় করিয়া কেবল মাত্র দেশবিভাগেই পর্য্যবসিত হয় না মাহাত্মা গান্ধীর জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জন্যও দায়ী হয়। দেশবাসী সাম্প্রদায়িকতার যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহাতেই উহার কুফল প্রমাণিত হয় এবং উহা যে কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকেও বিপন্ন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহার বিলোপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের ইতিহাস সহিষ্ণুতারই সাক্ষ্য দেয় এবং উহাই ভারতের সংস্কৃতি ও জীবনধারার মূল উৎস। ভারত রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রদর্শন করিবেনা এবং কোনরূপ প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ধর্ম্মের অপব্যবহার করিতে দিবে না। মহাত্মা গান্ধী নিজের মূল্যবান জীবন বিসর্জ্জন দিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষতঃ প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীর নিকট এই মহৎ আদর্শ ও বিরাট দায়িত্ব রাখিয়া গিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

মানভূমে আগষ্ট আন্দোলন

১৯৪২

মানবাজার থানা

বর্ণনা—শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেই "বৃটীশ ভারত থেকে চলে যাও" এই প্রস্তাব পাশ হয়। এই প্রস্তাবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যে আন্দোলন হইবে গান্ধিজী তাহার নেতৃত্ব করিবার ভার লইবেন বলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটীশের সিংহাসন নড়িয়া যায়। তাই বড়লাট সাহেব গান্ধিজীকে ও কংগ্রেস নেতাগণকে ঐ দিন আধা রাত্রি থেকেই গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করেন ও বিভিন্ন স্থানের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি বাজেয়াপ্ত করেন। আকস্মিকভাবে গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করার জন্য তিনি আন্দোলনের কোন রূপ দিয়ে যেতে পারেন নাই। মাত্র "কর অথবা মর" এই কথাই বলে যান।

আমাদের জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ (কাকাবাবু) ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বোম্বাই থেকে আসবার আগেই পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রম সরকার বাজেয়াপ্ত করে ও আশ্রমে যাঁরা ছিলেন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। আমাদের থানারও দুইজন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে ১। বৈদ্যনাথ দত্ত, মেট্যালা ২। রামকিঙ্কর মাহাত, চেপুয়া। কাকাবাবু বোম্বাই থেকে পুরুলিয়া পৌছিবার পর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। সেইজন্য তিনিও আমাদিগকে বেশী কিছু বলে যেতে পারেন নাই, মাত্র পরাধীনতার দুর্বিসহ ব্যথার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর গৃহীত প্রস্তাব "বৃটীশ ভারত ত্যাগ কর' এই প্রস্তাবকে জয় যুক্ত করিবার জন্য গান্ধিজীর বাণী "কর না হয় মর" তারই উল্লেখ করিয়া জেলার আন্দোলনকে অহিংসভাবে জাগাইয়া যাইতে বলেন। তাহ্যাদে পুরুলিয়াতে যে সকল কর্ম্মী ছিলেন তাঁরা কোর্ট, কাছারী, স্কুল গৃহ প্রভৃতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মদ গাঁজার দোকানে, কাছারীতে পিকেটীং করা আরম্ভ করেন। এই কাজগুলি যাহাতে ধারাবাহিকভাবে চলিতে থাকে তজ্জন্য জেলার বিভিন্ন থানার কর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ভিন্ন ভিন্ন থানা হইতে কর্ম্মারা দলে দলে আসিয়া উক্ত কার্য্যকে পরিচালিত করিতে থাকে। পুরুলিয়া হইতে রামচন্দ্র মাঝিহিড়া, নাথুডির কর্ম্মীদিগকে খবর দিয়া ১লা ভাদ্র মেট্যালাতে আসেন। সন্ধ্যায় মেট্যালায় কর্ম্মীদের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে পুরুলিয়ার জন্য কর্ম্মী পাঠাইতে ও

থানাগুলিতে পতাকা উঠাইতে হইবে স্থির হয়। ৪ঠা ভাদ্র মানবাজার থানায় ও ৫ই বরাবাজার ও দুই তিন দিনের মধ্যে সমস্ত থানাগুলিতে জাতীয় পতকা উঠাইবার দিন ধার্য্য হয়। ৪ঠা ভাদ্র সকাল বেলা আমরা থানার ২।৩ শত কর্ম্মী মানবাজারে উপনীত হইয়া হরি সভাতে অবস্থান করি ও সাতজন কর্ম্মীকে পতাকা উত্তোলনের জন্য নির্ব্বাচন করি। ১। ক্ষুদিরাম মাহাত, ২। হেম মাহাত, নাথুড়ি ৩। বিপিন মাহাত, (বাগডেগা) ৪। হরিপদ মাহাত, মাঝিহিড়া, ৫। রাজেন্দ্র মাহাত, নিশান', ৬। কীর্ত্তি মাহাত, চেপুয়া, ৭। বিহারী মাঝি, সিন্দরাইডি। বিকালবেলা থানাতে গিয়া উক্ত সাতজন কর্ম্মী পতাকা উত্তোলন করেন। এই সাতজন কর্ম্মী সেই রাত্রি মানবাজারেই হরি সভাতে থাকেন। আমরা সকলে চলে আসি। পরদিন সকালবেলা পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে।

পুরুলিয়াতে সত্যাগ্রহ করিবার জন্য ধর্ম্মশালাতে ১টা আড্ডা করা হইয়াছিল। আমাদের থানার নিম্নলিখিত কর্ম্মীগণ তথায় সত্যাগ্রহ করিয়া পুলিশের নির্য্যাতন ও কারাবরণ করিয়াছিলেন, দিঘির পরীক্ষিৎ মাঝি, ও বৈভব মাহাত, লক্ষণ মাহাত মেট্যালা, মোহন মাহাত নডিহা, যাদবচন্দ্র মাহাত, লড়রা। এইরূপে পুরুলিয়াতে যখন আমাদের সত্যাগ্রহের কাজ চলিতেছিলে সেই সময় পুরুলিয়ার নিকটেই ছড়রাতে এরোড্রাম নির্ম্মাণ করিবার জন্য সরকার জবরদস্তি দ্বারা নির্ম্মমভাবে তথাকার কয়েকটী গ্রামের প্রজাগণের ধানী জমী বাঁধ পুকুর ঘর বাড়ী দখল করিয়া লইতে থাকে। তখন ঠিক হইল যে আমাদের সত্যাগ্রহের কাজটী এবার ছড়রাতেই করিতে হইবে। তথায় সত্যাগ্রহ করিবার জন্য শত শত কর্ম্মীর আবশ্যক। তজ্জন্য বান্দোয়ান, পটমদা, বরাবাজার, মানবাজার, হুড়া, পুঞ্চা পুরুলিয়ার সমস্ত কর্ম্মী দলে দলে তথায় উপস্থিত হইতে থাকেন। স্থানীয় গ্রামবাসীগণকে বুঝাইয়া বল হইল যে—আপনাদের উপর সরকার যে নির্ম্মম ব্যবহার করিতেছে তাহার প্রতিকারের জন্য সত্যাগ্রহ করিব আপনারা কিছুতেই জমী ছাড় দিতে রাজী হইবেন না, তাহাতে সমস্ত গ্রামের লোক আমাদের কথাই স্বীকার করিলেন। আমরাও সত্যাগ্রহ সুরু করিলাম। কাজ স্বরূপ তথায় যে সকল কুলী মজুর কাজ করিতেছিল সকলেই কাজ ছাড়িয়া দিল। তখন তারা বিলাসপুরী কুলী আমদানী করিল কিন্তু তাহারাও এইভাবে কাজ করিতে অস্বীকার করিল। নিরুপায় হইয়া সরকার প্রজাদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইল ও ভুলাইয়া ফুসলাইয়া ইচ্ছায় দিলাম বলিয়া লিখাইয়া লইতে লাগিল ও তারা নিজেরাই কাজ করিতে আরম্ভ করিল। ফলে আমাদের সত্যাগ্রহের কাজ তথায় একরূপ বন্ধই হইল।

তখন অপরাপর জেলা বা প্রদেশে যে ধ্বংসমূলক কাজ চলিতেছিল তাহা আমাদের জেলায় করা হইবে কি না? তাহাতে গান্ধিজীর মত কি? অন্যান্য নেতারা কি বলিয়া গিয়াছেন? ও আমরা ইহা করিব কি না? এ পর্য্যন্ত আমরা এ বিষয়ে কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। কৃষ্ণদা বলিলেন গত কাল চিত্ত আমার সঙ্গে লক্ষণপুরে দেখা করেছে, ২।১ দিন হল সে বাঙ্গলা দেশ হইতে আসিয়াছে এখন পলাশকলাতে শৈলদার বাড়ীতে আছে তাকে আনিয়া তারও মত লওয়া যাইতে পারে। পলাশকলা যাবার জন্য সকলে আমাকেই ঠিক করিলেন কারণ তখন সন্ধ্যাবেলা রাত্রির আঁধার। আমি ছড়রা হইতে রঘুনাথপুরের বাস ধরিবার জন্য বঙ্গাবাড়ী যাই, তথায় সন্ধ্যার সময় বাস পাই ও রাত্রি প্রায় ৮টার সময় রঘুনাথপুরের মোড়ে নামিয়া পড়ি। দেখিলাম রঘুনাথপুর নদিয়ারা তখন নিস্তব্ধ, কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না, অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, আগের দিন তথায় ১ ট্রাক চাল বাহিরে চালান দেওয়া হইতেছিল ও এই ট্রাকের চালগুলি লুট করা হইয়াছে, তজ্জন্য পুলিশ ধর পাকড় ও খানা তল্লাসী করিতেছিল। আমি তথা হইতে পলাশকলায় গেলাম ও কৃষ্ণদা, শৈলদার বাসার যে নিশান বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম ও দরজা নাড়িয়া ডাকিতে লাগিলাম। একজন আসিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিলেন। ভিতরে গিয়া দেখি চিত্তদার সাথে বাসুদিও আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে মোটামুটী জেলার কাজের বিষয় আলোচনা হইল। সকালের ট্রেনে চিত্তদাকে লইয়া ছড়রায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও কর্ম্মীরা সকলেই এখানেই ছিলেন। ঠিক করা হইল আজ রাত্রে ছড়রায় মিটীং করিয়া আমাদের কার্য্য পদ্ধতি ঠিক করা হইবে। কর্ম্মীরা ভিন্ন ভিন্ন পথে ছড়রা অভিমুখে রওনা হইয়া যায়। চিত্তদা ঠেলু মাহাতর সঙ্গে পিড়রা যান তথায় খাওয়া দাওয়া করিয়া ছড়রায় যাইবেন। আমরা অন্যান্য কর্ম্মির পুরুলিয়াতে খাওয়া দাওয়া করে মিটীংএ যাবো। এই স্থির করিয়া পুরুলিয়ায় পৌছি। পুরুলিয়াতে এসে ভিন্ন ভিন্ন হোটেলে স্নানাহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এমন সময় বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গেল যে—আমাদের কয়েক জন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির করিয়াছে ও [illegible] যে আজ

রাত্রে ছড়রার মিটিং করিব তাহা জানিয়াছে। তাহারা তথায় গিয়া আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে। তখন আমরা নগিদার হোটেলের উপরেই ঠিক করলাম, ছড়-রাতে মিটিং না করে আজ রাত্রে পুরুড়াতে মিটিং করব। তজ্জন্য যে সকল কর্মী অন্যপথে ছড়রা যাত্রা করিয়া ছিলেন তাহাদিগকে মিটিংএর স্থান পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিবার জন্য কর্মী প্রেরণ করা হইল। রঘুনাথদা পিড়রা গেলেন চিত্তদাকে খবর দিবার জন্য। আমরা ২।১ জন করিয়া নগিদার হোটেল হইতে বাহির হইতে লাগিলাম।

(ক্রমশঃ)

গণপরিষদ

গণপরিষদের বিগত অধিবেশনে সাংস্কৃতিক অধিকার সম্বন্ধীয় ধারাটী আলোচিত ও সামান্য সংশোধনে গৃহীত হইয়াছে। বিষয়টী গুরুত্বপূর্ণ; সেইজন্য এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আবশ্যক। উক্ত ধারায় নিম্নলিখিতরূপ অধি-কার দেওয়া হইয়াছে।

(১) ভাষার বা ধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠিত যে কোন সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকার থাকিবে।

(২) রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত যে কোন শিক্ষায়তনে ঐরূপ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে রাষ্ট্র কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে পারিবে না।

(৩) ঐরূপ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিবার অধিকার থাকিবে।

(৪) শিক্ষায়তনগুলিকে সাহায্য দিবার সময়ে রাষ্ট্র ঐরূপ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের পরিচালিত বলিয়াই ঐ সকল শিক্ষায়তনে সাহায্যদান সম্বন্ধে কোন পক্ষপাতিত্ব করিতে পারিবে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্র-দায়ের সংস্কৃতি সংরক্ষিত হয় রাষ্ট্র সেইরূপ শিক্ষায়-তন প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবে কি না। বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা দান সম্বন্ধে রাষ্ট্রকে ঐরূপ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে কি না? এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিবার জন্য গণপরিষদের সদস্য লারী সাহেব একটি সং-শোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন। লারী সাহেব এইরূপ প্রস্তাব করেন যে যদি কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব একটী ভাষা বা লিপি থাকে, তবে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত যথেষ্ট শিক্ষার্থী পাওয়া গেলে রাষ্ট্রকে তাহাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ডাঃ আম্বেদকর ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে কোন প্রাদেশিক সরকার এরূপ কল্পনা-শক্তিহীন হইতে পারে না যে, অধিকাংশ ছাত্র কোন বিশেষ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা করিলেও জোরপূর্ব্বক ভিন্ন ভাষার মাধ্যমে তাহাদের প্রথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজেদের স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার থাকিলেও রাষ্ট্র সে সম্বন্ধে— কোন ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবে না।

গঠনতন্ত্রের সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী ধারাটী বিতর্কমূলক হওয়ায় তাহার আলোচনা স্থগিত থাকে।

ভারতবর্ষের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার যাহাতে ব্যাহত না হইতে পারে, তজ্জন্য পরবর্ত্তী ধারায় তাহার প্রতিকারের উপায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উক্ত ধারায় এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, সকল নাগরিকই ভাষার মৌলিক অধিকার বজায় রাখার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের সাহায্য লইতে পারিবে। উক্ত ধারার একটী বিশেষ বিধান লইয়া সামান্য বিতর্কের উদ্ভব হয়। ঐ বিধানমত এই ধারায় সর্বোচ্চ আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিবার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশেষ অবস্থায় মুলতুবী রাখিতে পারা যাইবে বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাঃ আম্বেদকর বলেন যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবে। কিন্তু যখন রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্যই নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করা একান্ত প্রয়োজন সেখানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কোন মূল্যই থাকিতে পারে না। উক্ত ধারাটী সামান্য সংশোধনের পর গৃহীত হয়।

স্থানীয় সংবাদ

মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা—

সিঁদরী হইতে প্রাপ্ত একটী খবরে প্রকাশ যে, তথা হইতে ১০ জন আরোহী লইয়া একটী জীপ গাড়ী ধানবাদের পথে পাথরডিতে রেলরাস্তা পার হইবার কালে পাথরডিগামী একটি প্যাসেঞ্জার গাড়ী উক্ত জীপকে ধাক্কা মারে। ফলে একটি যুবতী বধূ ও বার বৎসর বয়স্ক বালক ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং প্রায় সকলেই গুরুতররূপে আহত হয়। পাথরডিতে প্রাথমিক চিকিৎ-সার পর তাঁহাদিগকে ধানবাদ খৈরাতি হাসপাতালে লওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় তাঁহাদিগকে দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কুলি মজুরেরাও আহত হইয়া সেখানে থাকিতে পারে না। যে কারণে এই বিষম দুর্ঘটনা তাহা এই যে—প্রচুর ভিড় থাকা সত্ত্বেও পাথরডিতে সিন্দরি ঝরিয়া রাস্তার উপর রেলওয়ের কোনরূপ গেট নাই।

আগামী নির্বাচনের ভোটার তালিকা—

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কার্য চলিতেছে। কিন্তু সিঁদরী ফ্যাক্টরীতে এইরূপ কোন কার্য্যই রূপ পরিগ্রহ করে নাই বলিয়া প্রকাশ। এই ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পাঞ্চলটীতে ধীরে ধীরে বহু কর্মী ও তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া বহু নাগরিক বাস করিতেছে ও করিবে। পূর্ব হইতে আগত সকল সক্ষম পুরুষ ও নারী যেন তাহাদের ন্যায্য ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত না হয়। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

গ্যাস কর্পোরেশনে গোলযোগ—

প্রকাশ যে পাওয়ার গ্যাস কর্পোরেশনের কর্মচারীদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য সংক্রান্ত যে সামান্য গোলযোগ দেখা দিয়াছিল তাহার আপোষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। যাতায়াতের অভিযোগ বিষয়ে শ্রীযুক্ত উইলসন নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং অন্যান্য অভিযোগগুলি ধীরে ধীরে মোচন করা হইবে।

হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন—

গত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৮ তারিখে ঝরিয়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে ধানবাদ মহকুমার হোমিওপ্যাথদের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়া এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছে। ডাঃ শশাঙ্ক শেখর সাহা (ঝরিয়া) ও ডাঃ নিশানাথ সিংহ (ধানবাদ) যথাক্রমে সভাপতি ও মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এ্যাসোসিয়েশনের নাম—ঝরিয়া কোল-ফিল্ড্ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন, রাণা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

পোষ্টাফিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

(৭ই ভাদ্রের মুক্তিতে প্রকাশের পর)

মুক্তি পত্রিকায় পি, এম, জি, মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল; তৎপরে ৮ই আগষ্ট পি, এম, জি, ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দু জনকে দুইখান রেজিষ্ট্রী ও আন রেজিষ্ট্রী দরখাস্ত করা হয়। ২৮শে আগষ্ট পি, এম, জি মহোদয় উত্তরে জানাইলেন যে "আর আমার নিকট কোন পত্র আদান-প্রদান না করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে পত্র আদান প্রদান করিবেন, আমি তাঁহাকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলাম।" ৮ই সেপ্টেম্বর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাইলেন "আমি এ-বিষয়ের তদন্ত করিয়া শীঘ্র মধ্যে আপনাকে জানাইব।" কিন্তু যথা সময়ে তাঁহার উত্তর না পাওয়াতে ২৩শে সেপ্টেম্বর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আবার জানান হয়; তদুত্তরে তিনি পুরুলিয়া হেড্ আফিস্কে ডুপ্লিকেট ইস্যু করিতে আদেশ দেন, ইহার পরেও কোন ব্যবস্থা না হওয়াতে প্রায় এক-মাস কাল অপেক্ষা করিয়া ৩০শে অক্টোবর পুনরায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়; এবং তদুত্তরে তিনি বাঁকুড়া হেড্ অফিস্কে টাকা ইস্যু করিতে আদেশ দেন। আমি এই সংবাদ পাইয়া ৩০শে নভেম্বর বাঁকুড়া হেড্ পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলাম টাকা পাওনাদার পাইয়াছেন; পরে (১২ই অগ্রহায়ণ) ৩রা ডিসেম্বর নিজে তাঁহার বাড়ী গিয়া টাকা লইয়া আসিয়াছি এবং একনলেজমেণ্ট রসিদও পাইয়াছি। প্রায় এক বৎসর কাল পরে টাকা পাওয়া গেল বটে কিন্তু পোষ্টাফিসের গাফ্লাতিতে প্রায় ৪।০ টাকা (সুদে ও পত্র আদান প্রদানে) ব্যয় ও বহু হায়রান ভোগ করিতে হইল। এরূপ ক্ষতি করাইয়া হেড্ আফিসের কিছু লাভ হইল কি? ইতি। বিনয়াবনত শ্রীমহাদেব নাথ, কুঁদুড়কা নিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পোঃ বাঘমা, পুরুলিয়া।

Manbhum District Board.

Office of the District Engineer, Manbhum.

NOTICE FOR CALLING TENDERS.

No. 11 of 1948-49.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received up to 4 p.m. on 4-1-49 day at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 4-30 p. m. on 4-1-49 in presence of the tenderers or their authorised agents.

Est. No.	No.	Names of works.	Amount excluding T. W. E. & contingencies.	Amount of earnest money to be deposited.	Date of completion.
1.		Collecting quartz stone metals on Joychandipahar Kashipur road.	2725/-	100/-	31-5-49.
2.	do	do on Kargali Ry. station road.	500/-	50/-	do
3.	do	do on Purulia Bankura road, Sadar section.	4734/-	100/-	do
4.	do	do on Purulia Bankura road, Hura dircle.	8168/-	200/-	do
5.	do	do Raghunathpur Raniganj road.	3270/-	100/-	do
6.	do	do Hura Manbazar road.	7753/-	200/-	do
7.	do	do Purulia Manbazar road, 2nd section.	6820/-	200/-	do
8.	do	do Cossye Loop road.	1500/-	50/-	do
9.	do	do Damda Barabazar road.	4141/-	100/-	do
10.	Special repairs to the rest shed at Hura.		2556/-	100/-	30-6-49.
11.	Constructing a leper clinic at Para.		2652/-	100/.	30-7-49.

মানভূম জেলা বোর্ড

সদর লোক্যাল বোর্ডের সুপারভাইজার অফিস, পুরুলিয়া

দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

নম্বর ১১ খৃষ্টাব্দ ১৯৪৮-৪৯

১। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মুদ্রিত ফরমে সদর লোক্যাল বোর্ড অফিসে সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক আগামী ৪।১।৪৯ তারিখে বেলা ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত সীলমোহরযুক্ত দরপত্র (টেণ্ডার) গৃহীত হইবে এবং উক্ত তারিখেই বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক দরপত্রদাতাগণের অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধির সম্মুখে খোলা হইবে।

এষ্টিমেটের নং	ক্রমিক নং	কাজের নাম	মঞ্জুরিত টাকা	জামানত টাকা	কার্য্য শেষ করিবার তারিখ
১৯৪৮-৪৯ সালের	২২৬	নং ১ বরাবাজার-জবা গ্রাম্য রাস্তার উন্নতি	১৫০০৲	৫০৲	১৫।৩।৪৯
ঐ	২২৫	নং ২ বাস্থুড়দা-পটমদা গ্রাম্য রাস্তার ১ম মাইলের উন্নতি	৫০০৲	৫০৲	ঐ
ঐ	১৬৪	নং ৩ ঝটিকা বিধ্বস্ত পাড়া এম, ই, স্কুল গৃহের ১৮৪৮-৪৯ সালের মেরামতি	৯২৲	১০৲	ঐ
ঐ	২৪৯	নং ৪ লোপাংডি-ডাঙ্গরডি গ্রাম্য রাস্তার মেরামতি	৫০০৲	৫০৲	ঐ
ঐ	১৭৫	নং ৫ ঝটিকা ও বৃষ্টিপাতে ক্ষতিগ্রস্ত চেলিয়ামা বালিকা বিদ্যালয়ের মেরামতি	৪১৮৲	৪২৲	ঐ
ঐ	১৭৬	নং ৬ রঘুনাথপুর থানার চেলিয়ামা এম, ই, স্কুল গৃহের মেরামতি	৪৮০৲	৪৮৲	ঐ
ঐ	২৫০	নং ৭ মানবাজার থানার বামনডিহায় একটী পাকা কূপ নির্ম্মাণ কার্য	১১৮১৲	৫০৲	ঐ

অনুমোদিত

সমরেন্দ্রনাথ ওঝা
ভাইস-চেয়ারম্যান, সদর লোক্যাল বোর্ড।

অমূল্যরতন মুখোপাধ্যায়
সুপারভাইজার, সদর লোক্যাল বোর্ড।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Conditions :

1. Each tender should be accompanied by 3 pieces or more of sample stones with the name of contractor labelled on each piece in a sealed bag. Metals are to be supplied as per approved sample and no question of lead will be considered. The selected contractor will have to provide necessary screens. The metals of 2" size should pass through $2\frac{1}{2}$" mesh sq. screens and must be retained by $1\frac{1}{2}$" sq. mesh screen when placed at an angle of 30°. 5′ x 5′ x 13′ (internal) sized box to be used for measuring stacks of 25" cft. each. The selected contractor should fit tail boards to carts. Works will be done upto allotments actually available.

2. Details and quantities of works to be done should be seen by the tenderers in District Engineer's office during office hours.

Approved
S. K. Bhattacharyya
Vice-Chairman
District Board, Manbhum.

P. K. Roy
District Engineer, Manbhum.

মুক্তির নিয়মাবলী

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
যান্মাসিক " — ৩।০ "
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে ।/০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:
ম্যানেজার "মুক্তি" কার্য্যালয়, পুরুলিয়া।

গ্রাহকদিগের যে সংখ্যায় "মুক্তি" পত্রিকা পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইবে তাহার দুই সপ্তাহ পূর্বে তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে ও তাহার উত্তরে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক না জানাইলে, নূতন সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠান হইবে। তৎকালে উহা ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করাই বিধেয়।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

মুক্তি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়মাবলীর জন্য "মুক্তি"র ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্র ব্যবহার করুন।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৯শে পৌষ ১৩৫৫, ৩রা জানুয়ারী ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

Spares ? Accessories ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

WANTED

Telegraphists passed from PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE, PURULIA for the post of Signallers.

Apply by the 6th January 1949 to the Principal.

চিঠি পত্র

(১৫ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(ঃ)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

২৭।১২।৪৮ তারিখে বৈকাল প্রায় ৪ ঘটীকার সময় শুনিতে পাই যে কাশীপুরস্থ থানার দারোগা বাবু কতকগুলি লোককে গাছ কাটার অপরাধে, কাপিষ্ঠার জমিদারের ডেরায় ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমরা তিনজনে ঘটনাস্থলে যাই। দারোগা বাবু ছিলেন না। যাওয়া মাত্র শ্রীকিঙ্কর ঘোষাল ও একটী সিপাহি আমাদের ভিতর ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলেন যে, এই লোকগুলি কাঠ চুরি করিয়া কাটিয়াছে। উহারা চালান যাইতেছে। উহাদের একটু বুঝাইয়া দেখুন যদি টাকা দেয় ২৫০৲ খানেক পারে ছাড়িয়া দিব। আমরা বলিলাম কি ব্যাপার ঠিক না জানিয়া কিরূপে কি করিব। আর গাছ তো বড় বড় লোক সবাই কাটিতেছে। কৈ কিছুই তো হইতেছে না। তবে এখন উহাদের ছাড়িয়া দিলে ব্যাপার সব জানিয়া যাহা করিবার করা যাইবে। ইহাতে উপরোক্ত দুই জন বলেন যে, না না তা তো হইতে পারে না। তবে এক কাজ করুন এই যে, আপনারা হিন্দি প্রচার করিবেন বলিয়া লিখিয়া দেন একটু থানার দারোগা বাবুকে কাগজটী দিলেই এখনকার মত ছাড়িয়া দিবেন। বলিলাম আপনারা এক ঢিলে দুই পাখি মারিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা কোনটিতেই রাজি নই বলিয়া চলিয়া আসি। ভাবিতেছি হিন্দি প্রচার না করিলে জব্দ করিবার জন্য কত রকমের যে ষড়যন্ত্র হইবে, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

গাম—মাজুরামড়া
পোঃ—গৌরাংডি
জেলা—মানভূম
তাং ২৭।১২।৪৮

বিশ্বস্ত
ভীম চরণ ভৌমিক
শ্রীমঙ্গল মাড়ি
শ্রীলেভুরাম মাঝি

মুক্তির নিয়মাবলী

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
যান্মাসিক " — ৩।০ "

মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে ।/০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:
ম্যানেজার "মুক্তি" কার্য্যালয়, পুরুলিয়া।

গ্রাহকদিগের যে সংখ্যায় "মুক্তি" পত্রিকা পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইবে তাহার দুই সপ্তাহ পূর্বে তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে ও তাহার উত্তরে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক না জানাইলে, নূতন সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠান হইবে। তৎকালে উহা ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করাই বিধেয়।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

মুক্তি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়মাবলীর জন্য "মুক্তি"র ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্র ব্যবহার করুন।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ১৯শে পৌষ

সর্বজনীন আচরণ

স্বাধীনতা লাভের প্রায় ষোল মাস পরে রাজপুতনায় জয়পুরে, গত ১৮ই ও ১৯শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত কংগ্রেসের ৫৫তম খোলা অধিবেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান হইতে নেতৃবৃন্দ, প্রতিনিধি, দর্শক প্রভৃতি বহু লক্ষ লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। বহু লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে খোলা অধিবেশনে নানা বিষয়ে প্রায় পনেরটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই প্রস্তাবগুলি সমস্তই দেশের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে। 'মুক্তির' গত সংখ্যায় এই প্রস্তাবগুলির কিয়দংশের সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সংখ্যায় বাকীগুলি প্রকাশিত হইল। তন্মধ্যে 'সর্বজনীন আচরণের মান (Standard of Public conduct)' সম্পর্কীয় প্রস্তাবটীর যথাসাধ্য অবিকল অনুবাদ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ এই—

১। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

২। শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

৩। ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

৪। স্বাধীনতা লাভ ও মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরে কংগ্রেস ও দেশের অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সঙ্কটসমূহ উত্তীর্ণ হইবার জন্য—মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহার বাণীকে কার্য্যকরী করিতে কংগ্রেসজনদের অনুরোধ করা হইয়াছে।

৫। কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতির সম্বন্ধে স্পষ্টী-করণ করিয়া স্বাধীন জাতিরূপে জগতের শান্তি রক্ষার অংশ গ্রহণ, নিপীড়িত ও শোষিত অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ, জগতের অন্যান্য দেশের সহিত সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পথে পৃথিবীর ব্যাপক উন্নতির অগ্রগতি ও বিশেষভাবে এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহযোগিতা স্থাপন করিয়া এশিয়ার দেশগুলির স্বাধীনতা রক্ষা, ও উন্নতি বিধানের সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে।

৬। ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ এখনও যে বিদেশীর অধিকারভুক্ত আছে (যথা ফরাসী চন্দননগর, পর্ত্তুগীজদের গোয়া প্রভৃতি) তাহা এখন অযৌক্তিক এবং সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শের বিরোধী। এই সমস্ত বিদেশী অধিকারভুক্ত স্থানগুলিকে বন্ধুভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন প্রকাশ করা হইয়াছে।

৭। দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্মেণ্টের নীতি ও এ বিষয়ে যুক্ত রাষ্ট্রের উদাসীনতার নিন্দা করা হইয়াছে।

৮। ইন্দোনেশিয়ার জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

৯। দেশীয় রাজ্যগুলিকে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার নীতি ও পন্থাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তথা হইতে জনগণের স্বাধীনতার পরিপন্থী সমস্ত ব্যবস্থা দূরীকরণের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

১০। ভারত খণ্ডনের ফলে যে বিরাট জনসমষ্টি নিহত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া শরনার্থীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও উন্নতির জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও সরকারের পক্ষ হইতে সর্ববিধ প্রচেষ্টার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

১১। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করিয়া, সাম্প্রদায়িকতার ফলে যে বিরাট ক্ষতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া ইহা স্বাধীনতা ও প্রগতির পরিপন্থীরূপে ইহাকে সমূলে বিদূরিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে।

১২। সর্বক্ষেত্রের শ্রমিকদের উপর হইতে সর্বপ্রকার শোষণ ব্যবস্থা শেষ করিবার নীতি কংগ্রেস বরাবর স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। এবং এই লক্ষ্যে বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট যে সমস্ত আইনকানুন ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহা উপলব্ধি করা হইয়াছে। শ্রমিক এবং মালিকদের

মধ্যে ন্যায়সঙ্গত এবং সহযোগীতার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কংগ্রেসজনদের চেষ্টা করিতে এবং শ্রমিকদের বর্ত্তমান অসুবিধা ও অভাব অভিযোগাদির সম্বন্ধে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া এই সঙ্কট সময়ে তাহাদের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সুবিবেচনার সহিত চলিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। উপযুক্ত বেতন, লাভের বখরা প্রভৃতি ব্যবস্থাকে অবিলম্বে কার্য্যকরী করিতে গবর্মেণ্টকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৩। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী যে উদ্দেশ্যে গান্ধী স্মারক ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছে তাহা অনুমোদন করা হইয়াছে।

১৪। দেশের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিয়া আর্থিক সঙ্কট হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য সকলকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। উৎপাদনে সঙ্কট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা, সরকারী খরচ কমান, সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য ও কুটীর শিল্পের প্রসার, খাদি উৎপাদন, প্রভৃতির সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সংকল্প করা হইয়াছে। মালিকদিগকে লাভের উৎকট আকাঙ্খা কমাইতে ও শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘট না করিতে বলা হইয়াছে। মালিকদের ন্যায্য স্বার্থের ক্ষতি না করিয়া প্রধান প্রধান শিল্পগুলির ক্রমশঃ জাতীয়করণের ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজকে চালু রাখিতে বলা হইয়াছে।

১৫। সর্বশেষ প্রস্তাবে কংগ্রেসজনদের সর্বজনীন আচরণের মান (Standard of Public Conduct) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কংগ্রেস জনদের বর্ত্তমানে ক্ষমতার সংস্পর্শে আসিয়া যে বিরাট নৈতিক অধোগতি দেখা দিয়াছে তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত হইয়া গান্ধীজীর আদর্শে কংগ্রেসকে পূর্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবটীর পূর্ণ বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইল।

কংগ্রেসজনদের সর্বজনীন আচরণের মান সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটীকে আমরা বর্ত্তমান কংগ্রেসের মূল এবং সর্ব-প্রধান প্রস্তাব বলিয়া গণ্য করিতেছি। যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় সবগুলিই দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব ও কর্ম্মপন্থা ব্যক্ত করিয়াছে। এগুলি পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। কিন্তু যে কোন সমস্যার সম্পর্কেই কংগ্রেস উপায় ও পন্থা নির্দ্দেশ করুক না কেন সেগুলিকে দেশের মধ্যে—কি গবর্মেণ্টে, কি জন-সাধারণের ক্ষেত্রে কার্য্যকরী করিবার ভার কংগ্রেসজনদের উপর। এই কংগ্রেসজনদের নৈতিক ও সেবার আদর্শ যে রকম হইবে বর্ত্তমানে সেই অনুযায়ী সমস্যাগুলি কার্য্য-করী হইবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক, শ্রমিক, কৃষক, গবর্মেণ্ট, জনসাধারণ যে কোন ক্ষেত্রেই যে কোন কার্য্যপন্থাই কংগ্রেস গ্রহণ করুক না কেন তাহার কার্য্যকারিতা নির্ভর করিতেছে কংগ্রেসজন-দের আচরণের গুণাগুণের উপর। এক কথায় কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশের প্রগতি বহুল পরিমাণে কংগ্রেসজনদের উপর নির্ভর করিতেছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

সেই জন্যই এই প্রস্তাবটীকে আমরা মুখ্য প্রস্তাব বলি-তেছি। প্রত্যেক কংগ্রেসজন তাহারা নেতৃস্থানীয়ই হউন বা সাধারণ কর্ম্মী স্থানীয়ই হউন তাহারা যদি এই প্রস্তাবটীকে গুরুত্ব দিয়া কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে নিজে-দের আচরণ সংশোধন করিতে তৎপর হন তবেই এই প্রস্তাবের সার্থকতা আছে নচেৎ ইহা কেবল প্রস্তাবা-কারেই নিবদ্ধ থাকিলে দুর্দ্দৈব হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করা দুষ্কর হইবে।

কংগ্রেসজনদের বর্ত্তমান নৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া প্রস্তাবে এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে "......... and congressmen came to be judged not by their wealth or status in society but by their public service and sacrifice and their individual conduct"—অর্থাৎ কংগ্রেসজনদের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বা সামাজিক পদমর্য্যাদা দ্বারা বিচার করা হইত না; জনসেবা, ত্যাগ, এবং ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারাই বিচার্য্য হইত।" সত্যই কংগ্রেসের মধ্য হইতে এই প্রথম এবং প্রধান জিনিষটি যাহা গান্ধীজী বহু আয়াসে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—তাহা সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র বরণ দ্বারা এই দারিদ্রের গর্ব লইয়া যে কংগ্রেসজনরা সর্বক্ষেত্রে শির উন্নত করিয়া চলিত—তাহাদের সংখ্যা বিলুপ্তপ্রায়। বড় লাটের

প্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের রাজপ্রাসাদের রাজকক্ষে যে 'কৌপীন' পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যকে হতমান করিয়া ভারতবর্ষের মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সে গৌরব এখন কংগ্রেসজনদের নিকট লজ্জার বিষয় লইয়া দাঁড়াই-য়াছে। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে ভিক্ষুকের দারিদ্রে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, রাজর্ষির মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া-ছিলেন। ক্ষমতার ও ঐশ্বর্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া সর্বস্তরের কংগ্রেসজনরা রাজর্ষির আসন হইতে নামিয়া ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি লইয়া ঐশ্বর্য্যের পশ্চাতে ছুটিয়াছে, ইহা দ্বারা তাহারা শুধু নিজেদেরই অমর্য্যাদা করে নাই, সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহিত দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে।

মূল প্রস্তাবের মধ্যে মূল জিনিষটা হইল ইহাই। এই মূল জিনিষটার পরিবর্ত্তন না হইলে নৈতিক মান উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমরা পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও কংগ্রেসর সমস্ত প্রস্তাবগুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই জন্যই দিলাম যে ইহার পরিপ্রেক্ষিকাতেই সমস্ত সমস্যার সমা-ধানের পন্থা ও উপায়গুলি বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা স্বতঃই প্রতি-ভাত হইবে যে, যে সমস্ত প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে —কংগ্রেসজনদের আচরণ শুদ্ধ না হইলে কোন প্রস্তাবই বাস্তবিক কার্য্যকরী হইবে না।

আমরা প্রতিনিয়তই ইহা অনুভব করিতেছি। জয়পুর কংগ্রেসে সহস্র সহস্র কর্ম্মী ও কংগ্রেসজনদের সমাবেশ হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতের এই প্রথম কংগ্রেসের অধি-বেশনে সমস্ত ভারতবর্ষের কংগ্রেসের গতির একটা রূপ যেন সেখানে সমগ্রভাবে স্পষ্টীকৃত হইয়া দেখা দিয়াছিল। গভীর দৃষ্টিতে তাহা যে দেখিয়াছে, সেই উপলব্ধি করিয়াছে যে কংগ্রেসজনরা 'দারিদ্রের গর্ব' বিস্মৃত হইয়া ঐশ্বর্য্যের প্রকাশকেই প্রিয় বলিয়া মনে করিতেছে। ইহা তাহাদের সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং এই অধঃপতনের সুযোগ লইয়া কুটিল ধনিকরাও সুযোগবাদী প্রতিক্রিয়াপন্থীরা কংগ্রেসকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পথ খুঁজিতেছে। দেশের অবাঞ্ছনীয় বিরোধী শক্তি-গুলি ইহার সুযোগ লইয়া মাথা উঠাইতে আরম্ভ করি-য়াছে। একমাত্র কংগ্রেসজনদের উচ্চ নৈতিক আচরণ, ত্যাগপূর্ণ জীবন, ঐশ্বর্য্যে উদাসীন মনোবৃত্তিই কংগ্রেসকে তথা ভারতের জাতীয় জীবনকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারে।

জয়পুর কংগ্রেসে আচরণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে এই বিষয়ের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দেশ অপেক্ষা করিতেছে যে, এই প্রস্তাব কি কাগজের লেখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে অথবা কংগ্রেসজনদের জীবনে ইহা বাস্তবরূপে পরি-ণত হইবে। আমরা আশাকরি আজ দেশের এই সন্ধিক্ষণে কংগ্রেসজনরা নিজেদের আচরণের দায়িত্ব সম্বন্ধে যথাযথ-ভাবে অবহিত হইবেন। আজ দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ইহারই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার আবগারী বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন বর্ম্মণের আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার সংবাদ দেশবাসী মাত্রকেই ব্যথিত ও বিস্মিত করিবে। মোহিনী বাবু বাংলার তপশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য বা কারণ সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। আমরা পরলোকগত মোহিনী বাবুর পরিবারবর্গের এই নিদারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মানভূমের অন্যতম কংগ্রেস কর্ম্মী পটমদা থানা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্তের গৃহে খানা তল্লাসী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে কমিউনিষ্টদের আশ্রয় দিবার অভিযোগে তাহাকে সন্দেহ করা হইয়াছে। আমাদের মানভূমে সম্প্রতি বহু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া গেলেও কোনটাই বিস্ময়ের বিষয় নয়। যে সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মীরা বর্ত্তমান জিলা কর্ত্তৃপক্ষের প্রাদেশিকতা ও অন্যান্য অন্যায় কার্য্য বা অন্যায় নীতিকে সমর্থন করে না বা প্রতিবাদ করে তাহাদের দাবাইবার বহুবিধ অজুহাত সৃষ্টি করিবার ব্যাপারের মধ্যে এই কমিউনিষ্ট অপবাদ দিয়া অজুহাতের সৃষ্টি করার মধ্যে আমাদের নিকট বিস্ময়ের কিছুই নাই। গান্ধীপন্থী কংগ্রেস কর্ম্মীদের এইভাবে হয়রাণ করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উৎকট হিন্দুসভার সদস্যকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য সরকারী অনুমোদন ও বহাল করার ব্যাপার একটা বিসদৃশ স্বেচ্ছাচারীতার পরিচয় দিতেছে। দেশের নানাবিধ সঙ্কটের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীদের এইরূপ বিচারহীন আচরণ বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। জনভৃত্য এই সব ব্যক্তির জন্য কোনরূপ সরকারী 'আচরণের মান' আছে কিনা তাহাই জন-সাধারণের জিজ্ঞাস্য।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ অর্থাৎ আর, এস, এস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহারা সেই সরকারী আদেশ উঠাইয়া লইবার জন্ম নানাস্থানে সত্যাগ্রহ করিতেছে। বহু লোক ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হইয়াছে। আর, এস, এস, এর এই সত্যাগ্রহকে দুরাগ্রহ বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার এক বৈঠকে এই প্রতিষ্ঠানটী পুনরায় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে এবং যে সমস্ত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হইয়াছে তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পরে হিন্দু মহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ হিন্দু মহাসভারই অধস্তন প্রতিষ্ঠান। একদিকে আর, এস, এস এর সত্যাগ্রহ ও অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার পুনরভ্যূত্থানের চেষ্টার মধ্যে একটা সুপরিকল্পিত কার্য্যক্রমের যোগাযোগের আভাস পাওয়া যায়। দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক। অনেক সরকারী কর্মচারী, গবর্মেণ্টে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বহু কংগ্রেসজনের কার্য্যের ফলে যেভাবে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষেত্রে অন্যান্য সমাজ বিরোধী, প্রতিক্রিয়াপন্থী ব্যক্তি ও দল প্রশ্রয় পাইতেছে তাহাদেরই অংশ হিসাবে এই সব প্রতিষ্ঠান তাহার সুযোগ লইয়া অভ্যূত্থানের চেষ্টা করিতেছে। কংগেস, কংগেস গবর্মেণ্ট, নেতৃবৃন্দ ও দেশবাসীকে আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করিয়া প্রতিক্রিয়াপন্থী, পুঁজিপতি, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তি যে সব কারণে প্রশ্রয় পাইয়া থাকে সেই মূল কারণগুলি দূর করিয়া অবিলম্বে সক্রিয় ও সচেতন হইতে অনুরোধ করি।

শ্রীমান সমীর চ্যাটার্জ্জি পুরুলিয়া জিলা স্কুলের ছাত্র। ১৯৪৮ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়, পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা যায় তাহার নাম নাই। ফেল হইয়াছে জানিয়া সে স্কুলে প্রেরিত 'মার্কসীটে', দেখে যে ভূগোল ও ইতিহাসের ঘরে কোন নম্বরই লেখা নাই। অথচ ক্রস লিষ্টেও তাহার নাম নাই। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজেষ্ট্রারের নিকট রেজিষ্ট্রী ডাকে চিঠি দেওয়া হয় তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা জমা দিয়া আবার মার্কসীট আনান হয়। দ্বিতীয় মার্কসীটে দেখা যায় ইতিহাস ভূগোল, এডিশন্যাল অঙ্ক এবং এগ্রিগেট অর্থাৎ মোট নম্বরের ঘর খালি। রেজেষ্ট্রারের নিকট আবার লেখা হয়। কোন উত্তর পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা দিবার সময় আসিয়া পড়ে। সমীর চ্যাটার্জ্জি ২৭৲ টাকা ফি জমা দিয়া দরখাস্ত করে। সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা দিবার অনুমতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আসে। কিন্তু পরীক্ষার্থীর তালিকায় তাহার নাম পাওয়া যায় না। যাহাহউক কোন প্রকারে সে আবার পরীক্ষা দেয়। ইতিমধ্যে নিরুপায় হইয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের নিকট সমস্ত বিবরণ জানাইয়া একখানি দরখাস্ত লেখা হয়। মাস খানেক পরে এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া উত্তর আসে যে, সমীর চ্যাটার্জ্জি ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসেই তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অফিসের ভুলে তাহা জানান হয় নাই। সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষার ফী সে ফেরত পাইবে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কথা হইতেছে যে এই গুরুতর ভুলের জন্য হয়ত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু ছাত্রটীর কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময় পার হইয়া যাওয়ায় পুর্ণ একটী বৎসর তাহার নষ্ট হইল। ইহা পূরণ হইবেনা। এবং ইহার জন্য ছাত্রটী মোটেই দায়ী নয়। দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়। ঘটনাটী হয়ত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ইহা গুরুতর। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছাত্রটীর জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি বিষয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সহরের প্রধান রাস্তা নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত রোডটী পর্য্যায়ক্রমে আড়তদারের প্রাঙ্গণ, বাস কোম্পানীর গ্যারেজ, গৃহনির্ম্মাতার নির্ম্মাণোপযোগী চুন, সুরকী, ইট কাঠ প্রভৃতি রাখিবার স্থান হইয়া পড়িয়াছে। সময় সময় বিশেষ করিয়া দুপুর বেলা বাজারের কোন কোন স্থান দিয়া পথচারীদেরও চলা দুর্ঘট হইয়া ওঠে। বড় বড় ট্রাক, গরুরগাড়ীর সারি ও ঠেলা গাড়ীর লাইন রাস্তা বন্ধ করিয়া রাখে। কাহাকে বলা যায়? মিউনিসিপ্যালিটী? পুলিশ? ডেপুটী কমিশনার? জনসাধারণের কোন অসুবিধার কথা ইহাদের কর্ণগোচরে আনিলে ইহারা হয়ত ক্রুদ্ধ হন, প্রতিকার ত দূরের কথা। জনসাধারণ অসুবিধা ভোগ করিতেছে—তাহারা আবার বলিবে কেন? পুরুলিয়ার জনসাধারণও সর্ব্বংসহা। আমরা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারদের নিকট আবেদন করিতেছি। দুইচারজনও কি এই যে বিরাট অব্যবস্থা চলিতেছে তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন?

মানভূমে আগষ্ট আন্দোলন

১৯৪২

মানবাজার থানা

বর্ণনা—শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত

(২)

সাগর বাবু যেমনি হোটেল হইতে সদর রাস্তায় উঠেছেন অমনি পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করিল। অগত্যা আমি খিড়কি পথে বাহির হইয়া রাত্রি নাগাদ পুন্দুড়ায় পৌছিলাম। দেখি তথায় চিত্তদা পৌছেছেন কিন্তু অন্যান্য অনেক কর্ম্মী আসিতে পারেন নাই এবং অনেকে খবর না পাইয়া ছড়রাতেই গেছেন। বাস্তবিকই তথায় পুলিশ গিয়াছিল তবে আমাদের কাহাকেও না পাইয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। সকল কর্ম্মী পুন্দুড়ায় আসিতে না পারার জন্য আমাদের মিটীং হইল না। ঠিক হইল আদ্রাতেই মিটীং হইবে। কোন্ তারিখ ছিল সেটা মনে নাই তবে কৃষ্ণদাকে নিয়ে যাবার ভার আমার ছিল তাই আমি সকাল বেলা বাড়ী থেকে রওনা হইয়া বেলা ২টার সময় লক্ষণপুরে পৌছি। তথায় ডাক্তার বিভাস বাবুকে কৃষ্ণদার খবর জিজ্ঞাসা করি কারণ তিনিও তখন আত্মগোপন করে থাকতেন। তিনি বলিলেন আমরা তাঁর খবর জানিনা তবে চলুন আপনাকে গিরিন বাবুর কাছে লইয়া যাই তিনি খবর বলে দিতে পারবেন। আমরা উভয়ে গিরিন বাবুর আশ্রমে গেলাম। তিনি ১টী ছেলেকে আমার সাথে দিয়ে পাঠাইয়া দিলেন। এক জঙ্গলের ভিতরের একটী ঘরে, দেখি ঘরটী কোঠা, তার উপরে কৃষ্ণদা বসিয়া আছেন। হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন আমি বলিলাম আজ রাত্রে আদ্রাতে মিটীং হইবে তাড়াতাড়ি চলুন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। আদ্রা অভিমুখে রওনা হইলাম। রাত্রে মিটীং হয়। মিটীংএ ঠিক হয় ধ্বংশমূলক কাজ করা হবে তবে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা প্রাণহানি করা হইবে না কেবল সরকারী সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উপরই সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই সব ধ্বংসমূলক কাজের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি বা বারুদের দরকার তাহা যোগাড় করিবার ভার ভিন্ন ২ কর্ম্মীর উপর দেওয়া হইল ও আগামী বারের মিটীংও আদ্রাতেই হইবে ঠিক হইল। এবারের দিনটীও মনে নাই তবে ভাদ্রের শেষের দিকেই ছিল। এবারে আদরার মিটীংটী জমকাল রকমই হইয়াছিল কারণ কলিকাতা হইতে খোকন ও ওয়ার্দ্ধা হইতে সুবোধ বাবু যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রে মিটীং হয় ও জেলার সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে ধ্বংসমূলক কাজের প্রস্তাবই গৃহীত হয়। আর পরবর্ত্তী মিটীং জিতান গ্রামে হইবে ঠিক হয়, তারিখ ছিল ৮ই আশ্বিন। এই ব্যাপক কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিয়া কর্ম্মীরা আর স্থির থাকিতে পারে নাই। তাই জেলার কর্ম্মীরা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার গ্রামে ২ ঘুরিতে লাগিলেন ও জনসভা করিয়া পরাধীনতার অসহনীয় ব্যথার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। যে সব থানার কর্ম্মী এই মিটীংএ উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে এই কর্ম্ম পদ্ধতির কথা ও পরবর্ত্তী জিতান মিটীংএর কথা জানাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মী ভিন্ন ভিন্ন থানার ভার লইলেন। পুঞ্চা থানার ও বান্দা যাইবার ভার চিত্তদা ও আমার উপর দেওয়া হইল। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি দিনে বান্দা যাওয়া ঠিক হইল। আমি ঐ দিন বেলা প্রায় ৩টার সময় বান্দা পৌছি। পোষ্টাফিস্ সংলগ্ন ভোলাদার যে বৈঠকখানা, তথায় বিশ্রাম করি ও একটু পরে ভোলাদার সঙ্গে দেখা হয়। সেই সময় কলিকাতাবাসী অনেক লোকই পলাইয়া আমাদের জেলায় আসিয়াছিলেন, বান্দাতেও অমনি কতকগুলি পলাতক আসিয়াছিলেন ও তার মধ্যে ১ জন তথাকার এম, ই স্কুলে মাষ্টারীও করিতেছিলেন। এই মাষ্টারটী ছিলেন কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন তাই কমিউনিষ্ট পত্রিকা প্রচার পত্র ভোলানাথদার বৈঠকখানার টেবিলে দেখিতে পাইলাম ও ভোলাদাও কথা প্রসঙ্গে আমার নিকট এই কথা বলিলেন। সমস্ত দিন রাত গেল, চিত্তদা এলেন না। আমি উদ্বিগ্নিত কারণ থাকার জন্য ভোলাদাকে আমাদের কর্ম্ম তালিকার কথা বলিতে পারিলাম না। সকালে বাড়ী ফিরিলাম।

২রা আশ্বিন আমি, চুনারাম ও চিত্তদা কলমাতে একত্রিত হই ও তথায় রাত্রি থাকি। সকাল বেলা হইতে পিটিদীরী দিয়া দিঘীর মিটীংএ যোগদান করি। গিরিশের সঙ্গে ২।১ জন কর্ম্মী আমাদের আগে আগে মিটীংএর ব্যবস্থা করিয়া যাইতে থাকে আর আমরা সেই সেই মিটীংএ আমাদের কর্ম্ম পদ্ধতির কথা জনসাধারণকে বুঝাইয়া যাই।

যেখানেই যাই জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখিতে পাইয়াছিলাম। মনে হইতে লাগিল বৃটীশ শাসনাধীনে থাকা জনসাধারণের কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। ৪ঠা আশ্বিন আঁকারোতে মিটিং হয়। সেখানেও জনগণের মধ্যে অদম্য উৎসাহ দেখিতে পাই ও আমাদের কাজের অংশ গ্রহণ করিতে সকলেই বদ্ধপরিকর হয়। ৫ই আশ্বিন তালপাতে মিটিং করি সেখানেও জনসাধারণের নিকট আমরা পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করি। ৬ই আশ্বিন কুইলাপাল অঞ্চলের হাড়গাড়াতে মিটিং হয় ঐ অঞ্চলের জনগণ আমাদের কার্য্যতালিকা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে প্রচার করিয়া ৮ই আশ্বিন আমাদের শেষ মিটিংএর জন্য জিতান গ্রামে উপস্থিত হই। রাত্রে ভজহরির বাড়ীতে মিটিং হয়। ১৩ই আশ্বিন জেলার সর্ব্বত্র ধ্বংশমূলক কার্য করা হইবে স্থিরীকৃত হয়। তবে যেখানে বহু প্রাণহানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে তথায় কাজ বন্ধ রাখিতে হইবে। ও পরে দেখা যাইবে। রাত্রে পোষ্টাফিস, ভাটী, সোলজার গৃহ পোড়ান হইবে ও সকাল বেলা থানার রেকর্ড, থানা গৃহ পোড়ান হইবে। রাত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের কর্ম্মীরা সেই সেই অঞ্চলের ভাটী পোষ্টাফিস্ বা টেক্স তহশীলদারের কাগজ পত্র পোড়াইয়া একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইবে ও সকলে একত্রিত হইয়া থানার কাজ শেষ করিবে ও ১৪ই আশ্বিন পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী সুরুলিয়ার পলাশ বাগানে উপস্থিত হইবে, এইরূপ ঠিক করা হয়। তদনুসারে মানবাজার থানার কর্ম্মীগণ আপন ২ অঞ্চলের কাজ শেষ করিয়া ১৩ই আশ্বিন ভোর ৬টার মধ্যে চেপুয়ার দক্ষিণাংশের মাঠে সমবেত হইবার কথা হয়। কিন্তু আঁকারো ও পিটিদিরী অঞ্চলের কর্ম্মীরা ভুলক্রমে একরাত্রি আগেই বোরোর মদ ভাটী ও খড়ীডুয়াবার তহশীলদারের কাগজপত্র পোড়াইয়া দেয় ও সকাল বেলা চেপুয়ার মাঠে উপস্থিত হয়। আসিয়া দেখে তথায় কেহ নাই, দিবাকরের নিকট খবর নিতে যায়, গিয়া জানিতে পারে যে তাহারা ভুল করিয়াছে, গত রাত্রে না করিয়া আজ রাত্রে পোড়াবার কথা ছিল। দিবাকর আমার নিকট খবর দিতে বলে, আদুদা বেলা ১২টার সময় আমার নিকট উক্ত সংবাদ দেয়। আমি বলিলাম তোমরা ভুল করিয়া আমাদের কাজটীকে গোলমাল করিয়া ফেলিলে।

আমি রাত্রেই চেপুয়া অভিমুখে যাত্রা করি ও তথায় রাত্রি থাকি। দেখি ভোর ৪টা হইতে দলে ২ লোকজন আসিয়া চেপুয়ার মাঠ ভর্ত্তি হইয়া যায়। আমি আমাদের থানার জটীল পরিস্থিতির বিষয় বর্ণনা করি। কর্ম্মীরা পূর্ণ উদ্যমে থানা আক্রমণ করিতে তৈরী হয়। গোপালপুরের বাঁধের নিকট জল খাওয়া হয় ও আমি যে ভাবে নির্দ্দেশ দিব সেই মতকাজ করিতে হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি লওয়া হয়। আমি বলিলাম আমরা সত্যাগ্রহী কাজেই কাহারও সহিত আমাদের বিরোধ নাই। ইহা হইতেছে আমাদের নীতিগত লড়াই, আমরা চাই বৃটিশ শাসনের গ্লানিকর ও অপমানজনক রেকর্ড পত্রকে ধ্বংশ করিয়া সেই ধ্বংশস্তূপের উপর স্বাধীন ভারতের সমুজ্জল রেকর্ডের জন্মদান করিতে। সেইজন্য আমরা কাহারও প্রাণ হানি করিব না বরং প্রাণ দিব। কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করিব না কেবলমাত্র যেগুলিতে সরকারী সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে সেগুলি ছাড়া। এই মত কথা ঠিক করিয়া যেখান হইতে থানার দিকে রওনা হই। জনতা তখন ৩।৪ শত হইয়াছে। কিছু দূর অগ্রসর হইলাম, থানায় পৌছিতে মাত্র ১ মাইল বাকি এমন সময় দেখি মানবাজার হইতে অভিযানকারীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শ্রীমান বিজয়কুমার দত্ত ও শ্রীমান বিমলা কিঙ্কর দত্ত জনতার সম্মুখে উপস্থিত হন ও জনতাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া যান। জনতা উন্মত্তের ন্যায় দিগুণ পদক্ষেপে চলিতে থাকেন। আমি একটু পিছনে পড়ে যাই। আমি একটু পূর্ব্বে নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম যে, আমি পুলশের সঙ্গে প্রথম কথাবার্ত্তা বলিব। তারপর যা করিতে বলিব আপনারা সেইমত করিবেন, কিন্তু জনতা সে কথা ভুলিয়া গেলেন। জয়ধ্বনি করিতে ২ একেবারেই থানা গ্রাউণ্ডে হাজির হইয়া থানায় ঢুকিতে গেলেন, অমনি পুলিশ গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি যখন থানার সম্মুখে পৌছি তখন জনতার মধ্যে অনেকেই রক্তে রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, অগত্যা আমি জনতাকে নিরস্ত করিতে বাধ্য হই। দেখি আমাদের তিন জন কর্ম্মী থানার নিকটে পড়িয়া আছে। তখন তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল লইয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে গেলাম। জল খাওয়াইলে গুলি করিব বলিয়া পুলিশ বারম্বার বলিতে থাকে। প্রথমে চুনারামের কাছে

গিয়া ছিলাম দেখি তার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে, তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া গিরিশের নিকট যাই, গিরিশ জল খাইতে অস্বীকার করে, অনেক বলিলাম রাজী হইল না। গোবিন্দদাও, কিছুতেই জল খাইব না তুমি ফিরে যাও, বলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের মুখে আনন্দের উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাইলাম। আরও চোখের সামনে সত্যাগ্রহীর এই জলন্ত উদাহরণ আমার নিকট অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মানুষ নিজে মরিয়া অপরকে বাঁচাইতে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে আমি তাহা চাক্ষুষ দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম।

জয়পুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ।

(২)

শ্রমিক

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ব্বাপর শ্রমিকদিগের স্বার্থ রক্ষার এবং সকল প্রকার শোষণ-নীতি বন্ধের জন্য সচেষ্ট। দেশের মুক্তির জন্য জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকা কালেও কংগ্রেস শ্রমিক বা চাষীদের সমস্যার কথা ভুলিয়া যায় নাই। ১৯১৮ সালে গান্ধীজী শান্তিপূর্ণভাবে আপোষে আমেদাবাদ বয়ণ শিল্প শ্রমিক ও মালিক বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া এক যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কংগ্রেস ও কংগ্রেসসেবীগণ ব্যক্তিগত এবং অক্লান্তভাবে শ্রমিকদের সেবা ও তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা উন্নততর করার চেষ্টা করিয়াছেন। কংগ্রেসের সাহায্য এই দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দৃঢ় ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পরে এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উৎসস্বরূপ। কংগ্রেস যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিক স্বার্থ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন এবং মালিক ও শ্রমিক সম্পর্ক অধিকতর উন্নত করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। উহাদের সামাজিক নিরাপত্তা, স্বার্থ সংরক্ষণ ও সর্ব্বনিম্ন আয় প্রভৃতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত সমস্ত আইন কংগ্রেস সমর্থন করে এবং শ্রমিক সমাজকেও সকল প্রকার বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আদর্শ ও মতবাদে বিভ্রান্ত না হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

ন্যায়সঙ্গত মজুরী ও মুনাফা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী কমিটী যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন এবং শ্রমিকগণকে মুনাফার অংশ দিবার যে পরিকল্পনা তাঁহারা রচনা করিয়াছেন কংগ্রেস উহা অনুমোদন করিতেছেন এবং অবিলম্বে এই সকল প্রস্তাবকে কার্যে রূপ দিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

অর্থনৈতিক কর্মসূচী

দেশ বর্ত্তমানে যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী সকলেরই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। যাহাতে দেশের সকলেই বর্ত্তমান দুঃখ কষ্টের সমানভাবে অংশীদার হয়,সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার জন্য দেশের সকলকে সচেতন হইতে হইবে। দেশবাসী উৎপাদন করিবেন বেশী কিন্তু ব্যয় করিবেন কম। তাঁহাদের সঞ্চয় গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে খাটাইবেন। নানারূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্রুত ফললাভের জন্য সমবায় প্রথায় সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করাই সুবিধাজনক কারণ ইহাতে অনেকের জীবিকার পথ হইবে। খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত সহরবাসীকে বিশেষতঃ শ্রমিকদিগকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহ করিবার জন্য চাষীদের পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট রাখিয়া গবর্ণমেণ্টকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। বস্ত্র সম্পর্কিত ব্যাপারে, কংগ্রেস, গ্রামবাসিগণও যাহাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে তাঁহাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার মত মিলজাত বস্ত্র ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি পায়, তাহার ব্যবস্থা করার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির নিকট আবেদন করা হইতেছে। এবং এই উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ ও নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের সাহায্য লওয়া উচিত। ভারত সরকারের শিল্প-নীতিতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকদের বসবাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য গবর্ণমেণ্টগুলিকে অনুরোধ করা হইতেছে। এক্ষণে শ্রমিক ও মালিকদের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

সর্বজনীন আচরণের মান

(Standard of Public Conduct)

গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কেবল ভারতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্যই একটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠান তাহাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য লাভ করিয়া তাহাদের উপরে নৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। গান্ধীজীর ধারণায় রাজনীতি ও জনসেবার জীবন (Public life) জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সুউচ্চ নৈতিক অবস্থা, ত্যাগ ও জনগণের নিঃস্বার্থ সেবার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। যে কংগ্রেসকে গান্ধীজী গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই ধারণা সেই প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং কংগ্রেসজনেরা তাহাদের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বা সামাজিক পদমর্য্যাদা দ্বারা বিচার্য্য হইত না—তাহাদের জনসেবা ত্যাগ ও ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারাই তাহাদিগকে বিচার করা হইত। এইরূপেই কংগ্রেস দেশের জনজীবনে এক মহান্ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং জনগণের নৈতিক মানদণ্ডও উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল। ইহার জন্য ভারতবর্ষ কেবল স্বাধীনতাই লাভ করে নাই, ইহা অন্যান্য জাতির শ্রদ্ধা ও প্রশংসাও অর্জ্জন করিয়াছিল।

বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যত বংশধরগণকে এই মূল্যবান ঐতিহ্য রক্ষা করিতে হইবে। বহু আয়াসে লব্ধ এই স্বাধীনতাকে যদি রক্ষা করিতে হয়,—যে সমাজে সকলে সমান সুযোগ ও ন্যায় বিচার লাভ করিবে, এইরূপ নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য যদি এই স্বাধীনতাকে কাজে লাগাইতে হয়—তবে আজ ইহা একান্তই আবশ্যক যে, কংগ্রেস এবং কংগ্রেসজনরা এই সমস্ত মহান আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিবে এবং কোন প্রকার ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য বা সুবিধার প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া নিঃস্বার্থভাবে জনসেবা করিয়া চলিবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ক্ষমতার সংস্পর্শে আসিয়া বহু কংগ্রেসজন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই পদ ও ক্ষমতা আত্মস্বার্থসাধনে প্রয়োগ করিবার মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে। নিঃস্বার্থ জনসেবা এবং জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক কাজই প্রধান শক্তি, ইহাই বিরাট জনসমষ্টিকে পরিচালনা করে। কিন্তু ইহা ক্রমশঃই আর প্রধান শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে না। আজ ইহা একান্তই আবশ্যক যে ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত জীবনের দিক দিয়া এই মনোবৃত্তিকে আর বাড়িতে দেওয়া চলেনা এবং কি নারী কি পুরুষ, প্রত্যেক কংগ্রেসজনের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম হইতেছে এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য কাজ করা।

গান্ধীজী রাজনৈতিক কার্য্যের সহিত গঠনমূলক এবং উৎপাদনমূলক কার্য্যের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। তিনি দেশের সামনে বহু প্রকার গঠনমূলক কর্ম্মের কার্য্যক্রম দিয়া গিয়াছিলেন। শুধু প্রত্যেক কংগ্রেসজনই নয়, প্রত্যেক ভারতবাসীই এই কাজে যোগ দিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। এই সেবার শক্তিতেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়া জাতি শক্তিমান হইয়াছিল। রাজনৈতিক কার্য্যাবলী স্বাভাবিক ভাবেই অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে—কিন্তু জাতীয় কর্ম্ম প্রচেষ্টা এবং জাতির সেবা প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশেষ সুবিধা এবং ধর্ম্ম হওয়া দরকার।

নিজেকে নূতন করিয়া গড়িতে এবং পুনরায় প্রাণশক্তি লাভ করিবার জন্য কংগ্রেসকে কোন না কোন গঠনমূলক কার্য্যের আশ্রয়ে নূতন করিয়া এই সেবার কাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা স্থাপন করা প্রথম প্রয়োজনীয় কাজ, এবং সমস্ত প্রকার অস্পৃশ্যতা দূর করা এবং অনুরূপ সকল কার্য্য সমানভাবে প্রয়োজনীয়। অন্যান্য অত্যাবশ্যক কার্য্যগুলি এই যে—গ্রামে ও শহরে জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক শিক্ষার বিস্তার, এবং সমস্ত প্রকারের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশময় অভিযান, আরও বিশেষ করিয়া খাদি প্রভৃতি গ্রামশিল্প ও সমবায় সমিতির মারফত, 'বেশী খাদ্য জন্মাও' এই অভিযানে সহযোগ করা ও চাষী ও কলের মজুরদের সেবা ও তাহাদের মধ্যে সংগঠন করা। দেশের সেবা কার্য্যে, বিশেষ করিয়া দেশের যুবক যুবতীগণের, এই সমস্ত বহুবিধ কর্ম্ম প্রচেষ্টা গ্রহণ করা তাহাদের বিশেষ পুণ্যস্কার বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ব্যাপক পুনঃ প্রবর্ত্তন হওয়াতে ইহা একান্ত আবশ্যক যে—ইহাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য এবং দুর্নীতি, নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ নিবারণ করিতে—কংগ্রেসজনরা অন্যের সহিত সহযোগীতা করিবে।

কংগ্রেস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের সাফল্য, বহু পরিমাণে—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং গবর্মেণ্টের পারস্পরিক পূর্ণ সহযোগীতার উপর নির্ভর করিতেছে। কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি অথবা কেন্দ্রীয় পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ড দ্বারা নির্দ্ধারিত ব্যাপক নীতি অনুসারেই এই সহযোগীতা গড়িয়া উঠা দরকার। কোন একক কংগ্রেস জনের গবর্মেণ্টের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত অথবা বাঞ্ছনীয়ও নয়। সরকারী কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অভিযোগ অথবা সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগাদি, একমাত্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীই, গবর্মেণ্টের নিকট উপস্থিত করিয়া—নিরাকরণের ব্যবস্থা করিবেন। বিশেষ করিয়া কংগ্রেসজন—নিজেদের জন্য অথবা নিজেদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের জন্য, আর্থিক বা অন্যান্য কোন প্রকার বিশেষ সুযোগ সুবিধা যাহাতে না লন তাহার জন্য অবহিত থাকিবেন।

সমস্ত কংগ্রেস জন এই সমস্ত বিষয়ে অবশ্যই আদর্শ স্থাপন করিবেন এবং তাহাদের আচরণের উচ্চ মানদণ্ড সর্বদা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর সঙ্কটময় অবস্থায় এবং জাতির এই কঠিন সমস্যার দিনে কংগ্রেসের উপর এক বিশেষ ভার আসিয়া পড়িয়াছে, এবং কংগ্রেসকে ইহা বহন করিয়া চলিতে হইবে। সুযোগপন্থী উপায়ে অথবা তালি জোড়া দিয়া সঙ্কটের সমাধান অথবা সমস্যার নিরাকরণ হয় না। সমস্যার মূল কারণ দূর করা এবং সর্বদা উচ্চ নৈতিক আদর্শকে রক্ষা করিতে পারিলেই—ইহার চূড়ান্ত সমাধান হয়। এই জন্য কংগ্রেস আজ সমস্ত কংগ্রেসজনকে এবং সমগ্র জাতিকে অনুরোধ ও আহ্বান করিতেছে যে—যে প্রেরণা তাহাদিগকে এই দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে সামর্থ প্রদান করিয়াছিল, সেই একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা যেন এই সমস্ত বিরাট কার্য্যভার সম্পাদন করিতে অগ্রসর হন।

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী শ্রীমোহিনী মোহন বর্মন গুলিতে নিহত

গত ৩১শে ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রিতে পশ্চিম বঙ্গের আবগারী বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমোহিনী মোহন বর্মন মির্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ একটী হোটেলে গুলীর আঘাতে আহত হন। তাহাকে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেইখানে তাহার মৃত্যু হয়।

শ্রীযুক্ত বর্মন কলিকাতার মির্জাপুর ষ্ট্রীটে "আইডিয়েল হোম" নামক একটী বোর্ডিং হাউসে থাকিতেন। তাহার বহুদিনের পুরাতন আরদালী রাজেন্দ্র নাথ রায়ও তাহার সহিত বাস করিতেন।

প্রকাশ রাত্রি প্রায় ১১টার সময় হোটেলের লোকজন দ্বিতলের এক কোণের ঘর হইতে গুলীর শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া উঠেন। ঐ ঘরেই শ্রীযুক্ত বর্মন থাকিতেন। তাহারা মন্ত্রীর ঘরে গিয়া দেখিতে পান যে শ্রীযুক্ত বর্মন গুলীর আঘাতে আহত অবস্থায় মেঝের উপর পড়িয়া আছেন। তাহার আরদালীকে উক্ত ঘরের বাহিরে বারান্দায় গুলীর আঘাতে আহত অবস্থায় দেখা যায়। শ্রীযুক্ত বর্মন এবং আরদালীকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠান হয়।

শ্রীযুক্ত বর্মনের দেহে তিন স্থানে গুলীর আঘাত লাগিয়াছিল। হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হয়। শনিবার দিন বেলা ৯টার সময় তিনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

তাহার আরদালী রাজেন্দ্র নাথ রায় শুক্রবার শেষ রাত্রিতে উক্ত হাসপাতালে মারা যায়।

প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত বর্মনের আরদালী রাজেন্দ্র তাহাকে গুলী করিয়া পরে নিজেকে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করে। রাজেন্দ্র তাহার দেহরক্ষী ছিল! কর্ত্তব্য সমাপ্তির পর রাজেন্দ্র শ্রীযুক্ত বর্মনের নিকট রিভলভারটী রাখিয়া যায়। সেই রিভলবার দ্বারাই গুলী করা হইয়াছিল।

প্রকাশ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করার জন্য শ্রীযুক্ত বর্মন তাহাকে তিরস্কার করেন এবং সেইজন্যই নাকি রাজেন্দ্র তাহার পুরাতন মনিবকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করে।

কেহই মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত বর্মনের বয়স প্রায় ৬০ এবং রাজেন্দ্রর বয়স ২২ ছিল।

শ্রীযুক্ত বর্মনের বাড়ী জলপাইগুড়িতে। পরিবারের মধ্যে ৯৬ বৎসরের বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রী, একটী বিবাহিতা কন্যা ও ৫টী নাবালক সন্তান সন্ততি আছে।

তাহার মৃতদেহ এরোপ্লেনে করিয়া জলপাইগুড়িতে পাঠান হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বর্মন জলপাইগুড়িতে ওকালতী করিতেন। গত নির্বাচনে তিনি জলপাইগুড়ি কেন্দ্র হইতে তপশিলী সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হন। ডাঃ ঘোষের মন্ত্রী সভায়ও তিনি মন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রায় ১৮ মাস মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। তিনি ধীর স্থির বাক-সংযমী ও জনপ্রিয় ছিলেন।

গণপরিষদ

জনগণের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করার পর গণপরিষদ ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, নির্ব্বাচন প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এ সম্বন্ধে প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে ভারতীয় ইউনিয়নে একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং তিনি শাসনতন্ত্র ও আইন অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বময় কর্ত্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তে অর্পিত হইবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোচনা কালে প্রোফেসার কে, টি, শাহ এই মর্ম্মে একটী সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে আইন পরিষদ, শাসন পরিষদ ও বিচার বিভাগ—রাষ্ট্রের এই তিনটী প্রধান অঙ্গকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিচার বিভাগ ও আইন পরিষদের মধ্যে যদি পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে, তবে বিচার ব্যবস্থা দলীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে। সেইরূপ আইনসভা ও শাসন পরিষদ যদি একত্রিত থাকে, তবে শাসন পরিষদ আইন সভার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে এবং নিজেদের সুবিধামত আইন প্রণয়ন করিবার সুযোগ পাইবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার দিক হইতে উভয় পরিস্থিতিই ক্ষতিকর।

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী প্রথার অনুকরণ করা হইয়াছে। প্রোফেসার সাহ আমেরিকার শাসন পদ্ধতি অবলম্বন করার পক্ষপাতী। ডাঃ আম্বেদকর প্রোফেসার সাহের উত্তরে বলেন যে, শাসন পরিষদের ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সম্বন্ধে তিনি প্রোফেসার সাহের সহিত একমত। রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে তাহা ইতিপূর্ব্বেই গৃহীত হইয়াছে এবং উক্তরূপ পৃথকীকরণের জন্য পূর্ব্বে যে ৩ বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছিল, পরে তাহা রহিত করার প্রাদেশিক সরকারগুলির পক্ষে তাহা শীঘ্র কার্য্যকরী করায় সুবিধা হইয়াছে। শাসন পরিষদ ও আইন পরিষদের পৃথকীকরণ সম্বন্ধে ডাঃ আম্বেদকর বলেন যে আমেরিকার নাগরিকগণ ইতিমধ্যেই উক্ত ব্যবস্থার অসুবিধা বুঝিতে পারিয়াছে এবং তাহারাও এখন বৃটিশ পদ্ধতির পক্ষপাতী।

অতঃপর রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা চলে। শাসনতন্ত্রে প্রস্তাব করা হয় যে রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে, পূর্ণ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে ও জনগণের বিধান পরিষদের সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে। যে ব্যক্তি ভারত সরকারের অধীনে, বা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে, বা উভয় সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে কোন লাভজনক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাকে রাষ্ট্রপতির পদে নির্ব্বাচন করা যাইবে না। এই ধারার একটী ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে ভারত সরকারের অধীনে বা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে বা কোন রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল বিধানপরিষদের মন্ত্রীরূপে কার্য্য করিলেও তাহা লাভজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

ডাঃ আম্বেদকর একটী সংশোধনী প্রস্তাবে প্রদেশপালগণের কার্য্যও উক্তরূপ লাভজনক কার্য্য নহে বলিয়া সুস্পষ্ট করিয়া দেন। ইহাতে মন্ত্রীগণের এবং প্রদেশপালগণের পক্ষে রাষ্ট্রপতির পদের প্রার্থী হইবার আর কোন বাধা থাকিবে না। প্রোফেসার কে, টি, শাহ, মন্ত্রীগণ পদপ্রার্থী হইলেও মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন এই মর্ম্মে একটী সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে মন্ত্রীগণ তাঁহাদের ক্ষমতাবলে নির্ব্বাচনগুলিতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন বলিয়া প্রোফেসার শাহ আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাহার উত্তরে ডাঃ আম্বেদকর বলেন যে মন্ত্রীগণ যাহাতে নির্ব্বাচনগুলিতে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারেন তজ্জন্য শাসনতন্ত্রের অন্যান্য ধারায় নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য পৃথক কমিশন নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতঃপর পূর্ব্বকথিতরূপ সামান্য সংশোধনে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

স্থানীয় সংবাদ

বাস যাত্রীদের দুর্ভোগ—

কিছুদিন হইল পটমদা থানার বেশীর ভাগ যাত্রীই পুরুলিয়াগামী কোন মোটর বাসে স্থান পাইতেছেনা। পুরুলিয়া হইতে বান্দোয়ান বাস সার্ভিসে পটমদার যাত্রীরা যাতায়াত করে। ৪।৫ বৎসর পূর্বে পটমদা পর্য্যন্ত একটী বাস সার্ভিস ছিল কিন্তু তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পুরুলিয়া বান্দোয়ান লাইনে বর্ত্তমানে ২টী মাত্র বাস যাতায়াত করিতেছে। মহালক্ষ্মী ও পশুপতি সার্ভিস নিয়মিত চলিলেও শ্রীরামজী সিংএর বাস কখনই নিয়মিত চলে না। প্রকাশ যে তাহাকে গাড়ী চালাইতে বলিলে তিনি এই কথাই বলেন যে—বর্ত্তমানে এই গবর্মেণ্ট তাহার এবং তিনি ইচ্ছামত গাড়ী চালাইবেন। কেহ কিছু বলিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবারও ভয় দেখান হয়। জনসাধারণের পক্ষ হইতে বাস সার্ভিসের এইরূপ দুরবস্থা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

আগরডি মিডল স্কুল—

বলরামপুর থানার আগরডি গ্রামে গত ৩রা জানুয়ারী হইতে একটী এম, ই স্কুল খোলা হইতেছে। স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীজয়রাম মাহাত আবেদন করিয়াছেন যে স্থানীয় জনসাধারণ তাহাদের ছেলেদের অন্য স্কুলে পাঠাইবার পূর্বে যেন একবার তাহার সহিত সাক্ষাত করেন।

চুবড়া উচ্চ বিদ্যালয়—

প্রকাশ যে পাড়া থানার চুবড়া গ্রামে জনসাধারণ সমবেত হইয়া একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংকল্প করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টীর জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা চলিতেছে।

বিড়ি কারখানায় ধর্ম্মঘট—

পুরুলিয়া শহরের দুইটী বিড়ি কারখানার শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদের দাবী প্রধানতঃ বিড়ি তৈরীর মজুরী বৃদ্ধি করা। বর্ত্তমানে তাহারা প্রতি হাজার বিড়িতে সর্বাধিক ১৸০ টাকা পাইয়া থাকে। ইহা বাড়াইয়া ২৲ টাকা করা এবং সকলকে সমান মজুরী দেওয়া, বিনা কারণে বরখাস্ত না করা প্রভৃতি দাবী তাহারা করিয়াছে। প্রকাশ শীঘ্রই অন্যান্য কারখানার মজুরগণও এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিবে।

থানা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির গৃহে থানা তল্লাসী—

গত ২১শে ডিসেম্বর পটমদা থানার নাচা গ্রামে পটমদা থানা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সমবায় সমিতির সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্তের গৃহে ভোর ৪টার সময় পুলিশ থানাতল্লাসী করে। পুলিশ বিভাগের ডি, এস, পি, বলরামপুরের পুলিশ ইন্সপেক্টার একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়া থানাতল্লাসী চালায়। প্রকাশ যে কমিউনিষ্টদিগকে আশ্রয় দানের সন্দেহেই নাকি থানাতল্লাসী করা হয়। বহু চেষ্টা করিয়াও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

চাষে কংগ্রেস কর্মীর গৃহে থানা তল্লাসী—

গত ১২ই ডিসেম্বর শ্রীমিহিলাল জয়শোয়াল নামক চাষের জনৈক কংগ্রেস কর্মীর গৃহে বেলা ৪টার সময় পুলিশ সদলবলে থানাতল্লাসী করে। ডি, এস, পি, একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, স্থানীয় পুলিশ সশস্ত্র পুলিশ লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া থানা তল্লাসী করে। থানা তল্লাসীর সময় জয়শোয়ালজী অনুপস্থিত ছিলেন। কেবলমাত্র তাহার স্ত্রী ও কন্যা বাড়ীতে ছিলেন। পুলিশ কতকগুলি বই লইয়া যায়। আলমারী ভাঙ্গিয়া জয়শোয়ালজী প্রকাশিত "বীরগর্জ্জন" নামক একখানি পুস্তিকাও পুলিশ লইয়া গিয়াছে।

মানভূমে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ—

গত ৩১শে ডিসেম্বর বোলপুর বিশ্বভারতীর কয়েকজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রী বাঁকুড়া হইয়া পুরুলিয়ায় আসিয়াছেন। গত ১লা জানুয়ারী তারিখে পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের হল এ

সকালে পুরুলিয়ার সঙ্গীতজ্ঞদের এক বৈঠক হয়। বৈকালে উক্ত হলে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও ছাত্রীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়া শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। শ্রীপ্রীতিভূষণ দাস গুপ্ত, চিত্রা মজুমদার, কণিকা মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতের অধ্যাপক শ্রীবীরেন পালিত ও প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীযুক্তা রমা দেবী রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করেন। নৃত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্ত সান (মনিপুরের) সুব্রতা ঘোষ ও সুহিতা মুখার্জি একক ও সমবেতভাবে মনিপুরী ও দক্ষিণ ভারতের কথাকলির রূপক নৃত্য প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গেও তাহারা নৃত্য প্রদর্শন করেন। মাদ্রাজের কুমারী কল্যাণী দক্ষিণ ভারতের একটী রাগিণী আলাপ করেন। সিংহলের শ্রীযুক্ত সমরদিবাকর 'সিতার' বাজান। পরিশেষে সমবেত কণ্ঠে রবিবাবুর 'এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে' ও 'আমাদের শান্তিনিকেতন' এই দুইটী গানের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সভাভঙ্গের প্রাক্কালে শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ অতিথিদের ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে কিছুদিন পূর্বে শান্তিনিকেতনের শ্রীযুক্ত শৈলজাবাবু এখানে আসিয়া এই জিলার ছৌনাচ প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দিত হন। ভারতের ও বিশ্বের সংস্কৃতি ও ভাবধারার সমন্বয়ক্ষেত্র বিশ্বভারতীতে মানভূমের ছৌনাচ, বাউল নাচ, ঝুমুর প্রভৃতির যোগাযোগ রক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশ্বভারতীর সহিত ভারতের সর্বপ্রকার কৃষ্টির যোগাযোগ সাধন তাহাদের উদ্দেশ্য।

শান্তিনিকেতন হইতে আগত ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মনিপুর, বাংলা, সিংহল প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীরা আছেন। তাহারা সকলে ওরা জানুয়ারী তারিখে চাণ্ডিল থানার ডুলমী গ্রামে ছৌনাচ, বাউলনাচ প্রভৃতি মানভূমের লোকনৃত্য ও ঝুমুর প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের সহিত পরিচিত হইবার জন্য যাইতেছেন। অন্যান্য স্থানেও তাহাদের পরিভ্রমণের কথা আছে।

কাশীপুর থানায় আদিবাসী গ্রেপ্তার—

গত ২৭শে ডিসেম্বর কাশীপুর থানার সিংহিকা ও মাজুরমুড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীবাদল মাঝি, জগনা মাঝি, সম মাঝি, রসনাপ্রসাদ মুর্মু, বাবুলাল মাঝি, বাথলু মাঝি, রূপাই মাঝি, কানাই মাঝি, লালু মাঝি, শুনা মাঝি প্রভৃতি প্রায় ১০ জন আদিবাসীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রথমোক্ত তিনজনকে ছাড়িয়া দিয়া শেষোক্ত সাত জনকে হাজতে পাঠান হইয়াছে। ইহারা কিছুদিন পূর্বে বিহার প্রদেশের রাজস্ব মন্ত্রীর নিকট, মানভূমের ডেপুটী কমিশনার ও ডি, এফ ওর নিকট জঙ্গল ও কাঠের অসুবিধার কথা জানাইয়া তাহার প্রতিকারার্থ আবেদন করিয়াছিল।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, পুরুলিয়া।

মহাশয়,

আহাড়োড় নিবাসী তেজু বাউরীর সানুনয় নিবেদন এই যে আমি ভাবিনী বাউরীণের নিকট হইতে জমী খরিদ করি। এই বৎসর ধান্য পাকিলে কাশিপুরস্থ জমীদার শ্রীজনার্দ্দন কিশোর লাল সিং দেও মহাশয়ের তরফ হইতে কর্ম্মচারী শ্রীকালিপদ বন্দোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া বহু লোকজন লইয়া জোর জবরদস্তিপূর্ব্বক আমার বড়ান ধান্যের জমীর (প্রায় ২/ বিঘার) ধান্য পরিমাণ ২৪।২৫ মণ গত ৮।১২।৪৮ তারিখে কাটিয়া লইয়া খাস খামারে উঠাইয়াছেন। আমি অশিক্ষিত গরীব লোক, এইরূপ দেখিয়া গ্রামস্থ লোককে দেখাই; জমীদারের ডেরায় যাই, আমলা উক্ত কালিবাবু দুইশত টাকা দেওয়ার জন্য দাবী জানান ও আমাকে কুকুরের মত তাড়াইয়া দেন। এরূপ করার কোন কারণ বুঝিয়া উঠিতেছি না। জমী আমি রেজেষ্ট্রী করিয়া ক্রয় করিয়াছি।

এ বিষয়ে আমি কংগ্রেস কমিটী, কংগ্রেস সরকার ও শ্রীজনার্দ্দনকিশোর সিং দেও মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও আমাকে ধান্য ফেরৎ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আমি গরীব লোক মামলা মকর্দ্দমা করিবার ক্ষমতা নাই।

এইরূপভাবে নানারূপে আমলা কর্ম্মচারীগণ জনসাধারণের উপর জুলুম চালাইতেছেন। এ বিষয়ে প্রতিকার করিতে মর্জ্জী হয়। নতুবা এই অবস্থায় আমরা বাঁচিতে পারিব না। নিবেদন ইতি—

তাং ১২।৮।৪৮

বিশ্বস্ত
তেজু বাউরী

গ্রাম আহাড়োড়, পোঃ পঞ্চকোটরাজ, থানা কাশিপুর, জেলা মানভূম।

(২)

"মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

কাশীপুর থানার অন্তর্গত কেলাথোল গ্রামবাসী শ্রীরামতনু নাপিত, শ্রীনাগর বাউরি, শ্রীমতি বাউরি, শ্রীলখিরাম মাঝি, শ্রীকালি বাউরি, আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে,

কাশীপুরস্থ জমিদার শ্রীজনার্দ্দন কিশোর সিং দেও মহাশয়ের নিকট হইতে কবুলতি সত্বে রেজেষ্ট্রারি করিয়া জমি ক্রয় করিয়াছি। ঐ সব জমি কেহ ছয় মাস, কেহ এক বৎসর, কেহ বা দুই বৎসর হইল ক্রয় করিয়াছি। ঐ জমি তৈয়ার করিতে কেহ বা পাঁচশ, ছয়শত, এক হাজার করিয়া টাকা খরচ করিয়াছি। জমি ক্রয়ের সময় আমলা কারবারিগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য জমির মূল্য অপেক্ষা বেশী টাকা দিতে হয়। নচেৎ বছরের পর বছর হায়রাণ করিবেন। আমরাও ঐরূপ টাকা দিয়া, হায়রাণ হইয়া জমি ক্রয় করিয়াছি। টাকা হস্তগত করার পর, দলিলে কম টাকা লেখাইয়া রেজেষ্ট্রারি করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে দলিলে যে মূল্য লেখা আছে, সেই মূল্য ফেরৎ দিয়া জমিগুলি কাড়িয়া লইবার জন্য হুমকি দেখাইতেছেন। এমন কি এই বৎসর ঐ সব জমির ধান্য আটক করিয়া শেষে আমাদের নিকট করিতে গাসী, টাকা ইত্যাদি লইয়া ধান্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা গরীব অশিক্ষিত লোক ভয়ে ভয়ে ঐরূপ করিলাম।

কিন্তু এ সবেও সন্তুষ্ট না হইয়া আমলা কারবারীগণ জমিগুলি ফেরৎ লইবার জন্য জোর করিতেছেন। এবং কবুলতি সত্বে রেজেষ্ট্রারি দলিল মানি না বা জানি না বলিয়া বলিতেছেন। খারিজ বা চেক কাটিব বলিয়া দলিলগুলি ভুলাইয়া লইয়া ফেরৎ দিতে রাজি নন।

এ বিষয়ে আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা অজ্ঞ জনসাধারণ তাই এ বিষয়ে কংগ্রেস তথা কংগ্রেস সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহার প্রতিকার আশু প্রয়োজন ও প্রতিকারের আশায় রহিলাম। ইতি—

বিশ্বস্ত

১। শ্রীরামতনু নাপিত, ২। শ্রীনাগর বাউরি, ৩। শ্রীলখিরাম মাঝি, ৪। শ্রীযতি বাউরি, ৫। মাহিন্দি বাউরি, ৬। শ্রীকালি বাউরি।

(৩)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

আমরা তিনজন পিহিকা গ্রামবাসী আমরা টাকা দিয়া গাছ কাটিয়াছি। মহারাজের পিপাহি জয়চাঁদ দেশালীকে কেউ ॥০ আট আনা দিয়া ২টী গাছ, কেউ ৸০ আনা দিয়া ২টী ঝাড়, কেউ ১৲ এক টাকা দিয়া তিনটী ঝাড় ক্রয় করি।

২৭।১২।৪৮ তারিখে দুপুর বেলা থানার দারোগা বাবু আসিয়া আমাদের কাপিষ্ঠায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিয়া পরে দড়ি দিয়া এই অপরাধে থানাতে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া পরে ছাড়িয়া দেন।

কাপিষ্ঠায় লইয়া রাখার সময় শ্রীহরি ডুবে আমাদের বলে যে, তোরা কত টাকা দিতে পারিস বল, আর টাকা এনে দে আমি ছাড় করাই দিচ্ছি। আমরা রাজি হই নাই। এই ডুবে ঠাকুর বহু পলাস গাছ কাটিয়াছে আমাদের সামনে। জয়চাঁদ সিপাহিও বহুগাছ কাটিয়াছে, জামকুড়ির গ্রামের চৌকিদার নিজেও গাছ কাটিয়াছে। উহারা কিরূপে খালাস পাইল জানি না। অথচ আমরা গাছ কাটিয়াছি উহারা সাক্ষ্য দিয়াছে।

আমাদের তিনজনকে একরূপভাবে অপমান করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? আমরা স্বিকার করিতেছি বা করিয়াছি যে বহু আবেদনে জ্বালানী কাষ্ঠ না পাওয়ায় টাকা দিয়া কিনিয়াছি। আমরা দুই গ্রামবাসী পিহিকা ও মাজুরমুড়া বোল আনা দিগর টাকা দিয়া গাছ কাটিয়াছি। এই অপরাধে এই দুই গ্রামবাসীকে জেলে চালান দেওয়া হউক নচেৎ সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত ভাইদের ছাড়িয়া দিয়া জ্বালানী কাষ্ঠের ব্যবস্থা করিতে বিহারের কংগ্রেসী সরকারকে অনুরোধ করি। ইতি—

বিশ্বস্ত

১। শ্রীবাদল মাঝি, ২। শ্রীজগনা মাঝি, ৩। সম মাঝি।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধিঃ সমর সিংহ, তুলমী
পুরুলিয়া

বিজ্ঞাপন

এই বারের কোটায় অতি অল্প সংখ্যক ষ্ট্যাণ্ডার্ড এবং পোর্টেব্‌ল টাইপ রাইটার আসিতেছে। সুতরাং অগ্রিম ২০৲ টাকা জমা দিয়া অর্ডার রেজিষ্ট্রী করুন।

পুরুলিয়া
১।১।৪৯

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ

সুদক্ষ পরিচালক ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী দ্বারা আপনাদের যাবতীয় ইলেকট্রিক ওয়্যারিং ফিটিং ইত্যাদি ও সকল প্রকার ইলেকট্রিক তার ও বাল্‌বের জন্য আমাদের নিকট অনুসন্ধান করুন।

দোলগোবিন্দ ঘোষ
তারা ইলেকট্রিক ষ্টোরস্
পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট, পুরুলিয়া।

ওষুধপত্র
ও
অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয়
নানারকম ভালো জিনিষ
সুবিধা দরে
পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী
পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন।

বলরামপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য হিন্দি সাহিত্যে উত্তীর্ণ একজন ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষক প্রয়োজন। মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা আগামী ৭ই জানুয়ারী ১৯৪৯ মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। ইতি—

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ওঝা
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
সদর লোকাল বোর্ড।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
৫ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে পৌষ ১৩৫৫, ১০ই জানুয়ারী ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৶০

Spares ? Accessories ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

FOR IMMEDIATE SALE

315 Tins Ghee.

Apply :---The Central Bank of India Ltd,
PURULIA,

মুক্তির নিয়মাবলী

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
যান্মাসিক " — ৩।০ "
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে ।/০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:
ম্যানেজার "মুক্তি" কার্য্যালয়, পুরুলিয়া।

কদিগের যে সংখ্যায় "মুক্তি" পত্রিকা পাইবার ময় উত্তীর্ণ হইবে তাহার দুই সপ্তাহ পূর্বে হাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে ও তাহার র গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক নাইলে, নূতন সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠান তৎকালে উহা ফেরৎ দিয়া আমা-ক্ষতিগ্রস্ত না করাই বিধেয়।

বিজ্ঞাপন

সোনাথোল-কালাপাথর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য একজন ইণ্টারমিডিয়েট অথবা বি, এ, পাশ হেড্ মাষ্টার আবশ্যক। যোগ্যতা অনুসারে বেতন দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীক্ষ্যাপা মনোহরদাস বৈষ্ণব
সেক্রেটারী
সোনাথোল-কালাপাথর
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়
পোঃ গৌরাঙ্গডি, জেলা মানভূম।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

(স্থান পরিবর্ত্তনঃ—৺প্রতাপ চন্দ্র সেন মহাশয়ের তামাকের দোকানের পশ্চাতে শ্রীসুগনচাঁদ দাতব্য চিকিৎসালয় রোডের উপর আসিয়াছে)

এখানে স্কুল ও কলেজের যাবতীয় পাঠ্য পুস্তক, প্রাইজ এবং লাইব্রেরীর উপযোগী সকল প্রকার ধর্ম্মপুস্তক, নাটক, নভেল, খাতা, কলম দোয়াত প্রভৃতি ও খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম, এবং বিস্কুট, উৎকৃষ্ট দারজিলিং চা ও যাবতীয় মনোহারী দ্রব্য খুচরা এবং পাইকারি দরে অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১০।১২।৪৮ — **শ্রীতারাপদ সরকার**
ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ২৬শে পৌষ

শিক্ষায় সাম্রাজ্যবাদ

মানভূম জিলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুদিন হইতেই বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত মানভূম জিলার জনসাধারণ অপেক্ষা করিতেছিল এই আশায় যে, স্বাধীন দেশের কর্ণধারগণ এবিষয়ে একটা সুব্যবস্থা করিবেন। পণ্ডিতদের স্কুল করা, ছেলেদের স্কুলে পড়া, একটা দুর্ঘট, অপমানকর ও নিতান্ত গ্লানির ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। একটা স্বাধীন দেশে এ অবস্থার কল্পনা করা যায় না যে, জনসাধারণ নিশ্চিন্ত মনে তাহাদের শিশু সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেনা, শিক্ষকগণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছাত্রদের শিক্ষাদান করিতে পারিবে না। একটা বিচার বুদ্ধিহীন স্বেচ্ছাচারিতা মানভূম জিলার জনসাধারণকে খিন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

সম্প্রতি ইহা চরমে উঠিয়াছে পুরুলিয়া জিলা স্কুলের ব্যাপার লইয়া। মানভূম জিলায় পুরুলিয়াস্থিত এই জিলা স্কুলটীর ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৬০০ হইবে। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন বাংলা ভাষাভাষী ছাত্র অর্থাৎ বাংলা তাহাদের মাতৃভাষা, বাংলাতে তাহারা লেখাপড়া করে, পরীক্ষা দেয়।

পুরুলিয়া জিলা স্কুলে ৪র্থ শ্রেণী (ক্লাস ফোর) হইতে একাদশ শ্রেণী (ক্লাস ইলেভন্) পর্য্যন্ত আটটী শ্রেণী আছে। এই ৮টী শ্রেণীর মধ্যে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী প্রাথমিক (Primary) ও ষষ্ঠ হইতে একাদশ শ্রেণী অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত মাধ্যমিক (Secondary) পর্য্যায়ে পড়ে। প্রত্যেক ক্লাসেই দুইটী সেক্সন অর্থাৎ বিভাগ আছে। হিন্দী সেক্সন ও বাংলা সেক্সন। হিন্দী সেক্সন সেই সব ছাত্রদের জন্য যাহারা হিন্দী ভাষাভাষী, হিন্দীই যাহাদের শিক্ষার মাধ্যম। বাংলা সেকসন বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য—বাংলা যাহাদের শিক্ষার মাধ্যম। পুরুলিয়া জিলা স্কুলে যে কেহ অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে ছাত্র সংখ্যা বাংলা সেকসনগুলিতেই ভর্ত্তি থাকে। বহু ক্ষেত্রে হিন্দী সেকসনে ছাত্রাভাবে স্থান খালি থাকে। তখন অনেক সময় বাংলা ভাষাভাষী ছেলেকে হিন্দী সেকসনে ভর্ত্তি করা হয় এবং এই রকম বহু ছাত্র হিন্দী সেকসনে নাম থাকিলেও বাংলার মাধ্যমেই পড়াশুনা করিয়া থাকে ও পরীক্ষা দিয়া থাকে।

পূজার পূর্বে অর্থাৎ আনুমানিক আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে, পুরুলিয়া জিলা স্কুলে গবর্মেণ্ট হইতে এই নির্দ্দেশ দিয়া এক সার্কুলার আসে যে, সরকারী স্কুলে এক হিন্দী ছাড়া অন্য কোন ভাষার জন্য কোন বিশেষ সেক্সন, বিভাগ বা ব্যবস্থা থাকিবে না। গবর্মেণ্ট এবং গবর্মেণ্ট পরিচালিত সকল স্কুলে অতঃপর সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা (Non Language Subjects) একমাত্র হিন্দীর মাধ্যমেই দেওয়া হইবে। এই বৎসর হইতেই চতুর্থ শ্রেণী হইতে সুরু করিয়া একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষার ব্যবস্থা এক হিন্দী ছাড়া অন্য কিছু থাকিবেনা। Non Language Subjects অর্থাৎ নিজেদের সাহিত্য ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়—ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার মাধ্যম একমাত্র হিন্দীতে হইবে। পরীক্ষার পরে যে নূতন বৎসর ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে সুরু হইল—এই বৎসর হইতেই এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

এ সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। নূতন সিলেবাস অনুযায়ী নূতন পাঠ্য তালিকা এখন কোন স্কুলেই দেওয়া হয় নাই। এই সিলেবাসও জিলার শতকরা ১টী স্কুলেও দেওয়া হইয়াছে কিনা সন্দেহ। শিক্ষা বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে যতদিন না নূতন পাঠ্য তালিকা দেওয়া হইতেছে ততদিন ছাত্ররা এবং অভিভাবকেরা যেন অনুমোদিত অননুমোদিত কোন বইই না কেনেন। এই পাঠ্য তালিকা ফেব্রুয়ারী, মার্চের পূর্বে পাওয়া যাইবে না, এবং পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী যে সমস্ত বিশেষ পাঠ্য পুস্তকের প্রবর্ত্তন করা হইবে তাহাও বাজারে মার্চ এপ্রিলের পূর্বে লভ্য হইবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং এই তিন চারি মাস ছাত্রদিগকে শিক্ষকদের নিকট হইতে মুখে মুখেই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। জানুয়ারীতে স্কুল খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে নিছক হিন্দীর মাধ্যমে এরূপ শিক্ষা কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

যে স্থলে শতকরা ৭৫ জন ছাত্র বাঙ্গলা ভাষী সেখানে কেবল নিছক হিন্দীর মাধ্যমেই সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা শুধু সমস্ত শিক্ষানীতির বিরোধীই নয়, ইহা অমানুষিক। অমানুষিক এই জন্যই যে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জোর করিয়া যেটা মাতৃভাষা তাহা উঠাইয়া দিয়া অন্য ভাষা চাপাইয়া দেওয়া হইলে হয় তাহাদিগকে লেখা পড়া ছাড়িতে হইবে নয় শিক্ষার দিক দিয়া পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে। হিন্দী প্রাদেশিক ভাষাই হউক বা রাষ্ট্র ভাষাই হউক অহিন্দী ভাষীদের ইহা শিখাইতে হইলে মাতৃভাষাকে জোর করিয়া পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করা—একমাত্র বন্য নীতি ছাড়া অন্য কোন নীতির সহিত সমঞ্জস নয়। কংগ্রেসী গবর্মেণ্টের শিক্ষানীতি এই জিলাতে যে পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা শুধু সর্বসভ্যসমাজ বহির্ভূত অন্যায়ই নয়, ইহা কংগ্রেসের আদর্শ বিরোধী, স্বাধীনতার আদর্শ বিরোধী, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির বিরোধী, স্বাধীন নাগরিকের মৌলিক অধিকারের বিরোধী, গান্ধীজীর আদর্শ বিরোধী এবং সর্বোপরি মানবতার বিরোধী।

১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসে ও ১৯৪৫-৪৬ সালের কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয় যে—সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের, কৃষ্টি, ভাষা এবং বর্ণমালা রক্ষা করা হইবে।

ওয়ার্দ্ধাতে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৭, ভারতের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে স্থির হয় যে—

১। এই সম্মেলনের অভিমত এই যে সমগ্র জাতির মধ্যে সাত বৎসর ধরিয়া অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

২। শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হইবে।

ইহার পরেই হরিপুরা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়—" * * * কংগ্রেসের এই অভিমত যে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বুনিয়াদী ধরণের শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে—

১। সমগ্র জাতির মধ্যে সাত বৎসর ধরিয়া অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

২। মাতৃভাষাকে অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যম করিতে হইবে। (The medium of education must be mother tongue).

১৯৩৯ সালে বাঙ্গালী বিহারী সমস্যা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নিখিল ভারত কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই রিপোর্টে তিনি শিক্ষার সম্বন্ধে নিজের যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এবং যাহা কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল তাহা এই—

"বিহারে যে সমস্ত অঞ্চলে বাংলা কথ্য ভাষা সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলাই শিক্ষার মাধ্যম হইবে। * * * * উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে (In Secondary Schools) প্রদেশের ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু অন্য ভাষা কথিত হয় এরূপ যে কোন জিলার অধিবাসীরা যদি দাবী করে তাহা হইলে গবর্মেণ্টকে অন্য যে কোন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে" (Bengali Bihari question P. 3).

১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৮ নয়া দিল্লীতে প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ, বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারগণ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরসমূহ, দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্দ, এবং বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীগণকে লইয়া কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের ব্যবস্থাধীনে যে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনের সভাপতিরূপে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী মৌঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন যে—

"এ বিষয়ে সকলেই একমত যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা (Primary and Secondary Education) মাতৃভাষার মারফতই হইতে পারে।"

এই নীতিকে স্বীকার করিয়া উক্ত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং শিক্ষা বিষয়ে সমস্ত আলোচনা করিয়া ভারত গবর্মেণ্টের শিক্ষার নীতি ও বিশদ ব্যবস্থা কি হইবে তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভাইসচ্যান্সেলারগণ ও অন্যান্য শিক্ষাবিদগণকে লইয়া একটী কমিটী গঠনের সুপারিস করা হয়। এই অনুযায়ী কমিটী গঠন করিয়া নয়া দিল্লীতে মে মাসে এই কমিটীর বৈঠক হয়।

১৯৪৮ সালের ১লা মে ভারত গবর্মেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত—ভারত ইউনিয়নের ২৪টী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার, স্যার এস, এস, ভাটনগর, ডাঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জ্জিকে লইয়া গঠিত—একটী কমিটীর (বিশ্ব বিদ্যালয়ে

শিক্ষার মাধ্যম স্থির করিবার জন্য নিযুক্ত) অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে—গত জানুয়ারী মাসে নয়া দিল্লীতে সমস্ত প্রদেশের মন্ত্রী প্রভৃতিকে লইয়া যে শিক্ষা সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে সমস্ত প্রদেশই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে (Primary and Secondary Education) মাতৃ ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হইবে।

গত ১৪ই আগষ্ট ভারত গবর্মেণ্টের গেজেটে ভারত সরকারের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। তাহাতে যাহা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার মর্ম এই—

বালকদিগের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হইবে এই নীতি ভারত গবর্মেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ব্যতিক্রম বালকদিগের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর সুতরাং সমাজের স্বার্থের দিক দিয়াও ইহা অনিষ্টকর। এমন কোন প্রদেশ নাই যেখানে একটী ভাষা মুখ্যতঃ প্রচলিত থাকিলেও সেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে নাই। এই রকম পরিস্থিতিতে কোন প্রদেশ বা রাজ্যের পক্ষে যে কোন একটী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এরূপ পৃথক পৃথক জনমণ্ডলী যে প্রদেশে বাস করে সেখানে একটী ভাষাকেই স্বীকার করিয়া তাহা জোর করিয়া সকলের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিতে গেলে অসন্তোষ এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতে বাধ্য। ইহাতে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রীতির সম্বন্ধ নষ্ট করিবে এবং পরস্পরের প্রতি প্রতিশোধ লওয়ার একটা দূষিত মণ্ডলীর সৃষ্টি করিবে। প্রাদেশিকতার সৃষ্টি হইয়া ভারতীয় জাতীয়তা ধ্বংস হইবে।" *

এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে—"ইউরোপের দেশগুলির ইতিহাস দেখিয়া আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। ইংলণ্ড—আয়ার্লণ্ডের উপর ইংরাজী ভাষা, জার্মানী—পোলাণ্ডের উপর জার্মান ভাষা, জবরদস্তি করিয়া চাপাইতে চাহিয়াছিল। পূর্ব ইউরোপীয় রাজ্যগুলি তাহাদের দেশে যে সমস্ত বিদেশী ভাষাভাষী অধিবাসীর সমষ্টি ছিল—তাহাদের উপর জোর করিয়া নিজেদের বিশেষ ভাষাগুলি চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ফল হইয়াছে—ভীষণ মারাত্মক।

ইউরোপীয়ানরা যে নীতি অনুসরণ করিয়া নিজেদের মধ্যে দুর্দ্দৈবের সৃষ্টি করিয়াছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই নীতি গ্রহণ করার পক্ষে কোন সমর্থনযোগ্য কারণ বর্ত্তমান নাই। সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলিই ভারতীয় ভাষা। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ—সেই প্রদেশের অধিবাসী বালকদের—মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাইবার যে মৌলিক অধিকার তাহা হইতে কেন বঞ্চিত করিতে চাহিবে? ইহার সমর্থনে ত কোন যুক্তিই নাই।"

এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে—এইরূপ ভিন্ন ভাষাভাষী বালকদের ভাষার ব্যবহারের জন্য ছাত্রদের একটা নিম্নতম সংখ্যা ঠিক করিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোন প্রাদেশিক অথবা দেশীয় রাজ্যের গবর্মেণ্ট এই রকম ভিন্ন ভাষাভাষী বালকদের উপর, একটা বিশেষ ভাষা জোর করিয়া চাপাইবার কাজ হইতে শুধু বিরত হইলেই চলিবেনা তাহারা অন্যান্য বালকদের শিক্ষার জন্য যে সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা দেন ইহাদের জন্য তাহাদের সেই সব ব্যবস্থা ঠিক সেই রকম-ভাবেই করিতে হইবে।

" ভারত গবর্মেণ্টের অভিমত এই যে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ইহাই বাঞ্ছনীয় যে, সমস্ত প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গবর্মেণ্ট ভারত গবর্মেণ্টের নির্দ্ধারিত এই নীতি অবশ্য অনুসরণ করিবেন।"

কিন্তু পুরুলিয়া জিলা স্কুলে যেখানে শতকরা ৭৫ জন বাংলা ভাষাভাষী ছাত্র সেখানে সম্পূর্ণরূপে বাংলার মাধ্যম উঠাইয়া দিয়া চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা ভাষী শিশুদেরও একমাত্র হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য করা হইতেছে—তাহাতে বিহার গবর্মেণ্ট ভারত গবর্মেণ্টের এই ঘোষিত নীতি ও নির্দ্দেশের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিতেছেন।

" গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে নয়া দিল্লীতে গণপরিষদ কর্ত্তৃক ভারতের নাগরিকদের ভাষা ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকার স্বীকৃত ও ঘোষিত হইয়াছে—"ভারত অথবা ভারতের যে কোন অংশের অধিবাসী, পৃথক ভাষা, হরফ ও সংস্কৃতির অধিকারী যে কোন সম্প্রদায়ের নাগরিকের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার আছে। মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে।"

পুরুলিয়া জিলা স্কুলে সমগ্রভাবে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা উঠাইয়া দিয়া—গণপরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত ভাষা ও শিক্ষার

সম্বন্ধে, স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে সম্পূর্ণ ভাবে বিহার সরকার নষ্ট করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে বিশেষভাবে বলিয়াছেন—“এ বিষয়ে আমার কোন প্রকার সন্দেহ নাই যে, যাহাদের হাতে যুবকদের শিক্ষার ভার আছে তাহারা যদি মনস্থির করেন, তবে ইহাই দেখিতে পাইবেন যে, শিশুর শরীরের বৃদ্ধির জন্য মাতৃস্তন্য যেরূপ স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োজন, ঠিক সেই রকম ভাবেই মানুষের মনের উন্নতি ও বিকাশের জন্য তাহার মাতৃভাষা স্বাভাবিক ভাবেই অপরিহার্য্য। ইহা ছাড়া আর অন্য কিছু হইতে পারে কি? শিশু তাহার মায়ের নিকট হইতে প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। সে জন্যই মাতৃভূমির সন্তানদের মনের বিকাশের জন্য মাতৃভাষা ছাড়া যদি অন্য কোন ভাষা জোর করিয়া চাপান হয় তবে তাহা আমি মাতৃভূমির বিরুদ্ধে পাপ বলিয়া মনে করি’ (Medium of Instruction)

আজ যাহারা জিলা স্কুলের শতকরা ৭৫ জন বাংলা ভাষী ছাত্রের উপর শিক্ষার মাধ্যমরূপে তাহাদের মাতৃভাষাকে উঠাইয়া দিয়া অন্য ভাষা জোর করিয়া চাপাইতেছেন, মহাত্মা গান্ধীর মতে তাহারা মাতৃভূমির বিরুদ্ধে পাপ করিতেছেন।

আজ তাই আমরা সমগ্রভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নিকট, ভারত গবর্মেণ্টের নিকট এবং সমস্ত দেশবাসীর নিকট বিহার সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিতেছি যে—তাহারা কংগ্রেস, ভারত গবর্মেণ্ট গণপরিষদ, ও মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক স্বীকৃত, গৃহীত, ঘোষিত ও নির্দ্দেশিত নীতি, আদর্শ, মৌলিক অধিকার ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বাধীনতার আদর্শ ও জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্য করিয়া দেশের অনিষ্ট করিতেছেন। আমরা আজ সত্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, দেশ ও মানবতার নামে বিহার সরকারকে অপরাধী করিতেছি।

জিলা স্কুলে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে না রাখিয়া তাহা উঠাইয়া হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যম রূপে প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা—বিহার গবমেণ্টের ব্যাপক শিক্ষানীতির নমুনা মাত্র। মানভূম তথা জিলা স্কুলের শতকরা ৭৫ জন ছাত্রের মাতৃভাষা বাংলা জানিয়াও এই সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তি করিতে পরিচালকদের দ্বিধা বোধ হয় নাই—ইহা নগ্ন এবং বেপরোয়া দুর্নীতি বৃত্তির পরিচায়ক। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে মানভূম জিলার বাংলা ভাষাভাষী জন সাধারণেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। ইহাকে আজ কোন প্রকারে অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইবার অবকাশ নাই। নিখিল ভারতের যে কোন ব্যক্তিকে আমরা আহ্বান করিতেছি—এখানে আসিলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইবে—স্বাধীন ভারতে মানুষের মনুষ্যত্বকে কেমন করিয়া অপমান করা হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে এবং মানভূম জিলার জনসাধারণ সেই স্বাধীনতার যুদ্ধে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা যে কোন দেশের পক্ষেই গর্বের বিষয়। কিন্তু এই স্বাধীনতা তাহার নিকট কী রূপে দেখা দিতেছে? একটী অস্থির মস্তিস্ক দায়িত্ব জ্ঞানহীন লোককে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা করিয়া এখানে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত সরকারী শাসনযন্ত্র নানাভাবে নানারূপে জনগণকে উদ্বাস্তু করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ভাষা, তাহার কৃষ্টি, তাহার শিক্ষা, তাহার অর্থনৈতিক অবস্থা এমন কি তাহার দৈনন্দিন জীবন পর্য্যন্ত অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। আজ বড়ই ক্ষোভ ও দুঃখের সহিতই একথা বলিতে হইতেছে যে, দেশের নেতৃবৃন্দ, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত আদর্শ, মহান বাক্য, কর্ত্তব্যের কথা বলিয়া থাকেন তাহার কোন মূল্যই মানভূম জিলার জনসাধারণের নিকট নাই। সুদূর পল্লীগ্রামের অর্দ্ধনগ্ন নিরক্ষর চাষী হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের উচ্চতম স্তরে প্রতিষ্ঠিত—সকলেই ইহা অনুভব করিতেছে। এ কী নির্মম ব্যবস্থা, নিষ্ঠুর পরিহাস! সর্বভারতের নেতৃবৃন্দকে আমরা আহ্বান করিতেছি আজ ইহার বিচারের জন্য। মানুষের মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা—আজ তাহাদের দ্বারাই হইতেছে—যাহারা একদিন স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; সে জন্যই জনসাধারণ তাহাদের হাতে বিশ্বাস করিয়া ক্ষমতা অর্পন করিয়াছে। আজ বাস্তবিকই ইহার বিচার প্রয়োজন। ক্ষমতার বলই সব নয়। গান্ধীজী দেশকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—মানভূমের জনসাধারণ মানভূমের কর্মীসমাজ সে শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। বীরের অহিংসা নির্ভিকের আত্মত্যাগের শক্তি, ঐশ্বর্য্যের অলীক মোহে তাহারা হারায় নাই। অন্যায় ও অসত্যকে তাহারা মানিয়া লইবেনা। ভগবান তাহাদের শক্তি দিবেন।

প্রদেশের 'পরিচালকবৃন্দ' তাহারা রাষ্ট্রেরই হোন বা কংগ্রেসেরই হোন তাহাদের নিজেদের অন্তর আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলিতেছি। এখানে প্রদেশ বা প্রাদেশিকতার কোন প্রশ্ন নাই। এখানে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের মনুষ্যত্বের প্রশ্ন, তাহার ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রদ্বারা ঘোষিত অধিকারের প্রশ্ন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যাভিচার চলিয়াছে তাহা সেই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়—মানভূমের জনজীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাহার অভিযান চলিয়াছে। ইহার প্রতিকার চাই। আজ তাই আমরা নিখিল ভারত কংগ্রেস, ভারত সরকার, দেশের নেতৃবৃন্দ ও দেশবাসীকে এই সমস্ত অন্যায়ের বিচার করিয়া প্রতীকার ও ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি। মানভূম ইহা কখনই সহ্য করিবে না।

কর্মীর ব্যয়ভার

[কিশোরলাল মশরুওয়ালা]

“আমার মনে হয়, গ্রামগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য প্রত্যেক গ্রামে একদল সর্বসময়ের কর্মী থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে যাঁহারা এই কার্যে অকপটে পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় খারাপ। তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া অনেক কর্মীকে ভাল চাকরি লইতে হইয়াছে। অসহায় অবস্থায় পড়িয়া তাঁহাদের ন্যায়নিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ আচরণের যে মান পূর্বে ছিল তাহা নামিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন কমিটিতে বা অন্য পদে নিযুক্ত হইলে ভাতা পাওয়া যায়—লোভে পড়িয়া তাঁহারা উহার প্রয়াসী হইতেছেন। ফলে সেবার আগ্রহ কমিয়া যাইতেছে। এমন কোন একটি প্রতিষ্ঠান যদি থাকে, যাহার ব্যবস্থায় এই সকল কর্মী জীবিকার্জনের দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইতে প্যারে, তবে ঐ কর্মীদের কয়েকজন জনসেবার বলিষ্ঠ শক্তি ও উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে পারিবে। অচিরে এইরূপ একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য না হইলে দক্ষ ও অনুরাগী কর্মীরা বর্তমান অপেক্ষা আরও বিরল হইয়া উঠিবে। ফলে লোকে কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস হারাইবে। অতএব এই বিষয়টির প্রতি এখনই মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।”

উপরের কথাগুলি একখানি চিঠিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লেখা হইয়াছে। এই বিষয় সম্পর্কে লোকে ব্যাপকভাবে যে মত পোষণ করে ইহা তাহারই প্রতিধ্বনি। কথাগুলির মধ্যে সার আছে। আমাদের লক্ষ লক্ষ সর্বসময়ের কর্মীর প্রয়োজন। শ্রীরবিশঙ্কর ব্যাস, আপ্পা পটবর্ধন, টীমপ্পা নায়ক প্রভৃতি কয়েকজনের মত কর্মী সংখ্যায় অনেক হইতে পারে না—তাঁহারা ত দেশের কারণে কার্যত সন্ন্যাসী হইয়াছেন। অধিকাংশ কর্মীরই একটা স্থুল অবলম্বন থাকা চাই—তবেই তাহারা দৃঢ়ভাবে আপন কর্তব্যে রত হইয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু প্রশ্ন এই—কিরূপে কাহার দ্বারা তাহাদের ভরণপোষণ হইবে?

দেশে যাবজ্জীবন কর্মীদের অখিল-ভারতীয়, প্রান্তীয় বা স্থানীয় কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের কয়েকটিতে বড় বড় কর্মী আছেন, কয়েকটিতে আবার সাধারণ কর্মীরা আছেন। ভারত-সেবক-সমিতি, লোক-সেবক-সমিতি, অখিল ভারত চরখা-সঙ্ঘ, অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ-সঙ্ঘ, হিন্দুস্থানী তালিমী-সঙ্ঘ, গোসেবা-সঙ্ঘ, হরিজন সেবক-সঙ্ঘ, কস্তুরবা উপনিধি-সমিতি, ইহারা সকলেই সর্বসময়ের কর্মী রাখেন। গান্ধী সেবাসঙ্ঘও কয়েক বৎসর ধরিয়া ঐরূপ করিয়াছেন। গান্ধী স্মার[ক] ভাণ্ডার ও সর্ব সেবা সঙ্ঘও ভবিষ্যতে ঐ ধরণের কিছু ক[রি]বেন বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু এইরূপ প্রতি[ষ্ঠান] যদি আর পঞ্চাশটিও থাকে, তথাপি তাহারা দেশের ক[...] যে লক্ষ লক্ষ কর্মীর প্রয়োজন তাহার অল্প কয়জনকেই স্থান দিতে পারিবে—সেটুকু করিতেও তাহাদিগকে বেগ পাইতে হইবে।

এইরূপ আজীবন কর্মীদের প্রতিষ্ঠানগুলিরও নানা অক্ষমতা-অসুবিধা থাকিবে—তাহার মধ্যে প্রধান হইল এই যে তাহাদের অনেক টাকার প্রয়োজন। এই সব প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে যোগ্য সদস্যদের কয়েকজনের সাধারণত কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাই প্রধান কাজ হয়। ইহার পর হইতে সে আর ঠিক কর্মী থাকে না—যাহাকে বলে গঠনকারী অর্থাৎ অর্থ সংগ্রাহক, সে, তাহাই হইয়া উঠে।

তারপর, বৃহৎ অর্থভাণ্ডারের জন্য বড় বড় দাতা খুঁজিতে হয়। প্রতিষ্ঠান প্রায়ই তখন দুই চারিজন দাতার আশ্রিত হইয়া উঠে। ধনী লোকদের মানবতা ও হৃদয়ের প্রসার নাই এমন নয়, আর তাহারা যে শুধু বেশ দান করে তাহা নয়, তাহাদের দানে প্রেম ও বিশ্বাসও থাকে। কিন্তু হাজার হাজার গরীব লোকের মাঝে ধনীর অস্তিত্বই বৈষম্যপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা সূচিত করে। দাতা যতই সৎ, উদার ও গুণবান্ হউন না কেন, তাঁর ধনার্জন কখনই অন্যায়, শোষণ ও অসৎ উপায় অবলম্বনের গ্লানি হইতে মুক্ত হইতে পারে না। তিনি নিজে যদি বা এই সকল দোষ হইতে মুক্ত হন, তথাপি নিজের অংশীদার, সহায়ক এবং সংশ্লিষ্ট অপর লোকের ঐরূপ আচরণ তিনি সহ্য করিয়া যান। হয়ত বা যে পৈতৃক ধনে তিনি অধিকারী হইয়াছেন তাহা অসদুপায়ে অর্জিত। অথচ সাধুতা, কঠিন শ্রম ও মিতব্যয়িতার দ্বারা কখন অল্প সময়ের মধ্যে অধিক

ধন সঞ্চিত হইতে পারে না। ধনীর অবাধ দান ও পোষকতার ফলে প্রতিষ্ঠানের, সর্বোত্তম কর্মীদের উপরও তাঁহার প্রভাব পড়ে। নির্ভীক সমালোচক বলিয়া কর্মীর সুনাম থাকিতে পারে, কিন্তু যে-ধনী তাহার প্রতিষ্ঠানের পোষক, সমালোচনার বেলায় কর্মী স্বতঃই তাঁহাকে বাদ দেয়। আর যে পোষক অপেক্ষাকৃত হিসাবী ও ধূর্ত তাঁহার বৃহৎ দান টাকা খাটানোরই একটা রকমফের হইয়া উঠে। তিনি নিজের ব্যবসায় ও তৎসংশ্লিষ্ট লোকেদের উপর যেমন প্রভুত্ব করিয়া থাকেন, প্রতিষ্ঠান ও তাহার কর্মীদের উপরও সাধারণত সেই প্রভুত্ব করেন। কর্মী-প্রতিষ্ঠান ও তাহার সদস্যদের কাজের প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা হ্রাস পাইবার একটি কারণ হইল এই যে, আপন ভরণপোষণের জন্য তাঁহারা ধনীর উপর নির্ভর করেন।

আবার দেশে বর্তমানে যে চিন্তাধারা চলিতেছে, তাহাতে বৎসরের পর বৎসর ধনীর উপর আইনগত বিধিনিষেধ আসিয়া পড়িবে। দ্রুত হউক অথবা ধীরে, ধনীরা দেখিবে নূতন চিন্তাধারা অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের লাভ, সুদের হার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ প্রভৃতি কমিয়া যাইবে। ধনীর অর্থ উপার্জনের পদ্ধতি সমালোচনার বিষয় হইবে—প্রায় তাহার তীব্র সমালোচনা চলিবে। ধনীদের প্রভাব হ্রাস করিবার দিকে কর্মীরা কার্যত বেশি কিছু করিতে পারুক বা না পারুক, লোকের সুমুখে তাহারা যে ভাবধারা ধরিবে, তাহা ধনীর স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। আবার ইহারই সহিত তাহারা যখন ধনীর কাছে চাঁদার খাতা ধরিবে, তখন ধনীদের মনে হইবে যে, এই সব প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দিয়া তাঁহারা তাহাদের প্রতিপক্ষেরই পোষণ করিতেছেন। কর্মীদের প্রতিষ্ঠানে ভাল চাঁদা দিবার উৎসাহ যে ধনীদের কমিয়া যাইতেছে ইহা তাহার একটি কারণ।

পক্ষান্তরে, জনগণের মনে মিথ্যা আশা জাগানো হইয়াছে এবং ভ্রান্ত চিন্তাধারায় তাহারা অভ্যস্ত হইয়াছে। লোকে চায়, ভাল কর্মীরা তাহাদের মাঝে কাজ করুক, কিন্তু তাহারা মনে করে যে, কর্মীদের ব্যয়ভার হয় গবর্মেণ্ট বহন করুক অথবা বর্তমানে যেমন হইতেছে—কর্মী-প্রতিষ্ঠানগুলিই সেই খরচ চালাইয়া যাউক, আর তাহার জন্য কর্মীরা নিজেরাই সেই গ্রামের বাহির হইতে অনেক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া আনুক। আবার অপর একদল মনে করেন, প্রতিষ্ঠান যদি সর্বসময়ে কর্মীদের খরচ চালায় তবে তাহাদের মধ্যে ভাল কর্মী হয় না। নিজেদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে বলিয়াই তাহারা সুতাকাটা, তাঁতবোনা, ঝাড়ু দেওয়া, সাফাই করা প্রভৃতি কাজে সময় দিতে পারে। কিন্তু সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাহাদের জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়, তাহারা ঐ সকল 'সখের কাজে' লাগিতে পারে না। তাহারা এমন কর্মী চায় যাহারা সুতাকাটা বা সাফাই কাজে গ্রামের লোককে না ডাকিয়াই আপন জীবিকা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামসেবা করিবে। এইরূপ পরিবেশের মধ্যে কর্মী ও তাহার সেবাকার্য্য উভয়েরই ক্ষতি হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

অতএব, লোকে যদি চায় যে ভাল কর্মীরা আসিয়া তাহাদের সেবা করুক, তবে কর্মীদের প্রয়োজনের প্রতি তাহাদের মনোযোগী হইতে হইবে, কর্মী যে-সেবাকার্য করিবে তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে।

১। মোটামুটি আয়ের সাধারণ লোককে বিশ্বস্ত ভাল কর্মীর ব্যয়ভার বহন করা নিজের কাজ বলিয়া মনে করিতে হইবে। কর্মীরা যেন ধনীর আশ্রিত হইয়া পড়িতে বাধ্য না হয়।

২। এই অবস্থা পরিহার করিবার সদুপায় হইল লোকের নিজের দিক হইতে অর্থসংগ্রহ সুরু করা এবং কোন একজন ধনীর নিকট হইতে যে-দান গ্রহণ করা হইবে তাহাকে সীমার মধ্যে রাখা। কোন কোন প্রতিষ্ঠান ন্যূনকল্পে কত দান গ্রহণ করিবে তাহা বাঁধিয়া দেয়। আমি কিন্তু তাহার উল্টা কথাটাই বলি। আমি বলি, দানের সর্বনিম্ন হার হইবে এক পয়সা—লোকমান্য তিলকের 'পয়সা ভাণ্ডার'-এ অথবা হরিজনের জন্য গান্ধীজীর অর্থসংগ্রহব্যাপারে যেমন ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দানের সর্বোচ্চ সীমা ঠিক করিয়া দিতে হইবেই, যেমন বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী ৫৲, ১০৲ বা ২৫৲ টাকা—কোন একজন দাতার নিকট হইতে তদপেক্ষা অধিক চাঁদা লওয়া হইবে না।

৩। শুধু টাকা পয়সায় চাঁদা লওয়ার প্রথাও ছাড়িতে হইবে। অর্থের বদলে দ্রব্যে চাঁদা দিতে উৎসাহ দিতে হইবে।

৪। কেহ দান করিতেছেন বলিয়া প্রতিষ্ঠান, ভবন, আশ্রম প্রভৃতি তাঁহার বা তাঁহার আত্মীয় বা বন্ধুর নামে করিয়া দিতে হইবে অথবা তাঁহার আত্মীয়কে ঐ সকলের ন্যাসরক্ষক হিসাবে লইতে হইবে—দানগ্রহণে এরূপ কোন সর্ত স্বীকার করা হইবে না।

৫। যাহারা কর্মীকে নিজেদের মাঝে রাখিতে চায়, তাহাদের কর্মীর প্রয়োজন ও নিজেদের প্রয়োজনকে তুল্যমূল্য ভাবিতে হইবে। অত্যন্ত সরল, মিতব্যয়ী ও আত্মত্যাগপূর্ণ জীবন যাপনের বোঝা কর্মীর উপর দিয়া, লোকে স্বচ্ছন্দে আরাম ও বিলাসের জন্য লালায়িত হইবে এরূপ যেন না হয়। লোকে যেন উপলব্ধি করে যে, কর্মীর ব্যয়ভার বহন করা তাহাদের নিজেদেরই কাজ।

৬। আবার কর্মীকেও উপলব্ধি করিতে হইবে যে, দারিদ্র-ও সেবা-ব্রত পালনের সহিত বহুপরিবারযুক্ত জীবনযাপনের সামঞ্জস্য নাই। অপরিগ্রহের সহিত সংযম না থাকিলে গৃহ ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই তাহা অভিসম্পাত হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এই সত্যটির প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে, ফলে কর্মীদের প্রায়ই অনেকগুলি ছেলেপুলে মানুষ করিতে হয়। ইহার একমাত্র ফল অভাব, দারিদ্র্য, অবহেলা, অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু—তাই কর্মীকে অবশেষে আপন কর্মনীতি পরিত্যাগ করিয়া টাকার খাতিরে পদের লোভে পড়িতে হয় অথবা এক বা ততোধিক ধনীর আশ্রয় লইতে হয়।

যদি সহর ও গ্রামের চিন্তাশীল লোকেরা এবং কর্মীরা এই বিধিগুলি মানিয়া কাজ করেন, তবে উন্নতচরিত্র ও স্বাধীনচেতা কর্মীদের সমস্যার মীমাংসা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। নহিলে কংগ্রেস কর্মীর পক্ষে কংগ্রেস গবর্মেণ্টের সুযোগ লইয়া আপন সুনাম ও সৎকর্ম ভাঙাইয়া খাইবার লোভ অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

—বাংলা হরিজন, ২রা জানুয়ারী ১৯৪৯

জয়পুর কংগ্রেসের দিগ্‌দর্শন।

(মঞ্জু লিখিত)

কংগ্রেসের ৫৫ তম অধিবেশন। স্বাধীন ভারতের ইহাই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। সমস্ত দেশ তথা সেই সমস্ত কংগ্রেসজন যাহারা দীর্ঘকাল স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত থাকিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের কল্পনা দিয়া গড়িয়াছিল ও দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত দেখিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে জয়পুরে যাইবার একটা অদম্য আগ্রহ দমন করা দুষ্কর। স্বাধীনতা লাভের পরে দেশের অবস্থা যাহাই হউক, কংগ্রেসের অবস্থা যাহাই হউক না কেন—জয়পুর কংগ্রেস সেই পুরাতন কংগ্রেসের মতই তাহাদের আহ্বান জানাইতেছিল।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তৃতা, প্রস্তাব প্রভৃতিই কংগ্রেসের সব নয়। কংগ্রেসে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সেখানে থাকা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসজনদের সহিত আলাপ আলোচনা এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষাত পরিচয়ে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক গতি ও ভাবধারার একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র রাজনৈতিক ভারতের একত্র একস্থানে সমাবেশ হইয়া থাকে।

এই উপলক্ষ্যে আমরা অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এই রকম ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিরও উল্লেখ করিতেছি। কারণ এইগুলির দ্বারাও দেশের রাজনৈতিক গতির ধারাটা স্পষ্টরূপে বোঝা যাইবে। এ ক্ষেত্রে একটা কথা উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা যাহা যেরূপে ঘটিয়াছে তাহারই বর্ণনা করা হইল। ইহাতে যে সমস্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে উল্লেখ বা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে।

পুরুলিয়া হইতে দুইটী স্পেশাল বগী গোমোতে স্পেশাল ট্রেনের সহিত যুক্ত হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত যাইবে—এই সংবাদ পাইয়া আমরা অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করিলাম। সমস্ত খবর লইয়া জানিলাম যে ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রি ১০।০ টায় চক্রধরপুরের দিক হইতে আরও দুইখানা 'বগী' আনিয়া চারিখানা বগী একত্রে একটী স্পেশাল ট্রেনরূপে আদ্রা হইয়া গোমো পর্য্যন্ত যাইবে।

পুরুলিয়া হইতে কংগ্রেসযাত্রী অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে আমরাও প্রায় ২৪ জন ছিলাম। শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত, সাগর মাহাত, গিরিশ মাহাত, মদন মাহাত, ভজহরি মাহাত, ভজহরির পিতা গদক মাহাত, হেম মাহাত,

বিষ্টু মাহাত, কৃষ্ণধ্বজ মাহাত, মনোহর মাহাত, ভূতনাথ মাহাত, কৃষ্ণ চৌধুরী, নন্দলাল পৈতুন্ডি, বিভূতি দাস গুপ্ত, অরুণ ঘোষ, সুবোধ রায়, রাম মাহাত, বিমলেন্দু দাস গুপ্ত, মনীন্দ্র সিংহ দেব, জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পুরুলিয়া হইতে একসঙ্গে রওয়ানা হই। এই দলে কয়েকজন প্রতিনিধি ছিলেন এবং অন্যান্য সকলেই জিলার পুরাতন কংগ্রেসজন।

পুরুলিয়া হইতে জয়পুরে গান্ধীনগর পর্য্যন্ত রিটার্ণ টিকিটের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। ১৩ই তারিখে বৈকালেই আমরা টীকেট করিবার জন্য ষ্টেশনে যাইয়া শুনিতে পাই যে, বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটীর দুই একজন সদস্য বা কর্ম্মকর্ত্তা ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে—তাহাদের অনুমতি ছাড়া যেন জয়পুরের কোন টীকেট দেওয়া না হয়। অবশ্যই ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষ রেলওয়ে বিভাগ হইতে এরূপ ধরণের কোন নির্দ্দেশ পান নাই, সুতরাং তাহারা এই অনধিকার চর্চ্চার কোনই মূল্য দেন নাই। কিন্তু অন্যান্য সকলে ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইল। কংগ্রেসের যে সমস্ত কর্ম্মকর্ত্তারা এইভাবে ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছেন তাহারা নিজেদের ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে যে একটা হাস্যাস্পদ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন সেইটাই একমাত্র ও বড় কথা নয়—ইহার পশ্চাতে যে দরিদ্র মনোভাবের প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অথচ রেলকর্ত্তৃপক্ষকে এইরূপ নির্দ্দেশ দিবার সহিত যাহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহারা কংগ্রেসে একান্ত নবাগত বলিলেও বেশী বলা হয়। কংগ্রেস অধিবেশনে কেহ এই সর্বপ্রথম যাইতেছেন, কেহ কংগ্রেসের সংস্পর্শে কোনদিনই ছিলেন না, কেহ বা কালবাজারের ব্যাপারে স্বনামধন্য হইয়াছেন।

কংগ্রেসের অধিবেশনে যাইবার প্রাক্কালে এই প্রথম পদক্ষেপেই এইরূপ গতির পরিচয় পাইয়া স্বাভাবিকভাবেই এই কথা মনে আসিল যে ঘটনা, পরিস্থিতি ও গতি বর্ত্তমানে কি এতদূরই দাঁড়াইয়াছে যে—প্রতিক্রিয়াপন্থী কালোবাজারের সর্দ্দাররা যাহারা বরাবর কংগ্রেসকে ভাঙ্গিবারই চেষ্টা করিয়াছে তাহারা আজ কংগ্রেসের অধিবেশনে কে যাইবে বা না যাইবে তাহাও নিয়ন্ত্রণ করিবার স্পর্ধা বা সাহস করে? এই ক্ষুদ্র ঘটনাটীকে বাচালতার পর্য্যায়ে ফেলিয়া হয়ত উপেক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের সম্পর্কে এই বাচালতা করিবার প্রশ্রয় বা ক্ষেত্র তাহারা কেরূপে লাভ করিতেছে তাহা দ্বারা বর্ত্তমান কংগ্রেসের গতিপথের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যাহারা কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহারা কংগ্রেসের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত এরূপ ঘটনার পরিচয় পায় নাই।

১৩ই ডিসেম্বর রাত্রি ১০।০ টায় চক্রধরপুর হইতে আগত সম্বলপুর, জেমসেদপুর প্রভৃতি স্থান হইতে কংগ্রেস যাত্রী বোঝাই আরও দুইখানি বগী সহ মোট ৪ খানি বগী লইয়া একটী স্পেশাল ট্রেন আদ্রা অভিমুখে যাত্রা করিল। আদ্রাতে আমাদের ব্রহ্মচারীদা ও আরও অনেকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সেখান হইতে আরও দুইখানা বগী আমাদের স্পেশাল ট্রেনের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল। সমস্ত গাড়ীটা ঘুরিয়া একবার কংগ্রেস যাত্রীদের পরিচয় লাভের চেষ্টা করিলাম। এবার একটা বৈশিষ্ট দেখা গেল যে খদ্দর পরিহিত লোক অপেক্ষা মিল পরিহিত যাত্রীর সংখ্যাই অধিক এবং তাহাদের মধ্যে বণিক সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য বেশী। ট্রেনে একমাত্র থার্ড ক্লাশের কামরাই ছিল। তাহারা স্বাভাবিকভাবেই ট্রেনের বেশীর ভাগ স্থান জুড়িয়া জমাইয়া বসিয়াছেন।

আদ্রা ষ্টেশনে দুইটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় জনৈক জমিদারের পুত্র কংগ্রেসের অধিবেশনে যাইবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। কংগ্রেস ইহাদের নিকট চিরদিনই একটা অস্পৃশ্য হেয় ও ভৌতিজনক বস্তুরূপেই ছিল। তিনি কোন দিনই কংগ্রেসের চারি আনার সদস্যও ছিলেন না। সম্প্রতি চারি আনার সদস্য হইয়াছেন কিনা জানা যায় নাই—কিন্তু জিলার বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগে তিনি জিলা কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহার সাঙ্গপাঙ্গরূপে একজন কংগ্রেস কর্মীও তাহার সহকারীরূপে আছেন। এই কংগ্রেস কর্মীটী একদা জমিদার ও জমিদারীর বিরুদ্ধে উৎসাহী কর্মী ছিলেন। আদ্রাতে তাহাকে দেখিয়া ইহাই মনে হইল যে, তিনি বর্ত্তমানে সহায়করূপে জমিদার পুত্রকে কংগ্রেসে লইয়া চলিয়াছেন। একটা সাধারণ সত্যের পরিচয় পাওয়া গেল যে সুবিধাবাদী কংগ্রেসজনদের কাঁধে ভর করিয়াই

পুঁজিপতি ও প্রতিক্রিয়াপন্থীরা কংগ্রেসে আসর জমাইতেছেন।

এই যুবক জমিদারকে লইয়া আদ্রা ষ্টেশনে এক সমারোহই অনুষ্ঠিত হইল। কয়েকজন বাঙ্গি,—তাহাদের মধ্যে জমিদারী ষ্টেটের কর্ম্মচারীও ছিলেন—ষ্টেশনে যুবক জমিদারটীকে 'ফুলের মালা' পরাইয়া অভিনন্দিত করিলেন। জানা গেল যে তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইতেছেন এই জন্যই এই পুষ্পমালা ও অভিনন্দন। একটী ছোট খাট বক্তৃতার মত করা হইল। বালক কংগ্রেস কর্মীটীর এ বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্যোগ ষ্টেশনের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া মনে হইল যে—যাহারা জনসাধারণের কংগ্রেসকে আজ আদর্শ বিচ্যুত করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া চলিবে, আদর্শ ভ্রষ্টকংগ্রেস জনরা তাহাদেরই পুষ্পমালা অভিনন্দিত করিয়া কংগ্রেসের আহ্বান করিতেছে। ইহা যেন আদ্রা ষ্টেশনে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইল। উপস্থিত রেল কর্ম্মচারীরা ও অন্যান্য সকলে এই দৃশ্যটী একটী তামাসা হিসাবেই উপভোগ করিতেছিলেন। এই তামাসাটীর সহিত দু একজন কংগ্রেসজনও সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া উপস্থিত অনেকেই নিজেদের লজ্জিত বোধ করিতেছিলেন কিন্তু ইহাত যাত্রা পথের প্রারম্ভ মাত্র।

আদ্রা ষ্টেশনে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেইটী বর্ণনা করিবার পূর্বে কংগ্রেসগামী স্পেশাল ট্রেনগুলির ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটু বলিয়া রাখা প্রয়োজন। ১৩ই ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে দুইখানি স্পেশাল ট্রেন ছাড়িয়া ছিল। একখানির নাম ছিল 'নেতাজী স্পেশাল' আর একখানির নাম ছিল 'দেশবন্ধু স্পেশাল'। 'নেতাজী স্পেশালের' গতিপথ ছিল আসনসোল ও পাটনা হইয়া মেন লাইনে আর 'দেশবন্ধু স্পেশাল' গোমো ও গয়া হইয়া গ্রাণ্ড কর্ডে। ব্যবস্থা ছিল এই যে কটক, বালেশ্বর, খড়্গপুর, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি হইতে কংগ্রেস যাত্রীদের লইয়া কয়েকখানি স্পেশাল 'বগি' আদ্রা হইয়া আসনসোল যাইবে এবং সেইখানে উক্ত গাড়ীগুলিকে 'নেতাজী স্পেশালের' সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইবে। অনুরূপভাবে জেমসেদপুর, সম্বলপুর, পুরুলিয়া হইতে যাত্রী লইয়া—আমরা যে গাড়ীতে যাইতেছিলাম সেই গাড়ীগুলিকে ঝরিয়া মহুদা প্রভৃতি হইতে কংগ্রেস যাত্রীসহ গোমো ষ্টেশনে 'দেশবন্ধু স্পেশালে' জুড়িয়া দেওয়া হইবে। উক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, প্রভৃতি হইতে কংগ্রেস যাত্রী বোঝাই হইয়া কয়েকখানি গাড়ী আসনসোল যাইবার পথে আদ্রা ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। একথা বলা বাহুল্য যে ষ্টেশনের রেলকর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে যাত্রীদিগের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তাহার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'নেতাজী স্পেশালের' এই অংশটী যখন আদ্রাতে উপস্থিত হয় তখন, আদ্রার রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ গাড়ীর সংখ্যা অধিক হইয়াছে ইঞ্জিন টানিতে পারিবে না বলিয়া দুইখানি বগি আদ্রাতে কাটিয়া রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন। তাহাদের উপর খুব সম্ভবতঃ বোধ হয় এই নির্দ্দেশই ছিল যে, যে দুইখানি গাড়ী অতিরিক্ত হইতেছে সে দুইখানি 'দেশবন্ধু স্পেশালের' সহিত জুড়িয়া দিতে।

যাহা হউক এই গাড়ী কাটা লইয়াই বচসা উপস্থিত হয়। কোন গাড়ীর যাত্রীই তাহাদের বগি কাটিয়া রাখা হউক ইহা চাহিতেছিলেন না। বাংলার ও উড়িষ্যার কংগ্রেস যাত্রীদের মধ্যে ইহা লইয়া মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, এবং প্রকাশ যে বাংলার কয়েকজন যাত্রী তাহাদের গাড়ী কাটিয়া রাখিলে সত্যাগ্রহ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই গাড়ীতে উড়িষ্যার আইন পরিষদের স্পীকারও যাইতেছিলেন। প্রকাশ যে ইহা প্রচারিত হয় যে, তিনি নাকি বলিয়াছেন যে সত্যাগ্রহ করিলে গুলী করা হইবে। এবং ইহার পরে বাংলার কয়েকজন যাত্রী আসিয়া অবাঞ্ছিতভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করেন যাহার ফলে গাড়ীর জানলার কাঁচ ভাঙ্গিয়া যায়। স্পীকার মহোদয় তাহাদের বুঝাইয়া বলেন যে এরূপ কথা নিতান্ত অসত্য ও বিদ্বেষমূলক এবং তাহাদের উত্তেজিত হইবার পূর্বে অন্ততঃপক্ষে তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। অবশ্যই যাহারা এরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহাদের পশ্চাতে বাংলার অন্যান্য যাত্রীদের কোন প্রকার সমর্থন ছিল না এবং ব্যাপারটা সেইখানেই পরে মিটিয়া যায় এবং রেলকর্ত্তৃপক্ষও যাহাহউক কোন প্রকারে কোন গাড়ী আদ্রাতে কাটিয়া না রাখিয়া সব গাড়ীগুলিই আসনসোল পাঠাইয়া দেন।

আগ্রা হইতে গোমোতে আমাদের গাড়ীগুলি প্রায় ৩॥ টায় উপস্থিত হয়। আমরা প্রায় সকলেই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। গোলমাল ও চীৎকারে আমাদের অনেকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। জাগিয়া দেখি ধানবাদের ডেলি-গেট আয়ধ্যা প্রসাদ, কিশোরীলাল লরইয়া, সরযু প্রসাদ প্রভৃতি বহু প্রতিনিধি ও কংগ্রেস কর্মী স্থানাভাবে ছটাছুটী করিতেছে। কোথাও গাড়ীতে ঢোকা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের গাড়ীতে কয়েক-জনকে লওয়া হইল। কিন্তু দেখা গেল বহু গাড়ীতেই এক একটী বেঞ্চী পুরাপুরী দখল করিয়া অনেকে শুইয়া আছেন এবং অন্য কাহারও সেখানে স্থান হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। কিশোরী বাবু প্রভৃতি বেঞ্চীর নীচে মেঝের উপরেই কোন প্রকারে বসিবার স্থান করিয়া লইলেন। অনেকেই এই বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে—যাহাদের কংগ্রেসের সহিত কোন সংশ্রব কোন দিনই ছিল না আজ তাহারাই কংগ্রেসগামী গাড়ীর অধিকাংশ স্থান দখল করিয়া আরাম করিতেছে আর কংগ্রেসের প্রতিনিধি বা কংগ্রেসজনদের এই গাড়ীতে স্থান লাভ করাত দূরের কথা প্রবেশের পথও তাহারা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, বলিতেছে উঠিতে দেওয়া হইবে না।

সকাল হইতে না হইতেই কলিকাতা হইতে 'দেশবন্ধু স্পেশাল' গোমোতে আসিয়া পৌছিল। আমাদের গাড়ী-গুলিও এই স্পেশালের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল। বাংলা, আসাম, ত্রিপুরাষ্টেট কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও কংগ্রেসজনদের দ্বারা সমস্ত ট্রেনটী ভর্ত্তি ছিল। যাত্রীরা ট্রেন হইতে নামিয়া চা প্রভৃতির জন্য প্লাটফরমে ঘোরা-ঘুরি করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ বন্ধুবর, কলিকাতার সংহতি সম্পাদক, সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর সহিত দেখা হইল। তিনিও জয়পুর কংগ্রেসে যাইতেছেন।

১৪ই সকালে গোমো হইতে আমাদের সকলকে লইয়া 'দেশবন্ধু স্পেশাল' জয়পুর অভিমুখে রওয়ানা হইল। স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন। ট্রেনের জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া ছিলাম—ট্রেনের গতি-বেগের সহিত কংগ্রেসের অতীত দিনগুলির ছবি যেন একের পর এক চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ট্রেন তখন তীব্র গতিতে জয়পুর অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ডেপুটী কমিশনারের ভাষণ

বান্দোয়ান থানার চিরুডি গ্রামে মানভূম জেলার ডেপুটী কমিশনার সাহেব ও পাবলি-সিটি অফিসারগণের জনসাধারণের সমক্ষে ভাষণ

১। ২২শে নভেম্বর বেলা ৪ ঘটিকার সময় চিরুডি গ্রামে ডেপুটী কমিশনার মটরযোগে উপস্থিত হন। সেই সময় তাহার সঙ্গী জনসাধারণের সমক্ষে বলিয়া উঠিলেন যে বল ভাই ডেপুটী কমিশনার সাহেব কি জয় এইরূপভাবে তিন বার জয় শব্দ উচ্চারণ হয়।

২। এই জয় ধ্বনির পর ডেপুটী কমিশনার সাহেব জন-সাধারণকে বলেন যে যাহারা তোমাদের জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সম্পাদক ছিল তাহারা এখন কংগ্রেস কমিটীর বাহিরে গেছে এবং বদমাইস সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে জেলা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অতএব তোমরা আর তাহাদের কথা শুনিবে না এবং তাহাদের সঙ্গে কোন যুক্তি পরামর্শ করিবে না। তাহারা সমবায় সমিতি পরিচালনা করিব বলিয়া অনেক টাকা জনসাধারণের নিকট আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে, এবং সেই জন্য আমরা তাহাদিগকে বদমাইস সাব্যস্ত করিয়াছি।

৩। হিন্দী ভাষাতেই সমস্ত বক্তৃতা হয় কিন্তু কেহই কোন কথা বুঝিতে পারে না। সেই ভাষণে বলেন যে তোমাদের গ্রামে গ্রামে বাঁধ কূয়া ও জলাশয় ইত্যাদি করিয়া দিব। তোমরা হিন্দী ভাষা শিক্ষা কর ভাষা ভালভাবে শিক্ষা করিলে ১০০।১৫০৲ টাকা মাহিনা হইবে। এবং সমস্ত দরখাস্ত বান্দোয়ান থানার ওয়েলফেয়ার অফি-সারের হাতে দিবে, তাহা হইলে আমি যথা সময়ে পাইব, এবং শীঘ্র তার ব্যবস্থা করিতে পারিব। ওয়েলফেয়ার অফিসারের সঙ্গে সকল সময় যোগাযোগ রাখিলে তোমাদের অনেক মঙ্গল হইবে।

শ্রীকানুরাম সবর
সাং বাঁন্দুভাবর

গণপরিষদ

রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের পদ্ধতিতে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে কেন্দ্রীয় লোকপরিষদ ও রাষ্ট্রপরিষদের সদস্যগণ ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইনসভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণ রাষ্ট্রপতি মনোনীত করিবেন।

রাষ্ট্রপতি ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন; তবে তিনি উপরোক্ত কার্য্যকালের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি ও লোক পরিষদের সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন। শাসনতন্ত্র বিগর্হিত কার্য্য করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যাইতে পারিবে। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের পদ্ধতিটী সাধারণতঃ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উক্তরূপ অভিযোগ উভয় পরিষদের যে কোন একটী অর্থাৎ লোকপরিষদ বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইতে পারিবে। উক্তরূপ অভিযোগ উত্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যে কোন পরিষদের সদস্যগণের ১/৪ অংশ লিখিত-ভাবে একটী নোটীশ দিবার পর তাহা উক্ত পরিষদের সদস্য সংখ্যার ১/৪ অংশ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে উক্তরূপ অভিযোগ পেশ করা হইবে। তখন অপর পরিষদ সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবে এবং উক্ত তদন্তে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত হইবার ও নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার অধিকার থাকিবে। যদি উপরোক্তরূপ তদন্তের ফলে রাষ্ট্রপতিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উক্ত পরিষদের সদস্য সংখ্যার ১/৪ অংশ কর্ত্তৃক সমর্থিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হইবেন।

উপরোক্ত প্রস্তাবের কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল। গণপরিষদের সদস্য করিমুদ্দিন সাহেব একটী সংশোধনী প্রস্তাবে—যে সভায় রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইবে সেই সভা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইবে—এইরূপ প্রস্তাব করেন। প্রফেসার সাহা প্রস্তাব করেন যে একমাত্র লোকপরিষদেই উক্তরূপ অভিযোগ আনিতে পারা যাইবে। সংশোধনী প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হয়।

অতঃপর একজন সহ সভাপতি রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সহ-সভাপতি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি হইবেন এবং রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির কার্য্য করিবেন। সহসভাপতি উভয় পরিষদের সদস্যগণের মিলিত বৈঠকে যোগ্য ভোটের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা অনুযায়ী নির্ব্বাচিত হইবেন।

ভারত সরকারের শাসন ক্ষমতার সীমা সংক্রান্ত প্রস্তাবটীর আলোচনাকালে বিশেষ বিতর্কের উদ্ভব হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদের যে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে সেই সকল বিষয়ের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে। একজন সদস্য ইহাতে তুমুল আপত্তি তুলিয়া বলেন যে বর্ত্তমান ধারায় বিধানগুলি যেভাবে রহিয়াছে তাহাতে প্রদেশসমূহের কোন শাসন ক্ষমতা থাকিবে না। সুতরাং প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন অস্বীকার করা হইবে। ইহার উত্তরে ডাঃ আম্বেদকার বলেন যে এই বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য ইহাই যে কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল আইন করিবেন, প্রাদেশিক বা ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের উপর ঐ সকল আইনের প্রয়োগ ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া উহাকে শুধু কাগজে কলমে নিবদ্ধ রাখা হইবে না। যে সকল সমাজকল্যাণকর আইন কেন্দ্রীয় সরকার প্রণয়ন করিবেন তাহা হইতে সুফল পাইতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকেই উক্ত আইনগুলির প্রয়োগ ক্ষমতা দিতে হইবে। অতঃপর প্রস্তাবটী বিনা সংশোধনে গৃহীত হয়।

স্থানীয় সংবাদ

বান্দোয়ান সংবাদ

বান্দোয়ানে অন্নাভাব—

গত অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে অতিবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির জন্য বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত কুমড়া অঞ্চলের বহুগ্রামে ধান্যের ও রবিশস্যের ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে, সেই ক্ষতির দরুণ ঐ অঞ্চলের লোক বাঙ্গলা দেশে ধান্য কাটিতে চলিয়া গিয়াছে, এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে কতিপয় বৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেহই নাই। ভয়ানক অন্নাভাব হইয়াছে। মাছ ধরিবার ঘুগিতে অতি-রিক্ত শিলাবৃষ্টির ফলে মাছের পরিবর্ত্তে ১২৲ বার মণ ধান্য লাগিয়াছিল। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই অতি-

রিক শিলাবৃষ্টির দরুণ বহু গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে। গবর্মেণ্ট হইতে ঐ অঞ্চলে তদন্ত করিয়া জনসাধারণকে সাহায্য দান না করিলে অন্নাভাবে বহু প্রাণী মারা যাইবে।

বাসের ভাড়াবৃদ্ধি—

আজ প্রায় ১০।১২ দিন গত হইল বান্দোয়ান হইতে পুরুলিয়া যাতায়াতের মটর কোম্পানিগণ যাত্রীগণের উপর ভাড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। মটরের ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টারগণকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে আমাদের উপর সরকারের নির্দ্দেশ হইয়াছে যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যাত্রী গাড়ীতে লইবে; তাহা হইলে আমরা কম ভাড়ায় মটর চালাইতে পারিব না, এই কারণ আমরা ভাড়া বাড়াইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাই যে পূর্ব্বের মত নির্দ্দেশের অতিরিক্ত যাত্রী গাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে, কেবল মাত্র জনসাধারণের ভাড়ার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরুলিয়াতে জানা গেল যে মটর কোম্পানিগণ অতিরিক্ত পেট্রোল গবর্মেণ্টের নিকট হইতে কণ্ট্রোল দরে পাইতেছে, কিন্তু জনসাধারণের কোন সুবিধা হইতেছে না। আশা করি উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন।

জঙ্গলের কালোবাজার—

পটমদা থানার অন্তর্গত কাটাগড়া গ্রামের সন্নিকট জঙ্গল কুপ হইয়া বিক্রি হইয়াছে। ঐ কুপের ঠিকাদার জঙ্গলের স্থানে স্থানে কাঠের গাদা করিয়া কাটিয়া জমা করিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক গাদার মূল্য ৩৲ তিন টাকা ধার্য্য করিয়াছে, ঐ গাদা ছয় দফা লইলে একটী গাড়ী বোঝাই হইতে পারে তাহা হইল এক গাড়ীর মূল্য ১৮৲ টাকা আন্দাজ হয়, জনসাধারণের পক্ষে ইহা এত অসুবিধা-জনক হইয়াছে তাহা মুখে প্রকাশ করা যাইতেছে না। ডিভিজনাল ফরেষ্ট অফিসারকে এই বিষয় তদন্ত করিতে অনুরোধ করিয়া দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে। এই দুর্দ্দিনের সময় সরকার বাহাদুর যদি গরীব জনসাধারণের প্রতি নজর না করেন তাহা হইলে কাষ্ঠ অভাবে অনাহারে মারা যাইবে। আশা করি সরজমিনে সরকার বাহাদুর অতি সত্বর তদন্ত করিয়া কাষ্ঠ গাড়ীর মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

মাল গাড়ীতে চুরি—

গত ৩রা জানুয়ারী রাত্রিতে নিমডি ও বিরামডি ষ্টেশনের মধ্যে চলন্ত মাল গাড়ীতে সিল ভাঙ্গিয়া চুরী করিবার সময় পাহারারত রেল পুলিশ গুলী চালায়। ফলে একজন লোক অকুস্থলেই মারা যায় এবং আর একজন লোক আহত হইয়া ধরা পড়ে। বাকী বহুলোক পলাইয়া যায়। প্রকাশ যে আহত লোকটী পরে মারা গিয়াছে। এ বিষয়ে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

পুরুলিয়া ষ্টেশনে ট্রেনের অসুবিধা—

পুরুলিয়া ষ্টেশনে কলিকাতা হইতে সকাল ৭ টার সময় প্যাসেঞ্জার আসিয়া পৌছে। ছোট লাইনে রাঁচীর গাড়ী পৌনে নয়টায় ছাড়ে। প্লাটফরমে গাড়ী ৮ টার পরে দেওয়া হয়। গাড়ী যদি আরও কিছু পূর্বে প্লাটফরমে দেওয়া হয় তবে ছোট লাইনের যাত্রীদের অসুবিধা দূর হয়।

কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা—

গত বৈশাখ মাসে বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে জেলার কংগ্রেস কর্মীগণের সম্মেলন হয় ও তাহাতে সভা-মণ্ডপ ইত্যাদি আচ্ছাদনের জন্য কর্মীগণ জঙ্গল (মাংলা ও যমুনা গড়া) হইতে ৮ গাড়ী "ঝাঁটী পালা" লইয়া আসেন। জেলা কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ বিভাগীয় ফরেষ্ট অফিসারের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যথারীতি মূল্য দিয়া কাষ্ঠ খরিদ করিবার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও ফরেষ্ট বিভাগ কর্ত্তৃক শ্রীকুশধ্বজ মাহাত ও অন্যান্য সাতজন কংগ্রেস কর্মীরা বিনা অনুমতিতে জোরপূর্বক জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ লইয়াছেন বলিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করেন। আসামীরা বলেন যে, তাহারা কর্ত্তৃ-পক্ষের অনুমতি লইয়াই ফরেষ্টার ও ফরেষ্ট গার্ডের সম্মতিক্রমেই ঝাঁটী পালা লইয়াছিলেন। কিন্তু জিতান সম্মেলনীতে বাংলা ভাষা সম্পর্কে যে প্রস্তাব আনয়ন করা হইয়াছিল তাহা কর্ত্তৃপক্ষের মনোমত না হওয়ায় বিদ্বেষ-বশতই এই মামলাগুলি আনীত হইয়াছে। দীর্ঘকাল শুনানীর পর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আইভান কণ্ডুলনা, গত শনিবার আসামীদিগকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া খালাস দিয়াছেন। আসামীগণ কাষ্ঠের মূল্য দিতে বরাবরই প্রস্তুত ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীভূষণ মাহাত দিগরের মামলায় ১৬৸০ টাকা এবং শ্রীকুশধ্বজ মাহাত দিগরের মোকদ্দমায় ৫০৲ টাকা কাষ্ঠের মূল্য বাবদ দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির নূতন সদস্য

রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়া আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী সমিতিতে ১৫ জন সদস্য থাকিত। এ বৎসর নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে ২০ জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইয়াছে। গত ৩রা জানুয়ারী ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে।

সদস্যগণের নাম

(১) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—প্রধান মন্ত্রী। (২) সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল—সহকারী প্রধান মন্ত্রী। (৩) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—শিক্ষা মন্ত্রী। (৪) রফী আহম্মদ কিদোয়াই—যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রী। (৫) জগজীবন রাম—শ্রম মন্ত্রী। (৬) পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ—যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী। (৭) সর্দ্দার প্রতাপ সিং। (৮) ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। (৯) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। (১০) শ্রীশঙ্কর রাও দেও। (১১) শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী। (১২) শ্রীকালা ভেঙ্কট রাও—মাদ্রাজের রাজস্ব মন্ত্রী। (১৩) শ্রী এস, কে পাতিল—সভাপতি, বোম্বাই প্রাঃ কঃ কমিটী। (১৪) শ্রী এন, জি, রঙ্গ—সভাপতি অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী। (১৫) শ্রীকামারাজা নাদার—সভাপতি, তামিল-নাদ কংগ্রেস কমিটী। (১৬) শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মা—সেক্রেটারী, আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী। (১৭) শ্রীনিজালিঙ্গাপ্পা —(মহীশূর দেশীয় রাজ্য)—সভাপতি, কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী। (১৮) শ্রীগোকুল ভাই ভট্ট—সভাপতি, রাজপুতানা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী। (১৯) শ্রীরাম সহায়—গোয়ালিয়র মালব।

শ্রীশঙ্কর রাও দেও ও শ্রীকালা ভেঙ্কট রাও সাধারণ সম্পাদক ও সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন। পূর্বতন কার্য্যকরী সমিতিতে আচার্য্য যুগল কিশোরও একজন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এবার তাহাকে কার্য্যকরী সমিতিতে গ্রহণ করা হয় নাই।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

ডেপুটি কমিশনারের পলিটিক্যাল সাফারারদের সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রহসন

মহাশয়, ৫।১১।৪৮ তাং বলরামপুর ডাকবাংলায় কোন রকম প্রচার না করিয়া পলিটিক্যাল সাফারারদের জন্য যে ৪টী জঙ্গল নিলাম হইয়াছিল, সেই জঙ্গলগুলির ১টী আমি শ্রীহংসেশ্বর নন্দী, ১টী শ্রীনাথ জয়শোয়াল, ১টী রামনাথ জয়শোয়াল ও অপরটী রামজি সিং পলিটিক্যাল সাফা-রার হিসাবে ডাকিয়াছিলেন। পলিটিক্যাল সাফারারের সার্টিফিকেট দিবেন ডি, সি, সেইজন্য উপরোক্ত সক-লেই ডি,সি,র কাছে পলিটিক্যাল সাফারারের সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করেন। শ্রীনাথ জয়শোয়াল হিন্দি প্রচারক বলিয়া জীবনে জেল না খাটিলেও এবং ডি, সি,র ও ডি, এফ, ওর বন্ধু বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পলিটিক্যাল সাফারারের সার্টিফিকেট পাইয়া জঙ্গল খুলিয়াছেন। রামনাথ জয়শোয়ালও সার্টিফিকেট পাইয়াছে। রামজি সিং সার্টিফিকেট পাইয়াছেন কিনা জানি না। আমার দরখাস্ত পাইয়া ডি, সি, ঘাটোয়ালী অফিসারকে তদন্ত করিতে দিলেন। বলরামপুর থানায় উক্ত অফিসার একদিন যাইয়া থানার জমাদার বাবুকে দিয়া আমাকে ডাকাইলেন। ঘাটোয়ালী অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম যে আমি তিন বার জেল গিয়াছি, এবং সংসারের আমিই একমাত্র অভিভাবক বলিয়া সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত অফিসার বলিলেন, গুলির চিহ্ন না থাকিলে, এবং জেলে থাকা-কালীন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে না। তারপরই সিনিয়ার ডেপুটি কালেক্টারের কাছ হইতে ৪২৩০ জে নং এর চিঠিতে জানিতে পারি-লাম ডি, সি, আমার সার্টিফিকেট বাতিল করিয়াছেন। ডি, সি, এই রকম খামখেয়ালী পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য বিস্মিত হইয়াছি।

হংসেশ্বর নন্দী
মেম্বার, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া

কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।

ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস

প্রতিনিধি : সমর সিংহ, হুলমী

পুরুলিয়া

বিজ্ঞাপন

এই বারের কোটায় অতি অল্প সংখ্যক ষ্ট্যাণ্ডার্ড এবং পোর্টেব্‌ল টাইপ রাইটার আসিতেছে। সুতরাং অগ্রিম ২০৲ টাকা জমা দিয়া অর্ডার রেজিষ্ট্রী করুন।

পুরুলিয়া
১।১।৪৯

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ

সুদক্ষ পরিচালক ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী দ্বারা আপনাদের যাবতীয় ইলেকট্রিক ওয়্যারিং ফিটিং ইত্যাদি ও সকল প্রকার ইলেকট্রিক তার ও বাল্‌বের জন্য আমাদের নিকট অনুসন্ধান করুন।

দোলগোবিন্দ ঘোষ

তারা ইলেকট্রিক ষ্টোরস্

পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট, পুরুলিয়া।

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়
তাহার কাজে

নূতন বীমা ১৯৪৭ :	১২	কোটি	৩১ লক্ষ	টাকা
মোট চলতি বীমা :	৫৫	”	৬৩ ”	”
প্রিমিয়াম আয় ১৯৪৭ :	২	,	৬১ ”	”
বীমা তহবিল :	১০	”	৫৮ ”	”

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

চাকুরীজীবির অপূর্ব্ব সুযোগ

আহার ও বাসস্থানের সুবিধাসহ—মফঃস্বলবাসী ছাত্রদের সর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, টেলিগ্রাফী, বুককিপিং ইত্যাদি শিখিবার একমাত্র শিক্ষায়তন “পুরুলিয়া ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউটই” নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। “নৈশক্লাসের ব্যবস্থা আছে।”

প্রিন্সিপাল

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষ
দাস গুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৪ঠা মাঘ ১৩৫৫, ১৭ই জানুয়ারী ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য
নগদ মূল্য—

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

চিঠি পত্র

(১৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। অদ্যাপি যদি কেহ ধর্ম্মঘট নোটীশ না দিয়া থাকেন,—অবিলম্বে প্রদান করুন। প্রলোভন, ভীতি ও বিভ্রান্তি পরিহার করিয়া অবিচল চিত্তে সঙ্কল্পকে জয়শ্রীমণ্ডিত করুণ। মনে রাখিবেন, প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট শিক্ষাজীবীর জীবন মরণ সমস্যা—মরণ পথেই জীবনকে লাভ করিতে হইবে। ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশ সার্কেল সেক্রেটারীর নিকট পাইবেন, সংঘের পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যান্ত সঙ্কল্পে অবিচল থাকিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যাহারা যে তারিখে নোটীশ দিবেন পরবর্ত্তী মাসের সেই তারিখ হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার জন্মিবে—তৎপূর্ব্বে নয়।

নিবেদন ইতি— বশংবদ

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সরকার, সাধারণ সম্পাদক

সমগ্র মানভূম প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ।

(৫)

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু!

মহাশয়!

পুরুলিয়া মিউনিসীপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের ১১।১।৪৯ তারিখের সাধারণ সভায় অধিকাংশ শিক্ষকের উপস্থিতিতে সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে বিহার সংযুক্ত শিক্ষক সংঘর্ষ সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট সমর্থিত হইয়াছে; এবং প্রায় সমস্ত প্রাইমারী শিক্ষক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ধর্ম্মঘট নোটীশ দিয়াছেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংবাদটী আপনার পত্রিকায় মুদ্রিত করিলে বাধিত হইব।

নিবেদন ইতি— বশংবদ

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সরকার, সম্পাদক

পুরুলিয়া মিউনিসীপ্যাল প্রাইমারী শিক্ষক সংঘ

NOTICE

It is hereby notified that the following empty tar drums will be sold in public auction on Friday the 21st January 1949 at 3 P. M. in the District Board office, Purulia. The highest bidder will have to deposit 25% of his offer as soon as the bid is closed.

Purulia, the 8th January, 1949. Vice-Chairman, D. B.

Sadar

Location and No. of drums	Conditions.
1. 830 in Chandil I. B. compound and dispensary compound.	About 300 without bungs. 4 years old. 75% in fair condition. 13 without bungs. 3 years old in fair condition. 11 without bungs. 80% in good condition.
2. 30 in S. O.'s Compound, Chas.	
3. 172 in S. O.'s qrs. Raghunathpur at Palashkhola near Adra and at village Bansjora at mile 21 of Raghunathpur-Ranigunj road.	

Dhanbad

Location and No. of drums	Conditions.
4. 111 in Nirsha dispensary compound. Kapasara I. B. compound. Chirkunda-Patlabari road.	
5. 250 in S. O.'s qrs. at Katras.	Good 60 old rusted.
6. 363 in S. O.'s qrs at Jharia.	Old rusted.
-6 in S. O.'s qrs at Hirapur, Dhanbad.	3 partly damaged with holes.

বলি ... [illegible]

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ৪ঠা মাঘ

নীতির প্রশ্ন X

পুরুলিয়া জিলা স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে একমাত্র হিন্দীকেই বাধ্যতামূলক করিবার সরকারী নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গত সপ্তাহে আমরা ইহার মধ্যে যে, দেশের স্বার্থ বিরোধী অন্যায় ও সাম্রাজ্যবাদী সুলভ আচরণ রহিয়াছে তাহা দেখাইয়াছি। আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হইবার পরেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা' বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা এই সংখ্যায় অন্যত্র দেওয়া হইল।

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড বহু বিবেচনা ও সমস্ত ভারতের তথ্য ও শিক্ষানীতি অনুধাবন করিয়াই—তাহারা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এবিষয়ে আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—তাহারা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—যেখানে শতকরা চল্লিশজন ছাত্র সমভাষাভাষী সেখানে প্রাদেশিক ভাষা বিভিন্ন হইলেও তাহাদের জন্য শিক্ষার মাধ্যম তাহাদের মাতৃভাষাতেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। জিলা স্কুলে বাংলা ভাষী ছাত্রই সংখ্যা গরিষ্ঠ। এখানে বাংলা ভাষার মাধ্যম উঠাইয়া দিবার প্রশ্ন আসিতেই পারে না।

এই অন্যায় যাহারা করিতেছেন তাহারা যেমন দোষী যাহাদের প্রতি এই অন্যায় হইতেছে তাহারাও যদি ইহা মানিয়া লন তাহা হইলে তাহারাও সমভাবে অপরাধী হন। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অভিভাবকবর্গ এই অন্যায় আদেশ মানিয়া লন নাই। তাহারা সমবেতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে কংগ্রেসের ও জাতির উর্দ্ধতন নেতৃবর্গকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া প্রতীকারের দাবী করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে ইহার প্রতীকার হইবেই। ইহা মানিয়া লওয়ার অর্থ নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে অস্বীকার করা।

এই দাবী ও অন্যায়ের প্রতীকারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কোন কোন ক্ষেত্র হইতে অপপ্রচার করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা আশা করি যাহারা,—তাহারা যেই হউন না কেন—কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ইহার গুরুত্ব খর্ব করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা ভুল করিতেছেন, এবং সমগ্রভাবে জাতির বিকাশের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক দেশবাসীর, নীতিগত হিসাবেই ইহার বিরোধ ও প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। ইহার সহিত কোন প্রদেশ বা প্রাদেশিকতার কোন প্রশ্ন নাই। আজ যে কোন ভাষাভাষী শিশুকে তাহার মাতৃভাষার মাধ্যমে না পড়াইয়া যদি অন্য ভাষার মাধ্যমে জোর করিয়া পড়িতে বাধ্য করা হয়, তবে ঠিক এই ভাবেই তাহার প্রতিবাদ ও প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটী শিশু, প্রত্যেকটী অধিবাসীর বিকাশের জন্য যে মৌলিক অধিকার ও ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, তাহার ত্রুটী হইলেই নীতিগত ভাবেই তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই নীতি যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে ব্যাপকভাবে কখনই জাতির বিকাশ হইতে পারেনা। জাতি পঙ্গু হইয়া থাকিতে বাধ্য হইবে, এবং সমগ্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। পৃথিবীতে কোন স্বাধীন দেশেই এরূপ ব্যবস্থা নাই—হইতে পারেনা। কারণ ইহা সর্বতোভাবে মানুষের উন্নতি ও বিকাশের ব্যবস্থার প্রতিকূল।

আজ এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া এই লক্ষ্যে আমাদের প্রতিবাদকে জাগ্রত করিতে হইবে। আমাদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া আমরা জাতির ব্যাপক অধিকার রক্ষার সাহায্য করিতেছি। স্বাধীন দেশের মুক্ত ও উন্নত মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, ইহার প্রতিবাদ ও প্রতীকারের ব্যবস্থা দ্বারা আমরা সেই মানুষের কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইতেছি। এক্ষেত্রে আমাদের বিরোধ অন্যায়ের সঙ্গে। কোনপ্রকার উত্তেজনার বশে নয়, ভাবুকতার পথে নয়,—মানুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিবার জন্যই এই অভিযান। এই জন্যই আমাদিগকে ধীরভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। সুনিয়ন্ত্রিত ও সংঘবদ্ধভাবে কর্মপন্থাকে—হঠকারীতার সহিত নহে, সুচিন্তিতভাবে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। জিলা স্কুলের সম্বন্ধে আদেশের ব্যাপারে—ছাত্র, অভিভাবক ও বাংলাভাষী যাহারা তাহারাই শুধু নয়, ভারতবাসী মাত্রই—তিনি যে ভাষী এবং যে প্রদেশের অধিবাসী হোন না কেন—তাহাদের সকলেরই এই অন্যায়ের প্রতীকারের জন্য অগ্রসর হওয়া দরকার। কারন ইহা

মানুষের তথা ভারতবাসী মাত্রেরই স্বাভাবিক মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন !

স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ আমরা। স্বাধীন মানুষের মত বাঁচিতে, স্বাধীন মানুষের মত ব্যবহার করিতে আমাদের শিখিতে হইবে, শিখাইতে হইবে। পরাধীনতা সুলভ মনোভাব ও মনোবৃত্তি লইয়া স্বাধীন দেশের মর্য্যাদা আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব না। প্রত্যেক ব্যক্তির মর্য্যাদাপূর্ণ সম্মান জনক জীবন যাপনের সুযোগ কোন দেশেই হইতে পারে না যদি সে দেশে মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করিয়া রাখার সম্বন্ধে ব্যপক ভাবে লোকে সক্রিয় ও সচেতন না হয়। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যই এই হইতেছে যে, মানুষের এই অধিকারকে সুরক্ষিত করিয়া দেশবাসীর বিকাশের পথে অগ্রগতিকে বাধাহীন করিয়া দেওয়া। রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ইহার জন্য। আর স্বাধীন দেশের নাগরিকের কর্ত্তব্য হইল রাষ্ট্র যাহাতে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম হইতে বিচ্যুত না হয় তাহার জন্য সচেতন ও সক্রিয় থাকা। গবর্মেণ্ট যদি তাহার উপর এই ন্যস্ত দায়ীত্ব পালনে অস্বীকার করে বা অক্ষম হয় তখন তাহাকে কর্ত্তব্য পথে পরিচালনা করাই দেশবাসীর প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে।

আজ বিহার গবর্মেণ্ট তাহার উপর ন্যস্ত দায়ীত্বভার পালন করিতে অস্বীকার করিতেছে। জিলা স্কুলের সম্বন্ধে তাহাদের নির্দ্দেশই তাহার একটী সুস্পষ্ট পরিচয়। দেশবাসী মাত্রই তিনি যেই হউন না কেন, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের মর্য্যাদার উপলব্ধি যাহার আছে, তাহাকেই এই গবর্মেণ্টকে ঠিকপথে পরিচালিত করিবার দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। স্বাধীন দেশের মানুষের ইহাই হইবে যোগ্য আচরণ। কারণ এই প্রশ্ন অতীব গুরুতর—মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন, মানুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত—নীতির প্রশ্ন !

বিবিধ প্রসঙ্গ

দক্ষিণ আফ্রিকার 'ডারবান' সহরে আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সহিত ভারতীয়দের এক দাঙ্গার ফলে প্রায় ৩০০ ভারতবাসী নিহত ও ১০০০ আহত হইয়াছে। প্রকাশ যে একজন ভারতীয় দোকানদার ও একজন আফ্রিকাবাসীর সহিত ঝগড়ার ফলে আফ্রিকাবাসীরা দলবল সহ ভারতীয়দের আক্রমন করিয়া ঘরবাড়ী ভস্মীভূত, দোকান লুটপাট করিয়া নৃশংস ভাবে নরনারী ও শিশু নির্বিশেষে হত্যা করিয়াছে। আফ্রিকার গবর্মেণ্ট সৈন্য ও পুলিশ দিয়া শান্তি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই ঘটনা চরম নৃশংসতা ও অমানুষিকতার পরিচয় দিতেছে। একটী সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সাম্প্রদায়িক মনোভাবের এই আত্মপ্রকাশ। তবে এই প্রসঙ্গে একটা সন্দেহ স্বতঃই উপস্থিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা তথাকার গবর্মেণ্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যাগ্রহ করিতেছে। এই আন্দোলনকে নষ্ট করিবার একমাত্র উপায় সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত সংঘর্ষ সৃষ্টি করা। ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখানে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাদেরই স্বগোত্র, আফ্রিকাতেও একই পন্থা অবলম্বন করিতেছে বলিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই দাঙ্গা তাহারই পরিণতি কিনা ইহা বিবেচনার বিষয়।

কলিকাতায় ব্যারাকপুরে গঙ্গার তীরে গান্ধী ঘাটের উদ্বোধন করিবার জন্য এবং ইংলণ্ড ও সিংহল হইতে আনীত বুদ্ধদেবের দুইজন প্রধানতম শিষ্যের ভস্মাবশেষ কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটীর হস্তে অর্পন করিবার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি নানাস্থানে বক্তৃতা ও আলোচনা প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে—অবস্থার চাপে তিনি নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন না। ভারতের প্রধান মন্ত্রী, ও ভারতের জহরলাল নেহেরুর নিকট হইতে এরূপ কথা জনসাধারণকে ভরসাহীন করিবে। তিনি বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে বহু প্রশংসা করিয়া বলেন যে—বাঙ্গলার সৃষ্টির প্রতিভা যেমন আছে এমন কাহারও নাই। এই সৃষ্টির প্রতিভাকে সর্বভারতের উন্নতির জন্য প্রয়োগ করিতে বাধাহীন ভাবে সুযোগ দিলে ভারতবর্ষ বাস্তবিকই লাভবান হইবে।

গত ১৫ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতিরূপে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে শান্তিনিকেতনে যে সম্বর্দনা দেওয়া হয় তাহার উত্তরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে—এই কমিশন যতগুলি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়াছেন তাহার মধ্যে এইটী সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ভারতীয়

আত্মা ও ঐতিহ্যের প্রতীক। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্র নাথের সৃষ্ট এই প্রতিষ্ঠানটী শুধু সর্বভারতের নয়, সমস্ত পৃথিবীর সংস্কৃতি ও ভাবের মিলন ক্ষেত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে বহু স্থানে ইহাকেও দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। কিছুদিন পূর্বে মানভূম জিলাতে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র, ছাত্রী ও অধ্যাপক বৃন্দ মানভূম জিলায় লোকসঙ্গীত লোকনৃত্য প্রভৃতির সম্বন্ধে পরিচয় ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ও সিংহলের বহু প্রদেশবাসী ছাত্র এই দলে ছিলেন এখানকার ছৌনাচ প্রভৃতি দেখাইবার জন্য ইচাগড় থানার কেন্দাঅন্দার নিকট ও নিমডিতে ব্যবস্থা করা হয়। ইচাগড়ের কর্মীবৃন্দ এ বিষয়ে খুবই সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদের ছৌনাচ প্রভৃতি দেখান এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দ ইহার ভুয়সী প্রশংসা করেন। তাহারাও বিভিন্ন দেশের লোকনৃত্য প্রভৃতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তথা হইতে নিমডিতে যখন তাহারা আসেন তখন জানা যায় যে, পুলিশে তাহাদের আগমন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশের তদ্বিরে গ্রামবাসীগণ বহুক্ষেত্রে ভীত হইয়া পড়ে। কয়েকজন হিন্দী প্রচারক যাহাতে ছৌনাচের দল না যায় তাহার জন্য অনেক অলীক গুজব প্রচার করেন। সংযোগক্রমে জিলার ডেপুটী কমিশনারকেও সেইদিন কয়েক ঘণ্টা পূর্বে নিমডিতে দেখা যায়। ফলে অনেক ছৌনাচ, মাঝিনাচ প্রভৃতির দল শঙ্কিত হইয়া আসে নাই। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এইরূপ আচরণ ও ব্যবহার এরূপ লজ্জা ও কলঙ্কজনক যে তাহা সর্বপ্রকার মন্তব্যের বাহিরে। শান্তিনিকেতন হইতে আগত এই সর্বভারতীয় অতিথিদিগকে এই জিলার কর্ত্তৃপক্ষ যে ভাবে সম্বর্ধনা করিয়াছেন তাহাতে সর্বভারতের নিকট নিজেদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির চরম অপকর্ষের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহারাই দেশের শাসন ক্ষমতা লইয়া দায়ীত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত !

জিলা স্কুলের ব্যাপার লইয়া গবর্মেণ্ট ও কংগ্রেসের উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হইয়াছে। এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার জবাব পাওয়া যায় নাই। গবর্মেণ্ট ও কংগ্রেস তথা দেশের পরিচালনা ও কর্ত্তৃত্বের ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহাদিগকে সর্বভারতের বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র অনেক সমস্যাই প্রতিনিয়ত বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে সন্দেহ নাই। তথাপি এইরূপ একটা গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার বিলম্ব করাতে লোকের মনে ক্ষোভেরই উদ্রেক করে। দায়িত্বের ভার যাহাদের উপর আছে তাহারা নিশ্চয়ই ইহা উপলব্ধি করিবেন। আমরা জনসাধারণকে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবিচলিত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রতীকার ইহার হইবেই।

মুক্তির ১০ই জানুয়ারী তারিখের ৫ম সংখ্যায় শ্রীহংসেশ্বর নন্দীর একখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। নির্য্যাতিত কংগ্রেস কর্মীর জন্য বিশেষ করিয়া সরকার হইতে কতকগুলি বন ডাকে ঠিকা দিবার নির্দ্দেশ ছিল। সেই অনুসারে শ্রীহংসেশ্বর নন্দীও বন ডাকে। এখন এই কংগ্রেস কর্মী নির্য্যাতিত কিনা তাহা ডেপুটী কমিশনার স্থির করিবেন। বর্ত্তমান কংগ্রেস কমিটী হংসেশ্বর নন্দীর সম্বন্ধে বলিলেন যে—বাস্তবিকই এই লোকটী ২।৩ বার কংগ্রেস কর্মী হিসাবে জেল খাটীয়াছে। তবুও এক হাকিম যাইয়া অনুসন্ধান করিবার পরে, ডিপুটী কমিশনার তাহাকে নির্য্যাতিত কংগ্রেস কর্মী নয় বলিয়াই তাহার ডাক খারিজ করিলেন। অন্যদিকে শ্রী শ্রীনাথ জয়শোয়াল যিনি কংগ্রেসের সমস্ত আন্দোলন বিশেষ করিয়া '৪২' এর আন্দোলনে স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়াই বুদ্ধিমানের মত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং কোন দিনই সক্রিয়ভাবে কোন আন্দোলনে যোগদান করেন নাই, জেল নির্যাতন প্রভৃতি ত দূরের কথা তিনি ডিপুটী কমিশনারের সুপারিশে নির্য্যাতিত কর্মী বলিয়া জঙ্গলের ঠিকা পাইলেন। তাহার একমাত্র গুণ এই যে, তিনি হিন্দী প্রচারে ডেপুটী কমিশনারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত চিঠিতেই আছে। ইহার সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? সূর্য্যের আলোক যদি কেহ অমাবস্যার চন্দ্র এবং অমাবস্যার চন্দ্রকে দেদীপ্যমান সূর্য্য বলিয়া সার্টিফিকেট দেয় তবে তাহাকে ব্যাধিগ্রস্ত বা বাতিকগ্রস্ত ছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব কিনা বিবেচ্য। মানসিক প্রকৃতিস্থতার একটা মান আছে বলিয়াই চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন।

১৯৪৯ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে পাটনা হইতে এক প্রেস নোটে, বিহার সরকার—কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক কার্য্যক্রম হিসাবে কোন প্রকার সমবেত প্রার্থনা প্রবর্ত্তনের ঘোর বিরোধী বলিয়া জানাইয়াছেন।

গবর্মেণ্ট এই কথাই বলিয়াছেন যে—অন্তরের তাগিদ না থাকিলে কেবল প্রার্থনার আবৃত্তি দ্বারা ভণ্ডামী ও ধর্ম্মহীনতারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কোন রকম প্রার্থনাই স্কুলের দৈনন্দিন কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত না করিবার জন্য সমস্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা সরকারী নির্দ্দেশ। কিন্তু মানভূম জিলার স্কুলের ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টার বহু পূর্ব্বেই জবরদস্তি করিয়া জিলায় সমবেত প্রার্থনা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টার মহাশয় তাহার ৭০১ নং সার্কুলারে সাবইনস্পেক্টারদিগকে নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ দেন—

"সমস্ত উচ্চ, মধ্যম এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বুঝাইয়া দিন যে প্রতি স্কুলের জন্য একটা সাইনবোর্ড অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক স্কুলে রাস্তার ধারে নিজস্ব একটা সাইনবোর্ড থাকা দরকার। এই সাইনবোর্ড কালো জমীনের উপর সাদা রঙে সরকারী ভাষায়, যাহা বর্ত্তমানে ইংরাজী হইতে দেবনাগরীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, লিখিত থাকিবে। শ্রীমহাত্মাজীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার সহিত রামধুন গাহিতে হইবে। এই বিষয়গুলি অনুমোদনের (recognition) সর্ত্তরূপে পরিগণিত হইবে।" গবর্মেণ্টের নির্দ্দেশ ও তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর এই সার্কুলারের পরে আর কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। এই সার্কুলার এখনও প্রত্যাহৃত হয় নাই, যদিও ইহার কোন মূল্য নাই। দেখা যাইতেছে যে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ উচ্চ হইতে কোনরূপ নির্দ্দেশের অপেক্ষা না করিয়াই স্বেচ্ছাচারীরূপে আইন ও নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করিতে মানভূম জিলায়ই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাইনবোর্ডের ব্যাপারও যে তাহার নিজেরই খেয়াল তাহা সুপ্রমানিত। বিহারের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহাশয় সরকারী নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে অধীনস্থ কর্ম্মচারীর এই সার্কুলারটী প্রত্যাহার করিতে নির্দ্দেশ দেন কিনা তাহাই দেখিবার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছি।

পুরুলিয়া সদর সাবডিবিজনে চাউলের ব্যাপার লইয়া প্রকাশ্যভাবে যে দুর্নীতি চলিতেছে তাহার নিরাকরণ দরকার। গত ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ তারিখের মুক্তিতে পুরুলিয়ার 'ভগবানদাস মুরলীধর' ফার্ম্মের চাউল সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম। গত ২৮শে জুন বহু চাউলের গোদাম খানাতল্লাসী ও চাউল সিজ হওয়ার সময় এই গোদামে প্রায় ৩০০০ মণ চাউল মজুত থাকা সত্ত্বেও যে কোন কারণেই হোক তাহা সিজ না করায় স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক করে। এ বিষয়ে মুক্তিতে ১৩ই ডিসেম্বর আলোচনা করার পরে শুনা যাইতেছে যে ইতি মধ্যে পারচেজিং রিপোর্ট দিয়া ও ৬ই জানুয়ারী ১৯৪৯ তারিখে এক চালান চাউল ডেসপ্যাচ করিয়া ব্যাপারটীর একটা সুরাহা করা হইয়াছে। কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী এই ফার্ম্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেও নানা কারণে ব্যাপারটী ধামা চাপা দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই প্রকাশ। আমরা পূর্ব্বে এইরূপই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

মানভূম জিলা হইতে যেভাবে চাউল বাহিরে চলিয়া যাইতেছে তাহা জিলার পক্ষে আশঙ্কার বিষয়। পুঞ্চা থানা হইতে ট্রাক বোঝাই হইয়া বে-আইনী চাউল কাশীপুর আদ্রা রঘুনাথপুর হইয়া সোজা চেলামা করগালির ঘাটের পথে চলিয়া যায়। পুরুলিয়াতে প্রায়ই দেখা যায় থানার আশপাশের জায়গা হইতে সকাল প্রায় ৬টা হইতে ৮টার মধ্যে ২।৩টী ট্রাক চাউল বোঝাই হইয়া রাঁচী রোড হইয়া ধানবাদের রাস্তায় যায়। সহরের অনেক লোকের দৃষ্টি এদিকে পড়িলেও স্থানীয় পুলিশ বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির মধ্যে এগুলি পড়ে না। এই ট্রাক বোঝাই চাউল গুলি কোথায় কি করিয়া যায় তাহা অল্পবিস্তর সকলেই বুঝিতে পারে। গত ১০ই জানুয়ারী সকালে প্রায় ৭।৮ টার সময় তেলমোচাপুলে পুরুলিয়া হইতে দুইটী চাউল বোঝাই ট্রাক আটক করা হয়। জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এই চাউল ধরেন। কিন্তু সেই ট্রাক দুইটী ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দুইটী ট্রাকে প্রায় ১২০ বস্তা চাউল ছিল। সেই চাউলের বস্তা কোথায় গেল, ট্রাক ধরিয়া ছাড়িয়াই না দেওয়া হইল কেন এ সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করা উচিত।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১।২।৪৯ হইতে পুরুলিয়া হাসপাতালে শৃগাল, কুকুর ইত্যাদি দংশন জনিত চিকিৎসা আরম্ভ হইবে।

মানভূমে আগষ্ট আন্দোলন
১৯৪২

মানবাজার থানা

বর্ণনা—শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত

(৩)

একই স্থানে ২টী বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ, একদিকে থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ ভগবান সহায়ের নীচ মনোবৃত্তির চরম পরাকাষ্ঠা, নিরস্ত্র কর্ম্মীদের উপর গুলি চালনা, যেমন নির্ম্মম অত্যাচার, তামসিক বৃত্তির জঘন্য উদাহরণ অপরদিকে তেমনি আমাদের সত্যাগ্রহী চুনারাম, গোবিন্দ, গিরিশের কিরূপ সাত্বিক মনোবৃত্তি!' গুলির আঘাতে দেহের সমস্ত রক্ত ঝরে গেছে তদুপরি প্রায় দু প্রহরের সূর্য্যের তাপে পড়ে থাকা মুমূর্ষুর নিকট এক গণ্ডুস জল কত আশা আকাঙ্ক্ষার কত আদরের, ভুক্তভোগী ছাড়া তাহা বুঝা অসম্ভব। চোখের সামনে জ্বলন্ত আদর্শ, অন্তরে মহান কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হৃদয়ে সাত্বিক ভাবনা বিদ্যমান রাখা এতাদৃশ মুমূর্ষুর নিকট অসম্ভব বলিয়া আমার মনে হলো। এরাই হচ্ছে তথাকথিত অশিক্ষিত, গ্রামের চাষা এদের মধ্যে এরূপ সুমহান গুণসকল কিভাবে এলো? যার ফলে তারা নিজের জীবনের মমতা না রেখে আমাকে বাঁচাবার প্রবল ইচ্ছা করছে, তারা জল খেলে আমাকে গুলি করবে, তাতে হয়ত বা আমার প্রাণ বিপন্ন হতে পারে এই তাদের আশঙ্কা। এ যে কত বড় উচ্চ আদর্শ তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী স্মরণ হলো যে তাঁরই আহ্বানে তারা এমন গুণের অধিকারী হয়েছে যা তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রদের মধ্যেও বিরল।

"যে শুনেছে কানে,
তাঁহার আহ্বান গীতি, ছুটে গেছে নির্ভিক পরাণ,
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে। দিয়েছে সে চিন্তা বিসর্জ্জন
নির্যাতন সয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে
বিদ্ধ করিয়াছে শূল ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে।
সর্ব্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তাঁর লাগি জেলেছে সে হোম হুতাশন
হৃৎপিণ্ড করি ছিন্ন রক্ত পদ্ম অর্ঘ উপহারে
জন্ম তরে জন্ম শোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তাঁরে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।"

তাই অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

আমি দেখলাম জনসাধারণের সাথে একযোগে সত্যাগ্রহ করা চলে না। তাই তাদের কাছে এসে বললাম আজকার প্রোগ্রাম বন্ধ করলাম, এভাবে আমি সত্যাগ্রহের দায়িত্ব নিতে পারবো না। যে হেতু আপনারা কোন নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলছেন না। দেখুন আমি বলেছিলাম আমি প্রথমে পুলিশের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলার পর আমি যে ভাবে আপনাদিগকে কাজ করতে বলবো আপনারা সেইভাবে কাজ করবেন, কিন্তু আপনারা তা না করে হঠকারিতা করে থানায় ঢুকে পড়লেন। আর আমি বলেছিলাম আমরা সত্যাগ্রহী আমরা কাকেও আঘাত করবো না বরং আঘাত সইবো। কিন্তু আপনাদের মধ্যে ২।৪ জন পুলিশের নির্ম্মমভাবে গুলি চালনা দেখে বিচলিত হয়ে গেলেন ও ঢিল পাথর ছুড়লেন, এতো আমাদের নীতি নয়। তাই আজকার প্রোগ্রাম বন্ধ হলো, পরে যা হয় খবর দিব।

বিজয় দত্তর সঙ্গে কয়েকজন যুবক খুব মমতার সঙ্গে আহত কর্ম্মীদের প্রাথমিক শুশ্রূষার কাজ করে দিলে পর আমরা তথা হইতে রওনা হইলাম। পুলিশের এই নির্ম্মম অত্যাচারের সংবাদ তড়িৎ বেগে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, সেইজন্য আমি যখন ঘরে ফিরে আসি, তখন গ্রাম থেকে হরিপদ আমাদের খবর নেবার জন্য আসছে। সে বল্‌লো গ্রামে খবর হয়েছে তোমরা সকলেই পুলিশের গুলিতে মারা গেছ, প্রকৃত খবর কি? আমি বল্‌লাম না তা নয় তবে চুনারাম মারা গেছে এবং গোবিন্দ ও গিরিশ পড়ে আছে। হেম, বিষ্ণু, বেজ, মাস্থ, চুনারাম আরও দু এক জনের আঘাত সাংঘাতিক তবে তারা পড়ে নাই। গ্রামে এসে দেখি কান্নাকাটি চলছে, আমাদেরই কৃত কর্ম্মের ফল, তাই সান্ত্বনা দেবার কেউ নাই মাত্র কবি গুরুর বাণীই যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করলো:

"বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা!"

আমরা যখন মানবাজার থানায় যাই তার কিছু পূর্ব্বে, এস, পি, সিংহ ঘাটোয়ালী হাকিম, খড়িদুয়ারার ট্যাক্স

তহশীলদারের খাতাপত্র পোড়ার তদন্ত করতে গেছলেন, শুনলাম আমরা থানা থেকে চলে আসার পর ঘাট নিবাসী জয়রাম কর্মকারকে ধরে নিয়ে এসে থানায় মৃত চুনারাম ও গিরিশ, গোবিন্দকে লইয়া বিকালে পুকুলিয়া চলিয়া গেছেন। জয়রাম কর্মকারের গ্রেপ্তারের কারণ, তিনি থালা বাটী বিক্রয় করতে গিয়ে খদ্দারের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন, খদ্দার সস্তা চাইলে তিনি বললেন কংগ্রেস সস্তা দর করে দিলে সস্তা দিতে পারবো, এখন পারবো না। এর মুখে কংগ্রেসের নাম শুনতে পেয়েই তাকে ধরে চালান দিলেন। আমাদের কোন কর্মীকেই পায় নাই কারণ আমরা সকলে আত্ম-গোপন করে থাকতুম। কেবলমাত্র বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্য ঘরে আসতুম। একদিন সকাল বেলা দিবাকর, ইচারাম ও আমার মামা গোবিন্দ মাহাত বনতিল্লা থেকে আমাদের খবর নিবার জন্য এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হচ্ছে; এমন সময় রবি কুড়া (জামগড়ার) একজনকে পাঠিয়ে খবর দিলেন তোমাদিগকে ধরবার জন্য সশস্ত্র পুলিশ যাচ্ছে, তাই আমরা তৎক্ষণাৎ আলোচনা বন্ধ করে যে যেখানে পারি চলে গেলাম।

তার সামান্য পরেই তৎকালীন ঘাটোয়ালী অফিসার এস, পি, সিংহ অনেকগুলি সশস্ত্র পুলিশ ও ঘাটোয়াল চৌকিদার সহ আমাদের বাড়ী ঘেরাও করেন, বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহ ছিলেন না মাত্র আমার মামা ছিলেন। তাঁকেই ধরে হাকিমের নিকট লয়ে আনা হল।' হাকিম আমাদের বাড়ীর সামনে একটী ফাঁকা জায়গায় বসে-ছিলেন। মামাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলো, মামা বলিলেন আমি ভিন্ন জেলা থেকে এসেছি জানি না। তখন আবার কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ আমাদের ঘরে গিয়ে আমার মাকে আমি কোথায় থাকি জিজ্ঞাসা করেন, মা জবাব দেন, আমি জানি না, আমাকে বলে যায়নি। তখন তারা যার দেখা পায় তাকেই ধরে এনে বসায় ও আমার খবর সুধায় কিন্তু কেউ বলে না। হাকিম বলেন, না বলে দিলে কাকেও ছাড়িবো না, চালান দিব। কিন্তু গ্রামের লোক কিছুতেই আমার সংবাদ পুলিশের নিকট বললেন না। পুলিশ ভয়ানক রকম ধমক দিতে থাকে কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লনা। হাকিম জিজ্ঞাসা করেছিলেন সত্যকিঙ্করের বাড়ীতে আর কে কে আছে, তাঁরা বল্লেন ওর মা ও স্ত্রী আছেন। হাকিম নিজে আমাদের বাড়ীর ভিতর ঢুকেন নাই বাহিরেই ছিলেন। আবার কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ পাঠালেন আমার স্ত্রীকে ডাকবার জন্য। পুলিশ গিয়ে আমার স্ত্রীকে বলে, চল তোমাকে হাকিম ডাকছে, আমার স্ত্রী জবাব দেয়, আমি হাকিমের কাছে যাবোনা, আমারত কোন দরকার নাই। তখন তারা বলে, না গেলে জোর করে নিয়ে যাবো। তখন আমার মা বল্লেন, আমি বেঁচে থাকতে ছুঁতে পারবে না, বলে ১টী লাঠি ধরলেন। গোলমাল শুনে পাড়ার সমস্ত স্ত্রী-লোকরাই এসেছিলেন ও আমার স্ত্রীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। পুলিশ বন্দুক তুলে গুলি করবো বলে ভয় দেখাতে লাগলো ও শুধু বন্দুকে চোট করতে লাগলো। তবু এরা ছাড়লেন না "ছুঁয়েছত মারবো" বলে লাঠি ধরে দাড়িয়ে রইলেন। অগত্যা পুলিশ ফিরে গেল। শেষে হাকিম স্থানীয় কয়েকজন ঘাটয়ালকে আমাদের বাড়ীতে পাঠালেন, যাঁরা আমাদের আত্মীয়, তাঁরা গিয়ে মাকে বুঝিয়ে বল্লেন হাকিম সত্যকিঙ্করের স্ত্রীকে ডাকছেন ২।১টী কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য পাঠিয়ে দাও, কোনরূপ অভদ্রতা করা হইবে না বলে হাকিম বলছেন।

'আমার স্ত্রী হাকিমের কাছে পৌছিলে আমি কোথায় আছি জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর করে আমি জানি না, পুলিশ বলে, না বললে গুলি করবো, বলে সকলে বন্দুক তুলে ধরে ও শুধুই চোট করে। কিছুতেই কিছু খবর না পেয়ে আমার বাড়ীতে আমার যে মামা আমাদের খবর নেবার জন্য এসেছিলেন তাঁকে নিয়েই আমাদের এখান থেকে মাঝিহিড়ার দিকে রওনা হইলেন, তাঁকে খেতে বা কাপড় জামা নিতে দিলেন না। মেট্যালা হইতে মাঝিহিড়া গিয়েও পুলিশ কাকেও পায় নাই। কেবলচন্দ্র মাহাতর ঘরে সিন্দুরী থেকে হরলাল মাহাত বরাবাজারের কর্মীদের চিঠি লইয়া এসেছিল তাকে ধরে নিয়ে যায়। মাঝিহিড়া থেকে নাথুডি যায়, তথায়ও কোন কর্মীকে পায় নাই তাই সন্ধ্যা নাগাদ থানায় ফিরে যায়।

আমরা আত্মগোপন করে থাকার জন্য পুলিশ অন্তের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল যথা—আমার মামা খবর নিতে এসেছেন তাঁকে ধরে চালান দেওয়া, লোকজনকে আমাদের খবর জিজ্ঞাসা করে, কেউ না বললে তখন তাঁদের উপর অযথা ধমক। এই সব দেখে শুনে আর আত্মগোপন করে থাকতে ভালো লাগল না। একদিন কদমার বনে কর্মীদের মিটিং করা হলো। মিটিংএ ঠিক হলো এভাবে থাকা ভালো হচ্ছেনা আত্মপ্রকাশ করা যাক। এই সংবাদ সমস্ত কর্মীদের দেওয়া হইল। গিড়গিড়িতে চিত্তদাকে খবর দিবার জন্য মকর মাহাত ও দিগম্বর মাহাতকে (মেট্যালা) পাঠাইয়া দিলাম।

সরকার পাইকারী জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। কোথাও চৌকিদারী ট্যাক্সের ১০ গুণ কোথাও বিশগুণ কোথাও পুরা টাকার রসিদ দেন, কোথাও নাই। আমরা পাইকারী জরিমানা দিতে বারণ করি, সেইজন্য আমাদের কয়েকটী গ্রামে প্রথম প্রথম আদায় হয় নাই, তখন একদিন হাকিম অনেকগুলি সশস্ত্র পুলিশ লইয়া আমাদের গ্রামে গিয়াছিলেন ও পাইকারী জরিমানা দাও, না দিলে ক্রোক করিব, ঘর জ্বালাইব বলিয়া ভয় দেখান। কিন্তু লোক রাজী হয় নাই। তাঁরা বলেন, আমরা ত কোন দোষ করি-নাই জরিমানা দিব কিসের জন্য। তখন হাকিম বলেন তোমরা সত্যকিঙ্করকে যদি আমার কাছে এনে দিতে পারো তবে তোমাদের পাইকারী জরিমানা দিতে হবে না। গ্রামবাসী সকলেই এই কথা আমার নিকট বলিলেন, আমি বললাম ভালো কথা আমি ধরা দিতে রাজী তবে বলুন আপনারা জরিমানা দিবেন না।'

হাকিম বারিতে আড্ডা করেছিলেন। বেলা ১০ টার সময় স্নানাহার করিয়া একেবারেই প্রস্তুত হইলাম ও মায়ের নিকট বিদায় লইতে গেলাম। মা কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জনের পর আদেশ দিলেন, যাও। এই আদেশকে রক্ষাকবচ মনে করে বাড়ী থেকে বাহির হইলাম। 'বারি পৌছে দেখি হাকিম, দারোগা ও কতকগুলি সশস্ত্র পুলিশ বর্ত্তমান আছে। আমি প্রথমেই হাকিমের নিকট গিয়ে বললাম বা কাজ করেছি তা আমরা, তবে এরা জরিমানা দিবে কেন? এর উত্তরে তিনি একটী কাগজ দেখিয়ে বল্লেন দেখুন বিহার সরকার অর্ডার দিয়েছেন আমার দ্বারা বন্দ করা হইবে না আমাকে এই অঞ্চলে এই টাকাটা আদায় করতেই হবে, দোষী নির্দ্দোষের কোন কথা নাই।

(ক্রমশঃ)

জয়পুর কংগ্রেসের দিগ্‌দর্শন

(২)

আমাদের দেশবন্ধু স্পেশাল পূর্বাহ্নেই গয়াতে আসিয়া দাঁড়াইল। এখানে গয়া হইতে কংগ্রেস যাত্রী ভর্ত্তি করিয়া আরও দুইখানা 'বগি' আমাদের গাড়ীর সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল। বিহারের অনেক পরিচিত কংগ্রেসজনদের সঙ্গে ষ্টেশনে ও গাড়ীতে দেখা হইল। দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সোস্যালিষ্ট পার্টির কেহ যাইতেছে কি না? তাহারা বলিল যে, না তাহারা এবার কংগ্রেসে যাইবার কোন প্রয়োজন মনে করিতেছে না। দেখিলাম শাসন ব্যবস্থা ও প্রদেশের অন্যান্য রাজ-নৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে বহু লোকেই তীব্র সমালোচনা করিতেছে। এমন লোক খুই কমই পাইলাম যাহারা কোন না কোন দিক দিয়া বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলি-তেছে সে অবস্থাকে সমর্থন করিবার মনোভাব রাখে।

গয়া ছাড়িয়া গাড়ী শোন নদী পার হইয়া যখন মোগলসরাই আসিয়া পৌছিল তখন প্রায় পূর্বাহ্ন পার হইয়া গিয়াছে। গাড়ী থামিবামাত্রই যাত্রীর দল যত্রতত্র খাবার সন্ধানে ছুটিল। ষ্টেশনের হিন্দু মুসলমান দুইটী হোটেলেই কংগ্রেস যাত্রীর বিরাট জনতা ঠেলা-ঠেলি করিতেছে—ভাত রুটীর আশায়। ম্যানেজার বাবুদের গরজ দেখিলাম—সর্বোচ্চ ডিগ্রীতে। ভাগ্যবান যাহারা তাহারা টেবিলে বসিয়া অগ্নিমূল্যে সামান্য ভাত রুটী খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিল। বাকী সব অন্য চেষ্টায় দৌড়িতে লাগিল। পেয়ারায় ঝুড়ি নিমেষে ফাঁক হইয়া যাইতে লাগিল, বুট ঘুগনীদানা, পুরী রুটী প্রভৃতি বিক্রেতাদের আর ঘুরিয়া ফিরিয়া বিক্রয় করিবার সময় হইল না। যে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেখান হইতেই তাহাদের জিনিষ শেষ হইয়া যাইতে লাগিল।

মোগলসরাই ষ্টেশনে আরা হইতে আগত কয়েকজন কংগ্রেসজন আমাদের গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাহারা বলিলেন যে অতিকষ্টে তাহারা আরা হইতে মোগলসরাই আসিয়া পৌছিতে পারিয়াছেন। সমস্ত গাড়ীতেই এত অসম্ভব ভীড় যে গাড়ীতে প্রবেশ করাই একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাহাদের জিলা এবং সাধারণ

অবস্থা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চলিল। সর্ব্বত্র একই ব্যাপার। স্থান বিশেষে সমস্যার রূপ বিভিন্ন হইলেও একটী ধারা সর্বত্রই এক রকম ভাবেই চলিয়াছে, অর্থাৎ কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি এবং কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াপন্থী ও ধণিক এবং পুঁজিবাদীদের প্রাধান্য।

এলাহাবাদে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ট্রেণ আসিয়া থামিল। যুক্ত প্রদেশের বহু কংগ্রেসজন এই গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীতে একজন যুক্ত প্রদেশেরই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি এলাহাবাদ হইতে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। ভদ্রলোক সারারাস্তা যুক্ত প্রদেশের গবর্মেণ্টকে অত্যন্ত তীব্রভাবে সমালোচনা করিতে করিতে চলিলেন। কি কাজ করেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তিনি কাশীতে কাপড়ের দোকান করেন। তাহার মতে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সাধু লোক একজনও নাই। বলিলেন যে গবর্মেণ্ট যতই চেষ্টা করুক যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ঘুস দিবার সুযোগ থাকিবে ততক্ষণ আমরা নিজের সুবিধামত কারবার করিবই। তিনি প্রকাশ্যেই এবং অসঙ্কোচে বরং খানিকটা বাহাদুরির সহিত কিরূপে উচ্চ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের টাকা ঘুস দিয়া নিশ্চিন্তে কাপড়ের চোরাবাজার করিয়াছেন তাহার বর্ণনা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে এই ব্যাপার তিনি গোপনে করেন নাই। প্রকাশ্যে সকলেই ইহা করিতেছে। ইহাই সাধারণ ব্যাপার এবং বাস্তবিকপক্ষে ইহাকে চোরাবাজার বলা অন্যায়। আর যদি ইহা চোরাবাজারই হয় তবে, তাহার জন্য গবর্মেণ্টের ব্যবস্থাই দায়ী।

এই গাড়ীতেই জনৈক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি জেমসেদপুর হইতে আসিতেছেন এবং সেখানে পাঞ্জাবী শরণার্থী রিলিফ কমিটীর তিনি সেক্রেটারী বা ঐরকম কোন পদে অধিষ্ঠিত। সেখানে শরণার্থীদের একটা ক্যাম্প আছে এবং তিনি তাহার অন্যতম পরিচালক। তাহার অভিযোগ এই যে গবর্মেণ্ট শরণার্থী সমস্যাটীর ঠিকভাবে ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। তিনি এই কথাই বলিলেন যে—শরণার্থীদের কোন কাজ না দিয়া প্রতিপালন করিবার যে ব্যবস্থা গবর্মেণ্ট করিতেছেন তাহাতে শরণার্থীদের এক দিক দিয়া অকল্যাণ হইতেছে। বহু শরণার্থী কাজ করিয়া খাইতে চায়। অনেকে এইভাবে থাকা অসম্মানজনক মনে করে। কারণ শরণার্থী হইয়া যাহারা আসিয়াছে তাহারা বেশীর ভাগই নিজেদের দেশে পরিশ্রম দ্বারাই সম্মানজনকভাবে জীবিকানির্বাহ করিত। এখানে কাজে নিযুক্ত না থাকার ফলে তাহাদের স্বভাব ও আচরণ অধঃপতনের দিকে যাইতেছে। গবর্মেণ্ট যত লক্ষ টাকা ইহাদের জন্য প্রতি বৎসর খরচ করিতেছেন, সেই পরিমাণ টাকার দ্বারাই ইহাদের অধিক সংখ্যক লোকের স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এবিষয়ে তিনি পরিকল্পনা পেশ করিয়া অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে—দুঃখের বিষয় সোজা কথা এবং সোজা কাজ গবর্মেণ্ট বুঝিতে চাহে না। আরও একটা কথা যে এতগুলি ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীকে সেই প্রদেশের গবর্মেণ্ট স্থায়ীভাবে বসাইতে অনিচ্ছুক, ইহাও একটা প্রধান অন্তরায়।

চলমান ট্রেণের কামরায় বসিয়া বাংলা, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সম্বলপুরের দিক হইতে আগত উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের কংগ্রেস যাত্রীর মধ্যে কথাবার্ত্তা ও আলাপ আলোচনা, গবর্মেণ্ট ও কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়াই স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতা ও মনোভাবের প্রকাশ আমাদের এই যাত্রাপথের রাজনৈতিক জীবনকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও একটী বিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন যে—গবর্মেণ্ট বা কংগ্রেস এখন জনসাধারণের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেছে।

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধেও আমরা বেশ খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করিতেছিলাম এবং বেশ অনুভব করিলাম যে উপস্থিত আমরা কেহই নিজেদের বা অন্যকে কোন প্রকার প্রাদেশিক সংকীর্ণ সীমার মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতেছি না। অবস্থা এবং পরিবেশে মানুষের মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়—ইহা খুবই স্বাভাবিক। সব ভারতের মিলন ক্ষেত্র জাতীয়তার পরম পীঠস্থান নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনের যাত্রী

আমরা—এই অনুভূতিই যেন আমাদের সমস্ত সংকীর্ণতার উর্দ্ধে লইয়া চলিয়াছিল। আজ স্বাধীনতার পরে যে সংকীর্ণ ভেদ বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা আমাদের জাতীয় জীবনকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে—তাহা বিস্মৃত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য সেই অতীতে ফিরিয়া গেলাম—যেদিন বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা—প্রভৃতি প্রাদেশিক সীমারেখা বিলীন হইয়া একই দেশরূপে সমগ্র ভারতের সীমারেখা একই রেখাতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভাষার পার্থক্য, কৃষ্টির পার্থক্য, ধর্ম্মের পার্থক্য নিশ্চিহ্ন হইয়া যেদিন একই জাতীয়তার অনুভূতি সমস্ত ভারতবাসীর অন্তর স্পন্দিত করিত। মাঠের পর মাঠ চলিয়া যাইতেছে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে গ্রামগুলি আবছায়া হইয়া মুহূর্ত্তে দৃষ্টি পথের অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে—চলমান ট্রেনের জানালা দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া মনের পর্দ্দায় সেই দিনগুলির ছবি যেন এমনি করিয়াই কখনও অস্পষ্টভাবে কখনও দ্রুতগতিতে দেখা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ভাবিতেছিলাম আজ কেন এমন হইল!

টুণ্ডলাতে গাড়ী ১৪ই সকালে আসিয়া পৌছিল। ইতিমধ্যে সকলেই গাড়ীর মধ্যেই গৃহস্থালী গুছাইয়া বসিয়াছে। টুণ্ডলাতে অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইবে। সকলেই গাড়ী হইতে নামিয়া কেহ স্নানের চেষ্টায় কেহ অন্য চেষ্টায় মন্থরগতিতে চলা ফেরা করিতেছিল। একটা গাড়ীর নিকটে প্লাটফরমের উপরে দেখি ছোটখাট একটী ভিড় জমিয়া গিয়াছে এবং ব্যাপার বোঝা গেল কলহ হইতেছে। যাহাদের মধ্যে কলহ হইতেছিল তাহাদের মধ্যে একদলে কয়েকজন কংগ্রেস প্রতিনিধি ও কংগ্রেস কর্মী আর একদলে কয়েকজন খাদি ও মিল পরিহিত ব্যবসায়ী যাহারা এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার জন্য জয়পুরে চলিয়াছে। বিতণ্ডার কারণ হইল এই যে গত রাত্রে এই সমস্ত কংগ্রেস প্রতিনিধিরা গাড়ীর মেঝের উপর অতিকষ্টে বিনিদ্র অবস্থায় রাত্রি কাটাইয়াছে এবং ইহারা লেপ ও কম্বল মুড়ি দিয়া টান্ টান্ হইয়া বেঞ্চ ও বাঙ্ক দখল করিয়া নাক ডাকাইয়াছে। অনেক অনুরোধ উপরোধেও মেঝেস্থিত কংগ্রেস প্রতিনিধিদের জন্য এতটুকু বিবেচনা করিবার মত সহৃদয়তা দেখায় নাই। কেহ কেহ আবার বাঙ্কের উপর হইতে জল ফেলিয়া, মেঝেস্থিত যাত্রীদের দুর্ভোগ সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। বিতণ্ডাতে ক্রমশঃ রক্তশোষক, কালোবাজারী প্রভৃতি রাজনৈতিক কটুগাক্যগুলি বাধাহীনভাবে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ইহা কতক্ষণ চলিত বা ইহার শেষ ফল কি দাঁড়াইত বলা যায় না তবে হঠাৎ বহুলোককে সেই ট্রেন হইতে তাড়াতাড়ি মোটঘাট লইয়া নামিতে দেখিয়া সকলে ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। জানা গেল অনেকেই দিল্লী হইয়া না যাইয়া এখানে নামিয়া আগ্রা ফোর্ট হইয়া যাওয়া স্থির করিয়াছে এবং আর একবার গাড়ী বদল করিতে হইলেও এইপথে জয়পুরে অনেক আগেই পৌছাইতে পারা যাইবে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গাড়ীর প্রায় অর্দ্ধেক খালি হইয়া গেল। যাহারা কলহ করিতেছিলেন তাহারা সকলেই আগ্রার পথ ধরিলেন। প্রকৃতপক্ষে সোজা কলিকাতা হইতে যাহারা আসিতেছিলেন তাহারা ও বিহার হইতে আমরা প্রায় ২৫ জন ছাড়া অন্যান্য সকলেই সেখানে নামিয়া গেল। আমাদের পাশের কামরাগুলি জনশূন্য হইয়া গেল। কলিকাতার যাত্রীদের যেখানে অন্য গাড়ীতে বেশী ভিড় ছিল তাহারা অনেকেই স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া খালি গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া দেখি আমাদের চৌধুরী একটী বেঞ্চে হাত পা ছড়াইয়া বাড়ী হইতে আনা চিঁড়া, একটী বাটীতে ভিজাইয়া নিশ্চিন্তমনে গুড় দিয়া মাখিতেছিল। আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—খালি গাড়ীটা বড়ই ফাঁকা লাগিতেছে। যাহারা কাল রাত্রে ঘুমাইতে জায়গা পায় নাই তাহারা আজ একটা বেঞ্চী দখল করিয়া কাল রাত্রের অনিদ্রাটা পোষাইয়া লইতে পারিত।

সাগরদাদা কাছেই বসিয়াছিল, সে বলিল আজই জয়পুরে সভাপতির প্রসেশন বাহির হইবে যদি তাহা দেখিতে পাওয়া যায় এই আশায় অনেকেই তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সভাপতির প্রসেশন! কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিরূপ হইবে খবরের কাগজে তাহার খানিকটা বর্ণনা দেখিয়াছিলাম। হাতী ঘোড়া প্রভৃতি বিরাট আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের ব্যাপার। মনে হইল এবার এত আড়ম্বর যেন না করিলেই ভাল হইত। জাতির পিতা গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে এখনও এক বৎসরও পার হয় নাই। জাতির কাল্যশৌচ এখনও যে চলিতেছে!

ট্রেন তখন টুণ্ডলা ছাড়িয়া দিল্লীর দিকে চলিয়াছে।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক শিক্ষার নীতি ও ব্যবস্থা

৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান

মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত

ভারত গবর্মেণ্ট গত বৎসর ভারতবর্ষে শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটী কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে এই বোর্ডের বৈঠক হয়। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কমিটীর রিপোর্ট ও মতামত বিচার করিয়া তিন দিন বৈঠকের পর ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই বোর্ড যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিগত ১০ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে মুখ্য বিষয়গুলি দেওয়া হইল।

১০ বৎসরের মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। শিল্প ও কৃষিগত উন্নতির জন্য উচ্চশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে।

ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের মূল বেতন ৪০৲ টাকা হইতে আরম্ভ হইবে।

(এই বেতনের হার সম্বন্ধে বোর্ড এই মন্তব্য করিয়াছেন যে কোন কোন প্রদেশে শিক্ষকগণের বেতনের হার উক্ত হার অপেক্ষা অনেক কম রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে এবিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বলা হইয়াছে।)

বর্ত্তমানে ৪০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষকের ব্যবস্থা চলিতে পারে, কিন্তু প্রতি ৩০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষকের ব্যবস্থা সম্ভব হইলে ৫ বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই ইহা করা উচিত।

বাধ্যতামূলক অধ্যয়নকালের পরবর্ত্তী শিক্ষার জন্য কিছু বর্দ্ধিত হারে ফিঃ ধার্য্য করা যাইতে পারে তবে যথেষ্ট সংখ্যক দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

ছাত্ররা প্রবেশিকা অথবা অনুরূপ পরীক্ষা পাশের পর আবশ্যক হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ও নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষকরূপে কাজ করিবে।

কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ১০ ভাগ এবং প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের রাজস্বের শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

শরীরচর্চ্চার উৎকর্ষের জন্য শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি—

সেবাগ্রাম ও বিহারে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিকে যে রূপ দেওয়া হইয়াছে, ভারত গবর্মেণ্টকে অবিলম্বে তাহা অনুধাবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ—

আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে মোট জনসংখ্যার অন্ততঃ শতকরা ৫০ জনকে যাহাতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা যায় সেজন্য একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অনুযায়ী ১২ হইতে ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতদনুসারে ভারত গবর্মেণ্টকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

কারিগরী বিদ্যা—

কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ও উৎসাহ দানের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহার—

গৃহীত একটী প্রস্তাবে প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে সুপারিস করা হইয়াছে। প্রস্তাবে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন বিদ্যালয়ে শতকরা চল্লিশজন ছাত্রের মাতৃভাষা একরূপ হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ভাষায় শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। বোর্ড আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা মাতৃভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইলে বুনিয়াদী শিক্ষায়তনে তৃতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে ইহা প্রবর্ত্তন করা চলিবে। অবশ্য যদি কোন ক্ষেত্রে পৃথক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা যাইবে।

মাদ্রাজ সরকারের তরফ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, হিন্দুস্থানী যে সকল অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা নহে তথায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রোমান হরফে অথবা আঞ্চলিক ভাষার হরফে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরে ছেলেমেয়েদের দেবনাগরী হরফ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বোর্ড এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে দেখিতে বলিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে এই ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে অন্ততঃ ৫ বৎসর চলতি ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হইবে এবং ধীরে ধীরে ইংরাজী ভাষার স্থলে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত বোর্ডে গৃহীত হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সম্বন্ধে একটী কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। সভাপতি মৌঃ আবুল কালাম আজাদ প্রতিশ্রুতি দেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের বিষয় ভারত সরকার নিশ্চয়ই বিবেচনা করিবেন।

নিখিল ভারত কার্য্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব

গত ৯ই ও ১০ই জানুয়ারী তারিখে নয়া দিল্লীতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের গৃহে নবগঠিত নিখিল ভারত কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

৩০শে জানুয়ারী তারিখে মহাত্মাজীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে প্রস্তাব :

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর প্রায় একবৎসর অতীত হইয়াছে। ৩০শে জানুয়ারী তাহার মৃত্যুদিবস দেশের সর্ব্বত্র শ্রদ্ধার সহিত 'সর্বোদয়' দিবস হিসাবে পালন করা উচিত। ঐদিনে গান্ধীজীর নাম ও গান্ধীজী সারাজীবন যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে স্মরণ করা হইবে। সত্য ও অহিংসার দ্বারা মানুষের মধ্যে শুভেচ্ছা এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মহাত্মাজী যে বাণী দিয়া গিয়াছেন ঐদিন জাতির বিশেষভাবে তাহা স্মরণ করা উচিত।

ঐদিনে তাঁহার পবিত্র ও চিরন্তন স্মৃতির উপযুক্ত প্রার্থনানুষ্ঠান করিতে হইবে।

সুতাকাটা ও সমাজ সেবামূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

জনসভার অনুষ্ঠান। এই সভায় কোন বক্তৃতা না করিয়া কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক রচিত একটী বাণী পঠিত হইবে।

প্রাথমিক সদস্য সম্পর্কিত প্রস্তাব—

(কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন নরনারী কংগ্রেসের নীতি স্বীকার করিয়া লইলে প্রাথমিক সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাথমিক সদস্যের কোন প্রকার চাঁদা দিতে হইবে না।)

(১) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আড়াই হাজার প্রাপ্তবয়স্ক ভোটার সমন্বিত এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত প্রাথমিক ইউনিটের গণ্ডী নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

(২) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রত্যেক প্রাথমিক ইউনিটে এড হক (অস্থায়ী) কমিটী গঠনের জন্য পাঁচ জনের অধিক লোক নিয়োগ করিবেন না। এই সকল কমিটী প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহের ও প্রাথমিক সদস্য তালিকা প্রণয়নের ভার লইবেন। পরীক্ষার জন্য এই তালিকা যে কোন কেন্দ্র স্থলে অন্ততঃ একপক্ষ কাল রাখিয়া দিতে হইবে।

(৩) শাসনতন্ত্রের ১ নং অনুচ্ছেদ এবং বয়স ও বাসস্থান সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র খণ্ড খণ্ড কাগজে প্রাদেশিক ভাষায় মুদ্রিত করিতে হইবে। এক একটী খণ্ডে একাধিক প্রাথমিক সদস্য নাম স্বাক্ষর করিতে অথবা টিপসহি দিতে পারিবেন।

(৪) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এই উদ্দেশ্যে ঐ সকল ফরম দিবেন। যে কোন ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি একত্রে ঐ ফরমে স্বাক্ষর করিয়া সদস্য সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠিত অফিসে তাহা দাখিল করিতে পারিবেন।

(৫) সদস্য সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠিত অফিস প্রাথমিক ইউনিটগুলির এলাকার মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে।

(৬) সদস্য সংগ্রহ সম্পর্কে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা হইলে, দ্রুত তাহার মীমাংসার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী একটী ট্রাইবুন্যাল অথবা উপযুক্ত অন্য ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) সদস্য সংগ্রহের কাজ যথাসম্ভব শীঘ্র আরম্ভ হইবে। ১৯৪৯ সালের ১লা মে তারিখের পূর্বে উহা আরম্ভ করিতে হইবে এবং ১৯৪৯ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত উক্ত কাজ চলিবে।

(৮) এই ব্যাপারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী যে নিয়ম করিবেন অবিলম্বে তাহা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

পার্লামেন্টারী বোর্ড—

ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌঃ আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীকালা বেঙ্কটরাও এবং শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পাকে লইয়া কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক কর্মসূচী—

অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাবে জয়পুর কংগ্রেসে গৃহীত পরিকল্পনাকে সফল করিতে অনুরোধ করিয়া কংগ্রেস কর্মীদিগকে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্য গবর্মেণ্টকে সাহায্য করা, প্রচার করা ও কংগ্রেস কর্মীদিগকে প্রাত্যহিক বিবরণ লিখিয়া দাখিল করিতে বলা হইয়াছে।

কংগ্রেস কর্মীদের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচীর নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

(১) কঠোরভাবে কর্ত্তব্য পালন :—এই সকল সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে :—(১) রেশন কার্ডে যে দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করা এবং সর্বপ্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করা। (২) কালোবাজারের আশ্রয় লইয়া রেশনের অতিরিক্ত দ্রব্য সংগ্রহ না করা। (৩) নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদির বিশেষ বরাদ্দের জন্য পারমিটের আবেদন না করা। (৪) চোরা কারবারী ও চোরাবাজারে সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় জনমত গঠন করা। (৫) মজুত ও দুর্নীতি নিবারণের জন্য স্থানীয় যুবক ও মহিলাদিগকে লইয়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন।

ইহা ব্যতীত উৎপাদন, সঞ্চয়, খাদ্য সংগ্রহ, সমবায় সমিতি গঠন ও সমবায় পদ্ধতিতে বণ্টন, শ্রমিক সমস্যা ও উক্ত কার্য্যে কংগ্রেস কর্মীদের যোগদান সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত প্রস্তাবগুলি কিভাবে কার্য্যকরী করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ দিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলিকে এক ইস্তাহার দ্বারা জানাইয়াছেন যে—

২৬শে জানুয়ারী—স্মৃতি-দিবস হিসাবে পালন করিতে হইবে। এই দিন সর্বত্র প্রত্যেক সহরে প্রত্যেক পল্লীতে জনসভার আয়োজন করিতে হইবে।

প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীকে তাহার কার্য্যের দিনপঞ্জী রাখিবার জরুরী প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে—কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র সাফল্যের সহিত কার্যকরী করিতে হইলে এই শ্রেণীর ডাইরী রাখার অভ্যাস অত্যাবশ্যক। কারণ এই যে—গঠনতন্ত্র অনুসারে গ্রাম কংগ্রেস পঞ্চায়েতের উর্দ্ধতন কমিটীর নির্ব্বাচিত সদস্যগণ সক্রিয় সদস্য হইবেন। এই সকল সদস্য যদি তাহাদের কার্য্যের ডাইরী না রাখেন তাহা হইলে তাহারা সুচারুরূপে কংগ্রেসের কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন না।

কংগ্রেসসেবীদের আচরণ সম্পর্কে সভাপতির নির্দ্দেশ।

গত ১৩ই জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি ডাঃ সীতারামায়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস সেবীদের আচরণ সম্বন্ধে তিনি শীঘ্রই এক নির্দ্দেশ নামা বাহির করিবেন তাহাতে প্রত্যেক কংগ্রেস সেবীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা উল্লিখিত থাকিবে। সর্ত্তাবলী এইরূপ থাকিবে :

আইন পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ বস্ত্র ও অপরাপর নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের ব্যবসায় করিবার লাইসেন্স অথবা পারমিট এবং আমদানী ও রপ্তানীর জন্যও আবেদন করিতে পারিবেন না। এইরূপ নিজ নামে বা বন্ধু বান্ধবদের নামে সরকারী কন্ট্রাক্ট লওয়াও কংগ্রেস সেবীদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইবে।

ভাষাগত প্রদেশ বণ্টন একান্ত প্রয়োজনীয়

রাষ্ট্রপতি ডাঃ সীতারামিয়ার অভিমত

গত ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী মাদ্রাজে অন্ধ্র মহাসভার সম্বর্দ্ধনার উত্তরে এবং এক প্রেস কনফারেন্সে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ সীতারামিয়া বলেন যে—"একই ভাষাভাষী লোক লইয়া একাধিক প্রদেশ গঠন করা চলিতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক লইয়া একটী প্রদেশ গঠন করা চলে না। ভাষার ভিত্তিতে দেশ বিভাগের নীতি দীর্ঘ দিন পূর্বেই মহাত্মা গান্ধীও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। মাদ্রাজে চারিটী ভাষা চালু রহিয়াছে এবং উহা বিভক্ত হইতে বাধ্য।" তিনি বলেন যে "ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটী ইতিপূর্বে বিভিন্ন কমিটী ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে যে তিন জন ব্যক্তির উপর এই ভার অর্পণ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে আমিও একজন। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। মাদ্রাজের ন্যায় একটী বৃহৎ প্রদেশকে শুধু ভাষার দরুণই নহে শাসন সংক্রান্ত কার্য্যের জন্যও বিভক্ত করা প্রয়োজন। অফিসে আদালতে মাতৃভাষাই ব্যবহার হওয়া উচিত—কেননা উহার ফলে জনসাধারণ সরাসরি অভিযোগ করিতে বা তাহাদের বক্তব্য পেশ করিতে পারে।

তিনি প্রেস কনফারেন্সে বলেন যে—ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ইহা কংগ্রেসের গৃহীত নীতি, এবং আমাদের আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য ইহা আরম্ভ করিবার সময় আসিয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সম্পর্কে নিযুক্ত কমিশনের রিপোর্ট বিষয়ে তিনি বলেন যে—তাহাদের সহিত আমি একমত নহি এবং দুর্ভাগ্যক্রমে কমিশন নূতন ভাবধারা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী যে তিনজনের কমিটী (তিনিও তাহার একজন) নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারা এই প্রশ্নের সমস্ত দিক বিশেষ করিয়া কৃষ্টির ঐক্য, শাসন সুবিধা, ভৌগলিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়াই এই প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবেন। তিনি আশ্বাস দেন যে—সমস্যার ব্যাপকতা ও জটিলতায় কমিটী বিব্রত না হইয়া ইহার সুষ্ঠু সমাধান করিবেন। তিনি দেশবাসীকে ইহার উপর নির্ভর করিতে বলেন।

হরতাল ও ধর্ম্মঘট

ছাত্র ও শিক্ষক

বিহার—

পাটনা ও বিহারের অন্যান্য বহু কলেজের ছাত্রগণ টেষ্ট পরীক্ষার বিলোপ সাধনের দাবী করিয়া ৮ই জানুয়ারী হইতে ব্যাপক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। বহুদিন হইতেই ছাত্ররা এই দাবী করিয়া আসিতেছিল এবং গত ডিসেম্বর মাসে ছাত্ররা তিন দিন ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। পরে ১৮ই ডিসেম্বর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভায় সমগ্র বিষয়ের বিবেচনা করা হইবে বলিয়া ভাইস চ্যান্সেলার আশ্বাস দেওয়ায় ও সাময়িকভাবে টেষ্ট পরীক্ষা স্থগিত রাখায় ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু সিণ্ডিকেটের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট না হইয়া ছাত্ররা আবার ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

সমগ্র বিহার প্রদেশের বিভিন্ন কলেজের প্রায় ২০,০০০ কুড়িহাজার এর উপর ছাত্র এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। বিহারের শিক্ষামন্ত্রী আচার্য্য বদরীনাথ বর্ম্মার বাসভবনে গত কয়েকদিন হইতে প্রায় বারজন ছাত্র অনশন ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়া আছে। এই অনশন ধর্ম্মঘটে আরও ছাত্র এমন কি ছাত্রীদেরও যোগদানের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

গত ১২ই ও ১৩ই তারিখে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়দানে প্রদেশের সমস্ত কলেজের প্রতিনিধিসহ বিরাট ছাত্রসভায় টেষ্ট পরীক্ষা বর্জ্জন করিবার এবং দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চালু রাখিবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। ১৪ই জানুয়ারী হইতে টেষ্ট পরীক্ষা হইবার কথা ছিল কিন্তু ছাত্ররা তাহা বর্জ্জন করিয়াছে।

ছাত্ররা এবিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে—ইহা সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার, এবং তিনি ইহার কোন প্রকার প্রতীকার করিতে পারিবেন না।

এই ধর্ম্মঘটের সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট পুলিশ দ্বারা কলেজগুলি পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ছাত্রদের সমস্ত লাউডস্পীকারগুলি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যালরা অভিভাবকদের নোটীশ দিয়াছে যে ছাত্ররা তিন দিনের মধ্যে যোগদান না করিলে তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে।

গত ১৩ই তারিখে বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং ছাত্রদিগকে ধর্ম্মঘট না করিয়া টেষ্ট পরীক্ষা দিবার অনুরোধ করিয়া এক আবেদন জানাইয়াছেন। কিন্তু তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই।

পরীক্ষা বর্জ্জন ও ছাত্র ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

শিক্ষক ধর্ম্মঘট—

বিহার প্রাদেশিক শিক্ষকসংঘ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করিয়াছেন যে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে বিহারের সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, টোল, মাদ্রাসা প্রভৃতির শিক্ষকগণ ধর্মঘট করিবে।

এই ধর্মঘটের পদ্ধতি এই হইবে যে, একমাস যাবত শিক্ষকগণ স্কুলে যাইয়া হাজিরাতে নাম স্বাক্ষর করিবেন কিন্তু কোন প্রকার স্কুলের কাজ এমনকি ছাত্রদের হাজিরা লওয়া বা সরকারী চিঠিপত্র সম্পর্কীয় কাজ করিবেন না। শিক্ষকগণ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে একমাসের নোটীশ দিবেন। এই সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী একমাসের মধ্যেই বা তাহার পূর্বেও সংগ্রাম সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে অন্য পদ্ধতির নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতে পারে।

ধর্মঘটের কারণ এই যে গত দুইবৎসর যাবত বহু চেষ্টা করিয়াও,—মন্ত্রীদের নিকট, লাট সাহেবের নিকট বহু দরবার করিয়াও—শিক্ষকগণের বেতনের হারবৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। শিক্ষকগণ দীর্ঘ দুই বৎসর যাবত এবিষয়ে অপেক্ষা করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে এ অবস্থায় চলা সম্ভব নয় বলিয়া বাধ্য হইয়াই ধর্মঘট করিতে হইতেছে।

পুরুলিয়া ও মানভূমের শিক্ষকসংঘও ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষকগণের বেতন সম্বন্ধে সাধারণ দাবী ছাড়াও তাহাদের আরও অভিযোগ এই যে বরাবাজারের জনৈক স্কুল সাব-ইনস্‌পেক্টার জনৈক শিক্ষককে যেরূপ অন্যায়ভাবে লাঞ্ছনা ও অপমান করিয়াছেন—তাহার প্রতীকারের জন্য আবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই।

বিহারের সমস্ত জিলা হইতেই প্রাদেশিক শিক্ষক সংঘের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শিক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধর্মঘটের নোটীশ দিতেছেন।

যুক্তপ্রদেশ—

গত ১লা জানুয়ারী হইতে যুক্তপ্রদেশের জিলাবোর্ডের অধীনস্থ সমস্ত স্কুলের শিক্ষকগণ ধর্মঘট ও পদত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রদেশে ৪৯টী জিলার মধ্যে ৪৩টী জিলার সমস্ত স্কুল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রায় চল্লিশ হাজার (৪০,০০০) ধর্মঘটী শিক্ষকগণ পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট ছাত্রগণের সংখ্যা প্রায় কুড়ি লক্ষ (২০,০০০০০) হইবে।

শিক্ষকগণের দাবী এই যে তাহারা যে হারে বেতন পাইতেছেন তাহাতে তাহাদের একরূপ উপবাস করিতে হয়। এই বেতনের হার ৪০৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে এবং মাসিক ১৫৲ টাকা মাগগী ভাতা দিতে হইবে। বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষকগণ মাসিক ৭০৲ টাকা করিয়া পান।

যুক্ত প্রদেশের শিক্ষকগণের সংঘ 'অধ্যাপক মণ্ডল' প্রায় গত চারি বৎসর যাবৎ এই দাবী লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও ইহার সম্বন্ধে কোন প্রকার বিবেচনা করেন নাই। শিক্ষামন্ত্রী তাহাদের 'জাতির জন্য ত্যাগ করিতে' বলিয়াছেন। শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে বলা হয় যে—এই ত্যাগ উপর হইতেই আরম্ভ হওয়া উচিত। ধর্মঘট চলিতেছে।

রেল ধর্ম্মঘট

গত ১লা হইতে ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) রেলওয়ে রাণিং ষ্টাফের (ড্রাইভার, গার্ড প্রভৃতি যাহারা চলতি ট্রেনে কাজ করে) কার্য্যকরী সমিতির এক বৈঠক নয়াদিল্লীতে হয়। তাহাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাহাদের বেতন সম্বন্ধে দাবী ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্বীকার না করিলে, সমগ্র ভারতের এই রেল কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিবে।

তাহাদের অভিযোগ এই যে, গবর্মেণ্টের নির্দ্ধারিত নূতন বেতনের হার অনুযায়ী তাহারা বর্ত্তমানে যে টাকা পান তাহা হইতে অনেক কম পাইবেন। তাহারা ১৬টী দাবী পেশ করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ধর্মঘট সম্বন্ধে ভারতের সর্ব্বত্র ভোট লওয়া হইতেছে। সর্ব্বত্রই ধর্মঘট সমর্থন করিয়া ভোট হইতেছে। আগামী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে এই ভোট গ্রহণ শেষ হইবে।

ডাক বিভাগ

কলিকাতার ডাক বিভাগের কর্মচারীদের ইউনিয়নের সর্বোচ্চ পরিষদ ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী ২৪ জানুয়ারী হইতে ভারতের সমস্ত ডাক কর্মচারীদের ধর্মঘট সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হইবে ও তাহা ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে শেষ করিয়া ফলাফল অনুযায়ী ধর্মঘট সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইবে।

তাহাদের অভিযোগ এই যে—গত ১০ই ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নিকট ডাক কর্মচারীদের ৫টী ন্যূনতম দাবী যাহা গবর্মেণ্টও স্বীকার করিয়াছিলেন—তাহা পেশ করা হইয়াছিল। বেতন নির্দ্ধারণ কমিশন যে সমস্ত বেতনের হার ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুপারিশ করিয়াছিল তাহা কার্য্যকরী করা হয় নাই।

পুরুলিয়া জিলা স্কুল হইতে বাংলার মাধ্যম উঠাইবার ফলে প্রতিক্রিয়া

গত ১০ই জানুয়ারী শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে বার এসোসিয়েশনের এক জরুরী সভা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

(১) বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া এই বৎসর হইতে পুরুলিয়া জিলা স্কুলে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে সকল শ্রেণীতে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করায় এই এসোসিয়েশন গভীর উদ্বেগ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই বাঙ্গলা ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চলিয়া আসিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ এই সত্য সম্যক অবগত আছেন যে, বিহারের অন্যান্য স্থানের অবস্থা যাহাই হোক না কেন মানভূম জিলা প্রধানতঃ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল এবং বিশেষ করিয়া সদর পুরুলিয়া এলাকা অধিবাসীদের প্রায় সকলেই বাঙ্গলা ভাষাভাষী। সুতরাং সহরের বিদ্যালয় সমূহের প্রায় সকল ছাত্রেরই মাতৃভাষা বাংলা ভাষা।

(২) পুরুলিয়া জিলা স্কুলে যে পরিবর্ত্তন সূচীত হইয়াছে তাহাতে শুধু বিহারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবদ্রীনাথ বর্মা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিই ভঙ্গ হয় নাই, পরন্তু ভারতের জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক ঘোষিত শিক্ষানীতিও লঙ্ঘন করা হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্বে 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমশরুওয়ালার নিকট লিখিত পত্রে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এতদ্বারা তাহা ভঙ্গ করা হইয়াছে।

(৩) এই বৎসর হইতে পুরুলিয়া জিলা স্কুলে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা ছাত্রদের মঙ্গলের পরিপন্থী এবং যে ভাবে এই স্থানের মাতৃভাষাকে নিষ্পেষিত করা হইতেছে তাহা গণতন্ত্রের বিরোধী। কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মাতৃভাষা দমনের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বিহার সরকারের শিক্ষা বিভাগের আদেশানুসারে এই বৎসর হইতে পুরুলিয়া জিলা স্কুলে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

(৪) ছাত্রদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা বিস্মৃত করাইবার যে ব্যবস্থা ক্ষমতায় সমাসীন প্রাদেশিক সরকার করিয়াছেন, তাহাদের সে উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। উহার ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে তিক্ততারই সঞ্চার হইবে।

(৫) এই এসোসিয়েশন বিহার সরকারকে তাহাদের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া বিহারের শিক্ষামন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি নূতন নির্দ্দেশ দেওয়ার অনুরোধ জানাইতেছে।

এই প্রস্তাবের নকল নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নিকট পাঠান হইয়াছে—(১) বিহারের শিক্ষামন্ত্রী, পাটনা। (২) প্রধানমন্ত্রী, বিহার, পাটনা। (৩) ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, নয়া দিল্লী। (৪) ভারতের প্রধানমন্ত্রী, নয়া দিল্লী। (৫) ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (৬) শ্রীকিশোরলাল মসরুওয়ালা, সম্পাদক 'হরিজন'। (৭) শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী—ভারত সরকারের মন্ত্রী। (৮) ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়া, কংগ্রেস সভাপতি। (৯) শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র, সভাপতি, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি।

গত ১৩ই জানুয়ারী জিলা স্কুলের ৩৪২ জন বাংলাভাষী ছাত্রগণের অভিভাবকদের পক্ষ হইতে বিহারের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠান হইয়াছে—

"পুরুলিয়া জিলা স্কুলে এ পর্য্যন্ত বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া বাংলাভাষী ছাত্রদের জোর করিয়া হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দিবার যে আদেশ শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয় দিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্বক পরিবর্ত্তন করুন। ইহাতে মাতৃভাষার শিক্ষালাভের অধিকারকে অস্বীকার করা হইতেছে। আগামী ২৮শে জানুয়ারীর মধ্যে পূর্ব্বের ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্ত্তন না করিলে ছাত্রেরা স্কুল যাওয়া বন্ধ রাখিবে।"

ইহার পূর্বে শ্রীঅমৃত বাহন সেন, জিলা স্কুল ম্যানেজিং কমিটীর সভ্যরূপে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌঃ আবুলকালাম আজাদের নিকট একটী তারে সম্যক অবস্থা জানাইয়া অবিলম্বে প্রতীকার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

গান্ধী স্মৃতি পক্ষ

গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারের সভাপতিরূপে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ১৬ই হইতে ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত গান্ধী স্মৃতি পক্ষ হিসাবে পালন করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি দেশবাসীকে মুক্তহস্তে গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারে দান করিতে আবেদন করিয়াছেন।

বিহার আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা

রাঁচী হইতে ১০ই জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, রাঁচীর শ্রীদেবকীনন্দন প্রসাদ এম, এল, এ, ও তাহার ভাগিনেয়র বিরুদ্ধে সিমেন্টে চোরাবাজার করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, সিমেন্ট সম্বন্ধে চোরাবাজারী কারবারের সংবাদ পাইয়া, নোটে স্বাক্ষর করিয়া সিমেন্ট কিনিবার ব্যবস্থা করা হয়। তাহার ফলে তিন বস্তা সিমেন্ট ধরা পড়ে। বস্তা তিনটী বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

মুক্তি সম্পাদক সমীপেষু,

বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত শিরিষগোড়া গ্রামের টোলা বান্দুডাবর সবরদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ১৪।৯।৪৫ তারিখে বান্দোয়ান থানার সিপাহী আসিয়া আমাদিগকে থানা যাইতে বলে। আমরা প্রথমে যাইতে চাহি নাই। পরে সিপাহী আমাদিগকে জোর করিয়া লইয়া যায়। তাহার পর আমাদিগকে বান্দোয়ান থানায় লইয়া গেল না, বান্দোয়ানের নিকটবর্ত্তী আসপাড়া গ্রামে লইয়া যায়। কয়েকদিন পূর্ব্বে আসপাড়া গ্রামে ডাকাতি হইয়াছিল। উক্ত তারিখে আসপাড়াতে দারোগা ও পুলিশ সাহেব উপস্থিত ছিল। পুলিশ সাহেব আর দারোগা প্রথমে আমাদিগকে চোর বলিয়া সাব্যস্ত করে আর আমাদিগের উপর নানারূপ পীড়ন করে। তাহাতে আমরা স্বীকার করি নাই। পরে দারোগা ও পুলিশ সাহেব আমাদিগকে বলে তোমরা চোর ধরিয়া দাও, যদি চোর ধরিয়া না দাও, তাহা হইলে তোমরাই চোর, এইবার যে স্থানে চুরি ডাকাতি হইবে, তোমাদিগকে চোর সাব্যস্ত করিব ও চালান দিব। সেইজন্য হুজুরের নিকট প্রার্থনা এই যে, যাহাতে পুলিশের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাই, যেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। গরীবদের কোন ব্যবস্থা না করিয়া দিলে আমাদিগকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আমরা পুলিশের অত্যাচারে স্বজাতির মিটিং করিতে পারি নাই। আমরা মিটিং করিয়া যাহাতে স্বজাতির উন্নতি করিতে পারি তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। যদি আমরা মিটিং করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের জাতির উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এই নীচ জাতির প্রতি কাহারও দৃষ্টিপাত নাই। আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার লোক একবারেই নাই। যাহাতে আমরা উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। নিবেদন ইতি—

বান্দুডাবর গ্রামবাসী সবর দিগর

১। শ্রীকানু সবর, ২। শ্রীমহন সবর, ৩। শ্রীবাধু সবর, ৪। শ্রীভক্ত সবর, ৫। শ্রীশম্ভু সবর, ৬। শ্রীজড়িষা সবর, ৭। শ্রীমধুর সবর, ৮। শ্রীধানে সবর, ৯। শ্রীবিরু সবর, ১০। শ্রীরসি সবর, ১১। শ্রীআনু সবর, ১২। শ্রীজগু সবর, ১৩। শ্রীভরত সবর।

(২)

মুক্তি সম্পাদক সমীপেষু,

উদলবনী গ্রাম নিবাসী সবরদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে, আজ প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব হইতে গ্রামের মালিক শ্রীসনাতন মাঝি আমাদের উপর অযথা অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। আমরা তাহার বাড়ীতে কাজ করিতে না গেলে, আমাদিগকে কুবাক্য বলিয়া তিরস্কার করে। তাহার পুকুরের জল পর্য্যন্ত খাইতে দেয় নাই। আর মেয়েছেলেকে কুবাক্য বলিয়া পুকুর হইতে দূর করিয়া দেয়। আমরা যদি গ্রামবাসীদিগকে বিচারের জন্য প্রার্থনা করি, তাহা হইলে সনা মাঝি, তাহাদিগকে ঘুস দিয়া আমাদিগের উপর দোষ ফেলাইয়া দেয়। বিনা দোষে চোর বলিয়া গালি দেয়। এ বৎসর জঙ্গল জরিপের সময় সনা মাঝি আমিনের সঙ্গে যুক্তি করিয়া আমাদের আবাদী বাড়ীগুলিকে জঙ্গল সামিল করিতে চাহিয়াছিল। আমরা এইরূপ অনেক বার তাহার নির্য্যাতন পীড়ন সহ্য করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিতেছি না যদি আমাদিগকে বারংবার এইরূপ কষ্ট দেয় তাহা হইলে আমাদের কি দশা হইয়া দাঁড়াইবে তাহার ঠিক নাই। সেইজন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা এই যে, যাহাতে আমাদের উপর এইরূপ অত্যাচার অবিচার না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে মর্জ্জি হয়।

সবরগণ, উদলবনী গ্রাম, (বান্দোয়ান)

(৩)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমার বাড়ীতে আমার ছোট ভাইএর স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিলেন এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ কি জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার কথা। আমাকে প্রায়ই এষ্টেটের কাজে বাহিরে যাইতে হয়। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতে হাসপাতালের নার্স মার্শা ও পদ্মাবতীকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমার বাড়ী হইতে খবর আসিলেই—আমি না থাকিলেও যেন তারা যায়। তাহারা সানন্দে তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। পাছে তাহাদের কোন ত্রুটী হয় এই জন্য আমি ডাক্তার পাঠককে বলিয়াছিলাম এবং অনুরোধ করিয়া ছিলাম যেন তিনি সেই সময় তাহাদের যাইবার জন্য অনুমতি দেন। তিনিও আমাকে আশ্বাস দেন। আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম। ইতিমধ্যে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বাহিরে যাইবার কথা ছিল এবং ১০ দিন সেইখানে থাকিতে হইবে। কত দিন আন্দাজ ডেলিভারী হইতে পারে জানিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত মনে যাইতে পারিব বলিয়া ১৯।১২।৪৮ তারিখে হাসপাতালে যাই এবং শ্রীযুক্তা মার্শাকে ডাকি ও পরীক্ষার জন্য আমার বাড়ীতে আসিতে বলি। তিনি অস্বীকার করেন। তখন পদ্মাবতীর কাছে যাই তিনিও আসিতে অস্বীকার করেন। দুই জনেই তখন তাহাদের বাসায় ছিলেন। হাসপাতালের মধ্যে ডাক্তার পাঠকের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাহাকে নার্সদের ব্যবহারের কথা বলি। ডাক্তার পাঠক বলেন যে, তারা যেতে পারে না উপর হইতে নূতন হুকুম এসেছে। আমি বলিলাম যে তারা কেবল পরীক্ষা করিবে যে কতদিন পরে ছেলে হতে পারে। তাহাতে তিনি বলিলেন আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তাকে বলিলাম যে "এ শুধু পরীক্ষা করিবে কিন্তু যখন সত্যই প্রসব বেদনা হয় এবং যদি প্রসবকালীন প্রসূতির কোন বিপদই হয় এবং প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে তখনও কি ডাকিতে এলে কেউ যাবেন না?' তাহা তিনি বলিলেন "না যাবে না, কি করিব বলুন আপনি নিয়ম জানেন না।" আমি চলে আসি।

আমি পুরুলিয়ার ২৪ বৎসর আছি—যখনই কোন নার্সকে ডাকিয়াছি তাহারা আসিয়াছেন—এমন কি পারাপারি করিয়া দিনরাত ডিউটী ১ মাসের উপর করিয়াছে। এখন নূতন নিয়ম কি তাহা আমি জানি না।

হাসপাতালে লেডী ডাক্তার নেই। প্রসব করাইবার জন্য ১টী নার্স থাকিত সে অবসর গ্রহণ করাতে কোন নার্স ভর্ত্তী করা হয় নাই। Maternity Home ছিল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে শুনিলাম। এখন উপায়? সাধারণের জন্য হাসপাতাল তাহাও কি সাধারণের জন্য কিছু উপকারে আসিবে না?

শ্রীপ্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

(৪)

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু!

মহাশয়! নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটী আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দুস্থ শিক্ষক কুলকে সাহায্য করিলে বাধিত হইব।

সমগ্র মানভূম প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রতি

বন্ধুগণ!

শিক্ষকের সম্মান ও বাঁচিবার অধিকার উপেক্ষিত ও পদদলিত হইয়াছে, সহনশীলতার চরম সীমায় উপনীত হইয়া মান ও প্রাণ বাঁচাইবার শেষ উপায় স্বরূপ ধর্ম্মঘট

(২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি : **সমর সিংহ,** তুলমী
পুরুলিয়া

সুদক্ষ পরিচালক ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী দ্বারা আপনাদের যাবতীয় ইলেকট্রিক ওয়্যারিং ফিটিং ইত্যাদি ও সকল প্রকার ইলেকট্রিক তার ও বাল্‌বের জন্য আমাদের নিকট অনুসন্ধান করুন।

দোলগোবিন্দ ঘোষ
তারা ইলেকট্রিক ষ্টোরস্
পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট, পুরুলিয়া।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

এখানে স্কুল ও কলেজের যাবতীয় পাঠ্য পুস্তক, প্রাইজ এবং লাইব্রেরীর উপযোগী সকল প্রকার ধর্ম্মপুস্তক, নাটক, নভেল, খাতা, কলম দোয়াত প্রভৃতি ও খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম, এবং বিস্কুট, উৎকৃষ্ট দারজিলিং চা ও যাবতীয় মনোহারী দ্রব্য খুচরা এবং পাইকারি দরে অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীতারাপদ সরকার
১০।১২।৪৮ ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিহার সরকারের অনুমতি-ক্রমে, কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স এবং সোসাইটীসমূহ সদস্য বা সাধারণ সকলকেই পরিবার পিছু ৩০ গজেরও অতিরিক্ত কাপড় বর্ত্তমানে দিতে পারিবেন।

সার্কুলার মেমো নং ১৭৫৬ সি, এস, ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪৮, পাটনা।

পুরুলিয়া ১৩।১।৪৯ } **পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ**

ওষুধপত্র
ও
অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় নানারকম ভালো জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
৭ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১১ই মাঘ ১৩৫৫, ২৪শে জানুয়ারী ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

৩০শে জানুয়ারী রবিবার

জাতির জনক

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস

তাঁহার আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার
দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য
পালন করুন।

চিঠি পত্র

(১৭ পৃষ্ঠার পর হইতে)

কর্ম (যথা ছাত্র হাজীরা, অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র আদান প্রদান ইত্যাদি) করিবেন না। পুনরাদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ প্রকার কার্য্যক্রমই চলিবে। প্রাদেশিক কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকট হইতে নির্দ্দেশ আসিলেই উহা স্থানীয় পত্রিকা মুক্তি ও সংগঠন মারফত বিজ্ঞাপিত হইবে। 'মুক্তি' ও 'সংগঠন' পত্রিকাগুলি নিয়মিত পাঠ করুন ও জেলা শিক্ষক সঙ্ঘের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করুন। নিবেদন ইতি—

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সরকার
সাধারণ সম্পাদক, সমগ্র মানভূম প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ।

(২)

মানবাজার থানার আঁকরো হইতে শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন—

গ্রামের দিকে অনেকের কাছে থেকে জানা যাচ্ছে যে সোকর্দ্দমার তারিখ বিচারকগণ অনেক ক্ষেত্রে ছুটির দিনে ধার্য্য করে অযথা গরীবদের হয়রাণীতে ফেলছেন। তারা দিনের দিন নিজেদের কষ্টোপার্জ্জিত পয়সা খরচ করে সুবিচারের আশায় পুরুলিয়া এসে জানতে পারে যে সেদিন কোর্ট বন্ধ। পুনরায় তাদের পয়সা খরচ করে দিন জানতে হয় এবং মোটর ভাড়া দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে হয়। অনেক গরীব প্রবলের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় কোর্টের শরনাপন্ন হয়। কিন্তু কোর্ট থেকেও যদি তাদের উপর এইরূপ অত্যাচার চলে তাহলে তাদের প্রতিকারের আশা একেবারেই বিলুপ্ত।

দয়া করে যদি হাকিমগণ লোকের সুবিধা অসুবিধা উপলব্ধি করে দিন ধার্য্য করেন তাহলে জনসাধারণ উক্ত হয়রাণী হতে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। যাহাতে এই অনাচার বন্ধ হয় সেদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ১১ই মাঘ

সুভাষচন্দ্র

২৩শে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। ভারতবাসীরা সকলেই তাহার জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান করিয়াছে। সভা, শোভাযাত্রা বক্তৃতা আদি দ্বারা এই জন্মবার্ষিকীতে জাতি তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে।

দেশ, জাতি অথবা সমগ্র মনুষ্য সমাজ, যে সমস্ত বীর মহৎ বা অন্যান্য কারণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সমষ্টিগতভাবে স্মরণ করে, তাহারা সংখ্যায় খুবই অল্প। সাধারণ মানুষদের মধ্যে ইহারা অসাধারণ। ইহারা এমন কিছু করিয়া যান, যাহা দ্বারা সমষ্টিগতভাবে জনসমাজের মঙ্গল হয় বা কল্যাণের পথ তৈরী হয়। মানুষ তাহাদের স্মরণ করে এই জন্য যে, যেসব গুণাবলীর অধিকারী হইয়া তাহারা যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই সমস্ত গুণাবলী, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে অনুশীলন করিয়া আমরা যেন সমষ্টির কল্যাণকে আরও প্রসারিত ও অগ্রগামী করিতে পারি। জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী যাহাই হোক না কেন—সমষ্টির তাহাদিগকে স্মরণ করিবার জন্য এইগুলি সঙ্গতিপূর্ণ উপলক্ষ্য মাত্র। আমরাও আজ সমস্ত দেশবাসীর সহিত এই উপলক্ষ্যেই নেতাজী সুভাষকে স্মরণ করিতেছি। স্মরণ করিতেছি আজ শ্রদ্ধা ও দুঃখের সহিত। শ্রদ্ধার কারণ তিনি নিজে, আর দুঃখের সহিত এই জন্য যে—যে জাতির মধ্যে এমন একটী ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন, যে জাতির মধ্যে এমন একটী প্রাণ কাজ করিয়া গিয়াছেন, এবং যে জাতির মধ্যে এমন একটী লোক তাহার জীবনাদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন—সে জাতির বর্ত্তমান বিড়ম্বনা দেখিয়া।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটা দিকই আমরা আজ আলোচনা করিব। তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতর হইতে জাতি আজ যে অভিজ্ঞতা লইয়া লাভবান হইতে পারে, জাতির বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়।

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের বাহিরে একটী গোটা ভারতবর্ষ তৈরী করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে তাহার দ্বারা গঠিত 'আজাদ হিন্দ্' বাহিনী সেই গোটা ভারতবর্ষের প্রতীক। তাহার নেতৃত্বে ও প্রেরণায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারাঠী, মাদ্রাজী, বাঙ্গালী, বিহারী ভারতবাসী মাত্রেই যে কোন ধর্ম্মের যে কোন প্রদেশের হোক না কেন, তাহাদের ব্যক্তিগত, ধার্মিক, ও প্রাদেশিক সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া একটী মাত্র সত্তায় নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছিল—সেটী ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী। এখানে কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না।

ইংরাজের অধীনে যে সব ভারতবাসী সৈন্য হিসাবে কেবল অর্থের জন্য কাজ করিয়াছে, ভেদ নীতিকে ভিত্তি করিয়া, নিজের স্বদেশকে পরাধীন করিয়া রাখাই যাহাদের কাজ ছিল, অবস্থার বিপর্য্যয় হইলেও তাহাদিগকে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলাইয়া স্বদেশ প্রেমে সত্যকারের উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য স্বেচ্ছায় অকুণ্ঠভাবে চরম ত্যাগ বরণ করিবার যে প্রেরণার সঞ্চার করা হইয়াছিল—তাহা অপূর্ব! কি অদ্ভুত চরিত্রবল ও স্বদেশপ্রেম থাকিলে ইহা করা সম্ভব হইতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়।

সুভাষচন্দ্রের এই চরিত্রবল ও স্বদেশ প্রেমই সঙ্কীর্ণ মানুষকে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা হইতে উর্দ্ধে আনিয়া অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সমস্ত দেশের সহিত একাত্ম ভাবনা থাকিলে—তাহার নিকট সমস্ত সঙ্কীর্ণতা স্বাভাবিক ভাবেই বিলীন হইয়া যায়। ধর্ম্মের পার্থক্য, প্রদেশের প্রাথিক্য, ভাষা ও কৃষ্টির পার্থক্য কোন স্থানই পায় না। এই একাত্ম বোধ তাহার সম্পূর্ণ ছিল এবং তাহা ছিল বলিয়াই তাহার চারিপার্শ্বে তাহার সংস্পর্শে যাহারা ছিল তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই তাহা সঞ্চারিত হইয়াছিল। উহা কতদূর সাময়িক ও কতদূর স্থায়ী তাহা বিচার করিবার স্থান এ নয়, আজ শুধু উপলব্ধি করিবার কথা এই যে, দেশ ও জাতিকে এই একাত্ম বোধে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে তাহাকে ভেদ ও বিভেদের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করা সম্ভব নহে। ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত ভাবে জাতি বা জাতির সামান্যতম অংশও যদি তাহার চিন্তা ধারার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে, তবে তাহার সকল প্রচেষ্টা পরস্পরের মধ্যে কেবল বিরোধ

ও সংঘর্ষেরই সৃষ্টি করে। জাতির অগ্রগতি প্রতিহত হইয়া তাহার অবনতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে থাকে। সবেমাত্র পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছি। শৃঙ্খল না থাকিলেও বন্ধনের বেদনা এখনও আমাদের সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। এই অবস্থায় আমরা আমাদের বিগত জাতীয় জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা ভুলিয়া আমাদের চিন্তাকে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে এবং আমাদের কর্মধারাকে সংকীর্ণতর স্বার্থে নিয়োজিত করিতেছে। সুভাষচন্দ্রের এই ব্যাপক দেশাত্মবোধের প্রেরণা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত না করিতে পারিলে আমাদের দুর্গতির শেষ নাই। আজ এই শিক্ষার, এই প্রেরণার নূতন করিয়া বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সুভাষের জন্মবার্ষিকীতে ভারতবাসি কি সে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবে?

সুভাষচন্দ্রের এই দেশাত্মবোধ ও তাহার অসাধারণ দৃঢ় চরিত্রবল, এই দুইটী সর্বকালে সর্ব মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় থাকিলেও ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় ইহার প্রয়োজন বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে। দেশের সর্বত্র তাহার জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের সময় দেশের যুবশক্তি, দেশের জনশক্তি, দেশের নেতৃশক্তি কি তাহার জীবন হইতে এই শিক্ষা লইয়া নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে অনুপ্রাণিত করিবেন? সুভাষের স্তুতিগান আমরা অনেক করিয়াছি, ভবিষ্যতেও করিব, কিন্তু তাহা আমরা আনুষ্ঠানিক পূজার সামিল করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের তাহা প্রয়োজন নাই। তিনি জীবিতই থাকুন বা মৃতই হোন জাতীর জীবনে তাহার দেশাত্মবোধ ও চরিত্রবলকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার সক্রিয় সংকল্প গ্রহণ করার মধ্যেই তাহার জন্মবার্ষিকী পালনের সার্থকতা রহিয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

গত ২০শে জানুয়ারী স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এলাহাবাদে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৭৪ হইয়াছিল। রাজনীতিতে স্যার তেজবাহাদুর ছিলেন উদার নৈতিক মতাবলম্বী। তাহা হইলেও তাহার অপূর্ব মনীষা ও আন্তরিকতার জন্য সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। তিনি ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যতম চিন্তানায়ক ছিলেন সন্দেহ নাই। সংঘর্ষ ও বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া যুক্তি ও পরামর্শের পথে আপোষ মীমাংসা দ্বারা কার্য্যের পন্থাতেই তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং এ বিষয়ে তাহার যোগ্যতা অসাধারণ ছিল। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও বৃটীশ গবর্মেণ্টের মধ্যে বহুবারই তিনি আপোষ মীমাংসার ব্যাপারে শান্তি-দূতরূপে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আইন-জীবি ছিলেন এবং বিচক্ষণ আইনবিদ্ বলিয়া শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাহার খ্যাতি ছিল। বস্তুতঃ তাহার সমকক্ষ আইনবেত্তা দুর্লভ। সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, ও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি একজন উদার হৃদয় সমাজপতি ছিলেন। ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবের স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

গত ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত চীনের সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চীনের অবস্থার পরিবর্ত্তনের কোন আশা নাই বলিয়াই বলিতে হইবে। কমিউনিষ্ট পক্ষ সমস্ত চীনের উপর যে অধিকার বিস্তার করিয়াছে তাহা হইতে চীনের পক্ষে মুক্তিলাভ বর্ত্তমানে সম্ভব নহে। কমিউনিষ্ট সৈন্যদল বর্ত্তমানে নানকিংএর উপকণ্ঠে জাতীয় গবর্মেণ্টের সৈন্যদলের সহিত সংগ্রামে রত। নানকিং হইতে চীন জাতীয় সরকার, কমিউনিষ্টদের সহিত শান্তি স্থাপনের আলোচনার পূর্বে, অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে যুদ্ধ বিরতির জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। কমিউনিষ্ট নেতারা এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের ফলে শান্তি আলোচনার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। শান্তিস্থাপনের আলোচনার জন্য কমিউনিষ্টরা ৮টী সর্ত্ত দিয়াছিলেন। চীনের প্রেসিডেণ্ট জেনারেলিসিমো চিয়াংকাইসেক ইহাতে সম্মত হন নাই। কিন্তু তাহার মন্ত্রীসভার অনেকে যে কোন সর্ত্তে, বা কোন সম্মানজনক সর্ত্তে শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী। তাহারা বিচার বিতর্ক করিয়া যুদ্ধ বিরতির আবেদন কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সান ফো-কে পূর্ণ ক্ষমতা দেন। চিয়াংকাইসেক ব্যক্তিগত হিসাবে এইরূপভাবে শান্তি স্থাপনের বিরোধী হইলেও, ইহার পথে তিনি বাধা হইয়া থাকিতে চাহেন না। সুতরাং তিনি নানকিং পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। একরূপ তিনি চীন রাজনৈতিক ক্ষেত্রের

নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন। চীনের এই কমিউনিষ্ট প্রাধান্য জগতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকার পক্ষে ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। মধ্য ইউরোপ হইতে সুদূর প্রাচ্য পর্য্যন্ত রুশিয়া সহ ৬১ কোটী লোকের উপর কমিউনিষ্টদের আধিপত্য। পৃথিবীর সমস্ত গবর্মেণ্টই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডও প্রধান মন্ত্রী এটিলী সাহেব ইতিমধ্যেই সৈন্য সংগ্রহ করিতে সুরু করিয়াছেন। ব্রহ্মের মন্ত্রীসভা অবস্থার গুরুত্বে পদত্যাগ করিয়াছেন। আমেরিকা যুদ্ধের আয়োজনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। বর্ত্তমান পৃথিবী এক বিরাট শঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছে।

ডেপুটী কমিশনার অথবা সরকারী তরফ হইতে যে সমস্ত জনসভা করা হয় তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে কেহ কিছু বলিতে চাহিলে সাধারণতঃ তাহাকে বলিতে দেওয়া হয় না। ইহা একটা সাধারণ রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে। এই না বলিতে দিবার কারণ এই যে, যে মিথ্যা দ্বারা জনসাধারণকে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করা হইতেছে সে সম্বন্ধে সত্যের প্রকাশে তাহাদের আপত্তি আছে। সম্প্রতি মানবাজার থানার পাথর মোহড়াতে ডেপুটী কমিশনারের উপস্থিতিতে যে জনসভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীরঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কান্তি মুখোপাধ্যায় কিছু বলিতে চাহিলে সভা শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাদের বলিতে দেওয়া হয় না। সরকারী প্রচার বা অন্যান্য শ্রেণীবিদ্বেষমূলক প্রচারের জন্য নানা লোকের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে যে সমস্ত সভা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে ঐ একই ধারা অনুসৃত হয়। যুক্তির পথে ও সত্যের পথে জনসাধারণের সম্মুখে সকলের সম্মুখীন হইতে এই অনিচ্ছা ও আশঙ্কা তাহাদেরই স্বাভাবিক ভাবে থাকে, যাহাদের উদ্দেশ্য অন্যায় ও অসত্য। মানভূমের জনসাধারণ ইহা ভাল করিয়াই জানে বলিয়াই এই ধরণের প্রচার বা সভা সমিতি সম্বন্ধে তাহারা বিরুদ্ধ ভাবই পোষণ করিয়া থাকে।

এই সমস্ত সভা সমিতিগুলিতে সরকারী কর্মচারীরা এবং তাহাদের প্রচারকেরা জনসাধারণের নিকট নানা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন—অর্থাৎ বাঁধ, কুয়া, স্কুল প্রভৃতি সম্বন্ধে সদাব্রত খুলিয়া বসেন। এই আশ্বাসে জনসাধারণের তরফ হইতে বহু দরখাস্ত পড়ে। সেই সব দরখাস্তকারী-দের মধ্যে যে ভাবে যাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়, তাহা এক ইতিহাসের ব্যাপার। অনেকের প্লটের কোন খোঁজ নাই কিন্তু বাঁধ মঞ্জুর। বহু লোকে কন্যার বিবাহ, পিতৃ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতির খরচের জন্য জলসেচের দরখাস্ত করিয়া থাকে। তাহারা জানে কেমন করিয়া দরখাস্ত মঞ্জুর করাইতে হয়। মঞ্জুরী টাকার কতটা অংশ কমিশনে বাদ যায় তাহারও একটা হার বাঁধা আছে। যাহাদের প্রকৃতই জলসেচের প্রয়োজন তাহারা খুব কম ক্ষেত্রেই বাঁধের সুযোগ পায়। এই সব ব্যাপারে এই রকম প্রতি-শ্রুতির ত কোন অর্থই হয় না বরং ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকে অন্য অর্থই করিয়া থাকে। জলসেচের এই সব বাঁধ প্রভৃতি ব্যাপারে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সাধারনের অর্থ লইয়া কিরূপ স্বেচ্ছাচার মূলক কাজ চলিতেছে।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে, সরকারী কর্তৃপক্ষ হইতে কয়েকটী স্কুলের কর্তৃপক্ষের নিকট হুমকী দেওয়ান হইয়াছে। ব্যাপারটা জিলা স্কুলের ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই জানা যায়। বর্ত্তমান পৃথিবীতে একটা বিষয় পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে, ক্ষমতা যাহাদের নিকট থাকে তাহারা যাহাই করুক না কেন সেইটাই ন্যায় সঙ্গত। যাহারা আজ স্কুলের কর্তৃপক্ষদের বা ছাত্রদের হুমকী দেখাইতেছেন তাহারা নিজেরা যে সমস্ত অন্যায় করিতেছেন তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়। ন্যায়সঙ্গত মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাহারা চেষ্টা করিতেছে তাহারা কোন হুমকীতেই সে চেষ্টা হইতে বিরত হইবে না। হুমকী দ্বারা যে ন্যায় ও সত্যকে দাবান যায়না—এই সত্য কি এখন ইহারা একেবারেই ভুলিয়া দিয়াছেন?

গত ২২শে জানুয়ারী বিহারের উন্নয়ন ও সমবায় সমি-তির মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ পুরুলিয়ায় আসিয়াছিলেন। তাহার আগমন উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া জিলা স্কুলে বেলা ১২ টার সময় একটী সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে স্থানীয়

সরকারী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও সমবায় সমিতির সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় গবর্মেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রদান করা হয়। উপস্থিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, এ, বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে—কার্য্যের যে সমস্ত বিবরণ শোনা গেল তাহা অধিকাংশই কাগজেই নিবদ্ধ। এই জিলার বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখান যে, জিলার ডেপুটী কমিশনার সমবায় সমিতির প্রচেষ্টাকে বাধাই দিয়া আসিয়াছেন এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী, কালবাজারী ও শোষণকারীদের প্রশ্রয় দিয়া সমস্ত জনকল্যাণকর কার্য্যের বিরোধীতাই করিয়া আসিয়াছেন। একমাত্র হিন্দী প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই মানভূমে আজ সমস্ত বিভাগের কাজ হইতেছে। সুতরাং যতকাল এই অব্যবস্থিতচিত্ত ডিপুটী কমিশনার এই জিলাতে থাকিবেন, যাহার বুদ্ধির কোন বালাই নাই, ততদিন পর্য্যন্ত মানভূমে ভূতপ্রেতের নৃত্যই চলিতে থাকিবে। তিনি যথার্থ উন্নতি কিভাবে হইতে পারে তাহার সম্বন্ধে বলেন। শ্রীশবাবুর বক্তৃতা শেষ হইবার পর ঝালিদার শ্রীফুল চাঁদ মাড়োয়াড়ী দাঁড়াইয়া বলেন যে—"শ্রীশবাবু যাহা বলিলেন তাহা ঠিক নয়। বর্ত্তমান ডিপুটী কমিশনার মানভূমের হিতার্থে যে সমস্ত কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহার নাম সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে।" এসম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার মন্তব্যের প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। তবে 'কল্যাণকর' কার্য্যের ফিরিস্তি দেখিলে বুঝা যাইবে যে তাহা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য নয়—যাহারা জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে তাহাদের জন্যই।

শিক্ষার মাধ্যম কিভাবে জোর করিয়া মাতৃভাষা উঠাইয়া দিবার প্রতিবাদে পুরুলিয়ার সহস্র সহস্র জনসাধারণ যে বিহারের শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিতেছেন, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান এবং এমন অনেকে স্বাক্ষর করিতেছেন যাহাদের নিজস্ব ভাষা হিন্দী হইলেও হিন্দীর সহিত জেলার মাতৃভাষা বাংলা তাঁহাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিখাইতেছেন—যাহার জন্য বাংলা শিক্ষার অসুবিধা তাঁহারাও কখনই চাহেন না। এই ব্যাপারে একটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাস্তবিক জাতীয় মনোভাব সম্পন্ন যে সমস্ত ব্যক্তি আছেন তাহারা ইহাকে সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে দেখেন এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতেই ইহার বিচার করেন—ইহা অতীব আশার কথা। সর্বোপরি এখানে যে বাংলায় মাধ্যম অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রয়োজন তাহা তাহারা অকুণ্ঠ চিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা আশা করি গবর্মেণ্ট ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পুরুলিয়া অলকী তাঁতায় গত ২৮শে ডিসেম্বর চর্ম শিল্পিদের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠন করিবার উদ্দেশ্যে বহু থানা ও গ্রাম হইতে বহু চর্ম শিল্পী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ইহা যোগ্য প্রচেষ্টা। কলের প্রস্তুত জুতা প্রভৃতি সাধারণ চর্মকারদের প্রায় বেকার করিতে বসিয়াছে। একমাত্র সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারাই তাহারা গৃহশিল্প হিসাবে পুঁজিপতির প্রভাবের বাহিরে থাকিয়া নিজেদের টিকাইয়া রাখিতে পারে। এক্ষেত্রে একটা কথা বলা দরকার। সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ পুরুলিয়াতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু পুরুলিয়ার সমবায় ভাণ্ডার বা সমিতিতে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয় নাই। বিশেষ করিয়া চর্ম শিল্পিদের এই সমবায় প্রচেষ্টার সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের ডাকিয়া তাহাদের চেষ্টা যাহাতে অবিলম্বে সকল হয়—তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা মন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে পুরুলিয়ায় সমবায় প্রচেষ্টার কার্য্যক্রমগুলি বাদ দিয়াই সমবায় মন্ত্রীর কার্য্যক্রম স্থির করা হইয়াছিল। এই সব ব্যাপারে জনসাধারণের এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে পুরাতন ধারা অনুযায়ীই জিলার কর্তৃপক্ষ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বাস্তব অবস্থা পরিজ্ঞাত করাইতে চাহেন না।

নেতাজী জয়ন্তী

গত ২৩শে জানুয়ারী পুরুলিয়াতে সুভাষচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে ও সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। জনসভায় শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী অসীমানন্দ, হরকালী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদভাবে বলেন। শ্রীবীর রাঘব আচারিয়া ও অন্যান্য কয়েকজন বক্তাও বক্তৃতা দেন। সভায় যথারীতি পুলিশ উপস্থিত ছিল।

লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত তারিখে শিল্পাশ্রমে সকাল ৮টায় পতাকা উত্তোলন হয়। নিবারণ স্মৃতি মন্দিরে নেতাজীর প্রতিকৃতি সজ্জিত করা হইয়াছিল; সন্ধ্যায় দীপালোক সজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে নেতাজীর প্রশস্তি পাঠ ও জীবনালোচনা হয়।

জয়পুর কংগ্রেসের দিগ্‌দর্শন

(মগ্ন লিখিত)

(৩)

আলিগড় ষ্টেশনে যখন গাড়ী পৌঁছিল তখন প্রায় দুপুর হইয়া গিয়াছে। এখানেও ভাত ও দুপুরের খাবারের জন্য খুবই হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, কিন্তু এত লোকের খাবার বন্দোবস্ত সেখানেও সুবিধামত হইতে পারে নাই। এখানেও অগ্নিমূল্যে অল্প কয়েক জনের ভাগ্যেই রেলওয়ে ষ্টেশনস্থিত হোটেলের ভাতরুটী মিলিয়াছিল। দেখা গেল ষ্টেশনের প্লাটফরম হইতে বাহিরে যাইবার রাস্তাটী লাল-শালু দিয়া মোড়া রহিয়াছে এবং আসন সতরঞ্চি প্রভৃতি বিছান ও কাগজের পতাকা বনমালা প্রভৃতি দিয়া ষ্টেশনটী সাজান হইয়াছে। শোনা গেল গভর্ণর জেনারেল বর্ত্তমানে রাষ্ট্রপাল শ্রীরাজাগোপালাচারি নাকি আলিগড়ে আসিয়াছিলেন। ষ্টেশনের একধারে কয়েকখানি সেলুনও দাঁড়াইয়া আছে। মিলিটারী পাহারা দিতেছে। বোঝা গেল রাষ্ট্রপাল এখনও আলিগড় পরিত্যাগ করেন নাই। ঘটনাটী তেমন কিছু নয়, কিন্তু তবুও মনে হইল যে কংগ্রেসের শ্রীরাজাগোপালাচারি ও রাষ্ট্রপাল শ্রীরাজাগোপালাচারিতে পার্থক্য কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ লোকেত স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপালকে তাহাদেরই একজন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, কারণ সমস্ত ব্যবস্থাটাই অসাধারণ করিয়া তাহারা চলিতেছেন। ভারতের রাষ্ট্রপালকে নাগরিকেরা সাধারণভাবে অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা কেন জানাইতে পারিবে না? প্লাটফরম হইতে বাহির হইবার রাস্তায় তাহার জন্য সমস্ত পথটা মূল্যবান লাল বস্ত্রে বিছান রহিয়াছে, তাহা না করিয়া সাধারণভাবেই যদি তাহার ব্যবস্থা হইত তবে ভারতের রাষ্ট্রপালের মর্য্যাদা কি ক্ষুন্ন হইত? জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সেই মানসিক পর্য্যায়ে এখনও পৌছে নাই যেখানে তাহারা ভারতের রাষ্ট্রপালকে নিজেদেরই সমশ্রেণী বলিয়া মনে করিয়া সেইরূপ আচরণ করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের সেই মনোভাব জন্মাইবার জন্য, সেই মনোভাব গড়িয়া তুলিবার জন্য এইরূপ পর্য্যায়ের দেশের পরিচালকগণ নিজেদের সমস্ত ব্যাপারে তদনুকূল ব্যবস্থা অনায়াসে করিতে পারেন, এবং তাহা দ্বারা এই সমস্ত বড়লাট, মন্ত্রী প্রভৃতি সম্বন্ধে জনসাধারণের যে একটা ভীতি মিশ্রিত বিস্ময় তাহা কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই মনোভাব কোন ক্ষেত্রেই নাই। সুতরাং প্রচেষ্টাও নাই। রাষ্ট্রপালের স্পেশাল ট্রেন হয়ত দরকার, কিন্তু থার্ড ক্লাশ গাড়ীর স্পেশালে যদি সপারিষদ রাষ্ট্রপাল ভ্রমণ করেন তবে সমস্ত ব্যাপারটার চেহারাই অন্যরকম হইয়া যায়। এটা আমাদের মনেও খানিকটা অদ্ভুত ঠেকে—আমরাও যেন মনের সংস্কারে এটাকে সহজ ভাবে নিতে পারি না এবং সেই জন্যই মনে হয়, গান্ধীজী যখন ভারতের বড়লাটকেও বিরাট প্রাসাদ ছাড়িয়া সামান্য ঘরে বাস করিতে বলিয়াছিলেন তাহার পশ্চাতে শুধু আদর্শেরই কথা ছিল না—তাহাতে ভারতের জনগণের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি The first citizen of India—ভারতের প্রথম নাগরিকের—আচরণের আদর্শের সহিত ভারতের গোটা জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের দ্বারা স্বাধীনতার রূপটাই আলাদা হইয়া দেখা দিত। এ যেন মনে হয় ইংরাজ রাজত্বের সেই জিনিষটাই সব আছে, কেবল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বদলে শুধু শ্রীরাজাগোপালাচারী বসিয়া আছেন। ব্যক্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং রূপের ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে।

আলিগড় ছাড়িয়া খুরজায় যখন গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল তখন মধ্যাহ্ন প্রায় শেষ হইতেছে। এই খুরজা—যেখানের ঘী খুবই বিখ্যাত। ষ্টেশনে সেই জন্যই এই বিশিষ্ট ঘী এর পুরী নিশ্চিন্ত মনে আমরা খাইতে লাগিলাম। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর এই কাছাকাছি—খুরজা পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়া আসিয়াছি কিন্তু কোথাও দালদা ছাড়া অন্য কিছু আছে বলিয়া সন্ধান পাই নাই। এইখানে মনে হইল যেন পুরীতে ঘী এর আস্বাদ পাওয়া গেল। হয়ত ভুলও হইতে পারে, কিন্তু আমি ব্রহ্মচারীরা ও সুবোধ রায় মিলিয়া সেই অবেলায়, ঘী এর পুরী বিশ্বাসে প্রায় সের দুই পুরী বেমালুম শেষ করিয়া দিলাম। পুরী যে ঘী এরই ছিল তাহার প্রমাণ,—পরে কেহই কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ করি নাই।

আমাদের সঙ্গে আমাদের জিলার সহকর্মী যাহারা ছিলেন তাহারা চলতি ট্রেন হইতে ঘরবাড়ী, ক্ষেত,

চাষ, প্রভৃতি দেখিয়া এদেশ ও সেদেশের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। গ্রামে মাটীর ঘর, মাটীর ছাদ অথবা চাল। ইহা আমাদের কাছে বিস্ময়ের কথা। বৃষ্টি এদিকে কম হয় বলিয়াই হয়ত ইহা সম্ভব। বহু ঘরের চাল বলিয়াই কিছু নাই। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল এই চালগুলি উঠান এবং নামান যায়। গরু দিয়া বহু পরিশ্রমে চাষের সেচনের জন্য কূয়া হইতে জল উঠান হইতেছে কিন্তু জলের কষ্ট থাকিলেও সমস্ত জমিই দেখা গেল ফসলে পরিপূর্ণ। এইবার ধাগরা পরা চাষী মেয়েদের দেখা যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দলে দলে হরিণ, দলে দলে ময়ূর দেখা যাইতেছিল। তাহারা নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে মাঠে চরিতেছে—যেমন করিয়া গরু মহিষ মাঠে চরে।

পথে এক ষ্টেশনে বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুর সহিত আলাপ হইল। ইনি সেই বিরাট গাড়ীর একপ্রান্তে বসিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। একই ট্রেনের যাত্রী হিসাবে সিংভূমের কয়েকটী উড়িয়াভাষী কংগ্রেস কর্মীর সহিত দেখা ও পরিচয় হইল। সেখানে উড়িয়া ভাষীরা সে কিরূপ অবস্থায় কাল কাটাইতেছে তাহা সবিস্তারে তাহারা বলিলেন। সবেদে তাহারা বলিলেন যে—যে দাসত্ব মোচন করিবার জন্য আমরা জীবনপাত করিয়াছি, তাহা হইতে মুক্ত হইবার পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমাদের অবস্থা কল্পনাতীত। আমরা যে, কোন স্বাধীন দেশে বাস করিতেছি তাহা মনেই করিতে পারিতেছি না—আমাদের একমাত্র অপরাধ আমরা ভিন্ন ভাষাভাষী। যাহারা এখন শাসন যন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন—তাহাদের নীতি ও আচরণ দেখিয়া কে বলিবে, যে ইহারাও একদিন আমাদের সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল!

ষ্টেশনের নামটা ঠিক মনে নাই, বড় ষ্টেশন—বোধ হয় গাজিয়াবাদই হইবে। গাড়ী অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুনিলাম আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবে। প্লাটফরমে চায়ের দোকানে বসিয়া নিশ্চিন্তে চা খাইতেছিলাম। কিছুদূরে একজন মণিপুরী ভদ্রলোক ও একটী ভদ্রমহিলা—এই ট্রেনেরই যাত্রী—প্লাটফরমে পায়চারী করিতেছিলেন। আসামের পূর্বাচলবাসী দু একজন ভদ্রলোকের সহিত চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছিলাম। আসামের তথাকথিত পূর্বাচল প্রদেশের কথাই তাহারা বলিতেছিলেন। শুনিয়া মনে হইতেছিল—কী এক অভিশাপ সমস্ত দেশকে আজ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতবর্ষ কি সত্যই আজ তাহার অখণ্ড জাতীয়তা ভুলিতে বসিয়াছে? ভাষার পার্থক্যই কি আজ ভারতবাসীকে এমন ভাবে পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইবে? আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি কি এতই ক্ষণভঙ্গুর ছিল?

ট্রেন গাজিয়াবাদ ছাড়িল। আর কিছুক্ষণ পরেই দিল্লী। আমাদের গাড়ীর ঠিক আগের বগিটায় বড় বড় লাল অক্ষরে ইংরাজীতে লেখাছিল "দেশবন্ধু স্পেশাল"। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লালাভরশ্মি আসিয়া সেই লেখাগুলির উপর পড়িয়াছে। মনে পড়িল এমনই একদিন দিল্লীতে স্পেশাল কংগ্রেসে এই ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এরকম ভাবেই সেখানে যাইতেছিলেন। স্পেশাল কংগ্রেসে দেশবন্ধুই ছিলেন স্পেশাল। দেশবন্ধু! কতদিন! কত বৎসর! আজ যেমন করিয়া তাহার অভাব হঠাৎ মনকে পীড়া দিতে লাগিল, এমন করিয়া কোন দিনই হয়ত তাহার কথা ভাবি নাই। দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেস! সে ছিল—দেশবন্ধুর কংগ্রেস। গয়া হইতে দিল্লী এই দীর্ঘ সংগ্রামের পথ অতিক্রম করিয়া তিনি সমস্ত রাজনৈতিক ভারতকে তাহার নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই বৈরাগীকে কি এখন আর একবার পাওয়া যায় না? স্বাধীন ভারত আজ সত্যই দেশবন্ধুকে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই সর্বত্যাগীর ধ্যানের ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজধানী—দিল্লীর পথে আজ চলিয়াছে 'দেশবন্ধু স্পেশাল'! সেদিন দেশবন্ধুর সহিত যাহারা চলিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত আজও আছেন, কিন্তু আজ তাহারা চাহিয়া আছেন দিল্লীর রাজ প্রাসাদের দিকে। মনে হইতেছিল দেশবন্ধু স্পেশালের চাকার ধ্বনি যেন—দেশবন্ধুর দরিদ্র নারায়ণের বেদনার সঙ্গীত আজ বহন করিয়া চলিয়াছে। রাজপুতানায় মরুর বালিতে সেকি আজ বিস্মৃত 'স্বরস্বতীর' মতই বিলীন হইয়া যাইবে?

দিল্লী আসিয়া পড়িল। লালকেল্লা! এই ত লালকেল্লা! বাহাদুর শাহের,—সুভাষের লালকেল্লা! ঐত লালকেল্লার উপর তিরঙ্গা ঝাণ্ডা দেখা যাইতেছে—সত্যই তিরঙ্গা ঝাণ্ডা! কিন্তু? মুহূর্ত্তে যেন সব মিলাইয়া ভাসিয়া উঠিল, সন্ধ্যার ম্লানচ্ছায়ায় কোহিমার প্রান্তরে—নেতাজী! হাতে তাহার তিরঙ্গা ঝাণ্ডা।

পুরুলিয়া জিলা স্কুল হইতে বাংলার মাধ্যম উঠাইবার ফলে প্রতিক্রিয়া

গত ২১শে জানুয়ারী ১৯৪৯, পুরুলিয়া জিলা স্কুলের বাংলাভাষী ছাত্রগণের অভিভাবকগণের স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত একটী দরখাস্ত বিহারের শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

লহাশয়,

আমরা নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীগণ—বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মানভূম জিলার পুরুলিয়া জিলা স্কুলের ৫৭০ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৪৪ জন—বাংলাভাষী ছাত্রের অভিভাবক। আমাদের প্রদত্ত অধিকারে, আমাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বসুর স্বাক্ষরিত যে টেলিগ্রাম পাঠান হইয়াছে, আমরা তাহা এতৎসহ অনুমোদন করিতেছি। টেলিগ্রামটী এই—"পুরুলিয়া জিলা স্কুলে এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া বাংলাভাষী ছাত্রদের জোর করিয়া হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দিবার যে আদেশ শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয় দিয়াছেন তাহা অনুগ্রহ পূর্বক পরিবর্ত্তন করুন। ইহাতে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকারকে অস্বীকার করা হইতেছে। আগামী ২৮শে জানুয়ারীর মধ্যে পূর্বের ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্ত্তন না করিলে ছাত্রেরা বাধ্য হইয়া স্কুল যাওয়া বন্ধ রাখিবে।"

ঘটনা এই যে—স্কুলের গত বর্ষ (session) শেষ হওয়া পর্য্যন্ত এই স্কুলের ৮টী ক্লাসের—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, প্রত্যেকটীতে দুইটী করিয়া সেকসন ছিল। একটী সেকসন বাংলাভাষী ছাত্রদের জন্য, যেখানে বাংলাভাষাই শিক্ষার মাধ্যম ছিল। অন্য সেকসনটী হিন্দী ও উর্দ্দুভাষী ছাত্রদের জন্য, যেখানে হিন্দী ও উর্দ্দুভাষাই শিক্ষার মাধ্যম ছিল। কিন্তু যখন বড়দিনের বন্ধের পর স্কুল খোলা হইল তখন অকস্মাৎ হেডমাষ্টার মহাশয় প্রত্যেক ক্লাসের দুইটী সেক্সনকে এক করিয়া দিলেন এবং ছাত্রদের জানাইয়া দিলেন যে—অতঃপর সমস্ত ছাত্র, তাহাদের মাতৃভাষা যাহাই হোক না কেন, একমাত্র হিন্দীর মাধ্যমেই শিক্ষা লাভ করিবে। আমাদের সন্তানগণ হিন্দী একেবারেই না জানার দরুণ, ক্লাসে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও অত্যুৎসাহী শিক্ষকগণ—আমাদের সন্তানেরা যে ভীষণ অসুবিধায় পড়িয়াছে ইহা মানিতে স্বীকার করেন না। ছাত্রগণ যে ভাষার সহিত পরিচিত, সে ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য মিনতি করিলেও কঠোরভাবে অস্বীকার করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঠাট্টা করা ও ভয় দেখান হয়। ইহাতে এক সঙ্কীন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্যবস্থা আমাদের সন্তানগণের মনে কঠিন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং স্কুলে এই অবস্থায় তাহারা পড়া শোনা করিতে অনিচ্ছুক। আমাদের সন্তানগণের উপর জোর করিয়া হিন্দী চালাইবার আদেশ যে সম্পূর্ণ অন্যায় ইহা আমরা অনুভব করিতেছি। কারণ তাহাদের পরিবেশে অথবা আজ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা প্রণালীতে তাহারা শিক্ষা পাইয়াছে—কোন দিক দিয়াই হিন্দীর সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। বাংলাভাষী ছাত্রদের শিক্ষার মাধ্যম—বাংলাভাষাকে এই ভাবে অকস্মাৎ হিন্দীর মাধ্যমে পরিবর্ত্তিত করা বিহার এডুকেশন কোডের বিধান অনুযায়ী (নোটিফিকেশন নং ১১৯৪ ই, আর, তাং ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩০—অন্যথায় অর্থহীন হইবে) সমর্থন যোগ্যত নহেই,—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাঙ্গালী বিহারী বিতর্ক সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত (award) দিয়াছিলেন, তাহারও সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সিদ্ধান্ত ১৯৩৯ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাব দ্বারা পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুনঃ সমর্থিত হইয়াছিল।

বাংলাভাষী ছাত্রদের উপর এই ভাবে জোর করিয়া হিন্দী চাপান—হরিপুরা কংগ্রেসে শিক্ষার নীতি সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবকে লঙ্ঘন করিয়াছে, ইহা করাচী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে ঘোষিত, মৌলিক অধিকারের বিরোধী, এবং কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেসের ঘোষণারও সম্পূর্ণ বিরোধী। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

মাতৃভাষার মাধ্যমে হইবে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে—সমস্ত প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলি তাহাদের প্রেরিত প্রতিনিধির মারফত যাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট গুলি এই অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য বলিয়া যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এই কাজ করা হইতেছে। উক্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া গত ২৮ জানুয়ারী এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে—ইহা তাহাকেও ভঙ্গ করিয়াছে। প্রত্যেক ভারতীয়ের সম্বন্ধে সাম্য এবং ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে রক্ষা করিবার যে নির্দ্দেশ গণপরিষদে গৃহীত হইয়াছে—ইহা তাহাকে সম্পূর্ণ অমান্য করিয়াই করা হইয়াছে। এই সমস্ত দিক দিয়াই দেখা যাইতেছে যে, বাংলাভাষী ছাত্রদের জন্য শিক্ষার মাধ্যম বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দীর প্রবর্ত্তন করা, কেবলমাত্র বে-আইনী এবং নিয়মতন্ত্র বিরোধীই নহে, ইহাকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমূলক, দুরভিসন্ধিপূর্ণ, এবং সঙ্কীর্ণচিত্ততা বলিলেও কম বলা হয়। ইহা অপমানকর। কারণ দেশের জনসাধারণের এক অংশকে অপমানজনক ও ক্ষতিকর এক আদেশের বশীভূত করা ছাড়া ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে—শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয় নিজেই এই আদেশ দিয়াছেন; পুরুলিয়া জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার ইহা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দেন নাই। ইহা আরও বেশী বিস্ময়জনক ও বীভৎস ব্যাপার। এই জেলার বেশীর ভাগ অধিবাসী বাংলাভাষী হওয়ার দরুন কেবল মাত্র পুরুলিয়া জিলা স্কুলেই নয়, এই জিলার প্রত্যেকটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যে বাংলাভাষী শিক্ষার্থীর সংখ্যাই অত্যধিক তাহা এই বিভাগ বরাবরই জানেন। সুতরাং আমরা এই দাবী করিতেছি যে, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের আদেশ—যাহার উপর ভিত্তি করিয়া হেডমাষ্টার বিভিন্ন সেক্সন গুলিকে একত্র করিয়া বাংলাভাষী ছাত্রদের উপরও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে হিন্দী জোর করিয়া চাপাইতেছেন—তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করিয়া স্কুল খুলিবার পূর্বে, ঠিক যে অবস্থা বর্ত্তমান ছিল—তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হোক। আমরা আপনাকে আরও জানাইতেছি যে এই পূর্বাবস্থা (Status quo) পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এই মাসের ২৮শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। আমরা মনে করি যে, এই সময়ের মধ্যেই আপনি এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ এই অবস্থার প্রতিকার করিবার জন্য আমাদের যে দৃঢ় ও ন্যায়সঙ্গত দাবী—তাহা উপেক্ষা করিয়া এই অবস্থা চলিতেই থাকে, তাহা হইলে—যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সন্তোষজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়—ততদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইব। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশের নাগরিক এবং ট্যাক্স দাতা হিসাবে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থাও আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

পুরুলিয়া সহরের জনসাধারণ দস্তখত করিয়া নিম্নলিখিত দাবী বিহার শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিতেছেন—

প্রিয় মহাশয়,

আমরা জনসাধারণ আপনার শিক্ষা-বিভাগের এক অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ জানাইতে আপনার নিকট উপনীত হইতেছি। এই নির্দ্দেশ দ্বারা পুরুলিয়া জিলা স্কুলে, বাংলা যাহা এযাবৎ শিক্ষার মাধ্যম ছিল সেই বাংলার মাধ্যম উঠাইয়া দিয়া, ভাষা বিষয় ব্যতীত সমুদয় বিষয়ের জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী করা হইয়াছে—স্কুলের সমস্ত ক্লাসগুলির জন্য এবং সমস্ত বাংলাভাষী ছাত্রের জন্য স্কুলে যাহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী। এই নির্দ্দেশ সর্বজন গৃহীত ভারতীয় শিক্ষানীতি—যাহা দ্বারা ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে নিজের মাতৃভাষায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভের অধিকার দান করা হইয়াছে—তাহার পূর্ণ বিরোধী। ইহা আমাদের মৌলিক অধিকার ও নাগরিক স্বতন্ত্রতা অস্বীকার করিয়াছে। ইহা দ্বারা

কংগ্রেসের শিক্ষানীতি, কংগ্রেসের অঙ্গীকার, ও নাগরিক অধিকার বিষয়ে গণপরিষদের নির্দ্দেশ ভঙ্গ করা হইয়াছে এবং নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন ও তাহার কেন্দ্রীয় শিক্ষাপরিষদ কর্ত্তৃক মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাদানের যে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যে সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের অনুসরণীয়—সেই সিদ্ধান্তগুলিও ইহা দ্বারা অমান্য করা হইয়াছে।" ইহা আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিবে। ইহা ক্ষতিকর এবং আমাদের প্রতি অসম্মানজনক; ইহা আমরা কখনই মানিয়া লইতে পারি না। আমরা প্রত্যাশা করি আমাদের প্রতি এবং কংগ্রেস তথা গণপরিষদের অঙ্গীকারের প্রতি ন্যায় আচরণ করিতে, আপনারা এই ক্ষতিকর নির্দ্দেশ প্রত্যাহার করিবেন।

সেই জন্য আমরা এই নির্দ্দেশ প্রত্যাহার করিয়া পূর্ববৎ বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের পুনর্ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

আগামী ২৮শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে আপনার দ্বারা ইহার প্রতিকার হইবে বলিয়া আমরা প্রত্যাশা করিতেছি। এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এই সময় যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি আমাদের ন্যায্য দাবী পূর্ণ করা না হয় তবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে এবং যতদিন না আমাদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

হিন্দী মাধ্যম প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে সরকারী আদেশ

গত ৭ই জানুয়ারী ১৯৪৯, শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের নিকট এক পত্রে জানিতে চাহেন যে—"শোনা যাইতেছে যে বিহারের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয় সমস্ত ক্লাশের জন্য হিন্দীকেই একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম করিতে নির্দ্দেশ দিয়া আদেশ জারি করিয়াছেন এবং তাহা আপনার স্কুলে প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আমি প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাই, এবং আমাকে আদেশে যাহা আছে তাহা অথবা আদেশের একখানা নকল দিলে বাধিত হইব।"

ইহার উত্তরে জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার উক্ত ৭ তারিখেই নিম্নলিখিত পত্র দেন—

"ইহা সত্য যে বিভাগীয় আদেশানুসারে ভাষাবিষয় ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে (for nonlanguage subjects) সমস্ত শ্রেণীতেই হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যম করা হইয়াছে"।

বিহার জননিরাপত্তা আইন

এতদিন পর্য্যন্ত বিহারে সভাসমিতি শোভাযাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে অনুমতির নির্দ্দেশ দিয়া যে বিহার জননিরাপত্তা আইন প্রচলিত ছিল হাইকোর্টের বিচারে কিছুদিন হইল তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি তাহা সংশোধন করিয়া এ সম্বন্ধে ১লা জানুয়ারী ১৯৪৯ তারিখে বিহার সরকার একটী আদেশ জারি করিয়াছেন। এই আদেশের মর্ম্মার্থ এই :—

"……জননিরাপত্তা ও জনশান্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ১৪ই নভেম্বরের ১৯৪৬ তারিখ এর পূর্ব আদেশ বাতিল করিয়া এই নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে—জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা এডিশনাল জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার জনসভা অথবা শোভাযাত্রা হইতে পারিবে না।

কেবল বিবাহ ও শব সংকারের শোভাযাত্রা, শোকসভা এবং নিছক সাহিত্য সম্বন্ধে জনসভা এই আদেশের আমলে আসিবে না।

আসন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহ ও আমাদের সিদ্ধান্ত

নেতাজী জন্মজয়ন্তী, স্বাধীনতা-স্মরণ দিবস ও মহাত্মাজীর তিরোধান দিবস সমাগত। এই অনুষ্ঠানগুলি

যথাক্রমে ২৩শে, ২৬শে ও ৩০শে জানুয়ারী হইবে। আমরা স্থির করিয়াছি আমাদের লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আমরা এই অনুষ্ঠানগুলির বিষয়ে কোন প্রকার ব্যাপক ও সার্ব্বজনীন আয়োজন করিব না। সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠান করিতে হইলে, নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু নিরাপত্তা আইন আজ মানভূমে এই সকল কর্ত্তৃপক্ষের অবিচার করিবার অন্যতম আশ্রয়। নিরাপত্তা আইনের সুযোগ লইয়া এই সকল আইনরক্ষকগণ যে সকল ক্ষতিকর এবং অমর্য্যাদাকর দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ করিতেছেন তাহার জন্য আমরা নিরাপত্তা আইনের অনুমতি লইবার জন্য ইহাদের নিকট উপনীত হওয়া অসম্মানজনক বোধ করিতেছি। এবং যতদিন না জেলার এই অরাজক রাজত্বের অবসান হয় ততদিন নিরাপত্তা আইনের অনুমতি লইয়া কোন অনুষ্ঠান না করার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছি। ইহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক পন্থাস্বরূপ আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

সেইজন্য এই সকল অনুষ্ঠানগুলির প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে আমরা স্থির করিয়াছি যে, নিরাপত্তা আইনের অনুমতি প্রয়োজন হয় না এমন ভাবে আমরা আমাদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে ব্যষ্টিরূপে এই অনুষ্ঠানগুলি পালন করিব। পঠনমূলক কর্ম্মসূচীর সহিত অনুষ্ঠানগুলির যোগ্য কর্ম্মতালিকা ইহাতে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

এই বিবৃতি লিখিতে বসিয়া আজ ইহাই অনুভব করিতেছি যে, দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে,—দেশের স্বাধীনতার পূজারী বীরগণের স্মৃতি পূজা ও স্বাধীনতার স্মরণ দিবস আমরা পালন করিতে যাইতেছি, কিন্তু তথাপি আমরা পরাধীনতার অমর্য্যাদা, জনশক্তির শক্তিহীনতা এবং শাসনতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের সীমাহীন ব্যভিচার পদে পদে অনুভব করিতেছি।

যাঁহাদের মহাজীবনের তপস্যা অমর্য্যাদাময় জীবনের উদ্দেশ্যে নিয়ত সংগ্রামের আহ্বান ছিল, তাঁহাদের স্মৃতি পূজার অনুষ্ঠান আজও এই অমর্য্যাদাময় জীবনের মধ্যে করিতে হইবে তাহা অতীব দুঃখের এবং স্বাধীন জীবনের সহিত সামঞ্জস্যহীন। এই জীবনের অবসান করিয়া আমাদের স্বাধীন দেশের জাতীয় মহান অনুষ্ঠানগুলির যোগ্য জীবন ক্ষেত্র আনিবার জন্য আমাদিগকে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টার পথে অগ্রসর হইতে হইবে—এই মহান অনুষ্ঠানগুলির দিনে ইহাই আমাদের সঙ্কল্প যেন হয়—এই আমাদের কামনা।

নিবেদক—
অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক
মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘ।

পুরুলিয়া
২২।১।৪৯

হরতাল ও ধর্ম্মঘট

ছাত্র ও শিক্ষক

গত ৫ই ডিসেম্বর ও ৯ই জানুয়ারী তারিখে ও সমগ্র মানভূম প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের কার্য্যকরী সমিতি ধর্ম্মঘট করিতে সিদ্ধান্ত করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন—

"যেহেতু স্কুলসমূহের ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় বরাবাজার সার্কেলের সাব-ইন্‌স্পেক্টর কর্ত্তৃক শ্রী শ্রীরাম মাহাত নামক শিক্ষকের প্রতি আচরিত অভদ্র ব্যবহারের এ যাবত কোন প্রতিকার করিলেন না, সেই কারণে এবং শিক্ষকদের বেতনের হার সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত না হওয়ার ফলে বিহার সংযুক্ত শিক্ষক সঙ্ঘর্ষ সমিতির আদেশ অনুসারে আমরা আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ হইতে ধর্ম্মঘট করিব। এতৎসম্পর্কে ইহা স্পষ্ট করিয়া দিতে চাই যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড বা ম্যানেজিং কমিটীর বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই। আমাদের দাবী সরাসরি গভর্ণমেণ্টের নিকট।"

বিহার—

বিহারে টেষ্ট পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হইয়াছে। গত ১৪ই হইতে যথারীতি এই পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও ছাত্রেরা পরীক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার ফলে—এই পরীক্ষা হয় নাই। ছাত্রগণ শিক্ষামন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীচন্দ্রেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ সিংহের বাড়ীতে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর গৃহে অনশনরত একজন ছাত্রের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। জিলার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে হাসপাতালে

স্থানান্তরিত করিতে চাহিলে সমবেত অন্যান্য ছাত্রগণ তাহাতে আপত্তি করে ও ইহার ফলে পুলিশের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে সমস্ত অনশনব্রতী ছাত্রদের হাসপাতালে অপসরণ করা হয়। ১৮ই জানুয়ারী ছাত্রদের এক বিরাট শোভাযাত্রা সহর পরিভ্রমণ করে এবং মন্ত্রীদের বাসভবন ও সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯শে জানুয়ারী প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ সাংবাদিক সম্মেলনে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ঘোষণা করেন যে—গবর্মেণ্ট অগোণে বিহার প্রদেশের সমস্ত কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। যতদিন না ছাত্রেরা বিনাসর্ত্তে টেষ্ট পরীক্ষা দিবে, শিক্ষায়তনসমূহে প্রচলিত স্বাভাবিক নিয়ম শৃঙ্খলানুযায়ী ছাত্রগণ পুনরায় লেখা পড়া সুরু করিবে, অধিকাংশ ছাত্র তাহাদের অভিভাবকগণের সমর্থিত নির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্য্যন্ত বিহারের কলেজগুলি বন্ধ রাখা হইবে। সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঐরূপ প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট কলেজ খুলিবেন না। তিনি একথাও বলেন যে, টেষ্ট পরীক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রগণ যে কোন কারণেই হোক তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ছাত্রগণ যদি ইহার পরিবর্ত্তন চায় তবে বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা ইহার পরীক্ষা করাইতে হইবে।

তিনি ছাত্রদের এই আন্দোলনকে কমিউনিষ্ট ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের কার্য্য বলিয়া আখ্যা দেন। প্রধান মন্ত্রীর এই ঘোষণার পরে বিহার প্রাদেশিক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দ্দেশে সমস্ত অনশনকারীরা (২৬ জন) অনশন ভঙ্গ করেন। উক্ত পরিষদ এক বিবৃতিতে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর দোষারোপ সম্পূর্ণ ভুল।

তাহারা শীঘ্রই পরবর্ত্তী কার্য্যপন্থা স্থির করিয়া ঘোষণা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশ—

যুক্তপ্রদেশে শিক্ষক ধর্ম্মঘট চলিতেছে। লক্ষ্ণৌতে গত ১৫ই জানুয়ারী ছাত্র ও শিক্ষকগণের এক মিলিত শোভাযাত্রায় পুলিশ লাঠি চালনা করে। ফলে কয়েকজন আহত হয় এবং কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ১৭ই জানুয়ারী এই লাঠি চালনার প্রতিবাদে লক্ষ্ণৌতে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবৃন্দ বিদ্যালয়ে যোগদান করে নাই। ছাত্রগণ পরিষদ ভবনের বাহিরে দাঁড়াইয়া ধৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবী জানায়। প্রধান মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ ছাত্রদিগকে জানান যে, গত শনিবারে পুলিশের লাঠি চালনার ব্যাপারে তিনি দুঃখিত এবং এবিষয়ে তদন্ত করা হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দেন। শিক্ষক ধর্ম্মঘট চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৪৮১৪ জন শিক্ষক পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ৪২০০০ শিক্ষক ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছেন।

কলিকাতায় শোচনীয় ছাত্র হাঙ্গামা

গত ১৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে সহরে আশ্রয়প্রার্থী শোভাযাত্রীদের উপর (পণ্ডিত জহরলালের কলিকাতায় অবস্থানকালে) এবং ইন্দোনেশিয়া দিবসে ছাত্র শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহারের প্রতিবাদে এক সভার অনুষ্ঠানের পর কলিকাতায় বলবৎ ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিবার চেষ্টার ফলে পুলিশের সহিত ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। ইহার ফলে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে শোচনীয় হাঙ্গামা সুরু হয়। মঙ্গলবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত অবস্থা অশান্ত থাকে। শুক্রবারে অবস্থা আয়ত্তে আসে।

এই হাঙ্গামাতে পুলিশ বহুক্ষেত্রে গুলী চালায় যাহার ফলে মোট ৯ জন নিহত ও বহুলোক আহত হয়। হাঙ্গামাকারীদের তরফ হইতে কয়েকখানি ট্রামগাড়ী ও সরকারী যাত্রীবাহী বাস পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশের প্রতি বোমা ও ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। কয়েকজন পুলিশও আহত হয়।

বাংলার প্রধান মন্ত্রী এই সমস্ত হাঙ্গামা সম্বন্ধে গত ২০শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে—ছাত্রদের ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে চঞ্চল হইবার কোন কারণই ছিল না কারণ এবিষয়ে ভারত গবর্মেণ্টই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। শরণার্থী সমস্যার সম্বন্ধেও বলেন যে, বাংলার গবর্মেণ্ট এবিষয়ে যথাসাধ্য করিবার চেষ্টা

করিতেছেন। এই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন প্রস্তাব দিলে অনায়াসে সকলকে লইয়া তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারিত এবং এই সব হাঙ্গামার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তিনি মৃতদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। গুলীতে মৃত লোকদের আত্মীয়স্বজন বা অভিভাবকদের অর্থ সাহায্যের জন্য তিনি ব্যবস্থা করেন!

গঠনমূলক কার্য্যকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করুন

জাতি সংগঠনে, সকল প্রকার গঠনমূলক কার্য্যের ভিতর দিয়াই আমরা জাতির জনক ৺মহাত্মা গান্ধীজীর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিব।

মানভূমের দুইটী গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান, মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং নিমডি লোক সেবায়তনের পক্ষ হইতে আমরা মানভূমের সহরবাসী, চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ীদের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, ৩০শে জানুয়ারীর পুণ্যতিথিতে আপনাদের সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিয়া প্রতিষ্ঠান দুইটীকে নিজ পায়ে দাঁড়াইতে সাহায্য করুন।

ছাত্রছাত্রীদের নিকট তাহাদের এক দিনের সিনেমা দেখিবার পয়সা দান করিবার আবেদন জানাইতেছি।

আমাদের জীবনযাত্রায় গ্রামবাসীদের নিকট হইতে আমরা প্রতি নিয়তই সাহায্য পাইতেছি।

মুক্তি প্রেসে মুক্তি সম্পাদকের নিকট এবং শিল্পাশ্রমে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের নিকট সাহায্য পাঠাইলেই আমরা তাহা যথাসময়ে পাইব। বিনীত

বাসন্তী রায়

চিত্তভূষণ দাস গুপ্ত।

স্থানীয় সংবাদ

ঢুলমীতে এম, ই, স্কুল—

চাণ্ডিল থানার ঢুলমী গ্রামে স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় সম্প্রতি একটী এম, ই, স্কুল খোলা হইয়াছে। এ বিষয়ে যোগ্য শিক্ষকগণের নিযুক্তি ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে। স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্কুলটীর উন্নতিকল্পে জনসাধারণের নিকট হইতে যথোপযুক্ত সাহায্যাদি লাভ করিবেন বলিয়াই আশা করা যায়।

দিবালোকে ডাকাতি—

রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত কাশিবেড়া গ্রামে কয়েকদিন পূর্বে বেচু অগ্রদানীর গৃহে দিনের বেলা প্রায় ৯টার সময় একটী ডাকাতি হয়। পুলিশ তদন্ত করিয়া এই ডাকাতি সম্পর্কে ৭ জনকে চালান দিয়াছে। প্রকাশ আসামীদের মধ্যে শ্রীহেলারাম মাঝী (সরাক) নামক ঢুবড়া স্কুলের একজন ২য় শিক্ষক আছেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর মৃত্যু—

সতনপুর গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নিবারণচন্দ্র ঠাকুর গত ৩রা জানুয়ারী বেলা ৮ টার সময় হৃদরোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালীন তাঁহার বয়স ৪৩ বৎসর হইয়াছিল। ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি সর্ব্বপ্রথম এই রোগে (করোনারি থ্রমবোসিস্) আক্রান্ত হন। গত জুলাই মাসে ইহার পুনরাক্রমণ হয়। পুরুলিয়ার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ মল্লিক এই সময় সতনপুরে গিয়া তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করেন। তারপর ক্রমশঃ স্নায়ু দৌর্ব্বল্য বড়িতে বাড়িতে কালের কবলে পতিত হন।

তিনি মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১০৲ টাকা বৃত্তি পান। হাজারীবাঘ সেণ্ট জন কলেজ হইতে আই, এ ও ভাগলপুর টি, এন জে কলেজ হইতে ইংরাজীতে অনার্স লইয়া বি, এ পাস করেন।

কর্ম্ম জীবনে তিনি বরাবর একজন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। গড়জয়পুর মধ্য ইং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রথম তিনি প্রবেশ করেন তারপর বোর্ড চালিত বিদ্যালয়গুলিতে তিনি শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে তিনি বেসিক ট্রেনিং গ্রহণ করিতে যান।

শিক্ষক হিসাবে তিনি বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা ও ব্যবহারে অত্যন্ত সদাশয় ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও একটী শিশু পুত্র আছে।

ট্রাক দ্বারা বালক নিহত—

গত ১২ই জানুয়ারী বুধবার দ্বিপ্রহরে বরাবাজার হইতে একখানা মালট্রাক বলরামপুর রোডে খুব দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে নেংসাই নদীর অপর তীরে গোড়াসাই মৌজার বিভূতি বাউরীর ৮ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে চাপা দেয়। বালকটী তৎক্ষণাৎ মারা যায়। লোকজন কেহ ছিল না। ট্রাকটী দ্রুতবেগে পুরুলিয়ার রাস্তা ধরিয়া পলাইয়া যায়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনা স্থলে আসিয়া লাস পুরুলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলিতেছে।

শহীদ বীর যতীন দাস—

আগামী ৩০শে জানুয়ারী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী যতীন্দ্র নাথ দাসের স্মৃতিস্তম্ভ পুরুলিয়া জুবিলী প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইবে।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়,

গত ২৫।১১।৪৮ তারিখে বরাবাজার থানা পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রীভীমচন্দ্র মাহাত আমাকে একটী চিঠি দিয়া বলিলেন এই চিঠিটী পোঃ আঃ রেজেষ্টারী করিয়া রসিদটী লইয়া আসিবে। আমি যাইয়া পোঃ মাষ্টারকে বলিলাম, এই চিঠিটী এস, ডি, ও, কে রেজেষ্টারী করিয়া দেন। তখন পোঃ মাষ্টার বলিলেন তুমি এতক্ষণ কি ঘুমে ঘুমাইতেছিলে, আজ হবে না। আমি বলিলাম—মাষ্টার বাবু এই যে আমাদের গ্রামের ছেলে হাই স্কুলে পড়ে কাল ইহাদিগকে রসিদটী দিবেন। আমি সামনা সামনি মুকাবিলা করিয়া দিলাম। ২৬।১১।৪৮ তাং যাইয়া ছেলেদিগকে বলিলাম—কইরে বাবুরা রসিদটী। ছেলেগুলি বলিল আমরা কাল অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম কিন্তু দিল না। তখন আমি পোষ্ট আফিসে যাইয়া বলিলাম—মাষ্টারবাবু কই রসিদটী দেন। তখন মাষ্টার বাবু বলিলেন ফেলিয়া দিয়াছি। তখন আমি বলিলাম আপনি আজ কয়েকটী চিঠি রেজেষ্টারী করিয়াছেন একটু খুঁজিয়া দেন। তখন পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন আমার। তুমি প্রভু? ফেলিয়া দিয়াছি। বরাবাজার হইতে আমার বাড়ী ৪ মাইল তখন প্রায় সন্ধ্যা হইতে থাকে। আমি আবার বলিলাম তবে মুক্তিগুলি দেন। তিনি বলিলেন এখন পাবেনা কিছুক্ষণ পরে আসিবে। তখন আমি হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। স্বাধীন হইয়াও কি আমরা এইরূপ জনসাধারণের ভৃত্যের কাছে অপমান হইতে থাকিব? বেলা ১১টার সময় ছেলেগুলির সঙ্গে কথা হয় ও রসিদটা তখনও দেয় নাই। পরে ১টার পর পোঃ মাষ্টার রসিদটী ছেলেদের হাতে দেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মাহাত—সাং হিজলা

(২)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়,

আজ এক বৎসর যাবত মুক্তি আমি ১৫ দিনের পর ব্যতীত পাইনা। তাহা ছাড়া ৫।৬টী মুক্তি একেবারে পাই নাই। গত ভাদ্র মাসে একদিন আমি পোষ্ট অফিসে যাইয়া পোঃ মাষ্টারকে বলি আমার ৪টী মুক্তি দেন কারণ ৪টী মুক্তি পাই নাই। তিনি বলেন—ভিলেজ পিয়নে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু পর দিন যখন ভিলেজ পিয়ন লাগুড়ি হোমিওপাথিক ডিসপেনসারীতে ডাক্তারকে চিঠি দেয়, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি আমাদের ৪টী মুক্তি দেন। তিনি বলেন পোঃ আফিসে আছে আর এ বৎসরের ৬।১২।৪৮ তারিখে যে ১ম সংখ্যা মুক্তি বাহির হয় তাহা আমি ৭ দিন পরে আনিতে যাই তখন পোঃ মাষ্টার বলেন—বসো একটু পরে দিব। পরে যখন যাই তখন পোঃ মাষ্টার বলেন এক ঘণ্টা পরে দিব— একঘণ্টা পরে যখন গেলাম পোঃ মাষ্টার বলেন, কি বটে যাও। তখন আমি বলিলাম আমার মুক্তিটী দেন। তিনি বলেন যাও পিয়নের কাছে আছে। তখন পিয়নের কাছে যাই। তিনি বলেন ভিলেজ পিয়নের কাছে যা… তখন প্রায় সন্ধ্যা। তিনি বলেন কাল ভোরে দি… যখন পরদিন ৭।৮ টার সময় জিজ্ঞাসা করি তখন তি… বলেন একটু বসুন পরে দিব কিন্তু পরেও দুই দিন থাকি… মুক্তি পাইলাম না। আপনারা চিন্তা করুন ব্যাপার… রকম চলিতেছে ও জনসাধারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হয়রাণ হইতেছে।

শ্রীবাউলচন্দ্র মাহাত
লাগুড়ি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ
সভাপতি

641

(৩)

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়—

গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে মুক্তিতে নিমডি লোক সেবায়তনে উৎপাতের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। এই সঙ্গে আর একটী উৎপাতের সমাচার জানাইতেছি। গত ৯ই পৌষ রাত্রিতে লোক সেবায়তনের কর্ত্তৃপক্ষগণ কেতুঙ্গা গ্রামে আমার ঘরে গ্রামবাসীগণকে গ্রামোফোনে মহামানব গান্ধীজির জীবন চরিত শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় গ্রামোফোনে গান্ধীজির জীবন চরিত আরম্ভ হয়। সেই সময় যে স্থানে গ্রামোফোন শুনান হইতেছিল তাহার কিছু দূরে একটী বড় রকম ঢেলা আসিয়া পড়ে। গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া আমরা লাঠি লইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করি। রাত্রির অন্ধকারের সুযোগে দুষ্ট লোক বা লোকেরা পলাইয়া যায়। পুনরায় গ্রামোফোন আরম্ভ হইল ও কিছুক্ষণ পর আর একটী ঢেলা আমার ঐ ঘরের চালের উপর আসিয়া পড়ে, তখন আমরা পুনরায় অনুসন্ধান করিতে বাহির হই কিন্তু দুষ্টগণ তৎপূর্ব্বেই পলাইয়া যায়। মনে হইতেছে এ কীর্ত্তিটীও ঐ মহাশয়দেরই কাজ যাঁহারা লোকসেবায়তনের গৃহের জানালা দরজার কাঠ অপসরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতে চাই যে তাঁহারা উৎপাত করিয়া এই লোক হিতকর কাজ বন্ধ করিতে পারিবেন না। এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই এই সেবায়তনের কাজে সহানুভূতিসম্পন্ন।

এই সঙ্গে আর একটী সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। আমাকে কেতুঙ্গা গ্রামের ভোটারদের তালিকা প্রস্তুতের কাজ দেওয়া হইয়াছিল। আমার উপরে সুপারভাইজার ছিলেন তিল্লা গ্রামের শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাস। আমি বাংলা ভাষী। এ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী সকলেই বাংলা ভাষী। আমি হিন্দি লিখিতে জানি না এই সব কারণে আমি বাংলা সংখ্যাতেই প্রতি গৃহে নম্বর দিয়াছিলাম এবং বাংলাতেই ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সুপারভাইজার মহাশয়কে দিয়াছি। একদিন কেতুঙ্গা গ্রামের চৌকিদার শ্রীকার্ত্তিক সিং সর্দ্দার আসিয়া আমাকে বলে "চাণ্ডিল থানার দারগা বাবু তোমাকে গ্রামের ঘরের নম্বরগুলি হিন্দিতে লিখিয়া দিতে বলিয়াছেন।" আমি বলিলাম আমি হিন্দি লিখিতে পারি না— তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর। আমি চৌকিদারকে বলিলাম ঘরের নম্বর না হয় হিন্দিতে করিলে, কিন্তু ভোটারগণের কাগজগুলি যে আমি বাংলায় লিখিয়া পাঠাইয়াছি। তখন চৌকিদার বলিল রঙ্গলাল শর্ম্মা বাবুও থানায় ছিলেন, তিনি বলিতেছিলেন "ঘরের নম্বরগুলি হিন্দি করাইয়া দিবে, কাগজগুলি আমরা এখানে হিন্দি করিয়া লইব।" অদ্য ২৩শে পৌষ আমি দেখিলাম যে গ্রামের প্রতি গৃহের বাংলা নম্বরের উপর হিন্দিতে নম্বর দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক গৃহের বাংলা নম্বরগুলি মুছিয়া দেওয়া হইয়াছে। কে এসব করিল জিজ্ঞাসা করায় লোকে বলিল যে এই গ্রামের নাইট স্কুলের হিন্দি পণ্ডিত শ্রীসাধু গঁরাই ও হিন্দি স্কুলের পণ্ডিত শ্রীঅক্ষয় কুমার মাহাত এই কাজ করিয়াছেন। আমার অথবা সুপারভাইজারের অসাক্ষাতে চুপি, চুপি এই কাজ করার পশ্চাতে কি প্রেরণা ও মতলব আছে এই ঘটনা হইতে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ইতি—

বিনীত—শ্রীহরিপদ মাহাত
সাং কেতুঙ্গা, পোঃ নিমডি, থানা চাণ্ডিল।

(৪)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়

মানবাজারে ২৸৹ টাকা হইতে ৩৲ টাকা মণ দরে জ্বালানী কাঠ বিক্রয় হইতেছে। এই দুর্ম্মূল্য কাঠও আবার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। থানার সর্ব্বত্রই এইরূপ কাঠের অভাব। ফলে দরিদ্র ও মধবিত্ত গৃহস্থের দিন যাপন করা একরকম অসাধ্য হইয়াছে। অথচ কয়েক মাস পূর্ব্বেও স্থানীয় ছোটবড় জঙ্গলগুলির কল্যাণে আশানুরূপ কাঠ পাওয়া যাইত। এই গেল বর্ত্তমানের কথা। জঙ্গল বিভাগের ভবিষ্যতও আশাপ্রদ নয়। ঘটনার মাত্র একটি নমুনা হইতেই জেলার সর্ব্বত্র কিরূপ অনাচার চলিতেছে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে মানবাজার থানার "সিন্দরাইডি" মৌজার জঙ্গল মাপ করার সময় প্রথমতঃ আমিন বাবু জঙ্গলের বাহিরের কতক ফাঁকা জমিতে দাগ দিয়া (চিহ্ন

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি ঃ সমর সিংহ, হুলমী
পুরুলিয়া

সুদক্ষ পরিচালক ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী দ্বারা আপনাদের যাবতীয় ইলেকট্রিক ওয়্যারিং ফিটিং ইত্যাদি ও সকল প্রকার ইলেকট্রিক তার ও বাল্‌বের জন্য আমাদের নিকট অনুসন্ধান করুন।

দোলগোবিন্দ ঘোষ
তারা ইলেকট্রিক ষ্টোরস্
পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট, পুরুলিয়া।

চাকুরীজীবির অপূর্ব্ব সুযোগ

আহার ও বাসস্থানের সুবিধাসহ—মফঃস্বলবাসী ছাত্রদের সর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, টেলিগ্রাফী, বুককিপিং ইত্যাদি শিখিবার একমাত্র শিক্ষায়তন "পুরুলিয়া ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউটই" নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। "নৈশক্লাসের ব্যবস্থা আছে।"

প্রিন্সিপাল

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিহার সরকারের অনুমতি-ক্রমে, কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স এবং সোসাইটীসমূহ সদস্য বা সাধারণ সকলকেই পরিবার পিছু ৩০ গজেরও অতিরিক্ত কাপড় বর্ত্তমানে দিতে পারিবেন।

সার্কুলার মেমো নং ১৭৫৬ সি, এস, ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪৮, পাটনা।

পুরুলিয়া ১৩।১।৪৯ } পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচ
তাহার কাজে

নূতন বীমা ১৯৪৭ :	১২ কোটি ৩১ লক্ষ ট
মোট চলতি বীমা :	৫৫ ,, ৬৩ ,,
প্রিমিয়াম আয় ১৯৪৭ :	২ , ৬১ ,,
বীমা তহবিল :	১০ ,, ৫৮ ,,

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটি
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লি

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(খিয়া) নিরক্ষর, স্বভাবভীরু প্রজাদিগকে বলিলেন, এই মি সরকারের খাস হইল। এ জমিতে গরু ছাগল যাতায়াতো নিষেধ হইলই, এমন কি মানুষের আসাও নিষিদ্ধ। তবে যদি ষোল আনায় মিলে, কিছু টাকা, মুর্গী, ঘি প্রভৃতি তাঁহাকে দেয় তাহা হইলে একটা কিছু উপায় তিনি করিতে পারেন………ইত্যাদি। যখন প্রজাগণ তাহাতে রাজী হইল না, তখন তিনি তাহাদিগকে ২৲টা টাকা ও ৬টা মুর্গীর পরিবর্ত্তে মালিকের জঙ্গলটীর গাড়া খুঁড়িয়া সমূলে নষ্ট করিবার দ্বিতীয় সদুপদেশ লেন। বলা বাহুল্য প্রজাগণ ভাগ্যক্রমে নিজেদের মঙ্গল ঝিয়া, তাঁহার উক্ত প্রস্তাবটীতেও যখন সম্মত হইল না খন তিনি নিরাশ হইয়া মনে মনে উক্ত ঘটনার জন্য আমাকেই দায়ী ভাবিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। কারণ আমিও ঐ গ্রামে বাস করি। আমিন বাবু তথা ফরেষ্টার হেবের কৃপা দৃষ্টি লাভ করিয়া কয়েকটী টাকা ও মুর্গীর রিবর্ত্তে আমাদের চোখের সামনে, "দুধপেন্ড্যা" নলকুঁড়ি, গদা প্রভৃতি অনেক জঙ্গল (কোনটীর অংশ বিশেষ) লে ধ্বংস হইয়াছে। মানভূমের অরণ্য সম্পদের অবস্থা ক ত্রিশঙ্কুর মত। সরকার জঙ্গল খাস করার ফলে, গুলির প্রচলিত রক্ষা ব্যবস্থা আপনা আপনিই শিথিল া গিয়াছে। তারপর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের উদা-তার ফলে সরকারেরই বৃত্তিভোগী কয়েকটী কর্ম্মচারী, দের অজ্ঞতার চরম সুযোগ লইয়া এই অমূল্য সম্পদের পূরণীয় ক্ষতি করিয়াছেন ও করিতেছেন অচিরেই বন্ধ করিয়া, একটা সুমীমাংসিত ব্যবস্থা করিতে কে অনুরোধ জানাইতেছি।

(৫)

বর্ষের প্রথম দিনেই মানবাজারের নিকটবর্ত্তী শালের জঙ্গলটীর একাংশ বিক্রীর জন্য খোলা জঙ্গলের পূর্ব্বেকার মালিকেরাই কাঠ বিক্রী অবশ্য কাঠ না বলে "পাতা" বলাই উচিত, গুলির নাম কাঠ সেগুলি সত্যই দাঁতন জাতীয়। ত্রে তাঁরা জঙ্গল বিক্রয়ের অধিকার পেলেন, তা অজ্ঞাত হলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে, গের কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশেই তাঁহারা এ অধি-ছেন। যাক্ সে কথা…………

বহু আকাংখিত কাঠ। কাজেই লোকের ভীড় জমেছে। শোনা গেল গরুর গাড়ীর দাম ১৷৷০ টাকা আর "কাড়ার" গাড়ীর দাম ২৲ টাকা।

কিন্তু এ কথা মিথ্যে নয় যে, "ছা ভাতের সুখ বৈকুণ্ঠেও নেই"। এখানেও পুরাদমে চোরা কারবার চলছে। মাত্র ৩৲ ও ৪৲ টাকার পরিবর্ত্তে মালিক ১৷৷০ টাকা ও ২৲ টাকার রসিদ দিয়া, বেশ মার্জ্জিত ভাষায় অজ্ঞ জনসাধারণকে উপদেশ দিচ্ছেন, "লোককে ১৷৷০ টাকা ২৲ টাকাই বলবে, নচেৎ আর কাঠ পাবে না" ইত্যাদি।

কি মাপে কাঠ? (পাতা) দেওয়া হচ্ছে জানি না হয়ত "ইচ্ছার পরিমাপেই"। প্রয়োজনের খাতিরে ৩৷৪৲ টাকা দিয়াই লোককে ৩৷৪ বোঝা পাতা আনতে হচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এমনি "ব্যবসারঙ্গ" আর কতদিন চলবে? বর্ত্তমানে গরীবের টাকা লুটবার অনেক রকমের ফাঁদ পাতা আছে সত্যি কিন্তু (নববর্ষে) জঙ্গলের নবীন পল্লবে এই "রেশমী" ফাঁদটী জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

লেখক—
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ গোস্বামী

(৬)

সমগ্র মানভূম প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রতি

বন্ধুগণ!

প্রস্তাবিত আসন্ন শিক্ষক ধর্ম্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার দায়িত্ব আজ প্রতি শিক্ষকের উপর বর্ত্তিয়াছে। মনে রাখিবেন শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতাই সাফল্য লাভের প্রথম সোপান এবং সঙ্কল্পকে জয়যুক্ত করিবার প্রচেষ্টাই হইবে শিক্ষকের প্রধান ব্রত। আসন্ন ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে প্রাদেশিক 'শিক্ষক' সংঘর্ষ সমিতির নির্দ্দেশ সাধারণভাবে আপনাদের গোচরীভূত করিতেছি। ধর্ম্মঘট পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রতি সার্কেলে সার্কেলে শিক্ষক সংঘর্ষ সমিতি গঠন করুন। জন সমর্থন লাভের চেষ্টা ও প্রতি সার্কেলে ধন ভাণ্ডার স্থাপন করুন। বিহার শিক্ষক সংঘর্ষ সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত চাঁদা ১৲ এক টাকা রসিদ লইয়া অবিলম্বে প্রদান করুন। ধর্ম্মঘট কালীন সময়ে নিয়মিত স্কুলে যাইবেন, কিন্তু শিক্ষক হাজিরা (Teachers' attendance) খাতায় নিজ নিজ নাম সহি ব্যতীত অন্য কোন

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
৮ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৮ই মাঘ ১৩৫৫, ৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

"Wanted for the Purulia Central Co-operative Union Ltd. the following Staff" :—

1. Manager on Rs. 80-4-EB-5-150. p.m.
2. Bank clerk. Rs. 45-3-75. per month.
3. Assist. Bank Clerk. Rs. 30-2-60. p.m.
4. Three Supervisors. Rs. 45-3-75. p.m.

Qualification Required:—Must be Matriculate, of good phisique and possess previous experience.

Preference to experienced hands. Apply to the Honorary Secretary, Central Co-operative Union Ltd, Purulia, Manbhum, on or before 10th ꞁebruary, 1949.

শিক্ষক চাই

ইছাগড় থানার অন্তর্গত পুরান পাতকুম গ্রামের ইউ, পি, স্কুলের জন্য একজন হেড মাষ্টার চাই। প্রার্থীদের যোগ্যতা শুরু ট্রেনিং অথবা ম্যাট্রিক পাশ হওয়া চাই। এতদ্ব্যতীত বেসিক ট্রেনিং থাকিলে তাহার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পাঠাইতে এবং বেতনাদি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে পত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শ্রীবনবিহারী মণ্ডল
সেক্রেটারী, ইউ, পি, স্কুল
গ্রাম—পূরাতন পাতকুম।
পোঃ—পাতকুম (মানভূম)

বিজ্ঞপ্তি

লাগদা মিডল্ স্কুলের জন্য একজন বি, এ, অথবা আই, এ, সি, টি, পাশ শিক্ষক আবশ্যক। যোগ্যতা অনুসারে বেতন দেওয়া হইবে। আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

সম্পাদক,
শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় উকীল,
নীলকুঠিডাঙ্গা, পোঃ পুরুলিয়া, মানভূম।

"সৈনিক"

সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীশৈলেশ প্রসাদ মজুমদার
২৩ বি, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা৯
বার্ষিক সডাক মূল্য—৭৷৷০ প্রতি সংখ্যা—৵০

বাড়ী বিক্রয়

পুরুলিয়া চকবাজারে, নীচ তলায় দোকান ও উপরে বাসের উপযোগী দোতলা পাকাবাড়ী। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীরাম সদয় পাল
মেন রোড, রাঁচী।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান ১।২।৪৯ হইতে পুরুলিয়া হাসপাতালে শৃগাল, কুকুর ইত্যাদি দংশন জনিত চিকিৎসা আরম্ভ হইবে।

পর্বের প্রথম দিন। এইদিন মেষশাবক বলি দেওয়া হয়। শিষ্যরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল আপনার কী ইচ্ছা? কোথায় আমরা আপনার ভোজের ব্যবস্থা করিব?

তিনি তাহার দুইজন শিষ্যকে বলিলেন তোমরা নগরে যাও। সেখানে একটী লোককে দেখিবে, সে এক কলসী জল লইয়া যাইতেছে তাহাকে অনুসরণ করিও। সে যে বাড়ীতে প্রবেশ করিবে, সেই বাড়ীর কর্ত্তাকে বলিও যে—প্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তোমার সেই অতিথি নিবাস কোথায় যেখানে তিনি তাহার শিষ্যদের লইয়া ভোজ উপলক্ষ্যে আহার করিবেন। সে উপরে তোমাদের একটি সুসজ্জিত বড় কুঠরী দেখাইয়া দিবে সেইখানেই আমার ব্যবস্থা করিও। শিষ্যরা চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময়, যীশু তাহার সেই বারজন শিষ্যসহ সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া যখন ভোজনে ব্যস্ত তখন যীশু বলিলেন—আজ তোমরা যাহারা আমার সহিত একত্রে ভোজন করিতেছে, তোমাদেরই মধ্যে একজন আমাকে ধরাইয়া দিবে। আমার একথা সত্য জানিও।

শিষ্যরা দুঃখিত হইল কে এমন আছে? সকলে একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—প্রভু সে কী আমি?

যীশু বলিলেন—যাহারা আমার সহিত একত্রে এই ভোজনপাত্রে হাত ডুবাইতেছে, সে এই বারজনের মধ্যেই একজন। মানুষের পুত্র—বিধিলিপি যাহার চলিয়া যাইবার সে যাইবেই, কিন্তু দুঃখ তাহার জন্যই যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে ধরাইয়া দিবে। তাহার জন্ম না হইলেই তাহার পক্ষে ভাল ছিল। যীশু একটী রুটী লইয়া আশীর্বাদ করিয়া সেটী ভাঙ্গিয়া তাহাদের দিয়া বলিলেন—তোমরা ইহা লও, ইহা আমার দেহ। একটি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ উচ্চারণ করিয়া তাহাদের দিলে, সকলেই তাহা হইতে পান করিলেন। যীশু বলিলেন—ইহা আমার রক্ত। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নুতন করিয়া স্থাপন করিতে এই রক্ত অনেকের জন্যই দিতে হয়। তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি যে—আমি এ-জগতে আর দ্রাক্ষার রস পান করিব না, একেবারে ভগবানের রাজ্যে যাইয়া নূতন করিয়া পান করিব।

ভোজ শেষ হইল। সকলে গান করিতে করিতে সেখান হইতে বাহির হইয়া জৈতুন পর্বতে উপস্থিত হইলে যীশু শিষ্যদের বলিলেন—আমি দেখিতেছি তোমরা মনস্তাপ ভোগ করিবে। কারণ আমি পালরক্ষককে আঘাত করিব এবং মেষরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। ইহাই লেখা আছে। যাহা হউক আমি উঠিয়া তোমাদের অগ্রেই গ্যালিলিতে যাইব।

যীশুর প্রধান শিষ্য পীটার বলিল—প্রভু, সকলে আপনাকে ছাড়িয়া গেলেও আমি ছাড়িয়া যাইব না। এ আপনি নিশ্চিত জানিবেন।

যীশু স্মিতহাস্যে কহিলেন—কিন্তু পীটার আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি যে, আজই এমন কি আজ রাত্রেই, মুরগী দুইবার ডাকিবার পূর্ব্বেই তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে। পীটার জোর করিয়া বলিল—না প্রভু কিছুতেই তাহা হইবে না। আপনার সঙ্গে মরিতে হইলেও মরিব, কিন্তু আপনাকে অস্বীকার করিব না।

সব শিষ্যরাই একথা বলিল।

সেই দিনই শিষ্যদের লইয়া যীশু গেৎসমানী নামক একটী জায়গায় আসিয়া শিষ্যদের বলিলেন—আমি প্রার্থনা করিব, ততক্ষণ তোমরা এখানে অপেক্ষা কর।

সঙ্গে পীটার, জেমস ও জন এই তিন জন শিষ্যকে তিনি সঙ্গে লইলেন। একটা দুবিসহ বেদনা ও উৎকণ্ঠা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি বলিলেন—আমার অন্তরাত্মা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত বোধ হইতেছে, এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্তও আমি শান্তি পাইব না। তোমরা এখানেই জাগিয়া বসিয়া থাক। এই বলিয়া তিনি একটু দূরে যাইয়া মাটীতে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—প্রভু যদি সম্ভব হয় তবে এই সময়টুকু আমার জীবন হইতে সরাইয়া লও! পিতা! সমস্তই তোমার পক্ষে সম্ভব—এই পানপাত্রটী কি আমার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইবে না? আমার ইচ্ছায় কাজ হইবে না, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!

প্রার্থনার পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাহার শিষ্যেরা নিদ্রিত। পীটারকে বলিলেন—সাইমন তুমি ঘুমাইতেছ? তুমি কি এক ঘন্টাও জাগিয়া থাকিতে পারিলে না? জাগিয়া থাকিয়া প্রার্থনা কর যেন লোভ তোমাদের পরাজয় করিতে না পারে। আত্মা তোমাদের ইচ্ছুক, কিন্তু দেহ তোমাদের দুর্বল।

আবার তিনি চলিয়া গেলেন। প্রার্থনার পর আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—শিষ্যরা ঘুমাইতেছে। ঘুমে তাহাদের চক্ষু ভারী হইয়া পড়িয়াছে। কী জবাব তাহারা দিবে, বুঝিতে পারিতেছিল না।

তৃতীয়বার তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন—তোমরা নিদ্রা যাও! বিশ্রাম কর! যথেষ্ট হইয়াছে। আমার সময় উপস্থিত! চাহিয়া দেখ! মানবসন্তানকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পাপীদের হস্তে সমর্পণ করা হইতেছে। উঠ, জাগো, চল আমরা যাই। আমার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে সে নিকটে উপস্থিত—চাহিয়া দেখ।

যীশুর কথা শেষ হইবার পূর্বেই জুডাস—যীশুর বারজন শিষ্যের একজন—বহু লোক লইয়া উপস্থিত হইল। লোকগুলি সকলেই লাঠী, তরবারী প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। তাহারা সকলেই প্রধান ধর্মযাজক, গুরুগণ, ও প্রবীণদের নিকট হইতেই আসিয়াছিল।

বিশ্বাসঘাতক জুডাস তাহাদিগকে ইহাই বলিয়া রাখিয়াছিল যে—সে যাহাকে চুম্বন করিবে, তাহাকেই যেন তাহারা সোজাসুজি ধরিয়া সাবধানে লইয়া যায়।

জুডাস একেবারে যীশুর নিকট আসিয়া তাহাকে, সম্বোধন করিয়া বলিল—রব্বি! পরমুহূর্তেই তাহাকে আগ্রহভরে চুম্বন করিল। তখনই সশস্ত্র লোকগুলি সকলে আসিয়া যীশুকে ধরিল। অন্যান্য যাহারা যীশুর পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ইহা আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রধান যাজকের ভৃত্যকে তরবারী দ্বারা এমন আঘাত করিল যে তাহার কান কাটিয়া গেল।

যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি বলিলেন—আমিত প্রতিদিনই ধর্মমন্দিরে তোমাদের সকলের নিকটে থাকিয়াই উপদেশ দিয়াছি, তখন আমাকে ধর নাই আর এখন আমাকে চোর, দস্যুর মতন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ধরিতে আসিলে কেন? যাহাহউক শাস্ত্র বাক্য পূর্ণ হইবার জন্যই ইহা হইয়াছে।

তাহারা যীশুকে ধরিয়া লইয়া চলিল, আর এই সময় তাহার শিষ্যেরা সকলে তাহাকে ছাড়িয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

* * * *

মহাযাজকের নিকটে যীশুকে বিচারের জন্য আনিয়া হাজির করা হইল। সেখানে সমস্ত প্রধান যাজকগণ, গুরুগণ ও প্রাচীন ব্যক্তিরা আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যীশুর প্রধান শিষ্য সাইমন পীটার দূরে দূরে থাকিয়া যীশুকে অনুসরণ করিয়া মহাযাজকের অঙ্গনের ভিতরে আসিয়া, কর্মচারীদের সঙ্গে বসিয়া আগুন পোহাইতে লাগিল। প্রধান যাজকগণ ও সভাস্থ সকলে, এমন সাক্ষী খুঁজিতে লাগিল, যাহাতে যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ সাক্ষী তাহারা পাইল না। যাহারা তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল—তাহাদের পরস্পরের সাক্ষ্য মিলিতে ছিলনা। অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বলিল—আমরা ইহাকে মন্দিরে এই কথাই বলিতে শুনিয়াছি যে, এই মন্দিরটী মানুষের তৈরী বলিয়া আমি ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব এবং দৈব শক্তিতে তিন দিনের মধ্যে নূতন মন্দির তৈরী করিয়া দিব। কিন্তু একথা অন্যের সাক্ষ্যের সহিত যখন মিলিল না তখন মহাযাজক মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া যীশুকে বলিল—তুমি কি কোন উত্তর দিবে না? ইহারা তোমার বিরুদ্ধে কি সাক্ষ্য দিতেছে শুনিতেছ না?

যীশু চুপ করিয়া রহিলেন, একটী কথাও বলিলেন না। তখন মহাযাজক আবার কহিল—তুমি কি পরমেশ্বরের পুত্র সেই খৃষ্ট?

যীশু বলিলেন—হাঁ আমিই সেই। তোমরা এই মনুষ্যপুত্রকে দেখিতে পাইবে—সে পরমেশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আকাশের মেঘের সঙ্গে আসিতেছে।

মহাযাজক এই কথা শুনিয়া, নিজের বস্ত্র ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—আর আমাদের সাক্ষ্যের কি প্রয়োজন? তোমরাত ঈশ্বর নিন্দা শুনিলে? এখন তোমরা কি বল? উপস্থিত সকলেই এবার যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিধান দিল—মৃত্যুদণ্ড। এবার

মানভূম জেলা বোর্ড

সদর লোক্যাল বোর্ডের সুপারভাইজার অফিস, পুরুলিয়া

দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

নম্বর ১৩ খৃষ্টাব্দ ১৯৪৮-৪৯

১। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মুদ্রিত ফরমে সদর লোক্যাল বোর্ড অফিসে সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান কর্তৃক আগামী ১০।২।৪৯ তারিখে বেলা ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত শীলমোহরযুক্ত দরপত্র (টেণ্ডার) গৃহীত হইবে এবং উক্ত তারিখেই বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান কর্তৃক দরপত্রদাতাগণের অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধির সম্মুখে খোলা হইবে।

এষ্টিমেটের নং ক্রমিক নং	কাজের নাম	মঞ্জুরিত টাকা	জামানত টাকা	কার্য্য শেষ করিবার তারিখ
১।	পাকবিড়রা থানা পুঞ্চা	কূপ নির্ম্মাণ কার্য্য	১২৮২৲	৫০৲	মে, ১৯৪৯
২।	শ্যামপুর, থানা মানবাজার	ঐ	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৩।	ধানাড়া, থানা কাশীপুর	ঐ	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৪।	শিলফোড়, থানা চাষ	ঐ	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৫।	ধানশুড়া, থানা পুরুলিয়া	ঐ	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৬।	কুলশড়া, থানা রঘুনাথপুর	ঐ	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৭।	সুইসা, থানা বাঘমুণ্ডি	ঐ	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৮।	আদারকুঁড়ি টোলা কুমারডি, থানা চন্দনকিয়ারী	ঐ	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৯।	টুকিয়া টোলা মাঝিডি, থানা মানবাজার	ঐ	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
১০।	পাঁড়কিডি, থানা পটমদা	ঐ	১২৮২৲	৫০৲	ঐ

সমরেন্দ্রনাথ ওঝা
ভাইস-চেয়ারম্যান, সদর লোক্যাল বোর্ড।

অমূল্যরতন মুখোপাধ্যায়
সুপারভাইজার, সদর লোক্যাল বোর্ড।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থানঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধিঃ **সমর-সিংহ**, তুলসী
পুরুলিয়া

সুদক্ষ পরিচালক ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী দ্বারা আপনাদের যাবতীয় ইলেকট্রিক ওয়্যারিং ফিটিং ইত্যাদি ও সকল প্রকার ইলেকট্রিক তার ও বাল্বের জন্য আমাদের নিকট অনুসন্ধান করুন।

দোলগোবিন্দ ঘোষ
তারা ইলেকট্রিক ষ্টোরস্
পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট, পুরুলিয়া।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

এখানে স্কুল ও কলেজের যাবতীয় পাঠ্য পুস্তক, প্রাইজ এবং লাইব্রেরীর উপযোগী সকল প্রকার ধর্ম্মপুস্তক, নাটক, নভেল, খাতা, কলম দোয়াত প্রভৃতি ও খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম, এবং বিস্কুট, উৎকৃষ্ট দারজিলিং চা ও যাবতীয় মনোহারী দ্রব্য খুচরা এবং পাইকারি দরে অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীতারাপদ সরকার
১০।১২।৪৮　　ছাত্রবন্ধু-ভাণ্ডার

ওষুধপত্র
ও
অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় নানারকম ভালো জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী
পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন

আপনার টাইপ রাইটার মেশিনের কোনও রূপ মেরামত প্রয়োজন হইলে পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোরে অনুসন্ধান করুন। সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ মেকানিকের পরিচালনায় টাইপ রাইটার মেরামতি বিভাগ খোলা হইয়াছে।

পুরুলিয়া　　পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
২৮।১।৪৯　　কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
৯ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৫শে মাঘ ১৩৫৫, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

Wanted

An experienced and trained Accountant on a salary of Rs. 100-5-150 p. m. Preference will be given to one having Co-operative Training, and the starting salary may be increased for specially qualified candidate.

Apply to Chairman, Purulia Central Co-operative Stores Ltd. (Post Box 23) Purulia on or before 28th February 1949.

For Sale

G.M.C. 1941 model, Station Wagon, 7 seater for sale in good running order. Apply Manager, Midnapore Zemindary Co., Ltd., Barabazar, Barabhum P. O., Manbhum Dist.

চাকুরীজীবির অপূর্ব্ব সুযোগ

আহার ও বাসস্থানের সুবিধাসহ—মফঃস্বল-বাসী ছাত্রদের শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, টেলিগ্রাফী, বুককিপিং ইত্যাদি শিখিবার একমাত্র শিক্ষায়তন **'পুরুলিয়া ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউটই"** নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। "নৈশক্লাসের ব্যবস্থা আছে।"

প্রিন্সিপাল

সুদক্ষ পরিচালক ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী দ্বারা আপনাদের যাবতীয় ইলেকট্রিক ওয়্যারিং ফিটিং ইত্যাদি ও সকল প্রকার ইলেকট্রিক তার ও বাল্‌বের জন্য আমাদের নিকট অনুসন্ধান করুন।

দোলগোবিন্দ ঘোষ

তারা ইলেকট্রিক ষ্টোরস্

পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট, পুরুলিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

লাগদা মিডল্ স্কুলের জন্য একজন বি. এ, অথবা আই, এ, সি, টি, পাশ শিক্ষক আবশ্যক। যোগ্যতা অনুসারে বেতন দেওয়া হইবে। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

সম্পাদক,
শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় উকীল,
নীলকুঠিডাঙ্গা, পোঃ পুরুলিয়া, মানভূম।

"সৈনিক"

সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীশৈলেশ প্রসাদ মজুমদার

১১১, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা৯

বার্ষিক সডাক মূল্য—৭৷৷০ প্রতি সংখ্যা—৵০

বাড়ী বিক্রয়

পুরুলিয়া চকবাজারে, নীচ তলায় দোকান ও উপরে বাসের উপযোগী দোতলা পাকাবাড়ী। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীরাম সদয় পাল
সেন রোড, রাঁচী।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান ১।২।৪৯ হইতে পুরুলিয়া হাসপাতালে শৃগাল, কুকুর ইত্যাদি দংশন জনিত চিকিৎসা আরম্ভ হইবে।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ১৮ই মাঘ

হাকিমের দর্প

স্থানান্তরে শ্রীনিতাই সিংএর একখানা পত্র প্রকাশিত হইল। তাহার সহিত পুরুলিয়ার ঘাটোয়ালি হাকিম যে ব্যবহার করিয়াছেন, শ্রীনিতাই সিং তাহারই বিবরণ দিয়াছেন।

শ্রীনিতাই সিংএর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পটমদা থানার লাওয়া গ্রামে তাহার বাড়ী। তাহার পুরা নাম শ্রীনিতাই সিং সর্দ্দার, জাতিতে ভূমিজ—আদিবাসী। ইনি পটমদা থানা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক এবং মানভূম জিলা বোর্ডের কংগ্রেস মনোনীত সদস্য। রাজনৈতিক মতবাদে গান্ধীজীর আদর্শ ও কর্ম্মপন্থাই নির্বিচারে অনুসরণ করিয়া চলেন। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে ইহার দান অকিঞ্চিৎকর নয়। জেল, নির্য্যাতন প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামে একনিষ্ঠ কর্মীদের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক—তাহা সমস্তই তিনি ভোগ করিয়াছেন। সামাজিক মর্য্যাদায় তিনি এক অতি প্রাচীন ও বুনেদী সম্ভ্রান্ত ভূমিজ পরিবারের বংশধর। সমাজে তিনি সর্বজন পরিচিত, কারণ সকলের সুখে দুঃখে সাধ্যমত জনসেবা তিনি এখনও করিয়া আসিতেছেন। তাহার বয়স ৬০ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি জনসেবার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

শ্রীযুক্ত সিংহেশ্বরী বাবু যখন ডিপুটী কমিশনার ছিলেন তখন ৺ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেন আদিমজাতি সেবা মণ্ডলের সম্পাদক ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাগেশ্বরী বাবু ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তখন মানভূম জিলার সেচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। আদিম জাতিদের বাঁধের সম্বন্ধে তদানীন্তন ডিপুটী কমিশনার মহাশয় ও বাগেশ্বরী বাবু ৺ভূপেন বাবুর সাহায্যে বাঁধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেন। দুয়ারিডি গ্রামের বাঁধটী তাহাদেরই সময়ে হয়। ঘাটোয়ালী হাকিম মহাশয় পাঁচ মাইল দূর বলিয়া সেই বাঁধটী পরিদর্শন করিবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই। কিন্তু একটু ক্লেশ স্বীকার করিলে দেখিতে পাইতেন—মানভূম জিলায় বর্ত্তমানে সহস্র সহস্র টাকার অপব্যয়ে যে সমস্ত বাঁধ নামক জলসত্র অপূর্ব জিনিষের রেকর্ড হইতেছে, ইহা ঠিক তাহা নয়। শ্রীনিতাই সিং ও তাহার সহকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাঁধ তৈরী করিয়াছে তাহা না দেখিয়া এবং সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া তিনি যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শুধু আপত্তিজনকই নয়, দায়িত্বহীন এবং বিদ্বেষ প্রসূত। দারোগা এবং পুলিশের মিথ্যা অপবাদের সুযোগ লইয়া তিনি তাহার 'হাড় ভাঙ্গিয়া' দিবার যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অন্যান্য যে সমস্ত হীন ও হাকিমি সুলভ আচরণ ও মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে কোন মানুষের পক্ষেই লজ্জার বিষয় ত বটেই, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস গবর্মেণ্টের একজন কর্মচারী হিসাবে ইহা কলঙ্কের কথা।

হাকিম মহাশয় বৃটীশ আমলের পুরাতন হাকিম না স্বাধীন দেশের নব নিযুক্ত—তাহা সঠিক আমাদের জানিবার অবসর হয় নাই। তবে তাহার এবং এই মনোভাবাপন্ন আমলাদের ইহা উপলব্ধি করা একান্ত দরকার যে শ্রীনিতাই সিং প্রমুখ ব্যক্তিরাই সংগ্রাম করিয়া দেশের স্বাধীনতা আনিয়াছে—এবং তাহাদেরই ত্যাগের ফলে এই সমস্ত আমলারা এবং তৎকালীন ব্যক্তিগণ স্বাধীনতা সূর্য্যের আলোক দেখিতে পাইতেছেন—যদিও এই আলোক তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদি কেহ অন্যায় করে তবে তাহার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান আইনে আছে, কিন্তু কোন সম্মানিত ও নির্দ্দোষী নাগরিকের সহিত ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদার দর্পে অসঙ্গত অপমানকর ব্যবহার করার অধিকার কাহারও নাই। প্রথমতঃ শ্রীনিতাই সিংদের শক্তিতেই, যে গবর্মেণ্টের তিনি কর্মচারী, সেই গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ শ্রীনিতাই সিং প্রমুখ জনসাধারণই তাহাদের প্রভু, তিনি তাহাদের ভৃত্য মাত্র। তুরুক স্বাধীন হইবার পরে কামালপাশা গবর্মেণ্টের উচ্চ হইতে নিম্নতম কর্মচারীদের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে—তাহাদের সকলকেই জনসাধারণকে সেলাম করিতে হইবে। ইহা করিবার তিনি প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, এই শিক্ষা দিবার জন্যই যে, পরাধীন দেশে হাকিম প্রভু থাকিতে পারে, কিন্তু স্বাধীন দেশের হাকিম জনসাধারণের ভৃত্য এবং ইহা ছাড়া আর কোন মর্য্যাদা তাহাদের নাই। যে ক্ষমতার দর্পে তাহারা মানুষকে

মানুষ বলিয়া মনে করেন না সে ক্ষমতা জনসাধারণ তাহাদের দিয়াছে ক্ষমতা হিসাবে নয়—তাহাদের সেবা করিবার সুযোগ হিসাবে। জনসাধারণ অর্থ দ্বারা যে ভৃত্যকে নিযুক্ত করিয়াছে—সেই ভৃত্যের, সেই সেবকের তাহা অনুভব করা উচিত।

ব্যাপারটীর আর একদিক আছে যাহা এইরূপ অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার মূল কারণ। শ্রীনিতাই সিং এর প্রধান অপরাধ তিনি বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষের হিন্দীর নামে অন্যায় অভিযানের সমর্থক নহেন। মানভূম জিলায় ভাষাগত মৌলিক অধিকার দলনের অন্যায় নীতির যাহারা সমর্থন করেন না তাহাদিগকে নানাভাবে লাঞ্ছিত, হয়রাণ এবং পীড়ন করার ধারাবাহিক নীতি, মানভূমে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। বহু ঘটনাবলীর মধ্যে ইহা একটী ঘটনা মাত্র। এবং আজ যে সরকারী কর্মচারীরা এবং তাহাদের আশ্রিত অনুগতজনেরা নিরঙ্কুশভাবে অন্যায় করিয়া চলিয়াছে এবং যে দর্পে তাহারা মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্যই করিতেছে না, তাহা এই জন্যই যে—তাহারা মনে করে যে হিন্দীর নামে তাহারা যাহা খুসী করিতে পারে। কারণ শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত চ্যাটার্জ্জিকে কেন আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য ঘাটোয়ালী হাকিম মহাশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আশ্চর্য্য রকম ভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি শুরু হইয়াছে। বৃটীশ আমলে খেড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের উপর ইহার অভাবনীয় প্রভাবে তৎকালীন পুলিশ ও হাকিমগণ এবং সেই অঞ্চলের জমিদার ও বৃটীশ ভক্তগণ নানারূপভাবে তাহাকে পীড়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি বরাবাজার থানার সেই সময়কার একজন দারোগা চৌকীদারদের দ্বারা এমন ঘোষণা করিয়াছিল যে, যে রেবতী বাবুকে খুন করিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। অপরাধ তাহার ছিল এই যে, তিনি অত্যাচারিত, অবহেলিত, অসহায় খেড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের উপর অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। তাহাদের ভাঙ্গ কুঁড়ের, অর্দ্ধাহারের ও অনাহারের সঙ্গী হইয়া তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহাদের সেবা করিতেন। এখনও তিনি তাহাতেই করিতেছেন। বহু জেল, নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, এবং পটমদা বান্দোয়ান অঞ্চলে পাহাড়ে জঙ্গলে তিনি তাহাদের মধ্যে কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজকর্মচারী ঘাটোয়ালী হাকিম মহাশয় তাহার উপস্থিতি পছন্দ করিতেছেন না। পরাধীন ভারতবর্ষে দেশ সেবা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, আজ প্রশ্ন আসিতেছে যে, বিহারের কংগ্রেসী গবর্মেণ্টের আমলে কি গান্ধীজী ও কংগ্রেস নির্দ্দেশিত পন্থায় জনসেবা অমার্জ্জনীয় ও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে? বাস্তব ক্ষেত্রে মানভূমে হইতেছে তাহাই।

আজ কী স্বৈরাচার মানভূমে চলিতেছে? মানুষের মর্য্যাদা, নাগরিকের অধিকার লইয়া কী নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারীতার রাজত্ব এখানে চলিয়াছে? দরিদ্রের দীর্ঘনিশ্বাসে মানভূমের শ্যামলিমা আজ ধ্বংসপ্রায়। মানুষের অন্তরাত্মার ক্রোড আজ মেঘের সঞ্চার করিয়া তুলিতেছে। অন্যায়, অসত্য, ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন আজ এই স্থানের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস।

শ্রীনিতাই সিং, ঘাটোয়ালী হাকিম ও রেবতী বাবুর ঘটনা উপেক্ষনীয় নয়। কারণ আমরা সন্দেহ করি ইহার পরে তাহাদের হয়রাণ করিবার অনেক চেষ্টাই হইবে। তবে একটা কথা জানিয়া রাখা দরকার যে, বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহস্র চেষ্টাতেও শ্রীনিতাই সিংদের হাড় ভাঙ্গে নাই, কারণ ইহাদের হাড় দধীচির হাড়। এই হাড় ভাঙ্গে না—অন্যায় ও অসত্য নাশের জন্য এই হাড় দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়। এই অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীর এই একনিষ্ঠ আদর্শবাদী অক্লিষ্টকর্ম্মা কর্মীরা নিজেদের অস্থি দিয়া স্বাধীনতা সৌধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। যাহারা ইহাদের হাড় ভাঙ্গিতে চায় তাহারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে ভাঙ্গিতে চায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

৩০শে জানুয়ারী দেশের সর্ব্বত্রই মহাত্মা গান্ধীর প্রথম মৃত্যু স্মৃতিবার্ষিকী সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া গেল। এই স্মৃতিবার্ষিকীর পূর্ব্বেই ২৬শে জানুয়ারী তারিখে আচার্য্য কৃপালনী কলিকাতার জনসভায় যে বক্তৃতা দেন তাহা বহুদিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে—"যতদিন লোকে পেট ভরিয়া খাইতে না পাইবে, পরিধানের জন্য আবশ্যক বস্ত্র, মাথা গুঁজিবার স্থান, বালক বালিকাদের শিক্ষা, রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা না হইবে—ততদিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। শুধু ইংরাজ চলিয়া গেলেই স্বরাজ হয় না।" তিনি বলেন যে "মহাত্মা গান্ধীকে তাহারা জাতির পিতা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন কিন্তু কখনও তাহাকে অনুসরণ করেন না। আজ মন্ত্রীগণ ও রাষ্ট্রদূতগণ গান্ধীজীর নামে শপথ গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন না। আমি আপনাদিগকে বলিতেছি আজ ভারতবর্ষে কাহারও গান্ধীজীর নাম উচ্চারণ করিবার অধিকার নাই, তত্রাচ আমরা সর্বপ্রকার অনাচার করিয়া তাহার নাম উচ্চারণ করি। ইহা লজ্জার বিষয়।"

ইংরাজ চলিয়া গেলেই যে স্বরাজ হয় না তাহা মানভূম জিলার অধিবাসীগণ মর্মে মর্মে অনুভব ও উপলব্ধি করিতেছে। তাহারা ইহাই দেখিতেছে যে, স্বরাজ যাহা আসিয়াছে তাহা জনসাধারণের জন্য নয়। চোরাবাজারী, ঘুসখোর, পরাধীন ভারতবর্ষে যাহারা দেশদ্রোহীতা করিয়াছে, যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী লোক কংগ্রেস জনদের গুলি করিয়াছে, লাঠি মারিয়াছে, জেলে পাঠাইয়াছে, দেশকে শোষণ করিয়াছে ও করিতেছে কাপুরুষ সুবিধাবাদী এবং আদর্শভ্রষ্ট যাহারা তাহারাই স্বরাজ পাইয়াছে। ইংরাজ চলিয়া গেলেও এদিক দিয়াই স্বরাজ হইয়াছে। আর গান্ধীজীর নাম উচ্চারণ করিবার অধিকার ইহারাই একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। যে যত বড় চোরাবাজারী সে তত বড় গান্ধীজীর মূর্ত্তি গড়িতেছে, যে যত ঘুসখোর সে তত বেশী খালি পায়ে ও খালি গায়ে স্মৃতি বার্ষিকীতে শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। যাহারা স্বাধীন ভারতবর্ষে মানুষের মৌলিক অধিকার শিক্ষার অধিকার যত বেশী হরণ করিতেছে, ক্ষমতার অধিকারী হইয়া, যত বেশী অন্যায়, অত্যাচার জুলুম ও অসত্যাচরণ করিতেছে, তাহারা তত বেশী তীব্রস্বরে গান্ধীজীর দোহাই দিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতেছে। কর্ত্তব্য না করিয়া এবং অকর্ত্তব্য করিয়াই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অধিকার অর্জ্জন করিবার পন্থাই হইয়াছে স্বাভাবিক। বরং অধিকার নাই কৃপালনীজীর এবং তদ্‌ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের—যাহারা গান্ধীজীর আদর্শকে সত্যকার রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন!

কি কি ব্যবস্থা না হইলে স্বরাজ হয় না তাহার বিবরণীতে কৃপালনীজী বালক বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মানভূম জেলায় যেরকমভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বালক বালিকাদিগকে শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার সরকারী ব্যবস্থা চলিয়াছে—ইহাকে কোন্ রাজ্যের ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে? কৃপালনীজী উক্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন যে—"গবর্মেণ্ট জনসাধারণের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন এবং তাহারা যদি উহা না করেন তাহা হইলে জনসাধারণের সেই গবর্মেণ্টকে অপসারিত করিবার অধিকার আছে।" মানভূম জিলাতে প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট তাহাদের কর্ত্তব্য কিভাবে পালন করিতেছেন এবং করিতেছেন কিনা—তাহা আমরা নিরপেক্ষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিতে সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বলিতেছি। এই কর্ত্তব্য পালন না করিবার জন্য উচ্চ কর্তৃপক্ষ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, মানভূম জিলার জনসাধারণ তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

শিক্ষা! জাতীয় জীবনের বিকাশ ও গঠনে শিক্ষার স্থান প্রধানতম। কিন্তু এই শিক্ষাকে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ব্যবস্থায় পরিণত করিবার অদ্ভুত ব্যবস্থা এই জিলাতে চলিয়াছে। শোনা যাইতেছে যে জিলা স্কুলের শিক্ষার মাধ্যমের প্রতিবাদে যে সমস্ত বাংলাভাষী ছাত্ররা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে—ক্লাসে তাহাদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাহাদিগকে 'উপস্থিত' বলিয়া দেখান হইতেছে। আরও প্রকাশ যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে নাকি জানান হইয়াছে যে, শতকরা ৮০ জন বাংলাভাষী ছাত্র স্কুলে উপস্থিত হইতেছে। মানভূম জিলা এখন রেকর্ডের ইতিহাসে—রেকর্ড করিতেছে। বাংলাভাষীকে হিন্দীভাষী, প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে অনুপস্থিত ছাত্রকে উপস্থিত করিয়া রেকর্ড দেখাইবার প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক নাও হইতে পারে। এ বিষয়ে যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। এবং ইহা যদি বাস্তবিকই হয় তবে তাহা প্রকাশ হইবেই। পুলিশিয়ার জনসাধারণ ইহা মানিয়া লইবে না—তাহাও নিশ্চিত।

পুরুলিয়া জিলা স্কুলের ব্যাপারে ছাত্রদের অভিভাবকগণ, ছাত্রগণ ও পুরুলিয়ার জনসাধারণ যে দৃঢ়তা দেখাইতেছেন তাহা প্রশংসনীয়। ইহা যে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকগণের নিছক মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম, এই বোধই তাহাদের প্রেরণা দিয়াছে। দেশের নাগরিকগণ তাহাদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় যত্নবান ও সচেষ্ট না হইলে তাহা রক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। শান্তিপূর্ণ, সুনিয়ন্ত্রিত অথচ দৃঢ়ভাবে স্বাভাবিক ন্যায্য অধিকারের জন্য সংগ্রাম করিতে হইলে—যে কর্মপ্রচেষ্টা, ত্যাগ, ও ধৈর্যের প্রয়োজন তাহার সহিত আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস একান্তভাবে দরকার। এ বিষয়ে তাহারা অগ্রসর হইতেছেন ইহা সুখের বিষয়।

অভিভাবকগণ ও জনসাধারণ স্থির করিয়াছেন যে—প্রতিরোধস্বরূপ জেলা স্কুলে ছাত্র প্রেরণ বন্ধ করার ফলে ছাত্রদের অধ্যয়নের ক্রমাগত ক্ষতি যাহাতে না হয় তাহার জন্য—যাহারা জেলা স্কুলে এই অবিচারের মধ্যে অধ্যয়ন করিবে না সেই সকল ছাত্রদের জন্য নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এ বিষয়ে জনসাধারণের নিকট হইতে সমস্ত প্রকার সাহায্য যে পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে এই বিদ্যালয়ের জন্য যোগ্য শিক্ষকেরই সর্বাধিক প্রয়োজন হইবে। সেবার মনোবৃত্তি সম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। ছাত্রদের অধ্যয়নের প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা যেমন একাধারে চলিতে থাকিবে তেমনি জনসাধারণ, অভিভাবকগণ ও ছাত্রগণ তাহাদের অধিকার অর্জনের জন্য—তাহাদের ভাষার অধিকার—জিলা স্কুলে মাতৃভাষার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে তাহাদের শক্তি নিয়োগ করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম পরিচালিত করিতে দৃঢ় সংকল্প। আমরা বিশ্বাস করি যে পুরুলিয়া তথা মানভূমের জনসাধারণ তাহাদের কর্ত্তব্যের পথে অধিকার অর্জন করিবেনই। কারণ তাহাদের এই পথ ন্যায় ও সত্যের পথ।

পুরুলিয়া জিলা স্কুলে এই শিক্ষার মাধ্যমের প্রতিবাদে রঘুনাথপুরের উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রগণ—প্রায় ১৫০০ ছাত্র—গত ১লা ফেব্রুয়ারী এক দিনের জন্য ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘটের বৈশিষ্ট এই যে, নির্বিচারে সমস্ত বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্রগণ ইহাতে যোগদান করে। রঘুনাথপুরের ছাত্রসমাজ যে ইহাকে স্বাধীন দেশের মৌলিক অধিকাররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন—ইহাই ঠিক পথ। ইহা শুধু বাংলা ভাষী ছাত্রদেরই সমস্যা নয় ইহা ছাত্র সমাজ তথা নাগরিক মাত্রেরই সমস্যা। যে প্রদেশবাসীই হউক, যে ভাষাই হোক স্বাধীন দেশের একজন নাগরিকেরও অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে সমস্ত দেশবাসী তাহার প্রতিবাদ করিবেন—ইহাই আমাদের ভবিষ্যত নাগরিকগণের পক্ষে যোগ্য মনোভাব।

স্থানান্তরে চাণ্ডিল থানার চেল্যামা গ্রাম নিবাসী শ্রীজমাদার মাহাতর একখানি চিঠি প্রকাশিত হইল। একটী দাঁতন ভাঙ্গিবার জন্য ফরেষ্ট গার্ড তাহার নিকট হইতে চারি টাকা আদায় করিয়াছে। ইহা কাহিনী মনে হইলেও—বাস্তবে যাহা ঘটিতেছে তাহা ইহার অপেক্ষাও গুরুতর। জঙ্গলের ব্যাপারে যে জুলুম, যে অন্যায় চলিয়াছে তাহার ভুক্তভোগী গ্রামের জনসাধারণ। অথচ ইহার কোন প্রতিকারই হয় না। চেল্যামার নিকটবর্ত্তী খেড়িয়া, পাহাড়ী, সাওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া খেড়িয়ারা। ইহারা বনের উৎপাদন দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। জঙ্গলের ব্যাপারে সমস্ত জনসাধারণের অসুবিধা চরমে উঠিয়াছে। আমীনের ঘুস, ফরেষ্ট গার্ডের জুলুম, রেঞ্জার, ফরেষ্টারদের মুরগী ও খাসী জোগাইতে জোগাইতে জনসাধারণ উদ্বাস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জনসাধারণের জন্য যে সমস্ত অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বক্তৃতায় ও কাগজে কলমে নিবদ্ধ। মানভূমের জনসাধারণের পক্ষে ইহা অভিশাপ হইয়া পড়িয়াছে।

ভ্রম সংশোধন—

গত সংখ্যার মুক্তিতে, শ্রীতাপস রঞ্জন রায় লিখিত স্বামীজী ও গান্ধীজী প্রবন্ধটী 'উদ্বোধন' (ভাদ্র ১৩৫৫) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

জয়পুর কংগ্রেসের দিগ্‌দর্শন

(মনু লিখিত)

দিল্লী ষ্টেশনে আমাদের প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। এখানে গাড়ী বদলাইয়া বি, বি, সি, আইএর ছোট লাইনের গাড়ীতে আমাদের যাইতে হইবে। দিল্লী ষ্টেশনে কংগ্রেস যাত্রীদের সমস্ত রকম তথ্য সরবরাহের জন্য একটি আলাদা অফিস খোলা হইয়াছে। লাউড স্পীকারে অনবরত ট্রেন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ঘোষণা করা হইতেছে। যাত্রীদের সাহায্যের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত কর্মচারীরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা বড় লাইনের প্লাটফর্ম হইতে, ছোট লাইনের প্লাটফর্মে মালপত্র আনিবার জন্য কুলী করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম কুলীরা হয়ত একটা মোটা টাকাই দাবী করিয়া বসিবে। কুলীরা মাল নামাইবামাত্রই যখন তাহাদের সহিত দরাদরির উপক্রম করিতেছিলাম তখন একজন কর্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কুলীরা কি কিছু গোলমাল করিতেছে? আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি মালপত্রের দিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া রেলওয়ের নির্দ্ধারিত দর বলিয়া সেই অনুযায়ী পয়সা দিতে বলিলেন। আমরা তাহাই দিলাম এবং কুলীরা তাহা লইয়া বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেল।

খাস দিল্লী বলিয়াই কিনা জানি না তবে এদিকে সমস্ত দিক দিয়াই একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে কর্মচারীদের ব্যবহারে, এদিককার জনসাধারণের চাল চলনে—লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় যে পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে যেন সকলেই অল্পবিস্তর সচেতন। ষ্টেশনের এই কুলীর ভাড়া লইয়া ছোট্ট ব্যাপারটীর মত, মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে আপাত দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও উপেক্ষনীয় বাধা ও অসুবিধাগুলির প্রতি যদি জাতীয় গবর্মেণ্ট নজর দিত, তবে বড় বড় পরিকল্পনা অপেক্ষাও জনসাধারণের অনেক উপকার করা হইত এবং তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় দৃষ্টিভঙ্গী বা চিন্তাধারা এদিক দিয়াই ঘেঁসে না। ফলে জনসাধারণের নিকট তাহার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হিসাবে ক্ষুদ্র অসুবিধাগুলিই সর্ববৃহৎ হইয়া আছে আর গবর্মেণ্টের বৃহৎ পরিকল্পনাগুলির ব্যাপকতার নাগাল না পাইয়া তাহাদের নিকট উহা সম্পূর্ণ উপলব্ধির বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে।

আমরা জানিতে পারিলাম যে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় 'দেশবন্ধু স্পেশাল' হিসাবেই একখানা গাড়ীতে, দেশবন্ধু স্পেশালের যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। একবার ষ্টেশন মাষ্টার, একবার অনুসন্ধান অফিস, টীকেট কালেক্টারদের নিকট কয়েকবার যাতায়াত করিয়া একটী ছদিশ এই পাওয়া গেল যে, বাংলা, বিহার, আসাম প্রভৃতির যাত্রীদের জন্য কয়েকখানি করিয়া গাড়ী পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া হইবে এবং কলিকাতার গাড়ীতে আগত যাত্রীদের কোন অসুবিধা হইবে না। এই তথ্যটী সঠিকভাবে পাইতে অনেকবারই যাতায়াত করিতে হইল। বোঝ গেল, যে রেল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থার জন্য দায়ী তাহারা কোন একটা ব্যবস্থা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না।

ষ্টেশনটী লোকে লোকারণ্য। প্লাটফর্মে চলিবার স্থান নাই। শুধু দেশবন্ধু স্পেশালের যাত্রীই নয় আরও বহু যাত্রী রাত্রি ১০॥টার গাড়ীটীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

প্রায় ৯॥ টার গাড়ী ধীরে ধীরে প্লাটফর্মে ঢুকিতে লাগিল। এক একটী বগীর বাহিরে চক দিয়া লেখা আছে বাংলা, বিহার, আসাম, প্রভৃতি। কিন্তু তাহা বৃথা হইল। গাড়ী থামিতে না থামিতেই গাড়ীতে চড়িবার জন্য যে বিরাট প্রতিযোগীতার লড়াই সুরু হইল তাহার চাপে আমরা তলাইয়া গেলাম। বহুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি, ধাক্কাধাক্কি করিয়াও আমরা অন্য পাঁচ বাহিরেই রহিয়া গেলাম, গাড়ীতে উঠিতে পারিলাম না। গাড়ী ছাড়িতে আর বেশী দেরী নাই। একটি গাড়ীতে জায়গা আছে দেখিয়া উঠিতে যাইতেই একজন ভদ্রলোক বলিলেন এটা অমুক প্রদেশের জন্য রিজার্ভ। উঠিতে দেওয়া হইবে না। বলিলাম দিল্লীতে আসিয়া যে—আর কোন পৃথক প্রদেশের অস্তিত্ব রহিল না দেখিতে পাইতেছেন না? কিন্তু দরজা খুলিল না। অনুনয় বিনয়, যুক্তি এবং ভদ্রতা সমভাবে ধিক্কার বচন উচ্চারণ করিয়াও তাহাদের সম্মতি পাওয়া গেল না। ষ্টেশন মাষ্টার এবং অন্যান্য কর্মচারীরাও অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তাহারা অচঞ্চল। শেষে ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন—আপনারা কংগ্রেসে যাইতেছেন, জায়গা

থাকিতেও আপনাদেরই কয়েকজন সহকর্মীকে আপনারা উঠিতে দিবেন না, ইহা বড়ই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। আপনাদের যদি এই আচরণ হয়, তবে দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য। যাহা হউক ইহাদের গাড়ীতে উঠিতে না দিলে, আমি গাড়ী ছাড়ব না। গাড়ীর মধ্যে যাহারা শায়িত, অর্দ্ধশায়িত ও উপবিষ্ট ছিলেন তাহারা একটীও কথা বলিলেন না, বরং তারস্বরে আপত্তি জানাইতে লাগিলেন।

ষ্টেশনে একটা বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। গাড়ীর কংগ্রেস যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য রেল কর্মচারীদের কথায় আমরা নিজেরাই সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। তাহারা অন্যান্য গাড়ীতেও চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সর্বত্রই এক ব্যাপার। গত আঠাইশ বৎসরের মধ্যে বহু কংগ্রেসের অধিবেশনে যাইবার জন্য ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়াছি—এবং ইহাই বরাবর দেখিয়াছি যে—খাদিপরা কংগ্রেস যাত্রী বা প্রতিনিধিদের বাহিরে দেখিলে গাড়ীর কংগ্রেসজনরা তাহাদের ডাকিয়া গাড়ীতে আনিয়াছি—আজ এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া ব্যথিত হইলাম এই জন্যই যে,—কংগ্রেসজনদের কী বিরাট পরিবর্ত্তন ও কোনদিকে সেই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

যাহা হউক অতিকষ্টে একটা গাড়ীতে শেষকালে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য আমরা কয়েকটী প্রাণী লাভ করিলাম। সেখানে বেঞ্চী দখল করিয়া কংগ্রেস যাত্রীরা শুইয়া নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন। আমরা কোনক্রমে অষ্টাবক্রের ভঙ্গীতে, পদ্মাসনাবস্থায়, কুলকুণ্ডলিনী হইয়া নানারূপ বিচিত্র ভঙ্গীতে, মেঝের উপরে, অর্দ্ধ বাক্স অর্দ্ধ বেডিংএর ঠেকা দিয়া কৃচ্ছ সাধনায় লাগিয়া গেলাম। জনৈক ভদ্রলোক শয়নাবস্থায় একবার তাকাইয়া দেখিলেন। গাড়ী তখন ছাড়িয়াছে। কষ্ট হইতে লাগিল বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীদার জন্য। তিনি ঠেকা দিয়া বসিয়া আছেন—তার একটী পা বেঞ্চীর তলায় আর একটী দুইটী বাক্সের ফাঁকে। গণেশবাবু খানিকটা উত্তানপাদের ভঙ্গীতে শূন্যে ঝুলিতেছে, গিরিশ মাহাত খানিকটা নৌকার মত হইয়া বেঞ্চের ফাঁকে মেঝের উপর জনৈক শায়িত ভদ্রলোকের পায়ের দিকে বসিয়া চোক রগড়াইতেছে। ভূতু মাহাত ত্রিশঙ্কুর মত আমার ও গণেশ বাবুর মধ্যস্থলে উভয়ের চাপে সোজা হইয়া আছে। ভূতুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কংগ্রেসে ত যাইতেছ,—দিল্লী ষ্টেশনে আর এই গাড়ীতে কি অভিজ্ঞতা লাভ করিলে বল দেখি? ভূতনাথ আমাদের গ্রামের কর্মী। বহু জেল খাটিয়াছে, এখনও খাটিবার আশা রাখে। ১৩ই তারিখে পুরুলিয়াতে গ্রামের সমবায় সমিতির জন্য কাপড় লইতে আসিয়া বিকেল বেলা ৫টার সময় জয়পুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে। বাসে বাড়ী পৌছিয়া ধার করিয়া টাকা জোগাড় করিতে করিতে ফিরতি বাস ফেল করে। বিছানাপত্র, মোটঘাট সহ বাইসিকেলে রাত্রি ৮টার সময় রওনা হইয়া ৩০ মাইল সাইকেল চালাইয়া রাত্রি ১০টার সময় পুরুলিয়ায় আসিয়া ট্রেণ ধরে। এই ভূতনাথ আমার প্রশ্ন শুনিয়া একটু চুপ করিয়া বোধ হয় ভাবিল—তাহার পরে বলিল যে, গান্ধীজী সত্যই মরিয়া গিয়াছেন।

ভূতনাথের কথাটা আমাকে যেন সচেতন করিয়া দিল। দিল্লী আসিয়া—দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়াছি। বাহিরে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে বিস্তৃত প্রান্তর আবছা দেখা যাইতেছে। ট্রেনে বেশীর ভাগ লোক শুইয়া ঘুমাইতেছে, আমরা ও আরও কয়েকজন অতিকষ্টে বসিবার ভঙ্গীতে বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া চলিয়াছি। গাড়ীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। কংগ্রেস যাত্রী আমরা সব। সেখানে যাইয়া এইসব যাত্রীদের মধ্যেই কেহ প্রতিনিধিরূপে, কেহ বক্তারূপে অনেক বড় বড় কথা, আদর্শ, গান্ধীজীর কথা হয়ত বলিব কিন্তু সমস্ত গাড়ীখানার চারিদিকে ভাল করিয়া তাকাইয়াও কোথাও অন্যের জন্য এতটুকু বিবেচনার বিন্দুমাত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। অনুভব করিলাম, স্বাধীন ভারতে জনসাধারণ গান্ধীজীর অভাব কেন এত বেশী করিয়া অনুভব করিতেছে।

রাত্রিতে ট্রেন দু একটা ষ্টেশনে মাত্র থামিয়াছিল। চোক বুঁজিতে কোন স্থানের প্রয়োজন হয় না বলিয়া আমরা সেই অবস্থাতেও মাঝে মাঝে চোখ বুঁজিয়াছি। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই একবার ভাল করিয়া বাহিরের চারিদিকের পরিচয় লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

বালি কেবল বালি। যতদূর দৃষ্টি যায় বালি ছাড়া কিছুই নাই। দূরে পাহাড়ের নীল শ্রেণী চলিয়াছে। মাঝে মাঝে কাছাকাছিও পাহাড় দেখা যাইতেছে।

কোথাও গ্রাম দেখা যায় না। দিগন্ত বিস্তৃত বালু প্রান্তর ছোট ছোট সেঁয়া কুলের মত ঝোপে পরিপূর্ণ। শস্য ক্ষেত্রের চিহ্ন নাই, শ্যামলিমার ছায়াও নাই। কদাচিৎ দুই চারিটী বড় বড় গাছের সন্নিবেশ দেখা দিলেও তাহারাও যেন মরুর এই রুক্ষতাকেই বরণ করিয়া লইয়াছে।

ভোরের আলো দিনের আলো হইয়া চতুর্দ্দিক স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর করিয়া তুলিল। এই রাজপুতানা! আমাদের স্বপ্নের কল্পনার রাজপুতানা। প্রতাপ, বাদল, পুত্তের রাজপুতানা। ভাল করিয়া এই বালু, পাহাড় ও বীরের দেশের রূপটীকে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিলাম।

ভূতনাথ কোনরকমে বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সত্যকার ঘুমই দিতেছিল। জাগিয়া উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া যেন ঠিক করিতে পারিতেছিল না কোথায় আসিয়াছে। একবার ভাল করিয়া চারিদিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—এযে কেবল বালিই দেখিতেছি। ক্ষেত, খামার, চাষ, বাস কিছুই যে নাই!

তারপরে নিজে নিজেই বলিল—হাঁ এবার বুঝেছি।

বলিলাম—কি বুঝেছ হে?

একবার গাড়ীটার ভিতরে চারিদিকে ভাল করিয়া চোখ ঘুরাইয়া আনিয়া বলিল—থাক পরে বলব।

গাড়ী ততক্ষণে গান্ধীনগরের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছে। সারি সারি টীনের চালা, তাঁবু দেখা যাইতে লাগিল। গাড়ীর গতি কমিয়া আসিতেছে। সকলে জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিল। ১৫ই ডিসেম্বর সকাল প্রায় ৮টায় ট্রেন গান্ধীনগরের প্লাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইল। জয়পুর কংগ্রেসের ষ্টেশন। ইহার মূল নাম—ঝালানা।

ক্রমশঃ

জীতুজুড়ি সম্মেলন

(যতীন্দ্রনাথ মাহাত)

বিগত ১৮ই জানুয়ারী তারিখে ডেপুটিকমিশনার সাহেবের নেতৃত্বে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভাতে উপস্থিত ছিলেন বিহার পাবলিসিটি অফিসার, ডি,এফ,ও, রেঞ্জার ও এই থানার ওয়েল ফেয়ার অফিসার প্রভৃতি। ডি, সি, সাহেবের সহযোগী হিসাবে নিম্নলিখিত প্রধান ব্যক্তিগণকে দেখা গিয়াছিল। (১) সত্যনারাণ চক্রবর্ত্তী, (২) প্রহ্লাদ চক্রবর্ত্তী, গোপাল নগর, (৩) নারাণ মুখার্জী সিন্দুরপুর, মদন লায়েক, জিতুজুড়ি ইত্যাদি। আমরা যখন ওখানে যাই তখন ডি, সি, কিম্বা অন্য কেহ সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন না।

পাবলিসিটি অফিসার বাবু সন্ধ্যার একটু পূর্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডি, সি, ইত্যাদির বিলম্ব দেখিয়া, তিনি সভার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ বক্তৃতা দেওয়ার পর, ডি, এফ, ও, তার কিছুক্ষণ পরে ডি, সি, সাহেব আসিলেন। সভায় বক্তৃতা দেন পাবলিসিটি অফিসার ডি, সি, ও ডি, এফ, ও। ডিপুটী কমিশনার বক্তৃতা প্রসঙ্গে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন যে—যাহারা হিন্দীর বিরোধীতা করিবে তাহারা দেশদ্রোহী, তাহাদের দমন করা হইবে। তাহার বক্তৃতার পর আমরা কিছু বলিতে চহিলে তিনি বলেন—"যা বলবার আমাকে বলুন জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলবার আর সময় নেই। কারণ সভা ভঙ্গ হয়েছে।" যতীন্দ্র বলিল সভার সমস্ত দায়িত্ব তো আপনারই উপর। তিনি বলেন—"হলে ও আর উপায় নেই।"

এই বলিয়া তিনি সভা হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দলীয় সকলেই বাহির হইলেন। আমাদিগকে বালতে দেওয়া হইল না। সে ব্যাপার লইয়া শ্রোতারা সকলেই কানাকানি করিতে লাগিল। আমাদের একজন বন্ধু (গিরীশ) বন্ধুবান্ধবদের সহিত জয়পুর কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিতে ছিলেন। এমন সময় একজন সিপাহী (রূপণ সিং) ও মানবাজার থানার বড় দারোগা বজরঙ্গ লাল বাবু আসিয়া বলেন, "আপনারা হাল্লা করছেন কেন, হাল্লা বন্ধ করুন। গিরীশ বলিল "এতো হাল্লা নয় এ আলোচনা।" এরপর দারোগা বাবু অত্যধিক ক্রোধের সহিত বলেন, এভাবে আলোচনা করতে পারবেন না, ইহা আইনবিরুদ্ধ। যতী বলিল—এই ভাবে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করা যদি আইন বিরুদ্ধ হয় তবে এই ধরণের আইন মানতে আমরা বাধ্য নই। এমন সময় জনৈক সিপাহী (রূপণ সিং) আসিয়া যতীর গায়ে ধাক্কা দিয়া সরিয়া যাইতে বলেন। যতী তখন জোরের সহিত বলে "সাবধান, আমার গায়ে কেউ হাত

দিবেন না এবং চোখ রাঙ্গা করবেন না। ইহা আমরা কিছুতেই সহ্য করবো না।"

তারপর দারোগা বাবু ক্রোধান্বিত হইয়া উন্মাদের মত বলিলেন, "আপনারা এখান থেকে চলে যান, ইহা আপনাদের সভা নয়।"

যতী বলিল—সভা আমরা আহ্বান না করতে পারি, কিন্তু এই গ্রাম আমাদের। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা গ্রামে বসে যুক্তিসংগত ভাবে যে কোন আলোচনা করতে পারি। কণ্ঠরোধ করবার অধিকার আপনার নেই সুতরাং আপনি এখান থেকে বাইরে যেতে পারেন। অতঃপর তাহারা জনসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাব দেখিয়া সভাস্থল হইতে লজ্জিত হইয়া অপরাধীর ন্যায় বাহির হইয়া গেল। এই সব আলোচনা কালে ডি, সি, সাহেব নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন উপরোক্ত আলোচনা কালে জনসাধারণ নীরবে ছিল। এই ব্যাপারের পরই যতী, সকলকে মানভূমের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে, অর্থাৎ এই জেলাতে, হিন্দী প্রচারের নামে জুলুম, পুলিশ জুলুম, জেলার মাতৃভাষা বাংলাকে উচ্ছেদের জন্য সরকারী কর্মচারীদের অপচেষ্টা সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা দেয়।

আলোচনার কাজ চলিতেছিল এমন সময় কয়েক জন লোক আসিয়া, আমাদিগকে বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। সমবেত জনতা একযোগে বলে, যদি ইহাদের সহিত প্রয়োজন থাকে তবে এইখানে এসে বলুন। ইহাদের আমরা যেতে দিব না, ইহাদের কাছে আমরা সব শুনবো।" সভাতে আমাদিগকে কিছু বলিতে না দেওয়াতে ও স্থানীয় পুলিশ কর্মচারীদের এইরূপ আচরণের জন্য জনসাধারণের মনে তাদের উপর বেশ বিরক্তির ভাব আসিয়াছিল। জেলার জনসাধারণের স্বার্থকে বিপন্ন ও বিনষ্ট করিবার জন্য জেলার সরকারী কর্মচারীরা যে কিভাবে অন্যায় এবং দুর্নীতির আশ্রয় লইয়াছে, তাহার প্রতিকার কে করিবে এই প্রশ্নই আজ অন্তরের অন্তস্থল হইতে উত্থিত হইতেছে।

পুরুলিয়া জিলা স্কুল হইতে বাংলার মাধ্যম উঠাইবার ফলে প্রতিক্রিয়া

গত ২৯শে জানুয়ারী শনিবার হইতে জিলা স্কুলের বাংলাভাষী ছাত্রগণ স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে। সেদিন সর্বসমেত ৪০।৪২ জন বাংলাভাষী ছাত্র স্কুলে উপস্থিত ছিল। অনুপস্থিত ছিল প্রায় ৩০০ জন। সোমবারের পরিস্থিতি শনিবারের মতই থাকে। তাহার পর হইতে ৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত অবস্থা ক্রমশঃই সন্তোষজনক হয়। জেলা স্কুলের ছাত্রগণ স্কুল বিরতির কর্মতালিকা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতেছে।

মঙ্গলবার ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে বোর্ডিংএর একটী ছাত্র শ্রীমহাদেব কুণ্ডু উৎপীড়নের ভয় উপেক্ষা করিয়া কর্মতালিকায় যোগ দেয়।

সোমবার ৩১শে জানুয়ারী তারিখে শ্রীপাচুচরণ গুপ্ত নামে একটী ছাত্রকে স্কুল কম্পাউণ্ডে পাইয়া তাহার প্রতি ভীতি প্রদর্শন, ছাত্রদের স্কুলে আসিতে বাধা প্রভৃতি অভিযোগ আনিয়া আটক করা হয়। জেলা স্কুলে থানা হইতে দারোগা পুলিশের ভীড় লাগিয়া যায়। শেষে ঐ সকল অভিযোগ কার্য্যকরী না হওয়ায় ছাত্রটী ছাড়া পায়।

২৯শে জানুয়ারী জেলা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর বৈঠক হইবার কথা ছিল। হেড মাষ্টার ডি, সি, প্রভৃতি মিলিয়া মিটিং উপলক্ষ্য করিয়া বিরুদ্ধ প্রচারের এক সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালী বিক্ষোভকারীদের দ্বারা মিটিং বিপন্ন হইবার অভিযোগ আরোপ করিয়া তাহারা মিটিং বন্ধ রাখিয়াছেন।

জিলা স্কুলের এই অবিচারমূলক ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া যে সকল ছাত্র উক্ত স্কুলে অধ্যয়ন করিবে না তাহাদের জন্য একটী নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইতেছে। মাট্রিক ক্লাসের ছাত্রদের নাম জিলা স্কুল হইতে তুলিয়া (withdraw) লইবার জন্য ৭ই তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অন্যান্য ছাত্রদের অভিভাবকগণ জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে পত্র দিতেছেন যে, তাহারা আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন—এই সময়ের মধ্যেও যদি গবর্মেণ্ট ছেলেদের মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার যথা বিহিত ব্যবস্থা না করে তবে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ছাত্রদের নাম স্কুল হইতে তুলিয়া লইতে (withdraw করিতে) কর্তৃপক্ষকে বলা হইবে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র—প্রায় ১৫০০—একযোগে জিলা স্কুলে বাংলার মাধ্যম

উঠাইয়া দিবার প্রতিবাদে একদিনের জন্য ধর্মঘট করে। ইহার ফলে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তেই হোষ্টেল বন্ধ করিয়া দেন। ফলে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। পরে ইহা ছাত্রদের অনুকূলে সন্তোষজনক মীমাংসা হয়। এই ধর্মঘটে সর্বশ্রেণীর ও সর্বসম্প্রদায়ের ছাত্রমাত্রই যোগদান করিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি বার্ষিকী

নিমডি

নিমডি লোক সেবায়তনের উদ্যোগে চাণ্ডিল থানার কেতুঙ্গা গ্রামে লোক সেবায়তনের কর্ম্মীদের আবাসভবনে গত ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পুম্পাপানি, কেতুঙ্গা ও নিমডি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘরের দেওয়ালে মাটি দিয়া বোর্ড তৈয়ার করিয়া তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর বাণী এবং তাঁহার প্রচারিত আদর্শসূচক উক্তিসমূহ খড়ি দিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহাত্মাজীর প্রতিকৃতি পুষ্প মালায় সজ্জিত করিয়া মঞ্চের উপর স্থাপন করা হয়। বালক বালিকারা কীর্ত্তন করিয়া প্রভাত ফেরী করে। প্রাতে ৫টা হইতে ১২ ঘণ্টা অখণ্ড চরখা যজ্ঞ করা হয়। কাপড় তৈয়ারীর সমস্ত প্রণালী—কাপাস হইতে বীজ ছাড়ান, তুলাই করিয়া তুলা পরিষ্কার করা, ধনুক দিয়া তুলা ধোনা, পাঁজ করা, সূতা কাটা এবং সূতায় কাপড় বোনা—দেখান হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য গীতা এবং রামায়ণ পাঠ করেন। বেলা ১০টায় পুম্পাপানি গ্রামের শ্রীযুক্ত সহন সিং সর্দ্দার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' ও 'ঝণ্ডা উঁচা রহে' গান করেন। বৈকালে প্রার্থনায় বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন। পুরুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী অন্যান্য শিক্ষায়িত্রীগণ সহ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য প্রার্থনা পরিচালনা করেন। স্তোত্রপাঠ ও ভজন করিয়া তিনি মহাত্মাজীর কয়েকটি বাণী পাঠ করেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রচারিত সর্বোদয়দিবসীয় বাণী পাঠ করেন। পুরুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিমডি ষ্টেশনের কর্মচারীদের বালিকারা ও বামণীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত আদিত্য-প্রসাদ রায়ের কন্যারা প্রার্থনা সঙ্গীত করে। মহাত্মাজীর প্রিয় সঙ্গীত "বৈষ্ণব জনতো তেনে কহিয়ে" গান এবং রামধুন দ্বারা অনুষ্ঠান শেষ হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত বিভূতি বাবু ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা মহাত্মাজীর জীবনাদর্শ এবং তাঁহার গঠনমূলক কর্ম্মধারা ব্যাখ্যা করেন।

মাঝিহিড়া

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উদ্যোগে সেখানে মহাত্মার বার্ষিক মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সমবেতভাবে ঐ দিন মহাত্মাজীর প্রিয় গঠনমূলক কার্য্যসমূহ যতদূর সম্ভব প্রতিপালন করেন।

ভোর ৫টার সময় বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন প্রার্থনা ও রামধুন শেষ করিয়া গ্রাম পরিষ্কারের জন্য সকলেই গ্রামে বাহির হয়। গ্রামের মহিলারাও রাস্তা পরিষ্কারের কাজে যোগ দেন। গ্রামের প্রায় ৫০টি ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে ভাল করিয়া স্নান করান হয়। কর্মীদল গ্রামে ঘুরিয়া ৩০টি পুরাতন চরখা বাহির করিয়া সারাইবার ব্যবস্থা করেন।

বৈকাল ৪টায় গ্রামের মধ্যস্থলে সূত্রযজ্ঞের ব্যবস্থা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও গ্রামের কয়েকজন মহিলা সূত্রযজ্ঞে যোগদান করেন। সমবেত প্রার্থনা ও রামধুনের পর সূত্রযজ্ঞ আরম্ভ হয়। সূত্রযজ্ঞের সময় গ্রামোফোন রেকর্ডে মহাত্মাজীর জীবন নাট্য বাজাইয়া শুনানো হয়। এই অনুষ্ঠানে ঠিক হয় যে প্রতি রবিবারেই গ্রামের এক এক পাড়ায় সামূহিক সূত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। সূত্রযজ্ঞের পর সমবেত গ্রামবাসীদের নিকট সংক্ষেপে এই অনুষ্ঠানের কার্য্যকারীতা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বৈকাল ৫টায় খুব শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার ভিতর দিয়া এখানকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

নাথুরডি

নাথুরডিতেও স্থানীয় লোক সেবক সংঘের কর্মীরা ও গ্রামবাসীরা মিলিয়া গ্রামের রাস্তা পুকুর ঘাট প্রভৃতি পরিষ্কার করেন এবং সমবেত হইয়া ১২টা পর্য্যন্ত সূতা কাটেন।

মেট্যালা

মেট্যালায় গ্রাম সেবক সংঘের কর্মীদল ও স্থানীয় যুবকবৃন্দ বাপুজীর স্মৃতি দিবস প্রতিপালন করেন। গ্রামে সামূহিক সাফাই ও সূত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এখানে অবিরাম চরখা চালানো হয়। রেকর্ডে গান্ধীজীর জীবনী সমবেত গ্রামবাসীদের শুনানো হয়।

লক্ষণপুর—লক্ষণপুর গ্রাম নিবাসী, আদিবাসী ছাত্রগণ ও বোর্ডিংএর ছাত্রগণ মিলিত হইয়া হরিজন বস্তী, ও গ্রাম সাফাই করে। ৬ঘণ্টা সূত্রযজ্ঞ হয়। বেলা ৪টায় রামধুন ও হরি সংকীর্ত্তন সহ শ্মশানে যাইয়া গীতা-পাঠ ও গান্ধীজীর জীবনী আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় গ্রামে রামধুন ও কীর্ত্তনাদি হয়।

চাকলতা—পতাকা উত্তোলন, চরখা যজ্ঞ রামধুন ও প্রার্থনা করা হয়।

সিন্দরী—সকালে রামধুন সঙ্গীত ও প্রভাত ফেরী হয়। বৈকালে জন সভায় আধ মিনিট সকলে মৌন থাকিয়া গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভায় মৌ: সুলেমান সাহেব বক্তৃতা করেন।

বান্দোয়ান—গত ৩০শে জানুয়ারী জিতান গ্রামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মাহাতর সভাপতিত্বে দমোহান নদীর তীরে স্মৃতি দিবস পালিত হয়। সমবেত জনগণ গান্ধীজীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। রামধুনের পর গান্ধীজীর জীবনী আলোচনা করিয়া সমবেত সকলে গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য সংকল্প করে।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

জনপ্রিয় গবর্মেণ্টের কর্মচারী

২৪শে জানুয়ারী পটমদা থানায় ঘাটোয়ালী অফিসার এক মিটিং করে, তাহাতে থানার দারোগা জমাদার এবং স্থানীয় ঘাটোয়াল চৌকীদারপ্রভৃতি উপস্থিত ছিল। ঐ তারিখে পটমদা থানার দারোগা চৌকীদার মারফত আমাকে চিঠি দিয়া জানায় যে—এতদ্বারা তোমাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ২৪।১।৪৯ তারিখে ঘাটোয়ালী হাকিম আসিয়া তোমার বাঁধ ইনকুয়ারী করিবেন। তুমি তোমার কাগজ পত্র লইয়া থানায় হাজির হইবে। থানায় গেলে ঘাটোয়ালী হাকিমের সহিত দেখা হয়। তিনি বলেন—তুমি কেন বাঁধের গড়বড় করিয়াছ ? তিনি বলিলাম—কেন গড়বড় করিব ? তিনি বলিলেন—তুমি কত টাকা পাইয়াছ। আমি বলিলাম—তিন হাজার টাকা। তিনি বলিলেন—তুমি সমস্ত টাকা মারিয়াছ। দারগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুয়ারীডি কতদূর ? তিনি বলিলেন—৫ মাইল। হাকিম বলিলেন—তবে আর যাওয়া হইবে না। বলিলেন—তুমি পটমদা থানার সকল লোকের অশান্তি ঘটাইতেছ। তুমি দুই মাসের মধ্যে যদি বাঁধ না কর তবে তোমার ঘর বাড়ী বিক্রয় করিব। তোমার কে এমন বন্ধু আছে তোমায় রক্ষা করে ? তারপর দারোগার কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগে বলে যে—তুমি আমার দারোগাকে কি মারিবে ? সিপাইকে হাত দিলে তোমার হাড্ডি ভাঙ্গিয়া দিব। আর ইন্দ্র সিংকে বলে যে, ইহার নামে যেন ২৪।২৫টী করিয়া রিপোর্ট যায়। ইনকো হাম দেখলেঙ্গে—ইত্যাদি নানারূপ দুষ্ট কথায় আমাকে ডাকিয়া অপমানিত করে এবং বলে—রেবতীবাবুকে কেন এখানে রাখিয়াছ, তার জন্য তোমার দুরবস্থা হইবেক ইত্যাদি। যাহারা গান্ধীজীর নির্দ্দেশে ও পন্থায় স্বরাজের জন্য লড়াই করিয়াছে তাহাদের মধ্যে আমিও একজন ক্ষুদ্র কর্মী ছিলাম, রেবতীবাবুর কথাত ছাড়িয়াই দিলাম। মিথ্যা দোষারোপ করিয়া ভয় দেখানতে আমরা ভয় করিনা। যে স্বরাজ গবর্মেণ্ট আমাদের শক্তিতে স্থাপিত হইয়াছে ইনি তাহারই অধীনস্থ একজন কর্মচারী এবং জনসাধারণের ভৃত্য। কিন্তু এই রকম কর্মচারী দ্বারা কি স্বাধীন দেশের কাজ চলিবে ? আজ আমরা বাস্তবিকই অনুভব করিতেছি যে—গান্ধীজীর সত্যই মৃত্যু হইয়াছে।

(২)

আদিবাসীর বিচিত্র সেবা !

পটমদা থানার লাওয়া গ্রামের শ্রীনিতাই সিং সর্দ্দার জানাইতেছেন—

পটমদা থানার গাড়িগ্রামে গত ১২ই মাঘ মিটিং হইবে বলিয়া গোবরঘুসির হাটে ঢোল দেওয়া হয়। সভার দিন

পাব্লিসিটী অফিসার দারোগাকে সঙ্গে লইয়া সভায় উপস্থিত হন। সভায় তিনি হিন্দীতে বক্তৃতা দিলে বলা হয় হিন্দী আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তখন বাসুদেব মিশ্র তাহা বাংলাতে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতায় তিনি এই কথাই বলিলেন যে—আমি যাহা বলিতেছি সেই মত চলিবে এবং আমার কথা ছাড়া অন্য কাহারও কথা বিশ্বাস করিবে না। তোমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য প্রথমে ডি, সি, ও এস, ডি, ওর নিকট যাইবে,—তাহাতেও যদি কিছু না হয় তবে জেলার সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট যাইবে। তাহারা পথ দেখাইয়া দিবেন। তিনি হিন্দীর সম্বন্ধে বলেন যে, বাংলা ভাষা মধুর এবং আমিও ভালবাসি বটে কিন্তু হিন্দী না শিখিলে চাকরী পাইবেনা। এখন তোমাদের হিন্দী শিখিতে বলা হইতেছে এক বৎসর পরে কেউ বলিবেনা। আর একটী কথা যে খদ্দর পরা লোককে বিশ্বাস করিবে না। যদি উহাদের কথা শুন এবং উহাদের কথায় চল তবে হাতকড়ি দিয়া চালান দেওয়া হইবে। তাহার পরে এক হাকিম উঠিয়া জঙ্গলের সম্বন্ধে বলিলেন যে—কাঠের দাম ডুরীর উপরে গোগাড়ী ১ গাড়ীর দাম ১৲ আর সমতল ভূমিতে ১॥৹ টাকা, ঐরূপ কাড়ার গাড়ী ২৲ টাকা ও সমতল ভূমিতে ২॥৹ টাকা ইত্যাদি। আমরা কিন্তু তাহার উল্টা দেখিতেছি, আমাদের ধারে পাশে কুপে ৮৲ টাকার কম গাড়ী মেলেনা। আর অবাক কথা শোনাগেল সরকারী প্রচার বিভাগ বলছে খদ্দর পরাকে বিশ্বাস করনা ! দেশ স্বাধীন কিন্তু আমাদের দুঃখ বাড়ছেই। আমাদের ধারা, ধরা সমান হচ্ছে। আটু পাটু লাগছে এবং এখন উপায় কি ?

(৩)

দুঃখের কথা কাকে বলি। আদিবাসীর হয়রাণের অন্ত নাই। শোনা গেল ২৯শে জানুয়ারী আদিবাসীদের সভা হইবে কাঁকিড়িতে। আমি কিছুই জানিনা দস্তখত ও করি নাই কিন্তু আমার নাম ফণী ব্যানার্জ্জি হাণ্ডবিলে ছাপাইয়া দিল। ফণী ব্যানার্জ্জি সরকারী তরফ হইতে সভার ব্যবস্থা করিতেছিল। বলা হইল নারানজী আসিবে, ডিপটী কমিশনার সাহেব আসিবে। মন্ত্রীরও নাকি আসিবার কথা। সভার কাজ দুইদিন নাকি চলিবে। কর্মীদের সব আসিতে বলা হয়। ফণী ব্যানার্জ্জি সভার দুই দিন পূর্বে আসিয়া সব বন্দোবস্ত করিতে থাকেন। তারপরে তিনি পুরুলিয়া আসেন নারানজী ও ডি, সি, সাহেবকে আনিবার জন্য। এদিকে কর্মীগণ ও জনসাধারণ দলে দলে সভায় আসে। কেহ চাউল চিড়া কাঁধে করিয়া, কেহ গাড়ী করিয়া জলের মালসা হাড়ি প্রভৃতি লইয়া, কেহবা হাতে বাঁধা কপি, বিলাতী বেগুণ লইয়া। কিন্তু হায় ! কোথায় বা ডি, সি, সাহেব বা বেনার্জী বাবু, বা নারানজী। সকলে তাকাইতে থাকে বুঝিবা ট্যাক্সি পৌঁছিল। কিন্তু সন্ধ্যা রাত্রি পর্য্যন্ত গাড়ীর শব্দ আর শোনা গেল না। ব্যাপারটা কি তাহা আজ পর্য্যন্তও বোঝা গেল না। এইরূপ হয়রাণ করিবার কারণ কি ? এতে বুঝা যাইতেছে আদিবাসীর সেবা ইহা নয় নিজের সেবা। আর এই সব আদিবাসীর সেবার পিছনে কি যে মতলব আছে তাহাও আমরা জানি। কতকগুলিকে 'ঘাই' ও কানাপাড়কা সাজাই চাকরীগুলা আরও বড় করিব মনে করেছে। জঙ্গলের ব্যাপারেইত দেখছি আদিবাসীরা বরবাদ হইয়া গেল। এখন নিজের উপায় নিজে কর।

(৪)

একটী দাঁতনে চারি টাকা

চাকিল থানার চেলামা গ্রামের শ্রী জমাদার মাহাত লিখিতেছেন—আমি গত ১০ই মাঘ রবিবার খড় বিক্রি করিবার জন্য টাটানগর যাইবার পথে মুখ ধুইবার জন্য একটী দাঁতন ভাঙ্গিয়াছিলাম। সহর বেড়া গেটে মানগো বিটের ফরেষ্ট গার্ড নন্দপতি দাঁতনটী দেখিয়া গাড়ীসহ আমাকে আটক করে। প্রায় ২।৩ ঘণ্টা আটক রাখিবার পর আমার নিকট হইতে জুলুম করিয়া ২৫৲ টাকা লইতে চায়। কাছে পয়সা কড়ি না থাকায় সহর বেড়ার একজন লোককে জামীন রাখিয়া টাটানগর যাই। ফিরিবার সময় ফরেষ্ট গার্ড ২৫৲ টাকার স্থলে ৮৲ টাকা লইয়া খালাস দেয়।

শিক্ষকের অপমানের প্রতিবাদ

বিগত ২৩।১।৪৯ তারিখে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের কার্য্যকরী সমিতির সভায়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব :—"বরাহবাজার সার্কেলের স্কুল সাবইন্সপেক্টর, শ্রীযুক্ত শ্রীদাম মাহাত নামক শিক্ষকের প্রতি অভদ্রোচিত ও অপমানকর ব্যবহার করায় এই সভা তাঁহার কার্য্যে নিন্দা করিয়া তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।"

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি : সমর সিংহ, তুলসী
পুরুলিয়া

শিক্ষক চাই

ইছাগড় থানার অন্তর্গত পুরান পাতকুম গ্রামের ইউ, পি, স্কুলের জন্য একজন হেড মাষ্টার চাই। প্রার্থীদের যোগ্যতা গুরু ট্রেনিং অথবা ম্যাট্রিক পাশ হওয়া চাই। এতদ্ব্যতীত বেসিক ট্রেনিং থাকিলে তাহার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পাঠাইতে এবং বেতনাদি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে পত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শ্রীবনবিহারী মণ্ডল
সেক্রেটারী, ইউ, পি, স্কুল
গ্রাম—পুরাতন পাতকুম।
পোঃ—পাতকুম (মানভূম)

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়

তাহার কাজে

নূতন বীমা ১৯৪৭ :	১২	কোটি	৩১ লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমা :	৫৫	,,	৬৩ ,, ,,
প্রিমিয়াম আয় ১৯৪৭ :	২	,,	৬১ ,, ,,
বীমা তহবিল :	১০	,,	৫৮ ,, ,,

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

"Wanted for the Purulia Central Co-operative Union Ltd. the following Staff" :—

1. Manager on Rs. 80-4-EB-5-150. p.m.
2. Bank clerk. Rs. 45-3-75. per month.
3. Assist. Bank Clerk. Rs. 30-2-60. p.m.
4. Three Supervisors. Rs. 45-3-75. p.m.

Qualification Required:—Must be Matriculate, of good phisique and possess previous experience.

Preference to experienced hands. Apply to the Honorary Secretary, Central Co-operative Union Ltd, Purulia, Manbhum, on or before 10th February, 1949.

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১০ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২রা ফাল্গুন ১৩৫৫, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

Manbhum District Board.

Office of the District Engineer, Manbhum.

NOTICE FOR CALLING TENDERS.

No. 13 of 1948-49.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received up to 4 p.m. on 21-2-49 day at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 4-30 p. m. on 21-2-49 in presence of the tenderers or their authorised agents.

Est. No.	Names of works.	Amount excluding T. W. E. & contingencies.	Amount of earnest money to be deposited.	Date of completion.
224 of 48-49.	1. Constructing the R. C. decking of the Kudlong causeway in M. 14 Balarampur Bagmundi road. (M. S. Roads will be supplied departmentally from Purulia).	3671/-	100/-	31-1-50.
230 of do	2. Sealing the Raghunathpur-Bankura road	253/-	26/	30-5-49.
231 of do	3. Resealing the Joychandipahar-Kashipur road	2434/-	100/-	do
232 of do	4. do Sarbori Tiluri road	597/-	50/-	do
233 of do	5. do Raghunathpur-Raniganj road	3862/-	100/-	do
234 of do	6. do Joychandipahar Ry. Stn. road.	961/-	50/-	do
237 of do	7. Maintaining the road under Chas Union Committee.	313/-	32/-	25-3-49.
255 of do	8. Repairing the Drains under Chas Union Committee.	448/-	45/-	do

Approved.
S. V. Acharior.
Chairman, District Board, Manbhum.

P. K. Roy.
District Engineer, Manbhum.

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ২রা ফাল্গুন

অন্যায়ের প্রতিকার

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া সহরে হরতাল হইয়া গেল। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই হরতাল পালন করিয়াছে। বস্তুতঃ এ রকম সফলতার সহিত নিঃশব্দে ও সম্পূর্ণ শান্তির সহিত হরতাল খুব কমই দেখা যায়।

হরতাল করিবার প্রয়োজন পূর্বে হইতে কোন অন্যায়ের সামগ্রিক বিরোধীতা, দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ বা কোন বিষয়ে জনগণের অসমর্থন জ্ঞাপন। ইহাতে জনমতের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জনগণ যাহা চায় না তাহারই সম্বন্ধে নিজেদের দৃঢ় ও সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত বা প্রতিবাদ প্রকাশ করিবার ইহা একটী পন্থা।

পুরুলিয়া সহরের জনগণও ঠিক এই মনোভাবেই হরতাল পালন করিয়াছে। সহরের ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিস্থানীয় শতাধিক ব্যবসায়ীর স্বাক্ষর সম্বলিত ইস্তাহার দ্বারা ব্যবসায়ীগণ অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ হরতালের সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। জিলা স্কুলের মাতৃভাষা উচ্ছেদের ব্যাপার, এ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে —যে সব ছাত্র স্কুল হইতে নিজেদের নাম তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করিয়াছে তাহাদের সেই আবেদন পত্রগুলি স্কুল কর্তৃপক্ষ লইতেও স্বীকার করিতেছিলেন না। স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয় পত্রবাহকদের অপমানিত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। জিলা স্কুলের মত অন্যান্য স্কুলেও হিন্দীই একমাত্র মাধ্যম বলিয়া প্রবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। হরতাল পালন করিয়া পুরুলিয়ার জনসাধারণ, মৌলিক অধিকার বিনাশকারী এই অন্যায় এবং অবিচারমূলক ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে।

জিলা স্কুলের ব্যাপারে যদিও জনসাধারণ ও অভিভাবকবর্গ বারংবার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রতিকারের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন তথাপি তাহার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অধিকন্তু নূতন সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্য পুস্তকের যে তালিকা গবর্মেণ্ট হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে একেবারে শিশুশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সমস্ত ক্লাসেই এক বাংলা সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে, সমস্ত পাঠ্য পুস্তকই হিন্দীতে করা হইয়াছে। প্রথম মান হইতেই অঙ্ক ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই একমাত্র হিন্দীতেই শিশুদিগকে পড়িতে বাধ্য করা হইতেছে। এই ব্যবস্থা যে শুধু সমস্ত শিক্ষানীতির বিরোধী তাহাই নয়, ইহা অত্যাচারমূলক ও অমানুষিক। ইহার পশ্চাতে যে মনোভাব কাজ করিতেছে তাহা যে কোন স্বাধীন দেশের গবর্মেণ্টের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। মানভূম জিলায় একেই শিক্ষার ব্যবস্থার অভাব, তাহার উপরে এই ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষাকে একেবারে উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এরকম সর্বনাশকর ব্যবস্থা এই জিলার জনসাধারণের জীবনে আর কোন দিন আসে নাই।

১৯৩৮—৩৯ সালে, এই জিলায় শিক্ষার সম্বন্ধে যে সরকারী রিপোর্ট পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে প্রায় ৪৫১৩১টী ছাত্র বাংলা ভাষায় এবং ৫৮২৩টী ছাত্র হিন্দী ভাষায় অধ্যয়ন করে; মিডল স্কুলে প্রায় ৭৮৩৩ জন ছাত্র বাংলা ভাষায় এবং ১৭৪৬ জন হিন্দী ভাষায় অধ্যয়ন করে।

আমরা এই জিলার শিক্ষা সম্বন্ধে একটী মোটামুটী অবস্থার ধারণা করিবার জন্যই এই সংখ্যাগুলি দিলাম। বর্ত্তমান সময়ে অবশ্যই স্কুলও কিছু বাড়িয়াছে এবং ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু ভাষাগত দিক দিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই—হইতে পারেনা। এক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই বাংলা ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার অর্থ ই হইল এই যে মানভূম জিলার জনসাধারণের যে শিক্ষালাভের অধিকার আছে বিহার গবর্মেণ্ট তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেছেন। অর্থাৎ জনসাধারণ যদি নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা না করিয়া লইতে পারে তবে তাহাদিগকে শিক্ষালাভ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইবে।

কোন একটী স্বাধীন দেশের জাতীয় গবর্মেণ্ট যে দেশের লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এ রকম একটী সম্পূর্ণ জনস্বার্থ হানিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে,

তাহা সহসা বিশ্বাস করিয়া উঠা অসম্ভব হয়। কিন্তু বিহার গবর্মেণ্ট তাহার কার্য্য দ্বারা ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এই জিলার জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার সম্বন্ধে তাহারা শুধু উদাসীনই নহেন, সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা দ্বারা জিলার জনস্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিতেই তাহারা সচেষ্ট। স্বাধীন দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মাতৃভাষাকে পরিবর্ত্তন করিয়া জবরদস্তি অন্য ভাষাকে গ্রহণ করানই তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহার জন্য তাহারা যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন ব্যবস্থাই যে কোন নীতিই গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিয়া দিতে চাই যে ইহা সম্ভব নহে।

মানভূম জিলা হইতে এ বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় যেখানে যাহা জানাইবার দরকার তাহা জানান হইয়াছে, এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া ইহাই দেখা যাইতেছে যে, জনস্বার্থ হানিকর কাজ ও ব্যবস্থা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে, প্রতিকার ত দূরের কথা। এই যে কংগ্রেসনীতি বিরোধী—স্বরাজ জীবন বিরোধী—জনস্বার্থ হানিকর কাজ ও ব্যবস্থা এই জিলায় চলিতেছে তাহার প্রতিকার যদি সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ না করেন তবে গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত পন্থায় ইহার প্রতিকারের ও সংশোধনের ব্যবস্থা জিলার কর্মী ও জনসাধারণকেই লইতে হইবে। অন্যায় যেই করুক না কেন তাহার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কংগ্রেস গবর্মেণ্ট হইলেও তাহারা অন্যায় করিলে তাহার প্রতিবিধান সর্বাগ্রে দরকার। কারণ জনসেবার নামে ইহাদের হাতে জনসাধারণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া যে ক্ষমতা দিয়াছে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার বিশ্বাসভঙ্গের সমান।

জাতীয় গবর্মেণ্টের প্রতিষ্ঠার সুরু হইতেই এই জিলার জনসাধারণ ও কংগ্রেস কর্মীরা বিনা সর্ত্তে অকুণ্ঠ ও অক্লান্তভাবে কংগ্রেস গবর্মেণ্টের সহযোগীতা করিয়াছে। এরকম সহযোগীতা শুধু বিহারে নয় ভারতবর্ষে কোথাও কোন জিলাতেই জনসাধারণ করে নাই।

গবর্মেণ্ট যখন অন্যায় করিতে আরম্ভ করিলেন তখন তাহাদিগকে ও বিহার প্রাদেশীয় কংগ্রেস কমিটীকে বারংবার বলা হইয়াছে যে, ইহার অনুসন্ধান করিয়া ব্যবস্থা ও প্রতিকার করা হোক।

তাহারও উর্দ্ধতন কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে এবিষয়ে সমস্ত জানাইয়া অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার করিতে বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় অন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করাই যে কোন কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন নাগরিকের পক্ষে কর্ত্তব্যচ্যুতি হইবে। এই জিলার জনজীবন আজ সম্পূর্ণভাবে পযুর্দ্দস্ত হইতেছে। তাহাদের মনুষ্যত্ব, তাহাদের বিকাশ সর্ব্বোপরি তাহাদের স্বরাজ জীবনের রক্ষার জন্যই ইহা বর্ত্তমানে তাহাদের কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছি যে, দেশে সর্ব্বভারতে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অনুবর্ত্তীরা—গান্ধীজী, কংগ্রেস, সত্য, অহিংসা, কর্ত্তব্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিরাট ও উচ্চ আদর্শমূলক উপদেশ ছাড়া অন্য কোন কথা বলেন না। কিন্তু তাহাদের জ্ঞানে ও উপলব্ধির মধ্যে এই যে নিছক অন্যায়গুলি দিনের পর দিন অবাধে অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে সে সম্বন্ধে তাহারা নির্ব্বিকার। সত্যের পথ ইহা নয়। অন্যায়কে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে কেবল অস্বীকার করিয়াই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা সত্যের পথ নয়। যতক্ষণ সত্যের বিরোধী শক্তি মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের অভিযানের ভাব পরিস্ফুট না হয় ততক্ষণ ব্যক্তিগত জীবনেই হউক বা জাতিগত জীবনেই হোক সত্য সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। জাতীয় জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা না হইলে সেই জীবন নিজেদের জীবনকে অবনত ও অধঃপাতিত করিয়া তোলে।

এই জন্যই এখন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এই অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় অভিযান। মহাত্মা গান্ধীজী নির্দ্দেশিত সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন দ্বারা ইহার প্রতিকারের পন্থা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। মানভূম তাহার কর্ত্তব্য পালন করিবে।

অহিংস শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জনশক্তিকে মিথ্যার বিরুদ্ধে কি ভাবে পরিচালিত করিতে হয় তাহা মানভূমের কর্মীরা জানে। সত্যাগ্রহের বিগত ঘটনাগুলি তাহার সাক্ষীস্বরূপ আজও জাগ্রত। ১৯৪৪ সালের সমগ্র দেশে জাতীয় পতাকার যখন অমর্য্যাদা

ঘটিতেছিল তখন মানভূম অগ্রণী হইয়া নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিয়া জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ১৯৪৪ সালের সেদিনের কনাপাড়া সত্যাগ্রহ—সেই ইতিহাসের প্রমাণ। সেদিন মানভূমের প্রতি মহাত্মার বাণী ও নির্দ্দেশ ছিল— আমি নিজে এইরূপ অন্যায় বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহি। তোমাদের ও জনগণের শক্তি থাকিলে তোমরা সহ্য করিবে না। আমি বলিতেছি বলিয়াই করিও না। নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই করিবে।"

আজ স্বাধীনতার পরেও যে অন্যায় ও অসত্য চলিয়াছে ইহার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করিয়া জনজীবনে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এই জিলার কর্মীরা গান্ধীজীর সেই নির্দ্দেশের আহ্বান অন্তরে জাগ্রত রাখিয়াছে এবং তাহারা সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষে এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য কেহ অগ্রসর না হইলেও মানভূমের কর্ম্মীগণ ও জনগণ এই অন্যায় দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। অন্যায় সহ্য করা তাহাদের জীবনের ধর্ম্ম নহে। অন্যায়কে প্রতিহত করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের ধর্ম্ম।

এই বিশ্বাস আমাদের আছে যে, এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার আমরা করিবই। সত্যাগ্রহের প্রথম দল 'অভয়ে' মানভূম জিলার কর্ম্মীগণ সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতার জন্য যাহারা সংগ্রাম করিয়াছে, জনগণের মধ্যে স্বরাজ—জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা আজও সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর। পরাধীনতার মধ্যে মুক্তির কথা ছাড়া যেমন অন্য কোন কথা থাকে না, তেমনি চরম অন্যায় ও অসত্যের মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সত্যাগ্রহের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। আজ আমাদের ইহাই একমাত্র কথা।

পুনরায় তিনদিন ব্যাপী স্কুল বিরতি দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ ঘোষণা

ছাত্র ও অভিভাবকদের সম্মিলিত বিক্ষোভ প্রকাশ

সহস্র সহস্র ছাত্রের পুনরায় স্কুল বিরতির কার্য্যে যোগদান

জেলা স্কুল ব্যাপারে অন্যায়ের কোন প্রতিকার না হওয়াতে অধিকন্তু অন্যান্য স্কুলেও হিন্দীর মাধ্যম চালাইবার জন্য পাঠ্যতালিকায় হিন্দী বইয়েরই প্রবর্ত্তন করা হইতেছে। জেলা স্কুলের ছাত্রদের নাম স্কুল হইতে তুলিবার কাজে কর্ত্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে বাধা দেয়। পত্র বাহকদের অপমানিত করা হয়। মাতৃভাষার মাধ্যম উচ্ছেদের এবং এই সকল অন্যায়ের প্রতিবাদে পুরুলিয়ার অভিভাবকগণ তিন দিনের জন্য পুরুলিয়ার সমস্ত স্কুলে ছাত্র প্রেরণ বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সহরের চারি সহস্র ছাত্র বিগত ৯ই, ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারী বুধ বৃহস্পতি ও শুক্রবার স্কুল বিরতির দ্বারা প্রতিবাদ ঘোষণা করে। উক্ত তিন দিনে ডিষ্ট্রীক্ট হাই স্কুলের সহস্রাধিক ছাত্রের একজন ছাত্রও স্কুলে যায় নাই।

শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়েও তিনদিন কোন ছাত্রী যোগদান করে নাই। এম, ই স্কুলে ১০।১২টী ছাত্রকে স্কুলে দেখা যায়। ২১টী মিউনিসিপ্যাল স্কুলের যতগুলির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বাংলাভাষী ছাত্ররা কেহ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। সহরের উপকণ্ঠের দুএকটী স্কুলের সংবাদ এখনও লওয়া হয় নাই। পূর্ব্ববারের মত এবারও সহরের হিন্দীভাষী ছাত্রগণ স্কুল বিরতিতে যোগদান করে নাই।

সহরে বিপুল ও সঙ্ঘবদ্ধ হরতাল

অন্যায়ের প্রতিবাদে জনগণের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির প্রকাশ

২৪ ঘণ্টা ব্যাপী সহরের দোকানপাট হাটবাজার বন্ধ

জেলা স্কুলে মাতৃভাষার মাধ্যম উচ্ছেদের এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার হয় নাই। সহরের ও জিলার সমস্ত স্কুলে কেবল হিন্দী বইই পাঠ্য পুস্তক হিসাবে প্রবর্ত্তন করিয়া বাংলাভাষার উচ্ছেদ ও কেবল হিন্দী মাধ্যমের প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইতেছে। জেলা স্কুল হইতে যাহারা নাম প্রত্যাহার করিতে চায় তাহাদের কাজে অন্যায়ভাবে বাধা দেওয়া হইতেছে। প্রত্যাহার পত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া পত্র বাহকদের অপমানিত করা হইতেছে।

বাংলাভাষার উচ্ছেদের ও এই সকল অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পুরুলিয়ার জনসাধারণ হরতাল পালন করে।

শান্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে হরতাল পালিত হয়। সহরে কোনরূপ গোলযোগের সৃষ্টি হয় নাই। হিন্দীভাষী যাহারা দোকান বন্ধ করেন পুলিশ আসিয়া তাহাদের সহায়তা দিতে চাহিয়া বলে—তাহারা কাহারও উৎপাতে বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়া থাকিলে পুলিশ তাহাদের সহায়তা দিবে। তাহারা জানান তাহারা স্বেচ্ছায় বন্ধ করিয়াছেন। জনকতক লাইসেন্স হোল্ডারকে হয়রাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং এখনও এ বিষয়ে চেষ্টার ক্রুটী নাই। জনমতকে অনুকূলে পাইবার সরকারী ক্ষমতা নাই তজ্জন্য শক্তির অপপ্রয়োগ করিয়া জনমতকে দাবাইবার দুষ্প্রচেষ্টা চলিবে।

সহরের সমস্ত দোকানপাট হাটবাজার বন্ধ থাকে। সহরের সকল প্রকার সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী যোগদান করেন। কয়েকজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদার ও হিন্দীভাষী কতিপয় ব্যবসাদার যাহাদের সহায়তায় বিহার সরকারের জেলায় হিন্দী প্রচারের এই সকল কার্য্য চলিতেছে, তাহারা ও তাহাদের অনুগতজনেরা এই হরতালে যোগদান করে নাই। মাড়োয়ারী ও হিন্দীভাষীদের মধ্যেও কয়েকজন এই হরতালে যোগদান করেন তাহাদের কিছু লোককে জোর করিয়া খোলানো হয়।

বান্দোয়ান থানায় পুলিসের ভীষণ জুলুম

স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ রাজত্ব

বান্দোয়ান থানায় কয়েকজন পুলিশ, মিলিটারী বা সশস্ত্র কনেষ্টবল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রামবাসীগণের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা পয়সা, চাউল, তরিতরকারী প্রভৃতি আদায় করিতেছে। গ্রামবাসীরা দিতে অস্বীকার করিলে তাহাদিগকে ভয় দেখাইতেছে। তাহারা এমন কি বান্দোয়ান থানা কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীভজহরি মাহাতর নিকট যাইয়াও তাহার নিকট হইতে আদায়ের চেষ্টা করে। গ্রামবাসীগণের মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

জয়পুর কংগ্রেসের দিগ্‌দর্শন

(মন্থ লিখিত)

ষ্টেশন হইতে কংগ্রেসের গান্ধীনগর বেশী দূরে নয়। মাইল খানেক হইবে। ষ্টেশনে ব্যবস্থা মোটামুটী ভালই। ষ্টেশন হইতে গান্ধীনগর পর্য্যন্ত বাসের ব্যবস্থা আছে এবং সেই বাসগুলি কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াই পড়িল বালির উপরে। মাটী নাই তাহার চিহ্নও কোথাও নাই। বালির সমুদ্র, অনভ্যস্ত আমরা সে সমুদ্রে সন্তরণ করা এক দুর্দ্দৈব। কিন্তু এই বালির উপরই বহু খরচ করিয়া পাথর দিয়া পীচের রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে। বাসে যাইতেছিলাম। বাঁদিকে সারি সারি তাঁবু। জানিলাম এগুলি ভাড়ার জন্য। ৪।৫ দিনের জন্য ১৫০৲।২৫০৲ প্রভৃতি ভাড়ার পরিমাণ। পরিবারবর্গ লইয়া যে সমস্ত অর্থবান লোক কংগ্রেসের অধিবেশনে বিলাস সফর করিবার ক্ষমতা রাখেন তাহারাই এই সব তাঁবু ভাড়া করিয়া আছেন। কয়েকটী তাঁবুর সামনে বাড়ীর মোটর দাঁড়াইয়া আছে দেখা গেল। বাঁ দিকে রাস্তার ধারে লম্বা সারিতে অর্দ্ধ সমাপ্ত টীনের চালা পড়িয়া আছে। এগুলি পাকাপাকিভাবেই তৈরী হইতেছে। এখনও বসবাসের যোগ্য হয় নাই। খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম—গান্ধীনগর স্থায়ীভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের নিবাস হইবে। বোঝা গেল তাহাই হইতেছে।

আমিও সুবোধ বাবু সকলকে ষ্টেশনে রাখিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপারটা দেখিয়া কোথায় থাকা যায় তাহার একটা হদিস করিয়া আমরা দুইজনে ফিরিয়া আসিয়া দলের সকলকে লইয়া যাইব। প্রায় মাইল খানেক যাইয়া আসল গান্ধীনগরের প্রধান প্রবেশ তোরণ পার হইলাম। সামনে পড়িল বিরাট বালির প্রান্তর তাহার মধ্যে এক বিরাট নগরের সমাবেশ। স্বেচ্ছাসেবকরা রাস্তায় যানবাহন লোকজন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সোজা যাইতে যাইতে স্বেচ্ছাসেবকদের 'সর্বোদয় প্রদর্শনী' কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহই বলিতে পারিলনা। সেই বিরাট ব্যাপারের মধ্যে কোথায় খোঁজ পাওয়া যায় তাহাই এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। বালির উপর দিয়া চলা আরও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। পাঁচ মিনিটের রাস্তা আধ ঘণ্টায় টানিয়া টানিয়া চলিতে হইতেছে। সোজা যাইয়া ২।৩টী তোরণ পার হইয়া যেখানে পৌছিলাম সেটী ঝাণ্ডা চক। হাজারে হাজারে লোক। রাষ্ট্রপতি ঝাণ্ডা উত্তোলন করিবেন। আমরা দাঁড়াইলাম। রাষ্ট্রপতি উঁচু মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সেই মঞ্চের উপরই লোকজন ভিড় করিয়া বসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছে। জি, ও, সিকে তাহাদের মঞ্চ হইতে নামাইতে বা সরাইতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ঝাণ্ডা উত্তোলন দেখিলাম। রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা হইল। এই পতাকার সম্মান বজায় রাখিতে হইবে; গান্ধীজী, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা, কর্ত্তব্যের আহ্বান প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা হইল। যথারীতি ব্যাণ্ড বাজিল। অন্যান্য আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু প্রাণের তন্ত্রীতে কেন জানি এগুলি আঘাত করিল না। মনে হইতেছিল ইহা যেন কেবল বাহিরের একটা উৎসব অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল মাত্র। ধারে পাশে চারিদিকে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অন্তরের স্পর্শের কোন পরিচয় পাইলাম না। নিছক একটা অনুষ্ঠানেই যেন এটা পর্য্যবসিত বলিয়া বোধ হইল।

এই ঝাণ্ডা চকের চারিদিকেই ঘুরিয়া গোল হইয়া রাস্তা তৈরী হইয়াছে। এই রাস্তাটীর চারিদিকে কংগ্রেসের সমস্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। চক্রাকৃতি সমস্ত রাস্তাটীর দৈর্ঘ্য দুই মাইলের কম হইবে না বলিয়াই মনে হইল। বস্তুতঃ এই চক্রাকৃতি রাস্তাটীর চারিদিকেই গান্ধীনগর গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

বহু কষ্টে, অনেক খোঁজ করিয়া সর্বোদয় প্রদর্শনী খুঁজিয়া বাহির করা গেল। বাহির হইতে গেটের ভলাণ্টিয়ারকে চিত্তভূষণ দাস গুপ্তকে সংবাদ দিতে অনুরোধ করা হইল। চিত্তবাবু বহু পূর্বেই সর্বোদয় প্রদর্শনীতে—তালিমী সংঘের অর্থাৎ বুনিয়াদি শিক্ষা বিভাগের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কর্মী হিসাবে এখানে আসিয়াছিলেন।

তাহার কোন খবর ভলাণ্টিয়ার দিতে পারিলনা। কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় বাহিরের দিক হইতে সে নিজেই আসিতেছে দেখা গেল।

আমাদের প্রায় ২৫ জনের থাকিবার একটা হদিস পাওয়া গেল। আমাদের মধ্যে ৪ জন ডেলিগেট অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিল তাহাদের জন্য বিহার ডেলিগেট ক্যাম্পের সন্ধানে বাহির হইলাম।

বালির প্রান্তরই পার হইতে হইল। সর্বোদয় প্রদর্শনী এক প্রান্তে আর প্রতিনিধি ক্যাম্প আর এক প্রান্তে বলিলেই হয়। কৃচ্ছসাধন করিয়া বিহার প্রতিনিধি ক্যাম্পের দ্বারদেশে পৌছিলাম। প্রবেশ পথে পাহারারত স্বেচ্ছাসেবক। ঢুকিতে যাইতেই বাধা পাইলাম বলিল—প্রবেশ পত্র?

কংগ্রেসে ইহা নূতন কথা। এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কোন অধিবেশনেই ডেলিগেট ক্যাম্পে ঢুকিতে প্রবেশ পত্রের দাবীর সহিত পরিচিত ছিলাম না। নিয়মানুবর্ত্তিতা মানিয়া দাঁড়াইলাম। চিত্তের নিকট সর্বস্থানে প্রবেশের একটা সাধারণ প্রবেশ পত্র ছিল। বলিলাম—তুমি একেলাই যাও, দেখ খুঁজিয়া যদি জিলার কংগ্রেসের সম্পাদককে বাহির করিতে পার।

তাহার অপেক্ষায় বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। মোট ঘাট লইয়া সদ্য আগত ডেলিগেটরা সব গেটের বাহিরে বালির উপরে বিশ্রাম করিতেছে। তাহাদের প্রতিনিধি টীকেট লইতে হইবে, প্রবেশ পত্র পাইবে—তবে তাহার প্রবেশ করিতে পাইবে।

যাহা হউক সম্পাদক মহাশয়কে অবশেষে খুঁজিয়া পাওয়া গেল। তিনি বাহিরে আসিলেন, জানাইলেন যে চারিজন ডেলিগেটের প্রত্যেকের সহিত বন্ধু হিসাবে দুইজন ক্যাম্পে ৫৲ টাকা দিয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক এখানে তাহা হইলে বারজনের ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

এই রকমভাবেই তিন স্থানে সকলের থাকিবার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া গেলাম। সেখানে চিত্তবাবুর সাহায্যে একটী ট্রাক পাওয়া গেল। মোটমাট লইয়া সদলে সর্বোদয় প্রদর্শনীর গেটের সামনে বালির উপর যখন আমরা নামিলাম তখন প্রায় বেলা ২টা।

ডেলিগেট ক্যাম্পে ১২ জন দর্শক ক্যাম্পে ৮ জন ও সর্বোদয় প্রদর্শনীতে ৬।৭ জনের থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। দর্শক ক্যাম্পেও জনপ্রতি ৫৲ টাকা হিসাবেই ভাড়া দিতে হইল। সর্বোদয় প্রদর্শনীর নিবাস গৃহে ভাড়া লাগেনা।

১৬ই জানুয়ারী আমরা গান্ধীনগরের বাসিন্দা হইয়া পড়িলাম। কংগ্রেসের অধিবেশনে দর্শক হিসাবে গেলে প্রধান সমস্যা হয় থাকিবার স্থানের। কোন ক্রমে ইহার ব্যবস্থা হইলে বাকিটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারা যায়।

প্রতিনিধি এবং দর্শক নিবাসের ঘরগুলি সবই মোটা চটের। সর্বোদয় প্রদর্শনীর নিবাস স্থানটী দেখিলাম আগা-গোড়া করগেট টীনের তৈরী। বালি ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম—ব্যবস্থা সমস্তই অতি সুন্দর।

(ক্রমশঃ)

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

দ্বিতীয় বার্ষিকী বিবরণ

১৯৪৮ এর জুন মাসে মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের দুই বৎসর পূর্ণ হইল। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসর হইতে কিছু বেশী সংখ্যক ছাত্র ও ছাত্র শিক্ষক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছে।

নানা বাধা বিঘ্নের জন্য আমরা পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিতে পারি নাই। তথাপি সারা বৎসরের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুনিয়াদী পাঠ্যক্রম হইতে পিছাইয়া যাই নাই এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। আমি নিম্নে এই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণী দিলাম ইহাতেই উক্ত মত আরও স্পষ্টীকৃত হইবে।

শিক্ষক শিক্ষা শিবির

গত বৎসর বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাস হইতে নূতন ৮ জন শিক্ষক শিক্ষার্থীরূপে ভর্ত্তি হয় তন্মধ্যে একজনকে দুইমাস পর সরকারী শিক্ষা শিবিরে পাঠান হয় বাকী সাত জন এখানেই শিক্ষা লাভ করেন। এই বৎসর উহাদের শিক্ষাকাল ৬ মাস ধরা হইয়াছিল কিন্তু অনিয়মিত উপস্থিতির দরুণ ইহাদের এই বৎসর শিক্ষা শেষ হয় নাই। স্বাবলম্বনের ভিত্তিতেই ইহাদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা করা হইয়াছে। এই বৎসর সাত জনে মিলিয়া নিজেদের শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অল্পদিনের ভিতরই ১৭২৲ উপার্জ্জন করিয়াছে। নিয়মিত উপস্থিত থাকিয়া পরিশ্রম করিলে ইহারা যে নিজেদের খাওয়া খরচ চালাইয়া যাইতে পারিত এই উপার্জ্জন দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমে বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দিয়া পরে ইহাদের শিক্ষণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেওয়া হয়। আগামী বৎসর ইহারা শিক্ষকদের সহকারীরূপে কাজ করিতে পারিবে এইরূপ আশা করা যায়।

ইহা ছাড়া এবার দুইজন শিক্ষককে সেবাগ্রাম পাঠান হয় তাহারা ঐখানে দুইমাসের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কস্তুরবা ট্রাষ্ট হইতে শিক্ষা প্রাপ্তা ২ জন স্থানীয় মহিলা এই বিদ্যালয়েরই তত্ত্বাবধানে গ্রামে মেয়েদের ভিতর কাজ করিতেছিলেন তাহাদেরও তাঁত শিখিবার জন্য সেবাগ্রাম পাঠান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এখান হইতে সরকারী ট্রেনিং লইবার জন্য কয়েকজনকে উৎসাহ দেওয়া হয় ফলে এ বৎসর মানভূম হইতে অধিকতর সংখ্যায় বনিয়াদী শিক্ষকতার জন্য কর্ম্মী ট্রেনিং লইতে যাইতেছেন। ইহা ছাড়া এতদঞ্চল হইতে আরও বহু কর্ম্মী এখানে শিক্ষা লাভের জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে এখানকার শিক্ষার প্রতি যুবকদের আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ইহাই বোঝা যায়। শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে এখানে যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা বিহার সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষা কমিটীর সেক্রেটারী এবং সমস্ত সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ইনস্পেক্টর পণ্ডিত রামশরণ উপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এই বিষয়ে তাহার মতামত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

The organisers of this school have initiated a new experiment in that in their programme of Mass Literacy and adult education. They select those that with proper education and training may be fitted for the teaching profession. This experiment has its value in our programme of national rural uplift.....That the teachers thus recruited take a livelier interest in the spread of adult education among the neigh bouring men and women is only natural. This school thus aspires to make a simulta neous drive in the field of both basic (including prebasic) and adult education."

আশা করা যায় সরকারী ও স্থানীয় সমর্থন বজায় থাকিলে এখানে ভবিষ্যতে বনিয়াদী শিক্ষকদের একটি সুদৃঢ় শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠন করা যাইবে।

বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা এবার বৃদ্ধি পাইলেও উপস্থিতির সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও সরকারী ব্যবস্থার যতদিন না পরিবর্ত্তন হইবে ততদিন ছাত্রছাত্রীদের কম উপস্থিতির সমস্যা সমাধান করা কঠিন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৯ জন বর্ত্তমান বৎসরে আরও ৩৫ জন নতুন ভর্ত্তি হইয়াছে। কিন্তু গড়ে ৯০ জনের বেশী উপস্থিত হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে যাহারা ২।১ মাস উপস্থিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাদের নাম ধরা হয় নাই।

এই বৎসর তৃতীয় বর্গ সুরু করা হইয়াছে। প্রথম বর্গে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ২টি ভাগ করা হইয়াছে। বর্গের ছাত্র সংখ্যা নিম্নরূপ—

প্রথমবর্গ (ক)	—	২৪
প্রথমবর্গ (খ)	—	৩২
দ্বিতীয়বর্গ	—	২২
তৃতীয়বর্গ	—	১২
		৯০

এই বৎসর হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের সংশোধিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা অনুভূত হইতেছে।

মূল শিল্প হিসাবে সুতাকাটা ও তুলাধোনা রাখা হইয়াছে। কৃষিকাজ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে সেচ ও সারের ব্যবস্থা এই বৎসরও উন্নত না হওয়াতে ভালরূপ বাগানের কাজ করা যায় নাই। সুতা কাটার সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

সূতাকাটার বাৎসরিক হিসাব

	ছাত্র সংখ্যা	উৎপন্ন সূতার তার	ওজন	মজুরী	কার্য্যদিন	নম্বর	গতি (তার)
১ম বর্গ (ক)	২৪	৭৬১৩৯	/১৭/১৮/০	১৩/১৭।	১৬৬	৮	৩৭ (তকলী)
,, (খ)	৩২	১৫৬২১৪	।২॥/৪/০	২৯/১৮॥	১৫৪	১০॥	৭৮ (তকলী)
২য় বর্গ	২২	১৫৩৫২৮	।১/৪॥	২৮॥/২॥	১৩৬	১০॥	১০০ (চরখা)
৩য় বর্গ	১২	৬৩০৭৩	/৫	১২॥০	৩৬১	১০	১৭৪ (চরখা)

এই বৎসর দ্বিতীয়বর্গ হইতে কৃষাণ চরখা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব বৎসর হইতে গতি কিছুটা বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই এখানকার সূতার গতি পাঠ্যক্রমের গতি অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

দ্বিতীয় বর্গের গড় গতি পাঠ্যক্রম অপেক্ষা কম হইয়াছে। তবে সর্ব্বোচ্চ গতি ২৮৬ তার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সূতার নম্বর খারাপ তুলার জন্য আশানুযায়ী হয় নাই। দ্বিতীয়বর্গ হইতে প্রত্যেককেই নিজে তুলা ধুনিয়া লইতে হইয়াছে। যাহা হউক শিল্প কাজে আমরা সংশোধিত পাঠ্যক্রম অতিক্রম করিতে না পারিলেও পিছাইয়া থাকি নাই।

কৃষি

কৃষিকাজ ছাত্রশিক্ষক ও ছাত্রগণ মিলিতভাবে করিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বর্গের ছেলে মেয়েরাই কৃষিকাজে বেশী যোগ দিয়াছে। এই বৎসর ঋতু অনুযায়ী কিছু তরকারীর চাষ হইয়াছে। নিম্নলিখিত তরিতরকারী লাগান হইয়াছিল।

কপি, বেগুন, মূলা, পেঁয়াজ, টমাটো, কুমড়া, কাঁকুড় করলা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি। সেচের ব্যবস্থা থাকিলে আমরা আরও বেশী তরকারী উৎপন্ন করিতে পারিতাম। স্বর্ণসার (মনুষ্য মলমূত্রজাত সার) প্রয়োগ করিয়া তাহার উপকারীতা চাক্ষুস দেখান হইয়াছে।

সমবায়ী বিষয়

নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নিম্নলিখিত ১০টি সমবায়ী বিষয়ের প্রয়োগ করা হইয়াছে। (১) পরিচ্ছন্নতা (২) স্বাস্থ্য (৩) সামাজিক শিক্ষা (৪) মাতৃভাষা (৫) গণিত (৬) সাধারণ বিজ্ঞান (৭) চিত্রকলা (৮) শারীরিক শিক্ষা (৯) সঙ্গীত (১০) রন্ধন।

নিম্নে সংক্ষেপে সমবায়ী বিষয়ের সামূহিক বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

(১) পরিচ্ছন্নতা—বুনিয়াদী শিক্ষায় পরিচ্ছন্নতা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেইজন্য প্রত্যেক বর্গেই পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা অনেকটা শিশুর নিজ গৃহের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বহু বালক বালিকার ঘরের অবস্থা এরূপ যে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিতে পারে না। সর্বদাই ছাত্রছাত্রীদের ঘরে ঘরে যাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহাই বলা যাইতে পারে যে যতক্ষণ না পিতা-মাতার মনে পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান জন্মে ততক্ষণ পুরাপুরি পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান দেওয়া দুরূহ। অবশ্য দুই বৎসরের চেষ্টায় এ বিষয়ে আমরা কতকটা সফলকাম হইয়াছি বলা চলে। এখন শিশুদের মনে কিছু কিছু পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস জাগিয়াছে। এখন বিদ্যালয় নিজেরাই সাফ করে। নিজেদের কাপড় যাহাতে নিজেরাই ধুইয়া লয় তাহার জন্য ভাণ্ডারে সাবান রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের পরিচ্ছন্নতার জন্য এমনকি ঘরের লোকের পরিচ্ছন্নতার জন্য সর্ব্বদাই ভাণ্ডার হইতে সাবান লইয়া থাকে। এখানে কাঠের ছাই হইতে প্রস্তুত ক্ষারও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে জলের সমস্যাই অত্যন্ত তীব্র, গ্রীষ্মকালে জলতো মহার্ঘ হইয়া যায়। এইজন্য জলের অভাবও এখানকার পরিচ্ছন্নতার অন্যতম অন্তরায়। মধ্যে মধ্যে সামূহিকরূপে গ্রাম সাফাইয়ের কার্য্যক্রম লওয়া হইয়াছে ফলতঃ অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা মাঝিহিড়া এখন অধিকতর পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। পরিচ্ছন্নতার কার্য্য পাঠ্যক্রম অনুযায়ী করাই চেষ্টা করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলার রায়।

নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপ্তের প্রাণদণ্ড

পাঁচজন আসামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীর লাল কেল্লাতে মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলার বিচার করিবার জন্য বিশেষ আদালতের বিচারপতি—শ্রীযুক্ত আত্মাচরণ উক্ত মামলার রায় দিয়াছেন।

আসামীদের নিম্নলিখিত দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে—

১। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে —প্রাণদণ্ড

২। নারায়ণ আপ্তে—প্রাণদণ্ড

৩। মদনলাল—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

৪। শঙ্কর কৃষ্ণায়া—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

৫। বিষ্ণু করকরে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

৬। গোপাল গডসে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

৭। ডাঃ পারচুরে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

৮। ডাঃ বিনায়ক সাভরকার মুক্তি পাইয়াছেন।

৯। রাজসাক্ষী দিগম্বর বাড়্গেকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বিচারপতি দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে—যদি তাহারা আপীল করিতে চাহেন তবে ১০ই তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে তাহাদিগকে আপীল করিতে হইবে।

তিনি শঙ্কর কৃষ্ণায়া সম্বন্ধে এই সুপারিশ করিয়াছেন যে—তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কমাইয়া ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

রায়ের বিবরণ

বিচারপতির রায় ২০৪ পৃষ্ঠা হইয়াছে। তিনি রায়ে বলেন যে—১৯৪৮ সাল হইতে ষড়যন্ত্র পুনা, বোম্বাই, দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে চলিয়াছে। আসামীরা সকলেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

রাজসাক্ষী বাডগে রাজসাক্ষীরূপে রাজানুকম্পা প্রদর্শনের সর্ত্ত পূরণ করিয়াছে—সুতরাং তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

একমাত্র রাজসাক্ষী বাডগের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া সরকার পক্ষ শ্রীযুক্ত সাভরকারের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সাভরকারের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী যাহা বলিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে পৌছা উচিত হইবে না। সুতরাং তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

দণ্ডিত আসামীদের অপরাধ

(১) নাথুরাম বিনায়ক গডসে (৩৭)—হত্যা, হত্যার ষড়যন্ত্র, বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক রাখা।

পূর্বাপর চিন্তা করিয়াই সে স্বেচ্ছায় এই হত্যা করিয়াছে। অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস পাইতে পারে এমন কোন অবস্থার কথা আসামীর পক্ষে উল্লেখ করা সম্ভবপর ছিল না। প্রধান আসামী।

(২) নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপ্তে (৩৪)—হত্যায় সাহায্য করা, হত্যার ষড়যন্ত্র, বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক রাখা।

মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার কাজে নারায়ণ আপ্তে যেরূপ সাহায্য করিয়াছে তাহাও কম ঘৃণ্য নহে। এই অপরাধের প্রত্যেকটী পর্য্যায়ে সে নেতৃত্ব করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কট মুহূর্ত্তে হয় সে ঘটনাস্থল হইতে ছুটিয়া পলাইয়াছে অথবা অনুপস্থিত রহিয়াছে। ইহার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য না পাইলে হয়ত মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হইত না।

(৩) বিষ্ণু রামচন্দ্র করকরে (৩৭)—হত্যায় সাহায্য, হত্যার ষড়যন্ত্র, বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক রাখা।

(৪) মদনলাল কাশ্মীরলাল পাহ্বা (২০]—হত্যায় সাহায্য, ও হত্যার ষড়যন্ত্র। বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক রাখা। মানুষের জীবন ও সম্পত্তির বিপদজনক ও গুরুতরভাবে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরণ ঘটান।

মদনলাল পূর্ব্বে একবারে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় বোমা ফেলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

(৫) শঙ্করকিষ্টায়া (২০)—হত্যায় সাহায্য, হত্যার ষড়যন্ত্র, বে-আইনী ভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরকাদি রাখা।

(৬) গোপাল বিনায়ক গডসে (২৭)—হত্যায় সাহায্য, হত্যার ষড়যন্ত্র, বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরকাদি রাখা। ইনি হত্যাকারী নাথুরাম গডসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

(৭) দত্তাত্রেয় সদাশিব পারচুরে (৪৫)—হত্যায় সাহায্য, হত্যার ষড়যন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্রাদির বহন করা সম্বন্ধে সাহায্য দান।

শ্রীযুক্ত সাভরকারের বিরুদ্ধে হত্যায় সাহায্য ও হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ছিল।

এই নয়জন ছাড়াও আরও তিনজনের নামে অভিযোগ ছিল। কিন্তু তাহারা এখনও পলাতক আছে।

পুলিশের অযোগ্যতা—

বিচারপতি রায়ে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পুলিশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—২০শে জানুয়ারী (বিড়লাভবনে বিস্ফোরণের পর) মদনলাল গ্রেপ্তার হইয়া যে জবানবন্দী দিয়াছিল বা ডাঃ জে, সি জৈন বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ মোরারজী দেশাইয়ের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছিল—পুলিশ তাহা মোটেই কাজে লাগাইতে পারে নাই। এই ব্যাপারে তাহারা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। ২০শে জানুয়ারী হইতে ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে এ সম্পর্কে তদন্তের জন্য যদি বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রদর্শন করা হইত তবে হয়ত এই শোচনীয় ঘটনা আদৌ ঘটিত না"

মামলার অন্যান্য বিবরণ—

১৯৪৮ সালের ২৭শে মে নয়া দিল্লীর লাল কেল্লায় এই বিচার আরম্ভ হয় ও সাড়ে আট মাস বিচারের পর ১৯৪৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী রায় প্রকাশিত হয়।

যে সমস্ত আইনজীবি আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন:—মিঃ কে এইচ মঙ্গলে; মিঃ হংসরাজ মেটা; মিঃ পি, আর, দাস; মিঃ বি, এন ব্যানার্জ্জি; মিঃ ডাঙ্গে; ও মিঃ পি, এল, ইনামদার।

মিঃ সি, কে, দফ্‌তরী সরকারী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

মোট ১৪৮ জন সাক্ষী সরকারী পক্ষে আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে মন্ত্রী হইতে পিয়ন পর্য্যন্ত সর্ব্ব শ্রেণীর লোক ছিল। দুই জন স্ত্রীলোকও সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর হত্যার ঠিক ৩৭৩ দিন পরে গান্ধীজীর হত্যাকারীদের সম্বন্ধে রায় প্রদান করা হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

পুন্সুড়া গ্রামে সর্বোদয় দিবস পালন—

পুন্সুড়া গ্রামে কস্তুরবা গ্রাম সেবিকা শ্রীমতী মোহিনী দেবীর উদ্যোগে ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাবের প্রথম বার্ষিকী সর্বোদয় দিবস শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালিত হয়। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

প্রত্যুষে পতাকা ও রামধূন সহযোগে বালক বালিকা ও বয়স্ক গ্রামবাসীগণ গ্রাম পরিক্রম করেন। পতাকা উত্তোলন করা হয়। মহাত্মাজীর পুষ্পমালা সজ্জিত প্রতিকৃতি সম্মুখে রামধূন ভজন ও রামায়ণ পাঠের সঙ্গে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অখণ্ডভাবে সুতা কাটা চলে। সুতা কাটিতে জানা প্রত্যেক পুরুষ ও কিছু মহিলাও সুতা কাটায় যোগদান করিয়াছিলেন। গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হয়। ৭৫টী বালক বালিকাকে স্নানাদি করাইয়া গুড় ও চিড়া ভোজন করানো হয়। ১৫।১৬টী বালক বালিকাকে তকলী শিক্ষা দেওয়া হয় ও তাহারা সমবেতভাবে ২।২॥০ ঘণ্টা সুতা কাটে। সন্ধ্যার পর সমবেত গ্রামবাসীগণ সম্মিলিত ভজন রামধূন ও মৌন প্রার্থনার পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সিন্দরী সংবাদ—

সিন্দরী ফ্যাক্টরীর পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের কেরাণী এবং খালাসী ইত্যাদি সহ প্রায় ২৬।২৭ জন কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকই মানভূম জিলার অধিবাসী। পুরুলিয়া সদর সাবডিবিজন হইতে দামোদর নদী পার হইয়া চাষীরা মাথায় ঝুড়ি করিয়া চাউল লইয়া ধানবাদ সাবডিবিজনে বিক্রয় করিতে যায়। রঘুনাথপুর থানার সিপাহীরা সেই সমস্ত চাল হইতে মুঠা-মুঠা চাউল লইয়া তাহাদিগকে এদিকে আসিতে ছাড়িয়া দেয়। এই রকম মুষ্ঠি ভিক্ষা দ্বারা তাহারা দৈনিক ২।১ বস্তা চাউল আদায় করে।

বিবাহেচ্ছু আশ্রয় প্রার্থী—

ধানবাদের সাবডিবিজনাল অফিসার সমস্ত শরনার্থী কমিটীর সেক্রেটারীদের এক পত্রে জানাইয়াছেন যে দেওঘরে অবস্থিত প্রায় আটটী বাঙ্গালী বালিকা যোগ্য বিহারী পাত্রকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন। যদি সে রকম কোন পাত্র পাওয়া যায় তবে এস, ডি, ও মহাশয়কে জানাইতে বলা হইয়াছে। এই বালিকা কয়টী সকলেই পাকিস্থান হইতে আগত শরণার্থী।

নূতন গ্রাম সম্মিলিত তরুণ সংঘ (কাশিপুর)

গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীরাখালচন্দ্র গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে পাবড়াবেড়ার মাঠে তরুণ সংঘের এক অধিবেশনে 'জনপ্রিয়' কর্মী শ্রীমৃগাঙ্ক শেখর রাউতকে সেক্রেটারী নির্বাচন করা হইয়াছে।

মেলা উপলক্ষে নাচ—

মানবাজার থানার অন্তর্গত ফুলবেড়িয়া গ্রামে ৫ই মাঘ শুক্রবার এক বিরাট মেলা হয়। মেলায় বহু পুরুষ ও নারী উপস্থিত ছিল। ১৩৫০ সাল হইতে সকলের সমবেত চেষ্টায় গত বৎসর পর্য্যন্ত মেলায় স্ত্রীলোকের নাচ বন্ধ ছিল। কিন্তু এই বৎসর মেলায় বেলা ৪টা নাগাদ ফুলবেড়িয়া গ্রামের শ্রীপতি মাঝি ও পাইসা গ্রামের রূপসিং মাঝি, জগন মাঝি ইত্যাদি নিজ নিজ মাতা, স্ত্রী ও কন্যা প্রভৃতি সহ হঠাৎ নাচ আরম্ভ করে। সেই সময় মানবাজার স্কুল, বান্দোয়ান এম, ই, স্কুল ও বিষ্ণুপুর কলেজের ছাত্র ও স্থানীয় শিক্ষকগণের মিলিত চেষ্টায় এই নাচ বন্ধ করা হয়। এই সঙ্গে মানভূমের সকলের প্রতি আবেদন করা হয় যে এই জাতীয় নাচ যেন কোথাও না করা হয়।

বরাকরে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ পাল—

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাস নাথ কাটজু বরাকরের 'হরিজন সংঘ' 'লোকহিতৈষী প্রতিষ্ঠান' ও বালিকা বিদ্যালয় প্রদর্শন করেন।

শিক্ষকের নৃশংসতা—

গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে বলরামপুর এম, ই স্কুলের একটি ছাত্রকে উক্ত স্কুলের হিন্দী শিক্ষক শ্রীধ্বজাধারী ঠাকুর বিনা অপরাধে কর্ণমূলে নির্ম্মভাবে এমন চপেটাঘাত করেন যে ছাত্রটী অজ্ঞান হইয়া থাকার পর চিকিৎসকের চেষ্টায় জ্ঞানলাভ করিলেও তাহাকে হাসপাতালে আশ্রয় লইতে হয়। ইহার প্রতীকারের জন্য লোকেল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও স্কুলের ডি, আইর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে সহরে এবং স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

বাঘের উৎপাত—

বরাবাজার থানায় কেন্দুবেড়া নামক জঙ্গলে কিছুদিন হইল একটী বাঘ আসিয়াছে এবং ইতিমধ্যে প্রায় ৭টী গরু মারিয়াছে। প্রায় ১৫।১৬ দিন পরে আশাডিতে ২টী গরু মারিয়াছে।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

১)

বাংলা নম্বর উচ্ছেদে জবরদস্তি

চাণ্ডিল থানা হইতে শ্রীংংদেশ্বর নন্দী জানাইতেছেন—চাণ্ডিল থানার পুলিশ ও ব্যবসায়ী শ্রীরংলাল মাড়োয়ারী গ্রামের চৌকীদারদের ধমক দিয়া বলিতেছেন যে,—উপরের আদেশ ঘর গণনার বাংলা নম্বরগুলি মুছিয়া হিন্দী নং দিবে। কোন কোন জায়গায় চৌকীদারেরা পুলিশ আদেশ পালন করিতেছে এবং হিন্দী না জানার জন্য নম্বরও পড়িয়াছে। ইহা কোন আইনে হইতে[illegible]?

(২)

পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা হইতে শ্রীভুতনাথ মাহাত লিখিতেছেন—গত ২৭:শে জানুয়ারী ধাদকীর শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাহাত পাকবিড়রা গ্রামে আসিয়া ঘরের বাংলা নম্বর মুছিয়া হিন্দী নম্বর দিতে বলে। অনেকে তাহা অস্বীকার করে। ইনি সেন্সাসের ইনিউমারেটার কি সুপারভাইজার হইবেন। গ্রামের পরাণ মাহাতকে ইনি বলেন যে—ডিপুটী কমিশনারের হুকুম, হিন্দী নম্বর না দিলে রিপোর্ট করা হইবে। তোমরা যদি হিন্দী না জান তবে ১ মাস হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত লিখিয়া দিব। পরাণ না বুঝিয়া পূর্ণ মাহাত প্রদত্ত একটী সাদা কাগজে সহি করিল। সর্ব্বেশ্বর মাহাতকেও এইরূপ বলা হয়। সে বলে জেল কেন কামান আনিলেও ভয় করি না। এই কি আমাদের স্বাধীন দেশ?

(৩)

সিপাহীর জুলুম

বরাবাজার থানার পাথরাঘাটার শ্রীশ্রীকান্ত মাহাত জানাইতেছেন—গত ৭ই মাঘ সিন্দরীর হাট হইতে যাইবার কালে জগদীশ সিপাহী আমার কোমর টিপাটিপি করিয়া কিছু না পাইয়া ছাড়িয়া দিল। বলিল—তোকে খুনের কেসে রাখিয়াছি ৩০৲ টাকা দে নইলে ছাড়িব না বলিয়া হাটের দিকে অনেক দূর লইয়া গিয়া পরে ছাড়িয়া দেয়। এবং বলে বরাবাজারের হাটে ১৪।১৫ টাকা আনিয়া দিবি, না দিলে তোর বাড়ীতে চুরি করাইয়া তোকে কাটা করাইব—যদি না করি তবে ছত্রির বাচ্চা নই। ১০ই মাঘ রবিবার আমার মামা রঘুনাথ মাহাত, শ্বশুর শুকদাম মাহাত, পলমার পরিক্ষীত মাহাত এই তিন জনের কাছে জগদীশ সিপাহি আসিয়া বলে টাকা দে। সেই সময়ে লাগুডির অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভাপতিকে ডাকা করাইলে সিপাহী অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে থাকে ও মারিতে উদ্যত হয়। অন্য দুইজন সিপাই সভাপতিকে ডাকিয়া বসায়। স্বাধীন দেশে সদর রাস্তায় ঘুস লইলে এবং জুলুম করিলেও কোন বিচার নাই।

(৪)

অসহায়ের প্রতি দারোগার অমানুষিক অত্যাচার

এইবান্দোয়ান থানার গুড়ুর নিবাসী গোবর্দ্ধন মর্দ্দানা ১৯৪৯ সালের গত ২রা ফেব্রুয়ারী ২২শে মাঘ চিলা নদীর ধারে একজন সিপাহীকে হাজামত করিয়া যাইবার সময় আমাকে ডাকিলে বুধু ও পাঁড়ে সিপাহীর হাজামত করিয়া দি। বুধু বলে দারোগা বাবু হাজামত করাইবেন। দারোগা বাবু পায়খানা গিয়াছিলেন। আমি বসিয়া থাকি। দারোগা ১ ঘণ্টা পরে বাহির হন। বুধু সিপাহীকে জিজ্ঞাস করি বড় বাবু হাজামত করিবেন কি না? সে বলে তোর কাছে মিশিন আছে? আমি বলি না তরণীর কাছে আছে। বুধু বলিল—তবে তুই যা আমি তরণীকে ডাকিয়া বাবুর হাজামত করাইব। আমি আমার কাজে চলিয়া গেলাম। চন্দু মাড়োয়ারীর বাড়ীর কাছে চৌকীদার আসিয়া বলে দারোগা বাবু তোকে ডাকিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি করিয়া থানায় যখন ছোট বাবুর বাড়ী গিয়াছি তখন দেখি দারোগা বাবু উঠছেন আর বসছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি কিছুদূর আগাইয়া আসেন এবং আমার বগল হইতে খুরের থলিটী কাড়িয়া লন। আমি ভাবিলাম দারেগা বাবু বুঝি মিশিন দেখিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই দারোগা আমার মাথার পাগ ধরিয়া মারিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার পাগটী খসিয়া গলায় আসিয়া পড়ে এবং দারোগা ঐ কাপড়ে পাক দিয়া আমার গালে চড় মারিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে আমি হাঁটু গাড়িয়া মাটীতে পড়িয়া যাই। দারোগা তখনও আমার বুকের দুইপাশে জুতা মারিতে থাকেন। শেষে দুইজন সিপাহী দারোগা বাবুকে ধরেন এবং সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। দারোগা বাবু একটী পাথর তুলিয়া আমাকে মারিতে উদ্যত হইলে সিপাহীরা তাহা ফেলিয়া দেয়। ছোট দারোগা বাবুও নিকটেই ছিলেন—তিনি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। একজন সিপাহী আমার খুরের থলিটী দিয়া আমাকে যাইতে বলে। অতিকষ্টে আমি থানা হইতে বাহির হইয়া স্কুলের শিক্ষকদের নিকট যাই। শিক্ষকরা বলেন আমরা কি করিব? তারপরে বান্দোয়ানের মাড়োয়ারী, হালদার গোর মণ্ডল, চন্দ্র, মড়িরাম সকলের কাছে গিয়া বলি। তাহারা বলে—আমাদের কোন সাধ্য নাই। ব্যবসায়ীরা বলে—কালবাজার করিয়া খাই—আমরা কিছু করিতে পারিব না।

এই কি আমাদের স্বরাজ হইয়াছে? গরীবের আর নিস্তার নাই। কে ইহার প্রতিকার করিবে?

(৫)

"বাবাকে খবর দাও"

বরাবাজার থানার বেড়াদা হইতে শ্রীজনার্দ্দন মাহাত লিখিতেছেন—আমরা ১০ম বর্ষ ৪র্থ হইতে ৭ম সংখ্যা মুক্তি আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। পোষ্ট মাষ্টার বলেন যে—তোমাদের মুক্তি আসে নাই। এ সম্বন্ধে জোর করিয়া বলিলে পোষ্টমাষ্টার বলেন—তোমার বাবাকে খবর দাও। ২৬।১।৪৯

(৬)

উচ্চ বিদ্যালয় দরকার

চাণ্ডিল এম, ই, স্কুলের ছাত্রবৃন্দের পক্ষে উক্ত স্কুলের ছাত্র শ্রীঅনিল কুমার সেন ও সীতারাম কুণ্ডু জানাইতেছেন যে—মানভূমের প্রায় অধিকাংশ স্থানেই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। চাণ্ডিল থানায় একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য চাণ্ডিলের জনসাধারণের সচেষ্ট হওয়া উচিত। অনেক ছাত্র মাইনর পাশ করিয়া দারিদ্রের জন্য বাহিরে যাইয়া পড়িতে পারে না তা হাতে বহু ছাত্রের উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। চাণ্ডিলে যে এম, ই, স্কুল আছে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ছাত্র পড়ে। এবৎসর চতুর্থ শ্রেণীতে বহু ছাত্র স্থানাভাবে ভর্ত্তি হইতে পারে নাই। এজন্য আরও বেশী সেক্‌শন খোলা উচিত।

(৭)

বৃদ্ধা মহিলা সাক্ষীর হায়রাণী

বরাবাজার থানার বানজোড়া গ্রামের শ্রীঅভয় মাহাত জানাইতেছেন—

গত ২৭শা অগ্রহায়ণ বরাবাজার থানার সিপাহী আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে আসিয়া আমার মায়ের নিকট হইতে টীপ সহি লইয়া বলে যে—কালু মাহাতানীর নামে কাড়া ছিনার কেস হইয়াছে। ২৮শা পুরুলিয়ার আদালতে হাজির হইবে। খরচ ৪৲ টাকা লাগিবে। সিপাহী ১৲ টাকা লইয়া চলিয়া যায়। কোন নোটীশ ইত্যাদি দেয় না। আমরা উক্ত দিন আদালতে আসিয়া কোন খোজ পাই না। মুক্তিয়ার বাবুর কথায় পুরুলিয়া হইতে বরাবাজার আসিয়া দারোগাবাবুকে বলি যে—আমার মায়ের নামে কাড়া ছিনার কেস কত ধারায় হইয়াছে তাহার নকল দিন। তিনি বলেন—তোমার বাড়ীতে মাঝি মাহাত চুরি করিয়াছে, আমি ইনকুয়ারীতে যাইব। ১৮ই পৌষ সন্ধ্যায় সিপাহী আমার বাড়ীতে আসিয়া বলে যে—তোমার বাড়ীতে মাঝি মাহাত চুরি করিয়াছে—থানায় খবর না দিবার জন্য কালুর নামে কেস হইয়াছে। তোমাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে পঞ্চায়েতগণ থানায় যাইতে নিষেধ করিয়াছে। তাহা ছাড়া তোমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। থানায় যাইয়া দারোগা বাবুকে ৫০৲ টাকা দিয়া কেস মিটাইয়া লও। নাবালক মথুর মাহাতর নিকট সিপাহী কালু মাহাতানীর নাম লিখাইয়া ৪৲ খরচ খুঁজিল এবং বলিল ১৯শা পৌষ বেলা ১০টায় তোমার মাতাকে কোর্টে হাজির হইতে হইবে। রাত্রির মধ্যে বৃদ্ধা মাতাকে ২০।২১ মাইল রাস্তা হাঁটাইয়া লইয়া যাইতে না পারিয়া নিজে গিয়া মুক্তিয়ার দ্বারা জানিলাম যে মাঝি মাহাতর চুরীর ব্যাপারে আমার মাতাকে সাক্ষী দিয়াছে এবং নাবালক মথুর মাহাতকে কালু মাহাতানীর জামীন ২০০৲ টাকা লিখাইয়া লইয়াছে। বিচারের সময় তাহারা অনুপস্থিত থাকায় পুলিশ বলে যে মথুর মাহাতর নিকট ২০০৲ টাকা আদায় করা হোক। আমি আমার মাতাকে ৮ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির করিব বলিয়া দরখাস্ত দেই এবং ২০০৲ টাকার জামীন লিখিয়া দিলাম।

ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই লিখিলাম। এই সব ব্যাপারের কাহারা প্রতিকার করিবে?

(৮)

কারণ কি?

বরাবাজার থানার আগাঝোর নিবাসী শ্রীনিতাই সিং সর্দ্দার লিখিতেছেন—

জঙ্গল ক্ষতি হওয়ার জন্য পৌষ মাসের ১১ই তারিখে রেঞ্জারের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার অনুসন্ধান না করিয়াই কেন্তবেড়া জঙ্গলে কূপ করা হয়। এবং ফরেষ্টার আসিয়া গ্রামের লোকের কাঠ কাটা বন্ধ করে। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামের জমিদার হরনন্দন সিং আমাদের বলিয়াছিল যে—গ্রামের ঘর সংখ্যা দিলে আমরা কাঠ পাইব। আমরা তাহাই দিয়াছিলাম এবং ১৮ই পৌষ তিনি আমাদিগকে কাঠ কাটীতে হুকুম দিয়াছিলেন। এবং ১৯শা পৌষ ফরেষ্টার আসিয়া কাঠ কাটা বন্ধ করেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রামের যাহারা কাঠ কাটীয়াছিল তাহাদিগকে তাহা লইয়া যাইতে দেওয়া হয়, শুধু আগাঝোর গ্রামের কাঠ উঠাতে দেওয়া হয় না। ইহার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোঁড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি : সমর সিংহ, ঝুলমী
পুরুলিয়া

For Sale

G.M.C. 1941 model, Station Wagon, 7 seater for sale in good running order. Apply Manager, Midnapore Zemindary Co., Ltd., Barabazar, Barabhum P. O., Manbhum Dist.

চাকুরীজীবির অপূর্ব্ব সুযোগ

আহার ও বাসস্থানের সুবিধাসহ—মফঃস্বলবাসী ছাত্রদের শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, টেলিগ্রাফী, বুককিপিং ইত্যাদি শিখিবার একমাত্র শিক্ষায়তন "পুরুলিয়া ফোনেটিক কমারশিয়াল ইনষ্টিটিউট" নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। "নৈশক্লাসের ব্যবস্থা আছে।"

প্রিন্সিপাল

ওষুধপত্র
ও
অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় নানারকম ভালো জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী
পুরুলিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১লা মার্চ্চ ১৯৪৯ হইতে ষ্টোরের অংশীদারগণকে শেয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। সদস্যগণকে রেজিষ্টার বহীতে সহি করিয়া নিজ নিজ সার্টিফিকেট লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

যে সকল সদস্যের কিস্তির টাকা এখনও বাকী আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দেয় টাকা পরিশোধ করিয়া সার্টিফিকেট লইয়া যাইবেন।

পুরুলিয়া
৮।২।৪৯

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৯ই ফাল্গুন ১৩৫৫, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

সদর লোক্যাল বোর্ড

নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, জেলা মানভূম সদর লোক্যাল বোর্ডের অধীন নিম্নলিখিত খোঁয়াড় বাঁধ ও হাটগুলি ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য ডাক নীলামে আগামী ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪৯ তারিখে বন্দোবস্ত করা হইবে এবং যাহার ডাক সর্বোচ্চ হইবে কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে এবং নীলাম খতম হইলে খাজনার সমস্ত টাকা দাখিল হইলে পর ৭ দিনের মধ্যে রেজেষ্টারী করা কবুলতি দিতে হইবে। উক্ত টাকা বা কবুলতি না দিলে উক্ত খোঁয়াড় কিম্বা হাট প্রভৃতিতে দখল দেওয়া হইবে না এবং উক্ত টাকা বিনা নোটিশে বোর্ডে বাজেয়াপ্ত হইবে। ৭ দিনের মধ্যে কবুলতি না দিলে ছানি বন্দোবস্ত করা হইবে। নীলাম ডাক সদর লোক্যাল বোর্ডের অফিসে জুবিলি টাউন হলের হাতার মধ্যে বেলা ১টা হইতে আরম্ভ করা হইবে। যাহার কিছু মাত্র খাজনার টাকা বাকী থাকিবে তাহাকে ডাক দিতে দেওয়া হইবে না। যাহাদের এক বৎসরের অধিক মেয়াদ বন্দোবস্ত আছে তাহাদের আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালের দরুণ সমস্ত খাজনার টাকা নীলামের দিন জমা দিতে হইবে।

খোঁয়াড়	খোঁয়াড়	খোঁয়াড়	বাঁধ	হাট
১। আড়শা	১৮। চড়া (শিশি)	৩৫। কাশীপুর	১। লখুরিয়া	ভড়া
২। আদরা	১৯। ছড়রা	৩৬। কুইলাপাল		
৩। আয়মুণ্ডি	২০। ধাদকা	৩৭। কুরমাডি		
৪। আনাড়া	২১। ডাভা	৩৮। মালটী		
৫। অযোধ্যা	২২। গোপালনগর	৩৯। চিতমু		
৬। বামনি	২৩। গৌরাংডি	৪০। মনিহারা		
৭। বান্দোয়ান	২৪। ভুড়যা-বেলডি	৪১। নোয়াগড়		
৮। বোরো (বুড়িবান্ধ)	২৫। হুড়া	৪২। পটমদা		
৯। বড়তোড়িয়া	২৬। ইছাগড়	৪৩। পাড়া		
১০। ব্রজপুর	২৭। ইলু	৪৪। পিড়রা		
১১। বড়াম	২৮। জয়নগর	৪৫। পুঞ্চা		
১২। বেগুনকোদর	২৯। জয়পুর	৪৬। রাযবান্দ		
১৩। ভজুডি	৩০। জেলেডি	৪৭। সিন্দরি		
১৪। বাথানবাড়া	৩১। খুঁটী	৪৮। টিকর		
১৫। বাবুডি	৩২। কুইয়ানী	৪৯। তুলিন		
১৬। চন্দনকিয়ারী	৩৩। কটরা	৫০। তালগড়িয়া (চাঁদড়া)		
১৭। চেলেমা	৩৪। কাঁটাডি	৫১। উক্‌মা		
		৫২। টোকোরিয়া		

১৭।২।৪৯

শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত।
চেয়ারম্যান,
সদর লোক্যাল বোর্ড, মানভূম।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ৯ই ফাল্গুন

অপাঠ্য পাঠ্যতালিকা

জেলা স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে একমাত্র হিন্দী ভাষারই প্রবর্ত্তনের প্রতিবাদে পুরুলিয়া সহরের জেলা স্কুলের বাংলাভাষী ছাত্রদের অভিভাবকগণ তাহাদের সন্তানদের ঐ স্কুলে আর না পাঠাইয়া সেই স্কুল হইতে তাহাদের নাম তুলিয়া লইয়াছেন। এইসব ছাত্রদের শিক্ষার জন্য কয়েকদিনের মধ্যেই ৪র্থ শ্রেণী হইতে ১১শ শ্রেণী পর্য্যন্ত কোচিং ক্লাস খুলিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

অনেকে মনে করিতেছিলেন যে—জেলা স্কুলের ব্যাপারে বিহার গবর্মেণ্ট যে অন্যায় করিয়াছে তাহা তাহারা সংশোধন করিবে। কারণ ইহা যে অন্যায় তাহা সমস্ত দিক দিয়াই প্রমাণিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে এবিষয়ে অবহিত হওয়াত দূরের কথা তাহারা ভাষা ও শিক্ষার সম্বন্ধে অন্যায় ও জবরদস্তিকেই আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে। কারণ সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগ হইতে নূতন বৎসরে মানভূম জেলার জন্য যে অনুমোদিত পাঠ্য তালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত নগ্নভাবেই বিহার কংগ্রেস গবর্মেণ্টের বিচারহীনতা প্রকাশ করিয়াছে।

শিশু শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী পর্য্যন্ত যে পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে জনসাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রায় সম্পূর্ণই এই সংখ্যার অন্যত্র প্রকাশ করা হইল। দেখা যাইতেছে যে এক বাংলা সাহিত্যের বইটী ছাড়া কোন শ্রেণীতেই অন্য কোন বিষয়েই বাংলা ভাষায় কোন বইয়েরই ব্যবস্থা করা হয় নাই। শিশু শ্রেণী হইতেই অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক একমাত্র হিন্দি ভাষাতেই করা হইয়াছে।

পাঠ্যক্রমের নির্দ্দেশ দিয়া সর্বপ্রথম যে তিনটী ধারার কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে ৩য় ধারাটীর অর্থ কিছু গোলমেলে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে—

যে যে ক্লাসের জন্য কোন বই অনুমোদিত ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কেবল মাত্র সেই সেই ক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দ্দু বই যাহা এখন চলিতেছে তাহা চলিবে।

ইহা পরিস্কার নহে। যদি এই ধারাটীর এই ব্যাখ্যা করা হয় যে—যেহেতু বাংলাভাষী ছাত্রদের জন্য কোন ক্লাসেই সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলাদা করিয়া বাংলা ভাষায় কোন পাঠ্য তালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই সুতরাং আদেশ অনুযায়ী পূর্ব পাঠ্যতালিকা বাতিল হইয়া গেলেও ৩ নং ধারা অনুযায়ী গত বৎসরে যে বিষয়ে যে বাংলা পুস্তক পাঠ্য হিসাবে ছিল এবৎসর তাহাই চলিবে, তবে তাহাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় না এজন্য যে, ৭ম শ্রেণী পর্য্যন্ত এ বৎসর সিলেবাসে এমন বহু নূতন বিষয় প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে যাহা গত বৎসর ছিলনা। উপরোক্ত ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে এই নূতন বিষয়গুলি সম্বন্ধে বাংলা পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। সুতরাং ইহা কেবল বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কারণ দেখা যাইতেছে যে ক্লাস থ্রীতে অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে কোন বাংলা সাহিত্যের ব্যবস্থা করা হয় নাই এবং সেক্ষেত্রে গত বৎসরের যে বাংলা সাহিত্য ঐ শ্রেণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এ বৎসর হয়ত তাহাই থাকিবে। সুতরাং এই পাঠ্য তালিকা সম্বন্ধে এই কথাই বলা যাইতে পারে যে মাতৃভাষা যাহার যাহাই হোক না কেন শিশু শ্রেণী হইতে তাহাকে একমাত্র হিন্দী ভাষাতেই ভাষাবিষয় ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। এই পাঠ্য পুস্তক ব্যবহার করিতে হইলে হিন্দী ছাড়া শিক্ষার মাধ্যম অন্য কিছু হইতেই পারে না। বাংলাভাষীদের জন্য একটা বাংলা সাহিত্য রাখা হইয়াছে, কিন্তু ব্যাকরণ বা অন্য কোন কিছুই বাংলা ভাষায় রাখা হয় নাই। যে ছেলে বাংলায় সাহিত্য পড়িবে তাহাকে ব্যাকরণ পড়িতে হইবে হিন্দীতে। অন্য কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, কিন্তু এ রকম একটা অদ্ভুত এবং অসঙ্গত ব্যবস্থা যে কোন গবর্মেণ্ট শিক্ষার সম্বন্ধে করিতে পারে, তাহা এ পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারা যায় নাই।

কংগ্রেস, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট, গান্ধীজী ও গণপরিষদ কর্ত্তৃক শিক্ষার যে নীতি ঘোষিত ও স্বীকৃত হইয়াছে বিহার গবর্মেণ্টের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার জন্য নূতন সিলেবাস তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধী। এই পাঠ্যক্রম আবার সেই সিলেবাস অনুযায়ীও করা হয় নাই—ইহা তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বিহারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষার নীতি সম্বন্ধে যাহা ঘোষণা করিয়া-

ছেন এই পাঠ্য পুস্তকের তালিকা দেখিয়া ইহাই বলিতে হইবে যে তাহাদেরই কৃত আইন ও তাহাদেরই ঘোষিত নীতির সহিত তাহাদের কার্য্যের কোন সঙ্গতিই নাই। ইহা তাহারা ক্ষেত্র বিশেষে ইচ্ছা করিয়াই করেন, না তাহারা বুঝিতেই পারেন না, তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়।

সিলেবাসে বলা হইয়াছে—"In the first four years (Infant class to class III) the medium of instruction should be the regional language. Students who have offered a language other than Hindi must take Hindi as their second language in class IV and V. অর্থাৎ—"প্রথম চারি শ্রেণীতে (শিশু শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত) আঞ্চলিক ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করিতে হইবে। যে সব ছাত্ররা হিন্দী ছাড়া অন্য কোন ভাষা পড়ে তাহাদের ৪র্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অবশ্যই হিন্দী গ্রহণ করিতে হইবে।"

ইহার পরে দেখা যায় যে এই নূতন সিলেবাসটী কিরূপে কার্য্যকরী করা যাইতে পারে তাহার জন্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে রাঁচীতে ২৭শে জানুয়ারী ১৯৪৮ শনিবার বেলা ২টার সময় তাহার অফিসকক্ষে এক সভা হয়। সেই সভাতে গৃহীত ৮নং প্রস্তাবে এই সিদ্ধান্ত হয়—(৪) That in the first four years the medium of instruction should be the regional langnage that in classes IV & V Hindi words and sentences should be gradually introduced by the teacher in teaching non-language subjects but permitting the students to use their own language. And in classes VI and VII the medium of instruction and expression of idea both of the teachers and students in all non-language subjects should be Hindi. (Office of the Inspector of Schools Chotanagpur Division Ranchi.Memo No 2046/1c—5—47. 17th March 1948.)

অর্থাৎ প্রথম চার শ্রেণীতে শিক্ষার মাধ্যম আঞ্চলিক ভাষাতে হইবে। ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণীতে শিক্ষকগণ সাহিত্য ছাড়া অন্য বিষয়ে ক্রমশঃ হিন্দী শব্দ এবং বাক্য প্রবর্ত্তন করিবেন কিন্তু ছাত্রদিগকে তাহাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করিতে দিতে হইবে। এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে শিক্ষার মাধ্যম ও ভাব প্রকাশের ভাষা—সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই হিন্দী হইবে।

প্রথমতঃ এই সিলেবাসটীই যে কংগ্রেস, গান্ধীজী, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট ও গণপরিষদ কর্ত্তৃক ঘোষিত ও স্বীকৃত শিক্ষানীতির বিরোধী তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা সত্বেও মানভূমের জন্য পাঠ্য পুস্তকের তালিকা ও বাস্তব ব্যবস্থা দেখা যাউক—

শিশু শ্রেণী ও ১ম শ্রেণী—অঙ্ক—বাল অঙ্কগণিত (হিন্দী)

২য় শ্রেণী—ঐতিহাসিক পাঠ—ঐতিহাসিক কথামালা I (হিন্দী)

সামাজিক পাঠ—কাম কী বাতেঁ (হিন্দী)

৩য় শ্রেণী—ঐতিহাসিক পাঠ—ঐতিহাসিক মহাপুরুষ (হিন্দী)

সামাজিক পাঠ—কাম কী বাতেঁ (হিন্দী .

২য় ও ৩য় শ্রেণী—অঙ্ক—সুলভ অঙ্কগণিত (হিন্দী)

৪র্থ শ্রেণী—ঐতিহাসিক পাঠ—অভিনব ঐতিসাহিক কহানিয়া I (হিন্দী)

সামাজিক বিজ্ঞান—সমাজ কী ওর (হিন্দী)

সাধারণ বিজ্ঞান—প্রাথমিক বিজ্ঞান I (হিন্দী)

ব্যাকরণ—আপার হিন্দী ব্যাকরণ (হিন্দী)

অঙ্ক—অঙ্কগণিত (হিন্দী)

এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী জেলা স্কুলে বাংলার মাধ্যম একেবারে তুলিয়া দিয়া চতুর্থ শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ হিন্দী মাধ্যমের প্রবর্ত্তন।

সিলেবাসে দেখা যাইতেছে যে ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত অহিন্দী ভাষীদের জন্য হিন্দীর ব্যবস্থা নাই; ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে অহিন্দীভাষীদের হিন্দী মাত্র দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে।

মন্ত্রী মহাশয় প্রস্তাব দ্বারা নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে কেবল হিন্দী শব্দ ও বাক্য ক্রমশঃ প্রবর্ত্তন কর, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম, মাত্র ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে হিন্দী কর! আর সার্কুলার দেওয়া হইতেছে—হিন্দী ছাড়া কোথাও অন্য কোন মাধ্যমই থাকিবেনা। পাঠ্য পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে, শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী ছাড়া কোন বইই হইবে না!

ইহাদের পরিচালনাধীনে মানভূম জিলায় শিক্ষা যাহা হইবে তাহা শিক্ষা নয়—অশিক্ষা ও কুশিক্ষ। প্রথমতঃ এই পাঠ্য পুস্তক অনুযায়ী পাঠশালা ও স্কুলের ছেলেরা শিক্ষাই গ্রহণ করিতে পারিবেনা। দ্বিতীয়তঃ এই নীতির পশ্চাতে বাস্তবিক শিক্ষা দিবার নীতি নাই—আছে সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি। কাজেও তাহাই হইতেছে। সুতরাং চেষ্টা করিয়াও যেটুকু শিক্ষা হইবে তাহা কুশিক্ষা।

এই অবস্থায় মানভূমের জনসাধারণের নিকট তাহাদের সন্তানদের শিক্ষার প্রশ্ন একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ প্রশ্ন এই দাঁড়াইয়াছে যে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টকে কংগ্রেস, গান্ধীজী, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট ও গণপরিষদের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে নচেৎ কোন প্রকার ভরসা না রাখিয়া নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

এই শিক্ষার নামে যে অনাচার চলিয়াছে, যে নির্ম্মম ও হৃদয়হীন ব্যবস্থা চলিয়াছে তাহা মানিয়া লওয়া স্বাধীন দেশের নাগরিকের পক্ষে মনুষ্যত্বের অবমাননাকর। কী না চলিয়াছে! জেলা স্কুলের ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে—যে সব সরকারী কর্ম্মচারীদের শিশু সন্তানরা হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করিতে অপারক, সেই সব কর্ম্মচারীদের কর্ত্তৃপক্ষ নানাভাবে ভয় দেখাইয়া ছেলেদের স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিতেছে। সরকারী কর্ম্মচারিরা তাহাদের সন্তানদের কোন ভাষায় শিক্ষা দিবে, তাহার স্বাধীনতাও কি তাহাদের নাই? আজ কি স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক হইয়া তাহাদের মাতৃভাষার শিক্ষা লাভ করার দাবী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে? মানভূমে হইতেছেও তাহাই। ৫।৬ বৎসরের শিশুর পিতা যেহেতু সরকারী চাকুরী করে সেই হেতু তাহাকে হিন্দী শিখিতেই হইবে? হিন্দীতে কিছু না বুঝিলেও তাহাকে স্কুলে যাইতেই হইবে নতুবা তাহার পিতার চাকুরী থাকিবে না, তাহাকে নানাভাবে উৎপীড়িত হইতে হইবে!

মানভূম জিলাতে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, বাংলা-ভাষায় কথা বলা, বাংলায় শিক্ষাদান করা, নিজের মাতৃভাষা বাংলাকে উচ্ছেদ হইতে না দেওয়া—একটা রাজনৈতিক অপরাধের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। বলা হইতেছে—ইহারা গভর্ণমেণ্ট বিরোধী ইত্যাদি। যাহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, দেশ সেবার কর্ত্তব্য লইয়া দাঁড়াইবে—বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকারের কাছেই তাহারা হইবে অপরাধী। পরাধীন ভারতবর্ষে টোটেন-হাম গান্ধীজীকে হিংসার অপরাধে অপরাধী করিয়াছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের ও নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার চেষ্টা করা আজ অপরাধের সামিল হইতেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শ তাহারাই নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে, যাহারা দেশকে অর্থের বিনিময়ে অতীতে বিক্রয় করিয়াছে, বর্ত্তমানে করিতেছে এবং ভবিষ্যতে করিবে।

মানভূম জিলায় আজ যাহা হইতেছে তাহা শক্তির অপব্যবহার মাত্র। যাহাদের হাতে ক্ষমতা, শক্তি থাকে তাহারা যদি স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন, সহজে বিচলিত ও অব্যবস্থিত চিত্ত হয় তবে তাহারা শক্তিকে স্বচ্ছন্দভাবে বহন করিতে পারে না, ফলে তাহারা বহুর ক্ষতির করেই নিজেরও ক্ষতি করিয়া বসে। আজ অযোগ্য হস্তে শক্তি ও ক্ষমতা থাকার দরুণ মানভূম জিলায় বহুর ক্ষতি হইতেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ, আর্থিক ব্যবস্থা, জনকল্যাণ, বহুজনের স্বরাজ জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে—আর যাহারা ইহা করিতেছেন তাহারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মানভূম জিলার জনসাধারণকে আজ অগ্রণী হইয়া যাহাতে ক্ষমতা ও শক্তি নিয়ন্ত্রিত ও সংযত হইয়া জনকল্যাণে নিয়োজিত হয় তাহারই সাধনা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ইহাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

বিহারে অনুমোদিত পাঠ্য তালিকার সরকারী লিষ্ট নূতন সিলেবাস অনুসারে নির্দ্দিষ্ট।

(১) বিহারের টেক্সট বুক কমিটি দ্বারা অনুমোদিত নিম্নলিখিত পাঠ্য তালিকা, পূর্ব্ব তালিকা বাতিল করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ক্ষমতা বলে বিহার প্রদেশের সমস্ত স্কুলের শিশু শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহারের জন্য এতদ্বারা অনুমোদিত হইল।

(২) এইরূপ অনুমোদিত প্রত্যেক পাঠ্য পুস্তকের বিপরীত দিকে যে অঞ্চলে তাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে—সেই অঞ্চলের নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবগতির জন্য দেওয়া হইয়াছে।

(৩) যে যে ক্লাসের জন্য কোন বই অনুমোদিত ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কেবল মাত্র সেই সেই ক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দু বই যাহা এখন চলিতেছে তাহা চলিবে।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় যে পাঠ্য তালিকা দেওয়া হইল তাহা অন্যান্য জিলার সঙ্গে মানভূম জিলার স্কুল সমূহের জন্য অনুমোদিত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তক তালিকায় ক্লাসগুলির জন্য এক বাংলা সাহিত্য ছাড়া শিশুশ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী পর্য্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই অন্য কোন বাংলা ভাষার পাঠ্য অনুমোদিত ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অনুমোদিত পুস্তকগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলা সাহিত্য ছাড়া সমস্ত বইগুলিই হিন্দী ভাষায়। ইহা ছাড়া ওরাঁও ও উর্দুভাষায় সাহিত্য ও ব্যাকরণের জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনাবশ্যক বোধে তাহা প্রকাশ করা হইল না।)

মানভূম জেলার জন্য অনুমোদিত পাঠ্যতালিকা, ১৯৪৯।

বিষয়	শিশু শ্রেণী	ক্লাস ১	ক্লাস ২	ক্লাস ৩	ক্লাস ৪	ক্লাস ৫	ক্লাস ৬	ক্লাস ৭
সাহিত্য পাঠ (রীডার)	স্বতন্ত্র ভারত সাহিত্য	স্বতন্ত্র ভারত সাহিত্য II	স্বতন্ত্র ভারত সাহিত্য III	স্বতন্ত্র ভারত সাহিত্য IV	স্বতন্ত্র ভারত সাহিত্য V	সুবোধ হিন্দী সাহিত্য II	সুবোধ হিন্দী সাহিত্য III	রাষ্ট্রীয় সাহিত্য সুমন VII
অঙ্ক (এরিথমেটিক)	বাল অঙ্কগণিত	বাল অঙ্কগণিত	সুলভ অঙ্কগণিত	সুলভ অঙ্কগণিত	অঙ্কগণিত	অঙ্কগণিত	অঙ্কগণিত IV	অঙ্কগণিত IV
জ্যামিতি (জিওমেট্রী)							নবীন জ্যামিতি দর্শন	নবীন জ্যামিতি দর্শন
ব্যাকরণ (গ্রামার)					আপার হিন্দী ব্যাকরণ	আপার হিন্দী ব্যাকরণ	আদর্শ হিন্দী ব্যাকরণ	আদর্শ হিন্দী ব্যাকরণ
সংস্কৃত (স্যানস্কৃট)					সুবোধ সংস্কৃত সুধা	সংস্কৃত মঞ্জরী II	সুবোধ সংস্কৃত সুধা III	সুবোধ সংস্কৃত সুধা IV
সংস্কৃত সাপ্লিমেনটারী রীডার								
ইতিহাস (হিষ্টরী)							সাহিত্য বিনোদ	বালকথা মঞ্জরী II
ঐতিহাসিক সাপ্লিমেন্টারী রীডার			ঐতিহাসিক কথামালা	ঐতিহাসিক মহাপুরুষ	অভিনব ঐতিহাসিক কহানিয়া I	ইতিহাসকী পাল্লে II	ভারতকে নবীন ইতিহাস	ভারতকে নবীন ইতিহাস
ভূগোল (জ্যোগ্রাফী)							ভূগোল প্রবেশিকা	ভূগোল প্রবেশিকা
ভৌগলিক এক্সপিডিসন রীডার							ভৌগলিক যাত্রা পরিচয়	ধরতী কী খোঁজ
সাধারণ বিজ্ঞান (জেনারেল সায়েন্স)					প্রাথমিক বিজ্ঞান I	প্রাথমিক বিজ্ঞান	প্রাথমিক বিজ্ঞান	প্রাথমিক বিজ্ঞান
বৈজ্ঞানিক রীডার (সায়েন্টীফিক্ রীডার)							বৈজ্ঞানিক সাহিত্য	বৈজ্ঞানিক সাহিত্য
সামাজিক পাঠ (সোস্যাল ষ্টাডিজ)			কামকী বাতেঁ	কামকী বাতেঁ	সামাজ কী ওর	সমাজ কী ওর II		
কৃষি পাঠ (এগ্রিকালচারেল রীডার)							কৃষি সাহিত্য	কৃষি সাহিত্য
কমিউনিটী ওয়েল ফেয়ার রীডার								মহাত্মা গান্ধী
সিভিক্স এণ্ড কারেণ্ট এফেয়ার্স							নাগরিক শাস্ত্র অওর বর্ত্তমান সমস্যায়েঁ	নাগরিক শাস্ত্র অওর বর্ত্তমান সমস্যায়েঁ
বাংলা (বেঙ্গলী)	সরল সুনীতিসুধা I	সরল সুনীতিসুধা II	সরল সুনীতিসুধা III		নবনীতি সুধা III	নবনীতি সুধা IV	আদর্শ সন্দর্ভ সুধা I	আদর্শ সন্দর্ভ সুধা II

জয়পুর কংগ্রেসের দিগ্‌দর্শন

(মনু লিখিত)

জয়পুরে প্রতিনিধি, নেতৃবর্গ ও দর্শকদের আবাস স্থান ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটু বর্ণনা করিয়া লওয়া ভাল। এগুলি বহিরঙ্গ ব্যাপার। বিষয় নির্বাচনী সমিতি, কংগ্রেসের খোলা অধিবেশন প্রভৃতি মূল অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ব্যাপারগুলি তাহা হইলে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। একটা লোকের সম্বন্ধে জানিতে হইলে যেমন তাহার বক্তৃতা শুনিয়াই তাহাকে জানা যায় না, তাহার চাল চলন, ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, প্রভৃতি এক আধটু জানা দরকার, তেমনি যাহারা প্রতিনিধি, নেতৃবৃন্দ প্রভৃতি দেশের ভাগ্য পরিচালনার জন্য সমবেত হইয়াছেন তাহাদের বক্তৃতা ছাড়াও অন্য বিষয়গুলির সম্বন্ধে একটু জানিলে ভাল হয়।

অভ্যর্থনা সমিতি সরকারীভাবে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা এই—

(১) প্রথমতঃ দর্শকগণের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা। ১৫০৲ টাকা ২৫০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ ভাড়ার ব্যবস্থা। রইস্ বা ধনিক শ্রেণীদের জন্যই তাহার ব্যবস্থা ছিল। কারণ বিশেষ অর্থবান ব্যক্তি ছাড়া উপরোক্ত ভাড়া গুনিয়া সাধারণ লোকের থাকাটা অবাস্তব ব্যাপার। এই তাঁবুগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ জল, পাইখানা, রান্না প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। বহু তাঁবু অর্থাৎ এই বাড়ীগুলিতে ঘুরিয়া দেখিলাম, পরিবার, ঠাকুর চাকর, লইয়া বড়লোকরা রহিয়াছেন, অথবা অনেক ক্ষেত্রে ৭।৮ জন বন্ধুবান্ধব মিলিয়াও আছেন। সাধারণের নিকট ইহারা অভিজাতের দল।

(২) সাধারণ দর্শকনিবাস। একেবারে এক প্রান্তে চতুর্দ্দিকে মোটা চট সমাচ্ছন্ন চটের ব্যারাক সমূহ। মাথাপিছু ৫৲ টাকা ভাড়া! খাটিয়া ইত্যাদি কিছু নাই। বালির উপর কোথাও চাটাই পাতা আছে কোথাও নাই। জল পাইখানা বারোয়ারী। তবে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে দর্শক হিসাবে সাধারণ কংগ্রেস কর্মী এবং তৎস্থানীয় জনসাধারণ কোন প্রকারে স্থান জুটাইয়া লইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির তরফে সরকারী ভোজনাগার আছে। প্রতিবারের জন্য ১৲ টাকা লাগে। সেই অনুযায়ী খাবার ব্যবস্থা বাস্তবিকই ভাল। ভাত রুটী তরকারী দই প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়। অনেকেই একবেলাতেই দুই বেলার প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেন। অভ্যর্থনা, ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। এই ভোজনালয়টী সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

(৩) কংগ্রেস প্রতিনিধি নিবাস। একটা অঞ্চল লইয়া ইহার পত্তন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি পৃথক পৃথক প্রদেশের জন্য পৃথক এক একটী ক্যাম্প। প্রত্যেক ক্যাম্পের পৃথক প্রবেশদ্বার। প্রতিনিধি অথবা প্রবেশ পত্র না থাকিলে প্রবেশ নিষেধ। প্রত্যেক ক্যাম্পেই সেই সেই প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিস। চটের ব্যারাক। প্রত্যেক প্রতিনিধির সহিত ২ জন করিয়া বন্ধুকে থাকিতে দিবার নিয়ম আছে। এক একটী চটের কামরাতে ৫।৬।৭ যেমন সুবিধা সকলে স্থান করিয়া লইয়াছে। মাথাপিছু ৫৲ টাকা ভাড়া। খাটিয়া একটী পাইবার কথা—বিশেষ করিয়া প্রতিনিধিদের। চাষাভূষা যাহারা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছে তাহারা অনেক ক্ষেত্রে পায় নাই। কারণ বহুলোকের চোরাবাজারী, বড়লোক এবং বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবদের প্রয়োজন মিটাইয়া তাহাদের জন্য থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য ইহা সাধারণভাবে না হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম ব্যাপার দেখিয়াছি। এ পর্য্যন্ত অন্যান্য অধিবেশনে কংগ্রেসে প্রতিনিধি ক্যাম্পগুলিতে যাহারা থাকিত তাহাদের মধ্যে একই ঘরে কিছু লোক মাটীতে শুইয়া, কিছু লোক খাটের উপরে—এরকম দৃশ্য খুব কমই দেখা গিয়াছে। কোন স্থানে এরকম হইলে সোরগোল পড়িয়া যাইত এবং তাহার ব্যবস্থা হইত। কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। অন্যের জন্য কোন প্রকার চিন্তার বালাই কাহারোই নাই। বহু প্রতিনিধির ক্যাম্পে প্রতিনিধির সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদের বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যাই বেশী।

সমস্তই বারোয়ারী ব্যাপার। কিন্তু একটা বিষয় বিশেষ করিয়া চোখে পড়িল এই যে প্রতিনিধি ক্যাম্পগুলি কেবল থাকিবার স্থানই হইয়া রহিয়াছে। কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেস হইতে (১৯২০) সুরু করিয়া ত্রিপুরী রামগড় এমনকি মীরাট পর্য্যন্ত কংগ্রেস প্রতিনিধি-ক্যাম্পগুলিই ছিল কংগ্রেসের আসল আলোচনার স্থান। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ক্যাম্পে যাইয়া আলাপ আলোচনা করিতেন। বহুক্ষেত্রে এক একটী বিশেষ প্রস্তাব লইয়া ক্যাম্পে ক্যাম্পে মিটিং বসিয়া যাইত। কোন প্রস্তাব সম্পর্কে ভোটের জন্য ক্যানভাসিংও হইত। বাস্তবিক পক্ষে প্রতিনিধিদের ক্যাম্পগুলিতেই কংগ্রেসের আসল অধিবেশন হইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু জয়পুরে তাহার একান্ত অভাব। এত বড় দেশের এত সমস্যা বিশেষতঃ গান্ধীজীর মৃত্যুর পর নেতৃহীন এই দেশটার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, পরস্পর ভাব বিনিময় করা আদান প্রদান করা ইহার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। সকলেই যেন একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছে মাত্র। পরামর্শ আলাপ আলোচনার যতটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তাহা কেবল সমালোচনা। মন্ত্রী, গবর্মেণ্ট, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সমালোচনা। প্রত্যেক প্রদেশেরই বেশীর ভাগ প্রতিনিধিরা সেই প্রদেশের গবর্মেণ্টের সম্বন্ধে বিমুখ। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের তীব্র সমালোচক—গান্ধীজীর আদর্শ, বুঝি গেল! কিন্তু কার্য্যকালে তাহাদের কোন স্থিরতাই নাই—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। বিষয় নির্বাচনী সমিতি অথবা প্রকাশ্য অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রায় বেশীর ভাগ প্রতিনিধি-ক্যাম্পগুলিতে ঘুরিয়া আলাপ আলোচনার চেষ্টা করিয়া—তাহার ধারা অনুধাবন করিবার প্রচেষ্টা করিয়া বর্ত্তমান রাজনৈতিক ভারতবর্ষের চিন্তাধারার একটা হদিস লাভ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া 'পাপ'এ (পাওয়ার পলিটিক্সেই) আসিয়া সব কেন্দ্রীভূত। এই সীমাকে ছাড়াইয়া বর্ত্তমান রাজনৈতিক ভারতবর্ষের চিন্তাধারা বাহির হইবার পথ ভুলিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের মাটীকে ছাড়িয়া রাজনৈতিক ভারতবর্ষের দৃষ্টি 'তক্তে' চারিপাশে ঘুরিয়া মরিতেছে। সেই মরুভূমিতে বালুর প্রান্তরে মন্থর গতিতে অতিক্রম করিতে করিতে খুঁজিতেছিলাম এমন লোক যাহারা ভারতবর্ষের মাটীতে পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দৃষ্টি দিয়া মাটীকে দেখিতেছে; অন্তর যাহাদের নয়াদিল্লীর রাজপথ ছাড়িয়া রাজঘাটের সৈকতে চলিবার পথ বাছিয়া লইয়াছে। তাহারা কি কেহই নাই? অথবা এখানে তাহারা স্থান পায় নাই বা লয় নাই?

একেবারে নিরাশ হইতে হয় নাই। অন্ধ্র, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা মারাঠা ও গুজরাটের কয়েকজনকে দেখিলাম। তাহাদের সহিত আলোচনায়, চিন্তাধারায় উপলব্ধি করিলাম ভারতবর্ষের একটা স্পষ্টরূপ দেখিবার তাহারা চেষ্টা করিতেছেন। অজ্ঞাত পল্লীতে বসিয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাহারা দেশকে গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সংখ্যা তাহাদের অতি সীমাবদ্ধ। হয় ত আরও অনেকেই ছিলেন—সেই বিরাট জনারণ্যে সকলকে বা বহু লোককে জানা সম্ভবপর নয়। কিন্তু তাহা হইলেও বালির উপর দিয়া চক্রের গতি যে দিকে চলিয়াছে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় লাভের মধ্যে কোন সংশয় ছিল না। অবশ্যই সর্ব্বোদয় প্রদর্শনীতে এবং জয়পুরে নিরাশ্রয় পর্য্যটক হিসাবে অনেক কর্মীর সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু তাহারা এখন গণনার বাহিরে। তাহাদের সম্বন্ধে পরে বলিব।

আর একটা ব্যাপার স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িল তাহা এই যে এক একটা পৃথক ক্যাম্প এক একটা যেন পৃথক প্রদেশ হইয়া রহিয়াছে। পূর্বে পৃথক ক্যাম্পের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার প্রাদেশিক অস্তিত্ব ছিল না—এই হিসাবে যে—ভাবধারা ছিল সার্বজনিক। সকলের চিন্তা স্বাভাবিকভাবে এক ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করিয়াই চলিত এবং নানারূপ মতভেদ সত্ত্বেও তাহা যে আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া রাখিত তাহাতে সমাগত সকলেই তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিত না। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই পৃথক ক্যাম্পগুলি যেন সেই প্রদেশটীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যে কোন দিক দিয়াই হোক, গোটা ভারতবর্ষটা গৌণ হইয়া মুখ্য হইয়া দেখা দিয়াছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ। ক্যাম্পগুলির মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া আসিলেই ইহার আভাসকে অস্বীকার করা মুস্কিল হইত।

প্রতিনিধিদের আহারের ব্যবস্থা অভ্যর্থনা সমিতি হইতেই করা হইয়াছিল। অন্যান্য বারের মত পৃথক প্রদেশের জন্য পৃথক ভোজনালয় ছিল না। প্রতিবারে ১৲ টাকা দর ধার্য্য থাকিলেও, ব্যবস্থা ভালই ছিল। এবং ইহার ব্যবস্থার ভার ছিল—মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটীর উপর।

বহু ক্ষেত্রে দেখা গেল প্রতিনিধি হইয়া অনেক এমন লোক আসিয়াছেন, যাহাদের সহিত কংগ্রেসের কোনদিনই সম্পর্ক ছিল না—বা কংগ্রেসের সহিত কোন রকমেই যুক্ত ছিলেন না। ক্যাম্পের মধ্যে তাহারা যেন ঠিক মিশ খাইতে পারিতেছেন না। এই সমস্ত লোক বহু স্থানে শূন্য স্থান পূরণ করিবার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন।

এবার মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা খুব কম মনে হইল। প্রতিনিধি হিসাবে সত্যকার কিষাণ বা মজুর খুব কমই চোখে পড়িল।

ইহার পরে নেতৃনিবাসের কথা আসিয়া পড়ে। যেখানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভ্যগণ, কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ এবং তৎস্থানীয় নেতৃবৃন্দের আবাস স্থান। সে এক পৃথক জগত। আগামী বারে তাহার বিবরণ সুরু করিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

দ্বিতীয় বার্ষিকী বিবরণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২) স্বাস্থ্য—স্বাভাবিকরূপেই এখানকার জল হাওয়া ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের অসুখ অপেক্ষাকৃত কম হয়। তথাপি দারিদ্র্য তো আছেই। পুষ্টিকর আহার পাওয়াও মুস্কিল। অনেক ছাত্র ছাত্রী তো পেট ভরিয়া খাইয়াও আসিতে পারে না। দুধ তো এখানকার ছাত্র ছাত্রীদের কাছে স্বপ্নের বস্তু। তথাপি ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে। বালকবালিকারা যাহাতে নিজের স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখে তৎপ্রতি খেয়াল রাখা হইয়াছে। ব্যক্তিগত এবং সামুহিকরূপেও স্বাস্থ্য রক্ষার জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের গৃহেই একটি দাতব্য হোমিও ডিস্পেন্সারী খোলা হইয়াছে। ইহাতে চতুষ্পার্শবর্ত্তী গ্রাম সমূহের খুব সুবিধা হইয়াছে। ছাত্রাবাসে বালকদেরই একজন স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী আছে। সংক্রামক রোগ ও তাহার প্রতিকার বিষয়েও প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে। পানীয় জলও কিভাবে রাখা হইবে তাহার জ্ঞান দেওয়া হয়।

এই বৎসর ফ্রেণ্ড সার্ভিস্ ইউনিট হইতে এখানকার জন্য কিছু দুধের গুঁড়া পাওয়া গিয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রায় ২০০ শত শিশুকে ৬ মাস নিয়মিত দুধ দেওয়া হইয়াছে।

সামাজিক শিক্ষা

স্বাভাবিক রূপেই এই বিষয়ে জোর দেওয়া হইয়াছে। নয়ীতালিমে সামাজিক শিক্ষাও এক মহত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ তো এখন অধঃপতিত। এই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিবার পর শিশু যাহাতে নতুন সমাজ সংগঠন করিতে পারে এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া এখানকার সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

পাঠ্যক্রম অনুযায়ীই এই বৎসর প্রথম বর্গ হইতে সমাজের ভাল ভাল রীতিনীতি গুলির জ্ঞান দেওয়া হয়।

বড়দের ঠিক রীতিতে সম্ভাষণ করা, অতিথিদের ঠিকমত আদর অভ্যর্থনা করা, ছোট ছোট ভাই বোনদের আদর যত্ন করা ও সম্মিলন, সভা সমিতিতে ঠিকমত ওঠা, বসা, কথা বলা, সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করা প্রভৃতির অভ্যাস জাগান হয়।

ভোজন এবং শিল্পকাজকে কেন্দ্র করিয়াও পাঠ্যক্রম অনুযায়ী সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম বর্গ হইতেই মন্ত্রী মণ্ডলী সংগঠিত করা হইয়াছে। কাজের বিভিন্ন বিভাগ করিয়া এক এক মন্ত্রীর উপর এক এক বিভাগের ভার দিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক এক বর্গের এক একটি মন্ত্রী মণ্ডলী আছে, আবার সমগ্র স্কুল লইয়া ছাত্রদের একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণ্ডলী ও আছে। ছাত্রাবাসের দরুণও একটি পৃথক মন্ত্রী মণ্ডলী আছে। মাসে একবার করিয়া সাধারণ সভা হয় তাহাতে মন্ত্রী

মণ্ডলীর নির্ব্বাচন হয়। বালক বালিকারা খুব উৎসাহের সঙ্গেই এই নির্ব্বাচন কার্য্যে অংশ গ্রহণ করে। নির্ব্বাচিত মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করিয়া তাহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গে রাষ্ট্রীয় জাগরণের ইতিহাস ও ভূগোলের সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হয়। এইরূপে তিন বর্গেই সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ফলস্বরূপ আচারে ব্যবহারে বাহিরের অথবা অন্য বিদ্যালয়ের বালক বালিকা হইতে এই বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদের বেশ একটা তফাৎ বোঝা যায়।

মাতৃভাষা—প্রথম বর্ষের বিবরণীতেই বলা হইয়াছে যে এখানকার মাতৃভাষা বাংলা।

প্রথম বর্গে ভাষা মৌখিকরূপেই হয়। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমেই শিশুদের অক্ষর জ্ঞান দেওয়া হয় না। দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের নাম, নিজের নাম লিখিবার সময়েই শিশুর অক্ষর জ্ঞান হইয়া থাকে। শ্রেণীগৃহের চতুর্দ্দিকের দেওয়ালের মাটীর বোর্ডে শিশুরা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে শেখে।

ছোট ছোট কবিতা আবৃত্তি, গ্রাম্য গীত, ছোট ছোট অভিনয়, পৌরাণিক কথা ও কাহিনী দ্বারাও প্রথম বর্গের ভাষাজ্ঞান বাড়ান হইয়াছে। পাশাপাশি চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক ও সামাজিক দৃশ্য বা ঘটনাসমূহের আলোচনা কালেও এই বর্গের মাতৃভাষার জ্ঞান বাড়ান হইয়াছে।

দ্বিতীয় বর্গে কিছু বেশী মাতৃভাষার জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। এক বৎসরে নিম্নলিখিতরূপে বিষয়গুলি হইয়াছে :—

গান ১২টি, কবিতা ১০টি, পৌরাণিক কাহিনী ৯টি, ব্যাকরণ শব্দ, বর্ণ, পদ, কাল, বাক্য প্রভৃতির প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।

লেখা—চিঠি লেখা, দরখাস্ত লেখা, রচনা এবং রোজনামচা লেখা হইয়াছে।

অভিনয়—এই বৎসর দ্বিতীয় বর্গে মোট তিনটি অভিনয় হইয়াছে। বিভিন্ন মহাপুরুষদের জীবন চরিতও বলা হইয়াছে।

তৃতীয় বর্গে নিম্নলিখিতরূপে মাতৃভাষার জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে :—

(১) পঠন (ক) সংবাদ পত্র পাঠ (খ) লাইব্রেরী হইতে বিভিন্ন বিষয়ে বই পড়া। (গ) ব্যাকরণ দ্বিতীয় বর্গের ন্যায়ই।

(২) লিখন—রোজনামচা, রচনা, চিঠিপত্র, শ্রুতিলিখন এবং কার্য্যবিবরণী লেখার অভ্যাস জাগানো হইয়াছে।

(৩) গল্প ও কাহিনী—(ক) গ্রাম্য গল্প (খ) প্রাকৃতিক বিষয়ের গল্প, (গ) বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগৃহীত গল্প কাহিনী প্রভৃতি হইয়াছে।

(৪) জীবন চরিত—১। রবীন্দ্রনাথ, ২। দেশবন্ধু, ৩। রামানন্দ, ৪। কবীর, ৫। বুদ্ধদেব, ৬। আশুতোষ, ৭। মহাত্মা গান্ধী, ৮। ঋষি নিবারণ চন্দ্র, ৯। চৈতন্যদেব, ১০। যিশুখৃষ্ট, ১১। বিদ্যাসাগর, ১২। নেতাজী, ১৩। ওয়াসিংটন প্রভৃতি মনীশি ও মহাপুরুষদের জীবন চরিত নানা ঘটনার ভিতর দিয়া কাজ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

(৫) অভিনয়—এই বৎসর তৃতীয় বর্গে মোট ৬টি অভিনয় হইয়াছে।

(৬) পৌরাণিক গল্প ও কাহিনী—এই বৎসর তৃতীয় বর্গে, ১। নচিকেতা, ২। রামায়ণের কাহিনী, ৩। বেহুলার কাহিনী, ৪। ভগবান কৃষ্ণের বাল্য কাহিনী হইয়াছে।

(৭) কবিতা—কবি রবীন্দ্রনাথের নতুন ৬টি কবিতা শেখান হইয়াছে। ইহা ছাড়া কিছু ছোট কবিতাও শেখান হইয়াছে।

(৮) সঙ্গীত—কবি রবীন্দ্রনাথ রচিত গান, স্থানীয় লোক সংগীত, ভজন, জাতীয় সঙ্গীত প্রভৃতি শিখান হইয়াছে।

প্রায় সমস্ত বিষয়ই—প্রকৃতি, শিল্প ও সমাজের ভিতর দিয়াই সমবায় করা হইয়াছে।

গণিত—এই বৎসর সূতা কাটার সহিতই বেশীর ভাগ গণিতের সমবায় ঘটিয়াছে।

প্রথম বর্গে ১৬০ পর্য্যন্ত গোনা, দশ দশ করিয়া, পাঁচ পাঁচ করিয়া গোনা হইয়াছে। সের, ছটাক, পোয়া, টাকা, আনা, পাই প্রভৃতির জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় বর্গে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, লঘুকরণ মিশ্রযোগ এবং কিছু জ্যামিতি হইতে, যথা—সরলরেখা, বক্ররেখা, প্রভৃতির প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় বর্গে—শিল্প কাজের সাহায্যে এবং বাগানের কাজের ভিতর দিয়া অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে। ভগ্নাংশের প্রাথমিক জ্ঞান ল, সা, গু, গ, সা, গু, লঘুকরণ, মনকষা, জমির মাপ, ক্ষেত্রফল, রেখার পরিচয় সরলরেখা, বক্ররেখা, কোণ, বর্গক্ষেত্র প্রভৃতির প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়।

দৈনন্দিন কাজ কর্মের ভিতর দিয়া স্বাভাবিকরূপে যে সব হিসাব পত্র আসিয়াছে তাহা মিটাইবার জন্যই উপরোক্ত গণিতের প্রয়োজন হইয়াছিল।

সাধারণ বিজ্ঞান

গ্রামে তো প্রতি পদক্ষেপেই শিশুর সামনে এই বিষয়ের সমবায় করিতে হয়।

সমস্ত বর্গের ছাত্রছাত্রীরাই সপ্তাহে একদিন নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে বেড়াইতে যায়। নিজেদের আসন বুনিবার জন্য মাঝে মাঝে বন হইতে খেজুর পাতা সংগ্রহ করিয়া আনে। ঐরূপ বেড়াইবার সময় অথবা কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় পশু পক্ষী পোকা মাকড় গাছ পালা প্রভৃতির সহিত সাধারণভাবে পরিচয় করান হইয়াছে। এই বৎসর বর্ষার প্রারম্ভেই বৃক্ষরোপন উৎসব করা হইয়াছে। ঐ সময় বিভিন্ন প্রকারের গাছ বন হইতে খুঁজিয়া আনিয়া বালক বালিকারা খুব উৎসাহের সহিত বিদ্যালয়ের জমিতে রোপন করিয়াছে। ইহাতে অনেক প্রকারের গাছ পালার সহিত ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় হইয়াছে।

শিল্প কাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহার কালে ঐ সব যন্ত্রপাতির নাম ও বৈজ্ঞানিক অর্থ বর্গ অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের বলা হইয়াছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম আদি পঞ্চভূতের জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বিহারে অবস্থিত বঙ্গভাষী এলাকার ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ

জীমূতবাহন সেন

মানভূম ও ধলভূম, ছোটনাগপুর তথা বিহারের অন্তর্ভুক্ত কি না?

বর্ত্তমান বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত জঙ্গলাবৃত মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত ছিল।

ঝাড়খণ্ডের সহিত বাংলাদেশের সম্বন্ধ বহুদিনের। প্রায় পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা এবং নিকটবর্ত্তী জঙ্গলাবৃত অঞ্চলগুলিতে প্লাবিত করিয়াছিল, সেই সময় হইতে মানভূম, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ ইত্যাদি স্থানগুলির সহিত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হয়।

চৈতন্যদেব পুরী হইতে কাশী যাইবার সময় ধলভূম, মানভূম, গোলা, রামগড় হইয়া গিয়াছিলেন, এবং চৈতন্য চরিতামৃতে এই স্থানকেই ঝাড়খণ্ড বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উষ্ণ প্রস্রবনে (Hot Spring) স্নান করিয়া, চৈতন্যদেব কাশীর রাজবর্ত্ম ধরিলেন। এ অঞ্চলে রামগড় হইতে হাজারীবাগ পর্য্যন্ত একটিই উষ্ণ প্রস্রবন আছে যাহার নাম ইন্দ্রজরবা। চৈতন্যদেব যে এই অঞ্চলকে খুব প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন তাহা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, গীত, ও নৃত্যে দৃষ্ট হয়। সেখানকার মাহাত সম্প্রদায় সকলেই মালা ব্যবহার করে, সকলেই কচ্ছ পরিধান করে ও ধুতিটিকে গাত্রে চাদরের মত জড়াইয়া ব্যবহার করে। উহাদের লোকসঙ্গীত, ঝুমুর ও বিরহ সঙ্গীত—যাহা আজও তাহাদের অন্তর আলোড়িত করে, তাহা রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার গল্প। মাহাতদের ভিতর ঝুমুর এবং অন্যান্য আদিমবাসীদের ভিতর বিরহ সঙ্গীত—যাহা নর্ত্তকীরা (নাচনী) গীত গাহিয়া নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করে তাহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ঝুমুরও ঠিক বৈষ্ণব পদাবলীর মত ভাঙ্গা হয়। কবিত্বের ও ভাবের উচ্ছ্বাসে উহা কোনও দিক হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীর কীর্ত্তন অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। আবার

নর্ত্তকীরাও বিরহ সঙ্গীতের ভাব উচ্ছাস নৃত্যকলার মধ্য দিয়া প্রকাশ করে।

কখনও কখনও ভাবে তাহারা সমাবিস্থ হইয়া পড়ে, উহাও একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য। ইহা ভাবমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখে অশ্রু সঞ্চার করে। এই ঝুমুর সঙ্গীত ও বিরহ সঙ্গীত মানভূমের নিজস্ব, এবং ইহার ভাষা বাংলাই। এসম্বন্ধে আরও বিশদভাবে এবং বিশেষরূপে আলোচনা পরে করিবার আকাঙ্খা রহিল।

ইংরাজেরা ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পাইবার পরেই রেনেল সাহেবের দ্বারা ঐ এলাকা সমূহের পৃথক পৃথকভাবে ম্যাপ প্রস্তুত করান। এবং এই ম্যাপ অনুসারে, সমস্ত মানভূম, অধুনা সাঁওতাল পরগণা জেলার ৪।৫ অংশ, এবং সমস্ত পুর্ণিয়া জেলা, এবং অধুনা সিংভূম জেলার অন্তর্গত ধলভূম পরগণা বাংলা দেশের অন্তর্গত বলিয়া রেনেল সাহেব দেখাইয়াছেন। রেনেল সাহেবের ম্যাপ যে সমস্ত দলীল অবলম্বনে প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা—"A collection of Treaties, Engagements Sunnads etc" পুস্তকে পাওয়া যায়। রেনেল সাহেবের ম্যাপ ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। উক্ত ম্যাপে দক্ষিণ বিহার, উত্তর বিহার, বাংলা দেশ এবং চুটিয়া নাগপুর—ইহা দেখান হইয়াছে। চুটিয়া নাগপুরে কেবল বর্ত্তমান রাঁচী জিলার পশ্চিমাংশকেই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সিলি, তামার ইত্যাদি অঞ্চল যাহা রাঁচী জেলার পূর্ব্বাংশ, তাহার ম্যাপ করা হয় নাই, এবং উক্ত অঞ্চলগুলি চুটিয়া নাগপুরের অংশ কিনা তাহা ম্যাপ হইতে বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না।

সে যাহা হউক ঝাড়খণ্ড কথার অর্থ বন্যপ্রদেশ। জঙ্গলমহাল কথারও ঠিক ঐ অর্থ। ১৮০৫ সালে যে জঙ্গলমহল জিলা সৃষ্টি করা হয়, তাহা একটা বিশিষ্ট সীমা নির্দ্দিষ্ট স্থান। চৈতন্য চরিতামৃতের ঝাড়খণ্ড, ঐরূপ বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থান ছিল কি না, অথবা কোন্ কোন্ স্থানকে ঝাড়খণ্ড বলা হইত, তাহা বর্ত্তমানে নির্দ্ধারণ করা কঠিন। মুসলমান আমলের কাগজপত্রে চুটিয়া নাগপুর ওর্ফে কোকড়ার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কোকড়া বা খুকড়া পরগণা নাগ বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজত্ব ছিল বলিয়া জানা যায় এবং উক্ত খুকড়া পরগণাস্থিত চুটিয়াগ্রাম—যাহা বর্ত্তমান রাঁচী সহরের অন্তর্ভুক্ত, এবং রাঁচী রেল ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত—ঐ নাগবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। এই চুটিয়া হইতেই চুটিয়া নাগপুর—অধুনা ছোটনাগপুর নামের উদ্ভব হইয়াছে। কুকড়া অঞ্চলের কোনও অংশ যে ঝাড়খণ্ডের কোনও কোনও অংশের সহিত মিলিত ছিল কিনা তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে রেনেলের ম্যাপে একটু আভাষ পাওয়া যায় যে অধুনা রাঁচী জেলায় অবস্থিত বুণ্ডু, রাহে, তামাড়, সিলি অঞ্চলগুলি যাহা পাঁচ পরগণা নামে অভিহিত সেগুলি খুকড়া রাজ্যের সামিল ছিল না, এবং রাঁচী ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার হইতে আরও জানা যায় যে, এই অঞ্চলগুলি ইংরাজ আমলে রাতুর রাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। রাঁচীর নাম 'রাতু' হইতেই হইয়াছে—বর্ত্তমানের ছোটনাগপুর মহারাজার বাসস্থান। সে যাহা হউক ইহা পরিষ্কাররূপে পাওয়া যাইতেছে যে, ছোটনাগপুর মহারাজের পূর্ব্ব পুরুষগণের অধিকৃত স্থানকেই চুটিয়া নাগপুর ওর্ফে কোকৃড়া নাম দেওয়া হইয়াছিল। এই চুটিয়া নাগপুর ওর্ফে কোকৃড়ার সহিত বিহারের আদান প্রদানের উল্লেখ মুসলমান রাজত্ব সময়ের কাগজপত্রে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে চুটিয়া নাগপুরের পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-স্থিত জমীদারীর (অর্থাৎ মানভূম এবং সিংভূম জিলার) সহিত বিহারের কোনও আদান প্রদান ছিল না। এ সব জমিদারী বাংলা দেশেরই অন্তর্গত ছিল; এবং ইংরাজদের দেওয়ানী পাইবার সময় উক্ত অঞ্চলগুলি মেদনীপুর, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলাভুক্ত ছিল—রেনেলের ম্যাপে ইহা খুবই স্পষ্ট দেখা যায়। ১৮০৫ সালে যে জঙ্গল মহল জেলা গঠিত হইল, তাহার ভিতর ধলভূম, মানভূম, পঞ্চকোট, বাঁকুড়া জিলার অধিকাংশ ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ ছিল; এই জঙ্গল মহল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের হেড কোয়াটারস্ করা হইল বাঁকুড়ায়,—বিহার প্রদেশের কোনও স্থানে নহে। ১৮৩৩ সালে জঙ্গল মহল ভাঙ্গিয়া কিছু অংশ বর্দ্ধমানে দেওয়া হইল, বাকী অংশ (অর্থাৎ ধলভূম ও বাঁকুড়ায় অবস্থিত আটটি জমিদারী সমেত) মানভূম জেলায় পরিণত হইল। এই সময়েই মানভূম ও নাগবংশীয় রাজাদের দেশের প্রথম সম্মেলন হইল, অর্থাৎ উভয়ের উপর

একজন Political Agent for South Western Frontier বসান হইল। ১৮৫৪ সালে ইহাকেই ছোটনাগপুর কমিশনারীতে পরিণত করা হইল। ইহার দ্বারা রাঁচী বা মানভূম বা ছোটনাগপুর কমিশনারী (বিভাগ) বিহার ভুক্ত হইল এ কথা বলা চলে না। তখন পর্য্যন্ত বিহারীদের রাঁচী জেলাতে বিদেশী বলিয়াই গণ্য করা হইত। (Hunter's statistical Account of Lohardaga—৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। এবং তাহার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত মানভূম ও ধলভূমের দেওয়ানী মোকদ্দমা ও দায়রার কার্য্য বাঁকুড়ার জজই করিতেন। ১৯১০ সালে এই বন্দোবস্ত বদলাইয়া পুরুলিয়াতে একটি জজ আদালত হইল এবং সিংভূম ও সম্বলপুর, এই আদালতের এলাকাধীন করা হইল। ইহা দ্বারা সম্বলপুর যে বিহারীর দেশ বা বাঙ্গালীর দেশ হইল, কোনও বাতুলেও একথা বলিতে পারে না। মানভূম ও ধলভূম ছোটনাগপুর কমিশনারীতে যাওয়ায় বিহারীর দেশ হইয়া গেল সে কথা বলাও এরূপই অসঙ্গত। ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রমুখ বিহারের নেতারা এই রূপই বলিতেছেন।

পরের প্রবন্ধে উক্ত বিষয় আরও বিশদভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

হিন্দী প্রচার ও নির্য্যাতিত কর্মী

(শ্রীমথন চন্দ্র মাহাত)

হিন্দীর ব্যাপারটা আমাদের জিলায় যে রূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার নিজের সম্বন্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

গত ৩রা জানুয়ারী পুরুলিয়া ফরেষ্ট অফিসে সদর মানভূমের ৫৫টী জঙ্গল ডাকে বিলি হইবে সংবাদ পাইয়া পুরুলিয়াতে যাই। যাহারা পূর্বে জঙ্গল ডাকিয়া ছিল এমন কয়েকটী লোকের নিকট সংযোগ ক্রমে সংবাদ পাইয়াছিলাম।

উক্ত দিন সেখানে যাইয়া দেখিলাম যে বলরামপুরের শ্রী শ্রীনাথ জয়শোয়ালও সেখানে উপস্থিত আছেন। বেলা ২টায় ডাক আরম্ভ হইবার পূর্বে ডি, এফ, ও, ঘোষণা করেন যে সরকারী নির্দ্দেশে জঙ্গলগুলির শতকরা ১০ ভাগ নির্য্যাতিত কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বিলি হইবে। এই সময় শ্রীনাথবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি পলিটীকেল সাফারারের সার্টিফিকেট আনিয়াছেন কি না? না হইলে ডাকিতে পারিবেন না। আমি বলিলাম যে আমি নিজেকে পলিটীকেল সাফারার বলিয়াই মনে করি। প্রয়োজন হইলে পরে দরখাস্ত করিয়া সার্টিফিকেট লইব। শ্রীনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি আপনি আনিয়াছেন? তিনি বলিলেন—হাঁ। অথচ ইনি কোন দিনই সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই। বর্ত্তমানে হিন্দী প্রচারে ইনি ডিপুটী কমিশনারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

ডাক সুরু হইলে ডি, এফ, ও, আমার নাম জিজ্ঞাসা করেন এবং জানান যে সাতদিনের মধ্যে ডিপুটী কমিশনারের নিকট হইতে সার্টিফিকেট দাখিল করিতে না পারিলে ডাক নাকচ হইয়া যাইবে। যাহা হউক সর্বোচ্চ ডাকে আমার নামে তিনটী জঙ্গল উঠে—(১) বামনি (আড়ষা); (২) তানাসী (আড়সা) (৩) পারডি (বাঘমুণ্ডি)। নিয়ম মত শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে ৮০০৲ টাকা জমা দিই।

সঙ্গে সঙ্গে ৫ই জানুয়ারী ডি, সির নিকট পলিটীকেল সাফারার হিসাবে সার্টিফিকেটের জন্য কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সম্পাদকের অনুমোদন সহ দরখাস্ত দেই। এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে একজন সামান্য সৈনিক হিসাবে ১৯৪১ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে আমার কারাবাস এবং ১৯৪২ সালে ৪ বৎসর সাজা হয়—১৪ মাস জেলে থাকিতে হইয়াছিল।

কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সার্টিফিকেট পাওয়া গেল না। গত ২৬শে জানুয়ারী ডি, এফ, ও, সরকারীভাবে চিঠিতে আমাকে জানাইয়াছেন যে,—সময় মত সার্টিফিকেট দাখিল না করিতে পারায় আমার ডাক নাকচ হইয়া গেল।

গত ২০শে জানুয়ারী, আমার দরখাস্ত সম্বন্ধে ডি, সির আদেশের নকলের জন্য দরখাস্ত করি। ১৫ই ফেব্রুয়ারী নকলের সার্টিফাইড কপি পাই তাহাতে দেখা যায় যে—১৭ই জানুয়ারী তারিখে ডি, সি, দরখাস্তটী শুধু 'ফাইল' করিবার অর্ডার দিয়াছেন। ইহার অর্থ যে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে না।

আমার জঙ্গলের ডাক নাকচ হওয়ার চিঠি পাইয়া আমি ১৫ই ফেব্রুয়ারী ডি, এফ, ওর অফিসে যাইয়া সিকিউরিটি টাকা ফেরতের দরখাস্ত করিলাম। তিনি টাকা ফেরত দিবার অর্ডার দিয়া পাশবুকে সহি করেন এবং আমাকে ডাকিয়া বলেন যে—দেখুন মথনচন্দ্র জী, আপনারা অপরের চালে চলিতেছেন, সেইজন্য আপনার সার্টিফিকেট মিলিল না। আর দেখুন আপনি বর্ত্তমানে কংগ্রেস গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে প্রচারের পার্ট লইয়াছেন।

আমি বলিলাম—আমি কাহারও চালে চলি নাই এবং রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধেও কোন পার্ট লই নাই। তবে আমাদের মানভূমের ভাষা বাংলা তাহা আপনারা বা গবর্মেণ্ট উচ্ছেদ করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে বলিতেছি। আমরা যে মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছি তাহার দাবী করিতেছি। আর গবর্মেণ্ট যে আইন করিতেছেন সে অনুযায়ী কাজ করিতেছে না। প্রমাণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ বাবু তিনি 'আদিবাসী সেবা' নামক একটী পুস্তিকাতে প্রকাশ করিয়াছে যে—থানা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া জঙ্গলের কূপ খোলা হইবে, কিন্তু আমরাত কিছুই খবর পাই না।

ডি, এফ, ও বলিলেন—দেখুন এখন ত কংগ্রেস কমিটী বলিয়া কিছুই নাই অতএব আপনাদেরই খবর লইতে হইবে।

ইহার পর আমাকে প্রাইভেট ভাবে ডাকিয়া বলিলেন যে—দেখুন আপনি একজন সমজদার আদমী, তবে কেন এই ভূল করিতেছেন?

আমি চলিলাম—আমি কোন ভূল করি নাই।

তিনি বলেন—আপনাদের ভাষা কি? আমি বলিলাম—বাংলা।

ডি, এফ, ও বলিলেন—না তোমাদের ভাষা কুড়মালী।

আমি বলিলাম—না কুড়মালী নয়। আমি নিজে কোনদিনই কুড়মালি কথা জানিনা, আমার থানায় ও অঞ্চলে কেহই কুড়মালি জানেনা। আমাদের ভাষা বাংলা এবং সেইটাই আমাদের রাখিতে হইবে—তাহার সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা শিখা যাইবে। আমাদের মানভূমে সকলেই বাংলা লেখাপড়ায় শিক্ষিত। বাংলা বাদ দিয়া যদি হিন্দী হয় তবে আরও আমরা ১০০ বছর পিছনে পড়িয়া থাকিব। আর আপনি চাকুরীর কথা বলিতেছেন—কিন্তু চাকুরী কতজন লোককে কে দিতে পারিবে? কাজেই আমাদের সংসারী কাজ কর্ম চালাইবার জন্যও হিন্দী শিখিতেই হইবে—তাহার কোন মানে নাই।

তিনি বলিলেন—আপনি একটী লিখিয়া দিন যে বাংলাভাষা সম্বন্ধে কোন পার্ট লইবেন না তাহা হইলে আপনার শেষের ডাকের জঙ্গলটী অপরকে দেওয়া হইয়াছে, বাকীগুলির জন্য বিবেচনা করা হইবে। তিনি পাশবুকে যে সাহি করিয়াছিলেন তাহা কাটিয়া ফেলিয়া বলিলেন—আপনি কাল আসিবেন।

আমি বলিলাম—না আমি আর জঙ্গল লইব না।

তখন তিনি আবার পাশবুকে সহি করিয়া দেন। আমি চলিয়া আসি।

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। কিন্তু অবস্থাটা কি দাঁড়াইয়াছে আজ সকলকে তাহা অনুধাবন করিতে বলি।

রাঁচীতে আদিম জাতি শিক্ষক সম্মেলনের বিবরণ

লিখিত—১। শ্রীরশনা প্রসাদ মূর্ম্মু (মাজুরা মড়া) ২। শ্রীখাতুরাম টুডু (লহাট) ৩। শ্রীশুকুদেব মূর্ম্মু (সিজা) ৪। শ্রীমঙ্গল মূর্ম্মু (মাড়বেড্যা) ৫। শ্রীঅনন্ত হেমরম্ (মাড়বেড্যা) ৬। শ্রীমনসারাম টুডু (ভমনকিয়ারী) ৭। শ্রীকমলাকান্ত মাঝি (শুঁড়া) ৮। শ্রীমঙ্গল মাড্ডি (শ্যামপুর)।

ছোটনাগপুর বিভাগের আদিম জাতি সেবা মণ্ডলের মন্ত্রি শ্রীনারানজী ও মানভূমের শ্রীফনি ব্যানারজি মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতে সম্মেলনে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাই ৩১।১।৪৯ তারিখের সন্ধ্যায় রাঁচি পৌছান চাই।

তাই ফণীবাবু মহাশয়ের লিখিত মত ৩০।১।৪৯ তারিখের সন্ধ্যায় পুরুলিয়া জিলা কংগ্রেস অফিসে পৌছিয়া, রাত প্রায় দশটা পর্য্যন্ত অফিসের বাহিরে ঠাণ্ডায় বসিয়া, ফণী বাবুর কোনরূপ খোঁজ খবর না পাইয়া, তাহার দ্বারা আমাদের নিকট লিখিত ব্যবস্থার প্রাথমিক

অবস্থা দেখিয়া, সঙ্কিত ও বিষন্ন মনে মুক্তি প্রেসে গিয়া রাত্র যাপন করি। সঙ্গে আরও ৪।৫ জন শিক্ষক আমাদের মত কষ্টভোগ করেন।

আমরা (শ্রীরসনা প্রসাদ মূর্ম্মু ও শ্রীমঙ্গল মাড্ডি) ভোরে কংগ্রেস কর্মী, ভীমচরণ ভৌমিককে সঙ্গে লইয়া রাঁচি যাওয়া স্থির করিয়া, অন্যান্য শিক্ষকগণের ও ফণী বাবুর খোঁজে বাহির হই। রাস্তায় শ্রীমহেশ্বর মাহাত কংগ্রেস সভাপতি মহাশয়ের সহিত দেখা হয়। দেখা হইলে কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা বাংলাও নয়, হিন্দিও নয়, সেই হেতু হিন্দিভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে ভাষারূপে গ্রহণ করা শ্রেয় ইহাতে প্রতিবাদ করিলে চুপ করিয়া চলিয়া যান। এনার কাছেই শুনি যে ফণী বাবু লক্ষণপুর গিয়াছেন। কখন আসিবেন জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক বলিতে না পারায়, আমরা অন্য শিক্ষকগণের খোঁজে যাই। পথে ছয় জন শিক্ষকের সহিত মিলিত হইয়া, পরস্পর দুরবস্থার কথা শুনিয়া, ফণী বাবুকে যে একেবারেই বিশ্বাস করা চলেনা, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া ট্রেনযোগে ৩১।১।৪৯ এর সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাঁচি পৌছি। এইদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মোট পনর জন শিক্ষক নিবারণ আশ্রমে পৌছি।

ফণী বাবুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই মতবিরোধ হইতে থাকে। প্রোগ্রামের পর প্রোগ্রাম—প্রোগ্রামের যেন শেষ নাই। কেহ কাহারো সহিত মিলিত হইবার সময় পাইতেছে না। পাঁচটী জেলার শিক্ষক আসিয়া পৌছিয়াছেন। মানভূমের শিক্ষকগণের হইয়া আমরা শ্রীরসনা প্রসাদ মূর্ম্মু ও শ্রীবনমালী মাহাত (বান্দোয়ান থানা) প্রভৃতি অন্যান্য জিলার শিক্ষকগণের সহিত শিক্ষক মণ্ডলির তরফ হইতে কি কি দাবী উত্থাপন করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম। দাবী সম্বন্ধে একটা সাধারণ আলোচনা শেষ করিয়া, ১।২।৪৯ তারিখে সকালে মাননীয় মন্ত্রি শ্রীঅনুগ্রহ নারান সিংহ আসিলে (সকাল ৮ আটটার দিকে) দাবী উত্থাপন করিব স্থির করা হইল। কিন্তু দাবী উত্থাপনের কোনও সুযোগ না পাওয়ায় ও মন্ত্রি শিক্ষকগণের সুবিধা অসুবিধার কথা কোন না জিজ্ঞাসা করায়, শিক্ষগণের মনে অসন্তোষের ভাব দেখা গেল। ১।২।৪৯ তারিখে নিবারণ আশ্রমে বক্তৃতার পর শ্রীঠক্কর বাপা, মন্ত্রি শ্রীঅনুগ্রহনারাণজী ও শ্রীনারাণজী অন্যত্র চলিয়া যান। এই তারিখে ২ ঘটিকার সময় আবার মিটিং বসে। সব-কিছু হিন্দিতে হওয়ায়, মানভূম শিক্ষকগণ কিছু বুঝিতে না পারায়, শ্রীরসনা প্রসাদ মূর্ম্মু মহাশয় বাংলায় বুঝাইয়া-দিতে অনুরোধ করেন। এই সময় সভামণ্ডপ হইতে কেউ কেউ বলিয়া উঠেন ওঃ মানভূম ব্যাচ—মানভূম ব্যাচ। শ্রীরমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতে বলেন পরে বুঝাইয়া দিব। উপস্থিত এক মহিলা বলেন—এখনই বোঝান হোক। কিন্তু হইল না। আমরা দর্শক হিসাবে সবাইকার মুখপানে চাহিয়া থাকি। সভা ভঙ্গের পর পাচ জেলার শিক্ষকগণ স্থির করি যে ২।২।৪৯ তারিখে সকাল বেলা মাননীয় শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়জী আসিলে, দাবী উত্থাপন করা হইবে। ২।২।৪৯এর সকালে পাঁচ জিলার হইয়া মিঃ এলাইস, মিঞ্জ দাবী উত্থাপনের জন্য দাঁড়াইলে, কৃষ্ণবল্লভজী বসাইয়া দেন ও তাড়াতাড়ি সভা শেষ করিয়া চলিয়া যান। আমরা মিঃ এলাইস্ মিঞ্জ সহ আশ্রমের বাহিরে শ্রীঠক্কর বাপার মোটরের কাছে আসিয়া, ঠক্কর বাপাকে মোটরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, দুমিনিটের জন্য দাবীগুলি শুনিতে অনুরোধ করিলে—যাও যাও এখন হইবে না বলিয়া বলেন। ইহাতে শিক্ষকগণের মনে আরো অসন্তোষের ভাব দেখা যায়। মিঃ এলাইস্ মিঞ্জ এই দিবস ২ ঘণ্টার সময় যে মিটিং হইবে, ঐ সময়ে দাবী উত্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। আবার মিটিং সুরু হইলে, কিছুক্ষণ পরে মিঃ মিঞ্জকে সভামণ্ডপে ডাকিয়া—কি পরামর্শের পর, মিঃ মিঞ্জ দাবী উত্থাপনে অসমর্থ বলিয়া দুঃখিত হন। আমরা ব্যাপারটি ঘোরাল দেখিয়া, দাবী সম্বন্ধে বলিবার জন্য সময় চাই, তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে বলা শেষ হইলে, ভোটে দেওয়া হয়—প্রায় সবাইকে হাত উঠাইতে দেখিয়া সভামণ্ডপ হইতে বলা হয় না না অন্য প্রস্তাবের জন্য ভোট লওয়া হইতেছে, হাত নামান। সেবা মণ্ডলের মন্ত্রি নারানজী বহুক্ষণ ধরিয়া শিক্ষকগণকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। সভা ভঙ্গের কিছু পূর্ব্বে নারাণজী শিক্ষক-গণকে বলেন—আজই আপনারা যার যা বেতন বাকি আছে অফিস হইতে লইবেন। আর ৩।২।৪৯ তারিখের মিটীং আর হইবে না, সন্ধ্যায় খাওয়া শেষ করিয়া বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হোন।

(ক্রমশঃ)

অনধিকার প্রবেশ

অরুণচন্দ্র ঘোষ

জেলা স্কুল হইতে ছাত্রদের নাম প্রত্যাহার করার ব্যাপারে জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষের অন্যায় ব্যবহার ও নাম প্রত্যাহারে বাধা দানের সংবাদ জনসাধারণ পাইয়াছেন। বিগত ৯ই হইতে ১২ই ফেব্রুয়ারী হরতাল ও তিনদিনের স্কুল বিরতির যে কর্মতালিকা লওয়া হইয়াছিল—তাহা দ্বারা সাধারণভাবে মাতৃভাষা উচ্ছেদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার সঙ্গে জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জানাইবারও উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হয়। জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষের অন্যায় ব্যবহারের এই ঘটনাটির বিশদ বিবরণ শীঘ্র জানান হইবে লেখা হইয়াছিল। বিবরণ দিতে বিলম্ব হইল। জেলার চতুর্দ্দিকে বহু প্রকারের যে সকল অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার সমস্ত বিবরণ যথাসময়ে দিতে গেলে জনসেবীদের কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া ঐ লইয়াই থাকিতে হয়। তথাপি অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য কিছু কিছু আলোচনা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আলোচ্য ঘটনাটিও এই আবশ্যকীয় পর্য্যায়ের। কারণ নাগরিক স্বাধীনতার স্বরূপ ও শাসন-স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা কি দাঁড়াইয়াছে তাহার নমুনা সমূহের মধ্যে ইহা একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত।

জেলা স্কুলে মাতৃভাষা উচ্ছেদের অনাচারের যখন অবসান হইলনা তখন অভিভাবকগণ ছাত্রদের স্কুল হইতে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রদের নাম তুলিয়া লওয়ার তারিখ নির্দ্ধারিত হয়। এই সিদ্ধান্তের পূর্বেই অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছিল তাহা জানিয়া রাখা দরকার। মাতৃভাষা উচ্ছেদের ব্যাপার লইয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই নানাপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া অবস্থা জটিল করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যাহারপত্র গ্রহণ করিতে কর্তৃপক্ষ নানা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবেন আশঙ্কা করাও যাইতেছিল। কাজ যখন সম্মিলিত ভাবে চলিতেছে, তখন, একসঙ্গে প্রত্যাহার পত্রগুলি লইয়া গেলে, কাজেরও সুবিধা হইবে এবং গোলযোগের হাত হইতে এড়ানোর ব্যবস্থা করা যাইবে—এই উদ্দেশ্য লইয়া আমি বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অভিভাবকদের প্রতিনিধি স্বরূপ ছাত্রদের প্রত্যাহার করার সংকল্প সম্বলিত তাঁহাদের পত্রগুলি বেলা ১১॥০ টার সময় জেলা স্কুলে হেডমাষ্টার মহোদয়ের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করি। প্রথমে আমার দুইটি সহকর্মীকে পাঠাই। হেডমাষ্টার চিঠিগুলি গ্রহণ না করায় আমি ১২ টার সময় হেডমাষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বলেন, চিঠি দিবার জন্য অভিভাবকদের নিজে আসিতে হইবে। আমি তাহাতে জানাই—লোক মারফত চিঠি আনিলে সকলেই গ্রহণ করে। আমি সকলের প্রিয়নরূপে আসিয়াছি আপনার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবার কিছু নাই। এ বিষয়ে বাদানুবাদের পর তিনি বলেন—আপনি আমাকে জোর করিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। আমি তাহাতে জানাই যে, অভিভাবকগণের চিঠি লিখিবার এবং তাহা লোকমারফত পাঠাইবার অধিকার আছে এবং ছাত্রদের হেডমাষ্টার-রূপে তাহাদের অভিভাবক কি জানাইতেছেন তাহা গ্রহণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না গ্রহণ করিবার বিষয়ে আপনিই জোর খাটাইতেছেন। তাহাতে হেড-মাষ্টার বলেন—আমার কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে। উত্তরে আমি বলি জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার আপনি। আপনাকে লিখিত, চিঠি পত্র গ্রহণ করিবেন কি না তাহাতেও আপনাকে কর্তৃপক্ষের আদেশ লইতে হইবে! চিঠি আসিয়াছে আপনি গ্রহণ করুন। চিঠি বিষয়ে আপনারা কি করিবেন সে বিষয়ে আপনারা কর্তৃ-পক্ষের আদেশ লইতে পারেন। কিন্তু অভিভাবকদের চিঠি গ্রহণ না করার কিছু নাই; না করিলে আপনার অন্যায় হইবে। তাহাতে রাজী না হওয়ায় আমি বলি যে, একে আপনারা শিক্ষার নামে এক গভীর অবিচার করিয়াছেন,—বে-আইনীভাবে ছাত্রদের অধিকার নষ্ট করিয়াছেন,—ছাত্রেরা স্কুল পরিত্যাগ করিতে চায় তাহা-দের প্রত্যাহার পত্র গ্রহণ করিতেও এখন আপনাদের সাহস নাই। তিনি বলেন—আমার এখন কাজ আছে, যান—আমি লইতে পারিব না। আমি বলি এই ভাবে আচরণ আমার প্রতি ভদ্রতা ও রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি। উনি বলেন—আপনি একজন গেজেটেড অফিসারকে এই সকল বলিয়া অপমান করিতেছেন। আমি বলি অফিসারের আচরণই অসম্মানজনক হইতেছে—তিনি আবার অপ-

রের উপর অসম্মান করার দোষারোপ করিতেছেন। অবশেষে তিনি দুইটার সময় ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে—আমি চলিয়া আসি। দুইটায় উপস্থিত হইলে হেডমাষ্টার বলিতে সুরু করেন—আমি চিঠি গ্রহণ করি না আমার অফিসে চিঠি নেয় ইত্যাদি। আমি বলি যে, আমি অফিস জানি না—আপনি অফিসকে চিঠি লইতে নির্দ্দেশ দিন। কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া ঐ জাতীয় কথাই বলিতে থাকেন। পরিশেষে আমি যখন বলি যে, আপনার কর্তৃপক্ষ কি এখন এই ভাবে আচরণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন? তখন তিনি কেরানী বাবুকে ডাকিয়া চিঠি লইতে নির্দ্দেশ দেন। প্রথম দিনের ইহাই পালা।

দ্বিতীয় দিনে ১১টার সময় একজন সহকর্ম্মীকে কতক-গুলি প্রত্যাহার পত্র দিতে পাঠাই। সে ফিরিয়া আসিয়া বলে যে—তাঁহাকে হেডমাষ্টার স্কুল হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়াছেন। আমি চিঠিগুলি লইয়া ১১॥০ টার সময় হেডমাষ্টারের কাছে গিয়া বলি যে, আপনি আমার সহকর্ম্মীকে স্কুল হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়াছেন? তিনি বলেন, না আমি সেভাবে বলি নাই। অভিভাবক-দের আসিতে হইবে। আমিও পূর্বদিনের মত যুক্তিতর্ক করিতে থাকি। বাদানুবাদ হইতে হইতে তিনি উত্তেজিত হইয়া বলেন—আপনারা রোজ রোজ গোলমাল সৃষ্টি করিতে আসিতেছেন। আমি তাহাতে দৃঢ়ভাবে বলি যে, চিঠি লওয়ার মত স্বাভাবিক ব্যাপার লইয়া আপনারাই বাধা সৃষ্টি করিতেছেন—চিঠি লওয়ার এখন সাহস আপনাদের নাই তাই আপনারাই গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছেন। সমস্ত মানভূমব্যাপী আজ আপনারা গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া আমাদের উপর গোলযোগের দোষারোপ করিতেছেন! উত্তরে তিনি উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত হইয়া আমাকে ইংরাজীতে বলিতে থাকেন—স্কুল হইতে বাহির হইয়া যাও—এখুনি বাহির হইয়া যাও। আমি তাহাতে বলি—আপনাদের সাহস অত্যন্ত বেশী হইয়াছে—জনসাধারণের টাকায় এই স্কুল আমাদের—আপনারা আমাদের নিয়োজিত সেবক—কিন্তু আজ আপনারা আমাদের সঙ্গে এই ভাবে ব্যবহার করিতে সাহস পান! আমি আপনাকে জানাইয়া যাইতেছি—জনগণ এই সকল অনাচার কখনো সহ্য করিবে না। ইহার প্রতিবিধান করিবে। উনি তখন অসহিষ্ণুতার ভঙ্গীতে বলিতে থাকেন—আপনি চলিয়া যান—চলিয়া যান হাত জোড় করিয়া বলিতেছি—চলিয়া যান। ঐ কক্ষে আর একটি ব্যক্তি (সম্ভবতঃ কোনো মাষ্টার) ছিলেন—তিনি বলেন যে চিঠি গ্রহণ করার জন্য প্রাপ্তিসূচক পৃথক পৃথক রসিদ সই করিবার ঝঞ্ঝাট করিতেছেন বলিয়া উনি লইতে চান না। আমি বলি এক কাগজে আমি সব নাম লিখিয়া একটা সই লইবার ব্যবস্থা করিয়া উঁহার ক্লেশ দূর করিতে পারি। হেডমাষ্টার গর্জ্জন করিয়া বলেন—তাহাতেও হইবে না। আমি চলিয়া আসিবার সময় এই কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি চিঠি লইতে চান কিনা তিনি জানান—না। আমি স্কুল পরিত্যাগ করি।

পরদিন হেড মাষ্টারকে এই মর্ম্মে এক চিঠি দিই যে, যে কোনো লোকের চিঠি বহন করিয়া কোনো জন-প্রতিষ্ঠানে দিবার অধিকার দেশের যে কোনো লোকের আছে;—এই নিয়তম অথচ অপরিহার্য্য অধিকারও আজ আপনাদের ন্যায় আমাদের কংগ্রেসী সরকারের কর্ম্মচারী-দের দ্বারা অস্বীকৃত হইতেছে। সরকার কংগ্রেস নীতিকে অনুসরণ করিয়া চলিবার মনোভাব রাখিলে এই সকল আচরণ সরকার দ্বারা কখনই সহ্য করা চলেনা। তাহা ছাড়া আপনি একজন নাগরিকের প্রতি গভীর অমর্য্যাদা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল আচরণ আমি নিতান্তই অভদ্রতাপূর্ণ দুর্ব্যবহার বলিয়া মনে করি এবং আইনের চক্ষেও ইহা অপরাধ বলিয়া মনে করি। জনগণের অধিকার হরণের যে কার্য্য সরকার করিয়াছেন তাহার সঙ্গীরূপে আপনারাও বহু প্রকার অন্যায় গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি নিজের কার্য্য বিচার করিয়া উপলব্ধি করুন আপনি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন কিনা এবং জনগণের যে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে রাজী আছেন কিনা। আমি আপ-নার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিব। তাহার পর আমার অধিকার ও নাগরিকের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি আমার নিজের পন্থায় প্রতীকারে অগ্রসর হইব।

শুনিতেছি, এই চিঠির পর জেলা স্কুলে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গান হইয়াছে যে, চিঠিপত্র আনিলে গ্রহণ করা হয়।

এবং ইহাও শুনিতেছি একটা মোকদ্দমার চেষ্টা হইতেছে যে, কাজে ব্যস্ত থাকায় চিঠিপত্র পরে লইবার বিনীত অনুরোধ করা সত্ত্বেও হেড মাষ্টারকে চিঠি লইতে বাধ্য করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করা হয় ও স্কুল চলিবার কাজে বাধা প্রদান করা হয়। অতএব অনধিকার প্রবেশের মোকদ্দমা কেন ধার্য্য হইবে না।

আজ যাহারা জেলার ভাষার উপর, শিক্ষার উপর, শান্তির উপর, সম্প্রীতির উপর অনধিকার প্রবেশ করিয়া জেলাকে মহামারির উপদ্রবে পীড়িত করিয়াছে—তাহারা আজ অনধিকার প্রবেশের অপরাধী হইবে না—হইব আমরা। যাহারা ঐ সকল অপরাধের জন্য কঠোর অপরাধে অপরাধী তাহারা আজ মোকদ্দমা করিবে আমাদের উপর। স্বেচ্ছাচারিতার সহিত মিথ্যাচারও যে ঘটিবে তাহা স্বাভাবিক।

মাতৃভাষার উচ্ছেদ ও প্রতিক্রিয়া

সিংভূম—বিহার প্রদেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা উঠাইয়া দিবার ফলে নানাস্থানে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে। সিংভূম জেলায় মনোহরপুরে বাঙ্গালা ভাষীদের দ্বারা স্থাপিত দুইটী বিদ্যালয় হইতে শিক্ষার মাধ্যম বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দি প্রবর্ত্তন করার বিরুদ্ধে তথাকার অভিভাবকগণ তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে।

রাঁচী—রাঁচী জেলা স্কুলের দুইশত ছাত্র ধর্ম্মঘট করে। অভিভাবকগণ ভাষা সম্বন্ধে এই দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মানভূম

হুটমুড়া—গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষার মাধ্যম উচ্ছেদের প্রতিবাদে জেলা স্কুলের প্রতি সহানুভূতিতে হুটমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করে। স্কুলে বিশেষ ছাত্র উপস্থিত না হওয়ায় স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

মানবাজার—১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে মানবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রগণ বাংলার মাধ্যম উচ্ছেদের প্রতিবাদে ও হুতন পাঠ্য তালিকায় জোর করিয়া হিন্দি চাপাইবার প্রতিবাদে দুই দিন ব্যাপী ধর্ম্মঘট পালন করে। একটী ছাত্রও স্কুলে উপস্থিত হয় নাই। সম্মিলিত ছাত্রগণ ছাত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ সিংহ ঠাকুরকে সভাপতি করিয়া ছাত্রদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার ও মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য একটী কমিটি গঠন করিয়াছে।

চেলিয়ামা (রঘুনাথপুর)—গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী চেলিয়ামা উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মাতৃভাষা উচ্ছেদের প্রতিবাদে প্রতীক ধর্ম্মঘট করে। ধর্ম্মঘটের পূর্বে তাহারা স্ব স্ব স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট এই মর্মে জানায় যে, মাতৃভাষার মাধ্যম উচ্ছেদের প্রতিবাদে তাহারা ধর্ম্মঘট করিতেছে। সমস্ত ছাত্ররা মিলিত হইয়া একটী শোভাযাত্রা বাহির করে।

আদ্রা ও কাশীপুর—ইহা ব্যতীত আদ্রা, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানের উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও ধর্ম্মঘট করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

ভাগাবাঁধ চাকলতা গ্রামে হরতাল

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী উক্ত দুইটী গ্রামের জনসাধারণ মানভূমে বাংলা ভাষার উচ্ছেদ ও কর্তৃপক্ষের জনসাধারণের প্রতি অবিচার ও অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ও জেলা স্কুলের ছাত্রগণের ধর্ম্মঘটের সহানুভূতিতে দোকান-পাট কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া পূর্ণ হরতাল পালন করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও স্কুলে যাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিল।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের হস্তক্ষেপের আশ্বাস—

পুরুলিয়া জেলা স্কুলের ব্যাপারের প্রতিকারের জন্য কলিকাতার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ রক্ষিত মহাশয় কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের নিকট তার করেন ও চিঠি লেখেন। তাহার উত্তরে মৌলানা আজাদ ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়াদিল্লী হইতে পৃথক, পৃথক পত্রে দুইজনকে জানান যে—"তিনি এই বিষয়টী নিজের হাতে লইয়াছেন এবং আবশ্যকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।"

শিক্ষায় আবলম্বন—

পুরুলিয়াতে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে মিউনিসিপ্যাল এম, ই, স্কুলে জেলা স্কুল হইতে যাহারা নাম তুলিয়া লইয়াছে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কোচিং ক্লাস সুরু হইয়া গিয়াছে। প্রত্যহ সকালে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এই ক্লাস চলিতেছে। জেলা স্কুল হইতে প্রত্যাগত ছাত্ররা সকলেই এই কোচিং স্কুলে দলে দলে ভর্ত্তি হইতেছে। সহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, পোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ ও শিক্ষিত যুবকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। পুরুলিয়ার জনসাধারণ এবিষয়ে দৃঢ় সংকল্প যে নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে কিন্তু অন্যায় ও অপমানকর জুলুম তাহারা মানিয়া লইবে না। এবিষয়ে একটী সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর স্থল অবিলম্বে প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ধর পাকড়

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বৈকাল প্রায় ৩টা হইতে ৫টার মধ্যে একদল সশস্ত্র কনেষ্টেবল সহ কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী পুরুলিয়ার নানাস্থান হইতে চারিজন ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উক্তদিন রাত্রিতে আদ্রা হইতেও চারিজনকে গ্রেপ্তার করিয়া পুরুলিয়া আনা হয়। তাহাদের সকলকেই সারারাত পুরুলিয়ার থানার হাজতে রাখিয়া ২০শে বৈকালে জেলখানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ওয়ারেণ্ট ছিল না বলিয়াই প্রকাশ। গ্রেপ্তারের কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ১। শ্রীকালিপদ মুখার্জ্জি—পুরুলিয়া নীলকুঠি-ভাঙ্গার সাব পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার। ২। শ্রীসুধীর কুমার চট্টরাজ—নড়িহা, বালিকা বিদ্যালয়ের কেরানী। ৩। শ্রীফটীকচন্দ্র সরকার—সরকার পাড়া, টিকেট কালেক্টর পুরুলিয়া ষ্টেশন। ৪। শ্রীসুশীল কুমার দাস গুপ্ত—নীলকুঠিভাঙ্গা, সরকারী আদেশে পুরুলিয়া সহরে অন্তরীণ। ৫। শ্রীগোপীমোহন মিত্র—আদ্রা, রেল কর্ম্মচারী। ৬। শ্রীসুন্দরী মোহন মুখার্জ্জি—আদ্রা, রেলকর্ম্মচারী। ৭। শ্রীনির্ম্মল কৃষ্ণ সিংহ—আদ্রা, রেলকর্ম্মচারী। ৮। শ্রীজগদীশচন্দ্র বর্ম্মা—আদ্রা, রেলকর্ম্মচারী।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের মৃত্যু

পশ্চিম বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব কিরণশঙ্কর রায় গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বাসভবনে মারা গিয়াছেন। তিনি গত দুইমাস যাবত পীড়িত ছিলেন।

মানভূম শিক্ষক সংঘ বিজ্ঞপ্তি

সমগ্র মানভূম প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের সভ্য মহোদয়গণের জ্ঞাতার্থে, বিহার সংযুক্ত শিক্ষক সংঘর্ষ সমিতির নির্দ্দেশ পত্রের বাঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রিয় মহাশয়!

১১।২।৪৯ তারিখে বিহার সরকার শিক্ষকদের বেতনের স্কেল সম্বন্ধে যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতি বিচার করিয়াছেন। স্কেল অসন্তোষজনক কিন্তু দেশ ও প্রান্তের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তথা প্রেস এবং জনসাধারণের আবেদনকে দৃষ্টিকোনে রাখিয়া ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে যে হরতাল হইবার কথা ছিল তাহা স্থগিত রাখিবার আদেশ সকল শিক্ষককে দেওয়া হইতেছে। এই সমিতি জেলা সংঘর্ষ সমিতিকে এই নির্দ্দেশ দিতেছে যে, তাহারা আগামী ৩১শা মার্চ্চের মধ্যে এই সম্বন্ধে যেন, আপনাপন মতামত পাঠাইয়া দেন—যাহাতে এপ্রিল মাসে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। হরতাল বন্ধ হওয়ার জন্য ১৭।২।৪৯ তারিখের শোভা যাত্রাও বন্ধ হইল।

স্বাঃ শ্রীভুবনেশ্বর মিশ্র। মহেন্দ্র প্রসাদ। বিন্দেশ্বর মিশ্র।
সংযুক্ত মন্ত্রী প্রচার মন্ত্রী মন্ত্রী

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বিহার সংযুক্ত শিক্ষক সংঘর্ষ সমিতির উপরোক্ত নির্দ্দেশ ক্রমে ১৪।২।৪৯ তারিখ হইতে প্রস্তাবিত শিক্ষক ধর্ম্মঘট সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হইল। সমগ্র মানভূম প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের প্রত্যেক শিক্ষক মহাশয়কে উপরোক্ত নির্দ্দেশ পালন করিয়া যথারীতি কার্য্য করিবার বিনীত নিবেদন জানাইতেছি ইতি—

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সরকার
সাধারণ সম্পাদক
সমগ্রমানভূম প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ

স্থানীয় সংবাদ

গান্ধীজীর মৃত্যু স্মৃতিবার্ষিকী —

গত ৩০শা জানুয়ারী বরাবাজার থানার টোকরিয়া গ্রামে—সুত্রযজ্ঞ, রামধুন প্রভৃতি দ্বারা গান্ধীজীর মৃত্যু স্মৃতিবার্ষিকী পালিত হয়। টোকরিয়া ও অন্যান্য গ্রামের বহু জনসাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঅম্বাযজ্ঞ —

আগামী ২৭শে হইতে ৩০শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত বরাবাজার থানার রাপড়ি গ্রামে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামীর উদ্যোগে শ্রীশ্রীঅম্বাযজ্ঞের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান হইবে।

হরিজন সম্মেলন —

গত ১লা ফাল্গুন রবিবার পুরুলিয়া অলঙ্গীড'ঙ্গায় হরিদাস জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হইয়াছে। ২রা ও ৩রা ফাল্গুন জিলার বহুস্থান হইতে আগত হরিজনদের লইয়া একটী সম্মেলনে হরিজন ও আদিবাসী সংস্কার সমিতির কার্য্য নির্বাহক কমিটীর পুনর্গঠন হয়। বর্ত্তমান বৎসরে শ্রীপহ্লাদচন্দ্র দাস সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

বান্দোয়ানে পুলিশ জুলুমের বিবরণ

মহাশয়,

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত 'মুক্তিতে' বান্দোয়ানে যে পুলিশ জুলুমের সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের অবগতির জন্য দিতেছি।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী আমি ও রাম মাহাত কয়েকজন মুনিব লইয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে যখন মাটী কাটার কাজ করিতেছিলাম তখন দেখা যায় যে ৫ জন মিলিটারী গ্রামের সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া নামপাড়ার দিক হইতে কিছু তরকারী কিছু কফি প্রভৃতি হাতে লইয়া আসিতেছে। আমার বাড়ীতে আসিলে সর্দ্দার আমাকে ডাকে। আমি বাহিরে আসিলে একজন মিলিটারী আমাকে বলে যে—আপনাকে কিছু তরকারী ও চাউল দিতে হইবে, আপনি এখানকার একজন বড় লোক। আমি বলিলাম আমার অপেক্ষা বহু বড়লোক বান্দোয়ানে আছে—তাহারা দৈনিক চোরাবাজার করিতেছে তাদের ধরলে অনেক মিলবে। আমরা গরীব দুঃখী লোক চাউল দিতে পারিব না। সরকার কি তোমাদের খাবার কোন ব্যবস্থা করে নাই? তাহারা বলিল সরকার ত সব কুছ করতা হ্যায়। বলিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহারা আমার আখের ক্ষেত হইতে আখ লইবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমার লোক কজন লইতে দেয় না। তারপর তারা কাঁশবহাল নিবাসী কানাই মাহাতর কাছ হইতে ৩টী পায়রা লইয়া যায়। আমি নমুনা স্বরূপ ব্যাপারটী দিলাম। ইহারা গ্রাম ও হাট যাইয়া যাহা করিতেছে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বহু অভিযোগ আসিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন কি?

ভজহরি মাহাত
গ্রাম—জিতান।

(২)

চাষে হিন্দী প্রচারের নূতন ধারা

মহাশয়,

নূতন বিধান অনুসারে যে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারে নির্ব্বাচক মণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুত হইতেছে তাহার জন্য প্রতি গ্রামে অবৈতনিক ইনুমরেটার নিযুক্ত করা হইয়াছিল সেই অনুসারে চাষ বাজারেও অবৈতনিকভাবে নিযুক্ত ইনুমারেটারগণ প্রতি গৃহের দেওয়ালে চিরাচরিত নিয়মানুসারে বাংলা হরফেই নম্বর দিয়াছিলেন। হঠাৎ দেখি গত ইউনিয়ন কমিটির নব নির্ব্বাচনের দিন বাংলা হরফগুলি কাটিয়া নীচে হিন্দী হরফ দেওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল জমিজমার জরিপ ও ভাবী জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের কাজ করিতেছেন সেই কর্ম্মচারীগণ—এখন বাংলাকে হিন্দী করিবার কাজে লাগিয়াছেন। চাষ সার্কেল অফিসের শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মাহাথা চাষ ইউনিয়নের দেওয়াল গুলির বাংলা নম্বর কাটিয়া হিন্দী করিয়াছে। লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে এরূপ কেন করা হইতেছে সে বলিল আর এখানে বাংলা চলিবে না। হিন্দী চাই নহিলে ক্ষতি আছে এই উপরের আদেশ। আর একজন কর্ম্মচারী যতীন্দ্রনাথ মাহাথা সতনপুর গ্রামে গিয়া বলিতেছে আপনারা প্রাচীরের নম্বর কেন বাংলাতে দিয়াছেন এবার হিন্দীতে দিতে হইবে নহিলে তোমরা দায়ে পড়িবে। ইনুমারেটারগণ বলিল আমরা কেহ হিন্দী জানি না। সে বলে আমার উপর হিন্দী করিবার অর্ডার আছে। আমার সহিত উক্ত যতীন্দ্রনাথের চাষ বাজারে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়, সে বলে আমাদের উপর অর্ডার আছে। আমি অর্ডার দেখাইতে পারি কিন্তু সে দেখায় নাই। তিনি বলেন আমি লিখিত ভাবে আপনাকে জানাবো কিন্তু চাকরী যাওয়ায় ভয়ে তাহাও জানায় নাই।

দেওয়ালে নম্বর দেওয়া বা গণনার কাজ বরাবর বিনা বেতনের লোক দ্বারাই করা হয়। এবার হিন্দী প্রচারের জন্য মানভূমে ভাল কাজ করা হইতেছে। ইহাতে জনসাধারণের জিজ্ঞাস্য আছে যে সাধারণের টাকা কি ভাবে অপব্যয় হইতেছে। ইহার জবাব সরকারকে একদিন দিতে হইবে। এই বিভাগটি নাকি, এ, ডি, সির অধীন। উক্ত কর্ম্মচারীগণকে আবার বলা হইয়াছে যে যদি হিন্দী লিখিতে বাধা দেয় তবে তাহার নাম আমায় দিয়া যাইবেন। ধন্য কীর্ত্তি।

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

(৩)

খেলেন দই রমাকান্ত বিকারের বেলায় গোবর্দ্ধন

বান্দোয়ান হইতে শ্রীভজহরি মাহাত জানাইতেছেন—

পারগেলা নিবাসী জ্যোতিন্দ্রনাথ বাবুর এক হাল কাড়া ছিল। কিছু দিন আগে ঐ কাড়া হালটীর অণ্ডকোষ মুচির সাহায্যে ঝাঁকিয়া ফেলাইয়া দেন। ঐ ক্ষত স্থান হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। ঐ রক্ত পড়া আর বন্ধ হলো না। শেষে কাড়া হালটী মারা গেল। তখন জ্যোতি বাবু গ্রামের যোল আনা ডাক করিয়া ৫ জন ব্যক্তিকে ভূতাহা করে এবং বলে যে তোরাই আমার কাড়া হালটী খাইয়াছিস। এই বলিয়া তাহাদিগকে কমবেশী প্রহার করে। এবং প্রত্যেককে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা করে। মোট ২৫০৲ আড়াই শত টাকা জরিমানা আদায় করে। এই ঘটনা পৌষ মাসের প্রথম দিকে হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত ধমক দিতেছে যে যদি কারো কাছে এ সব কথা বলিস্ তাহলে রীতিমত মার এবং প্রত্যেককে তিনশত টাকা জরিমানা করিব।

জ্যোতিবাবু গ্রামের রাজা এবং বড় লোক। অনেক দিন থেকে গ্রামের গরীবদের উপর অত্যাচার চালাইয়া আসিতেছে। ইহার প্রতিকার কে করিবে?

বাঁন্দোয়ানের চন্দু মাড়োয়ারী বাঁন্দোয়ানের উত্তর দিকের ৪০টী মৌজার কেরোসিন দিবার জন্য ডিলার নিযুক্ত হয়েছেন। গত ২০শা মাঘ বিভিন্ন গ্রাম থেকে আমরা প্রায় ৪০।৫০ জন তেল আনিতে যাই। দোকানে গিয়ে দেখি চন্দু মাড়োয়ারী দোকানের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা তেল চাহিলে সে বলে যে ২টীন করিয়া তৈল খুলিবার আমার হুকুম আছে। আমি মোট ৪০ টীন তেল পাই। অদ্য ২টীন খোলা হয়েছে। আজ আর খোলা হবে না। আমরা বলিলাম সরস্বতী পূজা তেল না হলে আমাদের চলবে না। তখন মিথ্যা মিথ্যা চন্দু মাড়োয়ারী বলে যে—তোমরা তো তেল নিয়ে গেলে। আমরা বলিলাম—নিয়েই গিয়ে থাকি তবে তোমার খাতা দেখাও? কাহার সই বুঝতে পারবো। এই কথাতে তাহার ছেলে রেগে যায়। এবং বলে যে—যা কুড়মী সাঁওতাল দিকে তেল দিবনা। যতদূর পারবি দেখে লে। এখান থেকে চলে যা।

আমরা নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। এখন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট থেকে জানিবার বিষয় যে কুড়মী, সাঁওতালদের জন্য তেল থাকে কি না? এবং কত টীন তাহার কাছে আসে? আজ পর্য্যন্ত আমরা এবং আরও অনেক গ্রামের লোকেই একেবারেই তার কাছ থেকে তেল পাই নাই। তাই মায়ের পূজার সময় পর্য্যন্ত এক ডিবা তেল পাই নাই। কর্ত্তৃপক্ষ কি করিতেছেন। তেল তাহারা সমবায় সমিতির মারফত দেন না কেন?

ভ্রম সংশোধন—গত ১০ম সংখ্যার মুক্তিতে 'চিঠিপত্রে' অসহায়ের প্রতি অত্যাচার—শীর্ষক চিঠিতে (গোবর্দ্ধন মর্দ্দানা লিখিত) ভুল ক্রমে '২২শে মাঘ' লেখা হইয়াছিল। তাহা '২০শে মাঘ' হইবে। মুঃ সঃ।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড় প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি : সমর সিংহ, তুলসী
পুরুলিয়া

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়

তাহার কাজে

নূতন বীমা১৯৪৭ :	১২	কোটি ৩১	লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমা :	৫৫	,, ৬৩	,, ,,
প্রিমিয়াম আয়১৯৪৭:	২	,, ৬১	,, ,,
বীমা তহবিল :	১০	,, ৫৮	,, ,,

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

AUCTION

"The Municipal pounds, one situated within the Municipal Cattle shed and the other attached to Municipal Market will be leased out from 1-4-49 to 31-3-50 by public auction to be held on 23-2-49, at 4 P. M. in the Municipal office.

Sd/- T. P. Roy
Vice-Chairman
Purulia Municipality."
16-2-1949

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১লা মার্চ্চ ১৯৪৯ হইতে ষ্টোরের অংশীদারগণকে শেয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। সদস্যগণকে রেজিষ্টার বহিতে সহি করিয়া নিজ নিজ সার্টিফিকেট লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

যে সকল সদস্যের কিস্তির টাকা এখনও বাকী আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দেয় টাকা পরিশোধ করিয়া সার্টিফিকেট লইয়া যাইবেন।

পুরুলিয়া
৮।২।৪৯

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৬ই ফাল্গুন ১৩৫৫, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

বিজ্ঞপ্তি

মানভূম জেলা বোর্ডের অধীনস্থ খেয়াঘাট বন্দোবস্ত।

১। এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে (১) চিনাকুড়ি (২) হিজুলি (৩) সরিষাকুড়ি (৪) সুবর্ণরেখা (চাণ্ডিল ইচাগড় রাস্তায়) ও বাজরা খেয়াঘাট ১লা জুন ১৯৪৯ সাল হইতে এক বৎসরের জন্য মানভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করা হইবে।

২। আগামী ১৮।৩।৪৯ তারিখে বেলা ৪ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া জেলা বোর্ড অফিসে উক্ত নিলাম সম্পন্ন হইবে। যাঁহারা নিলাম ডাকিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উক্ত তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত অফিসে উপস্থিত থাকিবেন।

৩। মাশুলের হার ও খেয়াঘাট সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ নিলামের পূর্ব্বেই মানভূম জেলা বোর্ড অফিস হইতে জানিয়া লইবেন।

মানভূম জেলা বোর্ড অফিস।
তাং ২৩।২।৪৯

স্বাক্ষর—এস, বীর, রাঘব আচারিয়া
চেয়ারম্যান,
জেলা বোর্ড, মানভূম

WANTED

Passed compounders on a salary of Rs. 30-1-40/- p. m. plus usual dearness allowance plus free quarters & registered licenciate relieving and epidemic Dress on a salary of Rs. 55/- p. m. plus compensatory allowance of Rs. 20/- p. m. for the period they will remain at head quarters at Purulia plus usual dearness allowance and plus 10% of the salary as house rent allowance provided they have not their house at Purulia or do not live with their parents or guardians. Applications stating therein the age, qualification, Registration No and also with a report whether they will be able to join their duties immediately, if appointed, will be received by the undersigned upto the 12th March 1949.

Sd/- S. K. Bhattacharyya
Vice-Chairman
District Board Manbhm, Purulia.

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ১৬ই ফাল্গুন

এজিটেটার—আন্দোলনকারী

সম্প্রতি বিহার ব্যবস্থা পরিষদে একটী প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণবল্লভ সহায় জানান যে, সাদার্ণ রেঞ্জের পুলিশের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্ত্তৃক ধানবাদের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখিত একটী গোপন পত্রের প্রতিলিপি যে কলিকাতার নববঙ্গ সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় তৎপ্রতি বিহার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে এবং যে সকল অফিসারের অসতর্কতার জন্য চিঠি খানি খোয়া যায় তাহাদের শাস্তিও দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য উক্ত গোপন পত্রের প্রতিলিপিটী ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে কলিকাতার বাংলা দৈনিক 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হয়।

রাঁচী হইতে সাদার্ণ রেঞ্জের পুলিশের ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনারেল, ধানবাদের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তাহার এক পত্রের উত্তরে ১৯৪৭ সালের ২৩শে অক্টোবর এই পত্রটী লেখেন। সেই ইংরাজী পত্রটীর বাংলা অনুবাদ আমরা পুনরুদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"বিষয়—মুখ্য কর্মীরা বা সহানুভূতি সম্পন্ন লোক যাহারা বিহারের সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলকে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন করিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহাদের নাম।

আপনি আপনার পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে রিপোর্ট সংগ্রহ করিবেন এবং যদি দেখা যায় যে তাহারা আন্দোলন করিতেছে বা সক্রিয় ভাবে আন্দোলন সমর্থন করিতেছে তাহা হইলে অবিলম্বে একটী পূর্ণ রিপোর্ট পাঠাইবেন।

ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে যাহাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার জন্য প্রত্যেকটী ব্যক্তির চলতি রেকর্ড (running record) রাখা দরকার।"

সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী, এই গোপন পত্রটী প্রকাশের জন্য যে সমস্ত কর্মচারীদের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে—তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদের আলোচ্য বিষয় পত্রটীর বিষয় বস্তু। এই পত্রটী পুরাতন এবং ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে লিখিত হইলেও ইহাতে যে সরকারী নীতি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা আজও চলিয়াছে। সেই জন্যই পত্রটী পুরাতন হইলেও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহার আলোচনা প্রয়োজন।

এই পত্রটীতে যে বিষয়ে গোপন নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা যে—বিহার গবর্মেণ্টের নীতি বিরোধী বা তাহাদের অজ্ঞাতে হইয়াছে, মন্ত্রী মহাশয় তাহা বলিতেছেন না। সুতরাং এ কথাই বলা যাইতে পারে যে তাহাদের অনুসৃত নীতি অনুযায়ীই এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ সরকারের নীতি বিরোধী হইলে পত্র প্রকাশকারীকে সাজা না দিয়া চিঠির রচয়িতাকারীদেরই সরকার হইতে সাজা দেওয়া হইত।

পত্রের বিষয় বস্তুর মধ্যে ব্যাপারটী এই যে—যাহারা বিহারের সীমান্তবর্ত্তী কোন অঞ্চলকে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন করিবে তাহাদের উপর পুলিশ দৃষ্টি রাখিবে, তাহাদের সমস্ত খবরাখবর রাখিবে—কারণ ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে যাহাতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি অনুযায়ী যদি কেহ বিহারের সীমান্তবর্ত্তি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল বাংলা দেশের সহিত অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য দাবী করে বা তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করে বা সমর্থন করে, তবে তাহা অপরাধ কিনা—ইহাই বিবেচ্য। কারণ পত্রে যে ভাবে পুলিশকে এ বিষয়ে খবরদারী করিতে বলা হইয়াছে তাহাতে ইহাকে অপরাধেরই সামিল করা হইয়াছে। এবং বর্ত্তমানে বিশেষ করিয়া মানভূমে সর্ব্বত্রই গবর্মেণ্ট ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে কার্য্যক্রম ও ব্যবস্থা চালাইতেছেন তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, কংগ্রেস নীতি অনুসারে দাবী জানানই কেবল অপরাধ নয়—ভাষার ভিত্তি সম্পর্কিত কংগ্রেস নীতিকে ব্যর্থ করিবার জন্য সরকারী অপচেষ্টা সমূহের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত বিরোধীতা করাও আজ অপরাধ।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন কংগ্রেসের গৃহীত নীতি। জনগণের স্বরাজ জীবনের পূর্ণ পরিণতির জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া কংগ্রেস মনে করিয়াছে। গণপরিষদেও এই নীতি স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা দেশবাসীর স্বীকৃত অধিকার।

ইহাকে সাধারণ ভাবে পুলিশের খবরদারীর পর্য্যায় ভুক্ত করিলে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট—কংগ্রেস স্বীকৃত এই অধিকারকে অস্বীকার করিতেছেন, ইহাই বলা যাইতে পারে। মানভূম জিলায় এই বিষয়ে সরকারী নীতি যে রূপ লইয়া চলিয়াছে তাহাতে সমস্ত নৈতিক ও মানবিক মানদণ্ডের সীমা একেবারে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ ত দূরের কথা। ইহা বাংলা ভাষা প্রধান থাকিলে কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশে যুক্ত হইবার সম্ভাবনাই মানভূমের পক্ষে অপরাধ হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী ত দূরের কথা এই জিলায় বাংলা ভাষার উচ্ছেদের বিরুদ্ধেও বলা বা প্রতিবাদ করাই রাজনৈতিক অ পরাধের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। মাতৃভাষাকে রক্ষা করা, সে বিষয়ে কোন কাজ করাকেই গবর্মেণ্ট বিরোধীতার সামিল করা হইয়াছে, এবং যাহারা মানুষের এই একান্ত প্রাথমিক অধিকারটুকু রক্ষার কথা বলিতেছেন বা চেষ্টা করিতেছেন তাহাদিগকে 'আন্দোলনকারী' আখ্যা দিয়া রাষ্ট্রবিরোধীর সামিল করা হইতেছে।

ভোটার তালিকার জন্য গ্রামবাসীর বাংলায় ঘরে নম্বর দিবার উপায় নাই, তাহা মুছিয়া হিন্দী করা হইতেছে। বাংলা ভাষার উচ্ছেদের প্রতিবাদ করিলে নির্য্যাতিত কংগ্রেস কর্মী দশ বৎসর স্বাধীনতা সংগ্রামে জেল খাটিলেও গবর্মেণ্ট প্রদত্ত অধিকার হইতে সে বঞ্চিত হইবে। বাংলাভাষায় শিক্ষা লাভের দাবী করিলে—সে আন্দোলনকারী গবর্মেণ্ট-বিরোধী পর্য্যায় ভুক্ত।

বাংলাভাষার মাধ্যমে সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহিলে সে সরকারী কর্মচারীও আন্দোলনকারী।

বাংলাভাষার বিরোধীতা না করিলে সহজে কুঁয়া, বাঁধ, স্কুল, কৃষি ঋণ পাওয়া দুষ্কর।

বাংলাভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহিলে স্কুলের সরকারী অনুমোদন পাওয়া দুষ্কর।

কণ্ট্রোল, লাইসেন্স, বন্দুকের লাইসেন্স, বন জঙ্গল, শিক্ষা, জলসেচ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই ভাষার ভিত্তিতে ব্যবস্থা করা হইতেছে, এবং ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সে আন্দোলনকারী। পুলিশ তাহার পিছনে ঘুরিবে, তাহার যাতায়াত, কথাবার্ত্তা, মেলামেশা সমস্তই রিপোর্ট করা হইবে যেন সে একটা রাজদ্রোহী। কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী গবর্মেণ্টকে চলিতে বলিলে তাহা আন্দোলনের পর্য্যায়ভুক্ত, কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী অধিকার দাবী করিলে সে আন্দোলনকারী! কংগ্রেস গবর্মেণ্টের শাসনাধীনে ইহাই ব্যবস্থা!

অথচ দেখা যাইতেছে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়া, সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও প্রভৃতি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগের দাবীর অগ্রণী ত বটেই, ইহা লইয়া তাহারা দস্তুর মত জনমত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেস সভাপতি, অন্ধ্র প্রদেশ মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে পৃথক করিবার দাবীর মুখ্য নেতা। ভারত গবর্মেণ্ট বা মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট তাহাকে আন্দোলনকারী বলিয়া নিশ্চয়ই পুলিশের খবরদারীর ব্যবস্থা করেন নাই! শ্রীশঙ্কর রাও দেও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। মারাঠী ভাষাভাষীদের লইয়া তিনি বোম্বাই প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথকভাবে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশ গঠন করিবার জন্য সভা করিয়া বক্তৃতা দিয়া সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। বোম্বাই গবর্মেণ্ট অবশ্যই শ্রীশঙ্কর রাও এর বিরুদ্ধে "ভবিষ্যত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য" তাহার সম্বন্ধে "চলতি রেকর্ড" রাখিবার জন্য বা তাহার সম্বন্ধে "অবিলম্বে পূর্ণ রিপোর্ট" পাঠাইবার জন্য পুলিশকে নির্দ্দেশ দেন নাই। আজ যদি সত্য কথাই বলিতে হয়, ইহাও আজ জনগণের নিকট সুবিদিত যে, বিহারের নেতৃবৃন্দও অপর প্রদেশের কাছ হইতে খরসোঁয়া সরাইকেলা পাইবার জন্য যথেষ্টই প্রাণপাত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা করার রূপও কিরূপ ছিল তাহাও জনগণের অবিদিত নাই। সংবাদ পত্রে আইন সভার কার্য্য বিবরণ হইতে সম্প্রতি এই খবরও পাওয়া গিয়াছে যে, বিহার সরকার ময়ূরভঞ্জ পাইবার জন্য আন্দোলন করিতেও ত্রুটি করেন নাই এই সকলের সংবাদ আরো বহু কিছু আছে তাহাদের

বিরুদ্ধে আজ "প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার" দায়িত্ব কে লইবে?

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দায়িত্ব কংগ্রেসের উর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দের উপর ন্যস্ত আছে বলিয়া তাহাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যদিও এখানকার দায়িত্বশীল কর্মীরা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠনের নীতির যথার্থ বিচার পাইবার জন্য কোনোরূপ আন্দোলন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নাই, তথাপি যদি কেহ করে তাহাকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু যাহারা আজ ন্যায় সঙ্গত প্রচেষ্টাকেও এজিটেশন বলিয় অভিহিত করিতেছেন—তাহারা নিজেরাই সরাইকেলা খরসোঁয়া পাওয়ার জন্য কি প্রকারে এজিটেশন করিয়াছেন—মানভূমকে বিহারের রাখিবার জন্য বর্ত্তমানে কিরূপ ধরণের এজিটেশন করিতেছেন, তাহা আমরা আজ সকলেই জানি। খরচদারী, ব্যবস্থা অবলম্বন, ও বিচার যদি কোনো কিছুর জন্য প্রয়োজন হয় তবে ইহারই জন্য আজ তাহার দাবী রহিয়াছে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে শ্রীশঙ্কর রাও দেও সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল। ত্রিবাঙ্কুরের আলওয়েতে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নিখিলভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক—যুক্ত কেরালা সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বলেন যে—**কংগ্রেস বহু পূর্বেই ভাষা ও কৃষ্টিগত ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্বণ্টনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে।** এই প্রশ্নটীকে স্থগিত রাখিবার জন্য ধর কমিটীর (গণপরিষদের সভাপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত) রিপোর্টের সহিত তিনি একমত নহেন। এই প্রশ্নটীর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য জয়পুর কংগ্রেসে তিন জন সর্বোচ্চ নেতা লইয়া একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে—আমার ব্যক্তিগত মত এই যে—**ভাষাগত প্রদেশ বন্টণকে জাতীয় পুনর্গঠণের কার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অবিলম্বে ইহার সমাধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গণতন্ত্রকে সফলতার সহিত কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে একভাষাভাষী প্রদেশের প্রতিষ্ঠা না হইলে কিছুতেই হইতে পারে না। ভারতবর্ষ আজ উৎপাদন, বণ্টন, খাদ্যে আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি নানা সমস্যার সম্মুখীন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি মনে করেন যে—প্রদেশগুলির ঠিকভাবে পুনর্বণ্টন না হইলে ভারতবর্ষের সংহতির পথ কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না।**

শ্রীশঙ্কর রাও দেওকে বিহার গবর্মেণ্টের নীতি অনুযায়ী আন্দোলনকারী ছাড়া অন্য কিছু বলা উচিত নয়। মাদ্রাজের গবর্মেণ্ট অবশ্যই এই অপরাধে তাহার সভা বন্ধ করিয়া দেওয়া বা সভার জন্য অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন নাই।

সম্প্রতি বোম্বাইর ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে—বোম্বাই আইন সভায় একজন মারাঠী সদস্য (ভি,পি, পাওয়ার) বোম্বাই প্রদেশকে ভাঙ্গিয়া ভাষার ভিত্তিতে তিনটী বিভিন্ন প্রদেশ, যথা—মহারাষ্ট্র (বোম্বাই নগর সহ), কর্ণটক ও গুজরাট প্রদেশ গঠন করিবার এক বে-সরকারী প্রস্তাব আনেন। চারি ঘণ্টা আলোচনার পর বোম্বাই আইন সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে ও গণপরিষদকে ইহা অবিলম্বে কার্য্যকরী করিতে অনুরোধ করা হয়। এই সব আইন সভার সদস্যরা বসিয়া একটা প্রদেশকে ভাষার ভিত্তিতে তিনটী প্রদেশে পরিণত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই একটা বিরাট অপরাধ করেন নাই।

বিষয়টীর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিহার গবর্মেণ্ট যে নীতি গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে এই ভাষা ও প্রদেশ সম্বন্ধে যাহা করিতেছেন তাহা কংগ্রেসের নীতির বিরোধী। আন্দোলনকারী বলিয়া আজ যাহারা কংগ্রেসের নীতির সমর্থকদের অভিহিত ও অপরাধী করিতেছে, স্বাধীনতার আন্দোলনে একদিন বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাহাদেরই আন্দোলনকারি বা এজিটেটর বলিয়া অভিহিত করিত। তাহারাই আজ ক্ষমতা হাতে পাইয়া যাহারা কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী দাবী বা কাজ করিতেছে বা সর্বজন স্বীকৃত মৌলিক অধিকার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের আন্দোলনকারী বলিয়া নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এদিকে কংগ্রেসের এই নীতির বিরোধী কার্য্য করিবার জন্য নানাভাবে, অর্থ, চাকুরির লোভ প্রভৃতি দিয়া

যে সমাজ বিরোধী কতকগুলি লোককে দিয়া মিথ্যা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া নানাভাবে জনসাধারণকে নিগ্রহ ও অধিকারচ্যুত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা এজিটেশন বা আন্দোলনের পর্য্যায়ে পড়ে না—ইহাই এখানকার বৈশিষ্ট।

আন্দোলন যদি জনসাধারণের হয়, তাহার দাবী যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা যদি কংগ্রেসনীতি অনুযায়ী হয় তবে তাহাকে ক্ষমতার বলে অন্যায়ভাবে দমন করা বা তাহার সমর্থনকারীদের আন্দোলনকারী বলিয়া নিগ্রহ করিয়া তাহা রোধ করা কংগ্রেস বিরোধীতাই হইবে। আর তাহা রোধ করা যাইবে না ও যায় না। বিহার কংগ্রেস গবর্মেণ্টের উচিত ছিল কংগ্রেসের নীতিকে রক্ষা করিয়া বাস্তবিক সত্যকে স্বীকার করিয়া কংগ্রেসের স্বীকৃত ও গৃহীত নীতিকে কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা করা। ইহাতেই তাহার প্রতিষ্ঠা রক্ষা এবং বৃদ্ধি হইত। তাহা না করিয়া তাহারা যে পথে চলিয়াছেন তাহাতে তাহাদের প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিনের পর দিন ক্ষুন্ন হইয়া তাহারা জনসাধারণের বাস্তবিক অপ্রিয় হইয়া পড়িতেছেন। ন্যায়সঙ্গত জনঅধিকার রক্ষার জন্য যাহারা সচেষ্ট তাহাদের আন্দোলনকারী বলিয়া নিগ্রহ করিলে—সত্যকে অস্বীকার করিয়া অন্যায়ের আশ্রয় লইলে কেবলমাত্র ক্ষমতার বলেই তাহা ন্যায় হয় না অথবা ন্যায়কে অন্যায় করা যায় না। কংগ্রেসের আদর্শে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কারীরা যদি আন্দোলনকারী হয় তবে কংগ্রেস আদর্শ অনুযায়ী স্বাধীনতার মর্য্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য যাহারা চেষ্টা করিবে অন্যায় কারীদের নিকট তাহারা আন্দোলনকারী বা এজিটেটর হইবে—ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। পরাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষায় নিগ্রহ যদি গৌরবের হয়, স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষার জন্য নিগ্রহ ভোগ করা অগৌরবের কিছু নয়।

কস্তুরবা স্মৃতি সপ্তাহ

মাঝিহিড়া গ্রামে ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কস্তুরবা স্মৃতি সপ্তাহ প্রতিপালিত হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবী কস্তুরবা গ্রামসেবিকা শ্রীমতী ভাবিনী দেবী ও শ্রীমতী শান্ত দেবী সহ মাঝিহিড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কদমা, নাথুরডি, মেট্যালা প্রভৃতি গ্রাম সমূহ পরিভ্রমণ করেন ও স্থানীয় মেয়েদের লইয়া বৈঠক করিয়া স্বর্গীয়া কস্তুরবার পূত জীবনচরিত্র এবং গঠনমূলক কাজ ও গ্রামসেবার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী কস্তুরবা স্মৃতি দিবসে গ্রাম সেবিকারা স্থানীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে লইয়া গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করিতে বাহির হন, সেই সময় অন্যান্য স্থানীয় মহিলারাও সাফাইয়ের কাজে যোগ দিয়াছিলেন। রাস্তাঘাট সাফাইয়ের পর গ্রাম সেবিকারা প্রায় ৬০টী শিশুকে স্থানীয় পুকুরে নিয়া স্নান করাইয়া পরিষ্কার করেন।

কস্তুরবা গ্রাম সেবিকাদের উদ্যোগে বেলা ৪টার সময় গ্রামের মধ্যস্থলে সূত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও গ্রামের কয়েকজন মহিলা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। নিয়মিত প্রার্থনা ও ভজনের পর সূত্রযজ্ঞ সুরু হয়। সূত্রযজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে রামধূন সঙ্গীত চলিতে থাকে।

সূত্রযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবী সমবেত ছাত্র ছাত্রীদের ও উপস্থিত মহিলাদের নিকট মহীয়সী কস্তুরবার জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের গুণগুলি বর্ণনা করেন।

শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার ভিতর এই অনুষ্ঠানটি প্রতিপালিত হয়।

জয়পুর কংগ্রেসের দিগ্‌দর্শন

(মনু লিখিত)

এবার আমরা নেতৃনিবাসে যাইতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগত। বিষয় নির্বাচনী সমিতির প্যাণ্ডেলের সংলগ্ন করিয়া ইহা নির্মাণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যবস্থাটী এই যে নেতৃবর্গ সোজাসুজি নিজেদের নিবাস হইতে আর কোন দেউড়ী না পার হইয়াই বিষয় নির্বাচনী সমিতির প্যাণ্ডেলে আসিয়া প্রবেশ করিতে পারেন। করগেট টীনের বেড়া দিয়া বিরাট এক স্থানকে ঘেরাও করা হইয়াছে। সারির পর সারি তাঁবু চলিয়াছে। ছোট বড় মাঝারি। এক একটি পৃথক পৃথক তাঁবুতে আধুনিক যতটা সম্ভব আরামের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সমস্ত তাঁবুতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণ তাহাদের বন্ধু বান্ধবগণ ও ঐ স্তরের নেতৃবৃন্দ আছেন। ইহারই মধ্যে আবার আর একটি ঘেরাও আছে। সেই ঘেরাওতে আবার কয়েকটী তাঁবু। এখানকার ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠতম। এই কয়েকটী তাঁবুতে কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ও ঐ স্তরের নেতারা থাকেন। এই ১নং ও ২নং নেতৃনিবাসে প্রবেশ খুবই কড়াকড়ি, বিশেষ করিয়া ১নং নেতৃনিবাসে। প্রতিনিধি ক্যাম্পে যদিও বা ফসকাইয়া কোনরকমে ঢোকা যায় কিন্তু নেতৃনিবাসে তাহার উপায় নাই বিশেষ করিয়া ১নং যেখানে সর্ব্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ থাকেন।

এখানে যাহারা আছেন তাহাদের আরামের ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থার যাহাতে কোন ত্রুটী না হয় তাহার দিকে স্বাগত সমিতির দৃষ্টি খুবই প্রখর দেখা গেল। রাস্তার মাঝে মাঝে গরম জলের পিপা (টেপসহ) ঠাণ্ডাজলের কল উভয়ই বর্ত্তমান। গরম জলের পিপার কথাটা নমুনা স্বরূপ দেখাইলাম। হাত ধুইতে, মুখ ধুইতে, ঠাণ্ডা জলে অসুবিধা হইবে সুতরাং রাস্তায় রাস্তায় পিপা ভর্ত্তি গরম জল রাখা হইয়াছে। শুধু ইহার নিরিখেই অন্য ব্যবস্থাগুলির সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই ১নং নেতৃনিবাসের রন্ধন ও ভোজন নিবাসের বহিরঙ্গ ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডেলিগেট ক্যাম্পের খাইবার টীকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা রেলওয়ে থার্ডক্লাসের টীকেট ঘরের মত। প্রতিনিধিরা বিরাট লম্বা লাইন করিয়া রোদের মধ্যে বা রাত্রে হিমের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। বাহিরে বসিবার স্থান নাই। এখানে কিন্তু ব্যাপার অন্য প্রকার। প্রথম শ্রেণীর টীকেট ঘরের মত খাইবার টীকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা। টেবিল চেয়ার প্রভৃতিতে সুসজ্জিত অপেক্ষা করিবার স্থান। প্রথম শ্রেণীর ওয়েটীং রুম। ফুল গাছের, পাতাবাহারের টব। সর্বত্রই একটা অভিজাত্যের ও উচ্চশ্রেণীর পরিবেশ।

খাওয়ার টীকেটের দাম প্রতি বেলা ১৲ টাকা। ওয়ার্দ্ধা মহিলাশ্রমের মেয়েরা রন্ধন পরিবেশন ও দেখাশোনার ব্যবস্থা করিতেছেন। ভোজনের মানটা অনেক উচ্চ ধরণের। দর্শক নিবাসেও ১৲ টাকার ভোজন—প্রতিনিধি ক্যাম্পেও ১৲ টাকারই ভোজন। একই মূল্যে তিন স্থানে তিন প্রকার ভোজন। দর্শক অধম ধরিলে প্রতিনিধি মধ্যম এবং নেতৃনিবাস উত্তম। ভাবিতেছিলাম যে ব্যবস্থাটা সর্বত্রই একটা ধারা বহিয়াই চলে। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সব রাজনৈতিক কর্মীরা—মসলা বাটে, ঝাণ্ডা বয়, ভোট কানভাস করে, লাঠি খায়, গুলী খায়, পরিবারে অকর্ম্মা বলিয়া ভারস্বরূপ হইয়া থাকে—অথচ যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের মেরুদণ্ড—যাহাদের অকুণ্ঠিত ত্যাগ ছাড়া স্বাধীনতা আসে না—কংগ্রেস দাঁড়াইতে পারে না, তাহাদের জন্য সর্বত্র ব্যবস্থা তৃতীয় শ্রেণীর। ভ্রমণে ৩য় শ্রেণী, জেলখানা সি ক্লাস—কংগ্রেস অধিবেশনে দর্শক নিবাস।

ইহার উপরে যাহারা আছেন—তাহারা রাজনৈতিক ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ কংগ্রেস কমিটীর মেম্বার বা কার্য্যকর্ত্তা, লেবার ইউনিয়নে বা অন্যান্য সংঘে তাহাই; কংগ্রেসের প্রতিনিধি, এসেম্বলি, ডিঃ বোর্ড প্রভৃতির সদস্য বর্ত্তমান সরকারী ক্ষেত্রে যাহারা নানা কমিটীর সহিত সংশ্লিষ্ট, সভাসমিতিতে বক্তা, ভোটের ব্যবস্থাকর্ত্তা বা পরিচালক—ইত্যাদি। ইহাদের জন্য ব্যবস্থা স্বাভাবিকরূপেই মধ্যম শ্রেণীর। ভ্রমণে ইণ্টার ক্লাস বর্ত্তমানে ২য় শ্রেণী। জেলখানার বি ক্লাস—কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধি ক্যাম্প।

অতঃপর প্রথম শ্রেণীর। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য, আইন সভা বা গণপরিষদের সদস্য, মন্ত্রী বা নিদেন পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাদের ব্যবস্থা সর্বত্রই প্রথম শ্রেণীর। অধিক বলিবার আবশ্যক নাই—ভ্রমণে রেলের প্রথম শ্রেণী, জেলখানায় এ ক্লাস এবং কংগ্রেস অধিবেশনে নেতৃনিবাস।

সর্বোচ্চ নেতৃনিবাসের কথা কিছু বলিতে পারিলাম না কারণ সেখানে প্রবেশের সুযোগ ঘটে নাই। কেবল মাত্র বাহির হইতে তাঁবু দেখিয়া সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা সঙ্গতও নয়।

গান্ধীনগরের সম্বন্ধে আর দু একটা বিষয় ছাড়া বিশেষভাবে বলিবার কিছু নাই। দোকান পাট, হোটেল রেষ্টুরেণ্ট, পোষ্টাফিস, ব্যাঙ্ক, রেলের অফিস প্রভৃতি একটা বড় সহরে যাহা যেভাবে প্রয়োজন তাহা সমস্তই ছিল। ভলেণ্টিয়ারদের ক্যাম্প বা নিবাসেও বিশেষত্ব কিছু নাই যদিও বা তাহাদের কার্য্য বা ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে।

যে দু একটী বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে তাহার মধ্যে একটী 'সর্বোদয় প্রদর্শনী'। এই সর্বোদয় প্রদর্শনীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। পূর্বে এই সর্বোদয় প্রদর্শনীর কথা না বলিয়া লইলে গান্ধীনগরের কথা সম্পূর্ণ বলা হইবে না এবং কংগ্রেসের অধিবেশন সংক্রান্ত বিষয়ে বলার কালে সর্বোদয় প্রদর্শনীর' সম্বন্ধে একটা ধারণা পূর্ব হইতে থাকিলে—অন্তরঙ্গ বিষয়টী অনুধাবন করিতে সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে হয়। (ক্রমশঃ)

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিল্প কলা

বর্তমান বৎসরে এই বিষয়ে বেশী জোর দেওয়া হয় নাই। প্রথম বর্গে দেওয়ালের বোর্ডে শিশুরা নিজেদের খুশী মত রেখা টানে। দ্বিতীয় তৃতীয় বর্গে কখনও বোর্ডে ফুল, ফল লতাপাতা আদির রেখাচিত্র আঁকান হইয়াছে। উৎসবের সময় ছাত্রীদের দিয়া আল্পনা দেওয়ান হইয়াছে। বিদ্যালয়ের পোষাক রঙ্গানোর সময় রংএর জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।

শারীরিক শিক্ষা

প্রথম বর্গ হইতেই ওঠা বসার অভ্যাস জাগানো হইয়াছে। সমস্ত বর্গেই প্রতিদিন ছুটীর পূর্বে খালি হাতে কিছু হাল্কা ব্যায়াম করানো হইয়াছে যাহাতে বেশী পরিশ্রম না করিয়া শারীরিক জড়তা দূর করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ঐরূপ ব্যায়াম করানো হইয়াছে।

স্বাভাবিকরূপেই এখানে গ্রাম্য নাচ হইয়া থাকে। এই জন্য গ্রাম্য পালা পার্বণ বা উৎসবের সময় অথবা বিদ্যালয়ের কোন কোন অনুষ্ঠানের সময় বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের নাচিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয়ের বাগানের কাজেও শিশুদের পরিশ্রম হইয়া যায়। গ্রামের ছেলে মেয়েদের ঘরের কাজে সর্বদাই অতিরিক্ত শারীরিক শ্রম করিতে হয়, কিন্তু শ্রম অনুযায়ী পুষ্টিকর আহার পায় না। এইরূপে গ্রামীণ স্বাস্থ্য দিনে দিনে নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীর পরিশ্রম করিবার শক্তি দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। এই আভিজ্ঞতা হইতে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, যতদিন পর্যন্ত না ঘর হইতে বা বিদ্যালয় হইতে ছেলে মেয়েদের পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা হইতেছে ততদিন পর্যন্ত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের শারীরিক শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত মুশকিল হইবে।

সঙ্গীত

প্রতিদিন প্রার্থনার সময় রামধুন, ভজন, রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রভৃতি নিয়মিতরূপে গাওয়া হইয়া থাকে। এই বৎসর বেশীর ভাগ সময়ে সমবেত সঙ্গীতের (কোরাস) উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। গ্রাম্য নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সব গান হয় সেই সব গান হইতে কিছু গান ছেলে মেয়েদের শেখানো হইয়াছে। এই বৎসর ১৫টি নতুন গান ছেলে-মেয়েদের শেখানো হইয়াছে। সঙ্গীত শিক্ষকের অভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই। আগামী বৎসর আমরা এখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি।

সমগ্র শিক্ষা

আমি প্রথম বৎসরেই সমগ্র শিক্ষার দিক দিয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্ত্রীশিক্ষা, পঞ্চায়েত সংগঠন, সেবা বিভাগ পরিচালন আদি কাজ সুরু করিয়াছিলাম। এই বৎসর ঐ সব কাজ চলিতে থাকিলেও আমরা আশানুযায়ী ঐ সকল কাজে অগ্রসর হইতে পারি নাই। তথাপি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছি তাহার বিবরণ সংক্ষেপে নীচে দিলাম।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ঘরে ঘরে মাটীর দেওয়ালে বোর্ড তৈয়ার করিয়া লিখিবার পদ্ধতি এই বৎসরও চালান হইয়াছে।

আগষ্ট মাসে এখানে স্ত্রী শিক্ষার কর্মেরত কস্তুরবা ট্রাষ্টের দুই ভগিনীকে ওয়ার্দ্ধায় বুনাইয়ের কাজ শিখাইবার জন্য পাঠান হয় এইজন্য স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দিবার কাজ এই বৎসর প্রায় বন্ধই থাকে। তবুও মাঝে মাঝে বৈঠক করিয়া উহাদের শিক্ষার প্রয়োজন বুঝান হয়। গান্ধী জয়ন্তীর উৎসবে গ্রামে মেয়েরা চরখা যজ্ঞে যোগ দিয়াছিল। এখন পর্যন্ত এই এলাকায় স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীতা করে এমন দলের অভাব নাই। বহু স্ত্রীলোক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী থাকিলেও স্বাভাবিকরূপে এইসব বিরোধীতা কাটাইয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। তথাপি দুই চারিজন মহিলা এই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছেন! ইহাতে আশা করা যায় যে যথেষ্ট ধৈর্য্য ধারণ করিয়া চলিলে ভবিষ্যতে ফল পাওয়া যাইবেই।

এই বৎসর নূতন পঞ্চায়েত সুরু হইয়াছে। এই জেলার রাজনৈতিক কারণে এবং স্থানীয় দলাদলির জন্য এই বৎসর আমরা পঞ্চায়েতের ভিতর দিয়া গ্রামের মঙ্গলজনক কাজ করিতে পারি নাই। ফলতঃ এই বৎসর এই বিষয়ে আমাদের ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

সেবা বিভাগের কাজে আমরা প্রথম বৎসর অপেক্ষা কিছুটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। এই বৎসর আমরা জিলা বোর্ডের সাহায্যে একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক পাইয়াছি। এই এলাকার অধিবাসীদের ইহাতে বহু সুবিধা হইয়াছে। বিদ্যালয়েই ইহার চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই বৎসর প্রায় ১৫০০ শত রোগীকে এখান হইতে ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শিক্ষকবর্গও গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রামের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখেন।

স্থানীয় উৎসব ও পালা পার্বণেও শিক্ষকগণ সর্বদা গ্রামবাসীগণের সাথে মিলিত হন। উৎসবাদিতে যে সব অবাঞ্ছনীয় প্রথা প্রচলিত আছে গ্রামবাসীর সহায়তাতেই সেগুলি দূর করার চেষ্টা করা হয়। এই বৎসর মাননীয় বিহার গভর্ণর শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরামজী এই বিদ্যালয়ে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে এখানে একটি কর্মী সম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনে এখানকার গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হয় যাহাতে মাননীয় গভর্ণর মহোদয়ও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রভাবও জনতার ভিতর পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে সমগ্র শিক্ষার প্রয়োগে আমরা এই বৎসর আশানুযায়ী অগ্রসর হইতে পারি নাই। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। সমগ্র শিক্ষার প্রারম্ভেই রাষ্ট্রপিতা মহাত্মাজী আমাদের বলিয়াছিলেন যে "আমরা উপসাগর ছাড়িয়া ভরা সাগরে পড়িয়াছি"। আমরা সমগ্র শিক্ষার ভিত্তিতে গ্রামে শিক্ষার কাজ চালাইতে যাইয়া এই কথার গভীরতা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। গ্রাম্য সমাজের যতটুকু অধঃপতন বাকী ছিল ততটুকু আবার লড়াইয়ের পর সহর হইতে আসিয়া গিয়াছে। ব্যাপক দারিদ্রে গ্রামের কর্মশক্তি একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সামাজিক বাধাসমূহ পর্বত সমান সমগ্র শিক্ষার রাস্তায় বাধা দিতেছে। সরকারের দিক হইতেও আমরা আশানুযায়ী সহানুভূতি পাই নাই। এই এক বৎসর কাজ চালাইবার পর এখন মনে হইতেছে, আমাদের দেশে বর্তমানে সমগ্র শিক্ষার ভিত্তিতে এক ব্যাপক অভিযান চালাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে সমস্ত দিক হইতেই ইহার আওয়াজ ওঠে তজ্জন্য আমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

স্বাবলম্বনের নীতিকে সম্মুখে রাখিয়াই এখানকার সমস্ত খরচ চালানো হইয়াছে। এখানকার সমস্ত শিক্ষকই

ইহা মানিয়া লইয়াছেন যে সাত বৎসর পর আমাদের বাহির হইতে আর সাহায্য পাওয়া যাইবে না। এইজন্ত এই বৎসর আমরা আমাদের বাজেট ধীরে ধীরে কমের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

এই বৎসর মাননীয় জয়রামদাস দৌলতরাম মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা একহাজার টাকা সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহার শুভ উপস্থিতি ও এইরূপ কার্য্যকরী সহায়তার জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিহার সরকার তালিমী সংঘকে বিহারে খরচ করিবার জন্য যে অর্থ দিয়াছিলেন ঐ অর্থ হইতে তালিমী সংঘ আমাদের ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। স্থানীয় বহু ব্যক্তি আমাদের টাকা পয়সা চাল, ধান, খড়, কাঠ প্রভৃতি জিনিষপত্র দিয়া বিদ্যালয়টি চালাইতে কার্য্যকরী সহায়তা দান করিয়াছেন। আমরা বিহার সরকার, হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ এবং স্থানীয় সাহায্যকারী দাতাদের আমাদের এই সাহায্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আশা করি তাঁহারা ভবিষ্যতেও মুক্তহস্তে এরূপ সাহায্য দানে মহাত্মাজীর নতুন শিক্ষার স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার কাজকে সফল করিয়া তুলিবেন।

চিত্তভূষণ, সংগঠক।

রাঁচীতে আদিম জাতি শিক্ষক সম্মেলনের বিবরণ

লিখিত—১। শ্রীরসনা প্রসাদ মুর্ম্মু (মাজুরা মুড়া) ২। শ্রীখাতুরাম টুডু (লহাট) ৩। শ্রীশুকদেব মুর্ম্মু (সিজ) ৪। শ্রীমঙ্গল মুর্ম্মু (মাড়বেড়া) ৫। শ্রীঅনন্ত হেমব্রম (মাড়বেড়া) ৬। শ্রীমনসারাম টুডু (ডমনকিয়ারী) ৭। শ্রীকমলাকান্ত মাঝি (শুঁড়া) ৮। শ্রীমঙ্গল মাড়ি (শ্যামপুর)।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সভা ভঙ্গের পর মিঃ মিশ্রকে শুধাই—আপনি ধোঁকা দিলেন কেন? আর ওনারাই বা আপনাকে কি বলেছেন বলুন।

মিঃ মিশ্র বলেন—ওনারা এই দাবী না উত্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। আরও বলেন যে, এ দাবী উঠাইলে হয়ত সেবামণ্ডলটী ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাই উত্থাপনে ইতস্তত করিয়াছিলাম।

এই তারিখে সন্ধ্যার সময় শ্রীবনমালী মাহাত, শ্রীরসনাপ্রসাদ মুর্ম্মু, প্রভৃতি আর ও ২।৪ জন শিক্ষক সেবামণ্ডলের মন্ত্রী নারাণজী মহাশয়ের সুস্পষ্ট মত জানিবার জন্য বিশেষ করিয়া মানভূম শিক্ষকগণের সম্বন্ধে আলোচনা কালে বহু কথাবার্ত্তা হয় সংক্ষেপে তাহা নিম্নে দিলাম।

আমাদের প্রশ্ন:—অন্যান্য জিলার শিক্ষকগণ বেশী বেতন পান যথা: ৩০৲; ২৫৲; ২২৲; এবং অন্য জিলায় স্কুলের সংখ্যাও বেশী। কিন্তু মানভূম জিলার শিক্ষকগণের বেতন কম পাওয়ার কারণ কি ও কম সংখ্যক স্কুল বর্ত্তমান থাকার কারণ কি?

উত্তর (মন্ত্রিজীর)—পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা এইরূপ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি কি করিব। প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা করিয়া দেওয়ার কথা, দিতেও পারি। কিন্তু যে স্কুলে দুই জন শিক্ষক আছেন, তাঁদের মাত্র এক জনকে বেতন দিব, আর একজনকে দিব না। তা ছাড়া টাকা কম; কিরূপে কি করিব।

নারানজী (মন্ত্রী) প্রশ্ন করেন—আপনারা কি ভাষায় শিক্ষা দেন?

শ্রীবনমালী মাহাত উত্তর করেন—আমরা সবাই বাংলাতে শিক্ষা দিই।

নারানজী (মন্ত্রী) বলেন—না না তা চলিবে না। তবে ত সব স্কুলগুলি উঠিয়া যাইবে। আর মানভূমের আদিবাসীদের আমি কখনও তিনটি ভাষা শিক্ষা করিতে দিব না। উহারা মাত্র দুইটি ভাষা শিক্ষা করিবে—সাঁওতালি ও হিন্দি। বাংলা অতিরিক্ত ভাষা শিক্ষা করা চলিবে না।

শ্রীবনমালি মাহাত ও আমরা বাধা দিয়া বলি:—মানভূমবাসীদের ভাষা সম্বন্ধে আপনার ধারা ভুল। যেখানে কেহই বাংলা ছাড়া কোন ভাষা জানে না, সেখানে হিন্দি ভাষা নিম্ন প্রাথমিক হইতে কিরূপে চলিতে পারে। তবে ৫ম শ্রেণী হইতে ইংরাজির বদলে যদি হিন্দি চালু করা হয়, তা এক রকম চলিতে পারে।

নারানজী (মন্ত্রি):—দেখুন আমি তর্ক করিতে চাই না। হিন্দি শিক্ষা না দিলে স্কুল উঠাইয়া দিব, সার্কুলার পাইয়াছি। আপনারা গভর্ণমেণ্টের সহিত লড়ুন—যেমন লড়িতেছেন। ট্রেনিং স্কুল খোলা হইতেছে। ট্রেনিং লইয়া শিক্ষা দিন, বেতন বাড়িবে, স্কুলের নিকট কূয়ার পরিবর্ত্তে বাঁধ করিয়া দিব। চরখা, তোকলি ও তুলা মিলিবে।

আমরা প্রশ্ন করি—আপনি হিন্দিতে যে শিক্ষার কথা বলিতেছেন নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে তাহা কিরূপে সম্ভব ভাল করিয়া, বুঝাইয়া দেন।

নারানজী (মন্ত্রি) বলেন—ভাষা হইবে সাঁওতালী কিন্তু পুস্তকে ঐ ভাষা হিন্দী অক্ষরে লেখা থাকিবে। যেহেতু উহাদের ভাষার কোন অক্ষর নাই।

আমরা শুধালাম—ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি সব বই কী হিন্দি অক্ষরে ছাপা থাকিবে? নারানজীর (মন্ত্রি) উত্তর—হাঁ।

আমরা বলিলাম—মানভূমবাসী মনের ভাব প্রকাশ করে বাংলায় পরস্পর পরস্পরের সহিত বাংলাতে কথার আদান প্রদান করে। আদিবাসী ভাইদের নিজেদের ভাষা বাংলা ও বাংলাতে কথা বলে কেবল সাঁওতালরা সাঁওতালী ভাষাতে শৈশব হইতে কথা বলিতে শিখে। ভাষার অক্ষর নাই বলিয়া হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাংলা ভাষার সংস্পর্শে আসিয়াছে। আজ কিরূপে ইহা বাদ দিতে বলিতেছেন, বুঝিতেছি না। আর এ ভাষা বাংলা অক্ষরে ছাপাইয়া পড়াইলে কি ক্ষতি হইবে?

নারানজী (মন্ত্রি)—ভাই আমি তর্ক করিতে চাই না। যাহা করিবার সরকারের সহিত করুন।

(ক্রমশ:)

মানভূম জেলার ইতিবৃত্ত

জীমূতবাহন সেন

গত বারের প্রবন্ধে রেনেল সাহেবের প্রণীত ম্যাপের কথা উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত ম্যাপের দ্বারা ইহা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানভূম ও ধলভূম বাংলা সুবারই অন্তর্গত, এবং যে দেশকে চুটিয়া নাগপুর বা রামগড় অঞ্চল (Ramgarh tracts) বলা হইত সেই অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন:—

রেনেল সাহেবের ৭ নং ম্যাপে দেখান হইয়াছে যে, ধলভূম, বরাহভূম, মানভূম, পাতকুম, পাঁচেট, ঝালদা, জুরিয়াগড় (ঝরিয়াগড়) ও নিয়াগড় (নোয়াগড়) বাংলা সুবার অন্তর্গত।

রেনেল সাহেবের ৯ নং ম্যাপে বাংলা ও বিহার সুবার সীমা দেখান হইয়াছে। উহা হইতেও দেখা যাইবে যে ধলভূম, সমস্ত মানভূম, জুরিয়াগড় (ঝরিয়াগড়), জামতাড়া এবং রাজমহল বাংলা সুবার ভিতর দেখান হইয়াছে—চুটিয়া নাগপুর বা বিহারের মধ্যে নহে।

রেনেল সাহেবের ২ নং ম্যাপ অনুসারে জরিয়াগড়, দুমকা ও জামতাড়া, বীরভূম জেলার অন্তর্গত।

রেনেল সাহেবের ৩ নং ম্যাপ অনুসারে ধানবাদ, ঝরিয়া, দক্ষিণ বিহার সীমানার বাহিরে এবং বাংলা সুবার অন্তর্গত।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, যে J. Rennel's Maps প্রকাশের তারিখ ১৭৭৯ খৃঃ এবং উক্ত ম্যাপগুলির ভিত্তি হইতেছে "Map of the Acquisition of British territory in Bengal and the Burmese Provinces" যাহা দৃষ্ট হয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "A collection of Treaties, engagements, Sunnads etc" Vol. I.

মানভূম ও ধলভূম আকবর সম্রাটের সময়েও (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ:) বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল ইহাও আকবরের সময়ে প্রস্তুত বিখ্যাত আইন-ই-আকবরী বহিতেও পাওয়া যায়। গ্রাণ্টসাহেবের রিপোর্টে (১৭৯৩-১৭৯৮) আইন-ই-আকবরী মোতাবেক যে দেশ মন্দারণ সরকার নামে অভিহিত ছিল, মানভূম ও ধলভূম সেই এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই মন্দারণ সরকার বাংলা সুবার মধ্যে—বিহার সুবার মধ্যে নহে, ইহা বলা আছে। ঔরঙ্গজেবের সময়েও তাহাই ছিল। ঔরঙ্গজেবের আমলেই মির্জাফর ওর্ফে মুর্শীদকুলী খাঁ, যিনি তাঁর খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন, বাংলা সুবার সুবাদাররূপে নিযুক্ত হন। মুর্শীদকুলী খাঁ ১৭১৯ খৃঃ হইতে ১৭২৭ খৃঃ

পর্য্যন্ত বাংলা সুবার সুবাদার হিসাবে রাজত্ব করেন। রাজস্ব ঠিকভাবে আদায় করিবার জন্য তিনি বাংলা সুবাকে কয়েকটি চাক্‌লায় বিভক্ত করেন—বর্দ্ধমান চাক্‌লা উহাদের একটি। এই বর্দ্ধমান চাকলার অধীনে সরিফাবাদ, মন্দারণ, পেশকোশ ও সাতগাঁও বলিয়া কয়েকটি সরকারে বিভক্ত হয় এবং ইহার মধ্যে বর্দ্ধমানের জমিদারী, বীরভূমের ১।৩ ভাগ জমিদারী, বিষ্ণুপুরের জমিদারী ও পাচেটের জমিদারী অবস্থিত ছিল। হাণ্টার সাহেবের ষ্টাটিষ্টিক্যাল একাউণ্ট অফ্ মানভূম ৩২৩ পৃষ্ঠায় দেখা যাইবে যে পাচেটের রাজা গড়ুর নারায়ণ মুর্শীদাবাদ কাছারীতে ১৭২০৩৲ টাকা রাজস্ব দিতেন। ফারমিঙ্গার সাহেবের প্রকাশিত পঞ্চম রিপোর্টের (Firminger's Edition, Fifth Report, Vol II) ১৮৮ পৃষ্ঠায় পঞ্চকোটের পশ্চিম সীমা চুটিয়া নাগপুর ও রামগড় দেখান আছে, যাহা আইন-ই-আকবরীতেও আছে বলিয়া পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত প্রথম রিপোর্টের ২৪৮ ও ২৪৯ পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে বলা আছে যে পঞ্চকোট বাংলা সুবার সামিল, এবং ৩৯৮ পৃষ্ঠায় দেখান আছে উহা মন্দারণ সরকারেরই অংশ, এবং ১২৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে বাংলার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁ এর সহিত বন্দোবস্তীয় এলাকার অধীনে পঞ্চকোট অবস্থিত। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে যাহাকে এখন মানভূম জেলা বলা যায়, তাহা বরাবরই বাংলাদেশে অবস্থিত এবং ১৯১২ সালে সর্ব্বপ্রথম বিহার প্রদেশ-ভুক্ত হয়। ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ দুই তিন বারই বলিয়াছেন যে, আমি নাকি ১৯৩৮ সালে বলিয়াছি যে ছোটনাগপুর বিভাগ মগধ রাজের আমল হইতে বিহারের অন্তর্গত। এরূপ উক্তি আমি কখনও করি নাই এবং করিতে পারি না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার দুই একটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া, নিজেরই দুই একটি কথা তাহার মধ্যে জুড়িয়া দিয়াই তিনি ঐরূপ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায়।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এবং সেই কথায় আমি বরাবরই বলিয়াছি যে কোক্‌রা দেশ এবং ছোটনাগপুর বিভাগ বা কমিশনারী এক দেশ নহে। ছোটনাগপুর বিভাগ ইংরাজ রাজের প্রস্তুত বিভাগ। Bradley Birt ছোটনাগপুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন এ কথা ঠিক। কিন্তু Bradley Birt ছোটনাগপুর বিভাগের সৌন্দর্য্য লইয়াই বেশী আলোচনা করিয়াছেন, ইতিহাসের দিক লইয়া করেন নাই। Bradley Birt এর লিখিত "A little known province of the Empire' পুস্তকে কতকগুলি ভুল উক্তির সাহায্য লইয়া ও আমার উক্তিকে অন্যায়মত নিজের সুবিধানুযায়ী কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, যেহেতু ছোটনাগপুর বিভাগ (বা কমিশনারী) পূর্ব্বেকার চুটিয়া অথবা কোক্‌রা দেশ লইয়া গঠিত, এবং যেহেতু বিহারের অন্য নাম মগধ সেই হেতু ছোটনাগপুর মগধ রাজার দেশ, অতএব বিহারী দেশ। ইহা যে মোটেই যুক্তিপূর্ণ বা গবেষণাপূর্ণ উক্তি নয়, তাহা আমার পূর্ব আলোচনা হইতেই দেখা যাইবে। আরও দেখা যাইবে যে, গুপ্তরাজার সময় মগধদেশ কেবল পাটনা ও গয়া জেলার সীমার মধ্যেই ছিল, এবং বাংলাদেশ তখন রাজা শশাঙ্কের অধীনে ছিল। চীন পরিব্রাজক হিউনসিয়াং এর বিবরণ দৃষ্টে পাওয়া যায়, যে রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (যাহা বর্ত্তমান সুবর্ণরেখা নদীর ধারের কোন স্থান বলিয়া ঐতিহাসিকেরা প্রকাশ করেন) ছিল। উক্ত সুবর্ণরেখা নদী রাঁচী হইতে নির্গত হইয়া মানভূমের ভিতর দিয়া, একদিকে রাঁচী, এবং চাইবাসা অঞ্চলকে পৃথক করিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। চাণ্ডিলের নিকট ডুলমী গ্রামে বহুদূরব্যাপী এবং বহু পুরাতন কালের প্রস্তুত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, প্রবাদ অনুসারে, এইখানেই রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। ইতিহাস দৃষ্টে জানা যাইবে যে রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য মগধের রাজা বিম্বসরা যুদ্ধের অভিযান করেন, এবং যুদ্ধে নিহত হন ও হারিয়া যান। রাজা বিম্বসরার নিধনের প্রতিহিংসা লইতে কনৌজের রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন—কনৌজের রাজা বিম্বসরার ভগ্নীপতি ছিলেন; এবং তাঁহাকেও রাজা শশাঙ্ক বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাতে ইহাই প্রমাণ করে যে মগধের রাজা বিম্বসরা কর্ণসুবর্ণ রাজা শশাঙ্কের অধীনস্থ দেশ জয় করিতে পারে নাই, এবং দুইটী দেশ সম্পূর্ণভাবেই পৃথক ছিল।

অতএব মগধ—যাহার অধুনা অর্থ বিহার প্রদেশ, কখনই কর্ণসুবর্ণ সংলগ্ন স্থান কুক্ষিভুক্ত করিতে পারে নাই। ইহা হইল প্রাচীন ইতিহাস যে, প্রাচীন মানভূম রাজা শশাঙ্কের দেশ, মগধের রাজার কখনই ছিল না।

আবার Bradley Birt এর যে উক্তি ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহকে ভ্রান্ত পথে লইয়া গিয়াছে তাহা এই :— "The famous compact of 1765 brought us first into touch with Chotanagpur, which was included in Bihar when the Diwari of that Province, Bengal and Orissa was ceded by Emperor Shah Alam II. When first seriously taken in hand (about 1780) a district was formed, and known as the Ramgarh Hill tract. It was a huge district including all Hazaribagh and Palamau with parts of Gaya, Monghyr and Manbhum. In 1833 Hazaribagh Manbhum and a few years later Singbhum, were formed into separate districts with their own local head quarters and Government officials." এখন Bradley Birt এর উক্তিটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সরকারী কর্ম্মচারীরা যাহারা ইংরাজের দেওয়ানী পাইবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহারা ছোটনাগপুর যে বিহারের সামিল এরকম কথা কখনই প্রকাশ করেন নাই। Hamilton's East India Gazetteer and Agra and Calcutta Gazetteer হইতে দেখা যাইবে যে, ১৭৬৫ দেওয়ানীর সময় ছোটনাগপুর বিভাগ বিহারভুক্ত ছিল না। Bradley Birt ইহা প্রণিধান করেন নাই যে একা Ramgarh Hill tract এর পরিমাণই ছিল ১৮০০০ বর্গ মাইল, (Fifth report P. 503) এবং Ramgarh Hill tract এর ভিতর Lohardagha জেলা ৭,১৫৯ বর্গ মাইল, Hazaribagh জেলা ৭,০১৬ বর্গ মাইল এবং Palamau জেলা ৪,৯০১ বর্গ মাইল ছিল, তাহা হইলে গয়া, মুঙ্গের ও মানভূমের অংশ ইহার মধ্যে কি করিয়া ঢুকিতে পারে?

এই প্রসঙ্গে মানভূম জেলা ১৭৬০ খৃঃ হইতে কি রকম ভাবে অদলবদল হইয়া সংগঠিত হইয়াছে তাহা ধারাবাহিকভাবে জানা খুবই প্রয়োজন মনে করি।

১৭৬০ খৃঃ মীরকাশিম মেদিনীপুরের সঙ্গে মানভূম ও বরাহভূম পরগণা ইংরাজদিগকে হস্তান্তর করেন।

১৭৬৫ খৃঃ বীরভূম সহ পাচেট এবং তাহার অধীনস্থ মহাল, যথা ঝালদা, ঝরিয়া, নওয়াগড়, পাড়রা এবং বিষ্ণুপুর লইয়া একটী সুপারভাইজারের অধীনস্থ করা হয়।

১৭৭২ খৃঃ পাচেট জেলা করা হয় এবং উক্ত জেলাকে একটি কলেক্টারের অধীনে রাখা হয় (Manbhum District Gazetteer P. 56)

১৮০৫-৩৩ জঙ্গলমহল জেলা বাঁকুড়াতে হেড কোয়ার্টার্স করিয়া, পাচেট ও তাহার অধীনস্থ পরগণাগুলি ('খ' এ বর্ণিত আছে), বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান জেলার দুইটি পরগণা, এবং সেই সময়ে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলায় ৭টী পরগণা লইয়া গঠিত হয়।

১৮৩৩ খৃঃ জঙ্গলমহল জেলা ভাঙ্গা হয়, এবং বিষ্ণুপুরকে বর্দ্ধমান জেলার সামিল করা হয়, এবং মেদিনীপুর জেলা হইতে ধলভূম পরগণাকে লইয়া, জঙ্গলমহল জেলাতে যে সকল অঞ্চল ছিল সেইগুলিকে রাখিয়া মানভূম জেলা নাম দিয়া, পুরুলিয়াতে হেডকোয়ার্টার্স্ করিয়া একটি নূতন জেলা নামাঙ্কিত হইল।

এই ১৮৩৩ খৃঃ এই South west frontier Agency বিভাগ বলিয়া একটি বিভাগ নূতন মানভূম জেলা, লোহারডাগা ও রামগড় জেলা, সৃষ্টি করা হয়।

১৮৪৬ খৃঃ এ ধলভূম পরগণাকে মানভূম হইতে বিচ্যুত করিয়া পোড়াহাট ও চক্রধরপুর এলাকার সঙ্গে যোগ করিয়া সিংভূম নামে নূতন জেলা তৈয়ারী করা হয় এবং অত্যধিক ফৌজদারী কার্য্য উপস্থিত হওয়ায় চৌরাসী, চেল্যামা, নাসীচন্দ, বনথাণ্ডী, বড়পাড়া, বনচাষ, ও পাড়া এলাকাগুলি বাঁকুড়া জেলার ফৌজদারী আদালতাধীন করা হয় কিন্তু রাজস্ব ইত্যাদি কার্য্য মানভূমের অধীনেই থাকে।

১৮৭২ খৃঃ সেরগড় পরগণাকে বর্দ্ধমান জেলায় সামিল করা হইল।

১৮৭৯ খৃঃ মানভূম হইতে ছাতনা, খাতড়া, সুপুর, অম্বিকানগর ও রায়পুরি পরগণা বাঁকুড়ার সামিল করা হইল। উপরোক্তভাবে অদলবদলের এবং কাটছাঁটের দ্বারা মানভূম জেলা যে রকমভাবে গঠিত হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, বাংলা দেশের সঙ্গে মানভূমের সম্পর্ক ঐতিহাসিক যুগ হইতে নিবিড় ও ওতোপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ও মানভূম বঙ্গদেশের ভিতর ছিল। মাত্র ১৯১২ সালে আমাদের বৈদেশিক ব্রিটীশ শাসনকর্ত্তারা নিজেদের শাসন ও রাজনীতির দরুণ মানভূমকে বিহার প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে। প্রাক্তন মানভূম, অর্থাৎ মন্দারণ সরকার বাংলারই অভেদ্য অংশ, এই অংশেই জয়দেব, চণ্ডীদাসের জন্মস্থান, বাংলা ভাষার জন্মদাতা ছিলেন তাঁহারা।

মানভূম জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন
দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে মানভূম জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন ও শাখা অধিবেশন-রূপে মানভূম জেলা মহিলা সম্মেলন ও মানভূম জেলা সঙ্গীত সম্মেলন পুরুলিয়াতে অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের খ্যাতনামা সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সঙ্গীতজ্ঞগণকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান হইতেছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বৎসরেও জেলার কিশোর ছাত্র ছাত্রীদিগের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির পক্ষ হইতে সম্মেলনের সকল প্রকার আয়োজন করা হইতেছে এবং জেলার উৎসাহী সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটা শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইতেছে। স্মরণ থাকিতে পারে গত বৎসর একাদশ বার্ষিক অধিবেশন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী কতকগুলি হীন সর্ত্তাবলীতে অনুষ্ঠিত হইতে দিতে অনুমতি দেন। তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া সম্মেলন স্থগিত রাখা হইয়াছিল।

সাহিত্য সভার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কোন অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন হইবে না সংশোধিত বিহার জননিরাপত্তা আইনে ইহার উল্লেখ আছে।

মাতৃভাষার উচ্ছেদ ও প্রতিক্রিয়া
বাংলা নম্বর কি সরকারী বিরোধীতা ?

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া থানার পিটাজোড় গ্রামে ওয়েলফেয়ার অফিসার যান। একটা গাছ কাটা সংক্রান্ত একটা মামলায় অনুসন্ধান করিতে যান বলিয়াই জানা যায়। গ্রামে তিনি পঞ্চায়েত সভাপতি, মেম্বার ও পণ্ডিত প্রভৃতিকে ডাকিয়া কেস সম্বন্ধে এনকোয়ারী করেন। পরে সমবেত জনসাধারণের সম্মুখে বলেন যে—আমার একটী কথা বলিবার আছে। তোমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে বাংলায় নম্বর দেওয়া হইয়াছে তাহা তোমরা খুবই ভুল করিয়াছ। যেহেতু তোমাদের বিহার গবর্মেণ্টের অধীনে বাস সেই হেতু বাংলা লিখিয়া তোমরা বিহার গবর্মেণ্টের সহিত বিরোধীতা করিতেছ। যদি তোমরা বাংলা রাখ তবে তোমাদের বেঙ্গলে যাইতে হইবে। বেঙ্গলের সমস্ত লোক শিক্ষিত—তোমরা বোকা তাহাদের সঙ্গে পারিবে না। কাজেই তোমাদের পিছাইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং তোমরা ঘরের নম্বর বাংলা ঘুচাইয়া হিন্দীতে দাও। যদি তোমরা হিন্দীতে লেখ—তবে বিহার গবর্মেণ্ট তোমাদের সকল সাহায্য করিয়া কূঁয়া স্কুল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

স্থানীয় সংবাদ

ভালুকের সহিত মল্ল যুদ্ধে মানুষের জয়লাভ—গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৭৷৹ টায় সিমুয়া (চাষ) নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্ত্তীকে হাজারীবাগ জেলার জরিডি থানায় বনচাষের বনে একটি ছোট ভালুকে আক্রমণ করে। হরিপদ বাবু সাহস করিয়া ভালুকের সামনের পা ২টী সজোরে ধরিয়া ফেলিয়া অনেক ধস্তাধস্তির পর সজোরে পেছনের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটি গর্ত্তে ভালুকটিকে ফেলিয়া দেন। তাঁর মুখে কপালে নাকে একটু আঁচড় লাগিয়াছে। উপর ও নীচের ঠোঁট দুটিতে আঁচড় একটু গভীর হইয়াছে। হরিপদ বাবুর বয়স ৪১ বৎসর। একদিন এই চাষ থানারই শ্রীযুক্ত নিমাই সিংহ একটি বাঘকে মল্ল যুদ্ধে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। হরিপদ বাবু ভালুকের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহার সাহসের জন্য প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন।

পাড়াতে অগ্নিকাণ্ড—গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বেলা প্রায় ১টার সময় পাড়ার মধ্যবাজারে হঠাৎ আগুন লাগিয়া ৪০টী গৃহস্থের প্রায় ৬৭টী ঘর সম্পূর্ণ পুড়িয়া যায়। ধান, চাউল, খড়, কাপড়, বিছানাপত্রাদি যাহা ছিল তাহা সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮০০০০৲ আশী হাজার টাকা হইবে। নিরাশ্রয় পরিবারগণের জন্য থাকিবার সংস্থান, খাদ্য ও বস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনসাধারণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইতেছে।

সিন্দরী সংবাদ—গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী সি, পি, ডব্লিউ ডি, ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এক সাধারণ সভার

অধিবেশনে—ছাঁটাই বন্ধ, মাগগী ভাতা বৃদ্ধি (পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী) বাসস্থান, অফিসারদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি ১৪ দফা দাবী গ্রহণ করা হয়। উক্ত দাবী গুলি দিল্লীতে পাঠান হয়।

উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ছাঁটাইয়ের নোটীশ প্রাপ্ত পূর্ত্ত বিভাগের পাঁচজন কেরানী ও একজন পিয়নের ছাঁটাই নোটীশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

পূর্ত্ত বিভাগের কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস গুলিতে কর্মচারীরা কখন কাহার নামে ছাঁটাইয়ের নোটীশ আসে এই ভয়ে সর্বদা সশঙ্কিত হইয়া আছেন।

প্রকাশ যে আগামী ১লা মার্চ বিহারের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীকৃষ্ণ সিংহ সিন্দরী ওয়ার্কাস ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিকোৎসবে পৌরহিত্য করিতে সিন্দরী আসিতেছেন।

অসবর্ণ বিধবা বিবাহ—বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল থানার রায়চাঁদ গ্রামের শ্রীকেদার নাথ কুণ্ডুর সহিত, মেদিনীপুর জেলার চাতরং গ্রামের ৺অঘোর চন্দ্র রায়ের অসহায়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী কিরণ বালা দেবীর শুভ পরিণয় গত ৩রা ফাল্গুন পাত্রের গ্রামে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা খাঁটী হিন্দুমতে সম্পন্ন হয় এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া এই বিবাহ দেন।

জেলায় স্বেচ্ছাচারিতার রুদ্রমূর্ত্তি ক্রমবর্দ্ধমান

সরকারী কর্ম্মচারী ও হিন্দী প্রচারকদের বীভৎস প্রচারধারা

বরাবাজার হাটে ডি, সির হিন্দী প্রচার সভায় কর্ম্মীগণ অবৈধভাবে লাঞ্ছিত

সভায় ডেপুটি কমিশনারের অবৈধ হিন্দী প্রচারের স্বরূপ উদঘাটিত

বাড়েদা অভিযানে ডি, সি, ও সাঙ্গপাঙ্গের অদ্ভুত কীর্ত্তি কলাপ

নির্য্যাতনেও লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের সত্যাগ্রহী জনোচিত আচরণ

শ্রীভীম মাহাতকে গ্রেপ্তার

[লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদ্বয় মাঝিহিড়ার শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত ও বরাবাজার থানার শ্রীভীমচন্দ্র মাহাত প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিবরণ দুইটী পাঠাইরাছেন। জেলায় হিন্দী প্রচারের নামে কিরূপ অবৈধ ও বীভৎস কার্য্যকলাপ চলিয়াছে তাহা জনসাধারণের গোচর করিবার জন্য প্রকাশিত করিলাম। —মুক্তি সম্পাদক—]

বাড়েদার হিন্দী প্রচার সভা

১৯।২।৪৯ তারিখে বরাবাজার থানার অন্তর্গত বাড়েদা গ্রামে এক মিটিং হয়। বেলা দুইটায় মিটিংএর কথা ছিল কিন্তু বেলা ৪॥০।৫টা পর্য্যন্ত ও ডি, সি, মিটিং স্থলে পৌছেন নাই। তখন শ্রীনাথ জয়শোয়ালের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য সুরু হয়। সভাস্থলে বরাবাজার থানা ওয়েলফেয়ার, জমাদার, একজন সিপাই, বরাবাজার বোর্ড স্কুলের হিন্দী পণ্ডিত মৌলভী সাহেব, স্কুল সাবইন্সপেক্টার শ্রীরামনিরঞ্জণ শ্রীখড়্গধারী, পটমদা থানার বড়াম গ্রামের উঃ প্রাঃ হিন্দী স্কুলের পণ্ডিত ও উক্ত গ্রামবাসী শ্রীসারদা ষড়ঙ্গী, মাধবপুর উঃ প্রাঃ স্কুলের পণ্ডিত শ্রীমুরুলীধর ইহারা, স্কুলের কতকগুলি ছাত্র লইয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ডি, সি, উপস্থিত ছিলনা, তবু ডি, সির নামে অভিনন্দন পত্র সভায় শ্রীমহেন্দ্রনাথ তন্তুবায় পাঠ করেন। সভায় কিছু বলিবার জন্য আমি সভাপতির অনুমতি চাহিলে, তিনি বলেন আপনি কি বিষয় বলিবেন ? আমি বলিলাম আপনারা যা বলিতেছেন তাহাই—বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলিব। তিনি বলিলেন থামুন পাঁচ মিনিট পরে বলিতে দিব। কিন্তু হঠাৎ সভা ভঙ্গ হইল বলিয়া তাঁহারা চলিয়া যান। তখন আমি ও হিরু সিং বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিই।

সন্ধ্যার সময় প্রচার বিভাগের মটরে বরাবাজারের শ্রীরামজি সিং শ্রীসতীশ কেড়িয়া (মাড়োয়ারী) শ্রীগোপাল কেড়িয়া (মাড়োয়ারী) শ্রীমহাবীর সাও (মাড়োয়ারী) আরও দুইজন লোক ছিলেন। দুই জনের মধ্যে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন আমার নাম

সত্যানন্দ, আমি পুরুলিয়ায় থাকি। জানা গেল আর একজন ছিলেন, পাবলিসিটি অফিসার। সত্যানন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—মানভূমের আদিবাসীদিগকে বা মাহাত দিগকে বাঙ্গালীরা, উঙ্কে উঠিতে দেয় না, বা দিবেনা। তোমরা বাঙ্গালীদের কথায় চল না, হিন্দী রাষ্ট্র ভাষা হবে তোমরা হিন্দী শিখ, চাকরী পাবে। যাহারা তোমাদিগকে বাংলা শিখিতে বলিবে তাহারা তোমাদের শত্রু বা দুশমন।

পাবলিসিটি অফিসার বলেন—বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য কেহই, উকিল, মুক্তিয়ার, পেসকার কেরানী, বা হাকিম আদিবাসী ও মাহাতদের মধ্যে নাই। মুখার্জ্জী, ব্যানার্জ্জী, ঘোষ, বোস, ইহারাই সমস্ত অফিসার আছে। তোমরা কি তোমাদের পুত্রকে হাকিম, কেরানী, পেশকার করিতে চাওনা? যদি চাও তবে বাঙ্গালীদের কথায় চলো না। বক্তৃতার সময় বাড়েদা নিবাসী শম্ভু সিং বলেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা বাংলায় বুঝাইয়া দেন। তখন সত্যানন্দ বলে, ডি, সি, আসুন বুঝাইয়া দিবেন। যখন ডি, সি, আসিলেন তখন বেড়াদা নিবাসী শ্রীজনার্দ্দন মাহাত বলেন—বাংলায় বুঝাইয়া দেন, তখন সত্যানন্দ বলে, তোমরা বুঝ আর নাই বুঝ হিন্দীতেই বলা হইবে। এই সময় বলিবার জন্য অনুমতি চাহিলেও অনুমতি দেওয়া হয় না। পরে ডি, সি, আসিয়া পৌছিলে আমি তিনজনের নাম লিখিয়া সত্যানন্দকে দিই, আমার, পদকের ও হিরু সিংএর। মিটিংএর সভাপতি কে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সত্যানন্দ বলে, যা কিছু বলতে হবে আমাকে বল। পরে ডি, সি সাহেব বক্তৃতা করেন। আমাদিগকে বলিতে দিবার জন্য বার বার অনুরোধ করার পর বলেন—থামুন একটু থামুন বলিতে দিব। কিন্তু হঠাৎ উহারা সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। জঙ্গল আইনের ব্যাভিচার বিষয়ে জনগণের পক্ষ হইতে বহু অভিযোগ জানাইয়া দরখাস্ত গ্রহণ করিতে বলা হইতেছিল। এমন কি সেই দরখাস্ত লইবার জন্যও তাহারা অপেক্ষা করেন না। লোক মোটরের আগে গিয়া দাঁড়ায় এবং মটর আটকায় তবে দরখাস্ত দেয়। সভাভঙ্গ হইবার পর আমরা স্কুলে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় ৮টা ৮॥ টা। তখন বাড়েদানিবাসী শ্রীগোবিন্দ সিং ও আর একজন একটী লাইট লইয়া আসিয়া বলেন, রামজি সিং কোন মতে লাইটটী দিতে চায় না এবং জোর করিয়া মটরে লইয়া যাইতেছিল। কোনমতে লাইটটী উহাদের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লই এবং সঙ্গীটীকে দিই। তখন আমাকে তিন জনে ধরে, তখন আমি জোর করিয়া মটর হইতে ঝাঁপ দিয়া পালাই। আর দুইটী ছেলেকে উহারা লইয়া গেল। একটী ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। একটু পরে রাইডি নিবাসী নিতাই মাহাত গিয়া বলেন, আমার ছেলেটী এবং আর একটী ছেলে ঘর ফিরে নাই। শুনিতেছি তাহাদের নাকি মটরে ধরিয়া লইয়া গেল। তখন আমরা বলিলাম তবে তোমরা বরাবাজারে যাও। তখন তাহারা ৩/৪ জন মিলিয়া রাত্রিতেই বরাবাজার যায়। রাইডি হইতে বরাবাজার প্রায় ১০।১১ মাইলের রাস্তা।

ইহার পরে গত মঙ্গলবার ২২শে ফেব্রুয়ারী সকালে প্রায় ৯টার সময় যখন আমি মাঙ্গু মাড়োয়ারীর দোকান হইতে কাপড় কিনিয়া বাহির হইতেছিলাম তখন একজন জমাদার ও একজন সিপাহী আসিয়া বলে—চলুন বড় বাবু ডাকিতেছেন, আপনার নামে কেশ হইয়াছে। আমি বলিলাম যে, ওয়ারেণ্ট আছে কি? তাহারা বলিল যে—না অনেক কেসে ওয়ারেণ্ট ছাড়াও আমরা গ্রেপ্তার করিতে পারি। আমি থানায় যাই, বড় দারোগা আসিয়া বলেন যে—পাবলিসিটী অফিসার শর্ম্মা আপনার নামে কেশ করিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন? তিনি বলিলেন—আপনি নাকি রাস্তায় চোখো চোখো পাথর দিয়া রাখিয়াছিলেন—যাহাতে মোটর গাড়ীর টায়ার টিউব কাটিয়া যায়। আমি বলিলাম—আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা অসম্ভব আমরা তাহা করিতে পারি না, আমাদের নীতি তাহা নয়। আলোচনা কালে তিনি বলিলেন—পাবলিসিটী অফিসার আরও অনেক কিছু বলিতেছিলেন, আমি তাহাকে কাগজে লিখিয়া দিতে বলিলাম, তিনি ইহাই দিয়াছেন। ইহার পরে সাক্ষ্য প্রমানে যা হয় হইবে। আপনাকে ৩০০৲ টাকার জামীন দিতে হইবে। বলিলেন ৩০০৲ টাকার জামীন লিখিয়া দিলেই হইবে। শ্রীব্রজ মাহাত জামীন হইলে আমি চলিয়া আসিলাম।

শ্রীভীমচন্দ্র মাহাত
সভাপতি, বরাবাজার থানা পঞ্চায়েত।

বরাবাজার হাটে

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বরাবাজার হাটে ডেপুটী কমিশনার সাহেবের নেতৃত্বে এক জনসভা হইয়াছিল। সরকারী তরফের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম। ডি, সি, ডি, এফ, ও, স্থানীয় স্কুল পরিদর্শক, ওয়েল ফেয়ার অফিসার ও ৪।৫ জন পুলিশ সিপাহী এবং জঙ্গল বিভাগের ৪।৫ জন কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিল। ইহা ছাড়া বরাবাজারের শ্রীরামজী সিং ও তিন চারজন স্থানীয় হিন্দী প্রচারক ও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিল।

আমি যখন সেখানে উপস্থিত হই তখন ডি, সি, কিম্বা ডি, এফ, ও, সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। স্কুল পরিদর্শক, রামজী সিং ও ওয়েলফেয়ার অফিসার সভার কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও সঙ্গেই আমার পুর্ব্বে পরিচয় ছিল না। সভাতে ওয়েলফেয়ার অফিসার বক্তৃতা দিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই তাঁহারা পরস্পর চাপা গলায় কি সব আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রামজী বাবু আমাকে ডাকিয়া আমি কিছু বলিতে চাহি কিনা—তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন "যদি কিছু বলিতে চাহেন তো দলগত বা ভাষাগত ভাবে কিছু বলিবেন না। আমি বলিলাম—ও কথার মানে? তিনি বলিলেন যে—তার মানে এই যে জেলার ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না। আমি বলিলাম যে—আপনারা যদি ঐ সকল বিষয়ে অন্যায় ভাবে কিছু বলেন তবে তার প্রতিবাদ করিতে পারিব কি না? তা ছাড়া আমি যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিব তাহার প্রতিবাদ করিবই। পরক্ষণেই আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই সভার সভাপতি কে? রামজী বাবু বলিলেন—সভাপতি ডি, সি, সাহেব হইবেন। তবে এখন তিনি এখানে নাই একটু পরেই আসিবেন। আমি বলিলাম যে, সভাপতি না আসা পর্য্যন্ত আমার কিছু বলা যুক্তি সঙ্গত মনে করি না। সভাপতির অনুমতি ক্রমেই আমি যাহা বলিবার তাহা বলিব। যদি অনুমতি না পাই তবে একজন কংগ্রেস কর্মী বা সত্যাগ্রহী হিসাবে যাহা বলিবার এবং করিবার তাহা বলিব ও করিব।

ডি, সি, ও ডি, এফ, ও, সাহেব আসিলেন। ডি, সি, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা দিলেন। মহাত্মাজীর আত্মত্যাগ বিষয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে, স্বাস্থ্য বিষয়ে, জঙ্গল বিষয়ে এমনকি প্যালুড্রিন সেবন বিষয়ে বহু উপদেশ পূর্ণ বাক্যের জাল রচিয়া পরে মুখোস খুলিয়া হিন্দি প্রচারের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে—এই জিলার পূর্ব্বে ভাষা ছিল হিন্দি, কিন্তু এখন তাহা সকলে ভুলিয়া গিয়াছে, আজ আবার এই জিলাতে এই ভাষা প্রতিষ্ঠা করিবার দিন আসিয়াছে। যে কোন উপায়ে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবেই। তা ছাড়া ভারত সরকার হিন্দিকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে সুতরাং বড়লোক হইতে হইলে ইহাকে শিক্ষা করিতেই হইবে। এর পরই ডি, এফ, ও, সাহেব জঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই আমার কিছু বলিবার আছে বলিয়া আমি ডি, সি, সাহেবের নিকট অনুমতি চাহিলাম। তিনি বলিলেন যে, ডি, এফ, ও, সাহেবের বলা শেষ হোক তবেই আপনি বলিবেন। কিন্তু ডি, এফ, ও, সাহেবের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডি, সি, সাহেবের নির্দ্দেশে প্রচার বিভাগের গাড়ীতে বিকটশব্দে গানের সুর শোনা গেল। এর কারণ বুঝিয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না তাই সময় নষ্ট না করিয়া ডি, সি, ইত্যাদি থাকিতে থাকিতেই আমার কর্ত্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। দু চার মিনিট বলার পরেই ডি, সি, ইত্যাদি সভা স্থলের বাহিরে যান।

জনসাধারণের হাব ভাবে পরিষ্কার বোঝা যাইতেছিল যে সকলেরই প্রবল আগ্রহ আমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য কিন্তু প্রচার বিভাগের গাড়ীর শব্দে আমার গলার স্বর যেন তলাইয়া যাইতেছিল। আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করি জনসাধারণ শুনিতে পাইতেছেন কিনা। তাহাদের

পক্ষ হইতে জবাব আসিল আমরা ভাল শুনিতে পাইতেছি না। চলুন আমরা দূরে সরিয়া যাইব। আপনার কথা শুনিতে আমাদের ভাল লাগিতেছে। জনসাধারণের ভাবগতিক দেখিয়া এর পরেই রামজী বাবু প্রচার বিভাগের গাড়ীর গান বন্ধ করিয়া দিলেন। নিম্নলিখিত বিষয় সমূহকে কেন্দ্র করিয়া আমি বলিয়া ছিলাম।

(১) জঙ্গল বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীর দুর্নীতি (২) পুলিস কর্ম্মচারীর দূর্নীতি (৩) জেলার মাতৃভাষা বাংলা উচ্ছেদ করিয়া হিন্দী প্রতিষ্ঠায় সরকারী কর্ম্মচারীদের অপচেষ্টা (৪) ভারতে রাষ্ট্র ভাষা সমস্যা—ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম।

হিন্দী প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা, জেলায় মাতৃভাষা হরণ ও রাষ্ট্র ভাষা সমস্যার কথা যখন আলোচনা করিতেছিলাম সেই সময় স্থানীয় স্কুল পরিদর্শক ও ২।১ জন হিন্দী প্রচারক (সত্যানন্দজী) রক্ত চক্ষু করিয়া আমার বক্তৃতায় বাধা দেন এবং আমার উপর ইচ্ছামত কটুক্তির বান বর্ষণ করিতে থাকেন। আমি তাহাদের কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাহা সত্য বুঝিয়াছি তাহা সাধারনের কাছে প্রকাশ করিতেছিলাম। আমাকে লাঞ্ছিত করিবার ইচ্ছা তাহাদের ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল। তাই আমি প্রথমেই তাহাদের বলিয়া দিলাম, রক্ত চক্ষুর দ্বারা ভয় দেখাইয়া বা কটুক্তি বর্ষণ দ্বারা আমার আদর্শ হইতে আমাকে চ্যুত করিতে পারিবে না। আদর্শ রক্ষা এবং কর্ত্তব্য বোধে আমরা জীবনকেও তুচ্ছ মনে করি।

বিরুদ্ধদল আর অপেক্ষা না করিয়া সপ্ত রথীর ন্যায় আমার চারিদিকে ঘিরিয়া টানা হেঁচড়া আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাদের চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে আমাকে এখনই চিবাইয়া খাইবে। আমার উপর এই বিরুদ্ধ দলের এই প্রকার আচরণ দেখিয়া দু' একজন ছাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে। আমি তাহাদের বলিলাম আপনারা কেহই উত্তেজিত হইবেন না। এই সমস্ত ব্যাপার আমি সত্যাগ্রহীর দৃষ্টিতে দেখিতেছি। সত্যাগ্রহে উত্তেজনার স্থান নাই, আপনারা শান্ত হউন।

এই ব্যাপার প্রায় ১০।১৫ মিনিট চলে। তারপর সভা আবার একটু শান্তরূপ ধরে। বিরুদ্ধ দলের সহিত যখন আমার জোরালো কথা কাটাকাটী হইতেছে, এমন সময় বাহির হইতে ভীমলা ধনুদা ও প্রাণকৃষ্ণ ভাই প্রভৃতি কয়েকজন কর্মী সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। জনসাধারণ তখন একটু বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সকলের চেষ্টাতে আবার সকলেই জমা হইল।

দুই দলে কিছুক্ষণ কথা কাটা কাটী হইল। কিছুক্ষণ পরে বিরুদ্ধ দল আবার আমাদের উপর টানা হেঁচড়া ও ধাক্কাধাক্কী সুরু করিয়া দেয়। বিরুদ্ধ দল এবার সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন উন্মত্তের ন্যায় আমাদের উপর অমানুষিক আচরণ করিতে লাগিল। যে যেদিকে

পারে আমাদের টানা হেঁচড়া করিতে থাকে। কেহ কেহ আমাদের আলগাইয়া সভাস্থলের বাহিরে লইয়া যায়। কেহ বলে এদের ডি. সির নিকট লইয়া চল। কেহ বলে থানাতে লইয়া চল আবার কেহ বলে এদের ধরিয়া চালান দাও। এরা জেলাকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। এরা দাঙ্গা করিতে চায়। এরা বদমাইস লোক এদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ কেহ বলে এদের মারো, এরা হিন্দির বিরোধীতা করিতেছে ইত্যাদি।

কিন্তু এই সকল আচরণের বিরুদ্ধে জনগণের মনোভাব প্রবল থাকায় তাহারা আর এইরূপ অভদ্র ও হিংসাপূর্ণ ব্যবহার বেশীক্ষণ করিতে সাহস পাইল না। প্রথম হইতেই জনগণ আমাদের অনুকূলে ছিল। আমাদের উপর এই প্রকার আচরণে জনসাধারণ তাহাদের উপর আরও বিরক্তিজনক ভাব প্রকাশ করিতে ছিল। কিন্তু জনগণ ধীর এবং সংযত ছিল। জনগণের কাছ হইতে মুহুর্মুহু শব্দ শোনা যাইতে ছিল যে, আমাদের মাতৃভাষা তো বাংলা বটে আমরা যদি বাংলাভাষা ভুলি তবে তো আমাদের সব নষ্ট হইবে।

সরকারী তরফ হইতে আমাদের প্রতি এই প্রকার জঘন্য ও হীন আচরণ দ্বারা তাহারা দাঙ্গা কিংবা একটা ঝগড়ার সৃষ্টি করিবে চেষ্টা করিয়াছিল। শান্তি প্রিয় গ্রামবাসীগণের মধ্যে অপকৌশলে অশান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া তাহাদের অপর কিছুই উদ্দেশ্য ছিলনা। যদি তাহাদের বক্তব্য ও কর্ম্মধারা গ্লানিশূন্য থাকিত তবে সত্য ও ন্যায় কথা প্রকাশে তাহাদের বাধা দান করিবার কিছু ছিল না।

আমরা কংগ্রেস কর্মী। সত্যাগ্রহ এবং মহাত্মাজীর আদর্শে ও কর্ম্ম নীতিতে বিশ্বাসী। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার ঘটিয়া গেল সমস্তই আমরা সত্যাগ্রহীর দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলাম। আমরা জানি এক সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা আমাদের উপর এই প্রকার অসামঞ্জস্যোচিত আচরণ করিয়াছে। তাহাদের উপর আমাদের কিছু মাত্র বিদ্বেষ ঘৃণার উদ্রেক হইবার কিছু নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা তাহাদিগকে এই কথাই বলিয়াছি "আপনারা বৃথা আমাদের উপর পীড়ণ করিতেছেন।"

যেখানে আমরা অন্যায় দেখিব সেইখানেই আমরা প্রতিবাদ করিব। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেই আমরা ছেলেবেলা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

আমি প্রথমেই ডি, সি, ও ডি, এফ, ও, সাহেবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি তাহাদের বক্তৃতার সমালোচনা করিতেছি যদি সৎসাহস থাকে তবে তাহারা আমার প্রতিবাদ করিতে পারেন কিন্তু তাহাদের সে সৎসাহস ছিল না। যদি থাকিত তবে তাহারা উন্মত্তের মত আচরণ করিত না।

যাহাই হউক আমি যখন সেখান হইতে অন্যত্র যাইতে ছিলাম তখন সভায় উপস্থিত জনসাধারণের কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—বাবু দেশের গতি কোন দিকে? তাহাদের প্রশ্নের সংগে আমারও অন্তর হইতে প্রশ্ন উঠিল—দেশের গতি কোন দিকে? আমার প্রাণে আরও কয়েকটি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—স্বাধীন ভারতে জনস্বার্থ বিপন্ন হইতেছে কেন? জাতীয় সরকার ও বৃটিশ সরকারে তারতম্য কি? কোথায় মহাত্মাজী ও কোথায় তাঁহার আদর্শ?

যতীন্দ্র নাথ মাহাত

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

(১)

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক মহাশয়, নিম্নলিখিত বিবরণটুকু আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

চাস থানার তেলিডি গ্রামের শ্রীরাখহরি মাহাত, শ্রীগুহিরাম মাহাত, শ্রীবন্ধু মাহাত, শ্রীআশু মাহাত ও শ্রীক্ষুদু মাহাত আমার নিকট জানাইয়াছে যে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী চাস থানা বনবিভাগের বিট অফিসার ও তাহার সহকারী সিপাহীগণ বিনা কারণে জবরদস্তি তাহাদিগকে থানায় ধরিয়া লইয়া যায়। থানা অফিসার তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে বন বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে বলে যে তোমাদের সকলের নামে মামলা হইবে এমনকি স্ত্রীলোকেরাও বাদ যাইবে না। তখন তাহারা ভয়ে টাকা দিয়া বাড়ী আসে। বিট অফিসার রাখহরি ও আশু মাহাতর নিকট ১০০৲ একশত টাকা এবং গুহিরাম, ক্ষুদু মাহাতর নিকট ২৫৲ পঁচিশ টাকা করিয়া ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা নেয়। শেষোক্ত ব্যক্তি দ্বয়ের নিকট বনের সিপাহীরা টাকা লয়। স্থানীয় কাঁড়রা কূপের জনৈক এজেণ্ট ঐ টাকার ব্যাপারে জড়িত আছে। তাহারা কংগ্রেসকর্মী হিসাবে আমাকে জানাইয়াছে বলিয়া ঐ কাগজ আমি জেলা কংগ্রেস অফিসে পাঠাইয়া দিলাম। তাহা ছাড়া একখানা চিঠিতে ডি. এফ ও, কেও আমি জানাইয়াছি। আশা করি সত্বর এ বিষয়ের একটা প্রতীকার হইবে। ইতি— শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য ২৬।২।৪৯

(২)

কণ্ট্রোল ও জুয়াখেলা—পুঞ্চা থানার কুসুমটিকরি হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিং সর্দ্দার জানাইতেছেন:—দোকানদারগণ খরিদ্দারগণের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে। বর্ত্তমানে পুঞ্চা থানাতে যে সব মেলা এবং হাট হইতেছে সেই সমস্ত স্থানে ঝাণ্ডী খেলা অবাধে চলিতেছে। পুলিশ উপস্থিত থাকিয়াও বাধা দিতেছে না। কণ্ট্রোল ব্যাপারেও তাহাই চলিতেছে। গবর্মেণ্ট হইতে কোনই ব্যবস্থা নাই। জনসাধারণের অসুবিধা চরমে উঠিয়াছে।

(৩)

হিন্দি না চালাইলে টাকা বন্ধ—বরাবাজার থানার আমড়াবেড়া গ্রামের শ্রীগৌরচন্দ্র মাহাত লিখিতেছেন:—গত ২৫শে মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী বরাভূম থানার স্কুল সাব ইনসপেক্টার শ্রীরামরঞ্জন সিং আমরাবেড়া মাঝিডি

আদিবাসী স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া গ্রামের লোক এবং শিক্ষকদের বলেন যে, তোমরা আদিবাসী তোমাদের ভাষা হিন্দী এবং দেবনাগরী। হিন্দী শিক্ষা না করিলে শিক্ষক বেতন পাইবেনা এবং আমি বিল করিবনা। বিহার সরকারের এই আইন হইয়াছে। আদিবাসীদের স্কুলে হিন্দী শিক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের ভাষা হিন্দী এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আর একটী পুরাতন ঘটনার কথা জানাইতেছি। এই জন্য যে লোভ দেখাইয়া হিন্দী শিক্ষার প্ররোচনা প্রথম হইতেই করা হইতেছে ইহা কেন? কোন একটা কিছু শিক্ষা দিবার জন্য লোভ দেখান হয় তবে তাহা সদুদ্দেশ্যে করা হয় না। গত ৭ই নভেম্বর বরাবাজার থানার ওয়েলফেয়ার অফিসার ও হিন্দী প্রচারক শাস্ত্রি জী আমড়াবেড়া মাঝিডি আদিবাসী স্কুলে আসিয়া বলেন যে, তোমরা হিন্দীভাষা শিক্ষা করিলে সরকার বাঁধকুয়া এবং স্কুল করিয়া দিবেন এবং বেশী বেতনে চাকরী পাইবে। তোমাদের শিক্ষকের জন্য তিন মাসের বেতন ৩০৲ টাকা আনিয়াছি। যদি হিন্দী শিক্ষা দেও তবে প্রত্যেক মাসের বেতন পাইবে। শ্রীবনমালি, গণেশ মাঝি, দেওয়া মাঝি, ভমন মাহাত, লক্ষণ মাহাত প্রভৃতি মেম্বারগণ বলেন আমরা টাকা লিবনা। আমাদের ভাষা বাংলা। তিনি চলিয়া যান এখনও এই রকম ভাবেই ওয়েলফেয়ার অফিসাররা আদিবাসীদের মঙ্গল করিতেছেন।

(৪)

ফেরীওয়ালার ভীড়ে অসুবিধা

পুরুলিয়া চকবাজারের শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চটুরাজ শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন, শ্রীগোবর্দ্ধন কুণ্ডু, শ্রীবিনোদ বিহারি দাস, প্রভৃতি প্রায় ১৯ জন প্রমুখ ব্যক্তি লিখিতেছেন যে—চকবাজার, বাঁকুড়া রোড, বরাকর রোড ও চাইবাসা রোডের সংযোগস্থলে ফেরীওয়ালাদের ভীড়ের আধিক্য হেতু ভীষণ গোলমাল ও জনসাধারণের যাতায়াতের অসুবিধার সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে এই বহু জনাকীর্ণ পথে দুর্ঘটনা হইয়াছে ও হইতেছে। এই সমস্ত ফেরীওয়ালাকে রাস্তার মোড় হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি।

(৫)

জঙ্গল ঠিকাদারের বেঠিক আচরণ

বরাবাজার থানার বেড়াদা গ্রামের শ্রীজনার্দ্দন মাহাত লিখিতেছেন—চাণ্ডিল থানার ডাঁগাট জঙ্গলের ঠিকাদার শ্রী শ্রীনাথ জয়শোয়াল, বলরামপুর, বামনি হাটে ও গ্রামে ঢোল দিয়া জানায় যে গোগাড়ী ১৲ টাকা ও কাড়াগাড়ী ১॥০ হিসাবে কাঠ বিক্রয় হইবে। আমরা জঙ্গলে যাইয়া ছাড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাই জানিয়া ২০।৩০ গাড়ী কাঠ নামাইলাম। পরদিন ছাড়বাবু জানান যে—শ্রীনাথ বাবু জানাইয়াছেন যে ১॥০ ও ২৲ টাকা না হইলে কাঠ দিওনা। আমরা বাধ্য হইয়াই তাহা করিলাম। কিছুক্ষণ পরে ফরেষ্টার বাবু সেখানে উপস্থিত হইলে তাহাকে বলি। কিন্তু তিনিও কিছু করিলেন না।

(৬)

মালিক বিহীন গরু প্রাপ্তি

বান্দোয়ান থানার গুড়ুর গ্রামের শ্রীপূর্ণ মাহাত শ্রীসনৎ কুমার দাস গুপ্ত, শ্রীহরিপদ সিং দেও ও বরাহবাজারের শ্রীকালিপদ বাবু জানাইতেছেন যে—গত ৮ই ফাল্গুণ একটা লোক একটী হালের গরু বিক্রয় করিতে আসে। গরুটীর দাম এরূপ কম বলে যে আমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে বলিলাম তোমার বাড়ীতে চল দাম দিব। সে বলে যে তাহার বাড়ী বৈষ্টবডী। বাড়ী যাইবার সময় সিন্দরীতে কোন রকমে ফন্দী করিয়া পলাইয়া যায়। সেই অবধি গরুটী গুড়ুরের পূর্ণ মাহাতর বাড়ীতে আছে। গরুটী যাহার তাহাকে প্রমাণ দিয়া লইয়া যাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

WANTED

The students passed Steno-typist course, Telegraphy, Assistant Station Master Course, Book-keeping, etc. from PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE, PURULIA are asked to inform their address immediately to the Principal for Govt. & Railway Appointments.

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১লা মার্চ্চ ১৯৪৯ হইতে ষ্টোরের অংশীদারগণকে শেয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। সদস্যগণকে রেজিষ্টার বহিতে সহি করিয়া নিজ নিজ সার্টিফিকেট লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

যে সকল সদস্যের কিস্তির টাকা এখনও বাকী আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দেয় টাকা পরিশোধ করিয়া সার্টিফিকেট লইয়া যাইবেন।

পুরুলিয়া ৮।২।৪৯ } পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া

কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।

ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস

প্রতিনিধি: সমর সিংহ, হুলমী পুরুলিয়া

SALE NOTICE

Notice is hereby given that 2 cases said to contain medicine booked under P. W. Bill No. 04738 of 26. 7. 47 ex. Esplanade to Purulia consigned by Messrs. Standard Products Ltd., Calcatta to selves are lying undelivered at Purulia and will be sold with reserve by public auction under the provisions of the Indian Railways Act IX of 1890 on 20. 3 49 at 11 Hrs at Purulia.

Terms payment in cash.

Commercial Traffic Manager.

ওষুধপত্র

ও

অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় নানারকম ভালো জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী

পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৩শে ফাল্গুন ১৩৫৫, ৭ই মার্চ্চ ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

বিজ্ঞপ্তি

মশা, মাছি প্রভৃতির উপদ্রব এবং কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে ডি, ডি, টি, গ্যামেক্সিন প্রভৃতি প্রতিষেধক ব্যবহার করুন।

পুরুলিয়া ৪।৩।৪৯ } পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া

কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।

ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস

প্রতিনিধি: সমর সিংহ, চুলমী পুরুলিয়া

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

(স্থান পরিবর্ত্তন—৺প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয়ের তামাকের দোকানের পশ্চাতে শ্রীশ্রুগনচাঁদ দাতব্য চিকিৎসালয় রোডের উপরে আসিয়াছে)

এখানে স্কুল ও কলেজের যাবতীয় পাঠ্য পুস্তক, প্রাইজ এবং লাইব্রেরীর উপযোগী সকল প্রকার ধর্ম্মপুস্তক, নাটক, নভেল, খাতা, কলম দোয়াত প্রভৃতি ও খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম, এবং বিস্কুট, উৎকৃষ্ট দারজিলিং চা ও যাবতীয় মনোহারী দ্রব্য খুচরা এবং পাইকারি দরে অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১০।১২।৪৮ — শ্রীতারাপদ সরকার, ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়
তাহার কাজে

নূতন বীমা: ১৯৪৭:	১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমা:	৫৫ „ ৬৩ „ „
প্রিমিয়াম আয়: ১৯৪৭:	২ „ ৬১ „ „
বীমা তহবিল:	১০ „ ৫৮ „ „

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ২৩শে ফাল্গুন

অনির্বাণ দীপ

গত ২রা মার্চ্চ তারিখে সরোজিনী নাইডুর মৃত্যু হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া যাঁহারা স্বাধীনতা আনিয়াছেন সরোজিনী নাইডু তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী।

ভারতের এই মহিয়সী নারী নিজের প্রতিভাবলে সমগ্র জগতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসিয়া এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা ভারতের জনসেবায় নিয়োজিত হইয়াছিল। প্রতিভার প্রতিষ্ঠা, জগতের সম্মান—সমস্ত গৌণ করিয়া রাখিয়া মায়ের অন্তর লইয়া তিনি গান্ধীজীর অনুবর্ত্তী হইলেন। গান্ধীজীর পরিচালনায় তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। একাধারে জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা, সেবা ও বীরত্বের অপূর্ব সমন্বয়ে ভারতীয় নেতৃত্ব নূতন মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। ভারতের নারী, সরোজিনী নাইডুর মধ্য দিয়া সেবার আরাধনায় যে দীপ জালিয়াছিলেন তাহা অনির্বাণ হইয়া অন্ধকারে ও দুর্য্যোগে ভারতের যাত্রাপথকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। যাহারা দীপ বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন তাহারা আজ একে একে চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু যে দীপ তাহারা জালিয়াছিলেন তাহা অনির্বাণ হইয়া শত দুর্য্যোগেও যাত্রা পথ আলোকিত করিয়া রাখিবে। আজ সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুতে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহার মধ্যে ইহাই জাতির সান্ত্বনা।

সমগ্র জাতির সহিত একত্রে আমরা সর্ব্বজনমান্য ভারতের তথা মানবের এই পরম সেবিকার স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

ভারত গবর্মেণ্টের বাজেট

ভারতীয় পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান অধিবেশনে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় আগামী বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট পেশ করিয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সালের আয় ব্যয় হিসাব করিয়া বলা হইয়াছে যে, আগামী বৎসরে খরচের পরিমাণ হইবে ৩২২ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে যে হার চলিতেছে সেই অনুসারে ট্যাক্স আদায় করিলে পাওয়া যাইবে ৩০৭ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা। সুতরাং ঘাটতি পড়িতেছে ১৪ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য নানা দিক দিয়া নানাভাবে ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়া ১৫ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা বেশী আয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে খরচ খরচা মিটিয়া ৪৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে।

চাষীর ঘরে বা সাধারণ গৃহস্থের ঘরে যা আয় হয় তাহাতে খরচা না কুলাইলে হয় খরচ কমাইতে হয়, না হয় আয় বাড়াইতে হয়, না হয় ধার করিতে হয়। দেশে রাজ্য শাসনের জন্য গবর্মেণ্ট দেশের লোকের নিকট হইতে নানাভাবে ট্যাক্স প্রভৃতি আদায় করিয়া আয় করেন। আয়ে যদি খরচা না কুলায় তবে লোকের উপর ট্যাক্স বাড়ায় নয় খরচা কমায়। ধারও করে তবে তাহা বিশেষ ক্ষেত্রে।

বর্ত্তমানে ভারত গবর্মেণ্ট ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য খরচা বিশেষ কমাইতেছেন না। যে সমস্ত খুব বেশী বেতনধারী কর্ম্মচারী আছেন, মন্ত্রী, লাটসাহেব এবং এই রকমভাবে আরও অন্যান্য খরচ কমাইয়া এই ঘাটতি পূরণ করিতে পারেন! অথবা ট্যাক্স যদি বাড়াইতেই হয় তবে যাহারা বড়লোক, বড় ব্যবসায়ী, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা আয় করেন তাহাদের উপর ট্যাক্স বাড়াইয়াই করা উচিত। কিন্তু সেদিকে চেষ্টা করা হয় নাই।

যে দিক দিয়া ট্যাক্স কমান হইতেছে তাহা প্রধানতঃ এই—পুঁজির লাভের ট্যাক্স রহিত, দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর আয়করের হার হ্রাস, সুপার ট্যাক্সের হার

হ্রাস, এরোপ্লেন চালাইবার পেট্রোলের শুল্কের হার হ্রাস তৈল বীজ ও ভেজিটেবল তৈলের রপ্তানী শুল্ক হ্রাস, শিল্পের জন্য কাঁচামালের উপর পণ্য শুল্ক হ্রাস প্রভৃতি।

ট্যাক্স প্রধানতঃ এইগুলির উপর বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে—পোষ্ট কার্ড দুই পয়সার স্থানে তিন পয়সা, গ্রামের সর্বনিম্ন হার দুই আনা, চিনি ও সুতার কাপড়ের উপর শুল্ক বৃদ্ধি, দিয়াশালাই, পেট্রোল, মটর টায়ার ও বিলাস দ্রব্যের উপর ট্যাক্স ও শুল্ক বৃদ্ধি।

যে নীতির উপর ভিত্তি করিয়া এই বাজেটটী করা হইয়াছে তাহা কোন ক্রমেই জনস্বার্থের অনুকূল নহে। পুঁজিপতি বা পুঁজিবাদকে সুবিধা দিয়া বা তোষণ করিয়া কোন গবর্মেণ্টই জনমতকে তাহার অনুকূল করিতে পারে না বা জনস্বার্থ রক্ষা করিতে পারা যায় না। কেন্দ্রীয় সভার বহু কংগ্রেস সদস্যই এই বাজেট সম্বন্ধে খুবই তিক্ত সমালোচনা করিতেছেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় একদিকে দরিদ্রের ব্যবহার্য জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অন্যদিকে ধনিক ও পুঁজিপতিদের সুবিধা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষই বৃদ্ধি পাইবে। ধনিক ও পুঁজিপতিরা এই বাজেট দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ইহাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে যদি ভারত গবর্মেণ্ট কমাইতে চাহেন, তবে তাহার পথ তাহাদের তুষ্টি বিধান দ্বারা হয় না। কারণ লাভই যাহাদের একমাত্র ভগবান তাহাদের নিকট দেশ, ধর্ম, মানবতা, নীতি বলিয়া কিছু নাই। ভারত গবর্মেণ্ট অত্যন্ত মারাত্মক ভুল করিতেছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রপতি ও অহিংস বিপ্লব—গত ২২শে ফেব্রুয়ারী আকোলায় এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামীয়া বলেন যে—আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমাজে গান্ধীজীর আদর্শে এক অহিংস বিপ্লব সংঘটিত হইবে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া দেশের গবর্মেণ্টের উপরও প্রতিফলিত হইবে। এজন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে বলেন এবং আশা করেন যে ভারতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সম্পদ সমভাবে বণ্টন করা হইবে। ভারতবর্ষে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন দরকার এবং অহিংস বিপ্লব দ্বারাই সে পরিবর্তন আসিবে ইহাই রাষ্ট্রপতির অভিমত। ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়া রাষ্ট্রপতি হিসাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে যে ভাবে পুঁজিপতি ও ধনিকদের যথেচ্ছাচার বাড়িয়া জনসাধারণের দুর্দশা ক্রমশঃ বাড়াইয়া চলিয়াছে তাহাতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার যে সত্বর পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন তাহা জনসাধারণ ক্রমশঃই অধিকভাবে অনুভব করিতেছে। জনসাধারণের এই তাগিদ কংগ্রেস সভাপতি অনুভব করিয়াছেন।

ভাষাভাষী প্রদেশ গঠন—উক্ত সভাতেই রাষ্ট্রপতি ভাষাভাষী প্রদেশ গঠন সম্পর্কে বলেন যে—এ সম্পর্কে জয়পুর কংগ্রেসে তিনজন সদস্য লইয়া এক কমিটী গঠিত হইয়াছে। আগামী মার্চ্চ মাস শেষ হইবার পূর্বেই কমিটী তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন। এই সময় পর্যন্ত আমি সকলকে শান্ত থাকিতে বলিতেছি। ভারতের জনসাধারণ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় শান্তই রহিয়াছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রে কংগ্রেস নির্দ্দেশিত এই ভাষার অধিকার বিনষ্ট করিবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস গবর্মেণ্ট ও তাহাদের অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে জনসাধারণের মধ্যে যে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছেন—তাহা বাস্তবিকই মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস গবর্মেণ্ট সাধারণভাবে কংগ্রেস অথবা উচ্চতম কর্তৃপক্ষের যে নির্দ্দেশ তাহাদের মনোমত হয় না তাহার কোন মূল্য দেন বলিয়া মনে হয় না।

বিহার কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নির্দ্দেশ অমান্য—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আজাদ বলেন যে—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, যেখানে প্রাদেশিক ভাষা মাতৃভাষা হইতে পৃথক সেখানে কোন স্কুলে (জুনিয়ার বেসিক) অন্ততঃ ৪০টী ছাত্র থাকিলেও তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই মর্মে শিক্ষার মাধ্যমের ব্যবস্থার জন্য সমস্ত প্রাদেশিক গবর্মেণ্টকে সারকুলার অর্থাৎ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সংখ্যা লঘিষ্ঠদের এই ভাষার অধিকার বিনষ্ট করা হইতেছে বলিয়া বহু প্রদেশ হইতে তিনি অভিযোগ পাইয়াছেন। মানভূম জিলা ইহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট প্রকাশ্যে এবং জোর করিয়াই এই নির্দ্দেশকে অমান্য করিয়া কাজ করিয়া চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টও ইহার প্রতিবিধান করিতে খুব তৎপরতা দেখাইতেছেন না—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

নিন্দনীয় ব্যাপার—কলিকাতার নিকটে দমদম বিমান ঘাটীতে, বারাসতে ও অন্যান্য দু একটী স্থানে যে হানা দেওয়া ও হাঙ্গামা করা হইয়াছে তাহার সহিত কমিউনিষ্ট পার্টী বা বিপ্লবী সাম্যবাদী দল জড়িত আছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। পণ্ডিত নেহেরু কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা কালে, দমদমে হানাদারদের—বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে রাজনৈতিক দলের যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য যে ভাবে হিংসার আশ্রয় লওয়া হইতেছে তাহা শুধু অন্যায়ই নয় সর্বথা নিন্দনীয়। এই ব্যাপারে যে সমস্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে—তাহা বীভৎস। কল্পনাপ্রবণ তরুণদের রোমান্টিক—চমকপ্রদ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া এই সমস্ত অন্যায়, ব্যর্থ, ও অনিষ্টকর কার্য্যপন্থা দ্বারা কোন মহৎ আদর্শই সাধিত হয় না।

রেল ও ডাক ধর্ম্মঘট স্থগিত—রেল ও ডাক ধর্মঘট সম্বন্ধে রেল শ্রমিক ইউনিয়ন ও ডাক ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া শ্রমিক ও কর্মচারীদের ধর্মঘট না করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই ধর্মঘট যাহাতে না হয় তাহার জন্য বহু কমিউনিষ্টদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু পার্লিয়ামেণ্টে প্রশ্নোত্তরে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বলিয়াছেন যে, গত ১০ দিনের মধ্যে এই ধর্মঘট সম্পর্কে ৮৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই সকল গ্রেপ্তার সম্পর্কে আমাদের অনুমান যে, পুলিশ ও জিলার কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে মানভূম জিলায় বিশেষ করিয়া পুরুলিয়াতে ইহার অপব্যবহার হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ এ স্থানের বিশেষ পরিস্থিতিতে—যাহারা কমিউনিষ্ট বিরোধী অথচ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কংগ্রেস নীতি বিরোধী অন্যায় কার্য্যের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন তাহাদের কমিউনিষ্ট আখ্যা দিয়া গ্রেপ্তার করা—আশ্চর্য্যের কিছুই নয়। এ বিষয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজ পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

জননিরাপত্তা আইন ও আশ্বাস—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী পাটনাতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বিহার জননিরাপত্তা আইন পুনরায় এক বৎসরের জন্য পাশ হইয়া গেল। এই জননিরাপত্তা আইনের সম্বন্ধে সমালোচনার উত্তর দিবার সময় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা মানভূমে বাংলায় অন্তর্ভুক্তি আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া বলেন যে—"মানভূমে বিহারের কোন কোন স্থান বাংলায় অন্তর্ভুক্তির প্রচারের বা বাংলাভাষা সমর্থন করিবার জন্য কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। গবর্মেণ্ট ইহার বিরোধী হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু গবর্মেণ্ট—কমিউনিষ্টদের দ্বারা বা অন্যান্য সমাজ বিরোধীদের দ্বারা নিজেদের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের সুযোগ লওয়ার ব্যাপারটা হইতে দিবেন না।" শ্রদ্ধেয় বিনোবা বাবুর এই মন্তব্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আমাদের পরে করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্তমানে প্রথমতঃ এই কথাই বলিতে হয় যে কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট নীতি ও বিধান অনুযায়ী মানভূমের ভাষার অধিকারে বাংলার অন্তর্ভুক্তির দাবী স্বাভাবিক হইলেও কংগ্রেসের উর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দের উপর ইহার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে বলিয়া তাহাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইহার যথার্থ বিচার পাইবার জন্য কোন আন্দোলনের প্রয়োজন হয় নাই। আন্দোলন যাহা হইতেছে, তাহা ইহাকে বিহার প্রদেশে রাখার জন্য এই

জিলার ভাষাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিবার জন্য—সরকারী পরি-চালিত আন্দোলন। এবং ইহাও সম্পূর্ণ ন্যায় নীতি বহির্ভূত আন্দোলন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। নিয়ম-তান্ত্রিক বলিতে যাহা বুঝায় ইহা তাহাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই কংগ্রেসনীতি বহির্ভূত অন্যায় কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া যাহারা প্রতিবাদ করে তাহা-দিগকে কি ভাবে এখানে লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে—সে সংবাদ মন্ত্রী মহাশয় জানেন। বাংলায় অন্তর্ভুক্তির আন্দোলনের মিথ্যা দোষারোপ করিয়া অভিযুক্ত করিবার উদাহরণ আজার শ্রীনীরদ বরণ রায় আছেন। আন্দোলন ত দূরের কথা নিছক ভাষার ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও গবর্মেণ্ট নির্বিচারে ও নির্বিবেকে যে সমস্ত পথ ও উপায় গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহাতে কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট এই ভাষার দাবী ও অধিকারের সহিত যাহা কিছু সংশ্লিষ্ট তাহাকে কমিউনিষ্ট রঙে রঞ্জিত করিয়া ইহাকে দাবাইবার চেষ্টা করাটা ইহাদের পক্ষে নূতন ও অস্বাভাবিক নয়। পাটনায় যেখানে সর্বোদয় প্রদর্শনীতে গবর্মেণ্ট প্রচার বিভাগের পুস্তকালয়ে নির্জ্জলা মিথ্যা ও হীন প্রচারের জন্য "Facts about Manbhum" বিক্রয় হইতে পারে, মানভূমে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে গঠনমূলক কাজকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে, সাম্প্র-দায়িকতা নিরোধের জন্য জননিরাপত্তা আইনকে যদি গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজ বন্ধ করিবার জন্য মিথ্যা অজু-হাত সৃষ্টি করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে—তবে কমিউনিষ্টদের সুযোগ লইবার মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করিয়া এই কংগ্রেস স্বীকৃত প্রাথমিক ভাষার অধিকারের সমর্থক-গণের বিরুদ্ধে যে তাহা লাগান যাইতে পারে, ইহার ঐতিহ্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহু পূর্ব্বেই সৃষ্টি করিয়াছেন। জননিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ হইবে না—এই আশ্বাস দিবার প্রসঙ্গেই মন্ত্রী মহাশয় উক্ত কথা বলিয়া-ছেন। এই আশ্বাসে কতদূর ভরসা করা যাইতে পারে তাহা বিবেচনার বিষয়। যদি তিনি এই কথা ঘোষণা করিতেন যে—গবর্মেণ্ট বা তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ কমিউনিষ্টদের কার্য্যকলাপের সুযোগ লইয়া ও তাহাকে মিথ্যা অজুহাতরূপে ব্যবহার করিয়া কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট ভাষার অধিকারের দাবীর বিরুদ্ধে সত্যই প্রয়োগ করি-বেন না—তাহা হইলেও অন্ততঃ আশ্বাসের মত শুনাইতে পারিত।

মানভূমে জঙ্গল রক্ষার ব্যবস্থার পরিণাম—বাঁকুড়া জিলা হইতে বেলগাড়ীতে বোঝাই হইয়া পুরুলিয়া শহরে শালপাতা (পত্রী) আমদানী হইতেছে—ইহা শুনিয়া হয়ত মানভূমবাসী আশ্চর্য্য হইবেন! কিন্তু আশ্চর্য্যের কিছুই নাই—বাস্তবিকই হইতেছে। শাল জঙ্গল সমাকীর্ণ মানভূম জিলায় সর্বসাধারণের স্বার্থে সরকারী কর্তৃপক্ষ কিরূপভাবে জঙ্গল রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন—ইহা তাহার একটী বিশেষ পরিচয়! জঙ্গলগার্ড ও বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে জঙ্গল হইতে গ্রামের মেয়েদের যেখানে পাত তুলিতে গেলে লাঞ্ছিত হইতে হয়—আর হিন্দী প্রচার করিলেই যেখানে কংগ্রেস আন্দোলনের ভয়ে পলাইয়া গেলেও, নির্য্যাতিত দেশ কর্মী বলিয়া ডেপুটী কমিশনারের সার্টিফিকেটের বলে প্রায় ৭০০ একরের ৬টী জঙ্গল পাইয়া গালার ভাটীর জন্য কাঠ কয়লা পুড়াইবার অবাধ অধিকার পাওয়া যায়, সেখানে শাল জঙ্গলের মধ্যে বাস করিয়াও বাঁকুড়া হইতে শালপত্র না আনাইলে বাস্তবিক উপায়ই বা কোথায়? যে ভাবে মানভূমের জঙ্গলের সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণেরও সর্বনাশ হইতেছে তাহা ধারণার অতীত।

চাণ্ডিলে প্লেগ—কিছুদিন হইতেই চাণ্ডিলে প্লেগের আক্রমণ দেখা দিয়াছে। এই প্লেগের আক্রমণে কয়েকটী লোকও মারা গিয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে চাণ্ডিলের দু একটী গ্রামেও প্লেগে দুইজন লোক মারা গিয়াছে। এ বিষয়ে অবশ্যই গবর্মেণ্টের চিকিৎসা বিভাগ সেখানে মজুত রহিয়াছে এবং তাহারা ব্যবস্থা করিতেছে কিন্তু তথাপি তাহার বিস্তৃতি সম্পূর্ণ বন্ধ হইতেছে না। এ বিষয়ে আমাদের মনে হয় আরও তৎপর হওয়া প্রয়ো-জন। বহু ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে যে কেরাসিন পাওয়া যাইতেছে না। এ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কিছু তেলের ব্যবস্থা করিলেও তাহা মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। প্লেগের প্রতিষেধক হিসাবে ডি, ডি, টী, ইন্দুর মারিলে তাহা জ্বালাইয়া দেওয়া, প্রভৃতির জন্য কেরাসিন একান্ত ও যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন; তাহার যথেষ্ট ব্যবস্থা হওয়া একান্ত দরকার। ইহা ছাড়াও ইহার প্রতিষেধক হিসাবে যে যে ব্যবস্থা প্রয়োজন ইস্তাহার ছাপাইয়া ও অন্যান্য উপায়ে চারিদিকের লোককে তাহা জানান দরকার। কর্তৃপক্ষ আশাকরি এ বিষয়ে কোন দিকে কোন ত্রুটী যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

জয়পুর কংগ্রেসের দিগ্‌দর্শন

(মনু লিখিত)

গতবারে সর্বোদয় প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করিয়া-ছিলাম। এই সর্বোদয় প্রদর্শনীটাই জয়পুর কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সর্বোদয় কথাটির সহিত জনসাধারণ কেন অনেক শিক্ষিত এবং রাজনৈতিক কর্মীরাও বেশী পরিচিত নহেন। ইদানীং এ কথাটির প্রচার নানা দিক দিয়া ধীরে ধীরে হইতেছে।

গান্ধীজীর অহিংস সমাজের পরিকল্পনাকেই সর্বোদয় সমাজ বলা হয়। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার স্থান এখানে নাই, তবে ইহার সম্বন্ধে একটু আভাস দেওয়া না থাকিলে প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্যটা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম নাও হইতে পারে। মানুষ সম্পূর্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছায় নিজের আচরণ এরূপ সংযত অথচ সার্বভৌম করিবে যাহাতে সমাজে কোনপ্রকার বহিনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনই হইবে না। এই সম্পূর্ণ শোষণ বিহীন সমাজে যেখানে কোনরূপ গবর্মেণ্টের মত যন্ত্রের প্রয়োজনই হইবে না—রামায়ণের কথায় যেখানে কোন প্রকার দাণ্ডিক বা দণ্ড দিবার লোকের প্রয়োজনই থাকিবে না, সকলের আত্মশাসনের উপরই সমাজ ব্যবস্থা চলিবে, সংক্ষেপে তাহাই সর্বোদয় সমাজের আদর্শ। এই আদর্শে সমাজ ব্যবস্থাকে লইয়া যাইবার প্রচেষ্টাস্বরূপ গান্ধীজীর সহকর্ম্মী শ্রীবিনোবা ভাবের চেষ্টায় সমস্ত ভারতবর্ষে এইরূপ ব্রতী সেবকের সৃষ্টি ও সংহতি আনয়নের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীবিনোবা ভাবের প্রেরণাতেই জয়পুরে এই সর্বোদয় প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা হয়।

কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে প্রদর্শনী একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ বরাবর হইয়া আসিয়াছে। বরাবর যে প্রদর্শনীগুলি হইয়া আসিত সেগুলিতে খাদী, কুটীর শিল্প প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলেও প্রায়শঃই ভারতে তৈরী নানাবিধ পণ্যসম্ভার, তাহার বিক্রয় ও বড়, মাঝারী, ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ও প্রচারই মুখ্য থাকিত। শিক্ষাগত দিকটা গৌণ হইয়া ব্যবসায়গত দিকটা প্রধান হইত। আদর্শগত—অর্থাৎ গান্ধীজী সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক যে আদর্শের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেশের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করিতে চাহিতেন কংগ্রেসের অধিবেশনকালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলি প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা বিফল করিয়া চলিত।

জয়পুরের এই সর্বোদয় প্রদর্শনীটি সমস্ত চিরাচরিত প্রথাকে অস্বীকার করিয়া সত্যকারের গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী একটা দৃষ্টিভঙ্গীকে দেশের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতে ত্রুটী বিচ্যুতি বহু কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু সেগুলি বড় কথা নয়। ইহার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া যে একটা আদর্শকে ধরিবার আন্তরিকতা প্রকাশ পাইতেছিল—তাহা এই মরুভূমিতে আশ্রয়প্রার্থী বহু লোকের মধ্যেই কিঞ্চিৎ ভরসার সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই। গান্ধীজীর সৃষ্ট সমস্ত রাজনৈতিক ভারত যে সময়ে তাহার পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থার মূল সত্যটিকে বিস্মৃত হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া বিপরীতধর্মী হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন তাহার পথপার্শ্বে একটি দীপ জ্বালিয়া সত্যকার পথটীকে দেখাইবার চেষ্টার যে সাধনা—জয়পুরে সর্বোদয় প্রদর্শনী তাহাই।

ইহা সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে বণিকের মানদণ্ডের আড়ম্বর এখানে নাই। ভারতবর্ষের গ্রাম্যজীবন তাহার পরিবেশের মধ্য হইতে যে ভাবে আত্মনির্ভরতা ও যথার্থ উন্নতির সম্বল সংগ্রহ করিতে পারে তাহার প্রত্যেকটী দিকের সহিত পরিচয় করাইবার ব্যবস্থার চেষ্ট ছিল। চরখা ও তাঁতের প্রদর্শনীই মুখ্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সূতা কাটা ও বোনার—সমস্ত ভারতবর্ষে কোথায় কি ছিল—ইহাকে সহজ উন্নত ও উৎপাদনশীল করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে কি প্রচেষ্টা চলিয়াছে ও তাহার বর্ত্তমান উৎকর্ষ কি হইয়াছে তাহা সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখান হইয়াছে। অন্যান্য কুটীর শিল্প, যাহা সম্ভব—ঝুড়ি ঝাঁটা হইতে সুরু করিয়া তেল, গুড়, সাবান, লোহার কাজ, কাঠের কাজ, রেশম, পশম, কাগজ, বাতি, প্রভৃতি ভারতবর্ষের সর্বদিকে, সর্বাবস্থায় যে সমস্ত গ্রাম্যশিল্প বা কুটীরশিল্প আছে বা হওয়া সম্ভব এবং গ্রামে বসিয়া উন্নত প্রণালীতে কেমন করিয়া তাহা করা যাইতে পারে—তাহার সহিত পরিচয় করাই-বার ব্যবস্থা করা আছে। তাহা ছাড়া, কৃষি, গোপালন,

স্বাস্থ্য চিকিৎসা, সমবায়, অস্পৃশ্যতা, প্রভৃতি আমাদের ভারতীয় জনজীবনের নানা দিকটা সুসংস্কৃত, পরিজ্ঞাত ও উন্নত করিয়া তুলিবার পন্থা ও উপায়ের সহিত পরিচয়ের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা ছিল। তালিমী সংঘ অর্থাৎ গান্ধীজী জাতির জন্য যে বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা দিয়া গিয়াছেন তাহার বর্ত্তমান অগ্রগতি, তাহার লক্ষ্য ও সক্রিয় কার্য্যকারীতা বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার সহিত সমস্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সমন্বয়ের জন্য একটা নুতন-ভাবে চেষ্টা হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের—আসামের মনিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বহু বহু প্রদেশের লোকনৃত্য, লোক সঙ্গীত প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ভারতীয় নারীদের জন্য কস্তুরবা স্মৃতি সমিতির প্রচেষ্টা, শিশু মঙ্গল প্রভৃতি ও অন্যান্য বহু জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার পরিচয় নানাভাবে ছিল। ইহা ছাড়া শরণার্থীদের অবস্থা ও ব্যবস্থা, অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ভারতবর্ষের বহু স্থানের বহু গঠনমূলক কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের সমবেত প্রচেষ্টায় এই প্রদর্শনীটা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রাণ কেন্দ্র ছিলেন আচার্য্য বিনোবা ভাবে। প্রদর্শনীর এক-দিকে তাহার বাসস্থানের নিকটে বালির উপর আসন বিছাইয়া শীর্ণদেহ এই এক বস্ত্র পরিহিত সাধকটীকে চরখা কাটিতে দেখা যাইত। মাঝে মাঝে তিনি সমবেত জনসম্মেলনেও বক্তৃতা দিতেন। চরখা কাটিবার সময় চুপচাপ করিয়া অনেক সময় বহুক্ষণ বালির উপরে তাহার পাশে বসিয়া থাকিতাম। দুই চারিটী উপস্থিত লোকের সহিত তিনি হয়ত কথাবার্ত্তা বলিতেন, কথাবার্ত্তা সাধারণতঃ কমই বলিতেন। তাহার নীরব চিন্তার ধারা, বসিয়া বসিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতাম। মনে হইত গান্ধীজীর অভাবের বেদনা যেন শাশ্বত হইয়া তাহার প্রতিটী নিঃশ্বাসের সহিত ধ্বনিত হইতেছে। গান্ধীজী যেখানে তাহার যাত্রা অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন—সেখানে তাহার পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তিনি যেন অবশিষ্ট যাত্রা পথের সম্বল খুঁজিতেছেন।

আচার্য্য বিনোবার নিকট হইতে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উপস্থিত হই প্রদর্শনীর কেন্দ্রস্থল গান্ধী ভবনে। প্রদর্শনীর সমস্ত ঘর গুলিই বাঁশ, শর, খড় ও টীনের তৈরী। বিরাট তোরণগুলিও বাঁশ ও ঐ জাতীয় জিনিষের তৈরী। গান্ধী ভবনটীও তাই। চারিদিকে খোলা প্রবেশ দ্বার। মাঝখানে, গান্ধীজীর সেবাগ্রামে যে ভাবে বসিবার স্থান, চরখা প্রভৃতি থাকিত সেই ভাবে এখানে রাখা হই-য়াছে। আর সেই হলটী ভরিয়া গান্ধীজীর বিভিন্ন স্থানের, তাহার বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন ঘটনার ফটো ও ছবিগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। একদিক হইতে দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেন তাহার স্পর্শ অনুভব করিতেছি। বহির্জগত যেন আজ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে নোয়াখালি আসিয়া পড়িলাম. একটী সাঁকো বহিয়া একা গান্ধীজী চলিয়াছেন। নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া অনুভব করিতেছি মানুষের বেদনা যেন তিনি সন্তর্পণে একা বহিয়া চলিতেছেন। ঘুরিয়া বাহির হই-বার পথে চোখের সামনে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে গান্ধীজীর শেষ দৃশ্য—যমুনা সৈকতে। অগ্নির শিখা যেন আমাদের স্পর্শ করিতেছে। এই হুতাশন কি সেদিন সত্যই সত্য, প্রেম ও অহিংসাকে দাহন করিয়া ফেলিয়াছে?

সর্বোদয় প্রদর্শনী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। বেলা ২টা হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ও বিষয় নির্বাচনী কমিটীর অধিবেশন সুরু হইবে। বিষয় নির্বাচনী সমিতির প্যাণ্ডেলের দিকে তাড়াতাড়ি চলিলাম।

ক্রমশঃ

মানভূম

লোক, সমাজ ও ভাষা

জীমূতবাহন সেন

পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ দুইটীতে ইহা দেখাইয়াছি যে মানভূম জেলা ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বাংলা দেশের অংশ, চুটিয়া নাগপুর তথা মগধ বা বিহারের অংশ কখনই ছিল না; এবং ইংরাজ সরকার নিজ শাসন সুবিধার জন্য এই জেলাকে ছোটনাগপুর নামীয় ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরে ১৯১২ সালে যখন বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ গঠন করে, তখন ঐ প্রদেশের সামিল

করে এবং সেই অবধিই উড়িষ্যা পৃথক হওয়ার পরেও বিহার প্রদেশের আভ্যন্তরীন একটি জেলা রাখা হইয়াছে। ভৌগলিক অবস্থানেও মানভূম জেলাটী রাঁচী ও হাজারী-বাগ, উপত্যকা হইতে একবারে পৃথক। যেমন একটি ১০০০ ফুট উচ্চ দেওয়াল মানভূমকে রাঁচী ও হাজারীবাগ উপত্যকা হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। আজ কাল প্রত্যেক ষ্টেশনের সাইনবোর্ড গুলিতে প্রত্যেক ষ্টেশন সংলগ্ন স্থান গুলির সমুদ্র লেভেল (Sea level) হইতে উচ্চতা দেখান থাকে। হুগলী বা বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে শিলি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় ১৯০ মাইলে ৮০০ ফিট চড়াই, অর্থাৎ মাইলে ৪ ফিট, কিন্তু শিলির পরের ষ্টেশন জোন্‌হা যাহা শিলি হইতে মাত্র ১২ মাইল,—সেই জোনহার উচ্চতা ১৬৯০ ফুট অর্থাৎ মাইলে ১৫০ ফুট। ইহার পর রাঁচী আরও উচ্চ—২০০৫ ফিট নেতারহাট ৩৫০০ ফিট। অধি-বাসীদের মধ্যে সংমিশ্রনের ইহা একটা মস্ত বাধা বলিয়া ভৌগলিকেরা মনে করেন।

ইহাই একটি মুখ্য কারণ যে রাঁচী বা হাজারীবাগ বা পলামৌ জেলায় যে সকল আদিমজাতী দৃষ্ট হয়, মানভূম বা ধলভূমে তাহাদের দেখা যায় না। মানভূমের আদিমজাতি চারিটি,—সংখ্যানুপাতে তাহারা (১) সাঁওতাল, (২) ভূমিজ, (৩) খেড়িয়া (৪) পাহাড়িয়া। প্রাক্‌ঐতিহাসিক যুগে অন্য কেহ ছিল কিনা এখনও জানা যায় নাই। মানভূমের এই সমস্ত আদিম জাতিরা সকলেই বাংলা কথা বলে।

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ডাঃ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ," গ্রন্থে "বাংলা সাধু, চলিত ও প্রাদেশিক ভাষার নিদর্শন," অধ্যায়ে ৫পৃঃ, মানভূমের চলতি বাঙ্গালা ভাষার যে এক নিদর্শন দিয়াছেন, উহা উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁহার মতে মানভূমের ভাষা বাংলা। চলিত বা প্রাদেশিক ভাষা সব ক্ষেত্রেই সাধু ভাষা হইতে অন্য রকমের, চট্টগ্রাম, কুচ্‌বিহার, ঢাকা ও মানভূমের নিদর্শন দিয়া তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। মিষ্টার ডেল্টন তাঁহার Ethnology of Bengal এ ১৮৩৩ খৃঃ মানভূমের ভূমিজজাতির ভাষা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ভূমিজজাতি মানভূমের জন্মজ (autocthonous), তাহারা আচারে ব্যবহারে একেবারে হিন্দু এবং তাহাদের ভাষাও বাংলা, —(Page 79, Manbhum District Gazetteer)। মিষ্টার রিজলীও ঐ কথা বলিয়াছেন—"Here a pure Dravidian race have lost their original language and speak only Bengali."

আবার মুন্সী নন্দজী, যিনি ১৮৭৫-৮৫ খৃষ্টাব্দে মানভূমে রেভেনিউ জরীপ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে বিহারী সম্প্রদায়ের মধ্যে তখনকার আমলে খুব দক্ষ এবং বিজ্ঞ কর্ম্মচারী বলিয়া গণনা করা হইত, তিনি তাঁহার রিপোর্টে তখন মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন যে খেড়িয়া, পাহাড়িয়া, ও ভূমিজ বাংলাতেই কথা বলে, হিন্দীতে নয় বা আদিম জাতীয় কোন ভাষাও ব্যবহার করে না। গ্রীয়ার্সন সাহেব উক্ত খেড়িয়া ও পাহাড়িয়া জাতির ভাষা সম্বন্ধে এই লিখিয়াছেন "There are two mixed dialects whose grammatical basis is that of Bengali, and I have classed as sub-dialects of western Bengali."

ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহও Tribal Area sub-Committeeর নিকট বিহার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে memorandum পেশ করেন তাহাতেও মানভূম জেলার আদিম জাতি বাংলাতেই কথা বলে ইহা স্বীকার করিয়া-ছেন। ১৯১১ সালে, যখন বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশটি গঠন হইতে ছিল, এবং মানভূমকে বঙ্গপ্রদেশ হইতে বিচ্যুত করিয়া নবগঠিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে রাখা হয়, তখনও ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রমুখ কয়েক-জন বড় বড় নেতা মত প্রকাশ করেন যে মানভূম, ধলভূম সাঁওতাল পরগণার অংশ এবং পুর্ণিয়া জেলার অংশ সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালী এলাকা এবং উহা বঙ্গপ্রদেশের সামিল থাকা প্রয়োজন।

আজ মানভূম জেলার অধিবাসীদের কি ভাষা, এই প্রশ্ন আসিতেই পারে না। দুঃখের বিষয় দুই বৎসর যাবত ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীও এই কথাই বলিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন যে মানভূমের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা

৮০।৯০ ভাগই হিন্দীভাষী বা বিহারী গোত্রীয়। এই সব বিহারী গোত্রীয়দের কৃষ্টি বিহারী জাতির মত, কিন্তু উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীগণের প্রভাবে বা কার্য্যে তাহারা হিন্দীভাষা ভুলিয়াছে এবং বাংলা শিখিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই প্রকার অভিযোগের কতদূর সত্যতা আছে তাহা ধীর ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা প্রয়োজন। ভূমিজ বা খেড়িয়া বা পাহাড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মানভূমের ইতিহাসে ইহা জানা গিয়াছে যে, মানভূম নামীয় জেলা ১৮৩৩ খৃঃ প্রথমে গঠিত হয়। এবং ডেণ্ট (Dent) সাহেব ভূমিজদেরই ভাষা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে ঐ ১৮৩৩ সালেই মন্তব্য করিয়াছেন যে—ভূমিজদের যে ভাষা পূর্ব্বে ছিল সে ভাষা তাহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, এবং তাহারা বাংলা ভাষাই বলে। খেড়িয়া ও পাহাড়ীদের কথাও তাই।[১] এখন দেখা যাউক সাঁওতালদের ভাষা কি?

এ কথা ঠিক যে সাঁওতালরা নিজেদের ভাষাকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু সব সাঁওতালই দো-ভাষী, এবং যেখানে যেখানে তাহারা বসতি করিয়াছে, যথা মানভূমে, হাজারীবাগে ও সাঁওতাল পরগণায়, সকল স্থানের সাঁওতালই সাঁওতালী ছাড়া বাংলা ভাষাই জানে এবং কথা বলে।

[১] 'সাঁওতাল' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ 'সামন্তপাল' হইতে অর্থাৎ যাহারা দেশ পালন করে অর্থাৎ দেশরক্ষা করে। তাহাদের ঐতিহাসিক আগমনী এখন পর্য্যন্ত খুব ভালভাবে আলোচনা হয় নাই। তবে যতদূর তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে তাহাদের পূর্ব বাসস্থান মানভূম ও মেদিনীপুর জেলার শিলদা পরগণায় এবং মানভূমের সন্নিকট হাজারীবাগ জেলার গুমিয়া থানায়।[১] সাঁওতাল পরগণায় যে সব সাঁওতাল গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে, সেই সব সাঁওতাল কেন আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা Hunter's Statistical Account of Hazaribagh P. 59/60 পড়িলে বোঝা যায়। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"A continuous stream of Hindusthani settlers from Bihar has for many years been pouring into the district through the passes in the hills that define the frontier to the north. × × ×. The advance of these immigrants either gave rise to, or largely developed, the system of sub-letting two or three villages to small farmers or thikadars a system which crushes out all village organisation and is most obnoxious to the aboriginal tribes. Especially is this the case with Santals; and it may well be that, under the pressure of the incoming Hindusthanis, the Santals left their ancestral seats in parganas Chai and Champa and moved further east.,' ইহার বাংলা মর্ম এই—

"বিহার হইতে হিন্দুস্থানী বাসিন্দারা ক্রমাগত বহু বৎসর ধরিয়া যে পাহাড়শ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে—সেই পাহাড়ের গিরিবর্ত্ত (ঘাট) দিয়া জিলাগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। × × × দেশান্তর হইতে আগত এই সমস্ত আগন্তুকদের আগমনের ফলে, দুইটী বা তিনটী মৌজা ছোট ছোট চাষীদের বা ঠিকাদারদের ইজারা দেওয়ার নূতন প্রথা সৃষ্টি হইয়াছিল বা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই প্রথা সমস্ত গ্রাম্য সংগঠনকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং আদিবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টজনক হইয়া পড়ে বিশেষ করিয়া সাঁওতালদের পক্ষে। বস্তুতঃ ব্যাপার এই হইয়াছিল যে, আগন্তুক হিন্দুস্থানীদের চাপে সাঁওতালরা চাই ও চম্পা পরগণায় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া আরও পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছিল।" রিজ্‌লী (Risley) সাহেবও Tribes and castes in Bengal (Vol 2. pp. 225-6) পুস্তকে ঐ প্রকারই মন্তব্য করিয়াছেন।

আগামী সপ্তাহের প্রবন্ধে আরও বিশদভাবে সাঁওতালদের বিষয় আলোচনা করিব, এবং মানভূমের অন্যান্য জাতির বসতির বিষয় লিখিব। বিভিন্ন জাতির বর্ণনা দ্বারা তাহাদের ভাষা কি, তাহাও স্পষ্টই প্রমাণ হইবে।

রাঁচীতে আদিম জাতি শিক্ষক সম্মেলনের বিবরণ

লিখিত—১। শ্রীরসনা প্রসাদ মুর্ম্মু (মাজুরা মুড়া) ২। শ্রীখাতুরাম টুডু (লহাট) ৩। শ্রীশুকুদেব মুর্ম্মু (সিজা) ৪। শ্রীমঙ্গল মুর্ম্মু (মাড়বেড়া) ৫। শ্রীঅনন্ত হেমব্রম (মাড়বেড়া) ৬। শ্রীমনসারাম টুডু (ডমনকিয়ারী) ৭। শ্রীকমলাকান্ত মাঝি (শুঁড়া) ৮। শ্রীমঙ্গল মাডি (শ্যামপুর)।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইহার পর ডেরায় চলিয়া আসিয়া, সব শিক্ষক ভাইদের আলোচনার বিষয় জানাই। ফণী বাবু তো চটিয়াই আগুন হইয়া গেলেন।

ভীম বাবুকে বলিয়া বসিলেন—থার্ড পারসন হইয়া কেন আপনি শিক্ষকগণকে বিভ্রান্ত করিতেছেন।

শ্রীবনমালী মাহাত—আমি নিজে নারাণজীর সহিত কথাবার্ত্তা করিয়াছি। আমার সামনে ও সঙ্গে ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছে। আমার মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা বলিতেছি বা ভীমবাবু যাহা বলিতেছেন খাটি সত্য। এখনই চলুন নারাণজীর কাছে মোকাবিলা করিয়া দিব।

শ্রীরসনাপ্রসাদ মুর্ম্মু বলেন—ভীম বাবু তবুও থার্ড পারসন। কিন্তু আপনি যে কোন পারসন পর্য্যায়ভূক্ত নহেন—এ খেয়াল আছে কি?

ফণী বাবু চুপচাপ শুইয়া পড়িলেন। রাত্রে বোধ হয় ঘুম হইল না; তাই ভোরে প্রার্থনায় যোগ দিয়া নারাণজীর সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া আমাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। যে দু চারজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সামনে নারাণজী বলেন—আপনারা মাতৃভাষাতেই শিক্ষা দিবেন। ইহার পর ফণী বাবু ডেরায় আসিয়া শিক্ষকগণকে আমাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে আমরা বাহির হইতে আসিয়া পড়ি। আবার গোলমাল বাধিয়া যায়। শ্রীরসনা প্রসাদ শ্রীবনমালী মাহাত বলেন দেখুন—আপনি আমাদের ইনচার্জ হওয়ার একেবারে অনুপযুক্ত। আপনি আমাদের জন্য কি করিলেন? কিছুই তো না। তারপর সাহস যদি থাকে তো চলুন এখনই এবং এইখানেই নারাণজীর কাছে সবাই, মোকাবিলা হইয়া যাইবে। কে অন্যায় বা মিথ্যা বলিতেছে এখনই প্রমাণ হইয়া যাইবে। উনি তো একেবারে চুপ করিয়া গেলেন।

সব শিক্ষক ওনার দৌড় বুঝিতে পারিয়া এ বিষয়ে আর দেরী না করিয়া রাঁচী শহর দেখিবার জন্য ও ১২—১০ এর ট্রেন ধরিয়া বাড়ী আসার জন্য নিবারণ আশ্রম হইতে বাহির হইলাম।

আমাদের পাঁচটি জেলার শিক্ষকমণ্ডলির তরফ্ হইতে নিম্নলিখিত দাবীগুলি উত্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল।

(১) প্রত্যেক শিক্ষকের মাসিক বেতন ৪০৲ টাকা ও ঐ অনুপাতে মাগ্‌গী ভাতা ও ঔষধের জন্য ভাতা দেওয়া হোক্।

(২) সেবামণ্ডলের তরফ্ থেকে স্কুল ঘর তৈরীর জন্য সমস্ত খরচ পনরই ফেব্রুয়ারীর (৪৯ সাল) মধ্যে পাওয়া চাই; কেন না ১৯৪৯ মার্চ্চ মাসের মধ্যে স্কুল ঘর তৈরী সমাপ্ত করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষকগণের বেতন প্রতিমাসের দশ তারিখের মধ্যে মিলা চাই।

(৪) প্রত্যেক স্কুলে, কুর্সি, টেবল, ব্ল্যাকবোর্ড, ঘড়ি, ঘণ্টি, এবং ছেলেদের বসবার জন্য বেঞ্চ দেওয়া হোক্।

(৫) গরীব ছেলেদের ছাত্রবৃত্তি আর পড়িবার, লিখিবার সব জিনিষ দেওয়া হোক্। আর অনাথ ছেলেদের খাওয়ার ব্যবস্থা সেবা মণ্ডল থেকে করা হোক্।

(৬) প্রত্যেক স্কুলে চরখা, তোকলি দেওয়া হোক্।

অভিজ্ঞতা :—ইনচার্জ সাহেবের আদিমজাতি প্রেম, শুধু চাকুরি রক্ষার জন্য। মানভূম জিলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমহেশ্বর মাহাত মহাশয় সব সময়, সবার সঙ্গে, ঘরে বাহিরে বাংলা ভাষায় কথা বলেন। লেখাপড়া শিখেছেন বাংলা ভাষাতে। ওনার ভাই শ্রীপার্ব্বতি মাহাত মহাশয় বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলায় বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও সভাপতি পদ রক্ষার জন্য মিথ্যা শিখাইতে দ্বিধা বোধ করেন না। এক কথায় যাহা দেখিলাম—সব ভুয়া, যাহা শুনিলাম—সব মামুলি কথা; যাহা বুঝিলাম—সবই ভোট পরবের তোড়জোড়।

বাংলাভাষার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা চিরকাল নাকি দিক্‌ভুল করিয়াছি। বর্ত্তমানে তাই হুকুম আসিতেছে যে, যে যতদূর বাংলাভাষারূপী যানে চড়িয়া অগ্রসর হইয়াছ, ঐখান হইতেই আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আইস। অজানা পথে, নূতন যানে চড়িয়া, অজ্ঞাত সেনাপতির হুকুমে আর আমরা অজ্ঞাত গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইব না। বাংলাভাষারূপী যানের কলকব্জা খুব পোক্তা, জানা চালক, পথও জানা, দিকভুলও করি নাই, ভুল পথেও চলি নাই, ইহা সবাই জানেন এবং জানা সত্ত্বেও এখন নূতন আদেশ আসিতেছে অজানা তরফ্ হইতে। তাই দেশবাসীর মনে তথা আমাদেরও মনে পূরা সন্দেহ জাগিতেছে। আমাদের মোড় ফিরাইবার জন্য কৈ পূর্ব্বে ত কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই? হঠাৎ আজ কেন? বাংলা ভাষারূপী যানের সাহায্যে আমরা মানভূমবাসী চিরকাল যাতায়াত করিতেছি। মানভূমবাসী বিশেষ করিয়া আদিবাসী ভাইদের সাবধান করিয়া দিই, যেন কেউ অজানা সব কিছুকে আঁকড়াইতে না যান। আরও জানাই যে, আমাদের মধ্য হইতে দুই এক ভাই যাহারা কেবল হিন্দি প্রচার করিতেছে বা করিবে তাহারা ভুল করিতেছে। আমরা বাংলাভাষার সাহায্যে যেমন শিক্ষা দিতেছি বা পাইতেছি, ঐরূপই দিতে থাকিব বা পাইব। জোর জবরদস্তি বা প্রলোভনের দ্বারা হিন্দি চালু না করাইতে অনুরোধ করি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বাংলা ভাষার সাহায্যেই চিরকাল কাজ চালাইয়া গিয়াছেন, আজও চালাইতেছেন। আমরা বাংলাভাষার পরিবর্ত্তে অন্য কোন ভাষা শিক্ষা করিব না, বা প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ইংরাজির বদলে হিন্দি শিখিতে কোন আপত্তি আমাদের নাই। ভাষা বিষয়ে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, উপরন্তু উপরোক্ত দাবীগুলির (আদিম জাতী শিক্ষক মণ্ডলির) সম্বন্ধে বিহার সরকারের অভিমত জানিবার অপেক্ষায় রহিলাম।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর মৃত্যু

স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা প্রদেশপাল (গবর্ণর) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু গত ২রা মার্চ শেষ রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ লাট প্রাসাদে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা যান।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী হইতে আসিয়া বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ২০শে ফেব্রুয়ারী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী মেডিকেল বোর্ড তাহাকে পরীক্ষা করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহাকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং তিনি কিছু আরাম পান। ১লা মার্চ তাহার শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পায় এবং তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন। রাত্রি ৯৷৷০ টায় তাহার শরীর হইতে খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং ১০ টায় ঘুমের জন্য ইনজেক্সন দেওয়া হয়। ১১৷৷০ টায় তিনি নিদ্রা যান কিন্তু ২-৩০ মিনিটের সময় তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। ডাক্তার ঐ সময় তাহাকে পরীক্ষা করেন। অল্পক্ষণ পরে তাহার ভয়ঙ্কর কাসি আরম্ভ হয়। কাসিতে কাসিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং তাহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে তাহার কোন আত্মীয় স্বজন বা পুত্র কন্যা কেহই উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এলাহাবাদে মৌলানা আজাদের স্বর্গগতা পত্নী বেগম আজাদের স্মৃতি রক্ষাকল্পে কমলা নেহেরু হাসপাতালে বেগম আজাদ উইং নামক একটী ইমারত প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে তাহার কন্যা কুমারী পদ্মজা নাইডু এলাহাবাদে ছিলেন। পণ্ডিত নেহেরু, শ্রীরাজগোপালাচারী, ডাঃ কাটজু প্রভৃতিও সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাহার কন্যা ও অন্যান্য সকলে ৩রা সকালেই এরোপ্লেনে লক্ষ্ণৌ যান।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুতে লক্ষ্ণৌতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ২রা মার্চ বেলা ৪-১০ মিনিটের সময় লক্ষ্ণৌ লাটভবন হইতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর

মৃতদেহ লইয়া শোকযাত্রা সাড়ে ৫টায় গোমতীর তীরে উপস্থিত হয়। প্রায় ৭০ হাজার লোক এই শোক যাত্রায় যোগদান করিয়াছিল। শ্রীরাজগোপালাচারী, শ্রীযুক্তা মাউণ্টব্যাটেন, ভারত সরকারের মন্ত্রীগণ, বহু প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী প্রভৃতি এই শোকযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন।

গোমতী তীরস্থিত শ্মশানে তাহার শেষকৃত্য সমাপন হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি সে সময়ে ভারতবর্ষে আর বেশী কেহ ছিলেন না। নিজামের সাহায্যে তিনি হায়দ্রাবাদে নিজাম কলেজ স্থাপন করেন এবং বহু কাল সেখানে অধ্যক্ষতা করেন। এই হায়দ্রাবাদেই ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী সরোজিনী নাইডু জন্মগ্রহণ করেন।

পরিবার—যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই পরিবার বংশ পরম্পরায় বিদ্বান ও প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তাহার মাতা বরদাসুন্দরী দেবী কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার এক বোন মৃণালিনী দেবী বিলাতে শিক্ষালাভ করেন অপর বোন সুনলিনী দেবী একজন উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী। তাহার এক ভাই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সে সময় বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং জার্মানীতে যান। ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও ধীশক্তির জন্য তিনি দেশ বিদেশে খ্যাতিমান। তাহার অপর ভাই হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (যিনি বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতৃ কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করিয়াছিলেন) কবি ও শিল্পী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তাহার আর এক ভাই এর নাম ভূপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষা ও প্রতিভা—বাল্যকাল হইতেই সরোজিনী অদ্ভুত মেধাসম্পন্না ছিলেন। তাহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে শিক্ষিতা হন, কিন্তু তাহার মধ্যে যে স্বাভাবিক কাব্য প্রতিভা ছিল তাহাই শেষে জয়লাভ করে। তিনি বাল্যকাল হইতেই ইংরাজীতে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং এই ভাষায় অদ্ভুত দক্ষতা লাভ করেন। ১২ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৬ বৎসর বয়সে বিলাতে শিক্ষার জন্য যান। তিনিই বিলাতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভারতীয় ছাত্রী। সেই সময়েই বিলাতে তাহার কাব্য প্রতিভা খ্যাতি লাভ করে। তাহার উচ্চ শ্রেণীর কবিতা ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের মনিষীদের মুগ্ধ করে। তিনি পৃথিবীতে ভারতের বুলবুল (Nightingale) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহার রচিত ইংরাজীতে 'দি ব্রোকন্ উইং' অর্থাৎ ভগ্ন ডানা, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। বিলাতে থাকাকালীন তাহার প্রতিভার খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে বাগ্মী বলিয়াও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসর পরে বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন—বিলাত হইতে আসিয়া ১৯ বৎসর বয়সে হায়দ্রাবাদের ডাক্তার শ্রীবরদা-রাজুলু নাইডুকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ অসবর্ণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক বিধায় পরিবার হইতে আপত্তি করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই বিবাহ হয়। তাহার পারিবারিক জীবন খুবই শান্তিময় ছিল। তাহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা—জয়সূর্য্য, রণধীর, পদ্মজা ও লীলমনি।

স্বাধীনতা সংগ্রামে—১৯১৬ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়া স্বরাজের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ভারতের পরাধীনতার বেদনা তাহাকে কেবল কাব্য ও সাহিত্য লইয়াই কাল কাটাইতে দিল না। তিনি বলিলেন—মুক্তি সংগ্রামে পুরুষের সহিত নারী জাতিকেও অবতীর্ণ হইতে হইবে। লক্ষ্ণৌতে এই সময় তিনি মুস্লীম লীগের অধিবেশনে যোগ দিয়া যে বক্তৃতা করেন ও তাহাতে মুসলমানদের যে বিশ্বাস তিনি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা কোন দিনই নষ্ট হয় নাই। ইহার পরে তিনি নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাহার বাগ্মীতা অসাধারণ ছিল। সমস্ত পৃথিবীতে বাগ্মী হিসাবে তাহার সমকক্ষ খুব কম লোকই ছিল।

অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে মহাত্মা গান্ধী ভারতব্যাপী যে অসহযোগ আন্দোলন করেন তিনি তাহাতে যোগ দেন। গান্ধীজীর মধ্যেই তিনি নিজের গুরু খুঁজিয়া পাইলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাহাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

১৯২১ সালে আহমদাবাদে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি সভানেতৃ ছিলেন। ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচারের প্রতীকারের জন্য তাহাকে সেখানে পাঠান হয়।

১৯২৫ সালে তিনি কানপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে (চত্বারিংশত) সভানেতৃ হন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের সভানেতৃর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

১৯২৮ সালে তিনি আমেরিকায় যাইয়া ভারতবাসীদের দাবীর অনুকূলে মনোভাব সৃষ্টি করেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। গান্ধীজী ও তায়েবজীর গ্রেপ্তারের পর তাহাকে সমস্ত ভারতের আন্দোলন পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। তাহার নেতৃত্বে যে মাসে দর্শনার লবণ গোলায় অভিযান চালাইবার সময় তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়।

১৯৩১ সালে তিনি ভারতীয় নারীদের প্রতিনিধি হইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৪০, ১৯৪২ এ সমস্ত আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া তিনি কারাদণ্ড ও সৈনিকের নির্য্যাতন অকুণ্ঠিতচিত্তে বারবার বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কারাগারে থাকাকালীন তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

তিনি বহুদিন যাবত নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্যা ছিলেন।

তিনি গান্ধীজীর সুযোগ্য সহকর্মী ও শিষ্যা ছিলেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সর্বপ্রকার দুর্যোগে ও সমস্যায় তিনি অবিচ্ছেদ্য সহকর্মীরূপে তাহাদের পাশে থাকিয়া তাহাদের প্রেরণা দিতেন। তাহাদের সমস্ত দুঃখ ও উদ্বেগের মধ্যে তিনি সকলের মুখে আনন্দের হাসি ফুটাইতেন। গান্ধীজীর জীবনের ইতিহাস সবিশদভাবে লেখা হইলে জানা যাইবে যে—তাহার অনশনে, তাহার পীড়ায় তাহার উদ্বেগে এই মহিয়সী মহিলার সেবা তাহার ভার অনেক লঘু করিয়া দিয়াছিল।

ভারতের নারী জাগরণে সরোজিনী নাইডুর দান অসামান্য।

শেষ জীবন—১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর তিনি সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশে আর কোন মহিলা এইরূপ একটী বৃহৎ প্রদেশের শাসনভারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যোগ্যতার সহিত পরিচালন করিয়াছেন কি না জানা যায় না। শুধু যুক্তপ্রদেশই নয় সমস্ত ভারতের জনগণের দুঃখ ও বেদনা তিনি মায়ের অন্তর দিয়া অনুভব করিতেন।

মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৭০ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বহু যুগের পর এরূপ একটি নারীর জন্ম হইয়াছিল। সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুতে ভারতবর্ষে যে স্থান শূন্য হইয়া রহিল তাহা অপূরণীয়।

শোক প্রকাশ—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুতে শ্রীরাজগোপালাচারী, পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি ভারতের নেতৃবৃন্দ গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন তাহার প্রতি সম্মান চিহ্নস্বরূপ মুলতুবী রাখা হয়। পণ্ডিত নেহেরু কেন্দ্রীয় সভায় তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।

কলিকাতায় দমদম বিমানঘাটীতে দস্যুদলের হানা

পুলিশের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বেলা প্রায় ১২টার সময় একটী ট্যাক্সি করিয়া প্রায় ৬ জন লোক দমদম বিমান ঘাটীতে প্রবেশ করিয়াই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া চারিদিকে রিভলবার হইতে গুলী বর্ষণ করিতে থাকে এবং বোমাও ছুড়িতে থাকে। ফলে একখানা ছোট বিমানে আগুন ধরিয়া যায়। তারপরে তাহারা বিমানঘাটীর প্রধান ভবনটীতে প্রবেশ করিয়া প্রহরারত শাস্ত্রীকে গুলী করিয়া হত্যা করে এবং ৭টা রাইফেল লইয়া পলায়ন করে। যাইবার সময় তাহারা বিমানঘাটীতে স্থিত মোটর গাড়ীগুলির টায়ারে গুলি করিয়া সেগুলিকে অক্ষম করিয়া রাখিয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া পলায়ন করে।

দমদমে স্থিত যেসোপ কোম্পানীর ও বিখ্যাত দমদম বুলেট তৈরীর কারখানায় দুষ্কৃতিকারীরা বোমা ছুড়িয়া আক্রমণ করে। যেসোপ কারখানার কয়েকজন অফিসার গুরুতররূপে আহত হয়। দুইজনের মৃতদেহ চুল্লীতে জ্বলিতে দেখা যায়। একজন অফিসার ছুরিকা হত হয় ও পরে হাসপাতালে মারা যায়। বুলেট কারখানায় শাস্ত্রীকে পরাভূত করিয়া তাহার বন্দুক লইয়া পালায়।

ইহার পরে বসিরহাটে যাইয়া তাহারা দলবৃদ্ধি করিয়া থানা আক্রমণ করিয়া লুট করে ও আগুন ধরাইয়া দেয়।

তাহারা ট্রেজারী ও জেলখানা আক্রমণ করে, কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই। দুষ্কৃতিকারীরা সকলেই আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে বোমা, রিভলবার, আধুনিক কলের কামানে সুসজ্জিত ছিল।

পুলিশ সংবাদ পাইয়া দলবল সহ বসিরহাটের নিকট দস্যুদলকে পায়। দুই দলে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ হয়। দুই জন পুলিশ গুলিতে মারা যায়। হানাদারদের দুই জন ধরা পড়ে ও অনেকে আহত হয়। বাকী সব পলাইয়া যায়।

এই ঘটনার পরে কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সমস্ত প্রকার সভা সমিতি শোভাযাত্রা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ যে দুষ্কৃতিকারীরা বারাসত হইতে আসিবার সময় সেখানকার এস, ডি, ওর জিপ গাড়ীটী জোর করিয়া লইয়া আসে। এই গাড়ীতেই চড়িয়া যখন দস্যুদল বসিরহাট থানায় আসে তখন কনেষ্টবল আরোহীকে এস, ডি, ও ভাবিয়া সেলাম করিতে গেলে তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়া পরে থানা আক্রমণ করা হয়।

এই সমস্ত ঘটনার পরে পুলিশ সমস্ত বসিরহাট অঞ্চল ঘেরাও করে এবং তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করে।

জনসাধারণের সহযোগীতার ফলে বসিরহাট ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে হানাদারদের অনেকে ধরা পড়িয়াছে। এবং অন্যান্য লোকদের ধরিবার চেষ্টা হইতেছে। অপহৃত বহু বন্দুক উদ্ধার হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বহু রাইফেল, বোমা, রিভলবার কলের কামান, ঔষধ পত্রাদি, কাগজ পত্র পোষাক ও লাল নিশান পাওয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তার চলিতেছে।

দস্যুদলের সহিত সংঘর্ষে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টার ও দুইজন কনেষ্টবল নিহত হইয়াছে।

এই সকল কার্য্য কম্যুনিষ্ট বা বৈপ্লবিক সাম্যবাদী দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

জঙ্গল বরবাদে যথেচ্ছাচার

আড়ষা থানার শিরকাবাদ ও আশপাশের গ্রামাঞ্চলের প্রায় ১০০ শত গ্রামবাসীর সহি সহ একটী দরখাস্ত গত ২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৮ ঘাটবেড়া ক্যাম্পের ডি, এফ, ওর নিকট দাখিল করা হয়। দরখাস্তে সাধারণভাবে ইহাই জানান হয় যে—গত ৫ই নভেম্বর ১৯৪৮ বলরামপুরের শ্রী শ্রীনাথ জয়শোয়ালকে নির্য্যাতিত কংগ্রেস কর্মী বলিয়া ৬নং ছাতনী কুপ বন্দোবস্ত করা হয়। প্রথমতঃ শ্রী শ্রীনাথ জয়শোয়াল কোন দিনই কংগ্রেস বা দেশের জন্য কোনপ্রকার নির্য্যাতন ভোগ করেন নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহার ব্যবস্থায় জঙ্গল বিষয়ে জনসাধারণের চূড়ান্ত অসুবিধা হইতেছে। তাহার বাস্তবিক এজেণ্ট জ্যোতিলাল মণ্ডল কিন্তু পারমিট কাটিতেছেন যামিনী সেন। তাহার পারমিট কাটিবার স্থান পাঠটাঁড়, কুপে বসিয়া পারমিট দেন না।

শিরকাবাদ অঞ্চলের ২০।২৫টী গ্রামের লোক জ্বালানী কাঠের অভাবে ঘুঁটে পোড়াইতেছে। অদ্যাবধি ঐ অঞ্চলে কোন পাবলিকের কুপ হইল না। উক্ত ৬নং ছাতনী কুপ ৫০৫৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে ও ১৷৷০ টাকা ও ২৲ টাকা হিসাবে গাড়ীর দাম লওয়া হইতেছে। আমরা গ্রাম্য পঞ্চায়েত ঐ টাকা জমা দিতে রাজী আছি এবং ইহাও বলিতেছি যে ।০ হিসাবে জনসাধারণকে কাঠ বিক্রয় করিব। সুতরাং উক্ত টাকা জমা লইয়া পঞ্চায়েতকে জঙ্গল দেওয়া হোক।

উক্ত দরখাস্তের এ পর্য্যন্ত কোনরূপ জবাব পাওয়া যায় নাই। তারপরে জঙ্গল যেরূপ বরবাদ হইতে লাগিল তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়া ২৯শে জানুয়ারী ১৯৪৯ তারিখে একটী রাঁচীতে জঙ্গল বিভাগের কনজারভেটার, এক কপি মাঠার রেঞ্জার ও এক কপি জিলা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারীর নিকট দেওয়া হয়। তাহাতে বলা হয় যে—উক্ত শ্রী শ্রীনাথ জয়শোয়ালের এজেণ্টগণ ৬নং কুপের পারমিট দিয়া ২ হইতে ৭নং কুপ ও সরকারী রিজার্ভ জঙ্গলের ১৭০০।১৮০০ শত গাড়ী কাঠ বিক্রয় করিয়াছেন ও দৈনিক ৭০।৮০ গাড়ী রিজার্ভ জঙ্গলের কাঠ বিক্রয় করিতেছেন। ইহা পারমিট বুক দেখিলেই বুঝা যাইবে। এই ব্যাপার ১৮ই জানুয়ারী বলরামপুরের বিট অফিসারকে একটী দরখাস্ত করিয়া জানান হয়। বিট অফিসার মহাশয় ২১শে ও ২২শে জানুয়ারী আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সরজমিনে তদন্ত করিতে যান। যে সমস্ত রিজার্ভ জঙ্গলগুলি কাটা হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানগুলির কাঠের গোড়াগুলি দেখান হয় এবং রেটের অতিরিক্ত দাম আদায় করা ও কুপের বাহিরে ১৷৷ মাইল তফাতে পারমিট দিয়া কাঠ কাটা প্রভৃতির সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রমাণ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে শ্রীনাথ বাবুর সহিত একদিন (২৩শে জানুয়ারী) শিরকাবাদ মোকামে সাক্ষাৎ হইলে পরে অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, পঞ্চায়েত প্রভৃতি উঠিয়া গিয়াছে এবং আমার কুপের জঙ্গল আমি যাহা ইচ্ছা করিব, ইহাতে কোন পরিবর্ত্তন করিতে গেলে তোমাদের ১০৭ ধারায় চালান করিব। আমরা বলিলাম আমাদের

যাহা পঞ্চায়েত কার্য্য তাহাই করিব তোমার ১০৭ ধারাকে ভয় করিনা।

জঙ্গল সম্বন্ধে জনসাধারণের যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে কিন্তু ওদিকে এই ছাতনী কুপেই ৩।টী কাঠ কয়লার ভাটা করা হইয়াছে। ৫০।৬০ ভাটা কাঠ কাটা আছে এবং কয়লা পুড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

পলিটিকেল সাফারারের অর্থাৎ রাজনৈতিক নির্য্যাতিত কর্ম্মী বলিয়া শ্রীনাথ বাবুকে বিভিন্ন থানায় ৬টী জঙ্গল দেওয়া হইয়াছে। জঙ্গল বিষয়ে ইনি যাহাই করুন না কেন ইহাকে একচত্র অধিকার দেওয়া হইয়াছে কিনা— ইহাই জিজ্ঞাস্য। কর্ত্তৃপক্ষ এই সব অন্যায়ের কি প্রতিবিধান করিতেছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

শ্রীপাণ্ডব মাহাত
আড়ষা

শ্রীবিষ্ণুচরণ মণ্ডল
শিরকাবাদ

বাড়ী বিক্রয়

তিন কাঠা জমির উপর পুলিশ লাইনে পাকা দোতলা বসতবাড়ী বিক্রয় করা হইবে। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী
C/o শিবচাঁদ মারোয়াড়ী
আমলাপাড়া, পুরুলিয়া

বিজ্ঞপ্তি

মানভূম জেলা বোর্ড

১। এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে বলরামপুর ইউনিয়ন কমিটীর অধীন বলরামপুর দৈনিক হাট আগামী ১লা এপ্রিল ১৯৪৯ সাল হইতে ৩১শে মার্চ্চ ১৯৫০ সাল এক বৎসরের জন্য মানভূম জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করা হইবে।

২। ১৭ই মার্চ্চ ১৯৪৯ সাল তারিখে বেলা ১০-৩০ ঘটিকার সময় বলরামপুর ডাক বাংলায় উক্ত নিলাম সম্পন্ন হইবে। যাঁহারা নিলাম ডাকিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উক্ত তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকিবেন।

৩। কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিংবা যে কোন নিলাম ডাক গ্রাহ্য করিতে বাধ্য থাকিবেন না এবং যে নিলাম ডাক তিনি মঞ্জুর করিবেন তাহা ৫০০৲ টাকার কম হইলে মানভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক ও ৫০০৲ টাকার বেশী হইলে মানভূম জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ।

৪। যে ব্যক্তির ডাক মঞ্জুর হইবে তিনি বর্ত্তমান চলতি সনের উক্ত হাটের কর আদায় জন্য বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার ডাক মঞ্জুর হইবার অব্যবহিত পরে ন্যূনপক্ষে খাজনার ১/৪ অংশ অর্থাৎ সিকি টাকা জমা দিতে হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ফরমে উক্ত বন্দোবস্ত রেজেষ্ট্রি করিয়া দিতে হইবে। উক্ত টাকা বা এগ্রিমেন্ট না দিলে হাট দখল দেওয়া হইবে না।

৫। হাটের খাজনার টাকা সমান চারি কিস্তিতে আদায় দিতে হইবে যথা এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর ও জানুয়ারী। ইতি—

শ্রীশ্যামাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য,
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
মানভূম জেলা বোর্ড।

Manbhum District Board.

Office of the District Engineer, Manbhum.

NOTICE FOR CALLING TENDERS.

No. 14 of 1948-49.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received up to 4 p.m. on 12-3-49 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 4-30 p. m. on 12-3-49 in presence of the tenderers or their authorised agents.

2. Other information may be had in District Engineer's Office and separately in the Notice Board.

Est. No.	Names of works.	Amount	Amount of earnest money to be deposited.	Date of completion.
176 of 48-49	Making additions and alterations to the old dispensary building at Jhalda for converting it into a Maternity Ward.	9541/-	200/-	December 1950.

	Particulars.	Quantity.
1.	Excavation of foundation	2110 cft.
2.	Filling in plinth with earth and ramming	1264 ,,
3.	Lime concrete in foundation with jhama khoa 1:2:2	369 ,,
4.	Cement concrete 1:3:5 with jhama ballast	18 ,,
5.	1st class brick in lime in foundation and plinth 1:2:2	1280 ,,
6.	1st class brick in cement in foundation 1:4	6 ,,
7.	R. C work 1:2:4 complete	183 ,,
8.	2nd class brick in cement 1:6 in superstructure	426 ,,
9.	2nd class brick in lime in superstructure 1:2:2	1647 ,,
10.	Dressed sal wood work in chowkat fitted and fixed	16.50 ,,
11.	1½" thick panelled shutters complete with iron fitting and fixing	95 sft.
12.	1½" thick Murga wood full glazed shutter including iron fittings and fixing	86 ,,
13.	M. S. work including erections, haulage Railway freight etc	57.66cwt.
14.	5" beaten terrace over 2 layers of tiles (tiles to be set in cement mortar) with 1" fine cement concret between tiles and tees with their web down ½" cement fitted over the tees	1160 sft.

15.	Fixing Tees with web down over joists with 1st class brick in cement 1:3	133 rft.
16.	Cement concrete bed plates under joists 1:2:4 with washed gravel	16 cft.
17.	1" artifical stone floor 1:2:4 over 6" dry khoa well watered and rammed to 4"	1012 sft.
18.	1" artificial stone floor only 1:2:4	99 „
19.	Caps of pillars complete with cement plaster	45 rft.
20.	6" Projections and 6" deep cornice complete with $\frac{1}{4}$" cement plaster	177 rft.
21.	White painting 2 coats over a coat of priming (labour only)	1643 sft.
22.	White paints	127 lbs.
23.	$\frac{1}{2}$" cement plaster 3:1 with punning and rounding corners	94 sft.
24.	$\frac{1}{2}$" cement plaster 3:1 with punning including rounding corners	277 sft.
25.	1" sal plank for planed both sides and fixed with screws complete	35 „
26.	4" dia. asbestos rain water spout 3' long each including fitting and fixing	6 Nos.
27.	Taking out 2 doors and 2 windows from the existing indoor and refixing them by changing position including mending damages	4 Nos.
28.	Making grooves in the existing walls for giving bond between new and old masonry	1 Item.
29.	$\frac{1}{2}$" sand and lime plaster including rounding corners upto 3" below G. L. excluding cornice 1:2	5706 sft.
30.	$\frac{1}{2}$" beaten surki plaster including lime punning 1:2	217 rft.
31.	White washing 3 coats	5923 cft.
32.	Materials for septic latrines including fitting fixing railway freight etc. complete	1 Item.
33.	Brick khoa for soak pit including filling and covering top with a brick flat including lime flush pointing	88 cft.
34.	W. I. clamp $1\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$ fitted and fixed in cement mortar	28 Nos.
35.	Making saucer drain in labour room	37 rft.
36.	Snpplying and fitting fixing 1-9" long $1\frac{1}{2}"$ dia. G. I. pipe for draining out washings of labour room	1 Item.
37.	Supplying one G. I. bucket receptable for reception of the labour room washing to be placed on pucca platform	1 Item.

Note :—Tenderers are requested to quote for seasoned and dressed Sal beams and bargas per cft. including supplying, fitting & fixing on roof work.

Approved.

S. V. Acharior.
Chairman, District Board.
Manbhum.

P. K. Roy
District Engineer,
Manbhum.

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৩০শে ফাল্গুন ১৩৫৫, ১৪ই মার্চ্চ ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

চিঠিপত্র

(১৫ পৃষ্ঠার পর হইতে)

কর্ম্মকার, শ্রীরবিলোচন কর্ম্মকার, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কর্ম্মকার, শ্রীবিভূতি কর্ম্মকার, শ্রীনরেনচন্দ্র কর্ম্মকার, শ্রীসিদ্ধেশ্বর কর্ম্মকার, শ্রীপূর্ণশশি কর্ম্মকার, শ্রীআশুতোষ কর্ম্মকার, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় কর্ম্মকার, শ্রীকিঙ্কর কর্ম্মকার, শ্রীভূষণ কর্ম্মকার, শ্রীপ্রসন্ন কর্ম্মকার, শ্রীপশুপতি কর্ম্মকার, শ্রীবাঁকুলাল কর্ম্মকার, শ্রীবিভূতি কর্ম্মকার, শ্রীদুখাই কর্ম্মকার, শ্রীপ্রহ্লাদ কর্ম্মকার, শ্রীবাবুলাল মাঝি, শ্রীহরিপদ মাহাত, শ্রীঅভয়পদ মাহাত।

ইতি—

বিশ্বস্ত—শ্রীসুধীর কর্ম্মকার

কাশীপুর থানা, গ্রাম: রাঙতোড়া

পো: গৌরাংডি, জেলা মানভূম।

পুরুলিয়া সহরবাসী জনসাধারণের প্রতি নিবেদন—

শ্রীশ্রীশীতলা মাতার প্রকোপ হইতে সহরবাসী জন-সাধারণের অব্যাহতি কল্পে, হিন্দু বিধানানুযায়ী আগামী ৮ই চৈত্র মঙ্গলবার পোকাবাঁধ পাড়া ৺শীতলা মেলায় মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিবার মনস্থ করিয়াছি কিন্তু আমি গরীব ব্রাহ্মণ বিধায়, মায়ের পূজার জন্য আপনাদের নিকট সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থী। অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলেই সাধ্যমত মায়ের পূজায় সাহায্য করিয়া জন-সাধারণের মঙ্গল সাধিত করুন, মঙ্গলময়ী সকলের মঙ্গল করিবেন। ইতি—৮ই চৈত্র।

শ্রীঅনন্তলাল দেওঘরিয়া

সেবাইত ৺শীতলা মেলা

পোকাবাঁধপাড়া।

বিজ্ঞপ্তি

মানভূম জেলা বোর্ড

১। এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে বলরামপুর ইউনিয়ন কমিটীর অধীন বলরামপুর দৈনিক হাট আগামী ১লা এপ্রিল ১৯৪৯ সাল হইতে ৩১শে মার্চ্চ ১৯৫০ সাল এক বৎসরের জন্য মানভূম জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করা হইবে।

২। ১৭ই মার্চ্চ ১৯৪৯ সাল তারিখে বেলা ১০-৩০ ঘটিকার সময় বলরামপুর ডাক বাংলায় উক্ত নিলাম সম্পন্ন হইবে। যাঁহারা নিলাম ডাকিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উক্ত তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকিবেন।

৩। কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিংবা যে কোন নিলাম ডাক গ্রাহ্য করিতে বাধ্য থাকিবেন না এবং যে নিলাম ডাক তিনি মঞ্জুর করিবেন তাহা ৫০০৲ টাকার কম হইলে মানভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক ও ৫০০৲ টাকার বেশী হইলে মানভূম জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ।

৪। যে ব্যক্তির ডাক মঞ্জুর হইবে তিনি বর্ত্তমান চলতি সনের উক্ত হাটের কর আদায় জন্য বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার ডাক মঞ্জুর হইবার অব্যবহিত পরে স্থানপক্ষে খাজনার ১/৪ অংশ অর্থাৎ সিকি টাকা জমা দিতে হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট এগ্রিমেণ্ট ফরমে উক্ত বন্দোবস্ত রেজেষ্ট্রি করিয়া দিতে হইবে। উক্ত টাকা বা এগ্রিমেণ্ট না দিলে হাট দখল দেওয়া হইবে না।

৫। হাটের খাজনার টাকা সমান চারি কিস্তিতে আদায় দিতে হইবে যথা এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর ও জানুয়ারী। ইতি—

শ্রীশ্যামাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য,

ভাইস্-চেয়ারম্যান,

মানভূম জেলা বোর্ড।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ২৯শে ফাল্গুন

বিহার ও উড়িষ্যার কংগ্রেস গবর্মেণ্ট

রাঁচীতে বিহার গবর্মেণ্টের ব্রাঞ্চ প্রেসে মুদ্রিত এবং রাঁচী হইতে বিহার সরকারের প্রচার বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত—'আদিবাসী' নামে একটী সাপ্তাহিক পত্রিকা হিন্দীতে প্রকাশিত হয়। নাম দেখিয়াই পরিচয় পাওয়া যায় যে ইহা ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যে প্রচার কার্য্যের জন্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সরকারী সাপ্তাহিকের ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ তারিখে প্রকাশিত ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় ময়ূরভঞ্জ ও উড়িষ্যা সরকার সম্বন্ধে যে সমস্ত সংবাদ, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করা হইয়াছে তাহা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে:—

"আদিবাসীর উপর পুনরায় গুলী চলিল"—শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এই বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে—"হম আহ ভী করতে হ্যাঁয় তো হো জাতে হ্যাঁয় বদনাম ওয়ে কতল্ ভী করতে হ্যাঁয় তো চর্চা নহীঁ হোতী।" অর্থ—আমরা যদি দুঃখ প্রকাশও করি তবে আমাদের বদনাম হয় আর তাহারা হত্যা করিলেও তার চর্চাই হয় না।

ইহার পরে বলা হইতেছে—"গত বৎসর ১লা জানুয়ারী খরসোয়াঁতে উড়িষ্যা সরকার আদিবাসী জনতার উপর যেভাবে গুলী চালাইয়াছিল তাহা সকলের জানা আছে। এখন এই নূতন বৎসরে পুনরায় ঐরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ৮ই ফেব্রুয়ারী সর্ব প্রথম কটক হইতে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে" সংবাদ বিবৃত। তাহার সারমর্ম এই যে—"ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে রায়রংগপুরের নিকট এক ধান ক্ষেতে ৪০০০ আদিবাসী বিরোধীতা প্রদর্শনকারী জনতার উপর উড়িষ্যা সরকারের পুলিশ কর্ত্তৃক গুলী চালনার ফলে ৭ জন নিহত ও ২৪ জন আহত হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জকে বিহার প্রদেশের সহিত অন্তর্ভূক্ত করিবার আন্দোলনের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার মুক্তিই আদিবাসীদের দাবী ছিল ইত্যাদি।"

অতঃপর বলা হইয়াছে—"কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ৯ই ফেব্রুয়ারী পুনরায় গুলী চলিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা সংক্ষিপ্ত সমাচার ছিল এবং উহাতে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সংবাদ পত্রে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা নীচে দেওয়া হইল।"

"কটক ৯ই ফেব্রুয়ারী। এক সংবাদে প্রকাশ যে উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যকে যুক্ত করিবার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী আদিবাসী জনতার ভীড়ের উপর তথাকার সৈন্যরা পুনরায় গুলী চালাইয়াছে।"

ইহার পরে সম্পাদক লিখিতেছেন—"এ বিষয়ে উড়িষ্যা সরকার রায়রংগপুর ঘটনার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন।" উড়িষ্যা সরকারের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের প্রেস নোট তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে গুলী করিবার কারণ সম্বন্ধে উড়িষ্যা সরকার বলিয়াছেন যে সীতারাম মাঝির নেতৃত্বে উড়িষ্যাকে বিহারের সহিত যুক্ত করিবার আন্দোলন উপলক্ষ্যে ট্যাক্স বন্ধ, ১৪৪ ধারা অমান্য এবং নানারূপ হিংসামূলক উপদ্রব আরম্ভ করার ফলে অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। তার-পরে রায়রংগপুরের ঘটনা বিবৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে পুলিশ ভীড় ছত্রভঙ্গ করিবার আদেশ দেয় কিন্তু তাহা না মানার ফলে লাঠী চালাইবার আদেশ দেওয়া হয়। জনতা পুলিশদের আক্রমণ করে যাহার ফলে এক সিপাহীর চোখ গুপ্তির আঘাতে জখম হয় এবং অন্য একজন পিস্তলের আঘাতে আহত হয় এবং তারপরে বাধ্য হইয়া গুলী চালাইতে হয়—ফলে ৭ জন নিহত ও ২৪ জন আহত হয়।"

ইহা উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদক লিখিতেছেন "কিন্তু পাটনা হইতে শ্রীদেবকীনন্দন প্রসাদ এম, এল, এ, প্রভৃতি কর্ত্তৃক সংবাদ পত্রে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে "শরীরের রোম খাড়া হইয়া যায়, এমন বক্তব্য (রোংগটে খড়া কর দেনেয়ালা বক্তব্য হ্যায়)। উক্ত বক্তব্যে বলা হইয়াছে যে—ময়ূরভঞ্জে এক হাজারেরও অধিক ব্যক্তি গুলীতে নিহত হইয়াছে।"

অতঃপর বিহারের অনেক নেতৃবৃন্দের বিবৃতি উদ্ধৃত করিয়া ইহাই দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে—ময়ূরভঞ্জের আদিবাসীরা ময়ূরভঞ্জকে বিহারের সহিত যুক্ত করিতে চায় এবং তাহার জন্য উড়িষ্যা সরকার তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে।

এই দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সমস্ত উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে বলিয়া উড়িষ্যা ও উড়িষ্যা সরকার সম্বন্ধে বিহার সরকারের এই সাপ্তাহিকের এই প্রবন্ধে যাহা বলা ও সমর্থন করা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

"গত বৎসর যখন সরাইকেলা ও খরসোঁয়া রাজ্য কিছু দিনের জন্য উড়িষ্যার অধীন করিয়া দেওয়া হইল, তখন উড়িষ্যার উদ্ধত শাসকেরা খরসোঁয়ার আদিবাসীদের নিরস্ত্র জনতার উপর ভয়ংকররূপে গুলী চালাইয়াছিল।"

"উড়িষ্যার সংবাদপত্র দ্বারা বিষাক্ত প্রচারে প্রভাবান্বিত হইয়া যাহারা বিহারের সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ধারণা জন্মাইয়াছেন—তাহারা ইহা জানিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, বিহারের এই শয়তান কর্ম্মচারী এত শীঘ্র কেমন করিয়া বদলাইয়া গেলেন যে, যে তাহাদের দমন কার্য্যে উড়িষ্যার সরকারের সহিত সহযোগীতা করিতেছেন—যাহাদের তাহারা বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন; বিহার সরকারের উচিত এই যে, বিহারের সরকারী কর্ম্মচারী আদিবাসীদের দমন করিবার জন্য কিভাবে উড়িষ্যা সরকারের সহিত সহযোগীতা করিতেছে তাহার সম্বন্ধে বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করা।"

"উড়িষ্যাওয়ালা এক দিকে ত সরাইকেলা ও খরসোঁয়ার বিহারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তকে পরিবর্ত্তন করার আন্দোলন করিতেছেন অন্য দিকে বন্দুকের জোরে ময়ূরভঞ্জকে উড়িষ্যায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই দুইটী এক সঙ্গে চলিতে পারে না। ময়ূরভঞ্জে আদিবাসীদের উপর অত্যাচার চলিবার ফলে বিহারের আদিবাসীরাও ক্ষুব্ধ হইতে পারে।"

শেষে বলা হইয়াছে যে—"উড়িষ্যা সরকার কর্ত্তৃক এইরূপ যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে উড়িষ্যার লোকেরা ইহাই বলিয়া থাকে যে বিহারের সরকারই লোকদের উত্তেজিত করিতেছে। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্বন্ধেও তাহারা এইরূপ ভয়ানক বদনাম করিয়া থাকে। গত বৎসর খরসোঁয়াতে যে গুলীকাণ্ড হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তৎকালীন উড়িষ্যার গবর্ণর মহামান্য শ্রীকৈলাশ নাথ কাটজু স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে বিহারীদের উপর আদিবাসীদের উত্তেজিত করিবার অভিযোগ আনিয়াছিলেন।"

সম্পাদক "প্রদীপ" ও অন্যান্য স্থান হইতে সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটী পড়িলে যে কেহই ধারণা করিবেন যে—ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আদিবাসীরা যাহা করিতেছে তাহা ন্যায়সঙ্গত এবং তাহা দমন করিবার জন্য উড়িষ্যা সরকার যাহা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অন্যায় ও অত্যাচার পূর্ণ। ইহা দ্বারা বিহারের আদিবাসীরাও ক্ষুব্ধ হইতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে রাখিতে হইবে একটী প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট অন্য একটী প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে ইহাই বলিতেছেন। এই সংখ্যার পর সংখ্যায় (তাং ২৮শে ফেব্রুয়ারী) "ময়ূরভঞ্জে ঘোর আতঙ্ক" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শেষে বলা হইয়াছে—"

"ময়ূরভঞ্জের স্থিতি শান্ত নহে। সর্বত্রই আতঙ্কের সাম্রাজ্য ছাইয়া রহিয়াছে। তথাপি সেখানকার আদিবাসী বিহারের সহিত মিলিত হইবার জন্য এরকম চঞ্চল হইয়াছে যে তাহারা ঐ প্রকার পরিস্থিতিতেও কিছু না কিছু করিতেছেই (উস পরিস্থিতি মেঁ ভী কুছ করহী লেতে হ্যাঁয়)" ১৬ই ফেব্রুয়ারী সমাচার পত্রে নিম্নলিখিত মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—ময়ূরভঞ্জ ২৪শে ফেব্রুয়ারী। প্রায় ৫০০ শত আদিবাসী পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া কেন্দ্রীয় জেলের দিকে—যেখানে তাহাদের নেতা বন্দী ছিল—সে দিকে রওয়ানা হয়। সশস্ত্র সৈনিকেরা তাহাদের রাস্তায় বাধা দেয়—২০ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদের ছত্রভঙ্গ হইতে বলে কিন্তু কেহই তাহাদের কথা শোনে না। পরিশেষে সৈন্যরা তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিয়া তাহাদের সহরের বাহির করিয়া দেয়।"

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই এরকম একটা রূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছে যাহা দ্বারা একটী প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট অন্য একটী প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে সুযোগমত জনসাধারণের বিরুদ্ধে মতামত সৃষ্টি করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। কারণ আদিবাসী পত্রিকাটী বিহার গবর্মেণ্টের প্রচার বিভাগ হইতে সোজাসুজি প্রকাশিত, ইহাতে যে সমস্ত মন্তব্য, যে অভিমত প্রকাশিত হয় তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিহার গবর্মেণ্টের।

আদিবাসীদের উপর উড়িষ্যা সরকারের গুলীকাণ্ড আমরা সমর্থন করিতেছি না কিন্তু বিহার গবর্মেণ্ট তাহাকে যেভাবে নিজেদের প্রচার কাজের সুবিধার জন্য কাজে লাগাইতেছেন তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—যখন অন্য কোন প্রদেশ হইতে কোন স্থানের এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্তির কথা হয় তখন তাহার জন্য সর্বপ্রকার অশান্তি, আন্দোলন, ন্যায়সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রদেশেই কংগ্রেসের স্বীকৃত ভাষাগত ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের কথা ও দাবী অপরাধজনক বলিয়া গণ্য করা হয়। সর্বোপরি একই রাষ্ট্রভুক্ত দুইটী প্রদেশের গবর্মেণ্টের যদি পরস্পর সম্বন্ধে এইরূপ প্রচার ও ব্যবস্থা চলিতে থাকে তবে তাহা দেশের ভবিষ্যত কল্যাণের পক্ষে কিরূপ মারাত্মক তাহা ধারণারও অতীত।

ময়ূরভঞ্জের এই আন্দোলন ও অশান্তি সম্বন্ধে উড়িষ্যা গবর্মেণ্ট ৫ই মার্চ কটক হইতে যে সরকারী বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে—"ময়ূরভঞ্জে আদিবাসী অশান্তির সহিত কমিউনিষ্টরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা গুরুতর হইলেও সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিয়াছে * * * *।"

"গবর্মেণ্ট যে সমস্ত সংবাদ তথ্য ও মালমশলা পাইয়াছেন তাহাতে কমিউনিষ্টরা যে আদিবাসীদের এই নূতন পর্য্যায়ের আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত এ সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট নিঃসন্দেহ। বিহারের সীমানায় যেখানে অশান্তি হইয়াছে সেখানে সুপরিচিত সক্রিয় কমিউনিষ্ট কর্মীরা প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও আদিবাসীরা যে সব কৌশল অবলম্বন করিয়াছে যথা, রাস্তা বন্ধ করা, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন তার কাটা, পুলিশ দলকে তীর ধনুক দিয়া আক্রমণ করিবার সময় গাছের আড়ালে, পাথর গুহা ইত্যাদির অন্তরালে লুকান প্রভৃতি দ্বারা ইহাই নিশ্চিতভাবে পরিচয় দেয় যে—স্থানীয় এবং বিহার ও বাংলা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যাহারা আসিয়াছে সেই সব কমিউনিষ্টদের হাতে ইহার নেতৃত্ব আসিয়াছে। যে সব আদিবাসী জমায়েতকে বলপ্রয়োগে ছত্রভঙ্গ করিতে হইয়াছে তাহাদের সহিত "লাল নিশানের আবির্ভাবে একই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়।"

এখন দেখা যাইতেছে যে, উড়িষ্যা গবর্মেণ্ট ময়ূরভঞ্জের অশান্তিকে কমিউনিষ্টদের আন্দোলন বলিয়া নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করিতেছেন, আর বিহার গবর্মেণ্ট ঐ আন্দোলনকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত হইবার আন্দোলন বলিয়া শুধু সমর্থনই করিতেছেন না—উড়িষ্যা গবর্মেণ্টের কার্য্যের জন্য নিন্দাও করিতেছেন। এই অবস্থায় উড়িষ্যা গবর্মেণ্ট সত্য কথা বলিলে বিহার গবর্মেণ্টের উপর এই অভিযোগ আসে যে তাহারা উড়িষ্যাতে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত অশান্তিমূলক আন্দোলন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করিতেছেন, সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া উড়িষ্যা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন আর উড়িষ্যা গবর্মেণ্টের ঘোষণা যদি মিথ্যা হয় তবে বলিতে হয় যে ময়ূরভঞ্জের আন্দোলনকে মিথ্যা কমিউনিষ্ট আন্দোলন বলিয়া তাহারা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

বিহার সরকারের প্রচার বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত উক্ত ২১শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত 'আদিবাসী' দুই সংখ্যা ও উড়িষ্যা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৫ই মার্চের সরকারী বিবৃতি পড়িলে উক্ত প্রশ্নই আসে। বর্ত্তমানে কোন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কংগ্রেস গবর্মেণ্ট যে সর্বপ্রকার উপায় ও পথ গ্রহণ করিতে পারেন মানভূম জিলার পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা হইতেই তাহা বলিতেছি। এই প্রকার উপায় গ্রহণ হইতে শ্রেষ্ঠগণ বিরত না হইলে দেশের কল্যাণ নাই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশকর্মী শ্রীভীম মাহাত—মুক্তির ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ১২শ সংখ্যায় বরাবাজার থানায় বাড়েদা গ্রামের সভার সম্বন্ধে শ্রীভীম মাহাতর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে রাস্তায় ধারাল পাথর দিয়া ডেপুটি কমিশনার আরোহিত বিরাট প্রচার ভ্যানের টায়ার ছিদ্র করিবার প্রচেষ্টার অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, এবং পরে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। শ্রীভীম মাহাত দেশকর্ম্মী হিসাবে সর্বজন পরিচিত, এবং সত্যবাদিতা ও উন্নত স্বভাবের জন্য জনগণের নিকট সমাদৃত ও তাহাদের বিশ্বাসভাজন। কংগ্রেস ও গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যাহারা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়া দেশের স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছেন শ্রীভীম মাহাত তাহাদের একজন। যে কোন ত্যাগ ও লাঞ্ছনা বরণ করিতে তিনি কোন দিনই পশ্চাৎপদ হন নাই—এখনও নন। যে কোন দেশের ইহারা গৌরব। ইহাদের বাদ দিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। গান্ধীজীর আদর্শে নিজেকে সত্যাগ্রহীরূপে গঠন করিয়া জিলায় বর্ত্তমানে যে অন্যায় চলিতেছে তাহার প্রতিবাদ করা তিনি সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। বাড়েদার সভায় ও বরাবাজারের সভায় জিলার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নেতৃত্বে যে সব অন্যায় ও অসত্য প্রচার হইতেছিল তাহার প্রতিবাদ করার ফলে তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন অভিযোগ সৃষ্টি করিতে না পারিয়া একটা অবান্তর ও মিথ্যা অভিযোগ আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যদি কোন বিচারালয় চাহেন তবে সহস্র সহস্র জনসাধারণ সাক্ষ্য দিবে যে শ্রীভীম মাহাতর বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ মিথ্যা এবং কল্পিত ছাড়া হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে, দুইটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে রাত্রিবেলা ডেপুটী কমিশনারের গাড়ীতে জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া তাহাদের বরাবাজার থানায় আনা হইয়াছিল। প্রশ্ন এই যে, যে কোন কর্ম্মচারীর যে ক্ষমতা আছে তাহাতে তাহারা যাহা খুসী তাহাই করিতে পারেন কিনা? কতগুলি মিথ্যা ও কল্পিত অভিযোগ সৃষ্টি করিয়া সত্যাগ্রহীদের দমন করা সম্ভব নয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অনুধাবন করিয়া এই সমস্ত পুরাতন কর্ম্মচারীদের অন্ততঃ এই শিক্ষাটুকুও হওয়া উচিত ছিল।

সত্যাগ্রহী শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত—আমরা মুক্তির গত সংখ্যায় এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে কমিউনিষ্টদের কার্য্যকলাপের অজুহাত লইয়া—কর্ত্তৃপক্ষের হাতে যে ক্ষমতা রহিয়াছে—তাহা তাহারা অপব্যবহার করিতে পারে। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই মানভূম জিলায় তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। স্থানান্তরে শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাতর বিবৃতি প্রকাশিত হইল। যতীন্দ্র যে একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী এবং গান্ধীজীর আদর্শে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান তাহার পরিচয় পুলিশের অজানা নাই। ডেপুটী কমিশনারের সভাপতিত্বে গুটীকয়েক জনসভায় ভাষার সম্বন্ধে এবং সরকারী অন্যায় প্রচারের বিষয়ে প্রতিবাদ করার ফলে—বিশেষ করিয়া বরাবাজার হাটে শারীরিক ও পাশবিক বলপ্রয়োগ করিয়াও যখন সত্যাগ্রহী যতীন্দ্রকে—পুলিশ দারোগা, সরকারী প্রচার বিভাগ ও তাহাদের সাঙ্গ পাঙ্গ সত্য কথা বলা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই তখন তাহাকে জব্দ এবং হয়রাণ করিবার জন্য কমিউনিষ্ট অভিযোগ দিয়া তাহার ঘর খানাতল্লাসী ও তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছিল। বিবৃতিটি পড়িলেই নগ্ন সত্য বুঝা যাইবে। সরকারী কর্মচারীরা যে সব অন্যায় করিতেছে সেই সব অন্যায়কে অন্যায় বলা স্বাধীনতার বিরোধীতা নহে। পরাধীনতার উপাসকদের পক্ষে স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন। স্বাধীন ভারতবর্ষে যাহারা ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন, মিথ্যা প্রচার করিতেছেন এবং জনস্বার্থ নষ্ট করিতেছেন এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করিতেছেন তাহারাই প্রকৃত পক্ষে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষের মিথ্যা প্রচারে অসুবিধা হইতেছে বলিয়া শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাতকে কমিউনিষ্ট বলিয়া চালান দিতে হইবে, ক্ষমতার অধিকারীদের পক্ষে ইহা যে কতদূর স্বাধীনতার মর্য্যাদা হানিকর ও নিন্দনীয় ব্যাপার তাহা ধারণারও অতীত। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়া ও ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী কেন্দ্রীয় পার্লিয়ামেণ্টে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা অন্যত্র দেওয়া হইল। স্থানীয় ঘটনা দেখিয়া ইহাই বলিতে হয় যে যদি মানভূম জিলার কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা থাকিত তবে তাহারা ইহাদেরও কমিউনিষ্ট বলিয়া চালান দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। দেশ শাসন, ক্ষমতা পরিচালনা একটা ছেলে খেলা বা খেয়াল বা স্বেচ্ছাচারিতা নয়—এ বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে বলি। মানভূম জিলায় বিশেষ করিয়া সদর সাবডিভিজনে কমিউনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট বা অন্য কোন দলের প্রভাব যে জনসাধারণের উপর পড়ে নাই তাহার প্রধান কারণ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত, শ্রীভীম মাহাত প্রভৃতি কংগ্রেস কর্মীদের—কংগ্রেসের আদর্শে জনমত গঠণের সাফল্যেই। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তথা বিহার গবর্মেণ্টকে আমরা বিবেচনার সহিত কাজ করিতে বলি।

জয়পুর কংগ্রেসের দিগ্ দর্শন

(মনু লিখিত)

বিষয় নির্বাচনী কমিটীর প্যাণ্ডেলের দিকে চলিলাম। আজ ১৬ই ডিসেম্বর, পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বেলা ২টায় অধিবেশন সুরু হইবে। রাস্তায় বিরাট জনতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রায় সকলেরই গতি ঐ প্যাণ্ডেলের দিকে। প্রায় অবিশ্রান্তভাবে মোটর চলিয়াছে—বহু ষ্টেটের অর্থাৎ দেশীয় রাজাদের মোটর। বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে ইংরাজীতে—জয়পুর ষ্টেট, যোধপুর ষ্টেট, সিরোহী ষ্টেট, ইত্যাদি। এই সমস্ত বিরাট ও সুদৃশ্য মোটর সাধারণতঃ চোখে খুব কমই পড়ে। তাহা ছাড়া অন্যান্য মোটরগুলিও বিরাট দামী মোটর। কাচের জানলা দিয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খাদি টুপী পরা আরোহীই মোটরের ভিতরে দেখা যায়। মোটর, পদযাত্রী সবাই চলিয়াছে প্যাণ্ডেলের দিকে। আমার দশ টাকার একখানা দর্শকের টীকেট। আগে বসিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিতেছিলাম। নিকটে আসিয়া দেখি বিশাল ব্যাপার, ঢোকাই মুস্কিল।

সদস্য ও নেতৃবৃন্দের জন্য আলাদা প্রবেশদ্বার ও পথ। দর্শকবৃন্দের ঢুকিবার পথ পৃথক তবে অনেকগুলি প্রবেশদ্বার দুই পার্শ্বেই। এক একটা দরজার কাছে কাতারে কাতারে লাইন করিয়া টীকেট হাতে নিয়া প্রবেশার্থী দর্শকরা দাঁড়াইয়া আছে। এক এক করিয়া ঢুকিতেছে। আমিও একটা 'কিউ' বা লাইনের পিছনে দাঁড়াইলাম।

এই ব্যবস্থাটা কংগ্রেসে সর্বত্রই করিবার একটা চেষ্টা ছিল। জনসাধারণকে সমস্ত কাজই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে করিবার ও করাইবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ না করিলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গতিটা সেই দিকেই ছিল। অবশ্যই এখনও এমন অবস্থা আসে নাই যে সাধারণ লোকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজ হইতেই লাইন করিয়া দাঁড়াইয়া যায়—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাসেবকরা জিনিষটা করাইবারই চেষ্টা করিয়াছে, তাহা হইলেও সকলে সহজেই এটাকে মানিয়া লইয়াছে। শৃঙ্খলা মানিয়া চলিলে বা সুশৃঙ্খলে কাজ করিলে যে কাজের সুবিধা হয়—সমস্ত খুঁটীনাটী ব্যাপারে এই বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করিতে সাধারণ লোকের মধ্যে হয়ত সময় লাগিতে পারে, কারণ তাহাদের ইচ্ছা থাকিলেও বা প্রয়োজন বোধ করিলেও অভ্যাস তাহাদের নাই। গবর্মেণ্ট হইতে প্রতি ক্ষেত্রে যদি এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ যদি সচেতন থাকে তবে জাতিকে এই রকমভাবে অদূর ভবিষ্যতে শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত করা দুরূহ হইবে না।

বিষয় নির্বাচনী কমিটীর প্যাণ্ডেলের মধ্যে যাহা হোক অবশেষে প্রবেশ করা গেল। প্যাণ্ডেলটী চারি পাশে করগেট টীন দিয়া সুদৃঢ়ভাবে তৈরী। উপরেও করগেট টীনের আচ্ছাদন। অভ্যন্তর জাতীয় পতাকা প্রভৃতি দিয়া সুসজ্জিত। কার্যকরী সমিতির সদস্য, সভাপতি ও নেতৃবৃন্দের বসিবার স্থান প্রশস্ত উচ্চ বেদীর উপরে। তাহার পাশেই আমন্ত্রিত ও বিশিষ্ট দর্শকদের বসিবার বিশেষ স্থান। বেদীর সম্মুখেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভ্যদের উপবেশনের জায়গা। বেদীর অন্য পাশে প্রেস রিপোর্টার বা সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান। এই সমস্ত স্থানের পরে চারিদিকে দর্শকদের বিস্তৃত বসিবার স্থান।

লোকে লোকারণ্য। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর সংখ্যা দশ হাজারের কম হইবে না। লাউড স্পীকারের ভাল বন্দোবস্ত, যেখানে যতদূরেই লোক থাকুকনা কেন বক্তৃতা শুনিতে অসুবিধা হয় না।

সকলেই বেদীর দিকে তাকাইয়া আছে। নেতৃবৃন্দের অনেকে আসিয়াছেন। অনেকে আসিয়া পৌছেন নাই—পৌছিতেছেন। বেদীর উপরে পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল, ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়া, শ্রীশঙ্কর রাও দেও প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। বিদায়ী সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অনুপস্থিত। পূর্ব হইতেই প্রকাশ ছিল যে অসুস্থতার জন্য তিনি আসিতে পারিবেন না।

নিয়ম অনুযায়ী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীই কংগ্রেসের খোলা অধিবেশনে বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে পরিণত হয়। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে যে সমস্ত প্রস্তাব আনা হইবে—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী তথা বিষয় নির্বাচনী সমিতি তাহা বিচার বিবেচনা করিয়া স্থির করেন। অবশ্যই এই কমিটীতে যে প্রস্তাব গৃহীত বা অগ্রাহ্য হয় প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ তাহা নাকচ

করিয়াও দিতে পারেন অথবা গ্রহণ করিতেও পারেন—তবে সাধারণতঃ তাহা হয় না। প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বিশদ বিচার বিবেচনা এই বিষয় নির্বাচনী সমিতিতেই হইয়া থাকে—এবং এই জন্যই ইহার গুরুত্ব খুবই বেশী। এই বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে তর্কবিতর্ক, আলোচনা, সমালোচনা না শুনিলে সাধারণভাবে কংগ্রেসের ভিতরের ব্যাপারটা উপলব্ধি করা যায় না। প্রকাশ্য অধিবেশনকে যদি মানুষের অবয়ব বলা যায় তবে বিষয় নির্বাচনী সমিতিকে তাহার মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি বলা যাইতে পারে।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুপস্থিতিতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এখন অধিবেশন হইতেছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর। 'বন্দেমাতরম' গান হইয়া উদ্বোধন হইল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হিসাবে গত অধিবেশনের কার্য্যাবলী গৃহীত হইল। সম্পাদক মহাশয় কংগ্রেসের কার্য্যাবলীর রিপোর্ট দাখিল করিলেন। আয়ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হইল। সমস্তই গৃহীত হইল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন সমাপ্ত হইল ইহা এখন বিষয় নির্বাচনী সমিতিরূপে কার্য্য করিবে বলিয়া ঘোষিত হইল। বিদ্যায়ী সভাপতি অনুপস্থিত থাকায় সর্দ্দার প্যাটেল নব নির্বাচিত সভাপতিকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সভাপতি ক্ষুদ্র একটী উদ্বোধনী বক্তৃতা দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

সভাপতি তিনটী প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—(১) স্মরণে—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ (২) সহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি—যাহারা দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন। (৩) যে সমস্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে—যথা এন, সি, কেলকার, শ্রীনরীম্যান প্রভৃতি ও স্বতীশ ব্যানার্জ্জি, শচীন মিত্র প্রভৃতি যাহারা হিন্দুমুসলমানের একতার জন্য প্রাণ দিয়াছেন প্রত্যেক প্রস্তাব উত্থাপনের সময়ই সভাপতি কিছু বক্তৃতা করিলেন।

অতঃপর শ্রীশঙ্কর রাও দেও প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন—The message অর্থাৎ বাণী। কংগ্রেসের স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া পরিশেষে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করিবার কথা বলা হইল। কংগ্রেস জনাদর নৈতিক মূল্য দিবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল—এবং বর্ত্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সঙ্কট সময়ে ইহার সম্মুখীন হইয়া কংগ্রেসের লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য বলা হইল।

কয়েকটী সংশোধন প্রস্তাব আসিয়াছিল। এবং তাহার মধ্যে একটী গৃহীতও হইল। পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি বক্তৃতা দিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর 'বৈদেশিক নীতি' সম্বন্ধে শঙ্কর রাও দেও প্রস্তাব আনিলেন। অনেকে ইহার সংশোধন প্রস্তাব আনিয়া ইহার তিক্ত সমালোচনা করিলেন। পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সেগুলির জবাব দিয়া বক্তৃতা দিলেন। সর্বশেষে পণ্ডিত নেহেরু ভারত গবর্মেণ্টের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। পৃথিবীর শান্তি, এশিয়ার জাতিগুলির স্বাধীনতা রক্ষা প্রভৃতি প্রধান বিষয় বস্তু ছিল। তিনি ইহাই বলিলেন যে ভারতের পক্ষে যে বৈদেশিক নীতি এখন অনুসৃত হইতেছে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু হইতে পারে না।

সংশোধন প্রস্তাবগুলি সমস্তই অগ্রাহ্য হইল—কতকগুলি তুলিয়াও লওয়া হইল। প্রস্তাব বহু ভোটাধিক্যে গৃহীত হইল।

প্রায় রাত্রি ৮টার সময় সেদিনকার মত অধিবেশন শেষ হইল।

ঠেলাঠেলি করিয়া বহিরে আসিলাম। বিপুল জনতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। জীবন্ত ভীড় চলিয়াছে। চারিদিকে আলো, জাতীয় পতাকা, পণ্য বিপণি। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া যে অধিবেশন দেখিলাম—তাহা যেন প্রাণহীন। পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতাতেও ঠিক তেমন প্রাণের রেশ খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি মাঝে মাঝে থামিয়া যাইতেছেন। বোধহয় যাহা ঘটিতেছে, যাহা বিশ্বাস করেন ও যাহা করিতে হইবে—তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে নিজেকে তৈরী করিয়া লইতে হইতেছে। এ যেন একটা অনুষ্ঠান মাত্র হইয়া গেল। সিদ্ধান্ত পূর্ব হইতেই ঠিক আছে। সদস্যদের ভোট লওয়া একটা নিয়ম রক্ষা করা মাত্র। যাহারা বিরোধীতা করিয়াছে তাহারাও যেন এই উপলব্ধি করিয়াই বলিতেছিলেন যে—কিছুই হইবেনা শুধু বলিবার জন্য বলিতেছি। সোশ্যালিষ্টরা অনুপস্থিত—বিরোধীতা বা সমালোচনাও দুর্বল। তর্ক বিতর্কের মান অনেক নামিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত গবর্মেণ্টের নীতি ও কার্য্য সমর্থন করার জন্যই যেন বিষয় নির্বাচনী সমিতি বসিয়াছে। The message প্রস্তাবে যে সমস্ত উচ্চ আদর্শের কথা বলিতে শুনিলাম তাহা নিছক বক্তৃতা বলিয়া মনে হইল। বক্তারা এবং শ্রোতারা এবং সদস্যরা সকলেই যেন ইহা জানেন যে এই লক্ষ্য অবাস্তব তবে এরকম একটা প্রস্তাব কংগ্রেসে থাকা প্রয়োজন। প্রথম দিনের বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া একটা বাস্তব সত্য অজ্ঞাতসারেও মনে ধাক্কা দিতে লাগিল—কংগ্রেসের গবমেণ্ট নয় গবর্মেণ্টেরই কংগ্রেস। কংগ্রেসের সম্বন্ধে গান্ধীজীর শেষ কথাটা আজ পরম সত্য হইয়া দেখা দিল। তিনি কংগ্রেসকে disband—অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। অন্যান্য কারণের মধ্যে তিনি ইহাই দেখাইয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের propaganda vehicle অর্থাৎ প্রচারের বাহন এবং Parliamentary machinery অর্থাৎ—আইন সভাসমূহের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকিবার কোন সার্থকতা নাই। কংগ্রেসের উপক্রমণিকাতেই—বালির প্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় অনুভব করিতেছিলাম যে, এই সত্য আজ প্রত্যক্ষ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

মানভূম

লোক, সমাজ ও ভাষা

সাঁওতাল

পূর্ব প্রবন্ধে ভূমিজ, খেড়িয়া ও পাহাড়িয়াদের ভাষা সম্বন্ধে ইহাই দেখাইয়াছি যে, তাহাদের যদি কখনও নিজস্ব ভাষা বা বুলি ছিল, ইংরাজ কর্তৃক মানভূম জেলা অধিকারের সময়েই তাহাদের সে সব ভাষার কোনও চিহ্ন ছিল না। তাহারা বাংলাই বলিত এবং আজও তাহাই বলে। সাঁওতাল জাতি কিন্তু নিজেদের ভাষা অটুটই রাখিয়াছে। যদিও তাহারা দো-ভাষী, কিন্তু সাঁওতালী ছাড়া অপর যে ভাষাটি ব্যবহার করে তাহা বাংলা। হিন্দীভাষী বিহারীগণের চাপে সাঁওতালগণ পশ্চিম মানভূম ও মানভূম সংলগ্ন হাজারীবাগ জেলা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বাঙ্গালী জাতি ঐ এলাকায় বাস করিতেছিল তাহারাও ক্রমে ক্রমে সাঁওতালদিগের সঙ্গে পূর্ব দিকে চলিয়া যাইতে থাকে। তাই আজ দুইটি জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) মানভূমের পশ্চিম অংশে, অর্থাৎ চাষ, তোপচাঁচি, রাজগঞ্জ এলাকায় জোবরদস্ত বিহারের ভূমিহার ও রাজপুত জাতির বাসভূমি হইয়া পড়ে এবং (২) এই এলাকা হইতে সাঁওতালদের উচ্ছেদ হয়। তবে বাঙ্গালী জাতিকে পূর্ণ মাত্রায় উচ্ছেদ করা সম্ভব না হওয়ায়, এবং নবাগত ভূমিহার ও রাজপুতগণের ভাষা ও কৃষ্টি অপেক্ষা বাংলা ভাষা ও কৃষ্টি উন্নত থাকায়, এখানকার ভূমিহার ও রাজপুতগণ বাঙ্গালীদের ভাষা ও কৃষ্টি গ্রহণ করে। এই সব নবাগত বিহারীদের ভাষাকে, সেন্সস্ রিপোর্টে এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ার্সন সাহেব 'খোট্টা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। মানভূমের এই একটিই সম্প্রদায় যাহারা কালের প্রভাবে, অবিরত বাঙ্গালী জাতির সংস্রবে থাকিয়া বাঙ্গালীর আচার, ব্যবহারে, বাঙ্গালীর ভাষায় নিজেদের বিলীন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যাও অতি কম, মাত্র ৫৫০০০। 'খোট্টা' ও 'কুর্ম্মালী' এক নয়। যাহারা 'খোট্টা' ভাষী জাতি তাহারা শৈব, এবং যাহারা 'কুর্ম্মালী' ভাষায় কথা বলে তাহারা সকলেই বৈষ্ণব, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার 'ঝাড়খণ্ড' পরিভ্রমণকালীন তাঁহার প্রভাব সমগ্র মানভূমেই বিস্তার করিয়াছিলেন। ভূমিজ খেড়িয়া, পাহাড়িয়া, মাহাত প্রভৃতি জাতিগুলি বিশেষভাবে তাঁহার ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই 'খোট্টা' ভাষী সম্প্রদায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের কয়েক শত বৎসর পরে মানভূমে বসতি স্থাপন করে, এবং তাহাদের পূর্বতন যে কৃষ্টি লইয়া বিহারে ছিল সেই কৃষ্টিই অনুসরণ করে। 'খোট্টা' ও 'কুর্ম্মালী' ভাষা লইয়া পরে আলোচনা করিব, কারণ এই প্রবন্ধে সাঁওতালদিগের বিষয় লইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। তবে আনুষঙ্গিকভাবে ইহাও সকলের জানা দরকার যে, কোন্ জাতি

সাঁওতালদিগকে মানভূম বা তৎসংলগ্ন তাহাদের আদি বাসভূমি হইতে স্থানচ্যুত করিয়াছে।

গতবারের প্রবন্ধে Hunter সাহেব কি বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। Risley সাহেব তাঁহার Tribes and castes of Bengal পুস্তকে Vol. 2. P. 225-6 লিখিয়াছেন "That the influx of Hindi immigrants from Bihar into the earlier settlements of the Santals in the table land of Hazaribagh has in fact driven the Santals eastward is beyond doubt" উপরোক্ত উক্তির সহিত Imperial Gazetteer (1908, Vol XXII page 66) হইতে যে বিবৃতি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি তাহা পড়া প্রয়োজন।

—The most striking features of migration (in Santal Parganas) are, firstly, its great volumes, secondly, the large influx from all the adjoining districts west of a line drawn appreciably north and south through the centre of the district, i, e. in from Bhagalpur, Monghyr, Hazaribagh and west of Manbhum; but the movement is still stronger in the directions of the district east of the line, Purnea, Malda, Murshidabad, Birbhum and Burdwan XXX. The (Santal) tribe is still spreading east and north; and the full effect of the movement is not exhausted in the districts that adjoin the Santal Parganas, but makes itself felt even farther away, in the parts of Dinajpur, Rajshahi and Bogra which share with Malda the elevated tract of quasi-laterite known as Barind, "এই সব মন্তব্য এবং ঘটনা পড়িয়া, এই ধারণাই কি দৃঢ় হয় না যে সাধারণভাবে সাঁওতাল জাতি বাঙ্গালী জাতির সহিতই বরাবর একত্রে বসবাস করিয়াছে? এবং ইহা কি একটি প্রধান কারণ নয় যে, তাহাদের নিজেদের সাঁওতালী ভাষার বৈশিষ্ট রাখিয়াও তাহারা বাংলা ভাষাকেই অন্যতম ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে? মানভূমে 'দেশোয়ালী' সাঁওতাল বলিয়া এক শ্রেণীর সাঁওতাল আছে—যাহাদের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ —তাহারা ভাষাতে ও আচার ব্যবহারে সর্বতোভাবেই বাঙ্গালী। সাঁওতাল পরগনায় সাঁওতালদের বাস ১৭৯২ সালে আরম্ভ হয়, এবং ১৮২০ সালে তাহারা স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে। এই সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালগণও দুইটি মাত্র ভাষা বলিতে পারে—একটি তাহাদের নিজেদের ভাষা সাঁওতালী, এবং অপরটি বাংলা। 'দিকু' শব্দের অর্থ 'বিদেশী' এই 'দিকু' শব্দটি তাহারা বিহারী হিন্দুস্থানীদের উপরই প্রয়োগ করিত।

আদিবাসীদের নেতা, শ্রীযুক্ত জয়পাল সিংও এক বিবৃতিতে দিল্লী হইতে (১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে) প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "The Adibasis are generally bilingual; the santal speaks Santali as well as Bengali"

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে কোন সাহসে এবং কি নীতির বলে শ্রদ্ধেয় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নির্দেশ দিলেন যে, ৫০ লক্ষ আদিম জাতি যাহারা ছোটনাগপুরে বাস করে, এবং যাহারা হিন্দী মোটেই জানে না, তাহাদিগকে তৎপরতার সহিত হিন্দী শিখান হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের মুখ্য কাজ হইবে। আজ দেখিতে পাইতেছি যে বাংলা ভুলাইবার জন্য বিহার সরকার কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন, এবং তাহাদের হিন্দীভাষী বলিয়া জাহির করিতেছেন। শুধু তাই নয়, বিহার সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বদ্রীনাথ বর্মা যে চিঠি শ্রীযুক্ত কিশোরী গোপাল মক্রওয়ালার নিকট তাঁহার Unclean means' শীর্ষক প্রবন্ধের কৈফিয়তস্বরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি লিখিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই যে মানভূমে শতকরা ৭০।৮০ জন লোক বিহারী বা হিন্দীভাষী। ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহও তাঁহার বাংলা বিহার সম্বন্ধীয় মেমোরাণ্ডাম chapter VI & VII এ ইহাই বলিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই তিন জন বিহারের নেতা—ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ ও আচার্য্য বদ্রীনাথ বর্মা (এবং যাঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্র বাবু ভারত-বর্ষের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা) ১৯৪০ সালে প্রকাশিত

Bihar Education Reorganisation Committee's report on Primary Education of Bihar, যে Committeeর তাঁহারা অন্যতম সদস্য, সেই report এ নিজেরা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন (৪৭ পৃঃ) যে, ছোটনাগপুরের আদিম জাতিদের কেহই 'হিন্দুস্থানী' ভাষা বলিতে বা বুঝিতে পারে না—'হিন্দুস্থানী' ভাষার অর্থ, যাহা উত্তর ভারতে কথিত বা ব্যবহৃত হয়, যাহার আধার 'হিন্দী' ও 'উর্দু' ভাষা "Para 114 P. 47 X X X In Chotanagpur and sanfal Parganas where the aboriginal tribes constitute a large proportion of the population, Hindusthani is not the mother tongue of those people.

Para 115 (Ibid) by Hindusthani is meant the language which is employed in ordinary intercourse and conversation in Northern India. X X X X".

দুর্দ্ধান্ত সাহস এঁদের সাঁওতাল, ভূমিজ, খেড়িয়া প্রভৃতি জাতিদের হিন্দী ভাষীর শ্রেণীভুক্ত করা।

গত সপ্তাহে জনাব মোবারক আলীর উত্তরে বিহার লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায় আরও নির্লজ্জতায় পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ১৯৩১ সালের census এ বাঙ্গালীর সংখ্যা কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে বিহার গবর্মেণ্ট মনে করে যে ১৯৩১ সালের 'সেন্সাসে বাঙ্গালীর সংখ্যা ইচ্ছাপূর্বক বেশী দেখান হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, কেন তবে শ্রীযুক্ত ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৩১ সালের census লইয়া তাঁহার Divided India পুস্তকটী লিখিয়াছেন?

সাঁওতাল সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা বাকী রহিল। পরে লিখিব

জীসুতবাহন সেন

আচার্য্য কৃপালনী ও ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়ার বক্তৃতা

গত ৫ই মার্চ্চ নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে ভারত গবর্মেণ্টের বাজেট লইয়া আলোচনা কালে বর্ত্তমান কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়া ও ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে সমালোচনা করিয়া এবং বাজেটের বিরোধীতা করিয়া সমালোচনা করেন।

ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়া—কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়া, কংগ্রেস পার্টির সদস্যগণ কর্ত্তৃক অর্থ-মন্ত্রীর সমালোচনার উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করেন যে দলীয় গবর্মেণ্টের কোন অস্তিত্ব আছে কি না? ইহা যদি কোন দলীয় গবর্মেণ্ট না হইত তবে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইতেন। কিন্তু যদি দলীয় গবর্মেণ্ট হিসাবে ইহার কোন অস্তিত্ব থাকে তবে দলের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা বজায় রাখিতে হইবে। তিনি বলেন যে অর্থমন্ত্রী বর্ত্তমানের জন্য কিছুই না করিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি একই সঙ্গে পুঁজিপতি ও গণতান্ত্রিকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিয়াছেন এবং এজন্য তাঁহার কখনও কখনও একই সঙ্গে দুইটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। ইহা সকলেই জানেন যে, যে ব্যক্তি উভয়কে সন্তুষ্ট করিতে চাহেন, তিনি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেন না এবং এজন্যই পরিষদে বাজেট সম্বন্ধে এত সমালোচনা হইতেছে। একটা পরিবর্ত্তনশীল সময়ের পক্ষে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। তাহার নিজের আয় যদিও বৎসরে তিনি হাজার টাকার বেশী নয় তথাপি নিজের গৃহে তাহাকে পুঁজিপতি বলা হয়। তাহার স্ত্রী সমাজবাদী (সোশ্যালিষ্ট) এবং তাহার পুত্র অতি দ্রুত কমিউনিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং যে কোন দলই গবর্মেণ্টের ক্ষমতা হস্তগত করুক না কেন তাহার কোন ক্ষতি নাই।

ডাঃ সীতারামীয়া বলেন যে, অর্থমন্ত্রী কংগ্রেস পরিষদ দলেরও সদস্য। তিনি এই দলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও দলের সদস্যগণ যে, তাঁহার রচিত বাজেটের সমালোচনা করিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি বলেন, অন্য পদাধিকার বলে এই অবস্থা সম্পর্কে আমাকে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।" গবর্ণরেণ্ট গঠনকারী যে দল বাজেট রচনা করিয়াছেন, সেই দলের সদস্যগণই বাজেটের সমালোচনা করিতেছেন—পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থায় ইহা অদ্ভুত। তিনি ইহার মূল

কারণ এইরূপ মনে করেন যে, গবর্মেণ্ট দলের সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করেন নাই। এমন কি বাজেট উপস্থাপিত করার দিন বেলা ১১টার সময় মন্ত্রিসভাকে ইহার বিষয় জানান হয়। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, অডিটর জেনারেল কর্তৃক যথাযথভাবে পরীক্ষিত হইবার পর কমিটি দ্বারা বাজেট রচিত হওয়া আবশ্যক।

তিনি অভিযোগ করেন যে একাদিক্রমে কয়েক মাস যাবৎ প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের হিসাব মিলান হয় নাই বা স্থানান্তরিত করা হয় নাই। অডিটর-জেনারেল যাহাতে সুষ্ঠুভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শাসন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত সর্বময় ক্ষমতা দিতে হইবে। তাঁহার কর্ত্তব্য আজ দ্বিবিধ। তাঁহাকে যেমন ভারতে ব্যয়িত অর্থের তেমনি বিদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে ব্যয়িত বিরাট অঙ্কেরও হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে।

আচার্য্য জে বি কৃপালনী—আচার্য্য জে বি কৃপালনী বলেন যে, অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই পরিষদে যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁহাকে কতকগুলি অবস্থাধীনে কাজ করিতে হইয়াছে। এই অবস্থা কি? তাহারা বিদেশীর জোয়াল বর্জ্জন করিলেও তাহা চালাইয়া যাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সম্প্রতি তাহাদেরই একজন প্রধানতম মুখপাত্র পুঁজিবাদীদের আশ্বাস দিয়াছেন যে তাহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। "আপনারা হয়ত বলিবেন যে কেন আমরা ত গরীবদেরও আশ্বাস দিয়াছি?" কিন্তু তাহাত ১৯ বৎসরের পুরাতন ব্যাপার—সেই করাচী কংগ্রেসে দেওয়া হইয়াছিল। আমার মনে হয় তাহা এখন তামাদি হইয়া গিয়াছে! আমরা এখন যে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহাই আমাদের প্রথম রাখিতে হইবে। এবং ডাঃ মাথাই তাহা করিয়াছেন। আমি তাহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

এই সঙ্গে সঙ্গে, স্বাধীনতা লাভের পরে এই গবর্মেণ্ট যেভাবে অসংখ্য কঠিন কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার জন্য গোটা গবর্মেণ্টটাকেই আমি অভিনন্দিত করিতেছি। অবশ্যই মন্ত্রীরা যদিও নিজেরাই বহু বক্তৃতায় বিস্তৃতভাবে ইহা করিতেছেন।

দেখা যাইতেছে যে আমাদের নিজেদের দেশ অপেক্ষা বিদেশেই আমরা বেশী স্বরাজ পাইয়াছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের মর্য্যাদা খুবই উচ্চ।

বিদেশে সর্বত্রই আমাদের প্রতিনিধি আছে। এই দেশ—দিতে অসমর্থ হইলেও যদি তাহারা সামান্য বা বেশী কিছু খরচ করেই, তবে তাহা কেবল এই জন্যই যে আমরা আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার একটা বড় পাণ্ডা হইতেছি। আমরা সংযুক্ত রাষ্ট্র সংঘকেও মর্য্যাদাশালী করিয়া তুলিয়াছি। কেবল আন্তর্জাতিক প্রশ্নই নয় ঘরোয়া সমস্যাগুলিও তাহাদের নিকট পেশ করিতেছি। আমি মনে করিতাম যে কাশ্মীরের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা আমাদের নিছক ঘরোয়া ব্যাপার কারণ তথাকার রাজা ও জনসাধারণ উভয়েই আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে স্বীকৃত। ইউ, এন, ও, র মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্যই নিছক ঘরোয়া ব্যাপারটিও তাহাদের নিকট পেশ করা হইয়াছে।

আমরা সর্বদাই ইহা শুনিতেছি যে—অন্য কোন দেশে যাহা সম্ভব হইতে পারিত না—আমাদের মন্ত্রীরা তাহা অপেক্ষা ভাল কাজ করিয়াছে। প্রকাশ যে প্রত্যেক মন্ত্রীরই একটি করিয়া প্রচার বিভাগ আছে এবং তাহারা এমন বিরাট ও সুন্দর কাজ করে যে সাধারণ সংবাদ পত্রগুলি না থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

যখন এত দিক দিয়া এত প্রশংসা করা হইতেছে তখন আমার তুচ্ছ কথাগুলি সে বিষয়ে নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজনই নাই।

অবাধ দুর্নীতি—

বৃটীশরা দেশ শাসন করিবার জন্য ইস্পাতের মত কঠিন কাঠামোর উপর নির্ভর করিত আমি প্রশ্ন করিতেছি বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট কেমন করিয়া নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে যাইতেছে?

আজ আমাদের যাহা আছে তাহা কেবল কাঠামোটা ইস্পাতটী নাই। লড়াইয়ের সময় ইস্পাতে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে।

শাসনযন্ত্র দুর্নীতিপূর্ণ এবং অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। হাটে বাজারে সর্বত্রই শাসন কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে এক দুর্নীতির কথা ছাড়া অন্য কিছু শোনা যায় না।

অবশ্যই মন্ত্রীরা হয়ত এসব কথা না শুনিতে পারেন কারণ তাহাদের সাধারণের মধ্যে যাইবার সময় কোথায়? যখন গবর্মেণ্টের দায়িত্ব ছিল না তখন হাতে সময় ছিল কিন্তু এখন তাহাদের কঠিন কাজ করিতে হয়। আমি জানি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাত দুইটার পরও কাজ করেন। এখন বলুন যে লোক রাত দুইটা পর্য্যন্ত কাজ করে সে কেমন জিনিষ তৈরী করিতে পারে!

অবশ্য আমি সমস্তই পরোক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারাই বলিতেছি। কারণ আমার নিজে চোরাবাজার করিবার বা কোন কর্মচারীকে ঘুস দিবার সুযোগ ঘটে নাই। অবশ্যই আমার নিকট হইতে ঘুস চাহিবে এমন স্পর্দ্ধা কাহারও নাই। তাহারা জানে যে আমি বহু দিনের সত্যাগ্রহী এবং যে শক্তিই আসুক না কেন তাহার সহিত আমি লড়াই করিয়াছি—এবং তাহার জন্য যথেষ্ট দুঃখ ভোগও করিয়াছি। সাধারণের ধারণা এই যে শাসন যন্ত্র দুর্নীতিপরায়ণ ও মাথাভারী এবং ইহারই ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। এই শাসন ব্যবস্থার যদি সংশোধন না করা হয় তবে এদেশে পুঁজিবাদেরও স্বার্থরক্ষা সম্ভব হইবে না।

এখন যে শাসনযন্ত্র নিছক শাসন ব্যবস্থার কাজটুকু করারও অযোগ্য তাহার উপর কেমন করিয়া আপনারা দেশের সমস্ত আর্থিক জীবনের দায়িত্ব বিশ্বাস করিয়া দিতে পারেন? তারপর প্রত্যেকটী চাকরীর জন্য যেখানে স্বজন পালনই প্রধান—চাকরীর জন্য বিজ্ঞাপন দিলেও যেখানে স্লিপ দিবার প্রথা বর্ত্তমান, এবং যেখানে ইহাও জানা যায় যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদনও বহু ক্ষেত্রে নানা খুঁটীনাটী অজুহাতে নাকচ হইয়া থাকে সেখানে দেশে জাতীয়করণের ব্যবস্থা আশা করা যাইতে পারে না। আমাদের এই শাসনের আস্তাবলটিকে পরিষ্কার করিবার সংকল্প করিতে হইবে। গবর্মেণ্ট শরণার্থীদের জন্য বিরাট পরিমাণ টাকা খরচ করিয়াছেন কিন্তু শতকরা ৫ জনেরও পুনর্বসতি হয় নাই। আমার মতে ইহার জন্য সম্পূর্ণ দোষী—শাসনযন্ত্র।

পুলিশের অযোগ্যতা ও গান্ধীজীর হত্যা—

মহাত্মা গান্ধীর হত্যার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে—বিচারক সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সাক্ষের উপর ভিত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে শাসনযন্ত্র অপরাধীর পরিচয় দিয়াছে—না হইলে মহাত্মা গান্ধীর জীবন রক্ষা করা যাইতে পারিত। আমি জানিতে পারি কি যে যাহারা এই অমার্জ্জনীয় গাফিলতীর জন্য দায়ী তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে? আপনারা ইহাকে এখন বিচারাধীন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। সামান্য সন্দেহের কারণ থাকিলেও সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং লোকের সহিত পরামর্শ করা উচিৎ ছিল। কিন্তু এই সামান্য কাজটুকুও করা হয় নাই। ইংলণ্ড অথবা জাপানে এরূপ কোন ব্যাপার ঘটিলে সেখানে অবস্থা কি হইত তাহা আমি জানি। অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিই এই অবস্থায় নিজের পেটে তরবারী বসাইয়া দিয়া 'হারিকিরি' (আত্মহত্যা) করিত। এটা একটা মামুলি ব্যাপার নয়।

ভারতের জনক যে সত্যকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—যদি বাস্তবিক তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয় তবে শাসনযন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করিতে হইবে।

শ্রীজয়পাল সিং এর বক্তৃতা

গত ৫ই মার্চ্চ রাঁচীতে আদিবাসী মহাসভার বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীজয়পাল সিং এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ছোটনাগপুরকে পৃথক করিয়া পৃথক ঝাড়খণ্ড প্রদেশ গঠনের দাবী করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীজয়পাল সিং তাঁহার সভাপতির বক্তৃতা প্রসঙ্গে গবর্মেণ্ট, কংগ্রেস ও বিহারের কংগ্রেস জনদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে—একমাত্র জুলুম ও বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের দুঃখ ক্রমশঃ বাড়াইয়া চলিয়াছে। তিনি বলেন যে—যদিও বাংলা দেশ চিরকাল জাতীয়তার অগ্রদূত তথাপি তাহাকে সর্বদা রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িতে হইতেছে। * * এই দাবীই করা হইতেছে যে ১৯১১ সালের পূর্বে যে বাংলাভাষী স্থানগুলি বাংলাতে ছিল এবং এখন যাহা বিহারের অন্তর্গত সেগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হোক।

শ্রীজয়পাল সিং বলেন যে—এ বিষয়ে আমাদের মত সম্পূর্ণ পরিষ্কার। ঝাড়খণ্ড যেখানেই থাক না কেন ছোটনাগপুর উপত্যকার ঐক্য রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হইতে আমি মোটেই ভীত নহি। ইহাতে বরং সুবিধাই হইবে। দুইটী কৃত্রিম প্রাদেশিক সীমানার জন্য যে সমস্ত আদিবাসীরা বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে তাহারা একত্র হইতে পারিবে।

শাসন ক্ষমতার স্বৈরাচার

গঠনমূলক কর্ম্মীকে কমিউনিষ্ট অজুহাতের সুযোগ লইয়া দাবাইবার অপচেষ্টা

(নিম্নে মাঝিহিড়ার শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাতর বিবৃতি প্রকাশিত হইল। জিলায় সরকারী স্বেচ্ছাচার ও মিথ্যাচার কিরূপ নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা এই ঘটনাতেই বুঝা যাইবে। মুঃ সঃ)।

গত ৮ই মার্চ তারিখে বেলা প্রায় ৪টার সময় আশ্রম ময়দানে পায়চারী করিতেছি এমন সময় গ্রামের সর্দ্দার আসিয়া আমাকে জানায় যে, তোমাকে পুলিশসাহেব ডাকিতেছেন, তিনি গ্রামে আছেন। আমি তাহাদের কাছে যাওয়ার আগেই তাহারা আমার কাছে আসেন। দারোগা বাবু আমাকে বলিলেন—চলুন আপনার বাড়ী যাইব আপনার সহিত প্রয়োজন আছে। আমি বলিলাম প্রয়োজনীয় কাজতো এখানেও সারতে পারেন। আমার কাজ কর্ম আছে যদি এখানেই আপনার কাজ সেরে নেন তবে অনর্থক আমাকে আর সময় নষ্ট করতে হবে না। তিনি বলিলেন—আপনাকে বাড়ীতে যাইতেই হইবে কারণ আপনার বাড়ীতেও প্রয়োজন আছে। আমি গাড়ীতে চড়িয়া বাড়ীতে আসিলাম, ইন্সপেক্টার বাবু ও দারোগা বজরংগ লাল বাবু দূরে যাইয়া আলোচনার আসর জমাইলেন। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিলেন—আপনার বাড়ী সার্চ করবো। কোন আপত্তিকর কাগজ-পত্র ও বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা দেখবো। পরক্ষণেই ইন্সপেক্টার বাবুর নির্দ্দেশে বজরংগ বাবু বলিলেন—আচ্ছা আপনি কি কম্যুনিষ্ট দলভূক্ত অথবা তাহাদের সহিত আপনার কোন যোগাযোগ আছে? আমি বলিলাম—কম্যুনিষ্ট দলভূক্ত বা কম্যুনিষ্টদের সংগে যোগাযোগ রাখা তো দূরের কথা কম্যুনিষ্টরা যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে বা কম্যুনিষ্ট শব্দের আসল অর্থই বা কি তাহাই আমি এখনও সম্যক্ উপলব্ধ করতে পারি নাই। তিনি বলিলেন—এই অঞ্চলে কোথাও আছে? আমি বলিলাম—ছোট বেলা থেকে কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে মহাত্মাজীর নির্দ্দেশিত পন্থায় কাজ করে এসেছি। কোথায় কি দল আছে সে নিয়ে আমি কোন দিন মাথা ঘামাইনি। তা ছাড়া আপনারাতো এখন যে কোন ব্যক্তিকে কম্যুনিষ্ট বা অন্য যে কোন দলভূক্ত বলে সন্দেহ করতে পারেন। আপনি কি আমার কথামত চলবেন যে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? অতঃপর তিনি বলিলেন—রেঞ্জারের সংগে আপনার কোন গোলমাল আছে? আমি বলিলাম—না। তিনি বলিলেন—জঙ্গল সম্বন্ধে আপনার কোন বলবার আছে কি না, যদি থাকে তো বলুন। আমি বলিলাম জংগল সম্বন্ধে বলবার আছে তবে আমি আপনাদিগকে বলার কোন প্রয়োজন মনে করি না। তিনি আরও বলিলেন—জীতুজুড়ি ও বরাবাজারে সরকারী মিটিংএ আপনি কোন গোলমাল করেছিলেন? আমি বলিলাম—ঐ সকল স্থানেতো আপনারাও ছিলেন সুতরাং আপনারাতো সবই জানেন।

স্থানীয় দুজন লোককে সংগে করিয়া ঘরের চতুর্দিক সার্চ করিল। কাগজ পত্র যেখানে যাহা পাইল পড়িয়া দেখিল। একজন বাংগালী অফিসার ছিলেন। তিনি সমস্ত কাগজ পত্র পড়িয়াছিলেন। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের নিদর্শন কিছুই পাইল না। ওয়ার্দ্ধা হইতে লিখিত চিত্তদার কয়েকখানা চিঠি বারবার পড়িয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাহাতেও বিপ্লবের আগুণ ছিল না।

ইন্সপেক্টার বাবু ও দারোগা বাবু দূরে যাইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—আপনিও গাড়ীতে উঠুন। আপনার সহিত আরও একটু প্রয়োজন আছে। স্কুলের কাছে আপনি নামিবেন। স্কুল পার হইয়া গেল। তবু আমাকে গাড়ী হইতে নামিবার সুযোগ দেওয়া হইল না। গ্রামের বাহিরে গিয়া গাড়ী থামান হইল। ইন্সপেক্টার বাবু বলিলেন—আপনাকে আর যেতে দেওয়া হইবে না। আজ থানা যেতে হবে এবং কাল পুরুলিয়া যেতে হবে। আমি বলিলাম, আপনারা যদি আগে বলতেন তবে আমি তৈরী হয়ে আসতে পারতুম। কারণ আমার কাজকর্ম ও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। একথার কোন জবাব না দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রায় মাইল খানেক যাইয়া আবার গাড়ী দাঁড় করাইল।

ইন্সপেক্টার বাবু ও দারোগা বাবু দূরে যাইয়া কিছুক্ষণ আলোচনার পর ফিরিয়া আসিয়া ইন্সপেক্টার বাবু বলিলেন—আপনার কাজ কর্মের দ্বারা সরকারকে দুর্বল করা হচ্ছে এবং আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। আপনারাই স্বাধীনতা এনেছেন আর আজ আপনারাই স্বাধীন দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। আমি বলিলাম—আমরা মনুষ্যত্বহীন সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি ও করবো। আপনাদের হীন প্রচেষ্টা দ্বারা মানভূমের নির্মল গগণ মসীলিপ্ত হয়েছে। ইহা অপসারণ করবার জন্য আমরা যে কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত আছি। জেলার ২০ লক্ষ নরনারীর প্রকৃত স্বার্থকে আমরা বড় দেখি। আপনাদের মত বিবেকশূন্য হয়ে আমরা স্বার্থের পূজা করতে পারবো না। মহাত্মাজীর নিকট আমরা সে শিক্ষা পাই নাই। অন্যায়ে বিরুদ্ধে লড়াই ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করা এক কথা নয়।

এর পর ইন্সপেক্টার বাবু বলিলেন—আজ আপনি বাড়ীতে যান। ১০ই মার্চ মানবাজার থানাতে বেলা ২টার সময় যাবেন। আজ আপনাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ আপনার কাজ কর্ম বুঝিয়ে দেওয়াটাও দরকার মনে করছি। তাছাড়া আপনার বাড়ীতে কেও জানেনা যে আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। যদি আপনি থানাতে না যান তবে আপনাকে কম্যুনিষ্ট বলিয়া চালান করা হবে। তখন রাত প্রায় ৭৷৷০ টা বাজে। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। স্বাধীন দেশের জনগণের ভৃত্যদের কারসাজী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত

গ্রাম মাঝিহিড়া, ৯।৩।৪৯।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

পুলিশ না ডাকাত?

মহাশয়!

গত ২।৩।৪৯ তারিখে বৈকালের ট্রেনে আমরা বিবাহ উপলক্ষে ইন্দ্রবিল ষ্টেশন হইতে কৈজাকুড়া যাইতেছিলাম। বাঁকুড়াগামী ট্রেনটী ইন্দ্রবিল ষ্টেশনে থামিলে আমরা একটা কামরায় উঠি। ঐ সময় একটী সিপাহী (কাশীপুর থানার) আসিয়া বলে এই সুটকেশ দেখাও। আমি (শ্রীসুধীর কর্ম্মকার) বলে কেন? সিপাহী বলে, তোমরা কাপড় সুটকেশে ভরিয়া লইয়া যাইতেছ। আমি বলি ইহাতে বরের ও কনের পোষাক, অলঙ্কার ও টাকা আছে। আর চাবি আমার কাছে নাই। ভগ্নিপতির কাছে আছে তিনি অন্য গাড়িতে চড়িয়াছেন। কিরূপে দেখাইব? তবে আপনি সিরজাম কি ঝাঁটীপাহাড়ী পর্য্যন্ত চলুন চাবি লইয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিব।

ইহাতে সিপাহী বলে তোমাদের বাবার আমি চাকর যে তোমাদের সঙ্গে যাব? ইহাতে ট্রেনটী ছাড়িয়া দেয়। সিপাহী জোর করিয়া মেঝেতে রক্ষিত সুটকেশটী টানিতে আরম্ভ করে ও সুটকেশ সহ নামিয়া পড়ে। বাধা দিলে মারিতে উদ্যত হয়। আমি চেঁচাইয়া উঠি ও গাড়ি হইতে ঝাঁপ দিয়া নামিতে থাকি। ইহার কিছুক্ষন পরে ট্রেনটিকে চেন টানিয়া থামান হয়। আমরা সিপাহীর উদ্দেশ্যে আসি ও বলি তুমি সুটকেশ নামাইলে কেন? সিপাহী বলে তুমি দেখাইলে না কেন? এই লইয়া বচসা আরম্ভ হয়। ট্রেনের যাত্রীরা প্রায় হাজার খানেক ঘটনা স্থলে আসিতেছে দেখিয়া সিপাহী পলাইতে আরম্ভ করে। ট্রেনের যাত্রিরা ধরিতে গেলে সিপাহী পলাইতে থাকে ও পাথর ছুড়িতে আরম্ভ করে এবং একটী লোহার ডাণ্ডা হাতে তুলিয়া সকলকে মারিব বলিয়া ভয় দেখায়। ইহাতে জনসাধারণ ও ট্রেনের যাত্রিরা ক্ষেপিয়া গিয়া ধরিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলে পুলিশের সাহায্যকারী দিগার (শ্রীকালিপদ হালদার) বলে তোমরা পুলিশের উপর মারপিট করিতে যাইতেছ। তোমাদের গুলি করিয়া দেওয়া হইবে। জেলে দেওয়া হইবে। এই বলিয়া সে সিপাহীকে একটী সাইকেল দিয়া পলাইয়া যাইতে বলে। জনসাধারণ ও ট্রেনের যাত্রিরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কালি দিগারকে গার্ড সাহেবের নিকট আনা হয়। কাশীপুর থানার জমাদারও ঐ স্থলে উপস্থিত ছিলেন। গার্ড সাহেব ঘটনাটী যাহাতে বাড়িতে না পারে ও গাড়ি ছাড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময় জনসাধারণ ও ট্রেনের যাত্রিরা কালি দিগারকে চোরের সাহায্যকারী সাব্যস্ত করিয়া জুতা, লাথি, কিল, ঘুঁসী, মারিতে থাকে। প্রায় আড়াই তিন হাজার লোক মিলিয়া শুধু মারো মারো, 'পুলিশ চোর ছাড়িওনা ইত্যাদি ভীষণ চীৎকার প্রায় ১ ঘণ্টা ধরিয়া চলিতে থাকে। জনসাধারণ পুলিসের দুর্ব্ব্যহারে এরূপ ক্ষেপিয়া গিয়াছিল যে, তাহাদিগকে শান্ত করিয়া আনিতে ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। কোনরূপে সকলকে শান্ত করিয়া গার্ড সাহেব পুনরায় ট্রেনটী ছাড়িয়া দেন। এ অঞ্চলে পুলিশের দুর্নীতি ও দুঃসাহস এরূপ চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছিয়াছে [illegible]কে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের কোন কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই বা সাহস পাই না যে হেতু কোন প্রতিকার হয় না। আমরা শান্তিপ্রিয় অশিক্ষিত জনসাধারণ সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে গেলে জব্দ করিবার নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়া বিপদে ফেলিতে পারে বা ফেলে।

আমরা দরিদ্র জনসাধারণ আমাদের শান্তি রক্ষার ভার যাহাদের উপর আছে তাহারা এই কংগ্রেসী সরকারের আমলেও যদি এরূপ অন্যায় করিয়া শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে তবে ইহার প্রতিকার কে করিবে? এবং কাহার কাছে নালিশ করিব? পয়সা থাকিলে মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া হয়ত ইহার একটা প্রতিকার করা যাইত। কিন্তু আমরা গরিব আমাদের অর্থবল নাই। তাই বিহারী সরকারের নিকট অনুরোধ এই যে, এইরূপ দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারিদের শায়েস্তা করিবার ম[illegible]র্জ্জ হয়।

সুটকেশের মধ্যে মাত্র বরের ১টী ধুতি ও কনের একটী সাড়ি ও অলঙ্কার ছিল। এই সংবাদটী আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ব[illegible]ধিত করিবেন।

প্রত্যক্ষদর্শি:—শ্রীত্রি[illegible] মুরারী কর্ম্মকার, শ্রীম[illegible] কর্ম্মকার, শ্রীরামকমল কর্ম্মকার, শ্রীযশদা কর্ম্মকার, শ্রীবসুদেব

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

মশা, মাছি প্রভৃতির উপদ্রব এবং কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে ডি, ডি, টি, গ্যামেক্সিন প্রভৃতি প্রতিষেধক ব্যবহার করুন।

পুরুলিয়া ৪।৩।৪৯　}　পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া

কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।

ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস

প্রতিনিধি : সমর সিংহ, তুলসী

পুরুলিয়া

ঔষুধপত্র
ও

অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় নানারকম ভালো জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী
পুরুলিয়া।

WANTED

The students passed Steno-typis course, Telegraphy, Assistant Stationt Master Course, Book-keeping, etc from PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE, PURULIA are asked to inform their address immediately to the Principal foı Govt. & Railway Appointments.

"সৈনিক"
সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীমনোরঞ্জন ভাস্কর

১১, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা ৯

বার্ষিক সডাক মূল্য—৭॥০　প্রতি সংখ্যা—৵০

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৭ই চৈত্র ১৩৫৫, ২১শে মার্চ্চ ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

Manbhum District Board.

Office of the District Engineer, Manbhum.

NOTICE FOR CALLING TENDERS.

No. 15 of 1948-49.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received up to 4 p.m. on 25-3-49 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 4-30 p. m. on 25-3-49 in presence of the tenderers or their authorised agents.

2. Other information may be had in District Engineer's Office and separately in the Notice Board.

Est. No.	No.	Names of works.	Amount excluding T.W.E. & contingencies.	Amount of earnest money to be deposited.	Date of completion.
282 of 48-49	1.	Resealing the newly tarred surface in M. 1 of Balarampur-Barabazar road at Balarampur Basti.	195/-	20/-	20-6-49
286 of do	2.	Repairing the dispensary building at Santuri.	652/-	50/-	do
291 of do	3.	Improving the approaches of Kudlong causeway in mile 14 of Balarampur-Bagmundi road.	2836/-	100/-	10-12-49
292 of do	4.	Repairing the touring veterinary Assistant Surgeon's quarter at Raghunathpur.	165/-	17/-	20-6-49

Approved.
Sd/ S. K. Bhattacharyya
Vice-Chairman, District Board.
Manbhum.

P. K. Roy
District Engineer,
Manbhum.

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ৭ই চৈত্র

স্বৈরতন্ত্র

গত ১৪ই ও ১৫ই মার্চ হোলি উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া যে বীভৎস ব্যাপার পুরুলিয়ার বুকে সংঘটিত হইয়া গেল তাহা সমস্ত ভাষা ও বর্ণনার অতীত। আজ পুরুলিয়া তথা মানভূমের প্রত্যেক নাগরিকের মনে এই প্রশ্নই উঠিতেছে যে আমরা কোন্ রাজত্বে বাস করিতেছি? চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, আলাউদ্দিন প্রভৃতির রাজত্বের বর্ণনা আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি। বাংলা দেশের জনসাধারণ কিছুদিন পূর্বেও সুরাবর্দ্দীর শাসন ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন কিন্তু আমাদের মানভূমে যে রাজত্ব চলিয়াছে তাহার তুলনা কাহার সহিত হইতে পারে তাহা ঠিক করা মুস্কিল। এখানে রাজতন্ত্র, না প্রজাতন্ত্র, না গণতন্ত্র কোন্ ধরণের শাসন প্রতিষ্ঠিত তাহা লোকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। কারণ যে কোন প্রকার শাসনই হোক না কেন—শাসন সম্বন্ধে যে পরিচয় এখানে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ইহাকে একমাত্র বিচার বিহীন স্বৈরতন্ত্রের রূপ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।

হোলির দুই দিন ব্যাপী যেঁ ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহা আগাগোড়া ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে একদিক হইতে একটা পূর্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ও কার্য্যক্রম অনুযায়ী, একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারেই ঘটনার প্রবাহ চলিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তাহার সুযোগ লইয়া পুরুলিয়ার বাঙলাভাষী জনসাধারণকে একটা নৈতিক শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যে সমস্ত হোলির অভিযান পরিচালিত হইয়াছে।

পুরুলিয়া সহরে অন্যান্য বৎসর যে ভাবে হোলির উৎসব পালিত হইয়া আসিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে। প্রথমতঃ মোটর অথবা ট্রাক বা জীপে করিয়া কোন দল—সরকারী বা বেসরকারী—রাস্তায় কাদা রং প্রভৃতি নির্বিচারে ছড়াইতে ছাড়াইতে বাহির হইত না। কাদামাটী হাল্লা প্রভৃতি হোলির আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি হইত, দল বাঁধিয়া ছেলেরা, কনেষ্টবলরা হাঁটিয়া রাস্তায় সকলকে আবির, রং দিত। কনেষ্টবলের দল দ্বিতীয় দিনে দল বাঁধিয়া বাহির হইত, পরিচিত অপরিচিত লোককে কপালে মাথায় আবির দিত পরস্পরে প্রীতি বিনিময় হইত—আনন্দের সঙ্গে হোলি পর্ব চুকিয়া যাইত।

এ বৎসর দেখা গেল ১৪ই তারিখেই—রং দেওয়া লইয়া সামান্য একটু কথা কাটা কাটি হইতেই "মারো মারো" বলিয়া লাঠী ঠেঙ্গা লইয়া দলবদ্ধ ভাবে বহু মাড়োয়ারী ও অন্যান্য সকলে ঢিল ছোড়াছুড়ি, মারামারি আরম্ভ করিয়া দিল। পুলিশ আসিল বদরী নাগের বাড়ী ঢিলে ভর্ত্তি দেখিয়া চলিয়া গেল। তৎপরে তাহাকে আবার গ্রেপ্তার করিল।

পরদিন অর্থাৎ ১৫ই—লড়াইয়ের স্যাপার বাহিনীর মত অগ্রে মার্কেট ইনস্পেক্টার, শ্রীমদন মাড়োয়ারী প্রভৃতি জীপে চড়িয়া ষ্টীরাপ পাম্পে রং দিতে দিতে চলিয়া গেল। মেয়ে ছেলে দোকান দানী কোন কিছুরই বিচার রহিল না।

ইহার ঠিক পরেই শ্রীবিশুয়া মাড়োয়ারী চালিত আর একটী জীপ—এডভান্স গার্ডের মত—রং ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া গেল—একই রাস্তায়।

ইহার ঠিক পরেই টাউন দারোগা রামদাসজীর নেতৃত্বে দুইখানি পুলিশ ট্রাক বোঝাই সাদা পোষাকে পুলিশ কনেষ্টবল কাদাজল রং প্রভৃতি এমন ভাবে ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে যাইতেছিল যাহাতে সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল। নামপাড়ায় আসিয়া তাহারা ট্রাক দাঁড় করাইয়া দোকানে রং দেয় প্রতিবাদ করিলেও শোনে না। আবার ঘুরাইয়া আসিয়া সেইখানেই রং দিতে থাকে। আবার প্রতিবাদ করিলে ট্রাক হইতে নামিয়া আসিয়া একজন লাঠী চালায়। টাউন দারোগা, অন্য একজন দারোগা, এ, এস, আই, সি আইডি, সব সেখানে উপস্থিত। তাহাদের সাক্ষাতে তাহাদের পরিচালনাধীনে ইহা হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র অধিকারীর মাথা এই সমস্ত দায়িত্বশীল, শান্তি-রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত অফিসারদের সাক্ষাতেই লাঠীতে ফাটে। কে মারিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই তাহারা দেখিয়াছেন—দারোগা নিজেই পুলিশদের উত্তেজিত করিয়াছেন,

পরিচালনা করিয়াছেন। ঘটনাটী করা হয় আবার ঠিক থানা আউট পোষ্টের কাছে।

পুলিশ ট্রাক ছুইটী যদি শুধু রং খেলিতেই বাহির হইয়াছিল তবে তাহা সোজা রং দিতে দিতে সোজা রাস্তা ধরিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। যাইবার রাস্তাও ছিল তাহাই। কিন্তু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবার পূর্ব স্থানেই দাঁড়াইয়া রং দিবার সঙ্গে সঙ্গে গালাগালি করিয়া, প্রকোপিত করার—Provoke করার—চেষ্টা হইতে লাগিল এবং তাহা করা হইল।

তারপরে সরকারী পুলিশ ট্রাকে করিয়া হোলি খেলিবার জন্য বাহির হওয়া—ইহাও এক অভূতপূর্ব ব্যাপার! ইহার কী অর্থ? আর একদিকে প্রায় একই সময়ে সরকারী প্রচার ভ্যানে দলবলসহ সরকারী কর্মচারীদের হোলি খেলিতে বাহির হওয়া, সহরময় শ্লীলতাহীন আচরণ!

হাঙ্গামার পরেই সশস্ত্র পুলিশ—নির্বিচারে একতরফা গ্রেপ্তার। মনে রাখিতে হইবে যে, যে সমস্ত পুলিশরা সায় দারোগা পর্য্যন্ত যাহারা হোলি খেলিতে বাহির হইয়াছিল তখন তাহারা কেহই 'ডিউটিতে' ছিল না—তাহারা ইউনিফর্ম পরিহিত ছিল না—তাহারা তখন সাধারণ নাগরিক। রায়ট বা দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলে দুই পক্ষেরই লোক গ্রেপ্তার হইয়া থাকে এখানে গ্রেপ্তার এক তরফা, যাহাদের মাথা ফাটিল তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইল—অন্য কোন পক্ষের কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার সংবাদ জানা যায় নাই।

সমস্ত ব্যাপারটা যে পূর্ব পরিকল্পিত এবং সুচিন্তিত তাহা ঘটনার পারম্পরিকতা ও গতি দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায়।

পুরুলিয়ার এই ব্যাপারে, যাহাদের হাতে শাসনভার, শান্তিরক্ষার ভার তাহাদের স্বেচ্ছাচারীতা, কর্ত্তব্যহীনতা, ও অমানুষিকতা পূর্ণভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এখানে এক বন্য আইন ছাড়া অন্য কোন আইন নাই। ঘটনাতে ইহাই সূচিত হয় যে এখানকার শাসন কর্তৃপক্ষের, ছোটবড় কর্মচারীর, সকলেরই এই বিশ্বাসই আছে যে—আমরা যাহাই করি না কেন তাহাই উচ্চতম কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পাইবে—বিশেষ করিয়া সেই সমস্ত কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি, এই জিলায় যাহাদের ভাষা বাংলা তাহাদের দাবাইবার এবং তাহাদের সমস্ত দিক দিয়া হীন ও দমন করা হয়।

যাহাদের হাতে শাসনের দায়িত্ব, শান্তি রক্ষা করিবার ভার ও ক্ষমতা থাকে—তাহাদেরই হাতে যদি দেশবাসী জনসাধারণের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়—শান্তি রক্ষা করার জন্য অর্পিত ক্ষমতা, অশান্তি ও অসদুদ্দেশ্যে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ও অবাধে প্রযুক্ত হয় তবে তাহা অপেক্ষা চরম দুর্দ্দৈব কোন দেশেই আর হইতে পারে না। চরম স্বৈরতন্ত্রেই ইহা হওয়া সম্ভব। হইয়াছেও তাহাই।

আজ আমাদেরও মনে এই প্রশ্নই উদয় হইতেছে, বাস্তবিকই কি আমরা কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীন দেশে স্বাধীন ও সভ্য গবর্মেণ্টের অধীনে বাস করিতেছি? আজ যাহারা ইহা করিতেছে তাহারা দেশের স্বাধীনতাকে যে কিরূপ বিপন্ন করিতেছে তাহা ধারণারও অতীত। বিহার গবর্মেণ্ট মানভূমকে বিহার প্রদেশে রাখিবার প্রচেষ্টায় যে নীতি ও পথ অনুসরণ করিতেছেন তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপে আজ এই জিলায় যে অবাধ স্বৈরতন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যে কোন দেশের যে কোন গবর্মেণ্টের পক্ষে লজ্জা, কলঙ্ক ও নিন্দার বিষয়।

যে কোন দেশে যে কোন গবর্মেণ্টই হোক না কেন, অধীনস্থ কর্মচারীরা যদি উচ্ছৃঙ্খল, স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী ও অন্যায় কার্য্যে অবাধ প্রশ্রয় পায় তবে তাহারাই সেই গবর্মেণ্টের পক্ষে বিপদসঙ্কুল হইয়া ওঠে। রাজনৈতিক বিজ্ঞানের ইহা গোড়ার কথা। পুরুলিয়া তথা মানভূমের জনসাধারণ বহুদিন হইতেই এই স্বৈরতন্ত্রের সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। পুরুলিয়ার ঘটনা এই অবাধ স্বৈরতন্ত্রের চরম অভিব্যক্তি। মানভূমকে সেরাইকেলা বা খরসোঁয়া তৈরী করিবার যে প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে আমরা কংগ্রেস গবর্মেণ্টকে সেই নীতি ও পথ ত্যাগ করিতে বলি। কারণ মানভূমের মাটীর সহিত উক্ত উক্ত স্থানের মাটীর পার্থক্য আছে। বহু অহিংস ত্যাগব্রতীর শোণিতে এই ভূমি সিক্তিত হইয়া আছে। গান্ধীজীর আশীর্বাণীমণ্ডিত, ঋষি নিবারণচন্দ্রের সাধনা ভূমিতে কোনপ্রকার পাশবিক শক্তি দ্বারা—মানভূমবাসীর সত্য ও

ন্যায়ের পথকে ব্যাহত করিতে পারা যাইবে না। আজ বিহারের পরিচালকবর্গ—শাসন ক্ষেত্রেই হউক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক—গান্ধীজীর মন্ত্র ও শক্তিকে ভুলিলেও, সত্য, ন্যায় ও মানবতাকে বিসর্জ্জন দিয়া যে নীতি ও কার্য্যকে তাহারা একদা অন্যায় বলিতেন—সেই নীতি পথ ও কার্য্যক্রমকে আজ তাহারাই গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেও—মানভূমের অহিংসব্রতী কর্মীগণ গান্ধীজী ও তাহার প্রদর্শিত পথ ভোলেন নাই। আজ বড়ই দুঃখ ও বেদনার সহিতই একথা বলিতে হইতেছে। স্বাধীনতা আমাদের প্রাণবায়ু। তাহাকে দূষিত করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার প্রচেষ্টাই বর্ত্তমানে একমাত্র ধর্ম।

মহাত্মা গান্ধী যখন সোদপুরে ছিলেন তখন শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ তাহাকে একবার মানভূমে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহার উত্তরে মহাত্মা গান্ধী তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া মানভূমের কর্মীদের ও জনসাধারণকে নিম্নলিখিত আশীর্বাণী প্রেরণ করেন—"**ভাই অতুল বাবু, আমি কি করিতে পারি চিরকাল যুবক থাকিতে পারি না। সে জন্য যে সেবা আমি একস্থানে বসিয়া করিতে পারি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। মানভুমবাসীদিগকে বলিবেন যে, অহিংসা দ্বারা আমি সব কিছুই করিতে পারি এবং উহার প্রতীক চরখা। বাপুর আশীর্বাদ।**"

এই সত্য ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহামানব মানভূমবাসীদিগকে সেদিন যে বাণী দিয়াছিলেন—আজ তাহার উদ্দেশ্য আমরা অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। অহিংস সত্যাগ্রহের পথে বর্ত্তমান অন্যায়কে দূর করিবার শক্তি মহাত্মা গান্ধী মানভূম জিলার কর্মী ও জনসাধারণের হৃদয়ে সঞ্চার করিয়াছেন। আজ বাস্তবিকই আমাদের পরীক্ষা দিবার সময় আসিয়াছে, যে সত্যই আমরা ন্যায় ও সত্যের পথে স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প কিনা।

আজ আমরা এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতীকারের জন্য সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিতেছি। বিহার গবর্মেণ্ট, কংগ্রেস গবর্মেণ্ট, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত দেশ ব্যাপী যে অকুন্ঠিত অন্যায় চলিতেছে তাহার প্রতীকার কল্পে বর্ত্তমানে ইহাই আমাদের একমাত্র ধর্ম। ইহার ফলাফলের জন্য আমরা মোটেই চিন্তিত নই, এ সম্বন্ধে প্রচেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। গান্ধীজীর অহিংসার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আজ দেশব্যাপী অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের একমাত্র সম্বল আমাদের ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দুঃখ বরণ। গান্ধীজীর অমোঘ মন্ত্র—"Suffering is our best privilege—দুঃখ বরণই আমাদের সর্বশ্রেষ্ট পুরস্কার" আমাদের সর্বাবস্থায় প্রেরণা দিবে।

একমাত্র এই পথেই অন্যায় অত্যাচার ও স্বৈরতন্ত্রের অবসান হইবে। হোলির উৎসবের চরম অন্যায় সেই পথেরই নির্দ্দেশ দিতেছে।

সর্বোদয়ের আদর্শ

[বিনোবা]

প্রতীচ্যের আদর্শ অধিকতম লোকের প্রভূততম কল্যাণসাধন হইতে বিশ্বসমস্যার সমাধান হইতে পারে না, একমাত্র সর্বোদয় অর্থাৎ সকলের কল্যাণসাধনের দ্বারা তাহা হইতে পারে। এই কথাই শ্রীবিনোবা ১৯৪৮ ২৪ এ ডিসেম্বর শুক্রবার রাজঘাটে বড়দিনের প্রারম্ভিক প্রার্থনাসভায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীবিনোবা বলেন, "আমি সর্বোদয় প্রদর্শনী উদ্বোধন করিতে জয়পুর গিয়াছিলাম। গত দুই মাস ধরিয়া আমি রাজঘাটে প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে পারি নাই। সেইজন্য জয়পুর হইতে ফিরিবার সময় দিল্লী হইয়া যাইতেছি।

"বিশ্বের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এখন বিশেষ উদ্বেগজনক হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্রই তীব্র বিরোধ ও সংঘর্ষ চলিতেছে। প্যালেষ্টাইনে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে আগের মতই সংঘর্ষ চলিতেছে। চীনে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব চরমে উঠিয়াছে। ইণ্ডোনেশিয়ার রিপাবলিকানদের উপর ওলন্দাজেরা শুধু শুধু আক্রমণ চালাইতেছে। এই সকল নূতন সংঘর্ষ ছাড়া বিগত যুদ্ধের ঘটনাকেও টানিয়া আনা হইতেছে। একটি বিচারের অভিনয় করিয়া জাপানে তথাকথিত যুদ্ধের অপরাধীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এরূপ আভাস দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে, এশিয়ায় শান্তিভঙ্গের দায়িত্ব একা জাপানেরই, জাপানের নেতাদের যাহারা প্রাণদণ্ড বিধান করিল তাহারা শান্তির দূত এবং ঐ নেতাদের প্রাণদণ্ড হইলে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

"ভারতেও কাশ্মীরের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করিতে হইয়াছে। এই সংঘর্ষের দায়িত্ব কাহার তাহা আলাদা প্রশ্ন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অহিংস উপায়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা যায় নাই।

ভারতের রাষ্ট্রিক ঐক্যবোধ বাড়িতেছে। ছোটখাট রাজাগুলিকে মিলাইয়া বৃহত্তর গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হইতেছে। কিন্তু আন্তরিক ঐক্য ততখানি দেখা যাইতেছে না। একটি উদাহরণ দিতেছি। মধ্যভারত ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে দুইটি দলের উদ্ভব হইয়াছে। একটি ইন্দোর দল অপরটি গোয়ালিয়র দল। হায়দরাবাদ সমস্যার বৃহত্তর প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেসীরা দুই বিরোধী দলে ভাগ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অনৈক্যের ভাব সকল দিকেই প্রবল হইতেছে। ছাত্রদের দলে টানিবার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছে, যেন জাল দিয়া ধরিবার মাছ ছাড়া ছাত্রেরা আর কিছুই নয়। শ্রমিকদের লইয়াও ঐরূপ টানাটানি চলিতেছে। তাহাতে সমস্যার মীমাংসা না হইয়া তাহা আরও জটিল হইয়া উঠিতেছে।

"ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটি সরল এবং নির্দোষ। কিন্তু সেটিকেও জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তোলা হইতেছে। একজনের প্রস্তাব অপরে বিনাতর্কে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। কয়েক লক্ষ লোক এক প্রদেশে না থাকিয়া আর এক প্রদেশে থাকিলে কি ক্ষতি হয়? সমস্ত শক্তিই ত কেন্দ্রের। কাজেই সীমা-নির্ধারণের প্রশ্নে অপর পক্ষের দাবিই যদি বজায় থাকে তাহাতে সম্ভবত কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু উভয় পক্ষের জেদ এবং অনমনীয় মনোভাবের জন্য একটা অচল অবস্থার ও কতকগুলি কমিশন ও কমিটির সৃষ্টি হইয়াছে।

"হিন্দী-হিন্দুস্থানীর দ্বন্দ্ব কেবল নাম লইয়া ঝগড়া, ইহাতে বস্তু কিছুই নাই। জাতীয় ভাষার লক্ষ্য কি সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখে না। জাতীয় ঐক্যই কি সেই লক্ষ্য নয়? তাহা হইলে ইহার মধ্যে বিরোধ আসে কি করিয়া? কিন্তু জেদ সকলকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। লোকেরা বুঝিতে পারিতেছে না প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সীমা আছে এবং তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া বেশি মাথা ঘামাইলে বড় বড় সমস্যাগুলি সমাধান করার শক্তি আর অবশিষ্ট থাকিবে না। বড়দিনের আরম্ভে যিশুর কথা আমার মনে পড়িতেছে—প্রতিপক্ষের সহিত বিবাদ শীঘ্র মিটাইয়া লও। এই উপদেশটির বিষয় আপনারা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন।"

শ্রী বিনোবা বলেন "এসব কথায় কেহ নিরাশ হইবেন না। উৎসাহ ভঙ্গ করা আলোচনার লক্ষ্য নহে। আমি হতাশ হইবার পক্ষে নই। আমি জানি সবার পিছনে আত্মা শান্ত ও অভিন্ন হইয়া বর্তমান আছে। উপরে যে বিভেদ ও বিসংবাদ দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত তাহা নগণ্য ও ক্ষুদ্র, কিন্তু শুভ্র বস্ত্রের উপর ছোট কালির দাগটুকুর মত উহাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যখন জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছিল তখনও আমি আশাহীন হই নাই। তখন আমি মনে করিয়াছি, আর এখনও বিশ্বাস করি যে, এইরূপ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহও ঈশ্বরের ইচ্ছায়, হয়ত বা মানুষের অপকর্মের ঐশী শাস্তি স্বরূপে সংঘটিত হয়। উহারও অন্তিমফলস্বরূপ মানুষের অগ্রগতি সাধিত হইবে। মানুষকে যত বড় বলিয়া মনে হউক না কেন, মানবজাতি সেই বিরাট অনন্ত আত্মার অতি ক্ষুদ্র বিন্দুমাত্র, কয়েকদিনের অন্তে মানুষকে বিলুপ্ত হইতে হয়। আপনারা চিন্তা ও ধ্যান করিবেন এই জন্যই এই সব কথার উল্লেখ করিতেছি, আশা ছাড়িয়া দিবেন এজন্য মোটেই নহে। আমার মনে হয়, সর্বোদয়-সমাজ-সাধনার মধ্যে সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। সর্বোদয়-সমাজের স্বরূপ কি লোকে আমার কছে জানিতে চায়। আমি বলি, সর্বোদয়-সমাজ কোন একটি সংগঠিত সংস্থা নহে, উহা একটি যুগান্তরকারী ভাব ও মন্ত্রসাধনা। ইহাকে ধ্যানের মধ্যে ও কর্মের মধ্যে লাভ করিতে হইবে।

সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন—এই পাশ্চাত্য মন্ত্রের মধ্যে সংখ্যাল্প ও সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের সমস্যার বীজ রহিয়াছে। কিন্তু গীতা শাস্ত্রে কথিত সর্বোদয়ের মন্ত্র হইল সর্বজনের কল্যাণে নিজেকে মিলাইয়া দেওয়া। ইহা সাধন করিতে হইলে, আমাদের অন্তরে সত্য ও অহিংসার পূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। পারিবারিক ক্ষেত্রে বা সামাজিক ক্ষেত্রের কারবারের লেনদেনে, জীবিকা অর্জনে বা অন্য কর্মক্ষেত্রে কোথাও অসত্যের আশ্রয় কেহ লইতে পারিবেন না। জীবনে বলপ্রয়োগের স্থান যেন কোথাও না দেওয়া হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের উন্নতির জন্য যে গঠনকর্মধারা রচিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, ব্যক্তিগতভাবে বা বন্ধু ও সহকর্মী লইয়া অথবা প্রয়োজন হইলে স্থানীয় সংস্থা গঠন করিয়া, তাহার মধ্য দিয়া কার্যে পরিণত করিতে হইবে। গঠনকর্মের পশ্চাতে সর্বোদয়ের যে মহৎ ভাব আছে আপনারা তাহার ধ্যানধারণা করিবেন, কথাবার্তায় তাহা ব্যক্ত করিবেন ও সর্বসময়ে স্মরণে রাখিবেন।"

শ্রীবিনোবা অবশেষে বলেন "আমরা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে যদি এই মহান আদর্শে মন নিবদ্ধ করিতে পারি, তবে উহারই মধ্যে জগতের বর্তমান সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইবে। জগত জুড়িয়া যে সব রাজনৈতিক কুটকৌশল খাটাইবার পরীক্ষা চলিতেছে তাহাতে লক্ষ্য লাভ হইবে না।"

(বাংলা হরিজন ১৩।২।৪৯)

সত্যাগ্রহের ঘোষণা

মানভূমের জনমুক্তি আন্দোলন সমারম্ভ

জনগণের প্রতি আমাদের সানুনয় অনুরোধ

স্বরাজ জীবনে আমরা এক নবতর সত্যাগ্রহ সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হইলাম। ইহা অপরিহার্য্যরূপে আজ আমাদের জীবনে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিগত কালের এক বিখ্যাত দিবসে—আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে আমরা এই সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিব। বিগত ১৫ই মার্চ্চ লোক সেবক সঙ্ঘের ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠকে এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

সত্যাগ্রহ অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের অভিযান। মানভূমের জীবনে চতুর্দ্দিক বিস্তৃত এক অসত্যের জীবন ক্ষেত্র দেখা দিয়াছে। ইহার নিরাকরণে আমাদের দায়িত্ব রহিয়াছে।

আমরা আজ স্বাধীন। কিন্তু স্বরাজ জীবন এখনো আমাদের গড়িয়া ওঠে নাই। এই স্বরাজ জীবনকে আমাদের বস্তুভাবে গড়িতে হইবে। শাসনতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক পথও ইহার পথ। স্বরাজ জীবনে ক্ষেত্র রচনার পথে অগ্রসর হইতে যে সকল বাধা আসিয়া দেখা দিবে—নিয়মতান্ত্রিক, শাসনতান্ত্রিক পথেও উহার নিরাকরণের চেষ্টা করিতে হইবে। জনমতও আবার শাসনতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক পথকে ঠিক মত চলিবার পক্ষে শক্তি দিবে—প্রভাব দান করিবে। আমাদের জীবনে শাসনতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক পথকে জনজীবনে ঠিকমত সহায়তা দান করিবার পথে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনমতের শক্তিস্পর্শ এবং সত্যাস্পর্শ দান করার প্রয়োজনে সত্যাগ্রহ করিবার কর্ত্তব্য আসিয়া দেখা দিয়াছে।

দেশের জনশক্তির উপরেই যথার্থ দেশ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে। দেশ ব্যবস্থা উপর হইতে ভাল হইলেও—নিচের দিক হইতে যথার্থ জন-চেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই উহার সার্থকতা। দেশের গঠনতান্ত্রিক পথগুলির দিকে সহায়তার জন্য চাহিয়া থাকাও যেমন তাহার কর্ত্তব্য, তেমনি নিজের শক্তি চেতনা, আত্ম-ব্যবস্থার পথে নিজের প্রতি নিজের সহায়তা করার আবশ্যকতাও আমাদের রহিয়াছে।

অন্যায়ের, দুর্নীতির প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়াছে। অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া অন্যায় সহ্য করিতে থাকাও জনগণের আত্মশক্তির দিক হইতে হানিকারক। ইহাতে আত্মবলের বোধ ও আত্মমর্য্যাদার জাগৃতি লোপ পায়। আসন্ন অন্যায়সমূহের গুরুতর রূপও সত্যাগ্রহ অবলম্বনের অপরিহার্য্যতা লইয়া দেখা দেয়। মানভূমের জীবনে অন্যায়সমূহের যে গুরুতর রূপ দেখা দিয়াছে—তাহাতে আজ সত্যাগ্রহ আমাদের অবশ্য অনুসরণীয়।

মানভূমের জনগণকে আজ বহুভাবে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাহাদের নৈতিক বল নষ্ট করিয়া, তাহাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ আনিয়া, তাহাদের এক বিশৃঙ্খল জীবনের পথে প্ররোচিত করিয়া মানভূমে এক অরাজকতা আনিবার চেষ্টা করা হইতেছে। আজ ব্যাপকভাবে দ্রুততার সহিত জনসংযোগ করিয়া জনগণকে ঐ সকল পথ হইতে নিরস্ত করিয়া জেলার জীবনকে শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাময় করিতে হইবে। এই আসন্ন বিপজ্জনক অবস্থা আমাদিগকে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার উপযোগীতা বিশেষভাবে অনুভূত করাইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে এই কাজে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিয়াছিলাম কিন্তু যাহারা এই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ঘটাইয়া নিজেদের অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান, তাহারা আমাদের শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর প্রচেষ্টাকে

নিজেদের অন্যায় কাজের বিঘ্ন মনে করিয়া আমাদের এই জন-সংযোগের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। বাধা সৃষ্টি করার জন্য ইঁহাদের হাতে এক অস্ত্র আছে—তাহা নিরাপত্তা আইন। আমাদে জনসেবারর কর্ত্তব্য আরম্ভ হইলেই এই আইনের দ্বারা আমাদের পথে ব্যাঘাত আসিবে ইহা অনুমেয়। নিরাপত্তা আইনের অনুমতি চাওয়ার প্রশ্ন আজ আমাদের কাছে নাই। কারণ অনুমতির ব্যাপারে এই আইনের পরিচালকগণের নিকট হইতে বহু প্রকারের বাধা, কৌশল এবং আইনের অপপ্রয়োগের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমানে আমাদের কার্য্যধারা আইনের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াই চলিবে। আইন যাহা পারে করিবে।

জেলায় অন্যায়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এবং জন-জীবন গঠনের অনুকূল ক্ষেত্র গড়ার উদ্দেশ্যে জনমত গঠন কার্য্যে আমাদের এই জন সংযোগ কার্য্যতালিকার সহিত কতকগুলি দাবী ঘোষণার কার্য্যতালিকা থাকিবে। কর্ম্মীগণ জন সংযোগ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া সেই দাবীগুলি ঘোষণা করিয়া বেড়াইবেন। ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি ঘোষণার পথে বাধা দেখা দিলে সেই বাধাগুলিও আমাদের জীবনে এক সত্যাগ্রহ আনয়ন করিবে।

আজ নিজেদের লোকের অনুষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সত্যাগ্রহ করিতেছি। সেই জন্য এই ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ আরো গভীরতর সম্ভাবনার অস্ত্র এবং সেদিক দিয়াও ইহা গ্রহণ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। আমরা নিজেদের দুঃখ বরণের দ্বারা আমাদের নিজেদের লোকেদের অন্যায়ের প্রতিকারে অগ্রসর হইব। আমরা বিশ্বাস করি, সত্যাগ্রহ একদিকে যেমন জনমতকে শান্তি ও আত্মশক্তির পথে বিপুলবেগে গঠিত করিবে তেমনি আমাদের নিজেদের লোকের অন্তরও ইহার দ্বারা স্পর্শ করিবে।

মানভূমের জীবনে আজ যে দুঃখ এবং ব্যাধিসমূহ দেখা দিয়াছে তাহার কারণ ব্যাপক এবং গভীর। স্বার্থ প্রসার বুদ্ধি, শোষণ বুদ্ধি, স্বার্থ কায়েমী রাখার বুদ্ধি যাহা বৃহত্তর এবং সংগঠিতরূপে সামাজ্যবাদ বুদ্ধি—তাহাই আজ যে সকল পথে সম্ভব মানভূমের সর্ব্বনাশে অগ্রসর হইয়াছে—এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বের নামে জনগণ বঞ্চিত, দলিত হইতেছে। জনচেতনা জনশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাহার প্রতি শোষণের পথগুলির দ্বার রুদ্ধ করিয়া জন অধিকার গঠনের পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই মানভূমের জনমুক্তির প্রচেষ্টার সংগ্রাম। স্বরাজ জীবনের যথার্থ অধিকারের গঠন ধারা রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের জীবনে এই সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা হইতেছে। মানভূমের আন্দোলন তাহারই একটি অধ্যায়। শান্তিপূর্ণ অহিংসা শক্তির পথে জনগণকে গঠনে আমরা অগ্রসর হইলাম। জনসাধারণের আন্তরিক সহায়তা আমাদের জন্য রহিয়াছে তাহার জাগ্রত বিশ্বাস অন্তরে রাখিয়া আমরা কর্ম্মে অগ্রসর হইলাম।

দুঃখের জীবনে মানুষ ব্যাকুল হয়। দমন পীড়নে মানুষ অধীর হয়—ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু মানভূম জেলার জনজীবন অন্য এক আদর্শেরপথে সংগঠিত হইতে চলিয়াছে। পশু বলের কাছে আত্মসংযমের ও অহিংস জীবনের মর্য্যাদা বল মহনীয় হইয়াদেখা দিবে—ইহাই আমাদের জয়। আমরা জনগণ সর্ব্বপ্রকার প্ররোচনা, উত্তেজনা, দমন, পীড়ন, লাঞ্ছনার মধ্যে যেন স্থির সংযত, শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং অহিংস মনোভাবাপন্ন থাকিতে পারি—ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। এবং এই অনুকূল পরিস্থিতির বিপুল বলের উপরেই আমাদের সাফল্য বিরাট রূপে দেখা দিবে—এই কথা স্মরণ রাখিয়া যেন আমরা প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব পালন করি—ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক
মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘ।

পুরুলিয়া
১৬।৩।৪৯

মানভূমের পরিস্থিতি অরাজকতার পথে

সহরে পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারের বীভৎস লীলা

প্ররোচনা, উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া তাহার অজুহাতে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া নোয়াখালি, খরসোঁয়া বানাইবার বিপদজনক প্রচেষ্টা

সরকারের সাম্রাজ্যবাদী কর্ম্মনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

শাসন পরিচালকগণের হাতে শাসন ও নিরাপত্তা আজ বিঘ্নসঙ্কুল

জনগণকে শান্ত থাকিবার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালকের আবেদন

১৪ মার্চ সোমবার

পুরুলিয়া সহরে দোলপর্ব ১৪ই মার্চ সোমবার যথারীতি সুরু হইয়া যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা সকলে মিলিয়া স্বাভাবিকভাবে রং ও আবীর লইয়া উৎসব করিতে থাকে।

বেলা প্রায় ৯।১০টার সময় চকবাজারে নিউ সিনেমার দৈনিক বিজ্ঞাপন দিতে দিতে দুইজন সিনেমার কর্ম্মচারী গোগা, ও টীরু একটী রিক্সতে সিনেমার বোর্ড লইয়া আসিতেছিল। চকবাজারে গণেশ মেলার কাছে একদল মাড়োয়ারী ছেলে হোলী উৎসবে রত ছিল। তাহারা যখন উক্ত নিউ সিনেমার বোর্ডে রং দেয় তখন একজন কর্ম্মচারী বলে যে—আমাকে রং দিতে পার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু সিনেমার বিজ্ঞাপনটী নষ্ট করিতেছ কেন? তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহারা বোর্ডে রং প্রভৃতি দিতে থাকে এবং বোর্ডের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছিঁড়িয়া যায়। তাহাতে বচসা হইয়া থামিয়া যায়। সিনেমার বোর্ড লইয়া কর্ম্মচারীরা বাঁকুড়া রোডে পূর্বদিকে চলিয়া যায়।

যখন তাহারা আমলাপাড়া যাইবার রাস্তার নিকট আসিয়া পৌছে তখন কয়েকজন লোক তাহাদের ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তাহারা যখন বলিতেছিল, তখন সেখানে উপস্থিত শ্রীওঙ্কার মাড়োয়ারীর সহিত কথা কাটাকাটী হয়। ওঙ্কার বাবু তাহাদের গালাগালি করিলে তাহারা তাহার প্রতিবাদ করে এবং সাহসে বলে যে—আপনি কেন? আপনার সহিত ত কোন কিছুই নাই। কিন্তু তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া তিনি ক্রুদ্ধভাবে গালাগালি করিতে থাকেন। কয়েকজন লোক আসিয়া দুই পক্ষকেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাদের দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে থাকে। ইত্যবসরে দেখা যায় যে শ্রীওঙ্কার বাবুর ভাই পুরুলিয়ার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকেদার মাড়োয়ারীর সহিত বহু মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের লোক হাল্লা করিতে করিতে উন্মত্তভাবে 'বাঙ্গালী কো মারো মারো' বলিতে বলিতে সেই দিকে আসিতে থাকে। তাহারা লাঠী প্রভৃতিতে সজ্জিত ছিল। অনেক দোকানের ঝাঁপের বাঁশও তাহারা লইয়াছিল। তাহারা আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যদিকে যে কয়েকজন ছিল তাহারা চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু এই উন্মত্ত জনতা কয়েক জনকে খুবই মারপিট করে। গোগা, টীরু, নারান প্রভৃতিকে মারা হয়। সিনেমা কর্ম্মচারী গোগার পেটে ছুরি মারা হয়। তবে তাহা ঠিকভাবে না লাগার জন্য সামান্য একটু ক্ষত হয়। এইরূপে গোলমালে আক্রমণকারী জনতা আমলাপাড়ার বদরী নাগের বাড়ীর নিকট আসিয়া পড়ে। বদরী নাগ বাড়ীর বাহিরে ছিল।

তাহাকে বলা হয় যে আপনার বাড়ী হইতে আমাদের উপর ঢিল পড়িয়াছে। সে বলে যে—আমিও রাহিরেই আছি আর বাড়ীতে মাত্র মেয়ে ছেলেরা আছে, আপনারা ঢুকিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার বাড়ীতে ইহারা অজস্র ঢিল ছুঁড়িতে থাকে। শ্রীযুক্ত কেদার কেড়িয়াকে এই ব্যাপারে বিশেষ সক্রিয় দেখা যায়। তিনি নিজেই ঢিল ছুড়িতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ গোলমাল চলিতে থাকে। অন্যদিক হইতে কোন প্রকার বাধা বা প্রতিবাদ করার কেহ ছিল না। পরে দারোগা ও পুলিশ আসিয়া পড়ে।

টাউন দারোগা শ্রীরামদাস সিং আসিয়া তদন্ত করেন এবং বদরী নাগের বাড়ীতে অজস্র ইট পাটকেলও দেখেন এবং চলিয়া যান।

সহরে ইহা লইয়া খুবই চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়।

বৈকালে দুএকজন দায়িত্বশীল কর্মী চকবাজারে যান। ইহা যাহাতে আর অধিক দূর না গড়ায় সেজন্য কেদার বাবু এবং অন্যান্য অনেককে বাজারের ষোল আনা বাঙ্গালী মাড়োয়ারী প্রভৃতিকে ডাকিয়া আপোষে আলোচনা করিয়া মিটমাট করিতে পরামর্শ দেন।

১৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার

এই দ্বিতীয় দিনে সকাল হইতেই চকবাজারে মাড়োয়ারী ছেলেরা পূর্ব্বদিনের মতই রং দিতে সুরু করে।

জীপ গাড়ী—বেলা ১০ টা ১০।০ টার সময় একখানি জীপে চড়িয়া ফুডগ্রেণ ইনস্পেক্টার শ্রীগুপ্তাজী, পুরুলিয়া ভাওয়ালিকা ব্রাদার্সের কর্ম্মচারী শ্রীশুক্লাজী, রতনলাল চাঁদমল ফার্ম্মের শ্রীমদন মাড়োয়ারী, শ্রীকালিপদ সাণ্ড প্রভৃতি ষ্টিরাপ পাম্পে দুই দিকে রং দিতে দিতে আনন্দবাজার রোড, চকবাজার হইয়া মধ্য বাজার অভিমুখে যাইতে থাকে। জীপখানি শ্রীলছমী ড্রাইভার চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল। জীপখানি হইতে ষ্টিরাপ পাম্পে এমন ভাবে রং দেওয়া হইতেছিল যে রাস্তা পার হইয়া রং অনেক দোকানদারের দোকানের মধ্যে পর্য্যন্ত পড়িতেছিল। স্ত্রী পুরুষ কেহই বাদ পড়িতেছিল না। জীপখানি রং দিতে দিতে 'হোলী হ্যায়' প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে চলিয়া গেল।

একটু পরে আর একখানি জীপে কয়েকজন লোক দুই দিকে রং দিতে দিতে চলিয়া গেল। এই জীপখানি ক্যালটেক্স কোম্পানীর শ্রীবিশুয়া মাড়োয়ারী চালাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন।

পুলিশ ট্রাকে সাদা পোষাকে পুলিশ—ইহার একটু পরেই একটী হলদে রংএর পুলিশ ট্রাক দেখা গেল। ট্রাকখানির হুড খোলা। ইউনিফর্ম্ম ছাড়া সাদা পোষাকে পুলিশ ভর্ত্তি। ইহারা রাস্তার দুই পাশে গাড় সবুজ রং, কাদাগোলা, প্রভৃতি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে চলিয়া গেল। পথচারী, গ্রামের মেয়েরা যাহারা হাট-বাজার করিতে আসিয়াছিল তাহারা কাদা ও রংএ ভর্ত্তি হইয়া অসহায় হইয়া তাকাইতে লাগিল। অনেক দোকানের জিনিষপত্র ও দেওয়ালে কাদাগোলা জল পড়িয়াছিল। এই ট্রাকটীর প্রথমেই সামনের সীটে টাউন দারোগা রামদাস বাবু, সাদা পোষাকে বসিয়াছিলেন। আর একজন সাবইনস্পেক্টার শ্রীহেমব্রম ও পেছনে এ, এস, আই হীরেন মুখার্জ্জীবসিয়াছিল। ইহার পিছনে পিছনে আর একখানি হলদে রংএর পুলিশ ট্রাকে ঐরকমভাবেই সাদা পোষাকে পুলিশ ও অন্যান্য লোকজনসহ সেইরূপভাবেই রং কাদা প্রভৃতি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে লাগিল। এই ট্রাকে অন্যান্য লোকের মধ্যে সি, আই, ডি, এ, এস, আই নিরঞ্জন ঘোষ ছিল। দুইটী ট্রাকে রং আবির মাখা হোলির বেশে সাদা পোষাকে সিপাহী ছাড়াও আরও লোক ছিল।

হাঙ্গামার বিবরণ—পুলিশ ট্রাকগুলি হইতে এইভাবে রং ও কাদা দিতে দিতে নামপাড়ায় টাউন আউট পোষ্ট পার হইয়া আরও পূর্ব্বদিকে সমবায় সমিতির শাখা দোকানের নিকট আসিয়া থামে। দোকানটী কাপড়ের দোকান। পুলিশ ট্রাক হইতে যখন সেই দোকানের ভিতরে রং দেওয়া হয় তখন যারা দোকানে ছিল তারা প্রতিবাদ করিয়া বলে যে—দোকানের ভিতর রং কেন দিতেছ—ইহা বড় অন্যায়। কিন্তু ইহাতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া ত দূরের কথা দ্বিতীয় ট্রাক হইতে আবার তেমনি করিয়াই রং এবং কাদা জল দেওয়া হইতে থাকে।

পাশের পানের দোকানেও এমনি রং দিলে সেখানেও প্রতিবাদ করা হয়। পুলিশের ট্রাক হইতে রং দিবার কোন বাচবিচারই ছিল না। কয়েকটী বালিকার উপরও রং দেওয়া হয়। তারপর ট্রাক দুইটী সামনের মোড় হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া—যে দিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিকে ফিরাইয়া—আবার সমবায় সমিতির দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া দোকানে দোকানে রং দিতে থাকে। মানা করিলেও শোনে না। লোক যাহারা ছিল তাহারা ইহার প্রতিবাদ করিলেও তাহারা রং দিতেই থাকে। ষ্টীরাপ পাম্প দিয়া রং দিতে থাকে এবং কাদা জল ছুড়িতে থাকে। তাহাদের কার্য্য এবং আচরণে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছিল যে তাহারা যেন একটী গোলমাল বাঁধাইবার জন্যই ইহা করিতেছে। টাউন দারোগা রামদাস বাবু বরাবর ট্রাকেই ছিলেন। দোকানে যাহারা বসিয়াছিল তাহারা তীব্র প্রতিবাদ করে এবং দোকান হইতে নামিয়া আসে। এক ভদ্রলোক ট্রাকের সিপাহীদের এই ভাবে রং দিতে মানা করে এবং চলিয়া যাইতে অনুরোধ করে। তখন ট্রাক হইতে তিন জন লোক—একজন মুসলমান কনেষ্টবল, একজন মাড়োয়ারী, ও আর একজন কনেষ্টবল নামিয়া আসে। মাড়োয়ারীটীর হাতে একটী লাঠী ছিল। টাউন সাব ইনস্পেক্টার রামদাস বাবু হিন্দীতে বলেন—যে—ভাল করিয়াছে রং দিয়াছে এবং তিনি বাঙ্গালীর নাম লইয়া অতি অভদ্রভাবে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রতিবাদ করিলে উক্ত তিন জনের মধ্যে মাড়োয়ারী যুবকটী অকস্মাৎ লাঠী চালায়। তখন উপস্থিত যাহারা ছিল তাহাদের সহিত খানিকটা ধস্তাধস্তি হয়। ইতিমধ্যে দুইটী ট্রাকেরই প্রায় সমস্ত সিপাহীরা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়ে। দুইটীর মধ্যে একটী ট্রাক চলিয়া যায় এবং অপরটী হাত দশেক দূরে কাপড়ের দোকানের সামনে আগাইয়া দাঁড়ায়।

নিকটস্থ টাউন আউট পোষ্ট হইতে আরও সিপাহী আসিয়া এই দলের সঙ্গে যোগদান করে। তাহাদের হাতে রাস্তা করার চেলাকাঠ লাঠী ঝাঁপের বাঁশ প্রভৃতি ছিল। টাউন দারোগা রামদাসজী সহ তাহারা লাঠী ঠুকিয়া-চীৎকার করিতেছিল—শালা বাঙ্গালীকো মারো। ঘর ঘরমে ঘুস ঘুসকে মারো। হাতের কাছে যে সমস্ত লোক ছিল তাহাদের তাহারা আক্রমণ করিতেছিল। হাল্লা ও হাঙ্গামা সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আরও দুই ট্রাক ভর্ত্তি লোক আসিয়া হাজির হয়। ইহাদের মধ্যে সাদা পোষাকে কনেষ্টবল, মাড়োয়ারী প্রভৃতিও ছিল। ইহাদের এরকমভাবে আমদানী করা হয় যেন পূর্ব হইতেই সমস্ত প্রস্তুত ছিল। এই সমস্ত হাল্লা শুনিয়া কংগ্রেস কর্মী রামচন্দ্র অধিকারী বাড়ীর বাহির হইয়া আসেন এবং ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের যোড় হাত করিয়া অনুরোধ করিতে থাকে—আজ হোলীর দিন আজ আপনারা কেন এরকম গোলমাল করিতেছেন। থানায় যাইয়া নিজেদের হোলী উৎসব করুন। তখন একজন মোটা রকমের সিপাহী বলিয়া উঠিল—এ শালা বাঙ্গালী হ্যায়, ইসকোভী মারো। বলিয়াই তাহার হাতের বড় চেলাকাঠ দিয়া তাহার বাঁ কাঁধে মারিল, এবং পুনরায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিল। মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। টাউন দারোগা রামদাস বাবু সামনে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন—আপনারা শুধু শুধু কেন আমায় মারামারি করিতেছেন? তিনি উত্তর দিলেন—ই সবকা ফয়সলা পিছে হোগা।

কংগ্রেস কর্মী রামচন্দ্র অধিকারীর উপর এইরূপ বিনা কারণে নিষ্ঠুর আচরণ ও রক্তপাত দেখিয়া উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শ্রীরামচন্দ্র তাহাদের শান্ত করিতে লাগিলেন কিন্তু তখন দুই পক্ষ হইতেই ঢেলা ও ইষ্টকবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রামচন্দ্র নিজের আঘাতের উপর কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া দুই পক্ষকেই শান্ত করিবার জন্য হাত জোড় করিয়া নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। ফলে কিছুক্ষণ পরে সকলে শান্ত হইয়া ফিরিয়া যায়। সাদা পোষাকে পুলিশের দল নামপাড়া টাউন আউট পোষ্টে যখন প্রায় পৌঁছিয়াছে তখন টাউন দারোগা শ্রীরামদাস জী, টাউন আউট পোষ্টে আরও অবশিষ্ট যে সমস্ত সিপাহী ছিল তাহাদের ডাকিয়া "শালা লোগোকো মারো" এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে দলবলসহ পুনরায় দুর্গামেলার চৌমাথার দিকে চলিলেন। সিপাহীরা এই সময়ে লাঠি, রাস্তার চেলাকাঠ, দোকানের ঝাঁপের বাঁশ লইয়া—'বাঙ্গাল লোগোকো মারো মারো' বলিতে বলিতে এবং ঢিল

ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে চৌমাথায় আসিয়া পড়িল। জনতা তখন চলিয়া গিয়াছে। এই হাঙ্গামার সময় পুলিশদের মধ্যে একদল মুক্তি প্রেসের দিকেও ছুটাছুটী করিতে থাকে। পুলিশ ট্রাক ইতিমধ্যে আগাইয়া থানা আউট পোষ্টের সামনে দাঁড়ায়।

তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া টাউন আউট পোষ্ট পার হইয়া মুক্তি প্রেসের দিকে আরও কয়েকজন সিপাহী উন্মত্তভাবে আসিতে লাগিল। শ্রীরামপদ পালের অলঙ্কারের দোকানের দিকেও সিপাহীরা ধাওয়া করি। রাস্তার দুই পাশের দোকানদারেরা সিপাহীদের লাঠী হস্তে আসিতে দেখিয়া ভয়ে দোকান পাট বন্ধ করিয়া পলাইতে লাগিল। একজন দোকানদার শ্রীগোলক দত্ত অন্য কোথাও যাইতে না পারিয়া মুক্তি প্রেসের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লয়। কয়েকজন সিপাহী তাহাকে তাড়া করিয়া মুক্তি প্রেসের মধ্যে ঢুকিয়া পলায়মান অসহায় গোলককে লাঠী দিয়া মাথায় এমন মারে যে, তাহার মাথা ফাটিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া যায়। রক্তের বন্যা বহিতে থাকে।

বাহিরে সাদা পোষাকে কনেষ্টবল প্রভৃতি তখন লাঠী ঠুকিয়া চিৎকার করিতেছে। 'মুক্তি প্রেস লুটলো', রামপদকা ঘর লুটলো।'

মুক্তি প্রেসের অন্যতম ম্যানেজার শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তী এই সময় সেখানে আসিলে একজন সিপাহী তাহাকে বলে যে—এও একজন নেতা ইহাকে মার, বলিয়া তাহাকে মারে। মুক্তি প্রেসের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীরামকমলকেও সিপাহীরা মারে।

ঘটনার অন্যান্য বিবরণ—নামপাড়ায় যখন হাঙ্গামা চলিতেছিল তখন বাজারের দিকে দেখা যায় একটী ট্রাক নামপাড়ার দিক হইতে পূর্ণবেগে বাজারের দিকে যাইতেছে। একটী লোক বাঁদিকের ফুটবোর্ডের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল যে—'নাম পাড়ামে মারপিট হোতা হায় সব চলো।' ইহার পরেই দেখা যায় শ্রীবিশুয়া মাড়োয়ারী নিজে একখানা জীপ চালাইয়া বাজারের দিকে যাইতেছে। চকবাজারে যাইয়া খালসা হোটেলের একজন পাঞ্জাবীকে ও আরও কয়েকজন লোককে জীপে উঠাইয়া লইয়া নামো পাড়ার দিকে চলিবার সময় চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে যে—'নামপাড়ামে মারামারি হোতা হায়। চলো—সব লোককো মদত দেনা হোগা।' তাহার চীৎকার শুনিয়া বহু অবাঙ্গালী লাঠী প্রভৃতি লইয়া ছুটিয়া চলিল।

বাজারে যখন নামোপাড়ার হাঙ্গামার কথা ছড়াইয়া পড়ে তখন দলে দলে বিহারী ও অনেক মাড়োয়ারী বড় বড় লাঠী সহ "মারো শালা বাঙ্গালীকো" "নোয়াখালী বনা দেঙ্গে" প্রভৃতি বলিয়া হাল্লা করিতে করিতে নামোপাড়ার দিকে ছুটিয়া চলিল। মাড়োয়ারী প্রভৃতির জনতা প্রায় ৩০০।৪০০ লোক তখন চকবাজারে দাঁড়াইয়া তাহাদের সমস্ত জমাদারদিগকে হাঙ্গামার স্থলে পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীবাবুলাল বুটেলিয়া এবং কয়েকজন মাড়োয়ারী কতকগুলি লাঠী বাহির করিয়া দিল তাহাতেও যখন কুলাইল না তখন তাহারা হরিজনদের চায়ের দোকান ও প্রহ্লাদচন্দ্র দত্তের দোকান, তারাপদ মল্লিকের দোকানের ঝাঁপের বাঁশ প্রভৃতি লইয়া লাঠীর অভাব পূর্ণ করিল। এই সময়ে বাজারের দোকান পাটগুলি বন্ধ হইয়া যায়।

বেলা প্রায় ১১॥ টা ১২ টার সময় একটী পুলিশ ভ্যান বড় পোষ্ট অফিসের সম্মুখে মোড় ফিরিয়া থানার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াই সোজা নামোপাড়ার দিকে রওয়ানা হয়। ট্রাকটা চলিয়া যাওয়ার পরেই থানার সামনে শ্রীলেখরাজ শালিগ্রামের ওখান হইতে কয়েকজন মাড়োয়ারী চীৎকার করিতে করিতে প্রায় থানা আউট পোষ্টের নিকট যায়। সেই সময় একজন কেহ তাহাদের আটকায় এবং কিছু বলাবলির পরে তাহারা আবার ফিরিয়া আসে।

সশস্ত্র পুলিশের আমদানী—হাঙ্গামা শান্ত হইয়া যাইবার পরেই দ্বিপ্রহরে সশস্ত্র কনেষ্টবল সহ একটী ট্রাক আসিয়া মুক্তি প্রেসের কাছে দাঁড়ায়। একটী অফিসার ট্রাক হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই আরোহী—পুলিশরা ট্রাক হইতে নামিতে থাকে এবং গুলী করিবার ভঙ্গীতে বন্দুক লইয়া চারিদিকে তাক করিতে থাকে। অফিসারটী তখন ধমকাইয়া ও দু একজনকে বেত মারিয়া তাহাদের পুনরায় ট্রাকে উঠিতে বাধ্য করে।

শ্রীরামপদ পালের দোকানের সন্নিকট হইতে নামপাড়া পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা এই বাহিনী পাহারা দিতে থাকে।

কারফু বা ১৪৪ ধারা কোন কিছুই ঘোষণা বা জারী করা হয় নাই। তৎসত্ত্বেও সেই রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। রাস্তার দুই পাশের কোন বাড়ী হইতে লোককে বাহিরে আসিতে বা কোন বাড়ীতে বাহির হইতে কোন লোককে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। মুক্তি প্রেসের কর্ম্মচারীরা এবং অন্যান্য বাড়ীর সকলেই দীর্ঘ ৭।৮ ঘণ্টা বাড়ীতে বন্ধ হইয়া থাকে। দোকানগুলি জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় নামোপাড়ায় দুর্গামেলার মোড় হইতে ষ্টেশন রোডের মধ্যে কয়েকটী দোকানের ঝাঁপে লাঠী মারিয়া বন্ধ করিতে বাধ্য করা হয়। একটী দোকানে খরিদ্দাররা বসিয়া খাবার খাইতেছিল তাহাদের বেত মারিয়া জোর করিয়া দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কয়েকজন নিরীহ পথচারীকে বন্দুকের গুঁতা মারা হয়। দোকানে উপবিষ্ট দু একজন লোককেও মারা হয়।

হোমিওপ্যাথী ডাক্তার শ্রীসদানন্দ চৌধুরী তাহার দোকান হইতে বাহির হইয়া প্রহরী গার্ডকে জিজ্ঞাসা করে যে—আমি যাইতে পারি কি? প্রহরী গার্ড বসিয়াছিল। শুনিয়াই উঠিয়া আসিয়া বলিল 'ক্যা হায়' বলিয়া তাহাকে চড় মারে এবং বন্দুকের কুঁদা দিয়া মারিতে উদ্যত হয়। উপস্থিত অনেকে তখন ধরিয়া ফেলে। অনেক পুলিশ প্রহরী পথচারীদের (দৈবাৎ যদি কেহ আসিয়া পড়িতেছিল) নানারূপ অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিয়াছিল।

হাঙ্গামার পরে আহত গোলক দত্তকে ও রামচন্দ্র অধিকারীকে বিহার সরকারের প্রচার ভ্যানে করিয়া হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। শ্রীরামচন্দ্র অধিকারীর মাথা অনেক খানি ফাটিয়া গিয়াছে শ্রীগোলক দত্তেরও মাথা ফাটিয়া প্রচুর রক্তপাত হয়। তাহার আঘাত গুরুতর।

রোম যখন জ্বলিতেছে—সহরে যখন হোলি উৎসবে এই দানবীয় লীলা চলিয়াছে তখন একটী ট্রাকে ও সরকারী প্রচার ভ্যানে করিয়া ডিপুটী কমিশনার পুলিশ সাহেব সহ বহু উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও কেদার কেড়িয়া প্রভৃতি রং কালি মাখিয়া হোলীর তাণ্ডব চালাইতেছিলেন। যখন নামপাড়ায় সাদা পোষাকে পুলিশের ও গুণ্ডাদের এইরূপ তাণ্ডব লীলা চলিতেছিল তখন ওদিকে 'সোকোনি' পেট্রোল পাম্পের নিকট একটী ট্রাকের উপর কয়েকজন সরকারী অফিসার ও দু একজন বে-সরকারী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। ট্রাকখানি সেখানে পেট্রোল লইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল। এই সময়ে তাহারা সংবাদ পান যে নামপাড়ায় মারামারি হইতেছে ইহা শুনিয়া তাহারা ঘটনা স্থলের দিকে অগ্রসর হন।

জীপ হইতে ষ্টীরাপ পাম্পে করিয়া দু একটী পাড়ায়, পথে, এমন কি বাড়ীর মধ্যে জানালা দিয়া ভদ্র মহিলাদের প্রতি অভদ্রভাবে রং দিয়া হাসিয়াছে। পুলিশ ট্রাক বোঝাই সিপাহীরা জীপ বোঝাই হোলীর উৎসবকারীরা —গ্রামের মেয়েরা যাহারা কেনাবেচা করিতে সহরে আসিয়াছিল—মজুর মেয়েদের, অশ্লীলভাবে রং কাদা প্রভৃতি দিয়া অশ্লীল রসিকতা করিয়া আনন্দ করিয়াছে।

সহরে কাহারও কিছু বলিবার উপায় ছিল না। সর্বত্রই একটা আতঙ্কের মধ্য দিয়া জনসাধারণ চলিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ, পুলিশ ট্রাকপূর্ণ সাদা পোষাকে কনেষ্টবলের দল ও কর্ত্তৃপক্ষের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অন্যান্য দল ও সম্প্রদায়, যেন যাহা খুসী করিবার রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া সহরের বুকে তাণ্ডব জুড়িয়া দিয়াছিল। মানুষের মান সম্ভ্রম নিরাপত্তা আইন কানুন শ্লীলতা সমস্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া, অপমান, লাঞ্ছনা, অত্যাচার জুলুম এবং চরম স্বেচ্ছাচারীতা সহরের বুকে নগ্ন নৃত্য করিতেছিল। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, কোন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী পুরুলিয়ার মিঃ ম্যাকিণ্টোসের স্ত্রীকেও রং দিয়া হোলীর উৎসব করে।

এই দিন সন্ধ্যার পরে পুরুলিয়ার অন্যতম অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকেদারনাথ কেডিয়ার গদীতে মহা সমারোহে, ডেপুটী কমিশনার ও সরকারী অফিসারদের চা পার্টী হয়। খোলা ময়দানে বসিয়া তাহারা পান ও পানীয় সহযোগে পুরুলিয়া সহরে হোলীর উৎসবের সাফল্য পালন করে।

গ্রেপ্তার ও খানাতাল্লাসী—দ্বিপ্রহরে বেলা প্রায় ১২ টার সময় সহরে বহু বাড়ী খানাতাল্লাসী হইতে থাকে। চকবাজারের সন্নিহিত মহল্লায় প্রহ্লাদ দত্ত দ্বিজপদ দত্ত নিমাই কয়াল বদরী নাগ প্রভৃতির বাড়ী

ও মুক্তি প্রেস খানাতল্লাসী করা হয়। ইট পাটকেল এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদির সন্ধানই থানাতল্লাসীর উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া প্রকাশ। ইহা ছাড়া ৺নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জ্জির বাড়ী, শ্রীরামচন্দ্র অধীকারীর বসত বাটী ও আরও বহু বাড়ী খানাতল্লাসী করা হয়।

ইহার পরে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া জেল হাজতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিপ্রহর হইতে এই গ্রেপ্তার চলিতে থাকে। পরে শ্রীরামপদ পালকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেই দিনই জামীনে খালাস দেওয়া হয়। অন্যান্য যাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদের নাম ও পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী (৩৯)—ইনি সর্ব্বজন পরিচিত বহুদিনের একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্ম্মী। দেশের স্বাধীনতার জন্য বরাবর সংগ্রাম ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। ইনি ৺ঋষি নিবারণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিল্পাশ্রমেই থাকেন। হাঙ্গামা শান্ত করিতে যাইয়া ইনি আহত হয়েন।

২। শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি (৩৬)—মুক্তি প্রেসের অন্যতম ব্যবস্থাপক। গত ১৯৪২ সালে ইনি স্বাধীনতা সংগ্রামে বহুদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্ম্মী। শিল্পাশ্রমে থাকেন। শ্রীগোলক দত্তের উপর আঘাতের প্রতিবাদ করায় ইনি পুলিশের দ্বারা প্রহৃত হন।

৩। শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায় (৬৭)—মানভূম জিলায় সর্বজন বিদিত প্রধান উকীল ৺নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ওকালতী করেন। একান্ত নির্বিরোধী ও নিতান্ত অমায়িক লোক বলিয়া ইনি সর্বজন পরিচিত।

৪। শ্রীধ্রুবপ্রসাদ পাল (৫০)—সহরের বিখ্যাত অলঙ্কার ব্যবসায়ী।

৫। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ মুখার্জ্জি—সহরের অবসর প্রাপ্ত জিলা বোর্ডের কর্ম্মচারী শ্রীসরোজ মুখার্জ্জীর পুত্র।

৬। ডাঃ মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৪৫)—সহরের ডাক্তার।

৭। শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত (ওর্ফে রোসন)—বাজারে দোকান করেন। কংগ্রেস কর্ম্মী।

৮। শ্রীহরেকৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জি—স্থানীয় কমলা টকীর অপারেটার।

৯। শ্রীনিমাই দত্ত—বাজারের ব্যবসায়ী।

১০। শ্রীবদরী নাগ (৪৫)—ব্যবসায়ী। ১৪ই মার্চ্চ তারিখে ইহার বাড়ীতেই আক্রমণকারীরা টিল ফেলে।

১১। শ্রীনারানচন্দ্র দত্ত—

১২। শ্রীগৌর গোস্বামী—

১৩। শ্রীদিলীপ মুখার্জ্জি—ছাত্র

১৪। শ্রীকিশোরীমোহন ব্যানার্জ্জি—

১৫। শ্রীশিবকুমার দত্ত—

১৬। শ্রীরামবরণ সিং—শ্রীরামপদ পালের কর্ম্মচারী।

গত ১৭ই তারিখে সন্ধ্যায় ইহাদের এক হাজার টাকা করিয়া জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়, ১৪৭, ৪৫২ প্রভৃতি ধারায় ইহাদের উপর অভিযোগ আনা হইয়াছে।

গত ১৭ই তারিখে আহত শ্রীগোলক দত্তকে হাসপাতাল হইতে থানায় আনা হয় এবং গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠান হয়। ১৯শে মার্চ্চ তারিখে তিনি জামিনে মুক্ত হন। তিনি ২০শে মার্চ্চ আদালতে তাহাকে মারপিট করিবার অভিযোগে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

শ্রীরামপদ পাল তাহার দোকানে দাঙ্গা করা, লুটপাটের প্রচেষ্টা এবং আক্রমণ করার অভিযোগে এস, ডি, ও'র আদালতে ১৬ই মার্চ্চ এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৮ই মার্চ্চ মুক্তি প্রেসে অনধিকার প্রবেশ, আক্রমণ প্রভৃতির অভিযোগ দিয়া আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

এই হাঙ্গামা সম্বন্ধে লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ রাষ্ট্রপতি পট্টভী সীতারামায়া ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নিকটে গত ১৭ই তারিখে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার করিয়াছেন—"পুরুলিয়া সহরে অবস্থা ক্রমশঃই গুরুতর হইতেছে। সরকারী কর্মচারীরা আর একটী খবরৌরা করিবার জন্য হিংসার উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর। সরকারী অফিসারেরা গুণ্ডাদের একত্র করিয়া জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়া সহরে পরিভ্রমণ করে। বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে হিংসামূলক সংগ্রাম করে। প্রতিবাদের ফলে অত্যাচারীতারাই গ্রেপ্তার হইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে নিরাপত্তা বিপন্ন।"

এই সংখ্যায় 'জয়পুর কংগ্রেস দিগ্‌দর্শন' দেওয়া সম্ভবপর হইল না।

সহরের পরিস্থিতি ও আমাদের দায়িত্ব

পূণ্য দোল উৎসবে সহরে যে এক বিষাক্তনক অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে—তাহার জন্য আজ আমরা সকলেই দুঃখ এবং গভীর উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। এই অবস্থার উদ্ভবের ভিতর দিয়া সহরে এক উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার জন্যই আমাদের উদ্বেগ আরো গভীরতর হইয়াছে। অন্যায়ের প্রতীকার আমরা চাই। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে আমাদের সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা হইতে নিজদিগকে মুক্ত রাখিয়া অন্যায়ের প্রতীকারের পথ খুঁজিতে হইবে। তুচ্ছ প্রবৃত্তির প্রেরণা বশে অবাঞ্ছিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে শিক্ষিত জীবনের প্রতীকার পন্থার দ্বারাই আমাদের প্রতিরোধ করিতে হইবে। এই পন্থা অনুসরণে সাময়িক ক্ষতি সহ্য করিতে হইলেও উন্নত জীবনের মর্য্যাদাই জয় লাভ করিবে।

তুচ্ছ দৈহিক ও জাগতিক বলের আয়োজন যাহাদের আছে—তাহাদের আত্ম প্রাধান্যকে আমরা যেন মর্য্যাদা না দিই। দৈহিক বলকে বড় ভাবিলে আমরাই উহাকে বড় করিব। মানুষের সংযম, উচ্চ অন্তরশক্তি ও ধৈর্য্যের বল দেখা দিয়া দৈহিক বলকে তুচ্ছ মনে করিতে পারিলে উহা মর্য্যাদাহীন—প্রকাশের দৈন্যে ক্ষুদ্র হইয়া যাইবে।

কোনো পক্ষের দোষের বিচার না করিয়াও স্থানীয় শাসন পরিচালকদের সহরের এই অবাঞ্ছিত কর্ম্মের সঙ্গে যোগ আমি অত্যন্ত নিন্দার বলিয়া মনে করিতেছি। শান্তি রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের হাতে তাঁহারা শান্তিভঙ্গের কর্ম্মের সহিত যুক্ত হইবেন ইহা তাহাদের দায়িত্ব অবহেলার পরিচয় বলিয়া আমি মনে করিতেছি। কংগ্রেস সরকারের কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে এই আচরণ আশা করিতে পারি না। তাহারা সেবক বলিয়াই পরিচিত হইবেন ইহাই আশা করি।

যাহারা অন্যায় করিবার জন্য জাগ্রত মনোভাব লইয়া চলিবে দু একটি আবেদন পত্রের দ্বারা তাহাদের কিছু বলার সার্থকতা আজ না থাকিতে পারে। কিন্তু আজ সহরের সকল সম্প্রদায়ের সকল বিচারশীল লোকের প্রতি আমাদের আবেদন জানাইবার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করিতেছি। সর্ব্বভারতীয় আদর্শের অনুগামী ভারতবাসী আমরা কোন্ পথে যাইতেছি—তাহা আজ গভীরভাবে অনুধাবন করা এবং তাহার পথ হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিয়া যথার্থ পথে পরস্পরকে পরিচালিত করা আজ সকলেরই দায়িত্ব, সহরের সমস্ত নরনারীকে এই দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। মত ও পথের পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহা ভ্রাতৃদ্রোহের পর্য্যায়ে উপনীত হইবে—ইহা অতীব শোচনীয় এবং দুঃখের। ইহা হইতে মুক্তির জন্য পরস্পর পরস্পরকে আজ সহায়তা দিতে হইবে এবং যাহারা অন্যায় করিতে উদ্যত সকল শ্রেণীর পক্ষ হইতে তাহাদের অন্যায় দমন করিতে চেষ্টা করাই মানবতার কর্ম্ম হইবে।

এই অন্যায় অনুষ্ঠানের পরের পর্য্যায়রূপে যে ভাবে সহরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—তাহার জন্যও আমাদের প্রতিবাদ জানাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছি। একতরফা গ্রেপ্তার, নির্দ্দোষী লোককে গ্রেপ্তার এবং সর্ব্বোপরি যাঁহারা বিপদ তুচ্ছ করিয়া, শান্তিরক্ষা করিতে গিয়া নিপীড়িত হইয়াছেন—তাঁহাদেরই গ্রেপ্তার করা কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্তই অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। মানুষের স্বাধীনতা লইয়া এই অবিচার সম্পূর্ণ প্রতিবাদের যোগ্য। এবং ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, শাসন বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। পরিস্থিতির সহিত নিজদিগকে যুক্ত করায় ও আইন এই ভাবে প্রয়োগ করায় আইনের নিরাপত্তা আজ বিঘ্নজনক বলিয়া মনে করিতেছি। অধিকন্তু আমাদের কর্ম্মী জনসাধারণ ও সম্মানীয় ব্যক্তিগণের প্রতি যে অসম্মানজনক ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাও নিতান্ত আপত্তিকর এবং কংগ্রেসী শাসন পক্ষীয়ের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি। এই কর্ত্তৃপক্ষেরও আজ আপন মর্য্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে অবহিত হইবার রহিয়াছে।

অন্যায়ের প্রতীকার আজ আমাদের অবশ্যই সন্ধান করিতে হইবে। এইরূপ জীবনধারা কখনই আমরা চলিতে দিতে পারি না। কিন্তু প্রতীকারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া ঐ প্রকারের অবিকৃত অবস্থার সৃষ্টি করা আমাদের প্রতীকার সন্ধানের উদ্দেশ্যে কখনই হইতে পারে না। আজ সমগ্র মানভূমে নানা অবাঞ্ছিত কর্ম্ম চলিয়াছে। প্রতীকার মানভূমের সমগ্র জীবনের জন্যই প্রয়োজন। যথার্থ প্রতীকারের ব্যবস্থার জন্য আজ সত্যাগ্রহের আহ্বান আমাদের জীবনে দেখা দিয়াছে। শীঘ্রই তাহার ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। সর্ব্বক্ষেত্রে জনগণের সহায়তায় এই সকল অন্যায়ের যথার্থ প্রতীকারের বিপুল সংহত বলের সন্ধান আমরা পাইব, ইহাই আমাদের আশা এবং লক্ষ্য।

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক
মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘ।

পুরুলিয়া
১৭।৩।৪৯

বিজ্ঞপ্তি

মশা, মাছি প্রভৃতির উপদ্রব এবং কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে ডি, ডি, টি, গ্যামেক্সিন প্রভৃতি প্রতিষেধক ব্যবহার করুন।

পুরুলিয়া ৪।৩।৪৯ — পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি : সমর সিংহ, তুলমী পুরুলিয়া

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়

তাহার কাজে

নূতন বীমা১৯৪৭ :	১২ কোটি	৩১ লক্ষ	টাকা
মোট চলতি বীমা :	৫৫ ,,	৬৩ ,,	,,
প্রিমিয়াম আয় ১৯৪৭ :	২ ,,	৬১ ,,	,,
বীমা তহবিল :	১০ ,,	৫৮ ,,	,,

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

"সৈনিক"

সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীমনোরঞ্জন ভাস্কর

১।১, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা ৯

বার্ষিক সডাক মূল্য—৭৷৷০ প্রতি সংখ্যা—৵০

পুরুলিয়া সহরবাসী জনসাধারণের প্রতি নিবেদন—

শ্রীশ্রীশীতলা মাতার প্রকোপ হইতে সহরবাসী জনসাধারণের অব্যাহতি কল্পে, হিন্দু বিধানানুযায়ী আগামী ৮ই চৈত্র মঙ্গলবার পোকাবাঁধ পাড়া ৺শীতলা মেলায় মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিবার মনস্থ করিয়াছি কিন্তু আমি গরীব ব্রাহ্মণ বিধায়, মায়ের পূজার জন্য আপনাদের নিকট সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থী। অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলেই সাধ্যমত মায়ের পূজায় সাহায্য করিয়া জনসাধারণের মঙ্গল সাধিত করুন, মঙ্গলময়ী সকলের মঙ্গল করিবেন। ইতি—৮ই চৈত্র।

শ্রীঅনন্তলাল দেওঘরিয়া
সেবাইত ৺শীতলা মেলা পোকাবাঁধপাড়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৪ই চৈত্র ১৩৫৫, ২৮শে মার্চ্চ ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ায় দেশরত্ন শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ—

আগামী ২৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে বিমানযোগে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ পুরুলিয়ায় আগমন করিবেন। গান্ধী জাতীয় স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই আগমন। তিনি ঐ দিনই পুরুলিয়া হইতে বিমানযোগে মুঙ্গের যাত্রা করিবেন।

মানভূম প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের ধর্ম্মঘট সিদ্ধান্ত—

বরাহভূম সার্কেল ইনস্পেক্টর শ্রীরামনিরঞ্জন সিংহ ধবনী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীশ্রীদাম মাহাতর প্রতি অত্যন্ত অভদ্রোচিত দুর্ব্যবহার করেন। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকারের প্রার্থনা সত্বেও কোন প্রতিকার না হওয়ায় শিক্ষক সঙ্ঘ স্থির করিয়াছেন আগামী ১৫ই এপ্রিল হইতে তাঁহারা ধর্ম্মঘট করিবেন। ধর্ম্মঘট পন্থা স্বরূপ শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া কর্ম্ম বিরত থাকিবেন।

দোল দুর্ঘটনার জের—

ধরপাকড়ের জন্য যাঁহাদের নামে পরওয়ানা বাহির হয় তাহাদের মধ্যে শ্রীবাদল হালদার পুরুলিয়ায় অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি ফিরিয়া আসায় তাঁহাকে ঐ দিনের ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্ত্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত আছেন।

বাড়েদা উৎপাতের জের—

বিগত মাসে বাড়েদা গ্রামে ডেপুটি কমিশনার ও তাঁহার দলবলের জনসভা করিতে যাওয়ার পরিণতিরূপে দেশসেবক শ্রীভীম মাহাতকে যে অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়—সেই অভিযোগে বাড়েদা অঞ্চল পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী শ্রীনিমাই মাহাতকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি জামিনে মুক্ত আছেন। এই মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড—

(১) পুঞ্চা থানার অন্তর্গত বাগদা মৌজায় রাধাভাঙ্গের শ্রীধারিক মাহাতর ঘরে ১০ই চৈত্র আগুন লাগে নিভাইতে চেষ্টা করা সত্বেও তিনটী ঘর ভস্মীভূত হইয়া যায়। ধান বিরি কাপড় প্রভৃতি বহু জিনিষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(২) চাষ থানার শিয়ালগাজড়া গ্রামে শ্রীলাল মোহন খাওয়াস মহাশয়দের বাড়ীতে গত ২৬শে ফাল্গুন আগুন লাগে। যাবতীয় ধান, চাল, বিছনা, বাসন সমস্ত পুড়িয়া গিয়া তিনটি পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন।

হারাণ জিনিষের সন্ধান—

১৫ই ফাল্গুন রবিবার রাত্রে বরাবাজার থানার তুমড়াশোল গ্রামের শ্রীবনবিহারী গোস্বামীর এক জোড়া কাড়া (৫শ টাকা দামের) চোরে চুরি করিয়া রাত্রে গোয়াল হইতে লইয়া গিয়াছে। কাড়া দুইটীর মধ্যে একটীর বিশেষ লক্ষণ পীঠে আব আছে ও খোঁপা সিং। কাড়াগুলির বয়স—এই বৎসর দাঁত পুরিয়াছে। কেহ সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অনেকগুলি প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র ও সংবাদ প্রকাশের জন্য আসিয়াছে। এ সংখ্যায় সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত বিবিধ লেখা প্রকাশের প্রয়োজনে ঐ সকলের প্রকাশ এবারে সম্ভব হইল না, আগামীবারে হইবে। মুঃ সঃ

বিজ্ঞাপন

মানভূম সদর লোক্যাল বোর্ড পরিচালিত চেলিয়ামা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন ভি এম অথবা ম্যাট্রিক সি, টি পাশ শিক্ষক আবশ্যক। বেতন মাসিক ৩৫৲ ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত হারে ভাতা দেওয়া হইবে। আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর হইলে ১৫ দিন মধ্যে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। বয়স, যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া আগামী ৭ই এপ্রিল মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

তারিখ, ২৩।৩।৪৯

সমরেন্দ্রনাথ ওঝা
ভাইস চেয়ারম্যান,
সদর লোক্যাল বোর্ড

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ১৭ই চৈত্র

আসন্ন সংগ্রাম

মানভূমের জীবনে আর এক সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আসন্ন। বিদেশীর অধীনতার জীবনে মুক্তির সন্ধানে দেশ বহুবার জীবনপণ সংগ্রাম করিয়াছে। এই সংগ্রাম পথে মানভূম তাহার নিষ্কাম্য চিত্ত লইয়া দেশের সহগামী হইয়াছে। আজ দেশের স্বাধীন জীবনে বঞ্চিত-অধিকার জনগণের মুক্তির সন্ধানে মানভূম পথে বাহির হইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগণিত জনগণের দুঃখবরণের, শহীদের রক্তের রক্তক্ষরণের সার্থকতার অর্থ তাহাকে আজ খুঁজিয়া লইতে হইবে।

সংগ্রামের দায়িত্ব কি তাহা সত্যাগ্রহীরা জানে। এই সত্যাগ্রহীর কঠোর দুঃখবরণের সহিত সমগ্র জেলার জনগণের জীবনে লাঞ্ছনা, দুঃখ, আঘাত ও বিপদের বহু সম্ভাবনা এই সংগ্রামের সিদ্ধান্তের সহিত জড়িত রহিয়াছে। এই বুঝিয়াই আজ সত্যাগ্রহের অপরিহার্য আহ্বানে মানভূমের কর্ম্মীগণ মানভূমকে এই দুঃখবরণের মুখে লইয়া গিয়াছেন। প্রতিনিয়ত অবিচার, প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা, প্রতিনিয়ত নিপীড়নের জীবনে মনুষ্যত্বের যে অপমানের আঘাত সমগ্র মানভূমের জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে, প্রতিনিয়ত বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা উত্তেজনার বাষ্পবাষ্প মানভূমকে যে এক ভয়াবহ জীবনের পথে লইয়া গিয়াছে—তাহা হইতে মুক্তির জন্য আজ বিপদবরণ করা—মনুষ্যত্বের দায়, আত্মরক্ষার প্রেরণা, কর্ত্তব্যের আহ্বান, ও জাতীয়তার আদেশরূপে আসিয়া দেখা দিয়াছে। লক্ষ লক্ষ জনগণের জীবনের ক্ষেত্র মানভূমের অন্তর গভীনভাবে, অস্ফুটভাবে, পরিব্যক্তভাবে তাহারই প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। কর্ম্মীবৃন্দের কর্ম্মযাত্রায় সেই আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তরূপে রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে। মানভূমের কর্ম্মী ও জনগণ তাহার দায়িত্ব বহন করিবে।

মানভূমের গ্লানীজনক অবস্থা সম্বন্ধে অত্যুক্তি করিবার আজ কিছু নাই। প্রতিনিয়ত মানুষের প্রতি কি অপমান, পদে পদে মানুষের অন্তরাত্মাকে তুচ্ছ লাঞ্ছনার আঘাতে বিদ্রোহী করিয়া তোলার কি ষড়যন্ত্র, অহঙ্কারের কি অসীম আজ মানভূমে আকাশচুম্বী হইয়া উঠিয়াছে—যে জানে সে এই সংগ্রামের যাথার্থ্য অনুভব করিবে। কত আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া, নবজীবনের কত স্বপ্ন লইয়া মানুষ স্বাধীনতার জীবনে পদার্পণ করিয়াছে। সেই আশা ভরের স্তূপের উপর বসিয়া আজ স্বাধীনতার দায়িত্ব অনুভব করার জীবনে তাহার কি আত্মগ্লানী যে ভুক্তভোগী সেই জানে! ইহার উপর যাহার অন্তরে আত্মসম্মানের সহজ বোধ আপন মর্য্যাদার সচেতনতা বহন করিতেছে—সে এই গ্লানীর জীবনকে কি অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে—সে অন্তর ছাড়া আর কে বুঝিবে! আর যাহাদের জীবনের ব্রত বহু দুঃখ নিপীড়িত জনগণের আশু মুক্তির নিরন্তর প্রয়াস—তাহারা এই মানুষের জীবন লইয়া ছেলে খেলা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করে কি করিয়া?

তবু বহুদিন বহু সহ্য করিয়া, বহু পথ অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের পথ অনুসরণ করা হইয়াছে। যে বঞ্চনা, যে অপমানবোধ, যে অবিচারের আঘাত মানুষের অন্তরকে নিয়ত বিক্ষোভে মথিত করিয়াছে—ব্যাকুলতায় প্রতীকারের পথ সন্ধান করিতেছে, তাহাকে কল্যাণকর, ক্ষোভমুক্ত বুদ্ধিযুক্ত, দায়িত্বের গৌরব সংযুক্ত প্রতীকারের পথ দিবার জন্যই এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের আশ্রয়। আমরা বিশ্বাস করি এই সংগ্রাম তাহার দায়িত্ব উদ্‌যাপন করিবে।

আমরা জানি মানভূমের বিরাট কর্ম্মীবাহিনীর জনগণের উপর কি বিশাল প্রভাব আছে। বিগত দিনের দুর্য্যোগপূর্ণ ইতিহাসের অধ্যায়ে মানভূমের কর্ম্মীদের তপস্যায়—জড়, পঙ্গু, আত্মচেতনহীন জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রাণের প্রবল বন্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক এই কর্ম্মের পতাকা তলে সংহতি শক্তির বল লইয়া সমবেত হইয়াছে। আজও ইতিহাসের সেই সত্য পুনরাবৃত্ত হইবে আমরা বিশ্বাস করি। আজ কর্ম্মক্ষেত্রে আরো বিপুল সম্ভাবনা লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিবে। এত দিনকার তপস্যা—কত নব নব আন্দোলনের প্রাণবেগ, বহু প্রচেষ্টাযুক্ত গঠনকর্ম্মের প্রভাব ধারা এবং এই সে দিনের সমগ্র ক্ষেত্রব্যাপী বিরাট পঞ্চায়েৎ শক্তির বিপুল গঠন মানভূমের জনশক্তিকে বহু আগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই মহান ক্ষেত্রশক্তি আজ সংগ্রামের শক্তি হইয়া দেখা দিবে—ইহা অবধারিত সত্য।

আজ গান্ধীজী নাই। তাঁহার পরিচালনা ও সম্মতি আজ আর নাই। সত্যাগ্রহ পথের পরিচয়ের আজ

ইহাও এক গুরুতর দায়িত্ব। তাঁহার নির্দ্দেশ যথার্থরূপে পালন করার কর্ত্তব্য লইয়া সংগ্রামের সমগ্র দায়িত্ব নিজেদের বহন করিতে হইবে। মানভূমের কর্ম্মীগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্রশক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়া নিষ্ঠা সংকারে তাঁহার আদেশকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের নিষ্ঠায় তাহাদের জাগ্রত প্রচেষ্টায় তাহারা তাঁহার আদর্শকে যথার্থ শক্তিতে অনুসরণ করিয়া চলিবে—ইহাই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। নিষ্ঠার শক্তিতে, প্রচেষ্টার শক্তিতে কর্ম্মীদের ক্ষুদ্র শক্তির ভিতর দিয়া তাঁহার সেই মহান বল বিরাট প্রাণের কাজ করিবে—আমরা বিশ্বাস করি।

মানভূম ঋষি নিবারণচন্দ্রের সাধনক্ষেত্র। তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার তপস্যা তাঁহার পূণ্য আশীর্ব্বাদ মানভূম বহন করিতেছে। তিনি শিক্ষা দিয়াছেন—"অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রেম লইয়া সত্যাগ্রহ সংগ্রাম করিবে। লাঞ্ছিত জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। কর্ত্তব্যের দায় পালন করিতে তোমরা কখনো যেন কুণ্ঠিত না হও ইহাই আমি চাই।" তাঁহার বাণী, তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের কর্ম্মপথে শক্তিদান করিবে। তাঁহার সাধনা, তাঁহার তপস্যা অলক্ষ্য অন্তরে আমাদের প্রাণের বল যোগাইবে—তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইবার নয়।

আর আমরা বিশ্বাস করি মানভূমের যে জনগণ জাতির বহু দুঃখে বিপদে মানভূমের কর্ম্মীগণকে বিরাট বল, গভীর সহানুভূতি, বিপুল সহায়তা ও আন্তরিক ভালবাসার দানে কর্ম্মকে অগ্রসর করিয়াছে—সেই জনগণ আজিও এই ন্যায়ের সংগ্রামে আরো বিপুলতর বল ও আন্তরিকতা লইয়া কর্ম্মের পথে শক্তি হইয়া সহায়তা হইয়া দেখা দিবে,—ইহা ইতিহাসের সত্য! কর্ম্মীগণ আজ সেই ভরসাতেই জনশক্তি প্রতিষ্ঠায় সত্যাগ্রহের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। সত্যেরই জয় হইবে ইহা সত্যেরই বিধান।

কামানের গর্জ্জনও শুনিতেছি!

স্বাধীন জীবনের পুরস্কার স্বরূপে আমরা বহু কিছু লাভ করিয়াছি। আমরা অসম্মান পাইয়াছি;—অবিচার পাইয়াছি; বিনাদোষে পীড়ন লাঞ্ছনা পাইতেছি—নাগরিক তথা মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি—অন্যায়ভাবে নিপীড়িত হইয়া পীড়নের অজুহাতের প্রয়োজনে বহু বদনামে ভূষিত হইয়াছি। মাতৃদত্ত ভাষার অপরাধে দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবার ধমকও লাভ করিয়াছি। তাহারও অধিক উচ্চতর পুরস্কার—সরকারী যানের তলায় পিষ্ট হইবার, বন্দুকের গুলি, দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতের ভীতি প্রদর্শনও লাভ করিয়াছি। অবশেষে লাঠি মুগুরের বাস্তব আঘাতে রক্তের ধারায় খরসোঁয়া সরাইকেলার সূচনা হইবার অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি। যাহা বাকী ছিল তাহারও গর্জ্জনধ্বনি সুদূরস্থিত রাজধানী মহানগরী হইতে আজ আবার শুনিবার ভাগ্য লাভ করিলাম। ধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়তো বা একদিন মানভূমের ঘরের প্রাঙ্গণে বাস্তবে দেখাও দিতে পারে!

ঘটনাটি বিহার আইন সভার রণক্ষেত্র। বিগত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে মানভূমের শান্তিপ্রিয় নিরীহ আইন-সভার সদস্যবৃন্দ সকাতরে মানভূমের ভাষা ও জনগণের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করিতেছিলেন এবং স্থানীয় অফিসারগণের অবিচার ও দুর্নীতির কথা বর্ণনা করিয়া এই সকলের প্রতীকার প্রার্থনা করিতেছিলেন। এ হেন সময়ে বিহার আইন সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ঘোষণা করিলেন—**মানভূমে ডেপুটি কমিশনার যাহা করিতেছেন তাহা অতি চমৎকারভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্যই করিতেছেন। বিহারকে যাহারা খণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেছে অন্য কোনো সরকার হইলে এই সকল লোকদের কামানের গোলা বর্ষণে গুড়াইয়া টুকরা করিয়া দিত!**

স্বাধীন ভারতের বুকে সভ্য সমাজের আইন সভার মত স্থানে কংগ্রেস মনোনীত কোনো সদস্যের ক্রুদ্ধ অন্তর হইতে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিবার যে দুরাকাঙ্ক্ষা ঐ ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হইল—যাহাকে ভর্ৎসনা ও প্রতিবাদ করিবার জন্য 'যাহাদিগকে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন আছে' তাহাদের ছাড়া ঐ আইন সভায় অন্য কেহ আর ছিল না। উত্তর দিবার দায়িত্বশীল যাহারা ছিলেন, ঐ উক্তির পিছনে তাঁহাদের ঐ মনোভাবই জাগ্রত ছিল। তজ্জন্যই সমর্থন করা ছাড়া উহা প্রতিবাদের কেহ ছিল না। এবং মানভূমে বিহার সরকারের কার্য্যধারা তাঁহাদের এই মনোভাবকে আর অপ্রকাশ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহা আজ দিবালোকে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।

তথাপ এমন উক্তি যে স্বাধীন ভারতের কোনো লোক স্বাধীন ভারতের জনগণের উপর করিতে পারে তাহা সত্যই অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও পরিতাপের কথা। স্বাধীনতার জীবনে প্রাদেশিক রাজত্বগুলি এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবে ইহা যেমন আশ্চর্য্যের তেমনি আজ সত্যই আশঙ্কার কথা। ইহার প্রতিরোধ না হইলে স্বাধীনতা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে—ইহা আজ দায়িত্বশীলেরা গভীরভাবে ভাবিবার অবকাশ পাইবেন কিনা কে জানে!

কিন্তু আমরা জানি—আমাদের জন্য কামানের এই গর্জ্জন কি জন্য? আমাদের অনুষ্ঠিত কোন্ অপরাধের জন্য? কংগ্রেস প্রদত্ত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি অনুসারে যে ন্যায্য দাবী করিবার ভারতের সকল লোকের আছে—আমরা কি সেই ন্যায্য দাবী অনুসারেও কোনো আন্দোলন করিয়াছি? কোনো ন্যায়সঙ্গত প্রচার চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছি? না তাহাও নহে। দাবী ন্যায্য হইলেও আমরা প্রয়োজন বুঝি নাই বলিয়া এ সকলের কিছুই করি নাই। তবে আমাদের কি অপরাধ? মানভূমকে বিহারে রাখিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নীতিকে ফাঁকি দিবার আয়োজনে, ছলে বলে কৌশলে, অত্যাচারে, অবিচারে মানভূমের ভাষা, অধিকার, নিরাপত্তা ও শান্তিকে দলিত মথিত পিষ্ট করা হইতেছে—তথাপি আমরা সম্মান-বোধহীন ক্লীবের মত তাহা হাসিমুখে সহ্য করিয়া পিষ্ট করিবার ক্লেশ স্বীকার করার জন্য কৃতজ্ঞতায় তাঁহাদের ধন্যবাদ দিই নাই বলিয়া আজ আমাদের অপরাধ হইয়া গিয়াছে—ইহা সত্য। সহ্য করা দূরে থাক অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ধৃষ্টতা যে আমাদের ঘটিবে—সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণের ইহা ধারণার অতীত হইয়া গিয়াছে। তাই আজ আত্মবিস্মৃত ক্রুদ্ধ শাসকের দল আমাদের গুড়াইয়া পিষিয়া ফেলিবার বাসনার অধীরতায় ব্যগ্র ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাই আজ আমরা ঐ অদূরে কামানের গর্জ্জনধ্বনি শুনিতেছি। কিন্তু তাহাও আজ আর আশ্চর্য্যের কি আছে? বিহার বা বাংলা যেখানেই থাক, মানভূম সেই একই ভারতে থাকিবে—এই সহজ কথাটুকু যাহারা বুঝে নাই—বিহারে রাখিবার জন্য যাহারা জনগণের প্রতি দমন, পীড়ন, অত্যাচার চালাইয়া ব্রিটিশ সরকারের কীর্ত্তিকেও ডিঙ্গাইয়া রেকর্ড করিতে চায়—তাহারা যে অন্যায়ের প্রতিবাদকে ধৃষ্টামীর পর্য্যায়ে দেখিয়া কামানের গোলায় উড়াইয়া দিবার মনোবৃত্তি প্রকাশ করিবে তাহা আর আশ্চর্য্যের কি আছে!

আমরা আজ কিরূপ স্বাধীন জীবনে আছি তাহার আরও একটি নমুনা আমাদের দেখিবার আছে। যে ডেপুটি কমিশনারের অত্যাচার, অবিচার, মিথ্যাচার, দুষিত ও পঙ্কিল কর্ম্মের জন্য সমগ্র মানভূমের লক্ষ লক্ষ লোক আজ তাঁহার বহিষ্কার চায়—পাটনাস্থিত জনকয়েক শাসকের নিজেদের উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে সেই ডেপুটি কমিশনার তাঁহাদের কাছ হইতে উত্তম কর্ম্মের সাধুবাদ লাভ করিয়া মানভূমের উপর স্বেচ্ছাশাসনের অবাধ অধিকারের বহালে নিযুক্ত থাকিবেন ইহাই আজ স্বাধীনতার ব্যবস্থা ধারা। নিজেদের জীবন ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোকের আপন ন্যায্য ইচ্ছারও আজ কোনো মূল্য নাই! এই গ্লানীজনক স্বাধীনতার জীবনে তাই সত্যাগ্রহের আজ প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

ডেপুটি কমিশনারের সহকর্ম্মী আরো যে সকল জেলার শাসক আছেন—তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপও আজ মানভূমের ঘরে ঘরে প্রচারিত। তাঁহাদেরও হাত হইতে মানভূমের কর্ম্মক্ষেত্রের মুক্তি জনগণ চায়। কিন্তু তাঁহাদের বাছাই করিয়াই এ জেলায় পাঠান হইয়াছে—যেমন ব্রিটিশ রাজত্বে জাতীয় আন্দোলনে অগ্রসর জেলাগুলিতে অত্যাচারী শাসক পাঠান হইত। বিহার আইন সভায় মানভূমের সদস্য দুঃখ করিয়াছেন—ডেপুটি কমিশনারের জন্য মানভূমের এত দুঃখ ঘটিতেছে। তিনি ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ দুঃখের নিমিত্তমাত্র হইলেও, তাঁহারা কর্ত্তায় ইচ্ছায় কর্ম্ম মাত্র। বিহার সরকার শুধু ইহাদের নিমিত্ত করিয়া কেন,—সাক্ষাৎভাবে, উন্মুক্তভাবে, গোপনভাবে, নিমিত্ত সহকারে সর্ব্ব উপায়ে মানভূমের জনগণের প্রতি যে দুঃখ সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহার জন্য পূর্ণরূপে এই সরকার আজ দায়ী। ইহার প্রতিকারের যথার্থ পথই আজ দেখিতে হইবে। আর সরকারের এই নিমিত্তগুলি? অন্যায় করার সর্ব্ববিধ মুক্ত অধিকার লাভ করিয়া তাহার সহিত নিজেদের আপন অন্যায় উদ্ভাবনী প্রতিভার সহযোগে যে বিরাট অপকীর্ত্তির স্তূপ ইহারা মানভূমে রচনা করিয়া গেলেন—তাহা স্বাধীনতার ইতিহাসে বিস্ময়ের জিনিষ হইয়া রহিল।

মানভূমে যে কর্ম্মপন্থা অনুসৃত হইতেছে তাহাতে হয় তো একদিন আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিতে পারে—তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। আমরা তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। মানভূমের কর্মীগণ সত্যাগ্রহী। নিজেদের দুঃখবরণের বিনিময়ে অত্যাচারীর অস্ত্রকে ইহারা নমিত করিয়াছে। বহু সংগ্রামের জীবনে উদ্যত খড়্গের নিচে দাঁড়াইয়া আক্রমণকারীর প্রতি সহৃদয় ভাব লইয়াই অন্যায় প্রতিহত করিয়াছে। যাহারা আজ কামানের বাণী শোনাইতেছে—তাহারা আমাদের ভাই। তাহাদের অন্যায়ের প্রতিরোধে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। তাহাদের কামানের গোলায় আমাদের বুকের রক্তে তাহাদের চেতনার সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষার জন্য আমরা রহিলাম।

সত্যাগ্রহের দুর্জ্জয় আহ্বান

দিকে দিকে সত্যাগ্রহী সৈনিকের অভিযানের আয়োজন
মানভূমের বিপুল কর্ম্মীবাহিনী সত্যের পরীক্ষা দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প
মিথ্যার বিরুদ্ধে, অসম্মানের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে
লক্ষ লক্ষ জনগণের বিশাল প্রাণের বিরাট অভ্যুত্থানের সূচনা
শত শত কর্ম্মীর অন্তরের তপস্যাবেগ, ত্যাগ ও দুঃখবরণ
স্বাধীনতার জীবনে জনতার শক্তি ও অধিকারের
সৌধ রচনায় আহুতি দান করিবে
যতদিন না জনগণের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন সংগ্রাম চলিবে

"আমরা সত্যাগ্রহ শক্তির সহায়তায় জনমুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করিতেছি। ইহা আমরা কোনো একটি সাময়িক বিষয় বা স্বল্প-নির্দ্ধারিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আরম্ভ করিতেছি না,—আমাদের সম্মুখে এক দীর্ঘকাল ব্যাপী বিরাট সত্যাগ্রহ সংগ্রামের লক্ষ্য লইয়াই আমরা এই পথে অগ্রসর হইতেছি। যতদিন না মানভূমের এই অস্বাভাবিক, পঙ্কিল, স্বাধিকার-বিহীন অত্যাচারিত জীবনের অবসান হইয়া স্বাধীন জীবনের উপযোগী সম্মানিত জীবনভিত্তিতে জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—ততদিন আমাদের এই সংগ্রাম—এক বৎসর হউক, দুই বৎসর হউক বা ততোধিক দীর্ঘকাল ব্যাপী হউক— অব্যাহত চলিতে থাকিবে, আমরা দৃঢ়নিশ্চিত"—মানভূমের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের রূপ সম্বন্ধে লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন—"বহু সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে কর্ম্মবল ও সত্যাগ্রহের সংহতি-শক্তি মানভূমে এক বিরাট শক্তিশালী নিষ্ঠাপূত কর্ম্মীদল সুগঠিত করিয়াছে—আজ তাঁহারা দিকে দিকে সংগ্রামের আয়োজনে প্রস্তুত হইতেছে। গ্রামের পর গ্রাম এই বিরাট আন্দোলনের রূপকে বিশালতর করিবে। কর্ম্মীদের কর্ম্মপ্রভাবিত গ্রামাঞ্চলগুলি উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে—সমগ্র গ্রামবাসী একযোগে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ও আন্দোলনকে সহায়তা দিতে চায়। এই বিরাট শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে জনশক্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করিতে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীরা আজ কর্ম্মরত।"

"কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভিতর আজ বহু দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছে তাহাকে আবর্জ্জনা মুক্ত করিয়া কংগ্রেসকে তাহার আদর্শে পুন-প্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। কংগ্রেসের নিয়োজিত ব্যক্তিদের পরিচালন-অধীনে আজ প্রাদেশিক শাসন বিভাগও ঘোর দুর্নীতিপূর্ণ রূপ ও জনগণের সরকারের অযোগ্য রূপ ধারণ করিতেছে। কংগ্রেস সরকার কংগ্রেস বিরোধী সরকাররূপে দেখা দিতেছে। আমাদের সরকারকে অন্যায় পরিচালনা হইতে মুক্ত করিয়া কংগ্রেস সরকাররূপে পুনরায় রূপান্তরিত করিতে হইবে। ইহার পথেই আমাদের সংগ্রাম। সত্যের বল দুর্নিবার রূপে কার্য্য করিবে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের আপন ক্ষেত্রকে শক্তির বিরাট সম্ভাবনা দান করিবে আমরা বিশ্বাস করি। সমগ্র ভারতের সত্যময় অন্তরকে আমাদের নিষ্ঠার দ্বারা আমরা স্পর্শ করিতে পারিব আমরা বিশ্বাস করি।"

সত্যাগ্রহীর অঙ্গীকার

(মানভূমের জনমুক্তি আন্দোলনের অহিংস সৈনিকের অনুসরণযোগ্য ও ঘোষণা)

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের শাসন ব্যবস্থাপকদের দুর্নীতির জন্য এবং দায়িত্বশীল কর্ত্তৃপক্ষগণের উদাসীনতার জন্য মানভূমের জীবনে এক ঘোর অরাজকতা দেখা দিয়াছে। জনগণের স্বরাজ জীবনের যে আশা লইয়া আমরা চলিয়াছিলাম—সেই আশা আজ সুদূর পরাহত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু কোনো প্রতীকার না থাকায়, জনগণকে জাগ্রত করিয়া জনগণের শক্তির উন্মেষে এই বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে নিজদিগকে সংগঠিত করিতে আমি সত্যাগ্রহীর কর্ম্মে অগ্রসর হইতেছি। আমি যাহা করিতে চলিয়াছি আমার নিজস্ব বিবেকের প্রেরণায় নিজের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধে পূর্ণ অবহিত হইয়াই করিতেছি।

জনগণকে সংগঠিত করিতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে আমার কর্ম্মের পথে সত্যাগ্রহ দেখা দিবে। এই সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বোধ এবং প্রেরণা গান্ধীজীর আদর্শের আহ্বানে আমার অন্তরে জাগ্রত হইয়াছে। জনগণের দুঃখ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা আমি দরকার বোধ করিতেছি এবং অহিংসার দৃষ্টি আছে বলিয়াই আজ সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আমি করিতে চলিয়াছি। যাহারা অন্যায় করিতেছে তাহাদের অন্যায় প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছি—এবং ঐ সকল অন্যায়কারীর প্রতি আমাদের অন্তরে ক্ষতি করার মনোভাব ও ইচ্ছা নাই বলিয়া সহানুভূতির পথে নিজে পীড়ন সহ্য করিয়া অন্যায় প্রতিরোধ করিবার জন্যই এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছি।

আমি আমার সমস্ত কর্ম্ম অহিংস আচরণের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিব—ইহাই আমার ধ্যেয়। সর্ব্বপ্রকার পীড়ন ও অবিচারে অহিংস থাকিয়া পশুবলের কাছে আত্মবলের বিজয় ও গৌরব স্থাপন করিব। অহিংসার বলে অত্যাচার সহ্য করার শক্তিতে মর্য্যাদাপূর্ণ উন্নত সমাজের ভিত্তি রচনার পথে আমি সহায়তা প্রদান করিব।

মানভূমে যাহা আজ ঘটিতেছে—তাহা শাসন যাহাদের হাতে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের ফলেই ঘটিতেছে। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, প্রাদেশিকতা দৃষ্টি, শ্রেণীবোধ দৃষ্টি প্রভৃতি শাসনকারীদের নিজ নিজ স্বার্থসাধন ও স্বার্থ-কায়েমী করার মনোবৃত্তি হইতেই দেখা দিতেছে। জনগণের স্বার্থ, শক্তি, অধিকার ও ক্ষমতা লাভের ব্যবস্থাকে তাহারা ঐ সকল কারণেই নানাভাবে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। অন্যায় করার যে কোনো পথ ইহারা পাইতেছে তাহাই আশ্রয় করিতেছে। আমরা ইহাদের এই সাম্রাজ্যবাদী রূপকে যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিব। বাংলা বিহার, বাংলা ভাষা, হিন্দি ভাষার তারতম্য ইহাদের কাছে কেবল স্বার্থ বোধে। আজ বাংলাভাষার উপর আক্রমণ করিতেছে—সুযোগ ও প্রয়োজন বুঝিলে ইহারাই বিহার ও হিন্দিভাষার সর্ব্বনাশ করিয়া নিজেদের স্বার্থসাধন করিবে। ইহাদের এই সাম্রাজ্যবাদী অবস্থাকে আমরা যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়া ইহার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিতেছি। ইহাদের স্বার্থের কবল হইতে কংগ্রেসী সরকারকে যথার্থ জনগণের ক্ষমতাসম্পন্ন সরকাররূপে গড়িয়া তুলিতে আমরা কাজ আরম্ভ করিলাম।

মানভূমের কর্ম্মীদের জীবনে এক উন্নত সংগঠন ধারা রূপ লাভ করিয়াছিল। সেই কর্ম্মশক্তিতে মানভূমে জনগণের জীবনক্ষেত্রে এক বিশাল পঞ্চায়েৎ শক্তি রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। জনগণ নিজেদের আত্মশাসন জীবনে সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতেছিল। কিন্তু শাসন পরিচালকদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই পঞ্চায়েতকে শক্তি

…ক্ষিত করিতে, ইহাকে চুরমার করিতে, এবং জনগণের জীবনে এক ঘোর বিশৃঙ্খলা আনিতে যথাশক্তি …য়োজিত করিয়া মানভূমের জীবন এক অশান্তি পরিকীর্ণ বিশৃঙ্খলার জীবনে পরিণত করিয়াছে। কর্ম্মীদের আত্মচেতনা, ত্যাগ ও অহিংস প্রতিরোধ বলে এই অন্যায়ের গতি রোধ করিতে হইবে। এই কর্ম্মীশক্তি ও জন-শক্তির সঙ্গে আমিও আমার শক্তি নিয়োজিত করিলাম।

আমার কর্ম্ম হইবে—মানভূমের জনগণ তাহার উন্নত জনমত সহ যেন দ্রুতগতিতে অন্যায়ের সামনে দাঁড়াইতে পারে তাহার চেষ্টা করা। আমি চেষ্টা করিব—জনগণের ভিতর হইতে যেন তাহাদের ন্যায্য দাবীর বিপুল সংহত শক্তি জাগ্রত হয়; প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা জনগণের নৈতিক বলকে যে ভাবে নষ্ট করা হইতেছে—জনগণ যেন তাহার দুর্ব্বলতায় পড়িয়া নিজেদের সত্তাকে যেন বিসর্জ্জন না দেয়; জনগণ যেন ক্ষুদ্র স্বার্থে পড়িয়া নিজেদের পঞ্চায়েত শক্তির বিপুল ভবিষ্যতকে যেন ক্ষুণ্ণ না করে। জনগণ যেন বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে অহিংস শক্তিতে জাগ্রত হইয়া পঞ্চায়েতের বিপুল কর্ম্মধারাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

মানভূমের এই সংগ্রাম—মানভূমের জনমুক্তির পথে সংগ্রাম। মানভূমের জনমুক্তি আন্দোলনের এই পথে জনগণের প্রকৃত স্বরাজ জীবন প্রতিষ্ঠার সোপানে আমরা আগাইয়া চলিব। জনগণের শাসনের নামে জনগণকে শোষণ, পীড়ন ও দমন করার জীবনের অবসান করিয়া আমাদের এই জনমুক্তি আন্দোলন যেন আমাদিগকে জনশক্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারে—তাহাই আমার সম্মুখে লক্ষ্য থাকিবে। অনুকূল ক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ আজ যথার্থ স্বরাজ জীবনের ক্ষেত্র লাভ করিবার জন্য অন্তরে যে দুঃখ এবং প্রেরণা বোধ করিতেছে—তাহাই দিনে দিনে সমগ্র ভারতের জনমুক্তির অহিংস আন্দোলনের রূপে রূপান্তরিত হইবার সূচনা প্রকাশ করিতেছে। মানভূম তাহারই এক অংশরূপে কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে। ইহা মানভূমে হইলেও ইহা ভারতের। আমি যেন তাহার সম্যক দায়িত্ব ও মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারি।

সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীবোধ, ক্ষুদ্র দৃষ্টি হইতে মুক্ত হইয়া প্রসারপূর্ণ অন্তর লইয়া চলাই আমার ব্রত হইবে। ঐ সকল দৃষ্টি লইয়া যাহারা অন্যায় করিবে তাহাদের অন্যায়কে নিজেদের অন্তরের কোনো শ্রেণীবোধ ও সাম্প্রদায়িকতার বোধ হইতে বিচার যেন না করি। এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হইতে মুক্ত হইয়াই অন্যায়ের প্রতি আমার বিচার জাগ্রত হইবে। সর্ব্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ, ব্যক্তি প্রাধান্যের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযান। নিজেদের কর্ম্মের পথে আমাদের চলিবার লক্ষ্য থাকিবে—যাহাতে কোনো দল বা সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি বা কাহারও ব্যক্তি প্রাধান্যের ক্ষেত্র সৃষ্টির কোনো আবর্জ্জনা আসিয়া যেন দেখা না দেয়। জাগ্রত জনগণের শক্তি, অধিকার, ব্যবস্থা ও কর্ম্মধারার প্রতিষ্ঠাই আমাদের পূর্ণ লক্ষ্য থাকিবে।

এই কর্ম্মপথে আমি অহিংস আচরণ লইয়া শান্তি ও গভীর শৃঙ্খলার সহিত কর্ম্ম করিব। আমাদের লক্ষ্মী পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রাখিয়া চলিব। সম্মিলিত কর্ম্মের যাহা নির্দ্দেশ থাকিবে—এবং যাহা কংগ্রেস পূর্ণ বিবেকের সহিত গ্রহণ করিব—তাহা আমি অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়া চলিব।

কর্ম্মের পথে সত্য ও অহিংসার আদর্শ আমার সম্মুখে জাগ্রত থাকিবে। অহিংসা মন্ত্রের গুরু গান্ধীজীর নির্দ্দেশের বাণীর আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া চলিতে সমগ্র শক্তি যেন আমার ব্যাপৃত থাকে—তাহাই আমার ব্রত হইবে। এবং যে এক মহান অদৃশ্য অন্তর শক্তি আমাদিগকে এই কর্ম্মের পথে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সেই অন্তর শক্তি আমাদিগকে জয়ের পথে লইয়া চলিবে—এই আন্তরিক বিশ্বাস ও বল লইয়া আমি আমার কর্ম্মের ব্রত বিগ্রহণ করিলাম। (লোক সেবক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রচারিত। সত্যাগ্রহীগণ এই অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করিয়া সত্যাগ্রহে ব্রতী হইবেন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। —মুঃ সঃ।)

মানভূমের জনমুক্তি আন্দোলনের দাবী

———0———

জনগণের জীবনে আচরিত অন্যায়সমূহের প্রতিকার কল্পে এবং জনগণের জীবনকে যথার্থ জনশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে জনচেতনা জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে জনমত গঠন করিবার অধিকার জনগণের তথা দেশের প্রত্যেক লোকের রহিয়াছে। শান্তিপূর্ণভাবে ন্যায় সঙ্গত দাবী জানাইবার জন্য প্রচারের স্বাধীনতা স্বাধীন জীবনের অপরিহার্য্য। মানভূমের জনশক্তিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার জন্য এবং জন-জীবন যথার্থভাবে গড়িবার জন্য আজ মানভূমের জনমত গঠন করিবার গভীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। তাহার জন্য এই দাবীগুলি ঘোষণা করিতে এবং দাবীর পথে জনমত গড়িতে আমি প্রচারে অগ্রসর হইতেছি। এই ন্যায়সঙ্গত প্রচারের পথে যদি বাধা আসে তাহাকে আমি অন্যায় মনে করিয়া সেই আইনের বন্ধনকে আমি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিব এবং ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি উত্থাপন করার কার্য্যে নিষেধাজ্ঞা হইলে তাহাও মানিয়া লইতে আমি বাধ্য থাকিব না। সত্যাগ্রহীর আদর্শ অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে আমার দাবী যাহা আমি জানাইতেছি তাহা এই :—

১ম দাবী—আজ মানভূমের জীবনে যে সকল বহু প্রকারের অন্যায় দেখা দিয়াছে—মানভূমের অধিকার, শান্তি, সম্প্রীতি, সংগঠনশক্তি যে ভাবে বিনষ্ট করা হইতেছে তাহা দ্বারা আজ প্রমাণিত হইয়াছে—যাহাদের উপর কংগ্রেস বিশ্বাস করিয়া জনগণের শাসন পরিচালনের ভার দিয়াছে সেই সকল ব্যক্তির অযোগ্যতা এবং দুর্নীতি আশ্রয়ের ফলেই মানভূমের জনগণের এই দুঃখ এবং শান্তি ও অধিকারের পথে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। জেল… জনগণকে দমন ও পীড়নের বহুবিধ স্বৈরাচারপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা কংগ্রেস নীতি ও নি… বিচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহাদের কাজের ফলে মানভূমে আজ এক পূর্ণ বিশৃঙ্খলময় অরাজকতার জী… দেখা দিয়াছে। স্বরাজ জীবন পঙ্কিলতাপূর্ণ বিষময় জীবনে পরিণত হইয়াছে। ঐ সব ব্যক্তির কর্ম্ম ও আচরণের বিচার করিবার অধিকার যে উর্দ্ধতন কংগ্রেসের আছে তাঁহাদের দ্বারা আজ বিচার করা হউক—এবং যাঁহাদের অযোগ্যতা ও অন্যায় কার্য্য প্রমাণিত হইবে তাহাদের হাত হ… কংগ্রেস তথা জনগণের এই শাসন যন্ত্রকে মুক্ত করিয়া ইহাকে যথার্থ কংগ্রেস শাসন যন্ত্রে পরিণত করা হউ… কংগ্রেস নিজের প্রতিষ্ঠান হইতে দুর্নীতি নিবারণের এক আদর্শ স্থাপন করিতে প্রস্তাব ঘোষণা করিয়া সেই আদর্শকে কার্য্যে রূপ দিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২য় দাবী—প্রাদেশিক সরকারের প্রশ্রয়ে এবং নিজেদের দুর্নীতি করার মনোবৃত্তির ফলে জেলা… সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বহু প্রকারের দুর্নীতি, এবং জনগণের প্রতি অবিচার অত্যাচারমূলক অন্… আচরণ করা হইয়াছে। এই সকলের বহু অবিসংবাদী প্রমাণ ও জেলাব্যাপী অগণিত কর্ম্মের প্রমাণে তাহা … হইয়া আছে। এই সকল অফিসারগণের কর্ম্মের বিচার করা হউক এবং বিচারে অন্যায় প্রমাণিত হইলে জনগণের শাসন যন্ত্রকে ইহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া জনগণের যথার্থ শাসন পরিচালনায় উপযোগী ব্যবস্থা করা হউক। এবং ইহার সহিত শাসন যন্ত্রের মধ্যে ব্যাপক অব্যবস্থা ও দুর্নীতির তদন্ত করিয়া তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করা হউক।

৩য় দাবী—কংগ্রেসী সরকারের ন্যায় কংগ্রেসের জেলা, প্রাদেশিক প্রভৃতি কমিটীগুলির উপরও জনগণের সুব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করিবেন কোথায়, জেলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর

= • মুক্তি • =

...কিত্তকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এই সকল অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পরিস্থিতিকে আরো খারাপ
...রোধকরিবার পথে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহাদের এই সকল কর্ম্মের প্রমাণসমূহ রহিয়াছে। উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা
আখ্যা এই সকলের পূর্ণভাবে বিচার করা হউক—এবং অন্যায় প্রমাণিত হইলে তাহাদের কর্ম্ম হইতে কংগ্রেসকে
শক্তি মুক্ত করিয়া কংগ্রেসকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে ব্যবস্থা করা হউক। কংগ্রেস দুর্নীতির বিরুদ্ধে
সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। দুর্নীতিপূর্ণ ব্যক্তিগণকে কংগ্রেসে রাখিয়া কংগ্রেস বিনষ্ট করার অবস্থা হইতে
দাঁড় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ দ্বারা যথার্থ বিহিত
বিপু করা হউক। কংগ্রেসের ভিতর দুর্নীতি থাকিলে জনগণের জীবনের দুর্নীতি দূর করিতে পারিবে কে? তাই
হই কংগ্রেস—যথার্থ আদর্শসম্পন্ন কংগ্রেস হউক ইহাই আমাদের দাবী।

পরি **৪র্থ দাবী**—স্বরাজের অর্থ জনগণের শাসন। সমগ্র ভারতবর্ষ আমরা এক শাসনের ব্যবস্থাবন্ধনে আবদ্ধ
অ আছি। তাহা সকলকেই মানিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানের জনগণের তাহার জনমত জানাইতে,
তাহাদের ন্যায্য দাবী অনুযায়ী ব্যবস্থা পাইতে, সকল স্থানের জনগণের সহিত জেলার শাসনে অংশ লাভ
জন করিতে অধিকার রহিয়াছে। আজ মানভূমের জীবনে এমন অবস্থা আসিয়াছে যে—জেলার শাসন ব্যবস্থা ও
শো ক্ষমতায় জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের এই জনশক্তির বিন্দুমাত্র স্থান বা অধিকার নাই। জনমতের অবস্থা
প্রতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে জেলার লক্ষ লক্ষ লোক যদি কোনো জেলা কর্ম্মচারীর নিয়োগ বা জেলার কোন ব্যবস্থাকে
হইয় অন্যায় বলিয়া মনে করে তথাপি তাহার ন্যায্য দাবীর কোনো মর্য্যাদা নাই। সমগ্র ভারতের সহিত
করি শাসনব্যবস্থায় যুক্ত থাকিয়া জেলার কর্ম্ম ব্যবস্থাতে জনমতের আজ বিন্দুমাত্র স্থান নাই। কংগ্রেস এবং
প্রকা গান্ধীজী ভারতের শাসন জীবনে সর্ব্বোচ্চ শাসন ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে দিবার পরিকল্পনার রূপ
ভারতের ...ছেন। কিন্তু তাহার পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই। শাসনের ক্ষমতা না পাইয়া উৰ্দ্ধতন
...শাসন শক্তির দ্বারা আমরা পরিচালিত হইতেছি—তাহা দ্বারা আমরা ঠিকমত পরিচালিত হওয়া দূরের
আমার ... শোষণ ও পীড়নের অবস্থাই অনুভব করিতেছি। ইহার অবসান করিতে হইবে। জেলার শাসন
কোনো ...য় যথার্থ জনমতের মূল্য ও আসন থাকিবে। শাসনযন্ত্রে জনশক্তির—পঞ্চায়েত শক্তির অংশ ও অধিকার
হইয়াই অন্য—ইহাই আমাদের দাবী।

...কথা দূরের—আমাদের শাসন অধিকার লাভের অংশ শক্তির পঞ্চায়েত যন্ত্রে শাসন

বিরুদ্ধে আ **৫ম দাবী**—শাসন যন্ত্রে পঞ্চায়েত শক্তির অংশ অধিকার লাভের কথা দূরের—আমাদের শাসন তাহার বিচার ও পরিবর্ত্তন
কোনো দুর্নীর জন্য এমন কতকগুলি আইন আছে যাহা জনগণের অসুবিধাজনক।
...বর্জনা করা হউক।

আমাদের **৬ষ্ঠ দাবী**—আমাদের জেলায় সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি করার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে নিরাপত্তা
...ইন জারী রহিয়াছে। সভা শোভাযাত্রা করিতে হইলে ঐ আইন অনুযায়ী অনুমতি লইতে হয়।
কর্ম্মী পরিমানে আমাদের জেলায় ঐ আইনকে আশ্রয় করিয়া জনঅধিকার ও জনমতকে পিষ্ট করিবার এবং
...নি পনবিরোধী শক্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিবার নানা ব্যবস্থা ও কৌশল করিয়া শাসন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বহু প্রকার
দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ করা হইতেছে। অন্যায়ের সুযোগের একটি পন্থাস্বরূপে এই যে আইন রহিয়াছে—তাহার
নির্দ্দেশঅপসারণ করিয়া জনগণকে গঠিত হইতে অবকাশ দেওয়া হউক।

হবে। নিরাপত্তা আইন জাতীয় এই আইনগুলি প্রতিষেধক আইন। কোনো স্থানের পরিস্থিতি গুরুতর ও
...সীমাবিপদসূচক হইলেই সেখানে প্রতিষেধক আইন জারী করা হয় এই জন্য যে, অন্যায় করিবার পূর্ব্ব হইতে মানুষকে
...হণ আইনে বাঁধিয়া রাখা হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অনুযায়ী আইনের আদর্শ হইল যে—আইন থাকিবে যদি
সত্যাগ্রহ অন্যায় করে তবে সে আইনে পড়িবে। অন্যায় করিবার পূর্ব্বেই মানুষকে আইনে আবদ্ধ করিয়া

রাখা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ বিরোধী। এবং ইহার দ্বারা শাসন পরিচালকদের হাতে অপরের... জুলুম করিবার এবং দুর্নীতি করিবার সুযোগও দেওয়া হয়। কোনো স্থানের পরিস্থিতি সত্যই বিপদসূচক হইলে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী হইলেও তখন এই আইন প্রয়োগ দরকার হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এই আইন জারী করিয়া রাখা—বা পরিস্থিতির মিথ্যা অজুহাত তুলিয়া জারী করিয়া রাখা—ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার আদর্শ বিরোধী—উহা ন্যায়সঙ্গত নহে এবং কাজের অসুবিধাজনক। মহাত্মাজীর ৬ই এপ্রিলের যে অভিযান ছিল তাহা রাউলাট আইন নামক এই প্রকার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হরণকারী অন্যায় আইনের বিরুদ্ধেই অভিযান ছিল। এবং সমগ্র ভারত এই অন্যায় আইন রদ করিতে সেদিন বিরাট অভিযান করিয়াছিল। মানভূমে নিরাপত্তা আইন জারী করার মত কোনো অবস্থা ছিল না বা নাই। উহা রাখিবার কোনো যৌক্তিকতা নাই। উহা কেবলমাত্র জনমত দমনের জন্যই রাখা হইয়াছে। এবং যদি মানভূমে নিরাপত্তা আইন রাখা কোনো দিক দিয়া প্রয়োজন তবে নিরাপত্তা আইনের ব্যবহার করার ক্ষমতা আজ যাহাদের হাতে তাহাদের বিঘ্নকারী আচরণের বিরুদ্ধেই উহা জারী থাকা প্রয়োজন। জনগণকে আবদ্ধ রাখিবার দিক হইতে উহার কোনো প্রয়োজন নাই, উহা অন্যায়। এই অন্যায়ভাবে জারী করা আইন যাহা প্রতিনিয়ত অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য আমরা দাবী জানাইতেছি।

৭ম দাবী—জেলায় জনগণের ভাষার উপর, শিক্ষার উপর, জেলার জীবন পরিচালনের স্বাধীন ইচ্ছার উপর আজ বহু প্রকারের বাধা ও অবিচার ঘটিতেছে। ভাষা ও শিক্ষার অধিকার অন্যায়ভাবে, কঠোরভাবে এবং বেআইনীভাবে পিষ্ট করা হইতেছে। এই সকল অন্যায় অবিচারপূর্ণ হস্তক্ষেপের অবসানের জন্য দাবী জানাইতেছি।

৮ম দাবী—বিহার সরকার আজ এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিতেছেন। কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, এক ভারতের অধীনে, সকল জনগণ মিলিতভাবে এক শাসন ব্যবস্থায় চলিলেও, কাজের সুবিধার জন্য এক এক রকম ভাষাভাষী লোককে এক এক অঞ্চলে সম্মিলিত করিয়া এক একটি প্রদেশ গঠন করা। কংগ্রেস তথা গান্ধীজী বিশ্বাস করিয়াছেন যে ইহা দ্বারা জনগণের অগ্রগতি ও বিকাশ হইবে। কংগ্রেস এই নীতি গ্রহণ করায় বিহার সরকারের চিন্তা হইয়াছে যে, মানভূমের অধিকাংশের ভাষা বাংলা হওয়ায় মানভূমের জনগণের কল্যাণ হইবে বিবেচনায় কংগ্রেস মানভূমকে ভাষার ভিত্তির নীতি অনুসারে বাংলার সহিত যুক্ত করিয়া দিবেন। ইহা ঘটিলে মানভূম বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে—এই আশঙ্কা বিহার সরকারের মনে জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ভাষার দৃষ্টিতে মানভূমকে বিহারে রাখার কোনো দাবী তাঁহাদের নাই। তজ্জন্য এই ভাষার ভিত্তির নীতির যথার্থ প্রয়োগকে এড়াইবার জন্য মানভূমের ভাষা হিন্দি প্রতিপন্ন করিতে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির আশ্রয় করিতেছেন; প্রলোভন, জবরদস্তি, পীড়ন ও দমন আশ্রয় করিয়া বাংলা উচ্ছেদ ও হিন্দির নানা অবৈধ রেকর্ড করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। জনগণের কল্যাণ, জনগণের ইচ্ছার কথা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন; বাংলায় যাক, আর বিহারেই থাক, একই ভারতে সকলের সহিত যুক্ত থাকিবে—ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহাও ভুলিয়া গিয়াছেন যে ইহা দ্বারা কংগ্রেসের নীতিকে বঞ্চিত করার দুর্নীতি আশ্রয় করিয়া তাঁহারা কংগ্রেস বিরোধীতা করিতেছেন। জনগণের মঙ্গলের জন্য কংগ্রেস যে নীতি উদ্ভাবন করিয়াছেন—কংগ্রেসের উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ মানভূমের অবস্থা বিচার করিয়া যাহা সমীচীন তাহা ব্যবস্থা করিবেন—এই মনোভাব রাখিয়াই আমাদের সকলের চলা উচিত, ইহাই আমাদের মত। এবং এইভাবেই আমরা চলিয়াছি। কিন্তু বিহার সরকার এইভাবে চলিতে পারা দূরে থাকুন, বিহারে

উদ্দেশ্যে আজ বাংলাভাষা ও বাংলাভাষীদের অধিকার নষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কাহারও স্বার্থের প্রেরণায় মানভূমের ভাষা, শিক্ষা ও অধিকার নষ্ট করার মত অসত্য ও অন্যায় আচরণ কখনো সহ্য করা যাইতে পারে না। ইহা দ্বারা মানভূমের ক্ষতি ও অধিকার নষ্ট যেমন করা হইতেছে, তেমনি, সত্যের দৃষ্টিতে ভাষার ভিত্তির নীতির বিচারের অবস্থাকেও ব্যাহত করা হইতেছে। ভাষার ভিত্তির নীতির ন্যায়-বিচারের জন্য জনগণের কল্যাণের দৃষ্টিতে উদ্ধতন কংগ্রেস যখন যাহা ভাল হয় করিবেন, কিন্তু বিহার সরকার নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জেলার ভাষা, শিক্ষা, অধিকারের জীবন পঙ্গু করিয়া অসত্য পরিবেশের অস্বাভাবিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে থাকিবেন—তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। বিহার সরকারকে এই আচরণ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভাষার নীতি বিষয়ে বা জেলা বিষয়ে বিহার সরকারের যাহা ইচ্ছা নিজের দিক হইতে বলিতে পারেন। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যের জন্য মানভূমের জনগণের ভাষা, শিক্ষা নষ্ট করিতে তিনি কখনই পারেন না। মানভূমের ভাষা, শিক্ষা বিষয়ে মানভূমের বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। মানভূমের জনগণই তাহা নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করিবে। তাহার ভাষা, তাহার শিক্ষা, তাহার অধিকার, তাহার ইচ্ছা বিষয়ে যখন যাহা প্রয়োজন এবং তাহাকে প্রদত্ত যাহা অধিকার তাহার বিষয়ে মানভূমের জনগণই নির্দ্ধারণ করিবে। ইহার যাহাতে ব্যতিক্রম না হয়—এবং শাসনের সুযোগে সরকারের এই ভাবে জেলার ক্ষেত্র নষ্ট করার অবকাশ ও সুযোগ যাহাতে না থাকে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—ইহাই আমাদের দাবী।

৯ম দাবী—জনসাধারণের অমঙ্গলকারী, সমাজ বিরোধী, কংগ্রেস বিরোধী যে সকল ব্যক্তিবর্গ জনগণের বিশ্বাসভাজন নহেন, তাহারা আজ নানাভাবে শাসন পরিচালকদের হাত হইতে এবং জন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে জনগণের কার্য্য ব্যবস্থা করার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা পাইতেছেন। এই সকল লোকের কার্য্যসমূহ বিচার করিয়া তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাহাতে এই সকল লোক ঐভাবে শাসন বিভাগ হইতে বা জন-প্রতিষ্ঠান হইতে কার্য্য ব্যবস্থার ক্ষমতা পাইয়া জনগণের অমঙ্গল করিতে না পারে। শাসন ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্ত কাজের ভারসকল বা জনকল্যাণের প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য্য-ভার বা প্রতিনিধিমূলক পদসমূহ যেন দেশের কোনো জনস্বার্থ বিরোধীর হাতে না যায় বা যাহা ইহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাহার কবল হইতে যাহাতে ঐ সকল মুক্ত হয়, তাহার পূর্ণরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের অগ্রগতির জন্য আজ সকলপ্রকার কায়েমীস্বার্থ ও দুষিতচক্র হইতে দেশের জনস্বার্থকে মুক্ত করা প্রয়োজন। তজ্জন্য এ বিষয়ে কার্য্যপন্থা গ্রহণ করা হউক। কতকগুলি সাময়িক পত্র দায়িত্বজ্ঞানহীন-ভাবে জনগণের মধ্যে ভেদ, বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা প্রচার করিতেছে তাহার বিচার করিয়া, তাহারা যাহাতে এই ক্ষতিকর কার্য্য করিতে সুযোগ না পায় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। মানভূমে কতকগুলি সহসা নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান নিজেদের অন্যায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেখা দিয়াছে। তাহারা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে জনগণের মধ্যে ভেদ, বিদ্বেষ দুর্নীতি প্রসার করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিচার করিয়া, অন্যায় কর্ম্ম এবং উদ্দেশ্য প্রমাণিত হইলে, ইহাদের এই সুযোগ হইতে নিরস্ত করিতে হইবে ইহাই আমাদের দাবী।

১০ম দাবী—জঙ্গল প্রভৃতি ব্যাপারে জেলায় এক ব্যাপক দুর্নীতি ও ঘোর অব্যবস্থা চলিতেছে। জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের সরবরাহ ও বণ্টন বিষয়েও বহু অসুবিধা, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। অতি শীঘ্র এই সকল ব্যবস্থার অসুবিধা দূর করিয়া জনগণের কষ্টের লাঘব করা হোক ইহাই দাবী।

১১শ দাবী—সরকারী দুর্নীতির ফলে বহু জনের উপর বহু অবিচার ও ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে। এই সকলের তদন্ত করিয়া যাহার যাহা ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ করা হোক ইহাই দাবী।

১২শ দাবী—মানভূমে অনুষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার অন্যায়ের—বর্ত্তমানে যাহা চলিতেছে—এবং দেড় বৎসর যাবৎ যাহা মানভূমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছে—তাহার পূর্ণরূপে তদন্তপূর্বক বিচার ও যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। মানভূমের মুক্তি আন্দোলনের দাবীর যথার্থতা ও অধিকার স্বীকার করা হোক। এবং জনসাধারণের জীবন হইতে এই বিশৃঙ্খলাময় অবস্থার অবসান করিয়া মানভূমের জীবন ক্ষেত্রকে সর্ব্বাঙ্গীণ গঠনমূলক কর্ম্মের ও পঞ্চায়েৎ শক্তির প্রসার ক্ষেত্ররূপে পরিণত ও পরিচালিত করার ব্যবস্থা করা হোক ইহাই আমাদের দাবী।

সত্যাগ্রহের দাবী ও জনগণের প্রতি আবেদন—

মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্ম পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মুক্তি আন্দোলনের এই দাবী প্রকাশিত করিলাম। লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীগণ এই দাবী লইয়া জনমত গঠনে অগ্রসর হইবেন। জনগণ এই দাবী অনুযায়ী নিজেদের সংগঠন করার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইবেন। এই দাবী প্রচারের জন্য ব্রতী কর্ম্মীগণ এই দাবী পত্র সঙ্গে লইয়া জন সংযোগের কার্য্য করিবেন। জনসভা প্রভৃতি করিবেন এবং নির্দ্দেশ অনুযায়ী উপযুক্ত আচরণ অবলম্বন করিয়া বিপুল জনমত গঠনের কার্য্যে আত্মশক্তি, উৎসাহ, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা লইয়া অগ্রসর হইবেন ইহাই প্রার্থনা।

শিল্পাশ্রম
পুরুলিয়া
১৯।৩।৪৯

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক
মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘ

আন্দোলনের কার্য্যধারা ও কর্ম্মতালিকা

আগামী ৬ই এপ্রিল ২৩শে চৈত্র বুধবার হইতে আরম্ভ
মানবাজার, মাগুড়া ও কয়েক স্থানে সত্যাগ্রহ উদ্বোধনের স্থান নির্ণয়
প্রারম্ভিক কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মতালিকা সহকারে সত্যাগ্রহ ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিস্তারিতরূপে পরিণত হইবে

—০—

আগামী ৬ই এপ্রিল হইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে। লোক সেবক সঙ্ঘের যে সকল পূণ্য অনুষ্ঠানকে অবিচারের হস্তক্ষেপে উদ্‌যাপিত হইতে দেওয়া হয় নাই, সেই সকল স্থানের আরব্ধ কর্ম্ম উদ্‌যাপনের দায়িত্বপালনরূপে ঐ সকল স্থানগুলি সত্যাগ্রহ আরম্ভের স্থানের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভ দিবস; এই অনুষ্ঠান পালনের উপলক্ষ্যরূপেও সত্যাগ্রহ আরম্ভের কার্য্যতালিকা থাকিবে।

সত্যাগ্রহের পন্থা ও কার্য্যধারা—

আন্দোলনকে প্রথম হইতে নির্দ্দিষ্টরূপ হইতে বৃহত্তররূপে লইয়া যাওয়া হইবে। এবং সত্যাগ্রহের নির্দ্ধারিত পন্থা-সমূহের মধ্যে যেগুলি সাম্প্রতিক নির্ব্বাচন করা হইয়াছে সেই গুলি অবস্থা অনুসারে ক্রমান্বিত প্রয়োগ করা হইবে। প্রথম দিকে সত্যাগ্রহ পন্থা নিম্নলিখিতরূপে গ্রহণ করা হইবে :—

(ক) নির্বাচিত সত্যাগ্রহী মানভূমের প্রতি প্রযুক্ত তথাকথিত নিরাপত্তা আইন পূর্ণরূপে উপেক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষকে সংবাদ প্রদান করিবেন;

(খ) এবং তদনুসারে জনসভার কর্ম্মতালিকা নির্দ্ধারণ করিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন যে তাঁহারা ইচ্ছামত ব্যবস্থা লইতে পারেন।

…জনমুক্তি আন্দোলনের জন্য রচিত দাবীপত্র …স্বার্থে …াগ্রহী প্রচারে বহির্গত হইবেন। জনগণের …ভিতর সাধারণভাবে ঐ প্রচারপত্র পড়িয়া শুনাইবেন এবং জনসভায় উহা উত্থাপন করিবেন।

(ঘ) সত্যাগ্রহীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট জনসভাগুলিতে যোগদানের জন্য জনসাধারণের ভিতর নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি-সমূহ থাকিবেন। তাঁহারাই সভায় যোগদান করিবেন। সত্যাগ্রহ সংগ্রামের পর্য্যায় ও পরিস্থিতি বিচার করিয়া এবং জনসাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলাব্যবস্থা ও মনোবল অনুসারে সভায় যোগদানের এই গণ্ডীর প্রসার করা হইবে।

(ঙ) ১৪৪ বা ঐ প্রকার আইন জারী হইলে অনুষ্ঠান কেবল সত্যাগ্রহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে; জন-সাধারণের যোগদানের প্রশ্ন থাকিবে না।

(চ) মুক্তি আন্দোলনের দাবী-পত্র ঘোষণা করা নিষেধাজ্ঞা হইলে ইহাও একটি সত্যাগ্রহের লক্ষ্যস্বরূপ হইবে।

প্রাথমিক অবস্থায় এইগুলি প্রযুক্ত হইবে। কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সত্যাগ্রহ পন্থার বিভিন্নতা দেখা দিবে। এবং জেলার জীবনে অপরিহার্য্য হইলে এক সামগ্রিক অহিংস সত্যাগ্রহের রূপ তাহার সকল ব্যবস্থাসমূহ সহ কর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ণরূপে দেখা দিতে পারে—তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুতিও বর্ত্তমান সত্যাগ্রহের অঙ্গরূপে থাকিবে।

কর্ম্মতালিকা—

সত্যাগ্রহের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের জন্য মাণ্ডড়া, মানবাজার ও জেলার কয়েকটি স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মাণ্ডড়ায় লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীসম্মেলনের শান্তিপূর্ণ ও জনসেবার অনুষ্ঠানকে অবিচারের হস্তক্ষেপে র…া হইয়াছিল। তাহার আরব্ধ কর্ম্ম উদ্‌যাপন করিতে, জন-মুক্তি আন্দোলনের দাবী জানাইতে এবং জাতীয় দিবস পালন করিতে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ১২ জন সত্যাগ্রহী মাণ্ডড়ায় অনুষ্ঠান করিবেন।

মানবাজারে শহীদ স্মৃতি তর্পণের পুণ্য দিবস অন্যায় ব্যবস্থা সহকারে অনুষ্ঠিত হইতে দেওয়া হয় নাই। এই প্রারব্ধ স্মৃতি তর্পণের পুণ্যকর্ম্ম উদ্‌যাপন করিতে, জনমুক্তি আন্দোলনের দাবী জানাইতে এবং জাতীয় দিবস পালন করিতে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে ১২ জন সত্যাগ্রহী মানবাজারে অনুষ্ঠান করিবেন।

ঐ দিন মানভূমের আরো ৭টি স্থানে ৩ জন করিয়া সত্যাগ্রহী ৬ই দিবসের জাতীয় সপ্তাহ অনুষ্ঠান পালন করিবেন। জাতীয় সপ্তাহের যে তাৎপর্য্য, জনমুক্তি আন্দোলন সেই উদ্দেশ্যের পথেই কার্য্য করিবে। সেই জন্য এই ৭টী জাতীয় সপ্তাহ অনুষ্ঠানে ঐ দাবী-পত্র পাঠও অনুষ্ঠানের অঙ্গ থাকিবে।

তাহার পর হইতে প্রতিদিনের কার্য্যতালিকা নিয়মিতরূপে চলিতে থাকিবে। ধীরে ধীরে গ্রামক্ষেত্র হইতে সহরের দিকে সত্যাগ্রহ পরিব্যাপ্ত হইবে এবং ক্রমশঃ ব্যাপক ক্ষেত্রে বিস্তারিত রূপ ধারণ করিবে।

আইন সভায় মানভূম প্রসঙ্গের পরিণতি

বিহার আইন পরিষদে অন্যায়ের প্রতীকার চাহিতে গিয়া কামান বর্ষণের হুমকীলাভ

মানভূম সদস্যগণের ওজস্বিতাপূর্ণ ভাষণ : কামানের হুমকীতে মানভূম ভীত নহে

মানভূম পরিস্থিতি বিষয়ে শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীসাগরচন্দ্র মাহাত, শ্রীনকুলচন্দ্র সহিস ও শ্রীলম্বোদর মুখোপাধ্যায়ের স্পষ্ট ও বিচারপূর্ণ আলোচনা

[বিগত ২৪শে মার্চ্চের সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল।]

বিহার আইন সভায় মানভূমের শিক্ষা গ্র্যাণ্ট বিষয়ে আলোচনা কালে মানভূম হইতে সদস্য শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মানভূম সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ে আলোচনার জন্য এক ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি জেলা স্কুলে ও সাধারণভাবে জেলায় বাংলা শিক্ষাকে কিভাবে উচ্ছেদ করা হইতেছে তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া; অভিযোগ করেন যে, মানভূমে ছাত্র

সংখ্যার মধ্যে সর্ব্বাধিক ছাত্র বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও তা…র উপর হিন্দি চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। তিনি বলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান ডেপুটি কমিশনারকে জেলায় নিয়োগ করার পর হইতে তাঁহারা বহু প্রকার অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করিতেছেন। প্রতীকারের জন্য তিনি বিশেষ ভাবে প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এপর্য্যন্ত মানভূমে যান নাই এজন্য তাঁহারা দুঃখিত। সমগ্র মানভূম জাতীয় আন্দোলনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একযোগে সংহতশক্তিতে দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু আজ মানভূমের সেই কংগ্রেস শক্তিকে ধ্বংস করা হইতেছে এবং বহুভাবে নিপীড়ন করা হইতেছে। শ্রেণীবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হইতেছে। জনগণ অত্যন্ত মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতেছে। ডেপুটি কমিশনার এই সকলের জন্য দায়ী। মানভূম যাহাতে বাংলায় যুক্ত না হয় সরকার তাহার জন্য আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মুরলী মনোহর প্রসাদ বলেন—শতকরা ৮০ ভাগ লোক মানভূমে বাংলা বলে ইহা কি করিয়া সম্ভব হইয়াছে? ইহার কারণ ১৯১১ সালের পূর্বে বাংলা শাসন বিভাগ কর্ত্তৃক বাংলা ভাষা জোর করিয়া মানভূমে চালান হইয়াছে। হিন্দি যখন জাতীয় ভাষা হইয়াছে তখন বাঙ্গালীদের হিন্দি অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে। বাংলাভাষার সহিত তাঁহার বিবাদ নাই। ইহা উন্নত ও ইহা সমৃদ্ধিশালী হইবে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা বিহারে বাস করিতেছে তাহারা অবশ্যই হিন্দি শিখিবে। **মানভূমের ডেপুটি কমিশনার অতি সুন্দরভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। বিহারের পূর্ণ-অঙ্গ যাহারা খণ্ডিত করিতে চায়, অন্য যে কোনো সরকার হইলে কামানের তোপের মুখে উহাদের গুড়াইয়া টুকরা করিয়া দিত।**

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী লাল (কংগ্রেস) বলেন—বাঙ্গালীরা সুযোগ পাইয়া মানভূমের উপর হিন্দি চাপাইয়া দিয়াছে। ইহা কেবল বৃহত্তর বাংলা করিবার অভিসন্ধিতে। তিনি বলেন যে মানভূমের জনগণ এখন খুব আগ্রহে হিন্দি শিক্ষা করিতেছে, কারণ তাহারা বুঝিয়াছে যে তাহারা হিন্দি শিখিয়া বিহারী হইতে পারিলে তাহাদের উপর আর জুলুম থাকিবে না।

ডাঃ লম্বোদর মুখার্জ্জী (কংগ্রেস) জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহারা শিক্ষা নীতিসমূহের আলোচনা করিতেছেন, না, আত্মমর্য্যাদাবোধ ও শিষ্টাচার ভুলিয়া বাঙ্গালী বিহারী ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তিনি বলেন যে যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সরকারী নীতি হয় তবে প্রত্যেককেই ইহার সুযোগ দিতে হইবে। হিন্দিকে যদি বাধ্যতামূলকরূপে একটি শিক্ষার বিষয় করা হয় তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কেহ বাংলাকে উচ্ছেদ করিয়া হিন্দি চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে তবে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিরোধ করা হইবে। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট যে এই কাজ করিতে পারেন ইহা তাঁহার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। বলা হইয়াছে যে মানভূমের উপর জবরদস্তি বাংলা চাপান হইয়াছে। ভাগলপুরে হাজার হাজার বাঙ্গালী বহু শতাব্দী ধরিয়া বাস করিতেছেন এবং বাংলা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া তিনি বলিবেন না যে ঐ সকল বাঙ্গালীর উপর হিন্দি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাহারা মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদের মাতৃভাষা ভুলিতে বাধ্য করিয়াছে। শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জি দুঃখবোধ করেন যে মেম্বাররা এইরূপ দোষারোপ করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র সহিস বলেন—বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া বিহার সরকার নির্ম্মমভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করিতেছেন বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। **পৃথিবীতে কোনো শক্তি নাই যে মানভূমে জবরদস্তি হিন্দি চালাইতে পারে।**

শ্রীসাগরচন্দ্র মাহাত বলেন—সরকারী শক্তির সহায়ে জবরদস্তি হিন্দি চালাইয়া বাংলা মাতৃভাষা ধ্বংস করিয়া বাঙ্গালীদের মনকে পীড়িত করা বিহারী ভাইদের কখনো উচিত হয় না। **যেভাবে কঠোরতার সহিত পীড়ন করা হইতেছে তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালীরা মানভূমে বসবাস করুন ইহা তাঁহাদের কাম্য নহে।**

আলোচনাসমূহের উত্তরে শ্রীশ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী বলেন—শ্রীমুরলী মনোহর প্রসাদ গুলি দিয়া উড়াইবার হুমকী দিয়াছেন। **মানভূমের যে অগণিত সেবক ব্রিটিশের গুলিকে তুচ্ছ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদেরই কংগ্রেসীলোকের কাছ হইতে এই গোলাগুলির ভয় নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করে।** ঋষি নিবারণচন্দ্রের মানভূমের কর্ম্মীদের এই হুমকী দেওয়া তাঁহাদের শোভা পায় না। মানভূমের কর্ম্মী তাহাদের জীবন অপেক্ষাও সত্য এবং অহিংসাকে বড় বলিয়া জানে।

[বিবরণ অসমাপ্ত। মানভূমের সদস্যগণ ওজস্বিতপূর্ণ ভাষায় বহু আলোচনা করেন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইবে।]

বিজ্ঞপ্তি

অংশীদারগণ তথা জনসাধারণের সুবিধার্থে নিলকুঠিভাঙ্গায় শহীদ স্মৃতি-স্তম্ভের নিকট এবং নামোপাড়া মহল্লার দুর্গামেলার সম্মুখে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স এর দুইটী শাখা খোলা হইয়াছে।

পুরুলিয়া
২৭।৩।৪৯

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি : সমর সিংহ, ঝলমী
পুরুলিয়া

WANTED

The students passed Steno-typis course, Telegraphy, Assistant Stationt Master Course, Book-keeping, etc. from PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE, PURULIA are asked to inform their address immediately to the Principal for Govt. & Railway Appointments.

বাড়ী বিক্রয়

তিন কাঠা জমির উপর পুলিশ লাইনে পাকা দোতালা বসত বাড়ী বিক্রয় করা হইবে। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীমতি অন্নপূর্ণা দাসী
C/o. শিবচাঁদ মারোয়াড়ী
আমলাপাড়া পুরুলিয়া

ঔষধপত্র
ও
অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয়
নানারকম ভালো জিনিষ
সুবিধা দরে
পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী

পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২১শে চৈত্র ১৩৫৫, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

মানভুম জেলা বোর্ড

সদর লোক্যাল বোর্ডের সুপারভাইজার অফিস, পুরুলিয়া

দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

নম্বর ১ খৃষ্টাব্দ ১৯৪৯-৫০

১। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মুদ্রিত ফরমে সদর লোক্যাল বোর্ড অফিসে সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক আগামী ১১।৪।৪৯ তারিখে বেলা ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত শীলমোহরযুক্ত দরপত্র (টেণ্ডার) গৃহীত হইবে এবং উক্ত তারিখেই বেলা ৪৷৷০ ঘটিকার সময় সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক দরপত্রদাতাগণের অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধির সম্মুখে খোলা হইবে।

এষ্টিমেটের নং ক্রমিক নং	কাজের নাম	মঞ্জুরিত টাকা	জামানত টাকা	কার্য্য শেষ করিবার তারিখ
১।	কূপ নির্ম্মাণের কার্য্য রামপুর থানা আড়শা	১২৮২৲	৫০৲	১৫-৬-৪৯
২।	ঐ বামরা থানা পুরুলিয়া	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৩।	ঐ জনার্দ্দনডি থানা নিতুরিয়া	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৪।	ঐ গেঙ্গাড়া থানা পুরুলিয়া	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৫।	ঐ ঝরিয়াডি থানা মানবাজার	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৬।	ঐ বাঁশগড়্যা টোলা সাঁওতালডি থানা চন্দনকিয়ারী	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৭।	ঐ বাঘরা থানা পটমদা (হরিজন কোয়ার্টার)	১২৮২৲	৫০৲	ঐ
৮।	ঐ পারবহাল থানা চন্দনকিয়ারি	১২৮২৲	৫০৲	ঐ

সমরেন্দ্রনাথ ওঝা
ভাইস-চেয়ারম্যান, সদর লোক্যাল বোর্ড।

অমূল্যরতন মুখোপাধ্যায়
সুপারভাইজার, সদর লোক্যাল বোর্ড।

সাইকেল বিক্রয়

সাইকেল কিনিতে হইলে গণেশ সাইকেল ষ্টোরে অনুসন্ধান করুন।

নামপাড়া, পুরুলিয়া।

বাড়ী বিক্রয়

তিন কাঠা জমির উপর পুলিশ লাইনে পাকা দোতালা বসত বাড়ী বিক্রয় করা হইবে। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী
C/o শিবচাঁদ মাহেশ্বরী
আমলাপাড়া, পুরুলিয়া।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ২১শে চৈত্র

জাতীয় সপ্তাহ

৬ই এপ্রিল—ভারতের এক মহাস্মরণীয় দিবস আগত প্রায়। ইহা আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠান পালনের একটি দিন। আমরা আজ স্বাধীন ভারতে এক অভিনবরূপে ঐ দিন পালন করিতে যাইতেছি।

জাতীয় আন্দোলনের বিগত এক সময়ে জাতীয় সপ্তাহের ৬ই তারিখ যে উদ্দেশ্য ও সাধন লইয়া দেখা দিয়াছিল, আজ তাহার স্মরণ-অনুষ্ঠানকে সাক্ষাৎ কর্ম্মের আচরণে আমরা পালন করিতে যাইতেছি।

সেদিন পরাধীনতার অভ্যন্তরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার ও মর্য্যাদার রক্ষায় আসমুদ্র হিমাচল সংগ্রামের চেতনায় জাগ্রত হইয়াছিল—আজ স্বাধীনভারতের জীবন-ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অধিকার, মর্য্যাদা ও সুযোগ রক্ষার জন্য মানভূমবাসী আমাদিগকে সংগ্রামের জীবনে অগ্রসর হইতে হইতেছে। জাতীয় সপ্তাহ আজ জাগ্রতরূপে পালিত হইবে।

ভারতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আজ বিপন্ন হইতে পারে ইহা নিতান্তই দুঃখের। আজও স্বাধীনতার ভিত্তি—সত্যকার স্বরাজ জীবনের ভিত্তি গড়িয়া উঠে নাই—তাহার সত্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া আজ উপায় নাই। জনগণের আত্মঅধিকার লাভের চেতনা জাগে নাই বলিয়াই আজও তাহার অধিকার উপেক্ষা করার দিন রহিয়াছে। আজ স্বরাজজীবনের অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা ও সুযোগের আদর্শবোধ ও দাবীকে জনগণের জীবনে সংহত শক্তিতে গড়িয়া তুলিতে আমাদের মহান কর্ত্তব্য রহিয়াছে। মানভূমবাসী আমরা আমাদের সংগ্রামের পথে তাহার কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইতেছি।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ এবং সংগ্রাম সাধনার শিক্ষা আমরা সেই বিগত দিনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে লাভ করিয়াছি। এবং শিক্ষা লাভ করিয়াছি এক মহামানবের কাছে। সে দিন দুঃখবরণ, ত্যাগ, ও দেশপ্রেমীর বুকের রক্তে মানুষের মর্য্যাদা ও অধিকারের শিক্ষা লাভ ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটিল।

যেদিন আত্মশক্তির সন্ধানপটে সেই শিক্ষা গুরুর আবির্ভাব হইল, সেদিন ব্রিটিশ দাসত্বের জগদ্দল পাথর বুকে ভারত পরাধীনতা হইতে মুক্তির সন্ধান করিতেছে। জগদ্বরেণ্য গুরু মহাত্মার জীবন স্পর্শে সংগ্রামের সাধনা সত্যের পবিত্রতায় মাজ্জিত হইয়া দেখা দিল, মুক্তির প্রেরণা-বোধ স্বাধীনতার সত্য-দৃষ্টি ও মর্য্যাদা-বোধের আলোকে নব চেতনা লাভ করিল।

সেদিন ভারত এক ধারে যেমন স্বরাজ লাভের সন্ধানে পথ যাত্রা করিল, অন্যদিকে সে স্বরাজের যথার্থ অর্থের সন্ধানে, ন্যাগরিক জীবনের মর্য্যাদাময় অধিকারের সন্ধানে অগ্রসর হইল।

১৯১৯ সালে সেদিন রাউলাট আইন জাতির ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অধিকার ও মর্য্যাদাকে নাগপাশে আবদ্ধ করিল। অপরাধ না করিলেও যাহাকে ইচ্ছা হউক গ্রেপ্তার করিবার, জরুরী ব্যবস্থায় বিচার করিবার এবং নানাভাবে তাহার স্বাধীন ইচ্ছার জীবনকে অন্যায়ভাবে অপ্রয়োজনীয় ভাবে ব্যাহত করিবার ব্যবস্থা হইল। দেশের বিপ্লববাদের অজুহাতে এই জরুরী আইন চাপাইয়া দেওয়া হইল। সেদিন দেশের দাবী ছিল—জরুরী অবস্থার অজুহাতে মানুষের এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। তাহার এই দাবী সংগ্রামের প্রতিরোধে বুকের রক্ত গঙ্গায় সেদিন অন্তরের সত্যরূপে দেখা দিল।

আজও আমাদের স্বাধীন জীবনে সেই পর্য্যায়ের জরুরী আইনের বিঘ্ন আসিয়া দেখা দিয়াছে। মানভূমে আজ এই আইন হাতে করিয়া জনসাধারণের অধিকার কি ভাবে পিষ্ট করা হইতেছে তাহা আজ মানভূমে কাহারও অবিদিত নই। একে তো এই সকল আইন জরুরী ও ভয়াবহ পরিস্থিতি ব্যতীত প্রয়োগ করা অন্যায় ও জনগণের মর্য্যাদা, সুবিধা স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে হানিকর, তাহার উপর ইহাকে যখন অন্যায় আচরণের লক্ষ্যে অপ-প্রয়োগ করা হইতে থাকে তখন ইহা এক পূর্ণ অভিশাপ-রূপে দেখা দেয়। সাধারণ অবস্থাতেও যে সকল আইন ক্ষুদ্র সংখ্যক শাসন পরিচালকগোষ্ঠীর হাতে তুলিয়া দেওয়ার মধ্যে অপপ্রয়োগের আশঙ্কা থাকে সেই সকল আইন যখন দুর্নীতিপূর্ণ শাসনব্যবস্থার হাতে অন্যায় করার অস্ত্ররূপে গিয়া পড়ে তখন সংশ্লিষ্ট জনগণের চরম দুর্গতির দিন ঘটে।

দুর্গতি ঘটিলেও দুর্গতি-নাশন অন্তরীক্ষে তাঁহার কাজ করেন। মানুষের অন্তরে অলক্ষ্যে তাঁহার আহ্বান জাগে। আজ তাঁরই আহ্বানে দুর্গতি-নাশনের পতাকা-তলে আমরা মানভূমের জনগণ অভিনব অনুষ্ঠানে আমাদের বহু আচরিত সেই জাতীয় দিবসকে পালন করিতে যাইতেছি। দুর্গতি-নাশন আশীর্ব্বাদ দিন আমরা যেন যোগ্যতার সহিত সেই মহান-দিবসকে পালন করিতে পারি।

জনমুক্তি আন্দোলনের সত্যাগ্রহ-প্রারম্ভ-কালে

লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালকের বিবৃতি

আসন্ন সংগ্রাম ও আমাদের দায়িত্ব ঃ বিহারের জনগণের প্রতি আবেদন

—০—

সত্যাগ্রহের সূচনা ও আমাদের নিবেদন

আমাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সঙ্কিকট হইয়া আসিল। অবস্থার পরিণতি ও সত্যাগ্রহের কারণ আমরা বিশদভাবে প্রকাশিত করিয়াছি। আমরা আশা করি আমাদের এই সত্যাগ্রহ অবলম্বনের তাৎপর্য্য যথার্থ দৃষ্টিতে সকলে উপলব্ধি করিবেন। যদি কোনো পক্ষ নিজেদের বিশেষ দৃষ্টি ও ধারণা দ্বারা আমাদের কর্ম্ম লক্ষ্যকে ভ্রান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন সত্যাগ্রহী জীবন আমাদের কর্ম্ম লক্ষ্যের যথার্থ রূপকে উজ্জলতর করিতে থাকিবে আমরা আশা করি।

আমাদের সংগ্রাম—ভারতের বৃহৎ আসন্ন জনমুক্তি সংগ্রামের অংশ মাত্র। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, শ্রেণীবোধ, দলীয় প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া কায়েমী স্বার্থ, ক্ষমতার মোহ এবং সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির যে প্রকাশ আজ ভারতের নবলব্ধ অধিকারের জীবনে দুঃখজনক ভাবে দেখা দিয়া জনগণের বিকাশ ও ভারতের স্বপ্নকে ব্যাহত করিতেছে মানভূমের জীবনে তাহারই বিষ গভীরভাবে দেখা দেওয়ায় আমাদের এই সংগ্রাম। প্রাদেশিক প্রেরণা কোনো ভাবে আমাদের উদ্বুদ্ধ করা দূরে থাকুক, এই সকল সংকীর্ণ দৃষ্টির ভিতর দিয়া জনগণকে বঞ্চিত করার যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে—জনশক্তি প্রতিষ্ঠার কাজের ভিতর দিয়া ঐ সব সংকীর্ণ দৃষ্টির সহিত সংগ্রামের লক্ষ্য লইয়াই আজ আমাদের সংগ্রাম। ভারতীয় হিসাবে প্রত্যেকের অধিকার ও যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এই অভিযানে অগ্রসর হইয়াছি।

বিহারের জনগণের প্রতি আবেদন

আজ আমাদের সত্যাগ্রহের কর্ম্মযাত্রার পথে বিহারের জনগণের প্রতি আমাদের এক বিশেষ নিবেদন জানাইবার রহিয়াছে। মানভূমে বিহার সরকারের শাসন পরিচালনায় যে ব্যাপক দুর্নীতি দেখা দিয়াছে—দীর্ঘকাল তাহার কোনো প্রতীকার না হওয়ায় বাধ্য হইয়াই আজ আমরা সংগ্রাম আরম্ভ করিতেছি। কংগ্রেস সরকারের হাতে আজ কংগ্রেসের কর্ম্ম ও আদর্শ এবং জনগণের অধিকার ঘোরতরভাবে বিপন্ন হইতে চলিয়াছে বলিয়াই আমরা সত্যাগ্রহে অবতীর্ণ হইতেছি। কংগ্রেস সরকারকে কংগ্রেস আদর্শে পরিচালিত করার লক্ষ্যেই আমাদিগকে এই মর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বিহার সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে হইতেছে বলিয়া ইহাতে কোনো প্রাদেশিকতার স্থান আছে—আমরা আশাকরি বিহারের জনসাধারণ এভাবে ইহাকে কখনো ভুল বুঝিবেন না। বিহারের জনসাধারণের সহিত আমাদের প্রেম ও ঐক্যের সম্পর্কের মধ্যে থাকিয়া আমরা আমাদের ন্যায়সঙ্গত কর্ম্মের পথে বিহারবাসীর সমর্থন লাভ করিব ইহা আমরা বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি বিহারের জনগণ সরকারের অনুষ্ঠিত কংগ্রেস বিরোধী কার্য্য ও অন্যায়কে সমর্থন করিবেন না। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের কর্ম্মে ও দুঃখবরণের দ্বারা বহুত আমাদের সত্য ও ন্যায়ের দাবী প্রতিভাসিত হইবে বিহারের জনগণের গভীরতর সমর্থন আমরা লাভ করিব। মানভূমে যাহারা বাস করে ভারতীয় হিসাবে বিহারের জনগণ তাহাদের ভাই বলিয়া আপনার বলিয়া মনে করে আমরা বিশ্বাস করি। মানভূমের জনগণের উপর তাহাদের অধিকার, তাহাদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অধিকারের উপর বিহার সরকার যে আঘাত হানিয়াছেন আমরা ইহা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে বিহারের জনগণ কখনই তাহা সমর্থন করেন না। বিহার সরকার মানভূমে কি অপরিমেয় অবিচারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা যথার্থভাবে বিহারের জনগণের কাছে উদঘাটিত হইলে বিহারের জনগণ লজ্জায় ও ক্ষোভে ম্রিয়মান হইবেন ইহা আমাদের বিশ্বাস আছে। বিহার

সরকার মানভূমে যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন অন্তরে সাম্রাজ্যবাদী প্রেরণা রহিয়াছে বলিয়াই তাহা করিয়াছেন। মানভূমের বিশেষ কতকগুলি অবস্থা তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থবোধ সাম্রাজ্যবাদী প্রেরণাকে ক্ষেত্রদান করিয়াছে মাত্র। এখন হইতে প্রতীকারের পথ না করিলে একদিন এই সাম্রাজ্যবাদী প্রেরণা সমস্ত বিহারের জনস্বার্থকে বিপন্ন করিবে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা ইহাও মনে করি যে, বিহারের জনগণকে এই সরকারের পরিচালকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অচিরে কর্ম্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা সেই প্রতিরোধ কার্য্যেরই অংশ রূপে কাজ আরম্ভ করিলাম মাত্র।

আমরা আমাদের আত্মশক্তি ও দুঃখবরণের সহায়ে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের অন্যায়ের প্রতিকারে অগ্রসর হইতেছি। আমরা বিহারের জনগণ তথা তাহার বিচারশীল সেবকগণের পূর্ণ নৈতিক সমর্থন কামনা

দুইটী প্রশ্ন ?

১। গত ২রা কি ৩রা এপ্রিল পুরুলিয়ার ডেপুটী কমিশনার মানবাজারের নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পুরুলিয়ায় ডাকিয়া ছিলেন কি ?

১। শ্রীঋণী রায়
২। শ্রীনিবারণ সেন
৩। শ্রীচারু দত্ত

২। ডেপুটী কমিশনারের সহিত সাক্ষাতের পর তাহারা কি এমন কোন দরখাস্তে সহি করিয়াছেন যাহাতে লেখা হইয়াছে যে, মানবাজারে সত্যাগ্রহ হইলে গোলমাল হইবার সম্ভাবনা আছে এবং সেজন্য মিলিটারী পাঠান হউক !

করিতেছি। ভারতীয় হিসাবে, আমাদের ভাই হিসাবে, কংগ্রেসের অনুসরণকারী হিসাবে বিহারের জনগণ মানভূমে তাহাদের দেশের ভাইদের ন্যায়ের সংগ্রামের পশ্চাতে থাকিবেন তাহা আমরা কামনা করিতে পারি।

আমাদের কর্ম্ম ন্যায় পথে পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য বিহারের জনগণের জন্য দ্বার সততই উন্মুক্ত রহিল। আমরা কোনো সঙ্কীর্ণ মনোভাবে কোনো কাজ করি নাই ইহা আমরা বলিতে পারি ইহা প্রমাণিত হইলে ন্যায়ের বিচার দণ্ড আমাদের জন্য থাকিবে। আমরা বিহারের ন্যায়বুদ্ধি, মানবতাবোধ ও জাগ্রত বিচারের প্রতি আবেদন জানাইয়া আমাদের সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলাম।

সংগ্রামের দায়িত্ব—

আমাদের সত্যাগ্রহের জন্য জেলার কর্ম্মীদের যেমন দায়িত্ব আছে জেলার জনসাধারণেরও এক বিশেষ দায়িত্ব আছে। জেলাবাসী সকলেই জানেন যে, যে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সত্যাগ্রহ করিতে যাইতেছি সেই অন্যায়ের মধ্যে শ্রেণী বিরোধ সৃষ্টি করা একটি অন্যতম। আজ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইলে কিছু লোককে শ্রেণী-বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া জেলায় অশান্তি সৃষ্টি করানো এক পন্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। সরকারী দমনও চলিতে পারে। সরকারী প্রচারকদের হিংসাত্মক মনোভাবের পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই আমরা জানি। আজ এই সত্যাগ্রহ সময়ে সেইসব প্রচারকদের দ্বারা সত্যাগ্রহী কর্ম্মী ও জনগণের মধ্যে মারপিট করিয়া ভীতি প্রদর্শন, প্ররোচনা দিয়া আত্মকলহ সৃষ্টির চেষ্টা ও সরকারী দমনের সুযোগের ব্যবস্থা হইতে পারে। তাহার আয়োজনও চলিতেছে আমরা খবর পাইতেছি। এই সকল হিংসাত্মক অবস্থার জন্যই সত্যাগ্রহ আরো প্রয়োজন। ঐ সকল হিংসা আচরিত হইলে সত্যাগ্রহের অহিংসাপূর্ণ অনুষ্ঠানই উহার যথার্থ প্রতিবিধান হইবে। এই সকল হিংসার সামনে অহিংসাপূর্ণ সত্যাগ্রহের যথার্থ রূপ আমাদের দেখাইতে হইবে।

এবিষয়ে জনগণের এক বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে গভীরভাবে শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে অচঞ্চল থাকিয়া ঐ সকল হিংসার উদ্দেশ্য নষ্ট করিতে হইবে। জনগণ শান্ত থাকিলে হিংসামত্ত আক্রমণকারীদের কাজ সত্য এবং স্থির বুদ্ধির সামনে সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। যাহারা ন্যায়ের পক্ষে তাহারা নিজেদের মধ্যে উন্নত শান্তভাব রক্ষা করিবেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংসাপূর্ণ প্রতিবাদের মনোভাব প্রসার করিয়া গ্রামে গ্রামে হিংসাকারীদের কাজকে ব্যর্থ অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলিবেন। জনগণের এই শান্ত ও অহিংস মনোভাবের শক্তিতে

অন্যায়কারীরা নিজেদের ভুল বুঝিয়া সংশোধনের সুযোগ লাভ করিবেন।

আজ মানভূমের প্রত্যেক গ্রাম, ন্যায়ের পক্ষের প্রত্যেক নরনারী দৃঢ় সংকল্প লইয়া সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকুন—যে কোনো হিংসাত্মক কাজ করা হউক তাহাতে বিচলিত বা সংযুক্ত হইবেন না। মানভূমের জনগণ বহুভাবে সংযমের আত্মপরীক্ষা দিয়াছেন। আজ সামনে তাঁহাদের আর এক পরীক্ষা। আমরা শান্ত থাকিতে পারিলে আমাদের সত্যাগ্রহ বিরাট বল ও বিপুল সাফল্য লাভ করিবে এই কথা যেন প্রত্যেক মানভূমবাসীর অন্তরে জাগ্রত থাকে। আসন্ন পরীক্ষায় মানভূম যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইবে ইহা বিশ্বাস করিয়া আমরা কর্ম্মে অগ্রসর হইলাম।

যদিও হিংসা আয়োজনকে তুচ্ছভাবে দেখা উচিত নয়, এবং ইহার জন্য আমাদের যথেষ্ট সাবধানতাও অবলম্বন করিতে হইবে তথাপি এখানে ইহাও বলিয়া রাখা দরকার যে এইসব হিংসাকারীগণ সংখ্যায় অল্প এবং নিজেদের বল সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজেদের কোনো বিশ্বাস নাই। সরকারী সহায়তা লাভ করিয়া তাহারা উৎপাত করিতে ভরসা পান এবং সেই ভরসাতে দুই চারি জায়গায় উৎপাত করিতে পারেন মাত্র। জনগণ শান্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিলে উহাদের উদ্দেশ্য ও উৎপাত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ইহার বিচার করিলাম কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ধারণা রাখিবার জন্য। বিরুদ্ধকারীদের শক্তির উপরেই আমাদের শক্তি নির্ভর করিবে না। অত্যাচার ও বিপদবরণের জন্য পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকিয়াই আমাদের কর্ত্তব্যে চলিতে হইবে।

সংবাদ পত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন—

ভারতের অনেকগুলি সংবাদ পত্র সম্প্রতি মানভূমের মুক্তি আন্দোলনের কাজকে ও কাজের সংবাদকে বিশেষ আন্তরিকতার সহিত স্থান দিয়াছেন এবং গভীর সহানুভূতি ও বিচারের সহিত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের কর্ম্মলক্ষ্যের পথে সহায়ক হইয়াছে তজ্জন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। মানভূমের জনমুক্তির কাজে এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে আন্দোলন আমরা সুরু করিলাম তাহা সর্ব্বোতোভাবে ঐ সকল সংবাদ পত্রের সহায়তা লাভ করিব এই বিশ্বাস লইয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইতেছি ইহা আনন্দের কথা। আমরা যে সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছি আমরা আশাকরি আমাদের সেই দৃষ্টিকে যথার্থরূপে প্রকাশ দান করিয়া জনমুক্তি সংগ্রামের কাজকে তাঁহারা শক্তিশালী করিবেন।

রামনবমী

আসন্ন রামনবমী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা দরকার গুজব শোনা যাইতেছে রামনবমী যাঁহারা করিবেন তাহাদের পক্ষ হইতে জনসাধারণের প্রতি হোলির সময়ের ন্যায় উৎপাত করা হইবে। এই গুজবের মূলে কোনোরূপ ভিত্তি আছে কি না জানি না। হোলিতে যে মনোভাব কাজ করিয়াছে, তাহা দূর হইয়া যায় নাই। কোনরূপ প্ররোচনা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হইলে জনগণ কিছুতেই প্ররোচিত যেন না হন ইহাই বিশেষভাবে নিজেদের সচেতন রাখিতে হইবে। নিজেরা পূর্ণরূপে শান্ত থাকিয়া অন্যায়ের কার্য্যকে তুচ্ছ করিতে হইবে।

মারপিট দাঙ্গার কথা ছড়াইতে থাকিলে নিরীহ জনসাধারণের অনেকে ভীত হইতে পারে। লোকের এই আতঙ্ক দূর করিতে হইবে। ইহার দায়িত্ব সহরের কর্ম্মীদের। সহরের বিরাট জনগণের সম্মিলিত নৈতিক বল ও মর্য্যাদাবলের কাছে অন্যায়ের সে বল, শক্তি বা সাহস থাকিতে পারে না। আমরা আশাকরি যে কোনো প্ররোচনায় জনগণ পূর্ণভাবে শান্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংহত শক্তিতে থাকিবেন। তাহা হইলে দুই এক স্থানে উৎপাত বা মিথ্যা হুমকী প্রভৃতি দেখাইলেও উহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কর্ম্মীদের সতর্কতা ও ব্যবস্থা করার বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

"সৈনিক"

সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীমনোরঞ্জন ভাস্কর

১১, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা ৯

বার্ষিক সডাক মূল্য—৭॥০ প্রতি সংখ্যা—৵০

সত্যাগ্রহীর নির্দ্দেশ পত্র

—0—

(১) প্রতিজ্ঞাপত্র গভীরভাবে পাঠ করিয়া নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিতে হইবে। তাহার পর সত্যাগ্রহ পরিষদ কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদিত হইলে তিনি সত্যাগ্রহে যোগ দিবেন।

(২) সত্যাগ্রহ করিবার পূর্ব্বে সত্যাগ্রহীকে জনমুক্তি আন্দোলনের দাবী ও যাহা কিছু এ সম্পর্কে কাগজ পত্র তিনি পাইবেন তাহা ভালভাবে পড়িয়া তাহার দায়িত্ব বুঝিয়া লইবেন।

(৩) সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহে রওনা হইবার সময় (ক) পতাকা (খ) ব্যাজ (গ) প্রচার পত্রসমূহ (ঘ) চরখা তকলী থাকিলে ঐ সকল জিনিষ (ঙ) নিজের পড়িবার উপযোগী জনসেবামূলক গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া বাহির হইবেন।

(৪) সত্যাগ্রহী পদব্রজে ভ্রমণ করিবেন। সাইকেল প্রভৃতিতে নহে। দূরান্তরে যাত্রা করিতে হইলে মোটর বা রেলযানে যাইবেন। যতদূর সম্ভব পদব্রজে ঘোরাফেরার ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। গণসংযোগের কাজ তাহাতে ভাল হইবে।

সত্যাগ্রহ পন্থা

(১) সত্যাগ্রহী জনসাধারণের সহিত সংযোগ করিবার উদ্দেশ্যে জনসভা প্রভৃতি করিবেন এবং জনসভায় নির্দ্ধারিত দাবী পাঠ করিবেন এবং দাবী প্রচার করিয়া বেড়াইবেন।

(২) ঐ উদ্দেশ্যে জনসভা করিতে হইলে 'নিরাপত্তা আইনের' বাধা ভঙ্গ করিতে হইবে। এবং জনসভা করা ও দাবী প্রচার করিয়া বেড়াইবার পথে নিরাপত্তা আইন ব্যতিরেকে অন্যান্য আইনের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইলে, ঐ সকলও অমান্য করিয়া নিজের কাজ করিতে হইবে।

(৩) সত্যাগ্রহী ডেপুটি কমিশনারকে প্রথম একটি বা কয়েকটি জনসভার তালিকা জানাইয়া দিলেই পারিবেন।

(৪) ডেপুটি কমিশনারকে দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে উপরোক্ত মর্ম্মে সকল কথা জানান আছে। ঐ ফরম সহি করিয়া ডেপুটি কমিশনারকে জানাইতে হইবে। সত্যাগ্রহ আরম্ভের ৭ দিন পূর্ব্বে চিঠি দেওয়া চলিবে। অন্ততঃ পক্ষে তিন দিন পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া উচিত হইবে। ডাকে পাঠাইতে পারিবেন।

সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান ধারা

(১) নির্দ্দিষ্ট দিনে, সত্যাগ্রহের জন্য নির্দ্দিষ্ট গ্রামে বা সহরে সত্যাগ্রহ করিবার সময়ের অন্ততঃ ৪।৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে (আগের দিন হইলেও ভাল হয়) সত্যাগ্রহী উপস্থিত হইবেন।

(২) সত্যাগ্রহী আগে হইতে গ্রামবাসীর সহিত দেখাশুনা করিয়া সকল বিষয় জানাইয়া রাখিবেন। এবং সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠানের সময় বা সত্যাগ্রহ বিষয়ে জনগণ পূর্ণরূপে শান্ত এবং অহিংস যেন থাকেন তাহা আবেদন করিবেন।

(৩) সত্যাগ্রহীর জনসভায় শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে ব্যক্তিদের ঠিক করিয়া লওয়া উচিত হইবে। পূর্ব্ব হইতে না বুঝিয়া সকলেই যেন জনসভায় যোগ না দেন। যাঁহারা দায়িত্ব বুঝিয়া সভায় যোগদানের জন্য তৈয়ারী হইয়া উপস্থিত হইতে পারিবেন তাঁহারাই যোগ দিবেন। জনসভা করার আসল দায়িত্ব ও আইনের দায় সত্যাগ্রহীর। শ্রোতারূপে যাঁহারা যাইবেন তাঁহাদের কোনো আইনের দায়িত্ব নাই। তথাপি পুলিশ ও সরকারী লোক বেআইনীভাবে মারপিট বা ভীতি প্রদর্শন করিতে পারে। বুঝিয়া শুনিয়াই দর্শকেরা উপস্থিত হইবেন। ১০।১৫ জন হইলে ক্ষতি নাই। কম সংখ্যক লোককেই শ্রোতা নির্ব্বাচন করার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। বেশী ভীড় না হওয়াই উচিত। দরকার বুঝিলে জনসভায় কোনো শ্রোতা না রাখিয়াও সত্যাগ্রহী যে কয়জন একত্রে থাকিবেন তাঁহারাই নিয়মের দিক দিয়া নিজেরা জনসভার অনুষ্ঠান করিবেন। জনসভার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া আইনকে পালন না করার মনোভাব ঘোষণা করার

দ্বারাই—নীতির দিক দিয়া জনসভা করা তথা সত্যাগ্রহ করা হইবে। পুলিসের জনসভা না হইলেও চলিবে। অবস্থা বুঝিলে বড় জনসভা করা চলিবে।

১৪৪ ধারা বা ঐ জাতীয় কোন আইনের নিষেধাজ্ঞা থাকিলে জনসভায় শ্রোতাদের যোগ দেওয়া বন্ধ রাখিয়া সত্যাগ্রহীরাই নিজেরা অনুষ্ঠান করিবেন।

জনসভা করিতে গেলে যদি পুলিশ বেআইনীভাবে মারপিট করিবার উপক্রম করে বা যদি সরকার পক্ষের নিয়োজিত লোকেরা জনগণের জমায়েতের সুযোগ লইয়া মারপিট গণ্ডগোলের উদ্যোগ করে বা তাহার আশঙ্কা থাকে তবে সত্যাগ্রহীরা নিজেরা অনুষ্ঠান করিবেন।

সত্যাগ্রহ পণ্ড করার জন্য বা হিংসার অজুহাতে মারপিট করার সুযোগ লওয়ার জন্য সরকার পক্ষ তাহার প্রচারকদের দ্বারা বা যে সব লোককে গ্রামে নানাভাবে হাত করিয়াছে তাহাদের দ্বারা জনগণের মধ্যে হিংসার প্ররোচনা দিবারও চেষ্টা করিতে পারে। সত্যাগ্রহীদের এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা গ্রহণ, পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন এবং জনগণকে এবিষয়ে অবিরত সচেতন করার কাজ করিতে হইবে। অহিংসার দিক দিয়া, জনগণের জীবনকে বিপদমুক্ত রাখার দিক দিয়া, নিজেদের কর্ম্মকে অযথা দোষারোপ হইতে মুক্ত রাখার প্রয়োজনে এবং সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে অব্যাহত গতিতে শক্তিশালী করার দিক দিয়া জনগণকে এই সকল হিংসার প্ররোচনা হইতে মুক্ত রাখিতে, জনগণের ভিতর অটুট শৃঙ্খলা ও সংযতভাব রাখিতে এবং গভীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আবহাওয়া রাখিতে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা, আয়োজন, সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। সত্যাগ্রহের আশেপাশে যদি ভীড় হয় এবং ভীড়ের ফলাফল ভাল হইবে না মনে হয় তবে সত্যাগ্রহী জনতাকে দূরে থাকিতে বলিবেন বা চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন বা নিজেরা দূরে গিয়া সত্যাগ্রহ করিবেন।

জনসভা ও প্রচারের অনুষ্ঠান

(১) নির্দ্দিষ্ট সভায় গিয়া সত্যাগ্রহী জনমুক্তি আন্দোলনের দাবী পাঠ করিবেন। আন্দোলনের রূপ, জেলার পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয় যাহা সত্যাগ্রহী প্রয়োজন বুঝিবেন বক্তৃতা করিতে পারেন। বক্তৃতা সংযত, পূর্ণরূপে অহিংস, বিদ্বেষভাবহীন ও গঠনমূলক মনোবৃত্তিতে যেন হয়। কোনো প্রকার বিদ্বেষভাব না রাখিয়া সত্যাগ্রহী অন্যান্যসমূহের আলোচনা অগ্রাহ্য করিবেন বা কেহ তিক্ত উত্থাপন করিলে যথোচিত প্রত্যুত্তর দিবেন। সত্যাগ্রহী ব্যতীত সভায় অন্য কেহ বক্তৃতা বা পাঠ যেন না করেন।

(২) সত্যাগ্রহীরা, প্রথম সভার সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জানাইবার পরে, যেখানে ইচ্ছা তিনি সভা করিয়া বেড়াইতে পারিবেন। কিন্তু সমস্ত সভাই খুব সাবধানতা পূর্ব্বক জনগণের অবস্থা ও চতুর্দ্দিকের ব্যবস্থা বিচার করিয়া সত্যাগ্রহী চলিবেন। কোনক্রমেই জনগণের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি আনয়ন করা চলিবে না।

সত্যাগ্রহের ফলাফলে সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য

(১) সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠানে সত্যাগ্রহী তাঁহার উপর অনুষ্ঠিত যে কোনো পীড়ন গ্রহণে প্রস্তুত। তথাকথিত আইন সংকারে না চলিয়া বেআইনীভাবে পুলিশ অত্যাচার করিলেও সত্যাগ্রহী নির্বিবাদে তাহা গ্রহণ করিবেন। আইন ন্যায়সঙ্গত না হইলেও আইন যাহা করা আছে তাহার অনুসারেই সরকার এবং তাহার কর্ম্মচারীদের চলিতে হইবে। এই সকল তথাকথিত আইনকেও ডিঙ্গাইয়া বেআইনীভাবে পীড়ন অধিকতর অন্যায় এবং ইহা অরাজকতা ও বর্ব্বরতারই পরিচয় প্রদান করে। তথাপি জনগণ শান্তভাবে গ্রহণ করিবেন। কর্ম্মীর তো কথাই নাই; কারণ তিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করিতে যাইতেছেন। সত্যাগ্রহী পরে অন্যায়কারীদের শান্তভাবে প্রতিবাদ স্বরূপ জানাইবেন যে তাহারা এই সকল তথাকথিত আইনকেও ডিঙ্গাইয়া বে-আইনী আচরণ করিতেছেন। কোর্টেও হাজির হইয়া তিনি জানাইবেন যে, 'কর্ম্মচারীদের তাহার উপর অনুষ্ঠিত বে-আইনী কাজের তিনি প্রতিবাদ জানাইতেছেন। কোনো সভ্য সরকারের পক্ষে ইহা সমীচীন নহে।' আমাদের যেমন আইন পরিবর্ত্তন করিয়া শাসনতন্ত্রকে উন্নত করিতে হইবে—তেমনি আইন রক্ষকগণের বে-আইনী কাজের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে হইবে। সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হওয়ার পর সুযোগ পাইলে তাহার উপর অনুষ্ঠিত এই বে-আইনী আচরণ জনসাধারণকে জানাইয়া দিবেন; যাহাতে জনমত গঠনে সুবিধা ঘটিতে পারে। গান্ধীজী ইহাই

মনে করিতেন যে, সত্যাগ্রহী অন্যায়ের প্রতীকারের জন্য নিজে দুঃখ বরণের দ্বারা যে আইন ভঙ্গ করিতেছে, সরকার সেই আইনের প্রয়োগ করিতে পারে—বে-আইনী অত্যাচার করা যে কোনো সরকারের পক্ষে মনুষ্যত্ববিরোধী এবং উহা জনগণের সমাজ তথা মর্য্যাদাবোধেরও পক্ষে অবমাননাকারী। কিন্তু সত্যাগ্রহীর কাছে এই বর্ব্বরতার সম্মুখীন হওয়া সাধনার অঙ্গ—তীব্রতর দুঃখ বরণের দ্বারা জগতের সুপ্ত মানবতা বোধকে তিনি জাগাইবার সাধনা করিবেন।

কোর্টে হাজির করিলে—

(২) সত্যাগ্রহী বিচারককে জানাইয়া দিবেন—এই আইনকে তিনি ন্যায়ের দৃষ্টিতে বে-আইনী আইন বলিয়া মনে করিয়াছেন। জনগণের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়াছেন—আইন ভঙ্গ করিয়া তিনি কোনো অন্যায় করেন নাই। তিনি কোর্টে আর কিছু বলিতে চান না। কোর্ট এখন যাহা খুশী করিতে পারেন। (আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সত্যাগ্রহী মোকদ্দমা চালাইতে চান কি না কোর্ট জিজ্ঞাসা করিলে সত্যাগ্রহী জানাইয়া দিবেন যে তিনি চান না।)

গ্রেপ্তার না হইলে—

(১) কোনো সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার না করা হইলে তিনি পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত মত গ্রামে গ্রামে জনসংযোগের কাজ করিয়া—দাবী জানাইয়া জনগণকে জাগ্রত করিয়া ঘুরিতে থাকিবেন। গ্রেপ্তার না করা হইলেও তিনি সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান করিয়া বেড়াইবেন এবং নীতির দিক দিয়া তথাকথিত নিরাপত্তা আইন ভঙ্গ করিয়া বেড়াইতে থাকিবেন। তাঁহার আসল লক্ষ্য জনসংযোগের কাজ হইলেও, অন্যায়ভাবে জনসাধারণের অধিকার নষ্ট করিয়া যে আইন রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত ও সচেতন করাও সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য।

(২) যেভাবে বর্ত্তমান কর্ম্মধারা স্থির হইয়াছে তাহা অনুসরণ করিয়া সত্যাগ্রহী একমাস পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ঘুরিবেন। পরবর্ত্তী কার্য্যতালিকা পরে স্থির করা হইবে। অসুস্থ হইলে যে কোনো সময়ে সত্যাগ্রহী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে বা ঘরে যাইবেন। সুস্থ হইলে পুনরায় কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

(৩) গ্রামে গ্রামে প্রচারকালে সত্যাগ্রহীরা ধ্বনি প্রভৃতি দিয়া বেড়াইতে পারেন।

(৪) সত্যাগ্রহী নিজের ইচ্ছামত জেলার যে কোনো স্থানে ঘুরিবেন।

সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য—

(১) সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য জনসংযোগ করা, জনমত গঠন করা, জনগণকে বিচার শক্তিতে নিজের কল্যাণবোধে জাগ্রত করা এবং সচেতন বুদ্ধিতে জনগণের মধ্যে বিপুল সংহতি শক্তি সুগঠিত করা। তজ্জন্য আজ সত্যাগ্রহীকে যেমন গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ঘরে ঘরে সত্যের বাণী, কল্যাণের বাণী বহন করিয়া ক্ষিপ্র গতিতে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের বিরাট চেতনাকে জাগ্রত করিতে হইবে—তেমনি প্রতিজনের কাছে গিয়া ধৈর্য্যের সহিত তাহাকে সকল বিষয় বুঝাইবার, তাহাকে রাষ্ট্রীয় চেতনা দিবার এবং তাহার কল্যাণকে উপলব্ধি করাইবার জন্য অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও আত্মরিকতা লইয়া আজ ঘুরিতে হইবে। জনচেতনাই সমস্ত গঠনকর্ম্মের ভিত্তি; জনচেতনাই—দেশের অন্যায় প্রতিরোধের পথ;—জনচেতনাই যথার্থ শাসন ব্যবস্থার গঠন ও জাতীয় অগ্রগতির উপায়।

(২) এই জনমত গঠনের কাজ সত্যাগ্রহীকে গভীর দায়িত্ববোধ এবং আত্মগঠনের শক্তি লইয়া করিতে হইবে। বুঝাইবার বিষয়গুলি আগে নিজে গভীরভাবে বুঝিতে হইবে। সহানুভূতিশীল জনতাকে যথার্থ বুদ্ধি ও স্থায়ী আত্মগঠনের পথে সংগঠিত করিতে হইবে। কিছু লোকের মধ্যে বিরূপতা, কুতর্ক, অজ্ঞতা, বিরোধীতার জন্য তাহাদের প্রতিও সত্যাগ্রহীকে বিরক্ত, নিরুৎসাহ বা ধৈর্য্যহীন হইলে চলিবে না। বহুদিনকার অজ্ঞতা, পরাধীনতা, অশিক্ষা এবং সত্য বিচারের প্রচেষ্টার অভাবের জন্য আজ দেশে এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই অবস্থার সহিত ধৈর্য্য ও প্রেমের শক্তি লইয়া সংগ্রাম করিয়া এই সকল মানুষকেও বিচারের পথে, ভাব আদান প্রদানের শিক্ষার পথে, চিন্তার পথে লইয়া আসাই আমাদের কাজ ও সংগ্রামের লক্ষ্য। এইভাবে জনশক্তিকে আজ গড়িতে হইবে। ইহাই গঠনকর্ম্মের আসল ভিত্তি। দিনের পর দিন ধৈর্য্য ধরিয়া এই কাজ করাই আমাদের আসল কাজ।

ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রাণের উৎসাহ লইয়া সত্যের বাণী প্রচারের কর্ত্তব্য লইয়া আজ লক্ষ লক্ষ লোকের জাগৃতি ও স্থায়ী জীবনভিত্তি আমরা আনয়ন করিতে পারিব নিঃসন্দেহ। সত্যের ক্ষেত্র অনুকূল; লক্ষ লক্ষ লোক আজ সত্যের কর্ম্ম ও আহ্বানের প্রতি সহানুভূতিশীল। জনতা পথ খুঁজিতেছে। তাহাদের সংগঠনে নিমিত্ত হইতে হইবে। এই কাজ অন্যান্য গঠনকর্ম্ম তালিকার একটি অঙ্গ নহে—সকল গঠন কর্ম্মের ইহা ভিত্তি। ইহাই আমাদের আজ সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজের লক্ষ্য ও সাধনা হইবে।

(১) ঘুরিবার কালে গ্রামে ও সহরে যাহারা আগ্রহশীল, যাহারা সত্যাগ্রহীর আতিথ্য গ্রহণে আনন্দিত হইবেন সত্যাগ্রহী তাঁহাদেরই আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।

(২) গ্রেপ্তার করা না হইলে সত্যাগ্রহী জনসংযোগের কাজে ব্যাপৃত থাকার কালে অন্যান্য যে সমস্ত কাজের দায়িত্ব তাঁহার উপর নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং হইবে সেই সব বিষয় সচেতনতা, ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক
লোক সেবক সঙ্ঘ মানভূম।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর নিকট লোক সেবক সঙ্ঘের সত্যাগ্রহ-সিদ্ধান্তের পত্র

—০—

[বিগত ১৫ই তারিখে লোক সেবক সঙ্ঘের ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠকে গৃহীত সত্যাগ্রহ সিদ্ধান্তের যে পত্র বিগত ২৩।৩।৪৯ তারিখে সঙ্ঘের পরিচালক কর্ত্তৃক ওয়ার্কিং কমিটীতে প্রেরিত হয় তাহার সম্পূর্ণ অনুবাদ]

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণ, নিউ দিল্লী, সমীপেষু—

মহাশয়,

আমরা বিহার মন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে বিস্তারিত নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের কতকগুলি আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। ইহা হইতে মানভূমের বর্ত্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব আপনারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সুদীর্ঘ দেড় বৎসর কাল ধরিয়া ইহার এই রূপ চলিতেছে। প্রথম হইতেই পরিস্থিতি অমঙ্গলপূর্ণ ভয়াবহ রূপ লইয়া দেখা দিয়াছিল এবং বহু অত্যাচার নির্য্যাতন ও বিভিন্ন প্রকার অনাচার সহযোগেই ইহার প্রারম্ভ হইয়াছিল। ক্রমবর্দ্ধমানরূপে দ্রুত পদক্ষেপে পরিস্থিতির গুরুত্ব ঘনীভূত হইয়া উত্তরোত্তর আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছিল। পরিস্থিতির শঙ্কাজনক অবস্থা বুঝাইবার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বহুদিন হইতেই পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্বন্ধে আপনাদিগকে জানাইয়া আসিয়াছি। আমরা নিয়তই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের সংহতি শক্তি ও তাহার শাখাগুলির উপর পূর্ণ পরিচালন ক্ষমতার প্রয়োগশক্তি দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়াছি—যে শাখাগুলির কার্য্যাবলির জন্য এই ভারতীয় কংগ্রেস শক্তি সর্ব্বতোভাবে দায়ী। কিন্তু আজ আমরা গভীর উদ্বেগের সহিত বসিয়া লক্ষ্য করিতেছি—যাহারা পরিস্থিতিকে সামলাইবার দায়িত্বশীল তাহাদের কাছ হইতে এই অবনতিমুখী পরিস্থিতি কোনরূপ বাধা না পাইয়া—নিয়ত দ্রুততরভাবে ইহা বিপদসঙ্কুলতায় আরো ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ এক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া আজ আমাদের উপর জনগণকে সংগঠিত করার এবং সংহত জনতার অভিমত গঠন করার দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে—কারণ এই পথে আজ জনগণকে এমনভাবে জাগ্রত করিতে হইবে যে তাহারা যেন সকল অন্যায় সহনের নিষ্ক্রিয় জড়পিণ্ডবৎ মূক আধারস্বরূপ না হয় এবং শাসন যন্ত্র দ্বারা তাহাদের উপর অনুষ্ঠিত অন্যায়ের 'অপসারণের জন্য যেন দাবী লইয়া প্রবল চাপ সৃষ্টি করিতে পারে; এবং জনগণ যেন এই শাসনযন্ত্রের আমূল পুণর্গঠন করিয়া এই গভর্ণমেণ্টকে জনগণের যথার্থ কল্যাণের উপযোগী করিয়া জনগণের গভর্ণমেণ্টে রূপান্তরিত করিতে অগ্রসর হইতে পারে।

জনগণের সহিত সংযোগ স্থাপন করা আজ জাতীয় কর্ম্মীদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি শান্তিপূর্ণভাবে জনগণের সহিত সংযোগ করা এবং তাহাদের সংগঠিত করা স্বাধীন দেশের আইনেও বাধা সৃষ্টি করা হয়—এবং বহুদিন অপেক্ষা করিয়া আবেদন নিবেদন করিয়াও দায়িত্বশীল কোনো কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে এই অন্যায়-সমূহের এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার পথে এই বাধাসমূহের অপসারণ না করা হয়—তবে কর্ম্মীদের ও জনগণের অপরিহার্য্য দায়িত্ব আসিয়া দেখা দেয়—তাহাদের কর্ম্মের পথে আইনের প্রতিবন্ধকতা থাকিলেও কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া।

এই কর্ত্তব্যের দায় আরো গভীরতর হইয়া দেখা দেয় যখন জনগণের সমস্ত ইচ্ছা, আবেদন নিবেদন, প্রতিবাদ ও উদ্বেগ-প্রকাশ পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সুদূর প্রসারী অন্যায়ের বিস্তার ও দূষিত ব্যবস্থাসমূহের আয়োজন করা হইতে থাকে, এবং উচ্চতম মৌলিক অধিকার-সমূহের উচ্ছেদ করার আসন্ন প্রচেষ্টাসমূহ গ্রহণ করা হইতে থাকে। তাই আজ জনগণের গভীর প্রয়োজন দেখা দিয়াছে—সঙ্ঘবদ্ধরূপে দাঁড়াইবার—যাহাতে আইন-সঙ্গত পথে উত্থাপিত তাহার দাবী বিপুল শক্তিতে পরিব্যক্ত ও অনুভূত হয়। সেজন্যই আজ সেই পথে জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রয়োজনে, অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ পথে জনসংযোগ করার আহ্বান লইয়া পরিস্থিতি কর্ম্মীদের প্রতি-দাবী জানাইতেছে। জনগণের প্রতি আচরিত অন্যায়ের প্রতিরোধ করার এই যে একমাত্র পথ আজ রহিয়াছে—তাহার অনুসরণ করার আহ্বান আজ কর্ম্মীদের কাছে।

জেলার পরিস্থিতি এক জটিল রূপ লইয়া আজ দেখা দিয়াছে। ইহা আজ শাসনতন্ত্রের মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্ন মাত্র নহে; সমগ্র প্রাদেশিক শাসন যন্ত্রটাই আজ নিরাপত্তা বিপন্ন করার অস্ত্র লইয়া দেখা দিয়াছে। জেলার জনগণ ভাষা ও অন্যান্য কতক দৃষ্টিতে শাসন পরিচালকদের সমগোষ্ঠী নহে; প্রাদেশিক শাসনযন্ত্র আজ এক সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য লইয়া তাহার উদ্দেশ্য সাধনে জেলার এই জনগণকে বৈরতান্ত্রিক জবরদস্তিমূলক এক অন্যায় শাসনে পরিচালিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই জনগণ প্রদেশে সংখ্যা লঘু হইলেও জেলায় বিপুলভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ। নিজামরাজের অধীনে তথাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল, যাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। মানভূমের পরিস্থিতির এই জটিল অবস্থাও বিশেষ চিন্তা ও দৃষ্টির অপেক্ষা করিতেছে এবং ইহার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পথে অসুবিধাসমূহ কি রহিয়াছে আমরা জানি। আপনারা কি অবস্থার মধ্যে রহিয়াছেন তাহা আপনারা আপনাদের সাধারণ সম্পাদকের মারফত আমাদের জানাইয়াছেন; এবং এই যে দুষ্টচক্র গড়িয়া উঠিয়াছে ইহাকে সংশোধন করা এবং এবিষয়ে ব্যবস্থা করার যে অসুবিধাসমূহ রহিয়াছে তাহাও আমাদের জানাইয়াছেন।

তাহা ছাড়া যে সকল লোক এইসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে দায়িত্বসম্পন্ন তাঁহাদের অবস্থা-উপযোগী সময় পাওয়ার উপরও হস্তক্ষেপের সুযোগ ঘটিয়া ওঠে। এই সকল ব্যাপার মিলিয়া পরিস্থিতিটি জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য যাহারা পরিস্থিতির মধ্যে রহিয়াছে, অবস্থার প্রয়োজনে, পরিস্থিতি পরিচালনার দায়িত্ব তাহাদের উপর দেখা দিয়াছে এবং জরুরী অবস্থা এই দায়িত্ব গ্রহণের কাজকে আরো জরুরী করিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া অন্যায় সহ্য করিয়া যাওয়া এবং নীরব থাকা জনশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর ও জনতার মর্য্যাদা বোধের পরিপন্থী হইবে।

অধিকন্তু আমরা যে এই পথ গ্রহণ করিতেছি, অন্য কোনো পথ নাই বলিয়াই যে কেবল ইহা গ্রহণ করিতেছি তাহা নহে, যে সকল অন্যায় জনগণের উপর অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা সংগ্রাম করিয়া প্রতিরোধ করিতে জনগণের মধ্যে আত্ম-জিজ্ঞাসীলতা ও আত্মনির্ভরতা

জাগ্রত করিতেও ইহা আবশ্যক। জনগণের সক্রিয় কর্ম্মোদ্যোগের সহায়তায়ও জনগণকে জাগ্রত, সংগঠিত ও শক্তিশালী করিতে হইবে। সত্যাগ্রহ এই সাধনের একটি অঙ্গ। নিজেদের জীবন বিকাশের কর্ম্মে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় জনগণকে আপন শক্তির অনুভব করিতে হইবে, নতুবা দেশের সম্বন্ধে জনগণ আক্ষেপকারী এক ভারপিণ্ডস্বরূপ হইয়া থাকিবে; এবং আপন ভাগ্য রচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে উদ্যোগী হইবে না। এই জীবন-পরিবেশ তাহাদিগকে অবনতির পথে লইয়া যাইবে; ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। কোনো পথ নাই বলিয়া এই সত্যাগ্রহ কেবল প্রতিক্রিয়াত্মকরূপেই গ্রহণ করা হয় নাই; আপন প্রয়োজনের প্রেরণাস্পর্শে ক্রিয়াত্মক পন্থারূপেও ইহা অনুসৃত হইতেছে।

স্বরাজকে তাহার স্বরাজ জীবনের পরিবেশ লইয়াই চলিতে হইবে। শান্তিপূর্ণভাবে পূর্ণরূপ সত্যকার স্বরাজ গড়িয়া তুলিতে জনগণের জন্য সুযোগ স্বরাজকে নিশ্চয় নিতে হইবে। ইহার বিপরীত কোনো অবস্থাকে এক দিনের জন্যও সহ্য করা চলিতে পারে না। কিন্তু আমরা দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিয়াছি; আমাদের আশু কর্ত্তব্যের দায় যাহা আমাদের নিকট গভীর তাগিদ লইয়া দেখা দিয়াছে তাহাও আমরা পালন করিতে দীর্ঘ দিন স্থগিত রাখিয়াছি। আজ আমাদের অন্যায়ের প্রতিকারে ক্ষেত্র গঠন করিতে ও জনগণের অগ্রগতির জন্য সুযোগসমূহ লাভ করিতে অগ্রসর হইবার ন্যায়ের পূর্ণ সমর্থন ও যৌক্তিকতার ন্যায্য অধিকার আসিয়া দেখা দিয়াছে।

এই জনসংযোগের কাজের পথে যে আইন—যে তথাকথিত আইন—বাধাস্বরূপ রহিয়াছে—জনসংযোগের কর্ত্তব্য অনুসরণের কাজ অবশ্যই ঐ আইন ভঙ্গ করার দায়িত্ব আনিয়া দিবে;—আইন যাহা যথার্থ অর্থে আইনই নহে। এই অভিযান জনগণের মধ্যে ব্যাপক জাগৃতিউদ্বেল সঞ্চার করিতে পারে।

দেশের এই পরিবর্ত্তনের সময়ে যে গোলযোগপূর্ণ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে—তাহাকে কোনো রকমে সহায়তা দিবার আমরা কারণ স্বরূপ হই—ইহা আমরা কখনো চাই না বা ইচ্ছাও করি না। আমাদের কাজ হইবে শান্তিপূর্ণ এবং যথাযথ শৃঙ্খলার অর্থে যাহা বোঝায় পরিপূর্ণরূপে সেই সুশৃঙ্খলাপূর্ণ। দেশের এই অবস্থায় এই গণআন্দোলন করার কাজ এড়াইতে পারাই আমাদের কাছে বাঞ্ছনীয় হইত। সরকারের যে কর্ম্মধারা অবগুন্ঠাবিতরূপে বৃহত্তর এক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অরাজকতা ব্যাপকভাবে ঘনাইয়া তুলিতেছে—সেই সকল কর্ম্মধারা বন্ধ করিবার অন্য কোনো উপায় যদি আমরা পাইতাম—তবে আমরা গণআন্দোলন হইতে বিরত হইতে পারিতাম। কিন্তু যদি আমরা আজ এই জন আন্দোলনের ব্যাপার গ্রহণ করিবার দায়িত্ব লইতে সাহস না করি তবে যে বিশৃঙ্খলা ঘনাইয়া তোলা হইয়াছে তাহা ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়া দেশের এই বিঘ্নসঙ্কুল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে এই অবস্থার দুঃখকে আরো বাড়াইয়া তুলিবে। তাই আমাদের কর্ম্মলক্ষ্য আজ জনগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জনগণকে এই অরাজকতার আবর্ত্তে ভাসিয়া যাইবার অবস্থা হইতে মুক্ত রাখা।

নিরাপত্তা আইন অমান্য করার মধ্যে যে অবস্থা ঘটিবে—তাহাকে আমরা কোন আইন অমান্য করা হইবে বলিয়াই মনে করি না। ন্যায়ানুমোদিত বাক্যের স্বাধীনতা লাভ করা এবং শান্তিপূর্ণভাবে অহিংসার পথে জনসংযোগ ও জনগণের সংগঠন করার অধিকার মানুষের সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করার মতই অবিচ্ছেদ্য। যদি কোনো অসঙ্গত অস্বাভাবিক নিষেধের গণ্ডী ইহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাকে আইন বলিয়াই মনে করা সঙ্গত হইবে না; এবং স্বাভাবিক ব্যবস্থা ইহার দ্বারা অনুকূল বা প্রতিকূলে প্রভাবিত হইবে না ইহাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মাঝে মাঝে দেখা দেয় যখন প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থার দরকার হয়। তখন প্রতিষেধকমূলক আইন ব্যবস্থাগুলির কাজ হয় কেবল মাত্র অনুষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান করা; শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহকে রুদ্ধ করা কখনই ইহার কাজ হয় না। ইহাও সত্য যে, ভয়াবহ দেশ-পরিস্থিতিতে ইহাদের প্রয়োগ ভিন্নতর হয়; কিন্তু এই আইনগুলিকে সন্দেহজনক পরিস্থিতির উপর চালাইয়া রাখা হইলে সাধারণতঃ ইহাদের কাজ হওয়া উচিত—পরিদর্শনের কাজ। অনুষ্ঠানগুলিকে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য এবং তাহাদের তথ্য পূর্ব্ব হইতে জানিবার জন্যই

তত্ত্বাবধানের রূপে এই আইনের প্রয়োগ; অধিক আর কিছু নহে। বাস্তবপক্ষে ইহা অনুষ্ঠানকারীদের উপর তাহাদের নিকট হইতে বিবরণ সরবরাহের দায়িত্ব ন্যস্ত করিতেছে মাত্র। কিন্তু এই সকল আইনের ক্ষমতার সুযোগ হাতে করিয়া জন-অধিকার ও জনগণের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা লইয়া খেলা করা এবং জনগণের উপর আধিপত্য করিতে থাকা কখনই সহ্য করা চলে না।

কিন্তু যদি স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে ঐ সকল জরুরী আইন অন্যায়ভাবে এবং অপ্রয়োজনে প্রবর্ত্তিত করা হয়, এবং অধিকন্তু, এইরূপ বিবেচনাহীনভাবে প্রযুক্ত আইনটির ব্যবহারও চলিতে থাকে নানা অবাঞ্ছনীয় প্রয়োগদ্বারা, তখন, যথার্থ বিচার বুদ্ধির প্রেরণায় দেশের কোনো নাগরিক যদি এইরূপ আইনকে অমান্য করে—তাহার সেই অমান্যের কার্য্য স্বাধীন দেশে আইনভঙ্গরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। তাহার সেই বিচার যথার্থ হইয়াছে কি না তাহা দেশের বিচারশীল ব্যক্তিদের বিচারাধীন হইতে পারে।

আমরা যে নির্দ্দিষ্ট অভিযোগসমূহ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহা পাঠাইলাম। এখন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে তাহা আপনাদের বিচার্য্য। আমরা আশা করি আপনাদের সুবিধা ও পরিকল্পনামত আপনারা অগ্রসর হইবেন এবং পরিস্থিতিকে যথার্থ ধারায় ব্যবস্থিত করিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। নিজের শাখাসমূহের অন্যায়ের প্রতিকার করিবার এবং পরিস্থিতি সামলাইবার দায়িত্ব যাহার উপর ন্যস্ত আছে আমাদের সেই বিরাট প্রতিষ্ঠান তাহার যোগ্য ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করিয়া যথার্থ সমাধানের ব্যবস্থা প্রদান করিবেন ইহাই আমরা আশা করিতে পারি। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কাজ চলিবে আমাদের নিজের ধারায়—যাহা আজ অপরিহার্য্য দায়িত্বরূপে আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

আমাদের এই কাজ পরিস্থিতিকে সংশোধিত করা ছাড়া অন্য কিছু করিবে না; এবং জনগণের জাগৃতির জন্য অনুকূলতার কল্যাণকর ক্ষেত্রেই রচনা করিবে। পরিস্থিতির ভয়াবহ গুরুত্বকে উপলব্ধির পথে ইহা সহায়তা দান করিবে এবং পরিস্থিতি সামলাইবার দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের আশু দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ আনয়ন করিবে। পরিস্থিতি ও বস্তুস্থিতির সত্য রূপকে বুঝিবার পথে সহায়তারূপে জনগণের সম্মিলিত অভিমতকে ইহা সংগঠিত করিয়া তুলিবে। যখন বাস্তব ক্ষেত্রে আসিয়া অবস্থা-সমূহের সত্য রূপ আপনাদের কাছে উদ্ঘাটিত হইবে, তখন এই সত্যাগ্রহের যাথার্থ্য আরো গভীরভাবে আমাদের নিকট অনুভূত হইবে।

অন্যায়ের প্রতিকারে ও প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের জন্য, আমাদের আপন সবাকারের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে নিয়মতান্ত্রিক পথে চলা আমাদের যথার্থ পথ। কিন্তু এক এক সময় এমন পরিস্থিতি আসে—যাহা আজ আমাদের জীবনে আসিয়াছে—যখন এই পন্থা অনুসরণের মধ্যে যে বিলম্ব ঘটে তাহা আর সহ্য করা সম্ভব হয় না। যখন গুরুতর ক্ষতিসমূহ আসন্ন হইয়া দেখা দেয়, যখন অপরিহার্য্য মৌলিক অধিকারসমূহ আসন্নরূপে বিপন্ন হইয়া উঠে তখন প্রতিরোধের কোনো এক পন্থা নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে হয়। অধিকন্তু, যখন অরাজকতা ও হিংসার এক পরিস্থিতি আসন্ন হইয়া দাঁড়ায়, তখন কাহাকেও না কাহাকে এই বিপদ এড়াইবার জন্য অগ্রসর হইতেই হয়। সেজন্য আজ আমরা আমাদের সেই দায়িত্বের আহ্বান অনুভব করিতেছি এবং আমাদের যাহা কিছু ক্ষমতা আছে তাহা লইয়া এবং নিজেদের বিচারে যাহা যথার্থ পথ আমাদের কর্ম্ম অনুভূত হইয়াছে তাহা অনুসরণ করিয়া আমরা দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের এই কর্ত্তব্য পালনের পথে যে আইন বাধাস্বরূপ রহিয়াছে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই আমাদের জনসংযোগ কর্ম্ম তালিকা উদ্‌যাপনে আমরা আমাদের এই যথার্থ পথ অনুসরণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। এই সিদ্ধান্ত আমরা বিগত ১৫ই মার্চ্চ (১৯৪৯) আমাদের সঙ্ঘের ব্যবস্থা পরিষদে গ্রহণ করিয়াছি এবং ৬ই মার্চ্চ হইতে ইহা আরম্ভের সিদ্ধান্ত আমাদের এই বৈঠকে গৃহীত হয়।

আমাদের বর্ত্তমানের কর্ম্মলক্ষ্য জনগণকে সংগঠিত করা এবং তাহার উদ্দেশ্যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। ইহাই আমাদের দাবী—যদি ইহাকে দাবী বলিয়াই মনে করা হয়। এই কাজের অনুকূল ক্ষেত্র গড়িয়া তোলার পথে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের উপর সংঘর্ষ আসিয়া পড়ার কারণগুলি না থাকিলে আমাদের সংঘর্ষের

সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন ঘটিত না বা সংঘর্ষ করিতে হইত না। আজ আমরা সংশ্লিষ্ট জনগণের আন্তরিক সদিচ্ছা বহন করিয়া অগ্রসর হইতেছি এবং যে কর্ম্মের অনুসরণ সত্যাগ্রহীরূপে আমাদের উপর পরিস্থিতির প্রয়োজনে অপরিহার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে দেখা দিয়াছে, যে কর্ম্মানুসরণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি সে কর্ম্ম অনুসরণকে আপনারা সমর্থন করিবেন ইহা আমরা সর্ব্বদাই আশা করিব।

যে আইন আমাদের সংঘর্ষে লিপ্ত করিবে, সে আইন পূর্ণরূপে ন্যায়ের বিরোধী এবং অন্যায়ভাবে আমাদের জেলায় প্রযুক্ত করা হইয়াছে। মানভূমে এমন অবস্থা ছিল না বা নাই যাহার জন্য এইরূপ আইন প্রবর্ত্তনের কোনো যৌক্তিকতা থাকিতে পারে। যখন বিহার সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততায় বিক্ষুব্ধ হইতেছিল, তখনো মানভূম এই আবর্ত্ত হইতে বাহিরে ছিল। বিহারের এই জরুরী অবস্থা বহুদিন অপগত হইয়া গেলেও, এই আইনকে মানভূমের কণ্ঠে ভারস্বরূপ ঝুলাইয়া রাখা হইল। যদি মানভূমে এই আইন প্রবর্ত্তন করিয়া রাখার কোনো যৌক্তিকতা আছে তবে তাহা সেই সকল লোকেরই কর্ম্মসমূহের প্রয়োজনে যাহারা ঐ আইনের ক্ষমতা হাতে লইয়া তাহাদের নিজেদের ভয়াবহ কর্ম্মের জন্য ক্ষেত্র দখল করিয়া রাখিতে আইন প্রয়োগ করিতে নিযুক্ত। এই আইন সম্প্রতি আবার পুনর্প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে—ইহা কেবল সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যের খেলার লক্ষ্য লইয়া। এই আইনকে আমাদের প্রতিরোধ করিতে হইবে।

যতদূর সম্ভব আত্ম-শক্তির সহায়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে এবং আত্মনির্ভরতার গঠন-জীবন রচনা করিতে আমাদের জন-পরিচালনার এই কর্ম্ম তালিকার সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিরোধে আমাদের দাবী ঘোষণারও কর্ম্ম-তালিকা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; এবং জনগণের বিকাশ ও অগ্রগতির পরিবেশ লাভ করা—আমাদের এই দাবী লক্ষ্য থাকিবে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের লক্ষ্য লইয়া আমাদের এই অভিযান; সরকারের বিরুদ্ধে নহে। আমাদের লক্ষ্য—এই সরকারকে কংগ্রেস আদর্শ ও ন্যায়ানুগ পথে পরিচালিত করা। কোনো কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট কংগ্রেস বিরোধী গভর্ণমেন্টরূপে পরিণত হইতেছে—ইহা নীরবভাবে বসিয়া দেখা কোনো কংগ্রেস কর্ম্মীর পক্ষে সম্ভব নয়। যাহারা আমাদের প্রতি অন্যায় করিতেছে, আমাদের সত্যাগ্রহ তাহাদের আপন অন্যায় উপলব্ধির পথে আমাদের প্রেমের বাণী বহন করিবে। অন্যায়কারীর প্রতি আমাদের সমস্ত প্রেম লইয়াই আমরা সত্যাগ্রহ করিতেছি।

আমাদের আন্দোলনের ভবিষ্য রূপসম্বন্ধে আমাদের কর্ম্মলক্ষ্য কি রহিয়াছে তাহা আপনাদিগকে জানানো কর্ত্তব্য হইবে। আমাদের এই বর্ত্তমানের কর্ম্মানুসরণের দ্বারা যদি মানভূমের পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সাধন না হয়—অবস্থা পূর্ব্ববতই চলিতে থাকে—যদি প্রতিকারের জন্য চূড়ান্তভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছ হইতে কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা না দেখা দেয়, এবং যদি ভারতের অবস্থা ধারাসমূহ সর্ব্বভারতীয় সংহতি-শক্তিকে বাঞ্ছনীয় ভাবে পরিস্থিতি পরিচালনা-কাজের সুযোগ দান না করে, তবে আমাদিগকে সত্যাগ্রহের নির্দ্ধারিত পন্থাসমূহ লইয়া এক মহত্তর ও ব্যাপকতর আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তখনই দেখা দিবে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ বিহিত ব্যবস্থাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে জনমুক্তির লক্ষ্যে আমাদের যথার্থতর সংগ্রাম।

WANTED

For Satyabhama Vidyapith, Jhalda a graduate teacher. Preference will be given to one who knows Hindi and Bengali.

Apply to the Secretary.

সত্যাগ্রহ সংবাদ

—0—

[লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচি ও সত্যাগ্রহের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিবৃতি প্রকাশের জন্য দিয়াছেন।]

সত্যাগ্রহ কর্ম্মতালিকা—

৬ই এপ্রিল প্রারম্ভ তারিখে মাগুড়া ও মানবাজারে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে অন্যান্য ৭টি স্থান ঐ দিন সত্যাগ্রহের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ ৭টি স্থান ও ১৩ই তারিখ পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহের জন্য যে সকল স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। এই সকল স্থানে সত্যাগ্রহীগণ তিনজন করিয়া এক একদলে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান করিবেন। যে তারিখে যে স্থানে সত্যাগ্রহ হইবে তাহার বিবরণ এই :—

৬ই এপ্রিল বুধবার ২৩শে চৈত্র

(১) পুঞ্চা— থানা পুঞ্চা
(২) বরাবাজার— ,, বরাবাজার
(৩) বলরামপুর— ,, বলরামপুর
(৪) বান্দোয়ান— ,, বান্দোয়ান
(৫) রঘুনাথপুর— ,, রঘুনাথপুর
(৬) বাঘমুণ্ডি— ,, বাঘমুণ্ডি
(৭) পাড়া— ,, পাড়া

৭ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ২৪শে চৈত্র

(১) গোপালনগর—থানা মানবাজার
(২) সিন্দরী— ,, বরাবাজার
(৩) কেন্দা— ,, পুঞ্চা
(৪) মাচা— ,, পটমদা
(৫) বেগুনকোদর ,, ঝালদা

৮ই এপ্রিল, শুক্রবার ২৫শে চৈত্র

(১) হেরবনা— থানা বরাবাজার
(২) জাকরো— ,, মানবাজার
(৩) রাইসা— ,, হুড়া
(৪) পুয়ড়া— ,, পুঞ্চা
(৫) কুমীর— ,, পটমদা

৯ই এপ্রিল, শনিবার ২৬শে চৈত্র

(১) পটমদা— থানা পটমদা
(২) চাণ্ডিল— ,, চাণ্ডিল
(৩) হুড়া— ,, হুড়া
(৪) আড়ষা— ,, আড়ষা
(৫) জয়পুর— ,, জয়পুর

১০ই এপ্রিল, রবিবার ২৭শে চৈত্র

(১) মধুপুর— থানা মানবাজার
(২) লধুড়কা— ,, হুড়া
(৩) মনিহারা— ,, কাশীপুর
(৪) হুটমুড়া— ,, পুরুলিয়া
(৫) বাগদা— ,, পুঞ্চা

১১ই এপ্রিল, সোমবার ২৮শে চৈত্র

(১) চাকলতা— থানা হুড়া
(২) পাকবিড়রা— ,, পুঞ্চা
(৩) ভালু— ,, বান্দোয়ান
(৪) পিটিদিরি— ,, মানবাজার
(৫) ভুরকুণ্ডাবাড়ী—,, নিতুরিয়া

১২ই এপ্রিল, মঙ্গলবার ২৯শে চৈত্র

(১) বুগীচামী— থানা বরাবাজার
(২) চেলিয়ামা— ,, চাণ্ডিল
(৩) কুসুমটিকরী— ,, পুঞ্চা
(৪) ভাঙ্গাট শ্যামপুর কাশীপুর
(৫) পলাশকুঁড়া— ,, পাড়া

১৩ই এপ্রিল, বুধবার ৩০শে চৈত্র

(জাতীয় সপ্তাহের জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস)

(১) মাঝিহিড়া— থানা মানবাজার
(২) ভূতাম— „ পুরুা
(৩) কনাপাড়া— „ পুঞ্চা
(৪) জিতান— „ বান্দোয়ান
(৫) লাগুড়ি— „ বরাবাজার
(৬) চাষ— „ চাষ
(৭) মেট্যালা— „ মানবাজার
(৮) নীরথাম— „ চন্দনকিয়ারী
(৯) ইচাগড়— „ ইচাগড়
(১০) গড়শিকা— „ সাঁতুড়ি

সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রেরণ—

বিগত ২৯।৩।৪৯ তারিখে লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক সঙ্ঘের সত্যাগ্রহ সিদ্ধান্তের খবর জানাইয়া বিহার মন্ত্রীমণ্ডলীকে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে ৬ই হইতে ১৩ই তারিখের সত্যাগ্রহ কর্ম্মতালিকা জানান হইয়াছে।

সত্যাগ্রহী শিক্ষা শিবির—

সত্যাগ্রহ একধারে চলিতে থাকিবে। তাহারই সহিত সত্যাগ্রহীদিগকে নতুন কর্ম্মতালিকা বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে কম সময়ের শিক্ষা শিবিরসমূহ করা হইবে।

বাহির হইতে সত্যাগ্রহের জন্য আবেদন—

লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—মানভূমের জন আন্দোলনের আহ্বানে জেলার বাহির হইতে জনসেবকদের চিঠিপত্র আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা দুঃখবরণের দায়িত্ব লইয়া এই আন্দোলনে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছেন এবং সত্যাগ্রহী তালিকা ভুক্তকরিতে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছেন। তাঁহাদের এই আন্তরিকতার জন্য ও মানভূমের জন্য ত্যাগবরণ করিয়া সেবার আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহাদের নিকট এবিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতেছি যে, মানভূমের জনগণের আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বন শক্তির সহায়ে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য মানভূমের জনমুক্তি আন্দোলন মানভূমের জনগণের মধ্যে বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ থাকাই উচিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করিয়াছি। দেশের যে কোনো স্থানের প্রতি কর্ম্মের দায়িত্ব ও সেবার অধিকার সকলেরই আছে। তবে কর্ম্মের সমীচীনতা ও উপযোগীতার দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদিগকে এ বিষয় উপলব্ধি করিতে সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। কর্ম্মের সংগ্রাম ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে না আসিয়াও তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও অন্যান্য সহায়তা আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য রহিল—ইহা আমাদের বিশেষ শক্তি দান করিবে।

মানভূম দীর্ঘকালের জন্য এক মহতী সংগ্রামের পথে অবতীর্ণ হইতেছে। অচিরেই মানভূমের জীবনে এক সময় আসিবে যখন সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রথম দায়িত্ব যাহাদের তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে হইতে অপসারিত হইবেন। জনসাধারণ আপন শক্তিতে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। তাহারও পরে হয়তো বা এমন সময় আসিতে পারে যখন আমাদের এই অহিংস সংগ্রাম ত্যাগ ও দুঃখবরণের পথে এক চরম ও ঘোরতর রূপ ধারণ করিবে। তখন দেশের কর্ম্মীগণ অবস্থানুসারে দায়িত্ব অনুভব করিয়া কর্ম্মের সমীচীনতা উপলব্ধি করিয়া যাহা নিজেরা ভাল বুঝিবেন অবশ্যই করিতে পারিবেন। আমাদের এই কর্ম্মের দায়িত্বের আহ্বান কোনো প্রাদেশিকতা, শ্রেণী রূপ বা দলীয় রূপে দেখা দিতে পারিবে না। যে সত্যাগ্রহ ভারতের সকল বঞ্চিতের সমপর্য্যায়ভুক্ত জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে অনুসৃত হইল, ভারতের জনমুক্তির সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে মানভূমের জনমুক্তির অভিযান—ভারতের সকল প্রদেশের যথার্থ জন সেবকদের সমভাবে উদ্বুদ্ধ করিবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি। মানভূমের সংগ্রামের পথে মানভূমের জনগণ আমরা কর্ম্মের দায়িত্ব লইয়া অগ্রসর হইলেও আমরা সকলের সঙ্গে আদর্শে ও কর্ম্মলক্ষ্যে যুক্ত রহিলাম ইহা অনুভব করিয়াই আমরা আজ আমাদের কর্ম্মে অগ্রসর হইলাম।

সত্যাগ্রহ পরিচালন ব্যবস্থা—

সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের দ্বারা নিয়োজিত সত্যাগ্রহ পরিষদ সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিবেন।

সত্যাগ্রহ পরিষদ কর্ত্তৃক নিয়োজিত সত্যাগ্রহ ক্ষেত্র সচিবগণের মারফত ক্ষেত্রের পরিচালনা কর্ম্ম চলিতে থাকিবে। উত্তরোত্তর বিকেন্দ্রিতভাবে কর্ম্ম পরিচালনার দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সত্যাগ্রহ পরিষদের সদস্যগণ ও সত্যাগ্রহ ক্ষেত্র সচিবগণ যেমন যেমন সত্যাগ্রহে যোগদান করিতে থাকিবেন তাঁহাদের শূন্যপদে সদস্য গৃহীত হইতে থাকিবে।

সত্যাগ্রহ ক্ষেত্র অভিমুখে—

লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ও কর্ম্মপরিষদের সদস্যা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ যথাক্রমে ২রা ও ৪ঠা সত্যাগ্রহ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে গ্রামাভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

সত্যাগ্রহের সংবাদ যথা সত্বর সরবরাহ—

লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব সংবাদ দিয়াছেন যে, কর্ম্মীদের জানান হইয়াছে, সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠানের সংবাদ যথা সত্বর কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে। এ বিষয়ে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে জনসাধারণ সকলের প্রতি লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব আবেদন জানাইয়াছেন। প্রতিদিন অনুষ্ঠানগুলির খবর সম্ভব হইলে সেইদিন সন্ধ্যায়, তাহা না হইলে পরদিন সকালে যেন পাঠান হয়।

বিস্তারিত অভিযোগপত্র দাখিল

—০—

মানভূমে অনুষ্ঠিত বিভিন্নমুখী অন্যায় আচরণের অভিযোগ সহ বিহার সরকারের বিরুদ্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে লোক সেবক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক বিস্তারিত অভিযোগপত্র দাখিল

লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালকের বিবৃতি "বিগত ২১ শে মার্চ তারিখে এক বিস্তারিত অভিযোগপত্র লইয়া লোক সেবক সঙ্ঘের প্রধান সচিব শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত নিখিল ভারত কংগ্রেসকমিটির পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ডে দাখিল করার জন্য দিল্লী রওনা হন। বিগত ২৩ শে মার্চ দিল্লী অফিসে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট উহা দাখিল করেন।

পূর্ব্বে লোক সেবক সঙ্ঘের মুক্তিতে প্রকাশিত ১০ই ডিসেম্বরের বিবৃতিতে জানান হইয়াছিল যে লোক সেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধি বিগত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পূর্ব্বে ওয়ার্কিং কমিটীকে ও অন্যান্য দায়িত্বসম্পন্ন কর্ত্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানান হইয়াছিল। অবস্থা দ্রুত খারাপ হইতেছিল বলিয়া ৯ই ডিসেম্বর সত্যাগ্রহ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ ধার্য্য হয়। আলোচনার ফলে জেনারেল সেক্রেটারী ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন ও ৯ই সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত স্থগিতের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। আরো অভিযোগসমূহ পাঠাইবার বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধি জেনারেল সেক্রেটারীকে জানাইলে তিনিও তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

বিগত ১৯শে ডিসেম্বর জয়পুরে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীগণ বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে সংবাদ পান যে শীঘ্রই কোনো ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য মানভূম তদন্তে আসিতেছেন। ইহার জন্য দিন কয়েক অপেক্ষা করিয়া লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক জেনারেল সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র দেন যে, কেহ শীঘ্রই তদন্তে আসিতেছেন কি না, বা সঙ্ঘ হইতে কাগজ পত্র তাঁহারা পাঠাইবেন কি না। এ বিষয়ে পর পর আরো কয়েকটি তার

ও পত্র পাঠানো হয়। তাঁহারা পত্র দিয়া আমাদের অভিযোগ পাঠাইতে বলেন। বিস্তারিত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া সঙ্ঘের ১৫ই মার্চ্চ বৈঠকে উহা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐ বৈঠকে পরিস্থিতি বিচার করিয়া সত্যাগ্রহ অবলম্বন অপরিহার্য্য বিচার করিয়া উহা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ২১।৩ তারিখে প্রেরিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে লিখিত পত্রে উহার কারণ ও যুক্তি-সমূহ বিশদ বিবৃত হইয়াছে।

অভিযোগ পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

অভিযোগ পত্রে ৮ দফা মূল অভিযোগ জানান হইয়াছে।

১। ভাষার ভিত্তির নীতিকে এড়াইবার জন্য মানভূমকে অবৈধভাবে হিন্দি ভাষাভাষী প্রমাণের উদ্দেশ্যে বহু অবাঞ্ছিত উপায়ে
(ক) বাংলা ভাষা ও শিক্ষার উচ্ছেদ
(খ) অবৈধভাবে হিন্দি ভাষা ও হিন্দির রেকর্ড স্থাপনের জন্য বিবিধ প্রচেষ্টা
(গ) বিহারের দাবীর পক্ষে অনুকূলতা সৃষ্টির জন্য অবৈধ প্রচেষ্টা

২। প্রাদেশিকতা, শ্রেণী বিদ্বেষ ও হিংসাত্মক প্রচার।

৩। দমন, পীড়ন, নাগরিক অধিকার হরণ

৪। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বিনষ্ট, বিচ্ছিন্ন ও প্রভাবহীন করার বিবিধ প্রচেষ্টা

৫। জেলার জন-প্রতিষ্ঠানসমূহকেও গঠনমূলক কর্ম্ম-সমূহকে বিনষ্ট, ব্যাহত ও পণ্ড করিবার প্রচেষ্টাসমূহ

৬। জেলার কংগ্রেস বিরোধী ও সমাজ বিরোধী লোক-সমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া অবাঞ্ছিত কর্ম্মে নিয়োগ

৭। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জেলার ক্ষমতার ক্ষেত্র রচনার অবৈধ প্রয়াস

৮। সাধারণ দুর্নীতিসমূহ

এই মূল অভিযোগগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন অভিযোগ দ্বারা বহু দৃষ্টান্ত সহ বিবৃত করা হইয়াছে। বৈষম্য ও অসত্যের ভিত্তিমূলক প্রাদেশিক শিক্ষানীতির বিশদ মর্ম্মোদ্ঘাটন করা হইয়াছে। এই প্রাদেশিক অভিযানের উদ্দেশ্যে যে বিবিধ ও ব্যাপক অবাঞ্ছিত উপায়সমূহ গ্রহণ করা হইয়াছে—অবৈধ কর্ম্মসমূহে কতভাবে সরকারী সহায়তা দেওয়া হইয়াছে তাহার অভিযোগ ও দৃষ্টান্ত-সমূহ লেখা হইয়াছে। ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন, অসম্মান, দুর্ব্ব্যবহার, বেআইনী কর্ম্মের দৃষ্টান্ত ও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র রচনা এবং সরকারী সহা-য়তা, পদ ও সুবিধাসমূহ ঘুষের মত ব্যবহার প্রভৃতির বিবরণ ও দৃষ্টান্তসমূহ দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্মের উদ্দেশ্যে অবাঞ্ছিত ধারায় বিবিধ আয়োজনসমূহ যথা প্রতিষ্ঠান-সমূহ স্থাপন, সভা সম্মেলন, সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, প্রভৃতি বহু প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বনে যে সকল বিবিধ অন্যায় চলিয়াছে তাহারও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

অভিযোগে পত্রের মুখবন্ধে জানান হইয়াছে যে বিস্তা-রিত হইলেও অভিযোগ ও আমাদের প্রাপ্ত দৃষ্টান্তসমূহের কিয়দংশ দেওয়া হইয়াছে। এবং অভিযোগ দৃষ্টান্তের বিরাট পরিমাণ আজ সমগ্র জেলা ব্যাপৃত হইয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে।

এই অভিযোগসমূহের তদন্ত কার্য্য যে সকলের সহায়তায় হইতে পারে তাহা এইরূপ জানান হইয়াছে—

(১) ঘটনাসমূহের সহিত জড়িত ব্যক্তিগণ

(২) কাগজে কলমে যাহা ধরা পড়িয়াছে সেইরূপ বহু সংখ্যক কাগজপত্র

(৩) জেলার সমগ্র কংগ্রেস কর্ম্মীর দল যাহারা কংগ্রেসের সকল সংগ্রাম, কর্ম্ম, ও আন্দোলনে দীর্ঘকাল কংগ্রেসকে নিষ্ঠা ও সততার সহিত অনুসরণ করিতেছেন।

(৪) শাসন বিভাগের কাগজপত্র ও কাজ কর্ম্ম।

(৫) সমগ্র জেলা ব্যাপী সর্ব্বসাধারণ জনগণ।

এই মুখবন্ধে জানান হইয়াছে যে—বিহার সরকারের অভিযোগপত্র রচনার সঙ্গে সাধারণ অবস্থা ও বিভিন্ন দলের বিষয় লিখিত হইলেও কতকগুলি দলের বিষয়ে বিস্তিয়ভাবে ও বিস্তারিতভাবে অভিযোগ দিবার জন্য রহিয়াছে। ইহাদের পৃথক অভিযোগ পত্র পরে দেওয়া হইবে—

(১) স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ

(২) বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী

(৩) বর্ত্তমান জেলা কংগ্রেস কমিটী

(৪) অবাঞ্ছনীয় অভিযানের সহযোগী প্রাদেশি কয়েকটি দল ও ব্যক্তি

(৫) অবাঞ্ছনীয় অভিযানের সহযোগী জেলার কতক-গুলি দল ও ব্যক্তি

ঐ সকল দলের অন্যায় আচরণের বহু দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে রহিয়াছে।

বিহার সরকারের বিরুদ্ধে এই বিস্তারিত অভিযোগ প্রেরণ করিয়া মুখবন্ধে জানান হইয়াছে—"আমরা গভীর দুঃখে এবং অনিচ্ছা লইয়াই এই সকল উত্থাপন করি-তেছি। আমাদের অনেকগুলি বন্ধু এবং প্রতিষ্ঠানের সহকর্ম্মীকে আমরা অভিযুক্ত করিয়াছি। ইহার জন্য বেদনা বোধ করিতেছি। কংগ্রেসের সংহতি রক্ষা করিতে এবং আমাদের লক্ষ্য ও জনগণের সেবার দায়িত্ব পালন করিতে আমরা কর্ত্তব্যে আবদ্ধ আছি বলিয়াই করিতে হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের বেদীমূলে আমাদিগকে ব্যক্তিগত বিবেচনা সকল আহুতি দিতে হয়। কিন্তু আমরা যাহাদের বিরুদ্ধে আজ এই অপ্রীতিকর অভিযোগসমূহ আনিয়াছি আমরা তাঁহাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ প্রেম ও সহানুভূতি লইয়াই আনিয়াছি। জনসাধারণের কাজে যে মনোভাব রাখা প্রয়োজন সেই মনোভাবে যেন আমরা সকলেই ইহা গ্রহণ করিতে পারি। এই ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।"

অভিযোগ পত্র সম্পর্কে লোক সেবক সঙ্ঘের প্রধান সচিব কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়ার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করেন। শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে বিহার সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ে লোক সেবক সঙ্ঘের বিচার-পত্র তিনি দিয়া আসিয়াছেন।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

মহাশয়,

আপনার পত্রিকায় আমার এই সামান্য পত্রখানি স্থান পাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

কালিন্দা সত্যভামা বিদ্যাপীঠের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি লইয়া যে মামলা চলিতেছে তাহা মানভূমবাসী অবগত আছেন। কিন্তু তাহাকে উপলক্ষ করিয়া উক্ত বিদ্যাপীঠের শিক্ষকদের উপর যে অত্যাচার চলিতেছে, তাহাই এই পত্রের আলোচ্য বিষয়।

মাননীয় বিহার গবর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে মাসিক ১২৲ হিসাবে মাগ্‌গিভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই ভাতা বিহারের সমস্ত শিক্ষকই হয়ত পাইতেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই জেলার D. I. বাহাদুরকে সময় মত বিল দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নানারূপ অছিলা করিয়া আজ পর্য্যন্ত সত্যভামা বিদ্যাপীঠের বিল পাস করেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমি নিজে যখন বিল লইতে যাই তখন তিনি আমায় বলেন "S. D. O. সাহেব মানা কিয়ে হৈঁ বিল পাস করনে কো। আপ উনকা পাস যাইয়ে। S. D. O. সাহেব বোলনেইসে বিল পাস হো যায়গা।" তাঁহার কথামত আমি S. D. O. সাহেবের সহিত দেখা করি। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন যে তিনি বিল আটকান নাই। এরূপ ভাবের লুকাচুরির কোন মানে বুঝিলাম না।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ তারিখে D. P. I. Bihar আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন। তাঁহার সহিত D. I. সাহেবও আসিয়াছিলেন। স্কুলের কার্য্য দেখিয়া আমার মনে হইল D. P. I. সাহেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেইজন্যই আমি তাঁহাকে D. A. সম্বন্ধে বলিলাম। তিনি D. I. সাহেবকে Dec. 48 পর্য্যন্ত বিল পাস করিয়া দিতে বলিলেন।

কয়েকদিন পরে আমি বিলের টাকা আনিতে যাই। তাহাতে D. I. সাহেব বলেন যে তিনি লিখিত কোন হুকুম পান নাই অতএব বিল পাস করিতে পারিবেন না।

যদি কোন কারণে D. I. সাহেব স্কুলের সেক্রেটারীর উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন তবে গরীব শিক্ষকদের উপর জুলুম করিবার কি হেতু থাকিতে পারে বুঝিলাম না। এ যেন "ষাঁড়ে ধান খায় তাঁতি বাঁধা যায়।" তিনি কি ২৩ জন শিক্ষককে দেয় প্রায় ৩৩০০৲ টাকা বাঁচাইয়া বিহার গবর্ণমেণ্টের উপকার করিতে চান? ইতি

শ্রীশশাঙ্কশেখর ঘোষ
সত্যভামা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক ও
মানভূম মাধ্যমিক শিক্ষক সঙ্ঘের
সভাপতি।

বিজ্ঞপ্তি

অংশীদারগণ তথা জনসাধারণের সুবিধার্থে নিলকুঠিডাঙ্গায় শহীদ স্মৃতি-স্তম্ভের নিকট এবং নামোপাড়া মহল্লার দূর্গামেলার সম্মুখে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স এর দুইটী শাখা খোলা হইয়াছে।

পুরুলিয়া
২৪।৩।৪৯ } **পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।**

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি : **সমর সিংহ**, চুলমী
পুরুলিয়া

সমবায় সমিতির
সভ্যদের প্রতি

যে কোন সমবায় সমিতির সভ্য বম্বে কো-অপারেটিভ ইনসিওরেনস্ সোসাইটিতে এজেণ্ট ব্যতিরেকে, জীবন বীমা করিলে তিনি **বরাবরের জন্য শতকরা সাড়েসাত টাকা** কম প্রিমিয়ামে বীমা করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়াও তাঁদের অন্যান্য বহু সুবিধা দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণ আমাদের স্থানীয় কর্ম্মী শ্রীজয়ন্তকুমার দাঁ, পুরুলিয়া অথবা আমাদের নিকট হইতে জানিতে পারেন।

রায় চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ।
চিফ্ এজেণ্টস্, বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা।
২২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১।

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়
তাহার কাজে

নূতন বীমা ১৯৪৭ :	১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমা :	৫৫ ,, ৬৩ ,, ,,
প্রিমিয়াম আয় ১৯৪৭ :	২ ,, ৬১ ,, ,,
বীমা তহবিল :	১০ ,, ৫৮ ,, ,,

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৮শে চৈত্র ১৩৫৫, ১১ই এপ্রিল ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

সদর লোক্যাল বোর্ড
নোটীশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, জেলা মানভূম সদর লোক্যাল বোর্ডের অধীন নিম্নলিখিত হুড়া হাট ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য ডাক নীলামে আগামী ২০।৪।৪৯ তারিখে বন্দোবস্ত করা হইবে এবং যাহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে এবং নীলাম খতম হইলে খাজনার সমস্ত টাকা দাখিল হইলে পর ৭ দিনের মধ্যে রেজেষ্টারী করা কবুলতি দিতে হইবে। উক্ত টাকা বা কবুলতি না দিলে উক্ত হাট প্রভৃতিতে দখল দেওয়া হইবে না এবং উক্ত টাকা বিনা নোটীশে বোর্ডে বাজেয়াপ্ত হইবে। ৭ দিনের মধ্যে কবুলতি না দিলে ছানি বন্দোবস্ত করা হইবে। নীলাম ডাক হুড়া ডাক বাংলায় বেলা ৪টা হইতে আরম্ভ করা হইবে। যাহার কিছু মাত্র খাজনার টাকা বাকী থাকিবে তাহাকে ডাক দিতে দেওয়া হইবে না।

শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত।
চেয়ারম্যান,
সদর লোক্যাল বোর্ড, মানভূম।

Manbhum District Board.
Office of the District Engineer, Manbhum.
NOTICE FOR CALLING TENDERS.

No. 1 of 1949-50.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received up to 11A.M. on 16-4-49 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 11 A. M. on 16-4-49 in presence of the tenderers or their authorised agents.

Est. No.	No.	Names of works.	Amount excluding T.W.E. & contingencies.	Amount of earnest money to be deposited.	Date of completion.
813 of 48-49.	1.	Constructing the Sectional Officer's quarters at Hura.	4300/-	100/-	15.12.49
	2.	Probable cost of repairing the Rest Shed at Liki.	1134/-	50/-	30.6.49

The details of items and quantities of works to be done may be seen in the District Engineer's Office during office hours.

Approved.
Sd/ S. K. Bhattacharyya
Vice-Chairman,
District Board, Manbhum.

P. K. Roy
District Engineer,
Manbhum.

গান্ধীজীর বাণী

"মানভূমবাসীদিগকে বলিবেন অহিংসার দ্বারা আমরা সব কিছুই করিতে পারি।"
(সোদপুর ১৪।১২।৪৬)

"এ জীবনে আমি মানভূমে যাইতে পারিলাম না—নূতন জন্ম লইয়া আমি মানভূমে যাইব।"
(পাটনা ১৯৪৭)

সত্য ও অহিংসা সাধনার ভাবাদর্শের মধ্যে মানভূমে কি তাঁহার নূতন জন্ম হইবে?

মহামানবের বাণী যেন সার্থক হয়।

সত্যাগ্রহ পরিষদ
মানভূম।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ২৮শে চৈত্র

হিংসার প্ররোচনা

গত ৬ই এপ্রিল হইতে মানভূমে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। এই সত্যাগ্রহ মানভূমের জনগণের মুক্তির অভিযান।

এই জনমুক্তি আন্দোলন গান্ধীজীর আদর্শে অহিংসার ভিত্তির উপর পরিচালিত হইতেছে। এই সত্যাগ্রহ কোন প্রদেশ, কোন শ্রেণী, কোন জাতি বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, ইহা সম্পূর্ণতঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে। মানভূমের জনগণের—স্বাধীন ভারতবর্ষে তাহাদের স্বরাজ জীবনে যে সমস্ত বাধা আসিয়াছে তাহা দূর করার জন্যই এই জনমুক্তি আন্দোলন। জনগণ নিজের শক্তিতে তাহা দূর করিবে—ইহাই এই সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য।

জনগণের স্বরাজ জীবনে যে সমস্ত বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা দাবী পত্রে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। সত্যাগ্রহীরা নিরাপত্তা আইন ভঙ্গ করিয়া যে জনসভা করেন সেই জনসভায় এই দাবী পত্র পড়া হয়।

সত্যাগ্রহী রূপে যাহারা এই জনমুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে চাহেন তাহাদিগকে পূর্বে নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া সেই অনুযায়ী চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়। লোক সেবক সংঘের কর্মপরিষদ তাহার যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া তাহাকে সত্যাগ্রহে যোগদান করিতে অনুমতি দেন।

এই সত্যাগ্রহী পূর্বেই জিলার ডিপুটী কমিশনারকে কোথায়, কবে জনসভা করিবেন তাহা লিখিতভাবে জানাইয়া দেন। এবং সেই অনুযায়ী তিনি জনসভায় দাবী পাঠ করিয়া সত্যাগ্রহ করেন।

গত ৬ই এপ্রিল হইতে এইভাবে সত্যাগ্রহ চলিতেছে। এই সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পরে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা সমস্ত দিক দিয়াই বিস্ময় কর। পুলিশ আইন ভঙ্গের জন্য সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করিতেছে না; তৎপরিবর্ত্তে সত্যের দাবীকে বিনষ্ট করিতে ও দমন করিবার সুযোগ লাভ করিতে জনগণকে হিংসার প্ররোচনা

দিতেছে। এ জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে।

সমাজের যে সমস্ত লোকের সাহায্যে সত্যাগ্রহী ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মীদের পীড়ন, লাঞ্ছনা ও অকথ্য দুর্ব্যবহার করা হইতেছে তাহারা চিরকালই সমাজের ন্যায়, নীতি ও শৃঙ্খলার বিরোধী। ইহাদের মধ্যে দাগী চোর, পেশাদার গুণ্ডা, পুলিশ, দারোগা, থানা ওয়েলফেয়ার অফিসার, বন বিভাগের কর্মচারী, গ্রাম্য চৌকীদার প্রভৃতি সরকারী শাসন যন্ত্র, এবং অন্যান্য সমস্ত সমাজ বিরোধীলোককে জমা করিয়া যাহা খুসী করিবার জন্য নিয়োজিত করা হইতেছে। ইহারা করিতেছেও তাহাই। দুঃখের বিষয়, কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী শাসন পরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ—মানুষের মধ্যে যাহা কিছু ঘৃণ্য ও পাশব প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহাকে জাগরিত করিয়া সত্যাগ্রহ দমনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেছে। যে কোন সত্যাগ্রহের কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিলেই তাহা দেখা যায়।

আর একদিকে দেখা যাইতেছে সত্যাগ্রহীরা দৃঢ় শৃঙ্খলা ও সংযমের সহিত ইহা সহ্য করিয়া নিজের কর্তব্য করিয়া যাইতেছে। জনসাধারণও শৃঙ্খলার সহিত সত্যাগ্রহীদের নির্দ্দেশ মত চলিতেছে।

এ পর্য্যন্ত যাহারা সত্যাগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বহু কর্মী আছেন যাহারা দীর্ঘকাল যাবত দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছেন। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের আদর্শে তাহারা অবিচলিত থাকিয়া, দেশের এই স্বাধীন গবর্মেণ্টকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সমস্ত সত্যাগ্রহীদের অধিকাংশই মানভূম জেলার জনসাধারণ কৃষক সম্প্রদায় ও আদিবাসী হইতে আসিয়াছেন। কংগ্রেস কর্মীরূপে ইহারাই কংগ্রেসের আদর্শকে সমস্ত ভারতবর্ষে অবিচলিত রাখিতে দেন নাই। মানভূম জিলার জনসাধারণের মধ্য হইতে গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত কর্মী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা যে কোন দেশের পক্ষে সমস্তদিক দিয়া গৌরবের বিষয়। ইহারাই আজ মানভূমের জনগণের স্বরাজ জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যাগ্রহ করিতেছে।

সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার পরে জিলায় যে অবস্থার প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে সত্যাগ্রহই যে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সে সম্বন্ধে প্রশ্নের আর বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। যেখানে পুলিশ ও সরকারী কর্মচারী দাগীচোরকে মদ্য পান করাইয়া শান্তিপূর্ণ জনসাধারণ ও অহিংস দেশকর্মীকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা ও পীড়ন করাই সরকারী কর্ত্তব্য বলিয়া সেই অনুযায়ী আচরণ করিতে পারে, এবং যে ব্যবস্থার ফলে ইহা সম্ভব হয়, তাহার পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা না করাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইবে।

সত্যাগ্রহের পরে কয়েকটী ঘটনা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে অবস্থা কোথায় যাইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীঅতুল বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। কর্তৃপক্ষের প্ররোচনায় ও ব্যবস্থায় তাহার উপর যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের প্রতি সরকারী কর্মচারী, যাহারা দেশের শান্তি রক্ষায় নিযুক্ত, তাহাদের প্ররোচনায় ও তাহাদের সম্মুখে কতগুলি লোককে যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করিয়া যে আচরণ করা হইয়াছে, পুরুড়ায় মোহিনী দেবীর প্রতি দাগী চোরকে মদ খাওয়াইয়া পুলিশ কর্মচারী যে ব্যবহার করাইয়াছে—তাহা সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বসমাজে গবর্মেণ্টের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। বাউল মাহাত বিয়াল্লিশের আন্দোলনে বরাবাজার থানায় স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া অশেষ দুঃখ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া এই স্বাধীন গবর্মেণ্টকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহারা তাহার মুখে গুণ্ড ও পুলিশ দিয়া কালী লাগাইয়া তাহাকে অপমান করিতে চেষ্টা করিয়াছে বটে কিন্তু অপমানিত করিতে পারে নাই। যদি ধীর চিত্তে আজ বিহার সরকারের কর্মধারা চিন্তা করিয়া দেখেন তবে এ কালির কলঙ্ক তাহাদের নিজেদেরই লাগিয়াছে, যাহা কোনদিনই ধৌত হইবার নহে। তাহার হাত হইতে জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইয়া কনেষ্টবল পদ দলিত করিয়াছে। কোন কংগ্রেস গবর্মেণ্টের অধীনে তাহার জ্ঞাতসারে বা মৌন সম্মতিতে তাহার কর্মচারিদের দ্বারা এই আচরণ যদি সম্ভব হয়, তবে তাহার কলঙ্ক কে মোচন করিবে?

মানভূম জিলার সত্যাগ্রহীরা আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের এই কলঙ্ক মোচন করিবার জন্যই দুঃখ বরণের পথ বাছিয়া লইয়াছে। এই কলঙ্কজনক অবস্থা যাহারা সৃষ্টি করিতে পারে, জনগণের স্বরাজ জীবন গড়িবার দায়িত্ব লইয়া তাহাদের ক্ষমতার আসনে আসীন থাকা কি করিয়া

সম্ভব হইতে পারে? ইহা আজ ধীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আজ হিংসায় সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই হিংসার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ইহার গতি পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। এই সাধনাই সত্যাগ্রহীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে। কংগ্রেসে যে গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে, জনগণের শাসন ভার যাহাদের হাতে, তাহারা যে আদর্শ বিচ্যুত হইয়া জনজীবনে অকল্যাণ আনিতেছেন—সত্যাগ্রহীরা নিজেদের ত্যাগ ও দুঃখ বরণের দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়াস পাইতেছেন। জনজীবনে যে অকল্যাণ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইতে তাহাদের মুক্ত করিবার সাধনাই আজ সত্যাগ্রহীদিগকে সত্যাগ্রহের দিকে লইয়া চলিয়াছে।

এ বিষয়ে জনগণকে এবং জনগণকে যাহারা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন পরিচালনা করিতেছেন, তাহাদের কোন প্রকার হিংসার মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া অকল্যাণ হইবে। যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন হিংসায় প্ররোচনা যত অধিকই হোক না কেন, জনগণকে তাহাতে অচল ও অটল থাকিতে হইবে। আমরাও অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি—যাহারা এই ন্যায়ের সমর্থনের পথে দাঁড়াইতে চাহিবে, তাহারা নিজেরা যদি কোন প্রকার ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিবার তাহাদের কোন অধিকার থাকিবে না। যদি তাহারা সামান্যতমও হিংসার পথে অগ্রসর হয় তবে যাহারা হিংসা করিতেছে ও হিংসার প্ররোচনা দিতেছে তাহাদের অন্যায়কে দূর করিবার শক্তি ও নৈতিক দাবী হারাইতে হইবে। ইহার মধ্যে অন্য কোন কথা নাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংসার আদর্শে যে সত্যের পথে আমরা চলিয়াছি—তাহাকে যথার্থরূপে আশ্রয় করিতে হইবে। অভিজ্ঞতা দ্বারা, বাস্তব অনুভূতি দ্বারা আমরা ইহাই দেখিয়াছি যে, ইহাই একমাত্র বাস্তব পন্থা।

সত্যাগ্রহী যাহারা আজ জনগণকে অকল্যাণ হইতে মুক্ত করিবার সাধনায় কর্মের পথে বাহির হইয়া আসিয়াছেন আজ তাহাদিগকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া পুরস্কারের

জনশক্তি আজ জাগো

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে তোমার ন্যায়ের দাবী আজ জাগ্রত করো

আজ মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অসম্মানের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে

সংহত জনশক্তিকে আজ বিপুল বল লইয়া জাগিতে হইবে

জনগণের দাবী আজ বিপুল হোক

নৈতিক বল আজ জয়ী হোক

সত্যের শক্তির আজ প্রতিষ্ঠা হোক

জনগণের সত্যকার স্বরাজ আজ প্রতিষ্ঠিত হোক

বন্দেমাতরম্।

সত্যাগ্রহ পরিষদ
মানভূম।

লোভ যাহারা করেন নাই, তাহারা তাহাদের ন্যায়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে ইহাও কখনো আশা করে নাই। স্বাধীনতার পরে যাহা হইয়াছে সংগ্রামের সৈনিকেরা সেই ধরণের লাঞ্ছনা কখনো আশা করেন নাই। কিন্তু তাহাদের জীবনে ইহা আসিলেও ইহাতে দুঃখ অথবা ক্ষোভের কোন কারণ নাই। তাহাদের অন্তরের প্রেম দিয়া তাহারা এই লাঞ্ছনাকে জনগণের জন্য শাশ্বত অমৃতে পরিণত করিবে এই শিক্ষাই তাহারা সুদীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাদের জগৎবরেণ্য গুরুর আদর্শ অনুসরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। আজ তিনি নাই, কিন্তু তাহার শিক্ষা তাহারা ব্যর্থ হইতে দিবে না।

ভগবান মানভূম জিলার জনগণকে তাহার দুঃখ সাধনার পথে অলক্ষ্যে শক্তির প্রেরণা দান করিতেছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। সত্যাগ্রহীদের অবিচলিতভাবে তাহাদের আপন আদর্শের পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ভগবান প্রদান করিতেছেন। আজ নূতন যাত্রা পথে একমাত্র ত্যাগ ও আহুতির তপস্যাকে সম্বল করিয়া যে সাধকের দল যাত্রা সুরু করিল, মানভূমের জনজীবনে সত্যকার স্বরাজ জীবনের প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়া তাহা সার্থক হইয়া উঠিবে, ইহার পূর্ণ বিশ্বাস আমাদের আছে। যাহারা আজ ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করিয়া এই দুঃখ জনক অবস্থা সৃষ্টি করার চরম দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন—বিহার সরকারকে সর্ব্বশেষে এই কথাই বলিয়া রাখিতে চাই, যে হিংসার উন্মত্ততা তাহারা সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাদের সৃষ্ট সেই হিংসা স্রষ্টাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গান্ধীজী যে সত্য সন্ধানের আলোক সমস্ত জগতকে দিয়া গিয়াছেন সত্যই তাহা অবধারিত সত্য।

আমাদের দাবী

মানভূমের সর্ব্ব সম্প্রদায় সর্ব্ব শ্রেণীর জনগণ আমরা আজ আমাদের দাবী ঘোষণা করিতেছি—

আমাদের দাবী—জেলার পূর্ণ অরাজকতার অবসান করা হউক।

আমাদের দাবী—জেলার জনগণের প্রতি যে ব্যাপক অন্যায় আচরিত হইতেছে তাহা প্রতিরোধ করা চাই।

আমাদের দাবী—শান্তিপূর্ণভাবে জনমত গঠনের ন্যায্য অধিকার আজ চাই।

আমাদের সত্যাগ্রহের দাবী—অন্যায়ের প্রতিরোধে ন্যায়সঙ্গত জনমত গঠনের পথে অবৈধ বাধাসমূহের পূর্ণ অবসান করা হউক।

আমাদের দাবীকে জাগ্রত কর্ম্মের দাবীরূপে রূপান্তরিত করিতেই আজ আমাদের সত্যাগ্রহ।

সত্যাগ্রহ পরিষদ
মানভূম।

জাতীয়সপ্তাহ দিবসে সত্যাগ্রহ আরম্ভ

৬ই এপ্রিল মানভূমের দিকে দিকে জনমুক্তিআন্দোলনের দীপশিখা প্রজ্বলিত

একধারে সর্ব্বত্র নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন অন্যধারে বিঘ্ন ও লাঞ্ছনা সৃষ্টির গ্লানিজনক আয়োজন

হিংসার প্ররোচনা সত্ত্বেও জনগণের পূর্ণ শৃঙ্খলায় শান্তিপূর্ণ আচরণ

মাগুড়ার সত্যাগ্রহে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ লাঞ্ছিত ও আহত বাগমুণ্ডিতে সত্যাগ্রহীরা প্রস্তুত ও একজন সত্যাগ্রহী নিখোঁজ

মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পূর্ব নির্দ্ধারিত কার্য্যক্রম অনুযায়ী এই দিন মানভূম জনমুক্তি আন্দোলনের সত্যাগ্রহ প্রথম আরম্ভ হয়। জিলার বিভিন্ন থানায় ৭টী গ্রামে বিহার জন নিরাপত্তা আইন ভঙ্গ করিয়া জনসভা করা হয়। মোট ৪৫ জন সত্যাগ্রহী প্রথম দিনে সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। কেহই গ্রেপ্তার হন নাই।

লোক সেবা সংঘের পরিচালক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের নেতৃত্বে মানভূমের এই জনমুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয়।

মাগুড়া—থানা হুড়া

সত্যাগ্রহী—শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, ২। ফকীরচন্দ্র ঘোষাল ৩। ফকীরচন্দ্র পৈতুণ্ডী ৪। কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ৫। শুকু মাহাত ৬। কৃষ্ণ প্রসাদ মাহাত ৭। লক্ষণ মুখোপাধ্যায় ১০। সুরেন্দ্র সর্দ্দার ১২। সেখ রুহুম। একজন অসুস্থতার জন্য ও একজন বাস না পাওয়ায় যোগ দিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ কয়েকদিন পূর্ব্বেই এখানে সত্যাগ্রহ করিবার জন্য নিকটস্থ চাকলতা গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। মাগুড়া গ্রামে গত ১৯৪৮ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতে গঠনমূলক কর্ম্মীদের ও জনসভার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

মাগুড়া গ্রামে বেলা ৪ টার জনসভায় শ্রীযুক্তঅতুল বাবু দাবী পাঠ করিতে থাকেন। সেই সময়ে সভার কিছু দূরে কয়েকটী বয়স্ক ব্যক্তির নেতৃত্বে একদল বালক ও কিশোর লাঠী ও কাল পতাকা লইয়া ধ্বনি দিতে দিতে আসে। তাহারা নানারূপ গালাগালি করিতে থাকে। কাছে আসিয়া তাহারা লাঠিসহ কাল পতাকা দিয়া অতুল বাবুর মাথায় ঠেকাইতে থাকে। অতুল বাবু জনগণের দাবী পড়িয়া যাইতে থাকেন। একটী লোক সেই কাগজ খানি তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লয়। তিনি আর একখানি কাগজ লইয়া পড়িতে থাকেন। সেখানিও তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা হয় কিন্তু তিনি শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকাতে তাহা ছিঁড়িয়া যায়। অতঃএব তাহারা অতুল বাবুর নিকট উপবিষ্ট সত্যাগ্রহীদের মাথার গান্ধী টুপীগুলি এক একটী করিয়া ছিনাইয়া লয়। সমবেত সত্যাগ্রহী ও জনগণ ধৈর্য্যের সহিত স্থিরভাবে বসিয়া থাকে। অতুল বাবুর পাঠ শেষ হইলে খানিক ক্ষণ বসিয়া তিনি বিশ্রামার্থ একটী ঘরে যাইয়া অপেক্ষা করেন। তিনি কয়েকদিন হইতে জ্বর ও আমাশয়ে ভুগিতেছেন।

সভায় হুড়া থানার দারোগা বাবু উপস্থিত ছিলেন। সভা চলিতে থাকাকালীন অতুল বাবু দারোগা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে যাহারা এইরূপ অশান্তি ও শোভাযাত্রা করিয়া গোলমাল সৃষ্টি করিতেছে তাহারা কি কোন অনুমতি লইয়াছে? দারোগা বাবু বলেন যে—আপনাদেরও অনুমতি নাই ইহাদেরও অনুমতি নাই।

পুলিশ বিভাগের জনৈক ব্যক্তি সাংবাদিকের নিকট বলেন যে—ইহাদের ৫ দিন ধরিয়া টাকা দিয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছে।

অতুল বাবু বিশ্রামের পর যখন একটী মোটরে করিয়া গ্রাম হইতে রওয়ানা হন তখন বিরোধী দলটী ঢিল ছুড়িতে থাকে ও গাড়ীর উপর সজোরে লাঠী মারিতে থাকে। ঢিলে পিছনের কাঁচ ভাঙ্গিয়া গিয়া অতুল বাবুর ঘাড়ের কাছে কাটিয়া যায়। মোটরটিরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বড় রাস্তায় আসিয়া অতুল বাবু পুষ্কাগামী বাসে চড়েন। বিরোধীদল সেই বাসটিকে আটকায় ও তাহার উপর ঢিল ছোড়ে। কয়েকজন প্রেস প্রতিনিধি যাহারা সংবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন তাহাদের নানাভাবে অপমান করিয়া তাহারা আলকুশীর বীজ তাহাদের গায়ে দেয় তাহারা জনৈক ব্যক্তির একটি ক্যামেরা কাড়িয়া লয়। অতুল বাবুর বড় জামাতা নিখিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীর ভাই শ্রীক্রবেন মজুমদার অতুল বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন—এই সব লোকেরা তাহার চশমা ও ফাউন্টেন পেন কাড়িয়া লয়। অতুল বাবু বাসে বাগ্দা চলিয়া যান।

একটী ঘোড়ায় চড়িয়া একজন এই দলটীর নেতৃত্ব করিতেছিল। শ্রীচিত্তরঞ্জন ও শূলপানি মাহাত এই দলের অগ্রণী হইয়া এই অমানুষিক কার্য্যে দলের লোককে পরিচালিত করিতেছিল। গ্রামের সমস্ত লোক ও উপস্থিত জনসাধারণ ও সত্যাগ্রহীরা সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্ত ছিল। সত্যাগ্রহের জন্য রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে অতুল বাবুকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া এক উড়ো চিঠি তাহার নামে আসে।

মানবাজার

সত্যাগ্রহী—১। লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, ২। শৈলবালা দেবী, ৩। অভিরাম মাহাত, ৪। হরলাল মাহাত, ৫। গঙ্গাধর মাহাত, ৬। রঙ্গলাল মাহাত, ৭। নীলু মাহাত, ৮। সর্ব্বেশ্বর মাহাত, ৯। পরিক্ষীত মাহাত, ১০। প্রাণকৃষ্ণ মাঝি, ১১। হলধর মাহাত, ১২। কিনু মাহাত।

প্রায় বেলা ৩টার সময় শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ ও শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহীরা শোভা যাত্রা করিয়া থানায় সহীদ ৺চুনারাম' ও ৺গোবিন্দ মাহাতর বেদীমূলে পুষ্প প্রদান করেন। পরে বাজারে জনসভায় আসিয়া দাবী পাঠ করেন। সভায় প্রায় তিন সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। স্থানীয় ফরেষ্ট বিভাগের বীট অফিসার ও হিন্দী স্কুলের পণ্ডিতের নেতৃত্বে ১০।১৫ জন লোক কাল পতাকা লইয়া সভায় গোলমাল ও মারামারি করিবার চেষ্টা করে। সত্যাগ্রহীদের চেষ্টায় জনতা সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। সভাস্থলে সরকারী পোষাকে দারোগা উপস্থিত ছিল। সে কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য করে নাই। সভাস্থলে দাবী পাঠের সময় উক্ত দল নানাপ্রকার ধ্বনি করিয়াও যখন জনতার ধৈর্য্যচ্যুতি করাইতে পারিল না তখন ঐ দল ঠেলাঠেলি করিয়া মারামারি করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। জনতা সম্পূর্ণ শান্ত থাকে।

সহীদ বেদীমূলে পুষ্প প্রদান করিয়া সত্যাগ্রহীরা যখন সভাস্থলে যাইতেছিল তখন থানার দারোগা বিরোধী দলকে সত্যাগ্রহীদের পিছনে পিছনে যাইতে বলে জানায়।

সভাতে যখন ঐ দল গোলমাল ও বাধা সৃষ্টি করিতেছিল তখন শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ ও অন্যান্য সত্যাগ্রহীরা ধীরভাবে চরখা কাটিতেছিলেন। সভা শেষ হইবার পরে সত্যাগ্রহীরা বিশ্রামের জন্য যে ঘরে যান কাল পতাকার দল সেই ঘরের দরজার কাছে যাইয়াও নানারূপ গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করে। ঐ দলের মধ্যে অনেকেই মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছিল।

সভার কিছুক্ষণ পরে কাল পতাকা দলের একজন আদিবাসী আসিয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের নিকট অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে ও ক্ষমা চাহে।

সভায় বহু দূর দূরান্তর হইতে লোক আসিয়াছিল। মানবাজার রাস্তায় রাস্তায় নানাপ্রকার সত্যাগ্রহের সমর্থনসূচক প্লাকার্ড ইত্যাদি দেওয়া ছিল।

সত্যাগ্রহীরা ৩টী দলে বিভক্ত হইয়া স্থানীয় গ্রামাঞ্চলে সভা করিয়া ঘুরিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বান্দোয়ান—থানা বান্দোয়ান

সত্যাগ্রহী—১। কানু সবর, ২। সুরেন্দ্র মাহাত, ৩। মধুসূদন মাহাত।

সত্যাগ্রহীরা এই সত্যাগ্রহের জন্য বিশেষভাবে রচিত ধ্বনি দিতে দিতে জাতীয় পতাকা ও চরকা লইয়া "সত্যাগ্রহী

জনমুক্তি আন্দোলন" এই ব্যাজ ধারণ করিয়া বান্দোয়ানের শিব মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে জনসভায় তাহারা জনগণের ১২টী দাবী পাঠ করেন ও বক্তৃতা দেন। সভায় কোন পুলিশ উপস্থিত ছিল না। তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই। অতঃপর তাহারা ধ্বনি দিতে দিতে চলিয়া যান। গ্রেপ্তার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা গ্রামের পর গ্রাম জনসভা করিয়া ঘুরিবেন।

সত্যাগ্রহ হইয়া ঘণ্টার প্রায় ১ ঘণ্টা পরে একটী দল কাল পতাকা লইয়া ধ্বনি দিতে দিতে নানারূপ গোলমাল করিয়া গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করে।

বরাবাজার—থানা বরাভূম

সত্যাগ্রহী—১। দুলাল মাহাত, ২। প্রাণকৃষ্ণ মাহাত, ৩। মতিলাল মাহাত।

ঠিক বেলা ৩টার সময় সত্যাগ্রহীরা বরাবাজারের চকবাজারে এক জনসভায় ১২টী দাবী পাঠ করেন। সভার শেষে তাহারা চরখা কাটিতে থাকেন। সভায় কোন পুলিশ ছিল না। তাহারা গ্রেপ্তার হন নাই।

জনসভা শেষ হইবার পরেই দেখা যায় স্থানীয় জমিদার ও হিন্দী প্রচারক শ্রীরামজী সিং ও আরও কয়েকজন বহিরাগত ব্যক্তি ও স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীগোপাল রায় কেডিয়ার (মাড়োয়ারী) নেতৃত্বে একদল আদিবাসী তীর ধনুক বল্লম টাঙ্গী ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ও আরও জনকয়েক লোক লাঠী ও বন্দুক লইয়া ধামসা ও ঢোল প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে যেখানে সত্যাগ্রহীরা বসিয়া চরখা কাটিতেছিল সেইখানে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার ধ্বনি দিতে থাকে। তারপর তাহারা বরাবাজার গ্রামের চকের রাস্তায় দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার উত্তেজক ধ্বনির সহিত ঢোল ধামসা প্রভৃতি বাজাইতে থাকে। ইতিমধ্যে একটী জীপ গাড়ীতে শ্রীবিভূতি দাস গুপ্ত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী ও শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বান্দোয়ান হইতে আসিতেছিলেন। বরাবাজারে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সংবাদাদি লইবার জন্য তাহারা গাড়ী হইতে নামেন। তাহাদের ভাব দেখিয়া ইহাই বোঝা যাইতেছিল যে তাহারা যেন ইহাদেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিভূতি বাবু আনীত দলের মধ্যে জনকয়েক আদিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কি জন্য এখানে আসিয়াছে। প্রায় বেশীর ভাগ লোকের হাতেই লাঠীতে করিয়া ছোট ছোট কাল পতাকা ছিল। তাহারা বলিল যে তাহারা জানেনা। তাহাদের জমিদার তাহাদের আসিতে বলিয়াছে, এবং তাহার কথা না শুনিলে বিপদ আছে তাই তাহারা আসিয়াছে। তাহাদের টাকাও দেওয়া হইয়াছে এবং মদেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। যন্ত্র-চালিতের মত তাহারা ধামসা বাজাইতেছিল এবং ধ্বনি দিতেছিল। বরাবাজার হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে বিভূতি বাবু যখন স্থানীয় একজন কর্মীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন তখন শ্রীরামজী সিং আসিয়া সেই কথার বাধা দিয়া নানারূপ কটু কথা বলিয়া ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করে। তাহাতেও কোনরূপ সফল না হইয়া গাড়ীর জাতীয় পতাকাটী জোর করিয়া খুলাইয়া লইয়া বলে—যে এই জাতীয় পতাকা ব্যবহার করিবার আপনাদের কোন অধিকার নাই। অতঃপর নানা প্রকার গালাগালি দিতে থাকে। কিন্তু চতুর্দ্দিকে সমবেত জনতা সম্পূর্ণ শান্ত থাকে। অতঃপর বিভূতি বাবুর মাথায় লাঠী মারিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না। অতঃপর তাহারা সেখান হইতে চলিয়া আসেন।

শ্রীরামজী সিং স্থানীয় জমিদার। ইনি চিরকালই একজন খ্যাতনামা কংগ্রেস বিরোধী ব্যক্তি। গত ১৯৪২ এর আন্দোলনে—কংগ্রেসকে দমন করিতে ইনি বৃটীশ সরকারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। শ্রীগোপাল রায় কেডিয়া (মাড়োয়ারী) একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী।

বলরামপুর—থানা বলরামপুর

সত্যাগ্রহী—শ্রীসীতারাম মাহাত, ২। শ্রীহরিপদ মাহাত, ৩। শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত।

সত্যাগ্রহীরা ধ্বনি দিতে দিতে বেলা প্রায় ৪৷৷ টার সময় সত্যাগ্রহের স্থান কালীতলার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেই সময় থানার নিকট স্থানীয় গালাকুটির মালিক শ্রীনাথ জয়শোয়ালের নেতৃত্বে স্থানীয় হিন্দি ট্রেনিং স্কুলের ৬টীকয়েক ছাত্র শিক্ষক কাল পতাকা লইয়া ও তাহার সহিত কয়েক জন হাড়ি ঢোল প্রভৃতি লইয়া সত্যাগ্রহীদের বাধা দেয়। তাহারা টাঙ্গী, বর্শা, লাঠী ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। সত্যাগ্রহীদের

সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারা তাহাদের কিছুতেই সত্যাগ্রহের স্থানে অগ্রসর হইতে দেয় না। তাহারা নানা প্রকার ধ্বনি ও গালাগালি দিতে থাকে। সত্যাগ্রহীগণ তাহাদের মধ্যে স্থির ও শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। বহুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর সত্যাগ্রহীরা আবার অগ্রসর হইতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে কালী মেলায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে জনসভায় তাহারা দাবী পাঠ করে। প্রদর্শনকারীরা সেখানেও নানারূপ ধ্বনি ও ঢোল ইত্যাদি বাজাইতে থাকে। জনতা সম্পূর্ণ স্থির ও শান্ত থাকে। দাবী পাঠ শেষ হইলে সত্যাগ্রহীদের জনসাধারণের পক্ষ হইতে মাল্যে ভূষিত করা হয়। সভায় কোন পুলিশ ছিল না এবং সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

পাড়া—

সত্যাগ্রহের স্থান—পাড়া শিবমেলা, সময় ৫টা।

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীজলধর মাঝি, ২। শ্রীআম্র মাহাত, ৩। শ্রীরামকিঙ্কর মাহাত।

জনসভায় যথারীতি ১২ দফা দাবী ২ বার পাঠ করা হয়। পাঠ শেষ হইবার পরে যখন সভা ভাঙ্গে তখন ঝুবড়া নিবাসী শ্রীমহাবীর প্রসাদ লোধা, শ্রীভবানী প্রসাদ মাড়োয়ারী আবু আহম্মদ আবদুল্লা, ও জবড়রা নিবাসী শ্রীব্রজকিশোর সাহা বাবু সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সত্যাগ্রহীদের নিকট হইতে জোরপূর্ব্বক জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লয়। এবং সত্যাগ্রহীদের নিকটে জনমুক্তি আন্দোলনের কাগজ পত্র সমস্ত পকেট হইতে লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। মহাবীর প্রসাদ লোধা ও ব্রজকিশোর সাহাবাবু সমবেত জনতার সম্মুখে একটী ছেলের হাতে চূনকালি দিয়া সত্যাগ্রহীদের মুখে লাগাইয়া দিতে বলিলে ছেলেটী তাহা দিতে অস্বীকার করে। তখন তাহারা ছেলেটীর হাত ধরিয়া সত্যাগ্রহীদের গালে চুনকালি মাখাইয়া দেয়। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়। তখন সত্যাগ্রহীগণ জনসাধারণকে শান্ত থাকিতে বলিলে তাহারা শান্ত হইয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু দুষ্কৃতিকারীরা জনসাধারণ তাহাদের কার্য্যের বিরোধীতা করিতেছে দেখিয়া বসিয়া যান।

রঘুনাথপুর—

সত্যাগ্রহের স্থান—থানার নিকট ময়দান। সময়—বেলা ৩টা, সত্যাগ্রহী—১। শ্রীভীম চন্দ্র ভৌমিক, ২। শ্রীপ্রমথ নাথ মণ্ডল। অসুস্থতাবশতঃ একজন যোগ দেন নাই।

বেলা ৩টার সময় ধ্বনি সহ জনসভার দাবী পাঠ করা হয়। সভায় বহু জন সমাগম হয়। জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভা ও বিহার সরকারের কর্ম্মচারী শ্রীফণীন্দ্র মোহন দত্ত বহু পূর্ব হইতেই যাহাতে লোকজন সভায় না আসেন তাহার জন্য লোকজনকে ভয় দেখাইয়া নানাভাবে চেষ্টা করিতে থাকেন। দাবী পাঠ করার সময়ও তিনি নানাভাবে বাধা দিবার চেষ্টা করেন। ইহা সত্ত্বেও জনসাধারণ শান্ত হইয়া দাবী শুনিতে থাকে।

সত্যাগ্রহীরা যখন রঘুনাথপুর সহরে প্রবেশ করে তখন শ্রীগোপাল মাড়োয়ারী প্রভৃতি দু একজন জনসাধারণকে নানাভাবে ভয় দেখাইয়া সত্যাগ্রহীদের সহিত কথা বলিতে এবং কাছে আসিতে মানা করিতে থাকে।

সত্যাগ্রহীরা আদ্রায় যাইবার পথে পণ্ডিত বাগানের নিকট আসিলে এক ট্রাক ভর্ত্তি গুণ্ডা তরোয়াল বল্লম লাঠী সহ সত্যাগ্রহীদের সদর রাস্তায় আটক করে। তখন বেলা প্রায় ৪৷৷০টা। তাহারা মোটর হইতে লাফাইয়া নামিয়া সত্যাগ্রহীদের নিকট হইতে প্রথমেই জাতীয় পতাকা ছিনাইয়া লইয়া পদদলিত করিতে থাকে। তারপর বহু লোক আসিয়া পকেট হইতে কাগজ পত্রাদি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। শ্রীভীম বাবুর পকেট হইতে একটী দশ টাকার নোট উঠাইয়া লইয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে থাকে যে এইবার আমাদের খাবার হইয়া গিয়াছে। তাহারা নানাপ্রকার গালাগালি ও সত্যাগ্রহীদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করিয়া—তাহাদের জীবনের ভয় দেখাইয়া বলে যে তোমরা এ কাজ ছাড়িয়া দাও। সত্যাগ্রহীদের সর্ব্বাঙ্গে ও মুখে পিচ আলকাতরা প্রভৃতি মাখাইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

বাঘমুণ্ডি—

সত্যাগ্রহী—১। বাউল মাহাত, ২। গোপাল মাহাত, ৩ কুঞ্জবিহারী মাহাত।

৬৷৪৷৪৯ তারিখে উপরোক্ত তিনজন সত্যাগ্রহী অপরাহ্ন তিনটার সময় বাঘমুণ্ডির শিবমণ্ডপের নিকট উপস্থিত হইয়া বাঘমুণ্ডি গ্রামের লোক জনকে মিটিংএ উপস্থিত করিয়া সত্যাগ্রহীর ১২ দফা দাবী পাঠ করিয়া শুনান। পুলিশের কোনও লোক সেই সময় উপস্থিত ছিল না। মিটিং এর কার্য্য নির্ব্বিবাদে সমাধা করিয়া তাহারা বুড়দার পথে আসিতেছিল। যখন জোড়ের উপরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন কতিপয় পুলিশ ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের হাত হইতে জাতীয় পতাকা, ব্যাজ এবং কাগজ পত্রগুলি কাড়িয়া লয়। এবং ঠিক ঐ সময় চাণ্ডিলের রংলাল শর্ম্মা এক মোটর লোকজন লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সত্যাগ্রহীদিগকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য মোটর ঘুরায়। পুলিশ সত্যাগ্রহীদের রংলাল শর্ম্মার দল কর্ত্তৃক আনীত কাল পতাকা ধরিতে বলে, তাহাতে সত্যাগ্রহীরা অস্বীকার করে। ফলে তাহাদের মারপিট করিতে করিতে তাহাদের লইয়া থানার দিকে অগ্রসর হয়। পথে একটী গরুর গাড়ীতে অন্য লোক যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে শ্রীজগদীশ গাঙ্গুলী শ্রীখুদু গরাঞ এবং শ্রী-নীন্দ্র খুল্লর উপস্থিত হইয়া সত্যাগ্রহীদের মারিতে নিষেধ করে, কিন্তু উক্ত দল তাহা শুনে নাই। এই অবস্থায় হিন্দী প্রচারকেরা আর এক মোটর লোক লইয়া সেইখানে উপস্থিত হয় এবং সকলে মিলিয়া সত্যাগ্রহীদের মারিতে মারিতে থানার দিকে লইয়া যাইতে থাকে। রাত্রি হইয়া যায় এবং পরে দুই জনকে অনেক দূরে লইয়া ছাড়িয়া দেয় এবং অপর জনকে কোথায় লইয়া গিয়াছে এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

পুঞ্চা—থানা পুঞ্চা

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীশিব নাথ সিং সর্দ্দার ২। শ্রীফলানী, সিং সর্দ্দার, ৩। শ্রীরাখালচন্দ্র গাঙ্গুলী।

পুঞ্চাতে যথারীতি সত্যাগ্রহ করিয়া জনসভায় দাবী পাঠ করা হয়। শ্রীকালাচাঁদ সিং কাল পতাকা লইয়া সভায় আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি পতাকা খুলিয়া পকেটে রাখিয়া দেন।

* * * *

সত্যাগ্রহের ২য় দিন

৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার

কেন্দা—থানা পুঞ্চা।

সময়—বেলা ৪টা

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীনিতাই সিং সর্দ্দার, ২। শ্রীরামনাথ মাহাত, ৩। শ্রীরোহিন মুদি।

সকাল ৮টায় গ্রাম ঘুরিয়া শোভাযাত্রা করা হয়। বেলা ৪টায় শোভাযাত্রা সহকারে সত্যাগ্রহীরা সভাস্থলে আসেন। জনসভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। সভার পূর্ব্বে দ্বিপ্রহরে পুঞ্চা থানার কনেষ্টবলকে বালকডি যাইতে দেখা যায় এবং সভার সময়ে বালকডি হইতে ১০।১২ জন লোক আসে এবং সভার স্থলে গোলমাল করিতে থাকে। জনসাধারণ সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকে। সত্যাগ্রহীরা দাবী পাঠ করিবার সময় বিরোধীরা কিছুক্ষণ গোলমাল করিয়া, পরে তাহারাও সভায় যোগ দিয়া চুপ করিয়া দাবী শুনিতে থাকে। সভাস্থলে পুঞ্চার দারোগা, জমাদার, ২ জন কনেষ্টবল সকলেই সাদা পোষাকে উপস্থিত ছিল। জনসাধারণ পূর্ণভাবে সত্যাগ্রহ সমর্থন করে। সভাস্থলে চরখা কাটা হয়। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

গোপালনগর—থানা মানবাজার

সময়—বেলা ৪টা হইতে ৬টা

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, ২। শ্রীবিকল মাহাত, ৩। শ্রীরাজেন্দ্র মাহাত।

সত্যাগ্রহীরা শোভাযাত্রা করিয়া সভাস্থলে আসেন। এই দিনকার সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী প্রমুখ ১২ জন অদ্ভুত সত্যাগ্রহীও এই স্থানে যোগদান করেন। সভায় ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সমস্ত সত্যাগ্রহীরা বসিয়া সমবেতভাবে চরখা কাটেন। সভায় প্রায় ১৫০০ হাজার নরনারী উপস্থিত ছিল। অল্প সংখ্যক একদল লোক সভার প্রারম্ভ হইতেই গোলমাল শুরু করে। ফরেষ্ট বীট অফিসার, দারোগা, হিন্দী ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক ও ওয়েলফেয়ার অফিসার সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া এই সমস্ত গুণ্ডা প্রকৃতি লোকদের উস্কানী দিতেছে দেখা যায়। উপস্থিত দারোগার সম্মুখেই এই সমস্ত শান্তিভঙ্গকারীরা সত্যাগ্রহীদের দাবীর

কাগজগুলি ছিঁড়িয়া দেয়, সত্যাগ্রহীদের ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়। ঠেলাঠেলী করিয়া চরখা কাটা পণ্ড করিবার চেষ্টা করে। যাহারা চরখা কাটিতেছিল তাহাদের ঘিরিয়া জনতার উপর দিয়াই তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে এবং ধাক্কাধাক্কি করিতে থাকে। জনতা শান্তভাবে থাকিয়া সমবেত কণ্ঠে কেবল জয়ধ্বনি দিতে থাকে সত্যাগ্রহীরা সমস্ত উপেক্ষা করিয়া ধীরভাবে নিজেদের কাজ করিয়া যায়। সভাতে পুলিশেরা সাদা পোষাকে এবং দারোগা ইউনিফর্ম পরিয়া উপস্থিত ছিল। যাহারা গোলমাল করিতেছিল তাহারা প্রায় সকলেই মদ খাইয়াছিল।

দাবী পাঠ শেষ হইলে পর ধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা সভার কাজ শেষ হয়। জনতা সম্পূর্ণরূপে সত্যাগ্রহীদের সমর্থন করে। কোন গ্রেপ্তার হয় নাই।

এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদে গোপালনগরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়।

গোপালনগরে যে দল এরূপ গোলমাল করে তাহারা কেহই সেই গ্রামের বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের ছিল না। বেশীর ভাগই মানবাজারের হিন্দী ট্রেনিং স্কুলের ছাত্র, বালকডির দু একজন এবং বহু দূরবর্তী গ্রামের দু একজন ছিল।

বেগুনকোদর—থানা ঝালদা

সময়—বেলা ৩।০টা

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীসহদেব সহিস, ২। শ্রীকালিপদ মাহাত, ৩। শ্রীগোবিন্দ মুদি।

সত্যাগ্রহীগণ বেগুনকোদরে দ্বিপ্রহরেই ধ্বনি প্রভৃতি দিয়া ঘুরিতে থাকে। পোষাক পরিহিত ও সাদা পোষাকে কনেষ্টবল তাহাদের গ্রামের বাহির হইয়া যাইতে বলে এবং সত্যাগ্রহ করিতে মানা করিয়া নানারূপ ভয় দেখাইতে থাকে। সত্যাগ্রহীরা তাহাদের উপেক্ষা করিয়াই নিজেদের কাজ করিয়া যায়।

বেলা ৩।০ টার সময় অনেক লোকের জমায়েতে সত্যাগ্রহীরা দাবী পাঠ শেষ করেন। এক পুলিশের জবরদস্তি ছাড়া আর কোনপ্রকার প্রদর্শন এখানে হয় নাই। পুলিশ এখানে পূর্বাহ্নেই আসিয়া নানাভাবে জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকে। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

সিন্দরী—থানা বরাবাজার

সময় বেলা ৩ টা হইতে ৪টা

সত্যাগ্রহী—(১) নিমাইচন্দ্র মাহাত (২) নন্দলাল মাহাত (৩) রামকৃষ্ণ মাহাত

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সত্যাগ্রহীরা সিঁদরী হরিমেলায় জনসভায় ধ্বনি দিতে দিতে উপস্থিত হয়। সভায় প্রথমে সত্যাগ্রহীরা ও সমবেত জনতা গান্ধীজীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া প্রার্থনা করে পরে দাবী পাঠ করা হয়। গয়াবাসী একজন ব্যবসায়ী বনবিভাগের একজন কর্ম্মচারী ও ভিন্ন গ্রামের কয়েকটী লোক মাতাল অবস্থায় কাল ঝাণ্ডা লইয়া আসিয়া গোলমাল করিতে থাকে। সত্যাগ্রহীদের হাত হইতে জাতীয় পতাকা ছিনাইয়া লওয়া হয়। কুঁয়ার সরকারী ওভারসিয়ার মাতালদের নেতৃত্ব করিতেছিল। কয়েকজন পুলিশ উপস্থিত ছিল। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

মাচা—থানা পটমদা।

সময় বেলা ৩ টা

সত্যাগ্রহী— (১) কষ্টিরাম মাহাত (২) গুরুচরণ মাহাত (৩) ধনু মাহাত

মাচায় জনসভায় দাবী পাঠ করা হয়। এখানে কোন পুলিশ উপস্থিত ছিল না। কোন প্রকার গোলমাল হয় নাই।

* * *

সত্যাগ্রহের ৩য় দিন

৮ই এপ্রিল, শুক্রবার ১৯৪৯।

পুরুড়া—থানা পুঞ্চা।

সময় বেলা ৩ টা

সত্যাগ্রহী—(১) কুঞ্জবিহারী মাঝি, (২) মহম্মদ সুলেমান (৩) পিয়ারী মাহাত

বেলা ২৷৷০ টা হইতে শোভাযাত্রা করিয়া সত্যাগ্রহীরা গ্রামে ঘুরিয়া সভাস্থলে শিবমণ্ডপের নিকট উপস্থিত হয়। সভায় বহু জন সমাগম হয়। স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। আদিবাসীরা বহু সংখ্যায় উপস্থিত ছিল। সত্যাগ্রহীরা দাবীর পাঠ আরম্ভ করিবার একটু পরেই প্রায় ১০।১২ জন হাঙ্গামাকারীর দল সভাস্থলের দিকে দৌড়াইয়া

আসিতে থাকে। গত ৭ই এপ্রিল কেন্দায় যে দল হাঙ্গামা করিয়াছিল ইহারা সেই একই দল। দলে ৩।৪ জন খেড়িয়াকে মদ খাওয়াইয়া আনিয়াছিল। তাহারা সভায় আসিলে সত্যাগ্রহীগণ ও জনসাধারণ তাহাদের চুপ করিয়া দাবীগুলি শুনিতে অনুরোধ করে। কিন্তু তাহারা গোলমাল করিতে থাকে, লোকের গায়ের উপর পড়িয়া অতি অশ্লীল গালাগালি দিতে থাকে। সভায় উপস্থিত মহিলা কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবীকেও গালাগালি করিতে থাকে। তাহারা দাবীর কাগজগুলি সত্যাগ্রহীদের হাত হইতে ছিনিয়া লয়। জনতা সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকে। মাঝে সভায় একটা ঢিল পড়ে। তাহাতেও সবাই চুপ করিয়া থাকে। সভায় সর্ব্বক্ষণ দারোগাবাবু ও তাঁহার লোকজন উপস্থিত ছিলেন। উপসংহারে জনসাধারণ বিশেষ করিয়া আদিবাসীদের পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহীদের মাল্যদান করা হয়। ইহার পর সভা ভঙ্গ হয়। সত্যাগ্রহীরা চলিয়া যান। দারোগা বাবুরা ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছেন।

লোকজন যখন চলিয়া যাইতেছে তখন সহসা বিক্ষোভকারীদের মধ্যে দু একজন লাঠী লইয়া প্রস্থানোদ্যত লোকদিকের মধ্যে কয়েকজনকে পিছন হইতে জোরে লাঠীর আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ একজনের মাথায় চোট লাগায় রক্ত পড়িতে সুরু হয়। এবং জন দুই তিন আহত হন। অকস্মাৎ এইভাবে আক্রান্ত হওয়ায় বিমূঢ় হইয়া আত্মরক্ষার সংস্কার বশে কয়েকজন তাহাদের তাড়া করে। প্রস্থানরতা মেয়েদের মধ্যেও দুই চারিজন পাথর খণ্ড তুলিয়া পিছনে তাড়া করে। সত্যাগ্রহীরা তখন চলিয়া গিয়াছিল। গ্রাম সেবিকা শ্রীমোহিনী দেবী পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি উহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহারা দৌড়াইয়া যায়। পলায়নপর লোকদেরও দু একজনের চোট লাগিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

কুমীর—থানা পটমদা

সময়—বেলা ৩টা

সত্যাগ্রহী—১। যোগেন্দ্র নাথ মাহাত, ২। শ্রীউমেশচন্দ্র তন্তুবায় (অন্য একজন সত্যাগ্রহী শ্রীসূর্য্যনারায়ণ মাহাত পীড়িত থাকায় জন্য সত্যাগ্রহে যোগদান করিতে পারে নাই।)

সভার পূর্বদিনে অর্থাৎ ৭ই এপ্রিল একজন সিপাহী ও একজন হিন্দী প্রচারক আসিয়া গ্রামের দু একজন লোককে এই প্রলোভন দেখায় যে, বরাবাজারের রামজী সিং এর নিকট চল, হিন্দী শিক্ষা কর, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে একটিন কেরাসিন তৈল পাইবে এবং অন্যান্য জিনিষও পাইবে। গ্রামের লোক তাহাদের এই এই প্রলোভনে রাজী হয় না। তাহারা দু একজনকে দারোগা বাবুর সহিতও দেখা করিতে বলে। তাহাতেও কেহ রাজী হয় না। তাহারা হতাশ হইয়া চলিয়া যায়।

সত্যাগ্রহীগণ জনসভায় দাবী পাঠ করে। ওপারের দল কেহ সেখানে উপস্থিত ছিল না। পটমদা থানার একজন সিপাহী ও তাহার সঙ্গে সীতারাম মাড়োয়ারী উপস্থিত ছিল। কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই।

হেরবনা—থানা বরাবাজার

সময় ৩টা হইতে ৪টা

সত্যাগ্রহী—১। মদনমোহন মাহাত, ২। পুরুষোত্তম সিং, ৩। ভৈরবচন্দ্র কর্মকার।

সত্যাগ্রহীরা শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করে। সভাস্থলে আসিয়া গান্ধীজীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করা হয়। সভায় দাবী পাঠ করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভা ভঙ্গের পরে একজন পুলিশ সাদা পোষাকে দুই জন সঙ্গী লইয়া সভাস্থলে আসে।

আঁকরো—থানা মানবাজার।

সত্যাগ্রহী—১। কৃষ্ণপদ মাহাত, ২। দশরথ মাঝি, ৩। বলরাম কর্মকার।

সত্যাগ্রহীগণ ধ্বনি দিয়া গ্রামে প্রবেশ করে ও হরি মেলায় সভার স্থানে যাইয় সুতা কাটা সুরু করিলে ঐস্থানের মালিক সত্যনারায়ণ দেব ঐ স্থানে সত্যাগ্রহ করিতে মানা করে। সত্যাগ্রহীরা ঐস্থান ত্যাগ করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামপ্রান্তে আশ্রম প্রাঙ্গণে সভা করেন। পূর্বের অনুরূপ সত্যাগ্রহীরাও ইহাদের সহিত যোগদান করেন। সভায় প্রায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিল। সভাস্থলে চরখা কাটা হয় এবং পরে দাবী পাঠ করা হয়। হাঙ্গামাকারীর যে দল গোপালনগরে হাঙ্গামা করিয়াছিল সেই দলটী এখানেও আসিয়া মদ খাইয়া হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করে। সত্যাগ্রহী দশরথ মাঝির দাবীর কাগজ হাঙ্গামাকারীগণ

ছিঁড়িয়া ফেলে। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীচিত্ত ভূষণ দাস গুপ্ত যিনি সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে দেখাশুনা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহাকে মারিবার জন্য একজন গুণ্ডাকে মদ খাওয়াইয়া মোটা লাঠি দিয়া পাঠান হয়। গুণ্ডাটী মারিতে আসিলে চিত্ত বাবু মাথা পাতিয়া দেন। গুণ্ডাটী মারিতে উদ্যত হইলে হাঙ্গামাকারীদের মধ্যেই একজন লাঠিটী ধরিয়া ফেলে। এই সমস্ত ব্যাপার উপস্থিত পুলিশের সম্মুখেই ঘটে।

স্থানান্তরের হিন্দী স্কুলের জনৈক শিক্ষক হাঙ্গামাকারীদের নেতৃত্ব করেন। তিনি সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে হিন্দীতে তর্ক বিতর্ক করিতে থাকেন। সত্যাগ্রহীদের যুক্তিপূর্ণ কথার উত্তর দিতে না পারিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকেন এবং চলিয়া যান।

জনতা সম্পূর্ণ শান্ত থাকে এবং ধ্বনি দিয়া সত্যাগ্রহীদের সমর্থন করিতে থাকে। সত্যাগ্রহ শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

সভায় সমস্ত সময়েই দারোগা ছোট দারোগা ও অন্যান্য পুলিশ সাদা পোষাকে ও জঙ্গল বিভাগের বীট অফিসার ও থানা ওয়েলফেয়ার অফিসার সভার একটু দূরে উপস্থিত ছিলেন এবং হাঙ্গামাকারীদের উস্কানী দিতেছিলেন। ইহাদের উস্কানীতে হাঙ্গামাকারীরা সত্যাগ্রহীদের কানের কাছে চেঁচাইতে থাকে এবং মারিবার জন্য বহু প্রকার সুযোগ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে কিন্তু জনতা সম্পূর্ণ শান্ত ও সংযত থাকে।

হাঙ্গামাকারীদের দলে যোগ দিবার জন্য পুলিশ, থানা-ওয়েলফেয়ার অফিসার প্রভৃতি গ্রামে বহু চেষ্টা করে কিন্তু নানারূপ চেষ্টা করিয়াও কাহাকেও পায় না। দারোগা ও এই সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের নির্দ্দেশেই সত্যনারায়ণ দেব সত্যাগ্রহীদের হরিমেলা হইতে উঠাইয়া দেন।

স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ করিয়া আদিবাসীরা সরকারী কর্মচারী কর্ত্তৃক এই সমস্ত অন্যায় ব্যাপার দেখিয়া ক্রমশঃই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। আদিবাসীরা দলে দলে সত্যাগ্রহে যোগদান দিতেছে। স্থানীয় তারাপদ মাঝিকে মদ প্রভৃতি দিয়া গোপালনগর প্রভৃতি স্থানে হাঙ্গামাকারীদের দলে আনা হইয়াছিল। সে আজ এখানে আসে নাই।

সত্যাগ্রহীদের মারিবার জন্য হাঙ্গামাকারীগণ যখন চেষ্টা করিতেছিল তখন একজন হোমগার্ড যাহাতে অশান্তির সৃষ্টি না হয় সেজন্য সত্যাগ্রহীদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। ছোট দারোগা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া তিরস্কার করে।

রাইসা—থানা হুড়া।

সত্যাগ্রহী—১। চৈতন কড়া, ২। নবীনচন্দ্র মাঝি, ৩। ধনঞ্জয় মাঝি।

রাইসা সম্পূর্ণতঃ আদিবাসী গ্রাম। সত্যাগ্রহীগণ শোভাযাত্রা করিয়া বিপুল উৎসাহে সভায় উপস্থিত হন এবং দাবী পাঠ করেন। আদিবাসীর বিরাট জনতা সভায় সমবেত হয় এবং জয় ধ্বনি প্রভৃতি দিয়া সত্যাগ্রহ সমর্থন করে।

একদল হাঙ্গামাকারী এখানে উপস্থিত হইয়া কাল পতকা লইয়া নানা প্রকার গোলমাল করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আদিবাসী জনতা সম্পূর্ণ শান্ত ও সংযত থাকে।

* * * *

সত্যাগ্রহের ৪র্থ দিবস

৯ই এপ্রিল, শুক্রবার ১৯৪৯।

চাণ্ডিল—থানা চাণ্ডিল।

সত্যাগ্রহী—(১) রবীন সেন (২) ধনঞ্জয় মাহাত (৩) গুরুচরণ মাহাত

চাণ্ডিল থানার দারোগা চৌকীদার পাঠাইয়া ও রংলাল মাড়োয়ারী (শর্ম্মা) বহুগ্রামে আদিবাসীদের নিকট সংবাদ পাঠায় যে—বাঁধ, কুঁয়া প্রভৃতি করিবার টাকা দেওয়ার জন্য মিটিং হইবে এবং তাহাদের তীর, ধনুক, টাঙ্গী প্রভৃতি লইয়া চাণ্ডিলে আসিতে বলা হয়। এই কথায় বহু আদিবাসী সকাল হইতে চাণ্ডিলে উক্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া সমবেত হইতে থাকে। থানার নিকট একটি মাঠে তাহাদের খিচুড়ী খাওয়ান হয়। তারপর তাহাদের হাতে কাল পতাকা দেওয়া হয় এবং রংলাল শর্ম্মা ও অন্যান্য দুএকজন স্থানীয় মাড়োয়ারী যুবকের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় তাহারা তীর, ধনুক, টাঙ্গী প্রভৃতি লইয়া চাণ্ডিলে বেলা প্রায় ২॥০টা পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই শোভাযাত্রায় রংলাল শর্ম্মা

ফরেষ্ট বিট অফিসার ও চৌকীদাররা ছিল। উহাদের দুএকজন সঙ্গী নানা প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ ধ্বনি দিতে থাকে। ইতিমধ্যে গ্রামের কয়েকজন লোক শোভাযাত্রাকারী আদিবাসীদের জিজ্ঞাসা করে যে—তোমরা কি জন্য এখানে আসিয়াছ এবং ধ্বনি দিতেছ? তখন আদিবাসীরা বলে যে—আমাদের বাঁধ, কুঁয়া দেওয়া হইবে বলিয়া চৌকীদার দিয়া ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। গ্রামের লোক তাহাদের কি উদ্দেশ্যে আনা হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলে এবং বলে যে তোমরা যে হিন্দিতে ধ্বনি দিতেছ তাহার অর্থ তোমরা বাংলা চাও না, হিন্দি চাও। তাহাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমরা বাংলা চাও কি হিন্দি চাও। তখন তাহারা বলে আমরা হিন্দি চাই না এবং ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তাহারা সকলেই কাল বিলম্ব না করিয়া চলিয়া যায়।

সত্যাগ্রহী তিন জন লোক সেবক সংঘ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কংগ্রেস কর্ম্মী সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসত্য কিঙ্কর মাহাত ও শ্রীহেম মাহাত এবং অন্যান্য বহু লোক সহ শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম পরিভ্রমণে বাহির হয়। শোভাযাত্রা চকবাজার হইতে যখন থানার দিকে যাইতে থাকে তখন রংলাল শর্ম্মার বাড়ীর সম্মুখে একদল কেবল মাড়োয়ারী ছেলে ও যুবক, হিন্দি স্কুলের মাষ্টার ও কয়েক জন হিন্দি স্কুলের ছাত্র তাহাদের গতিরোধ করে এবং দুইজন সত্যাগ্রহীর মুখে ও শ্রীহেম মাহাতর মুখে কাল রং মাখাইয়া দেয়। একটী মাড়োয়ারী ছেলে সত্যাগ্রহী রবীন্দ্রনাথ সেনের হাত হইতে জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইয়া তাহাতে থুতু দেয়। রবীন্দ্র সেন জাতীয় পতাকার এরূপ অসম্মানের প্রতিবাদ করিলে তাহাকে সেই মাড়োয়ারী ছেলেটী মারে। হাঙ্গামাকারীরা রবীন্দ্র সেনের জুতাগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং তাহার মনিব্যেগটি পকেট হইতে লইয়া যায়। মনিব্যেগে ৭॥০টি টাকা ছিল। একজনের ব্যাজ খুলিয়া লওয়া হয় এবং সত্যাগ্রহীদের আগাইতে দেওয়া হয় না। জনতা এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া ওঠে কিন্তু সত্যাগ্রহীরা তাহাদের সবিশেষ চেষ্টায় শান্ত রাখে। সত্যাগ্রহীদের যাইতে বাধা দেওয়ার জন্য শ্রীহেম মাহাত অগ্রসর হইতে চাহে। তখন তাহাকেও আগাইতে দেওয়া হয় না। হেম মাহাত রাস্তার উপরে বসিয়া পড়ে। বহু জনতা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হয়। তখন সেইখানেই সভা করিয়া দাবী পাঠ করিতে আরম্ভ করা হয়। দাবী পাঠ শুরু হইলেই কাগজ কাড়িয়া লইয়া মাড়োয়ারী ছেলেরা ছিঁড়িয়া ফেলিতে থাকে তখন অন্য কাগজ লইয়া দাবী পাঠ চলিতে থাকে। সত্যাগ্রহীদের নিকট অন্যান্য যাহা কিছু ছিল তাহা সমস্ত কাড়িয়া মাড়োয়ারী ছেলেরা ছিঁড়িয়া ফেলে।

ইতিমধ্যে শ্রীহেম মাহাতকে ৫।৬টি মাড়োয়ারী মাটি হইতে তুলিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাইয়া প্রায় মাইল দূরে রাস্তার উপর ফেলিয়া দেয়। অন্যান্য হাঙ্গামাকারীরা সত্যাগ্রহীদের ধাক্কা দিতে থাকে এবং পতাকার ডাণ্ডা দিয়া সত্যাগ্রহীদের মাথায় মারে।

হেম মাহাতকে রাস্তার ধারে ফেলিয়া উক্ত মাড়োয়ারী ছেলেরা তাহাকে একবার একটি চলতি ট্রাকে এবং আর একবার একটি বাসে উঠাইয়া জেমসেদপুরের দিকে পাঠাইবার চেষ্টা করে। দুইটি গাড়ীরই ড্রাইভাররা ইহা অস্বীকার করে। তারপরে তাহারা একটি মাটি বওয়া ঝোলা আনিয়া রংলাল শর্ম্মা তাহাকে ঝোলাতে উঠাইতে বলে। পরে তাহা না করিয়া তাহাকে সেইখানে ফেলিয়া চলিয়া যায়। একজন পি, ডব্লিউ ডির কর্ম্মচারী রাস্তার উপর ভীড় না করিতে অনুরোধ করিলে হাঙ্গামাকারীরা তাহাকেও খুব প্রহার করে। চাণ্ডিলে জনসাধারণের মধ্যে খুবই উত্তেজনার সঞ্চার হয় কিন্তু সত্যাগ্রহীরা তাহাদের শান্ত করিয়া রাখে। জনসাধারণ বিপুলভাবে সত্যাগ্রহীদের অভিনন্দন করে।

সত্যাগ্রহীরা যখন ফিরিয়া আসিতে থাকে তখন রংলাল শর্ম্মার বাড়ী হইতে তাহাদের উপর ঢিল ফেলা হইতে থাকে।

পটমদা—থানা পটমদা

সত্যাগ্রহী—১। গুরুচরণ মাহাত, ২। হরিপদ মাহাত, ৩। সনাতন মাহাত।

বিগত ৭ই ও ৮ই এপ্রিলের মাচা ও কুমীরের অদ্ভুত সত্যাগ্রহীরা এই দিবসের সত্যাগ্রহীদের সহিত যোগ দেয়। সত্যাগ্রহীরা বেলা ৯টার সময় পটমদা গ্রামে পৌছিলে গ্রামবাসীরা তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করে।

সময়ে একজন কনেষ্টবল একজন লোক সহ আসিয়া সত্যাগ্রহীদের গ্রাম হইতে চলিয়া যাইতে বলে। সত্যাগ্রহীরা ধ্বনি দিতে দিতে গ্রামের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে। কয়েকজন সিপাহি সর্দার তাবেদার ও চৌকীদারগণ তাহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় ও ধ্বনি দিতে থাকে।

বেলা ৩টার সময় সত্যাগ্রহীগণ সত্যাগ্রহের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য রওয়ানা হয়। সেই সময়ে থানার সম্মুখে বৃন্দাবন সিং, অনিল মাহান্তি, বাসুদেব মিশ্র প্রভৃতির নেতৃত্বে একদল মাতাল মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের বাধা দেয় ও জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইয়া গালাগালি করিতে থাকে। সত্যাগ্রহীরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে জনসভায় দাবী পত্র পড়িতে শুরু করিলে উক্ত দল আসিয়া বন্দুক, তীর ধনুক ও লাঠী প্রভৃতি লইয়া তাহাদের মারিবার ভয় দেখাইতে থাকে। সত্যাগ্রহীরা তাহাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে থাকে। তাহাদের মুখে কালী লাগাইয়া দিবার বহু চেষ্টা হয় কিন্তু জনতার মধ্যে কেহই রাজী না হওয়াতে পটমদার চৌকীদার কৃষ্ণ মাহালীকে দিয়া কালী দেওয়ান হয়।

ইত্যবসরে একজন ফটোগ্রাফারকে ফটো লইতে দেখিয়া হাঙ্গামাকারীরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহাকে তাড়া করে। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন লোক আসিয়া বাধা দেওয়াতে তাহারা ফিরিয়া যায়।

সত্যাগ্রহীগণ সম্পূর্ণ শান্ত থাকিয়া দাবী পাঠ শেষ করে।

বলরামপুর হইতে হিন্দী প্রচারক শ্রীনাথ জয়শোয়াল ও একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া থানাতে অপেক্ষা করিতে থাকে।

হুড়া—থানা হুড়া

সত্যাগ্রহী—১। কৃত্তিবাস মাহাত, ২। খাঁদুলাল মাহাত, ৩। মদনমোহন মাহাত।

সত্যাগ্রহীগণ বেলা ৪টায় জনসভায় দাবী পত্র পাঠ করেন। এখানে কোন প্রকার হাঙ্গামাকারী উপস্থিত ছিল না। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহ সমাপ্ত হয়।

আড়ষা—থানা আড়ষা

সত্যাগ্রহী—(১) রাসবিহারী মাহাত, (২) ফণীভূষণ মাহাত, (৩) নারাণ মাহাত।

বেলা ৪টার সময় সমবেত জন সভায় সত্যাগ্রহীগণ দাবীপত্র পাঠ করেন। দাবী পাঠ শেষ হইবার কিছু পূর্বে থানা ওয়েলফেয়ার অফিসার পরিচালিত ভিন্ন গ্রাম হইতে বালক ও বয়স্ক মিলিয়া প্রায় ২৫ জন কাল পতাকা লইয়া ধ্বনি করিতে করিতে আসে। তাহাদের একজনের হাতে একটী মারাত্মক মুষল ধরণের অস্ত্র ছিল। তাহারা কেবল সভার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ধ্বনি করিয়া চলিয়া যায়। দাবী পাঠ শেষ হইলে—ধ্বনি করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভায় চরখা কাটা হয়।

জয়পুর—থানা জয়পুর

সত্যাগ্রহী—(১) কালিপদ মাহাত, (২) গোবর্দ্ধন মাহাত, (৩) ধনঞ্জয় মাহাত।

চতুর্দ্দিকের অনেক গ্রামে এই মর্ম্মে গ্রাম্য চৌকিদাররা সংবাদ দেয় যে জয়পুরে মিটিং হইবে। বেলা প্রায় ১৷৷টার সময় জয়পুরের গ্রামপ্রান্তে রাস্তার পাশে কিছু গ্রামের লোক জমা হয়। সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি সমবেত লোকগুলির কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করে তাহারা কিজন্য আসিয়াছে। তাহারা বলে, তাহারা কিছু জানে না শুধু চৌকীদারের কথায় আসিয়াছে। যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে তখন পুরুলিয়ার দিক হইতে দুইজন সরকারী পোষাক পরিহিত পুলিশ কর্ম্মচারী D. S. P. ও ইনস-পেক্টর) মোটরে জমিদার বাবুর বাড়ীর সামনে নামিয়া ভিতরে চলিয়া যান। একটু পরে বাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়া সমবেত লোকগুলির নিকট আসেন এবং ঐ ব্যক্তিটীকে বলেন যে "এদের সব শিখান হয়েছে কি না? "সত্যাগ্রহী ফিরে যাও" "সত্যাগ্রহ নয় এ দেশদ্রোহ" "আমাদের মাতৃভাষা হিন্দী" প্রভৃতি উহাদের শিখাইতে বলিয়া থানা অভিমুখে চলিয়া যান। তাহারা ঐ ব্যক্তিটীকে তাহাদের তত্বিরকারক বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন।

জয়পুরে দ্বিপ্রহর হইতেই মদভাটীতে লোকজনকে, বিশেষ করিয়া দাগী প্রভৃতিদের, একজন কনেষ্টবল বসিয়া থাকিয়া বিনা পয়সায় মদ খাওয়াইতে থাকে।

প্রায় ৩টার সময় মোটরে করিয়া হরিপদ সিং, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট গোবিন্দ প্রসাদ জয়শোয়াল, ফুলচাঁদ মাড়োয়ারী বাবুলাল মাড়োয়ারী ও আরও কয়েকজন মাড়োয়ারী ঝালিদার দিক হইতে আসিয়া থানায় যায়। থানার

সামনে ৪০।৫০ জন লোক হাতে লাঠি ও কাল পতাকা লইয়া বসিয়াছিল। থানার জমাদার লোকগুলিকে থানার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া যায় এবং একটু পরে তাহারা বাহিরে আসিয়া লাইন করিয়া বসে। ইহাদের মধ্যে বহু গুণ্ডা ও দাগী মাতাল অবস্থায় ছিল। অনেক চৌকীদারও সাধারণ পোষাকে ছিল।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্র ভাষা প্রচার কার্য্যালয় লিখিত এক খানি জীপগাড়ী হইতে কতকগুলি হিন্দি হ্যাণ্ডবিল বিলি হইতে থাকে।

বেলা ৩।৷০ টার সময় জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীহরিপদ খাণ্ডয়াস জয়পুর পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন এবং থানার জমাদারের সহিত আলাপ করেন।

বেলা ৪টার সময় সত্যাগ্রহীরা শ্রীধনঞ্জয় মাহাতর নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করিয়া ধ্বনি দিতে দিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। গ্রামবাসীরা তাহাদের পুষ্প মাল্য প্রদান করেন ও তাহাদের সহিত যোগ দিয়া সভাস্থলে যান। পূর্ব নির্দ্দিষ্ট ৪।৷০ টার সময় লক্ষ্মী মন্দিরে এক মহতী জনসভায় সত্যাগ্রহী শ্রীধনঞ্জয় মাহাত দাবী পাঠ করিতে থাকেন। এই সময়ে কাল পতাকা হাতে লইয়া নানারূপ বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে আর একটী শোভাযাত্রা বাহির হয়। সেই শোভাযাত্রায় ঝালদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট গোবিন্দ প্রসাদ জয়শোয়াল, পতাকা হাতে ধ্বনি দিতে থাকে। থানা ওয়েলফেয়ার অফিসার সহদেব শর্ম্মা,পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের হিন্দী বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের হিন্দি শিক্ষক ও কিছু ছাত্র, চৌকীদার এবং বহু দাগী ও গুণ্ডা ও ঝালদার অনেক মাড়োয়ারী এই শোভাযাত্রায় ছিল। জয়পুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কিছু লোক ও ঝালদা থানার কিছু লোক ছিল। স্থানীয় গ্রামের দু একজন পরিচিত দাগী ছাড়া আর কেহ ছিল না।

সভা আরম্ভ হইলে হাঙ্গামাকারীগণ নানারূপ বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে সভাস্থলে প্রবেশ করে ও দাবী পাঠে বাধা দেয়। এই সময়ে একজন কংগ্রেস কর্মী জনতাকে শান্ত থাকিতে অনুরোধ করে এবং যাহারা অহিংস থাকিতে পারিবে না তাহাদিগকে সভা হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। এই সময়ে সহদেব শর্ম্মাও কয়েকজন লোক সত্যাগ্রহীদের হাত হইতে জাতীয় পতাকা ও কাগজ ও ব্যাজ কাড়িয়া লয় এবং তাহাদের পিঠে ব্যাজ লাগাইয়া দেয়। ঝালিদার জনৈক মাড়ো ব্যবসায়ী, ফুলচাঁদ পরশুরাম পুরিয়া, নানাবিধ তর্ক ও গালাগালি করিতে থাকে। হাঙ্গামাকারিগণ নানা লাঞ্ছনা ও অত্যাচার করিতে থাকে। বিরাট জনতা হইয়া বসিয়াছিল। জিলার প্রমুখ কংগ্রেস কর্মী ও সমাজের সভ্য শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য সত্যাগ্রহ সম্প লোক সেবক সংঘের দ্বারা প্রেরিত হই সভাস্থলে বসিয়াছিলেন। হিন্দি প্রচারক সহদে শর্ম্মা তাহার পূর্ব্ব পরিচিত ছিল। তিনি জগবন্ধু বাবু সহিত কথা বলিবার জন্য তাহাকে ডাকিলে তিনি সভামং হইতে নামিয়া তাহার কাছে আসিতেই হাঙ্গামাকারীদে মধ্যে একজন লোক প্রচুর পরিমাণে লঙ্কার গুঁ তাহার চোখে নিক্ষেপ করে। ফলে জগবন্ধু বাবু বসিয়া পড়েন ও তাহাকে ধরাধরি করিয়া ডাক্তারের নিকট লই যাওয়া হয়। পুরুলিয়ার একটী হিন্দি সাপ্তাহিকের সম্পাদক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া তিনিও সভাস্থলে ইহার প্রতিবাদ করেন।

সভায় পুলিশ সাদা পোষাকে উপস্থিত ছিল ও হাঙ্গামাকারীদের উত্তেজিত করিতে ছিল। জনৈক জমাদার হাতে গুপ্তি লইয়া সভায় উপস্থিত ছিল। হাঙ্গামাকারীদের হাতে লাঠী ছোরা প্রভৃতির অস্ত্রাদি ছিল।

জিলা কংগ্রেস সম্পাদক এই যুব হাঙ্গামা চলিতে থাকার সময় এক মাড়োয়ারীর কাপড়ের দোকানে বসিয়া ছিলেন। থানাতে ডি, এস, পি প্রভৃতি অপেক্ষা করিতে ছিল এবং পুরুলিয়াতে ঐদিন স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

এইরূপ অমানুষিক গুণ্ডামীর ফলে জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। সত্যাগ্রহীরা তাহাদের শান্ত থাকিতে বলেন। সভা শেষ হইলে জনতা বিরাট জয়ধ্বনি করিতে থাকে। হাঙ্গামাকারীরা তাড়াতাড়ি মোটর ট্রাক ও জীপে করিয়া চলিয়া যায়।

হাঙ্গামার উদ্যোক্তারা জয়পুরের বাউরী ও হরিজন সম্প্রদায়কে বহু লোভ ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিতে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু একজনও তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। সন্ধ্যার থানার হাতার মধ্যে কুয়ার পাশে কয়েকজন মাতালকে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়

সত্যাগ্রহীদের কঠোরতর তপস্যা

মনিহারায় অত্যাচারের নগ্নমূর্ত্তি

দারোগা, ওয়েলফেয়ার অফিসার ও সিপাহীদের সহযোগীতায় অস্ত্র সজ্জিত উৎপাৎকারীদের অবাধ পীড়নের সংবাদ

নিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযতীন্দ্র মাহাতর প্রতি গুরুতরভাবে মারপিট একনিষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীভীম ভৌমিককে সাংঘাতিক জখম করিয়া ট্রাকে লইয়া উধাও

অবাধ এই অত্যাচারের সম্মুখে সত্যাগ্রহী ও জনগণের দৃঢ়তার সহিত শান্তিরক্ষার অপূর্ব্ব আচরণ

সত্যাগ্রহের ৫ম দিবস

১০ই এপ্রিল ১৯৪৯।

মধুপুর—থানা মানবাজার।

সত্যাগ্রহী—১। চুনারাম মাহাত, ২। ক্ষুদিরাম মাহাত, ৩। ব্রহ্মানন্দ মাহাত।

পূর্ব পূর্ব দিনের অধৃত সত্যাগ্রহীরা অদ্যকার সত্যাগ্রহীদিগের সহিত যোগ দেন। সকাল হইতেই অধৃত সত্যাগ্রহীরা গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান এবং জনতার ভিতর সত্যাগ্রহের বানী প্রচার করেন। শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ গ্রামের মেয়েদের লইয়া বৈঠক করেন।

সভাস্থলে গ্রামবাসীরা সভার জন্য বিশেষ করিয়া একটী মণ্ডপ তৈরী করেন। বেলা ৩টার সময় শোভাযাত্রা করিয়া সত্যাগ্রহীরা সভাতে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত লাবণ্য প্রভা দেবী সত্যাগ্রহীদের পক্ষ হইতে দাবী পাঠ করেন। দাবী পাঠ শেষ হইলে তাহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হয় এবং মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করেন। জনতা অন্যান্য সত্যাগ্রহী দিগকে মাল্যদান করে। সভায় চরখা কাটা হয়। সভায় প্রভূত জনসমাগম হয়।

সভায় পুলিশ ও দারোগা সাদা পোষাকে উপস্থিত ছিল। দাবী পাঠের শেষের দিকে কালো পতাকা ধারী হাঙ্গামা কারীরা সভায় উপস্থিত হয়। এই একই দল মানবাজারে সত্যাগ্রহের দিন উপস্থিত ছিল। তাহারা আসিয়া এখানে চীৎকার করিতে থাকে। উপস্থিত দারোগা তাহাদের গোলমাল বাধাইবার জন্য প্ররোচিত করে। গ্রামবাসীরা ঠিক করিয়াছিল যে হাঙ্গামা কারীগণ যদি সত্যাগ্রহী দিগকে কোনরূপ লাঞ্ছনা করিতে আসে, তবে তাহারও গুণ্ডামী নিবারণ করিতে গুইয়া পড়িয়া সত্যাগ্রহ করিবে।

গ্রামে মহিলাদের মধ্যেও খুব সাড়া পড়িয়া যায়। দারোগা বা পুলিশের পক্ষ হইতে কোনরূপ প্ররোচনা বা প্রলোভন গ্রামবাসীদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। পুলিশ হইতে বাস ট্রাক প্রভৃতি ধরিয়া দূরস্থ গ্রাম হইতে প্রলোভনে, জোরে গ্রামের লোককে বিক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য আসিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সফল হইতেছে না। এই দিন মানবাজার হিন্দি স্কুলের অনেক ছাত্রও বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছে।

সভার পরে যখন জনতা ও সত্যাগ্রহীরা চলিয়া যাইতে থাকে তখন হাঙ্গামাকারীদের মধ্যে দুইজন আসিয়া সভায় উপবিষ্ট একজন সত্যাগ্রহীকে সত্যাগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করে। সত্যাগ্রহী বুঝাইয়া বলিলে তাহারা চুপ করিয়া শুনিয়া চলিয়া যায়।

গ্রামবাসীগণ সত্যাগ্রহ সফল করিবার জন্য সংকল্প করিয়াছে।

কোন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হয় নাই।

হুটমুড়া—থানা পুরুলিয়া।

সত্যাগ্রহী—(১) পদক মাহাত (২) মোহণচন্দ্র মাহাত (৩) যুগল কুম্ভকার।

বেলা ৩।০ টার সময় সত্যাগ্রহীরা ও গ্রামের জনসাধারণ শোভাযাত্রা করিয়া সভাস্থলে আসে। কিছুক্ষণ চরখা কাটার পরে সত্যাগ্রহীরা দাবী পাঠ করে। সভায় বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিল। বিপুল জয়ধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়। সভাস্থলে কোন পুলিশ বা হাঙ্গামাকারী উপস্থিত ছিল না। সাদা পোষাকে কয়েকজন কনেষ্টবল ও পুলিশ গ্রামের প্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিল। সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা করিবার জন্য দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে কিছু লোক আনিয়া স্কুলের নিকট ও অন্যান্য স্থানে জমা করিয়া রাখা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে যে হাঙ্গামাকারীর দল জয়পুরে হাঙ্গামা করিয়াছিল তাহারা ট্রাকে করিয়া হুটমুড়াতে আসে। সভা শেষ হইবার পরে হাঙ্গামাকারীরা পুলিশ কর্ম্মচারীদের নেতৃত্বে সভাস্থলে আসে।

গ্রামের লোক বিশেষ করিয়া হরিজনদিগকে নানাভাবে হাঙ্গামাতে যোগদান করাইবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু গ্রামের একটি লোকও ইহাতে রাজী হয় নাই।

কোন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হয় নাই।

লধুড়কা—থানা ছড়া

সত্যাগ্রহী—১। হেমচন্দ্র মাহাত, ২। শিবু মাঝি, ৩। ফকীর মাহাত।

বেলা ৪টার সময় সমস্ত গ্রাম ধ্বনি দিয়া সত্যাগ্রহীরা শোভাযাত্রা করে। সভাস্থলে আসিয়া সত্যাগ্রহীরা ধ্বনি দিবার পরে দাবী পাঠ করে। জনতার পক্ষে হইতে সত্যাগ্রহীদের মাল্য দান করা হয়। সভায় প্রভূত জনসমাগম হয়। কোন হাঙ্গামাকারী উপস্থিত ছিল না। পুলিশের একজন জমাদার সাদা পোষাকে সভায় বসিয়া ছিল। ঝরড়া গ্রাম হইতে হাঙ্গামার জন্য লোক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কেহই আসে নাই। জয়পুরে যে দল হাঙ্গামা করিয়াছিল সেই দলটী মোটরে করিয়া এখানেও আসে। তাহাদের মধ্যে সহদেব শর্মা একখানা জীপে করিয়া গ্রামের ভিতর আসিয়া আবার ফিরিয়া যায়। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

বাগদা—থানা পুঞ্চা

সত্যাগ্রহী—১। কৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী, ২। বিবেচনা ঘোষাল, ৩। ভূতনাথ পৈতুণ্ডি।

বাগদাতে জনসভায় প্রায় ২০০০ লোক সেই গ্রাম ও বিভিন্ন গ্রাম হইতে উপস্থিত ছিল। গ্রামের দুর্গা মেলার নিকট সভা হয়। সত্যাগ্রহীরা শোভাযাত্রা করিয়া সভাস্থলে আসিয়া দাবী পাঠ করে। পূর্ব পূর্বদিনের অধৃত সত্যাগ্রহীরাও এই সভায় যোগ দেয়। সভা কালীন কোন হাঙ্গামাকারী সভায় উপস্থিত ছিল না, কেবল স্থানীয় জমাদার সাদা পোষাকে সভায় উপস্থিত ছিল। সভা ভাঙ্গিবার কিছু পূর্বে যে দল মাগুড়াতে হাঙ্গামা করিয়াছিল সেই দলটী মাতাল অবস্থায় হাতে লাঠী টাঙ্গি ও কালো পতাকা লইয়া হাল্লা করিতে করিতে সভাস্থলের নিকটে আসে। হাঙ্গামাকারীরা "কংগ্রেস রাজত্ব ধ্বংশ হোক" "বৃটিশ রাজত্ব ফিরিয়া আসুক" প্রভৃতি ধ্বনি দিতে থাকে। হাঙ্গামাকারীদের এইরূপ ধ্বনি শুনিয়া জনতা আশ্চর্য্য হইয়া যায়। তাহারা সভাস্থলে অন্য কোনরূপ হাঙ্গামা করিতে পারে না। গ্রামের কে গ্রেপ্তার হয় নাই।

মনিহারা—থানা কাশিপুর

সত্যাগ্রহী—১। অলক গাঙ্গুলী, ২। রসনা প্রসাদ ৩। বনমালি মাহাত।

সভায় প্রায় ১০০০ লোক উপস্থিত ছিল। সত্য শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করে এবং আসিলে জনতা তাহাদের মাল্য ভূষিত করে। সত্যাগ্রহের সমর্থন সূচক নানারূপ প্লাকার্ড দ্বারা ছিল। সত্যাগ্রহীদের সহিত পূর্ব পূর্বদিনের অধৃ গ্রহীরাও যোগদান করে।

সত্যাগ্রহীরা সভায় দাবী পাঠ শেষ উড়িয়া বক্তৃতা করিতে থাকেন এমন সময় একটি (No. B. R. P. 429) আদ্রা হইতে বহু দার গুণ্ডা আদ্রার দশরথ হালুদাইয়ের নেতৃ উপস্থিত হয় ও কাগজপত্র কাড়িয়া লইয়া জ ও ব্যাঙ্গ পদদলিত করে। সত্যাগ্রহীদিগে বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী রাখাল গাঙ্গুলীকে গ্রামবাসীগণকে আবার ভীষণ মারপিট ক

দের মুখে ...ইয়া দেয়। বহুলোকের কাপড় জামা ছিঁড়িয়া দেয়। বহুলোককে উলঙ্গ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

ইতিমধ্যে ...শীপুর থানার জমাদার, ওয়েলফেয়ার অফিসার ও কয়েকজন কনেষ্টবল (সকলেই সাদা পোষাকে ছিল) উপস্থিত হয় এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডার দল আবার ফিরিয়া আসে এবং সকলে মিলিয়া পুনরায় মারপিট করে ও মুখে চুনকালি মাখাইয়া দেয়। অন্য কর্মী যতীন্দ্র মাহাত যিনি সত্যাগ্রহ তদারকের জন্য সেখানে লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে উপস্থিত ছিলেন তাহাকে গুরুতরভাবে মারপিট করিয়া তাহার জামা কাপড় একেবারে ছিঁড়িয়া দেয়। গুণ্ডার দল সত্যাগ্রহী আলোক গাঙ্গুলীর একটী হাতঘড়ি ছিনাইয়া লয়, উপস্থিত গ্রামবাসীগণকে ভয় দেখায় এবং তাহাদের উপর যথেচ্ছ লাঠি চালাইতে থাকে। বহুলোক আহত হয়। সত্যাগ্রহীদের কাগজপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বন্দুক ও লাঠির সাহায্যে গ্রামবাসীগণকে হিন্দী কাগজ লওয়াইবার চেষ্টা করে। গুণ্ডার দল লাঠি ছোরা বন্দুক প্রভৃতি নানা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল।

গুণ্ডার দল ইহার পরে গ্রামে ঘুরিতে থাকে। দুর্বৃত্তদের এই সমস্ত হীন ও পাশবিক কাণ্ড দেখিয়াও সত্যা-...ীরা ও গ্রামবাসীগণ সম্পূর্ণ ধীর ও সংযত থাকে।

গুণ্ডাগণ গ্রামের সমস্ত প্লাকার্ডগুলি তুলিয়া দেয় ও ...রূপ ধ্বনি করিতে করিতে ঐ গ্রামেরই একাংশে ' বাঁকুড়া জিলার ছাতনা থানার মধ্যে অবস্থিত) ...মন প্রবেশ করে। মেয়েদিগকে দেখিয়া গুণ্ডারা ...রূপ অশ্লীল ও অকথ্য ভাষায় অভদ্র ইঙ্গিত ও অশ্লীল ...ঙ্গী করিতে থাকে এবং তাহাদিগকেও হিন্দি ...দাবী হইবে বলিয়া শাসায়। গ্রামবাসীগণ সমস্ত অত্যা-...এবং র সঙ্গে বরণ করে। এই কয়েক ঘণ্টার জন্য ...দিগুার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় দিগার, প্রজারীর ঘাটোয়াল এই গুণ্ডার দলকে পথ দেখাইয়া ...। যাইবার সময় অধৃত সত্যাগ্রহী ভীমচরণ ... মারপিট করিয়া তাহার একটী হাত ভাঙ্গিয়া ছি... মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত করে। তাহার ...গ্রাহী প্রমথ মণ্ডলকেও ভীষণ মারপিট করে ও ...মানব কাপড় ছিঁড়িয়া দেয়।

আসি...

যাইবার সময় তাহারা শ্রীভীমচরণ ভৌমিককে ট্রাকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়। স্মরণ থাকিতে পারে যে ভীমচরণ বাবু ৬ই এপ্রিল তারিখে রঘুনাথপুর হইতে সত্যাগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আদ্রা আসিবার পথে ঠিক এই দলটী কর্তৃক আক্রান্ত হন। ইহারা ট্রাকে করিয়া যাইয়া তাহাকে রাস্তায় আটকাইয়া মারপিট করিয়াছিল ও টাকা দিখাইয়া লইয়াছিল। শ্রীভীমাচরণ বাবুর কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কয়েকজনকে নানারূপ ভাবে প্রলোভিত করিয়া সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয় কিন্তু তাহারা মনিহারা পর্য্যন্ত আসিয়া সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া ফিরিয়া যায়। তাহাদের চলিয়া যাওয়াতে এই গুণ্ডারদল আরও বেশী রাগান্বিত হয়। সত্যাগ্রহীদের মারিবার সময় তাহারা বলিতে থাকে যে "হাম লোক বাঙ্গালী নেহি হ্যায়।"

পুলিশ, জমাদার ও থানা ওয়েলফেয়ার অফিসার বরাবর গুণ্ডা দলের সহিত থাকিয়া এই সমস্ত কার্য্যে উত্তেজিত করিতেছিল। মনিহারার নিকটবর্ত্তী কেতনকিয়ারী নিবাসী তাবেদারও গুণ্ডাদের এই সমস্ত অন্যায় কার্য্যে সাহায্য করিতেছিল। ১১ই তারিখ সকালে মনিহারার এই বৃত্তান্ত পুরুলিয়া লোক সেবক সঙ্ঘের অফিসে আসে এবং শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এম, এল, এ ও শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত শ্রীভীমচরণ ভৌমিকের সন্ধানে বহির্গত হইয়া যান।

* * * *

বাঘমুণ্ডির বিস্তৃত বিবরণ—

বাঘমুণ্ডিতে সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মম মারপিটের সংবাদ ও একজন সত্যাগ্রহীকে পাওয়া যাইতেছে না— সংবাদ পাইয়া শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত ৭ই সন্ধ্যায় বাঘমুণ্ডি থানায় উপস্থিত হন। তিনি এই সম্বন্ধে বিস্তৃত তদন্ত করেন। তদন্তে জানা যায় যে সত্যাগ্রহের পূর্বে চাণ্ডিলের শ্রীরংলাল মাড়োয়ারী কালিমাটী প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে নানারূপ অপপ্রচার করিতে থাকে। সত্যাগ্রহের দিন অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল দারোগা বাবু গ্রামে গ্রামে চৌকীদার মারফত এক জনসভার ঘোষণা করেন। ৬ই তারিখে উক্ত সভায় রংলাল মাড়োয়ারী হিন্দী পড়, লোন পাইবে, বাঁধকুয়া প্রভৃতি পাইবে বলিয়া বক্তৃতা দেন।

৬ই এপ্রিল বাঘমুণ্ডি গৌরাঙ্গ মেলায় সত্যাগ্রহীগণ সুচারুরূপে অনুষ্ঠান পালন করেন। জনসভায় দাবী পাঠ করা হয়। জনতা শান্তভাবে অনুষ্ঠানে যোগদেন। জনগণ সত্যাগ্রহীদের ধন্যবাদ দেন। শৃঙ্খলার সহিত সভার কার্য্য সমাধা করিয়া সবাই চলিয়া যান, সত্যাগ্রহীরাও চলিয়া যাইতে থাকেন। সভায় পুলিশ ছিল না। পুলিশ ও সরকারী অফিসারগণ ও সরকারী প্রচারকেরা তখন থানায় সভা করিতেছিলেন। সত্যাগ্রহীরা যখন রাস্তায় তখন কয়েকজন কনেষ্টবল ও অন্যান্য লোক দৌড়াইয়া ও একটি ট্রাকে করিয়া দারোগা বাবু, ওয়েলফেয়ার অফিসার, চৌকীদারী তহশীলদার বাড়েডির শ্রীতুলসী মাহাত, বাঘমুণ্ডির ঠাকুর, কয়েকজন কনেষ্টবল, রংলাল মাড়োয়ারী ও আরও কিছু লোক তাহাদের প্রায় ১ মাইল পথ অনুসরণ করিয়া আসিয়া সত্যাগ্রহীদের রাস্তার ধারে আটকায়। তাহারা বাউল মাহাতর নিকট হইতে পতাকা ও ব্যাজ কাড়িয়া লইয়া অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিতে থাকে ও তাহাদের মারিতে থাকে। দারোগার রাঁধুনী ও একজন কনেষ্টবল বাউল মাহাতকে মারিতে থাকে। সিপাহীটি জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইয়া পদদলিত করিতে থাকে। সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে শ্রীমনীন্দ্র খুল্লর ছিলেন; তাহাকেও গালাগালি করে। এই সময় চোড়দার শ্রীজগদীশ গাঙ্গুলী, শ্রীকুঞ্জ গরাঞ ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা প্রতিবাদ করায় নিরস্ত হয়। তাহার পর উহাদের বাগমুণ্ডি থানায় যাইতে বলে। সত্যাগ্রহীরা গ্রেপ্তার করা হইল ভাবিয়া থানার দিকে চলে। শ্রীমনীন্দ্র খুল্লরকেও থানায় যাইতে বলে। থানার দিকে চলিবার সময়ও কনেষ্টবলেরা শ্রীবাউল মাহাতকে ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া যায়, বাঘমুণ্ডির কাছে আসিয়া দারোগা সকলকে ছাড়িয়া দিতে বলেন। সত্যাগ্রহীরা বাঘমুণ্ডিতে থাকিবে স্থির করে ও মনীবাবু বুড়দা চলিয়া যান। সত্যাগ্রহীরা বাগমুণ্ডির দিকে রওনা হইলে পুলিশেরা বাধা দেয় বলে বাঘমুণ্ডিতে কখনই যাইতে পারিবে না। সত্যাগ্রহীরা তখন বলে যে আমরা নিশ্চয় বাঘমুণ্ডিতে থাকিব। আমাদের যেখানে খুসী থাকিবার অধিকার আছে এবং থাকিব। তখন উহারা পুনরায় সত্যাগ্রহীদের মারপিট করে এবং শ্রীবাউল মাহাতকে দুইজনে ধরিয়া ঝুলাইয়া বাঘমুণ্ডির উল্টা দিকে লইয়া যাইতে থাকে। তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। শ্রীবাউল মাহাতকে তাহারা আধ মাইল দূর পর্য্যন্ত ঐভাবে লইয়া নদীর অপর পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অন্ধকারে একজন পিছনে পথ হারাইয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়। শ্রীবাউল মাহাতর পায়ে লাঠির চোট লাগায় তাহার চলিতে কষ্ট হয়। উহাদের মুখে আলকাতরা মাখাইয়া দেওয়া হয়। বাউল মাহাতর সহিত একজন সত্যাগ্রহীর দেখা হয় কিন্তু আর একজনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাহাকে না পাইয়া উহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে নিকটস্থ বুড়দা গ্রামের গ্রামবাসীগণ আসিয়া সত্যাগ্রহীদের লইয়া যায় ও তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করে। পরদিন সকালে নিখোঁজ সত্যাগ্রহীটীর সন্ধান পাওয়া যায়। রাত্রিবেলা তাহার সঙ্গীদের খুঁজিতে খুঁজিতে সে অন্য গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

বিভূতি বাবু আহত সত্যাগ্রহীদের পুরুলিয়া আনিতে চাহিলে গ্রামবাসীরা অনুরোধ করেন যে সত্যাগ্রহীরা এই অঞ্চলেই বিশ্রাম করুন এবং ঘুরুন। গ্রামবাসীরা তাহাদের সহিত যোগ দিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিবে।

বাউল মাহাত মানভূম জিলার অন্যতম বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী। গত বিয়াল্লিশের আন্দোলনে সে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করে ও অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করে। বর্ত্তমানে সে তাহার নিজ গ্রাম লাগুডির (বরাবাজার) খাদি কেন্দ্রের পরিচালক।

* * * *

সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ

মানবাজার

মানবাজারে ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহের পর একটি ছোটছেলের সহিত একটি গুণ্ডার কথা কাটাকাটি হয়। গুণ্ডাটি ছেলেটিকে জোর করিয়া ধরিয়া থানায় লইয়া যায়। তখন প্রায় ৬০।৭০ জন ছেলে দারোগার কাছে যায় ও বলে—ও কোনোও দোষ করে নাই অন্যায়ভাবে জোর করিয়া উহাকে ধরিয়া আনিয়াছে হয় উহাকে ছাড়িয়া দাও নচেৎ আমাদের সকলকে ধর। তখন দারোগা বেগতিক দেখিয়া ছেলেটিকে ছাড়িয়া দেয়।

গোপালনগর

৭ই সত্যাগ্রহের সময় যখন শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ চরখা কাটিতেছিলেন তখন তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান সত্যাগ্রহী শ্রীপরীক্ষিত মাহাতকে একজন গুণ্ডা এমন জোরে ঠেলিয়া দেয় যে পরীক্ষিত হুমড়ি খাইয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের উপর পড়িয়া যায় ফলে তাহার মাথায় আঘাত লাগে এবং মাথা ফুলিয়া যায়।

বিজ্ঞপ্তি

অংশীদারগণ তথা জনসাধারণের সুবিধার্থে নিলকুঠিডাঙ্গায় শহীদ স্মৃতি-স্তম্ভের নিকট এবং নামোপাড়া মহল্লার দুর্গামেলার সম্মুখে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স এর দুইটী শাখা খোলা হইয়াছে।

পুরুলিয়া
২৪।৩।৪৯

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

ঔষুধপত্র
ও
অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয়
নানারকম ভালো জিনিষ
সুবিধা দরে
পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী
পুরুলিয়া।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি : সমর সিংহ, তুলমী
পুরুলিয়া

WANTED

The students passed Steno-typis course, Telegraphy, Assistant Stationt Master Course, Book-keeping, etc. from PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE, PURULIA are asked to inform their address immediately to the Principal for Govt. & Railway Appointments.

সাইকেল বিক্রয়

সাইকেল কিনিতে হইলে গণেশ সাইকেল ষ্টোরে অনুসন্ধান করুন।
নামপাড়া, পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৫ই বৈশাখ ১৩৫৬, ১৮ই এপ্রিল ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

সত্যাগ্রহের ১০ম দিবস

(১২শ পৃষ্ঠায় পর হইতে)

বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় এবং সকলে জয়ধ্বনি করিতে থাকেন। থানা হইতে একজন ক'নষ্টবল সভায় উপস্থিত ছিল। লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রী শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এল, এ, এবং কয়েকজন অধৃত সত্যগ্রহী উপস্থিত ছিলেন।

কদমা—থানা মানবাজার

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীকার্ত্তিক মাঝি, ২। শ্রীবংশীধর মাহাত ৩। শ্রীঠাকুরদাস মাহাত।

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ ও বহু অধৃত সত্যাগ্রহী যোগদান করিয়াছিলেন। বেলা ৪টার সময় সত্যাগ্রহীগণসহ জনসাধারণ এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া ধ্বনি দিতে দিতে গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া কংগ্রেস মেলায় জনসভায় উপস্থিত হন। সত্যাগ্রহীদিগকে পুষ্প মাল্যে ভূষিত করা হয়। সভায় বিভিন্ন গ্রামের প্রায় দুই হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। দাবী পাঠ করার সময় শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ চরখা কাটিতে থাকেন। পরে শ্রীপরীক্ষিত মাহাত ও শ্রীসীতারাম মাহাত বক্তৃতা দ্বারা সত্যাগ্রহ ও জিলার অবস্থা বুঝাইয়া দেন। বিরাট জয়ধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়। সরকারী পোষাকে জমাদার ও সাদা পোষাকে কয়েকজন কনেষ্টবল সভায় উপস্থিত ছিল। একজন উর্দ্দী পরিহিত কনেষ্টবল গ্রাম প্রান্তে কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। জমাদারকে সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার নোট লইতে দেখা যায়। গ্রাম হইতে একটু দূরে একটী বাঁধের ধারে একদল দাঙ্গাকারী লোক বসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা গ্রামে প্রবেশ করে নাই।

হিজলা—থানা বরাবাজার

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীমথনচন্দ্র মাহাত, ২। শ্রীপদু সিং ৩। শ্রীযুগল সিং।

তিন শতাধিক জনতাসহ যথারীতি গ্রাম পরিভ্রমণ ও জনসভায় দাবীপাঠ করিয়া সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়। দাবীপাঠের পূর্ব্বে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গান্ধীজীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভাস্থলে চরখা কাটা হয় এবং দাবীপাঠের পর শ্রীমথনচন্দ্র মাহাত ও শ্রীপদক মাহাত বক্তৃতা দ্বারা সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। প্রায় ১৭।১৮ জন অধৃত সত্যাগ্রহী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী নীরবে সভাস্থলে দণ্ডায়মান ছিল। সভার কার্য্য শান্তিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়।

* * * *

সত্যাগ্রহের ১১শ দিবস

১৬ই এপ্রিল ১৯৪৯

জামবাদ—থানা পুঞ্চা

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীমিহির কুমার মুখোপাধ্যায় ২। শ্রীতারাপদ সেন ৩। শ্রীমুকুট সিং।

বৈকাল বেলায় সমবেত গ্রামবাসীগণসহ জনসভায় পতাকা উত্তোলন, দাবীপাঠ, বক্তৃতা ও জয়ধ্বনি সহকারে শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। সত্যাগ্রহীগণ ব্যতীত প্রায় ১৫।১৬ জন অধৃত সত্যাগ্রহীও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। একজন পুলিশ কর্ম্মচারী সাদা পোষাকে অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত ছিল। সত্যাগ্রহ নির্ব্বিঘ্ন সমাপ্ত হয়।

আমড়াবেড়া—থানা বরাবাজার

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীধনঞ্জয় মাহাত ২। শ্রীনিতাই সিং ৩। শ্রীচয়েন সিং।

বিপুল উৎসাহের মধ্যে প্রায় চারিশত জনতার একটী জনসভায় জনমুক্তি আন্দোলনের দাবীপত্র পাঠ করা হয়। অধৃত সত্যাগ্রহী শ্রীপদক মাহাত দাবীগুলির মর্ম্মার্থ বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেন। জনসভার পূর্ব্বে শোভাযাত্রা সহকারে ধ্বনি দিতে দিতে গ্রাম পরিভ্রমণ করা হয় এবং গ্রামবাসীগণ সত্যাগ্রহীগণেক পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। প্রায় ২৫।২৬ জন অধৃত সত্যাগ্রহী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কোনও পুলিশ কর্মচারী সভাস্থলে উপস্থিত ছিল না।

বালিগুমা—থানা মানবাজার

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীঠেলু মাহাত ২। শ্রী শ্রীপতি মাহাত ৩। শ্রীকালিপদ মাঝি।

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ ও অন্যান্য বহু অধৃত সত্যাগ্রহী যোগদান দিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহীগণ ধ্বনি দিয়া সমগ্র গ্রাম পরিভ্রমণ করে। তাহাদের আগমনে উপলক্ষ্যে সমস্ত গ্রাম বনমালা দিয়া সজ্জিত করা হয়। বেলা প্রায় ৪ টার সময় স্কুলের নিকট জনসভা হয়। জনসভায় বহু লোক চারিদিকের গ্রাম হইতে সমবেত হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীদের ফুলের মালা দেওয়া হয়। বিরাট জয়ধ্বনির পরে সত্যাগ্রহী কালিপদ মাঝি দাবী পত্র পাঠ করে। পরিক্ষীত মাহাত বক্তৃতা করে। ধ্বনি দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভায় ২।৩ জন সাদা পোষাকে কনেষ্টবল উপস্থিত ছিল। কোন প্রকার কাল পতাকাধারী বা হাঙ্গামাকারী উপস্থিত ছিল না।

সত্যাগ্রহ কর্ম্মতালিকা

মুক্তিতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী কর্ম্মতালিকা যেভাবে অনুসৃত হইয়াছে তাহা এই সংখ্যায় দেওয়া হইল। ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই তারিখের কর্ম্মতালিকা ১২ই তারিখে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেওয়া হয়।

১৮ই এপ্রিল সত্যাগ্রহী সম্মেলন

আগামী ১৮ই এপ্রিল শিল্পাশ্রমে সত্যাগ্রহী ও বিশিষ্ট কর্মীগণ এই সম্মেলনে যোগদান, করিবেন। সত্যাগ্রহীদের সম্মেলনে যোগদানের সুবিধার জন্য ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে নূতন সত্যগ্রহ অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হইবে। এই সম্মেলনে প্রথম ধারায় সত্যাগ্রহ পর্য্যালোচনা করিয়া পরবর্ত্তী কর্ম্মতালিকা নির্দ্ধারিত হইবে।

মুক্তি

সন ১৩৫৬ সাল, ৫ই বৈশাখ

নববর্ষ

দেশবাসীকে আমাদের নববর্ষের অভিবাদন জানাইতেছি। আজিকার নববর্ষ দেশবাসীকে নূতন শক্তি প্রদান করুক! সমস্ত অন্যায় দূর হইয়া দেশবাসীর জীবনে শান্তি ও প্রীতির আসন প্রতিষ্ঠিত হোক। ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

সত্যাগ্রহ ও জনসাধারণ

মানভূম জেলায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার পরে এই সত্যগ্রহে সম্বন্ধে সত্যাগ্রহীরা জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ও পূর্ণ সহযোগীতা পাইতেছে। এই সত্যাগ্রহকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য তাহারা উৎসাহের সহিত সত্যাগ্রহীদের নির্দ্দেশ পালন করিতেছে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মাগুড়া, মণিহারা, চাকলতা, ভাঙ্গাট শ্যামপুর, পিটিদিরী এবং মাঝিহিড়ায় যে অমানুষিক পীড়ণ ও অত্যাচার পুলিশের নির্দ্দেশে সত্যাগ্রহী ও জনসাধারণের উপর করা হইয়াছে তাহাতে উপস্থিত বিরাট জনতা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গুণ্ডার দলকে তাহাদের অমানুষিক কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য পথ খুঁজিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সত্যাগ্রহীদের নির্দ্দেশ তাহারা সংযত ছিল। শুধু তাহাই নয় সত্যাগ্রহীদের উপর যখন মারপিট এবং নানরূপ লাঞ্ছনা চলিতেছিল তখন জনতার মধ্যে অনেকে আসিয়া সত্যাগ্রহীদের প্রতি লাঞ্ছনার অংশ ভাগী হয়। কোথাও জনতা, চরম হিংসার প্ররোচনা সত্ত্বেও সত্যাগ্রহীর নির্দ্দেশ ও শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে পালন করিয়া হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই।

ইহা তাহাদের ভয় বা নিক্রিয়তার জন্য নয়। সহস্র জনতার মধ্যে বিশ পঁচিশজন কি তাহা অপেক্ষাও কম সংখ্যক মদের নেশায় উন্মত্ত ভাড়াটীয়া গুণ্ডা সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মমভাবে আঘাত করিতেছে, উত্তেজিত জনতা মুহূর্ত্তের মধ্যে পীড়ণকারীদের দৈহিক শক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারিত—সেই শক্তির সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও কেবল সত্যাগ্রহীদের নির্দ্দেশে তাহারা নিজেদের সম্পূর্ণ সংযত রাখিয়াছে। সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা নিজেরা আসিয়া লাঠীর সামনে মাথা পাতিয়া দিয়াছে, কিন্তু সত্যাগ্রহীরা যে মহান্ লক্ষ্যে চলিয়াছে হিংসার পথ গ্রহণ করিলে তাহাতে বাধা পড়িবে এই মনোভাব তাহাদিগকে স্থির ও সংযত রাখিতে প্রেরণা দিয়াছে। সত্যাগ্রহীদের নির্দ্দেশ পালন করিতে তাহারা ইতস্ততঃ করে নাই।

সত্যাগ্রহীগণ মূক জনতার অন্তরের দাবীকে রূপ দিয়াছে ইহা জনসাধারণ অনুভব করিয়াছে এবং ইহাকে জয়যুক্ত করিতে হইলে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন, কঠিন হইলেও জনসাধারণ তাহা পালন করিতেছে। জনসাধারণের এই কর্ত্তব্য বুদ্ধির জাগৃতি, নিয়মানুবর্ত্তিতা একমাত্র অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারাই সম্ভব হইতেছে।

বাস্তব ক্ষেত্রে এই সত্যাগ্রহের ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে তাহা প্রণিধান করিবার বিষয়। নির্দ্দোষী সত্যাগ্রহীরা যখন জনগণের দাবী ঘোষণা করিবার সময় প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইতেছে তখন জনসাধারণের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই মনোভাবের সৃষ্টি হইতেছে যে, যাহারা ইহাদের বিরোধীতা করিবেন তাহারা জন স্বার্থের ঘাতক। জনতা দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে। সত্যাগ্রহীদের নির্ভীকতা, তাহাদের অহিংসভাবে নির্য্যাতন বরণ জন জীবনে এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে, এক নূতন বিশ্বাসের জন্ম দিয়াছে। তাহাদের মনে কোন সন্দেহ নাই যে এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হইবেই। এক নূতন শক্তির সন্ধান তাহারা পাইতেছে।

আর একদিক দিয়া সাধারণভাবে তাহাদের মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইতেছে যে—তাহাদের নিরাপত্তা

সম্পূর্ণ বিপন্ন। চোর, ডাকাত, দাগী প্রভৃতিকে অর্থ দিয়া নানা প্রলোভন দেখাইয়া এবং নেশায় উন্মত্ত করিয়া পুলিশ দাঁড়াইয়া আসিয়া নির্দ্দেশ দিয়া তাহাদের দ্বারা যে অমানুষিক কাজ করাইতেছে তাহার ফলে ইহারা অবাধে ইহার পরে দুষ্কার্য্য করিয়া যাইবে। তাহার লক্ষণও নানাদিকে দেখা যাইতেছে। ঘরে চুরি হইলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য লোকে পুলিশের কাছে যায়। পুলিশই যদি চোরকে উস্কাইয়া তাহাদিগকে অন্যায় কাজ করায় এবং তাহার জন্য তাহাদের পুরস্কৃত করে তবে সেই চোর ত দিনের বেলায় রাহাজানি করিবে। গ্রামের লোক চোর ধরিয়া পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ চোরকে ছাড়িয়া দিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সত্যাগ্রহের ফলে শাসন যন্ত্রের ব্যভিচারের রূপ আজ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অতি সাধারণ লোকও ভাল করিয়া অনুভব করিতেছে যে অন্যায়ের প্রতিকার তো নাই বরং বিপরীতভাবে অন্যায়ের প্রশ্রয়ই প্রকাশ্যভাবে চলিতেছে। সমগ্রভাবে ইহার প্রতিকারের জন্যই যে সত্যাগ্রহীরা আজ সংগ্রাম করিতেছে ইহা সর্বসাধারণ অন্তরের সহিত অনুভব করিতেছে।

মানভূমের এই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম। সত্যাগ্রহের ভিত্তি অহিংসাকে সমগ্রভাবে রক্ষা করিলেই ইহার স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ নৈতিক শক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা হইয়া অন্যায়কে দূর করিবে। জয় পরাজয়ের প্রশ্ন এখানে আসে না। কারণ অহিংসার পরাজয় নাই। যে শক্তির অধিকারী হইলে মানুষ প্রবল হিংসার সম্মুখেও অহিংস আচরণ করিতে পারে—তাহাই মানুষের জয়। সে শক্তিকে প্রতিহত করিবার মত কোন অস্ত্রই এ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই। সত্যাগ্রহী তাহার আচরণ দ্বারা জনসাধারণকে এই অপরাজেয় শক্তির সন্ধান দেয়। মানুষকে যেমন হিংসায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারা যায় তেমনি তাহাকে অহিংসার শক্তিতেও শক্তিমান করিয়া তুলিতে পারা যায়। ভারতে আজ ইহা অসম্ভব বা কেবল ভাবাদর্শের কথা নহে—বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা আজ ইতিহাসের প্রমাণ যে ইহা সম্ভব এবং একমাত্র এই শক্তিতেই মানুষ স্থায়ীভাবে অন্যায়ের প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে পারে।

দেশের জনসাধারণ এবং যাহারা জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করেন তাহাদের প্রত্যেকটী ক্ষেত্রে এই চেষ্টাই করিতে হইবে যে সর্বাধিক হিংসার প্ররোচনা সত্ত্বেও যেন কোনক্রমেই হিংসার আশ্রয় লওয়া না হয়। ইহা কঠিন হইলেও ইহা অসাধ্য নয়। মাঝিহিড়া, চাকলতা, পিটিদিরি, মণিহারা, তাঙ্গাট শ্যামপুর প্রভৃতি স্থানে ও অন্যান্য স্থানে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি যে জনসাধারণ এইভাবে এই নীতিকে অব্যাহত রাখিয়া তাহাদের মুক্তির পথ বাধাহীন করিয়া তুলিবেন। সত্যাগ্রহীরা—নির্ভীকভাবে নির্য্যাতন বরণ করিয়া যে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতেছেন—জনসাধারণ সম্পূর্ণ অহিংস থাকিলে সেই সংগ্রাম জনগণের মুক্তি যে নিশ্চয় আনিবে তাহাতে কোথাও সংশয়ের স্থান নাই।

গত ৬ই এপ্রিল হইতে ১৬ই এপ্রিল এই দশ দিনে সত্যাগ্রহের অভিজ্ঞতা হইতে এই বিশ্বাস আমাদের দৃঢ় হইতে আরও দৃঢ়তর হইয়াছে। আমরা আজ সমস্ত সংশয় হইতে বিমুক্ত হইয়া এই কথাই বিশ্বাস করি যে যে কোন দেশে যে কোনো অবস্থায় যে কোন ক্ষেত্রে মানুষের মুক্তির পথ গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত এই নীতির পথ।

বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ ইহাই প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

শোক সংবাদ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ১১ই এপ্রিল জেলার বিশিষ্ট কর্মী লক্ষণপুরের শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর মাতা অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। কৃষ্ণ বাবু গত ১২ই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া চাকলতা গ্রামে দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক যষ্টেই নির্য্যাতিত হইয়া আহত অবস্থায় গৃহে ফিরেন। পুনরায় গত ১২ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য পুরুলিয়া আসিবার সময় মায়ের কাছে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলে তাহার মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এবং সেই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হয়।

আমরা এই শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছে।

মাঝিহীড়ার সত্যাগ্রহ

(শ্রীজগন্নাথ তলাপাত্র)

স্বাধীন দেশ এবং কংগ্রেস রাজের পটভূমিকায় লোক সেবক সঙ্ঘ পরিচালিত মানভূম সত্যাগ্রহ নানা প্রদেশে নানাভাবে কীর্ত্তিত হইতেছে;—এই সত্যাগ্রহের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক রূপের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে সকাল ৮টায় পুরুলিয়া হইতে মাঝিহীড়া গ্রামের দিকে যাত্রা করি।

সেদিন মাঝিহীড়া গ্রামে জাতীয় বনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংলগ্ন আশ্রমে জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হইতেছে। মুক্তি সংগ্রামের অসংখ্য অহিংস শহীদদিগের পুণ্যস্মৃতি মাঝিহীড়ার সত্যাগ্রহীদের চিত্তে অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিরসংগ্রামের প্রেরণা এবং মানভূম সত্যাগ্রহে আত্মবলি দিবার দৃঢ়পণ জাগাইয়া তুলিতেছে।

নানাদিক হইতে সত্যাগ্রহীদের প্রতি হিংস্র এবং বীভৎস ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া গ্রামবাসীরা সকাল হইতে দলে দলে আশ্রমে আসিয়া তাহাদের কর্ণধারের নির্দ্দেশ চাহিতেছিল। সত্যাগ্রহের অন্যতম পরিচালিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ সমস্ত গ্রামবাসীকে শত প্ররোচনা সত্ত্বেও শান্ত, অহিংস এবং নির্ভীক থাকিতে আবেদন করিলেন। পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রাম হইতে বেলা ২টার সময় হইতেই দর্শকের সমাগম সুরু হয়। স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ও পুলিশের লোকেরা কোথায় কোথায় নানাপ্রকার উৎকোচ, ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া দাগী গুণ্ডা ও মতলবী দালালদের যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য ঘুরিতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ বিবরণ বিভিন্ন গ্রামের লোকেরা আসিয়া বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঝিহীড়া শিক্ষাকেন্দ্রের অনতিদূরে একটী বটগাছের নীচে মানবাজার থানার কয়েকজন সরকারী কর্মচারীকে সভায় আগন্তুক গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘটলা করিতে দেখা গেল। আগন্তুক গ্রামবাসীদের দ্বারা সত্যাগ্রহের সক্রিয় বিরোধের ষড়যন্ত্র করিতে গিয়া কয়েকজন বুদ্ধিমান-গ্রামবাসীর যুক্তিতে ও জেরায় বিধ্বস্ত হইয়া তাহারা সেই প্রচেষ্টা ত্যাগ করে। অন্যদিকে সরকারী কর্মচারী ও শ্রীতারাপদ মাঝি প্রভৃতির মতো ২।৪ জন চক্রান্তকারীদের চেষ্টায় একদল গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক জেলার বিভিন্ন অংশ হইতে ট্রাক যোগে আসিয়া পড়ে।

সত্যাগ্রহের সময় আসন্ন হইল। গ্রাম আন্দোলনের সিদ্ধপীঠ মাঝিহীড়া, তাহার প্রাণকেন্দ্র বনিয়াদী বিদ্যালয়ের আশ্রম হইতে নির্দ্দিষ্ট সত্যাগ্রহীরা বাহির হইলেন। তাঁহাদের পুরোভাগে মাতৃমূর্ত্তি শ্রীযুক্তা লাবণ্য দেবী ও মাঝিহীড়ার অক্লান্ত সংগঠন-নেতা শ্রীচিত্তভূষণ দাস গুপ্ত। পশ্চাতে উদ্বেলিত জনতা জয়ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামের মধ্যে সত্যাগ্রহস্থলে উপস্থিত হইল। মাল্য ও জয়ধ্বনি দ্বারা গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহীদের সম্বর্দ্ধনা করিল। অতঃপর সর্বশ্রী হিকিম মাঝি, বক্কেশ্বর মাহাতো রাজেন্দ্র মাহাতো সত্যাগ্রহের বাণী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। জাতির আত্মবলের প্রতীক চরখা ও তকলী লইয়া মাতা লাবণ্য দেবী এবং অন্যান্য স্থানীয় গঠন কর্মীরা সুতা কাটিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকারের উদ্বাহিত পুলিশের বিকল্প-বাহিনী (সংখ্যায় অনুমান ২০২৫ জন) নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী ধ্বনি ও অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইল। দূর হইতে তাহাদের আগমনের সূচনা পাইয়া গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহীদের অধিকতর সন্নিকটে আসিয়া ঘিরিয়া বসিল। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াই দুর্বৃত্তের দল নানা আকারের লাঠী ও লৌহদণ্ড লইয়া সভাকে কেন্দ্র করিয়া হিংস্র তাণ্ডব সুরু করিয়া দিল। সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ, বনবিভাগের কর্মচারীরা এবং পূর্বোল্লিখিত শ্রীতারাপদ মাঝির নির্দ্দেশে ও ইসারায় তাহারা ঠেলাঠেলি করিতে করিতে শান্ত, উপবিষ্ট সত্যাগ্রহী ও গ্রামবাসীদের উপর হুমড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে ঐ নেশাচ্ছন্ন দুর্বৃত্তের দল বেপরোয়া লাঠীবাজী সুরু করিয়া দিল। প্রথম উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মাঝিহীড়া গ্রামের সর্বাগ্রজ মোড়ল শ্রীচন্দ্রশেখর মাহাতো, স্থানীয় এম, এল, এ শ্রীসাগরচন্দ্র মাহাতো এবং শ্রীমৃত্যুবাহন সেন সেই উন্মত্ত দলটীর মধ্যে নির্ভীকভাবে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে হিংসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য আবেগময় আবেদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নেশার

প্রভাবে মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আচ্ছন্ন এবং রূপান্তরিত হইয়া ইতিমধ্যে ঐ কয়েকজন মানুষের মধ্যে উৎকট পশুবৃত্তি চরম বীভৎসায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে—তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই। পুলিশের ইসারায় উহাদের পৈশাচিক তাণ্ডব মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহাদের ঘাড়ের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। একটি লৌহদণ্ড অকস্মাৎ জীমূতবাবুর শিরশ্চুম্বন করিয়া প্রথম রক্তের আস্বাদ গ্রহণ করিল। তাহার পর আক্রমণ চলিতে থাকিল। সাগরবাবু বারম্বার প্রহৃত হইলেন—শ্রীচন্দ্র মাহাতো ভীড়ের নীচে পড়িয়া ধূঁকিতে লাগিলেন। শ্রীহেমচন্দ্র মাহাতো, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাতো, শ্রীচিত্তভূষণ দাস গুপ্ত দুর্বৃত্তদের শান্ত করিতে গিয়া গুরুতর আঘাত পাইলেন। একে একে সর্ব্বশ্রী বৈদ্যনাথ দত্ত, চুনারাম মাহাতো, অভিরাম মাহাতো, হিকিম মাঝি, বিশু মাহাতো পরেশচন্দ্র মাহাতো, শঙ্কর মাহাতো, চন্দ্রমোহন মাহাতো, বগু মাহাতো, উমেশ মাহাতো, বাঘু মাহাতো, নরেন্দ্র মাহাতো, গৌরচন্দ্র মাহাতো, প্রভৃতি আরো কত নাম না জানা গঠনকর্মী ও গ্রামবাসী শরীরের বিভিন্ন অংশে লাঠীর আঘাতে গুরুতরভাবে জখম হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় মাতা লাবণ্যদেবী দুর্বৃত্তদের সম্মুখে শুইয়া পড়িয়া পড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া তাহাদের হিংসার চরম নিবৃত্তি লাভ করিতে আবেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পার্শ্বে অন্যান্য সত্যাগ্রহী ও গ্রামবাসীরাও শুইয়া পড়িল। তখন দুর্বৃত্তেরা শায়িত সত্যাগ্রহীদের পা ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে একটী যূপকাষ্ঠের নিকট লইয়া গিয়া লাঠী দ্বারা দুবমুশ করিবার মত করিয়া তাহাদের দেহ কুটিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কয়েকজন মাতা লাবণ্য দেবীকেও ঐভাবে টানিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু ততক্ষণ গ্রামবাসীদের সহ্যের সীমা প্রায় অতিক্রম করিয়াছিল। ক্ষোভ, উত্তেজনা এবং গভীর দুঃখ গ্রামবাসীদের মুখে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দৃঢ়চিত্ত গ্রামবাসীরা দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হইয়া বলিল যে আগে তাহাদের প্রাণে মারিয়া তবে তাহারা মায়ের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। হয়ত সহসা এই গ্রামবাসীদের এই মূর্ত্তি ও কণ্ঠস্বর দুর্বৃত্তদের নেশার আচ্ছন্নভাব কাটাইয়া দিল। ইহার পরেই তাহারা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উহারা সভায় উৎপাত করিতে আসিবার আগে বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং আশ্রমের ভাণ্ডার লুটিতে উদ্যত হইয়াছিল। আশ্রমের মুষ্টিমেয় কর্মীরা যখন বলিল যে মাঝিহীড়া আশ্রম এবং বিদ্যালয় তাহাদের বুকের রক্তে গড়া, তাহাদের মারিয়া না ফেলিলে কেহ আশ্রমের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, তখন কি ভাবিয়া না জানি দুর্বৃত্তেরা সেস্থান ত্যাগ করিয়া সভাস্থলের দিকে ধাওয়া করে।

সভাস্থলে আহতদের মধ্যে শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত গুরুতর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাঁহাকে জীপে করিয়া পুরুলিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য আহতদের মধ্যে শ্রীহেমচন্দ্র ও যতীন্দ্র মাহাতো এবং শ্রীচিত্ত দাসগুপ্তের আঘাতই গুরুতর হইয়াছিল। এই সব দৃশ্য দেখিয়া গ্রামবাসীদের ক্ষোভ এবং দুঃখ চোখের জলে ফাটিয়া পড়িল। তাঁহারা কেহ জল, কেহ দুধ, কেহ বা পাখা লইয়া আসিয়া আহতদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখচোখে তখন যে নীরব অথচ সুদৃঢ় সঙ্কল্পের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারা যায় না। তাহাদের চোখের সম্মুখে আজিকার এই স্বরাজ একটি নিষ্ঠুর পরিহাসের মত প্রতিভাত হইল। মানুষের স্বাভাবিক অধিকার—স্বাধীন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হিসাবে বাঁচিবার অধিকারের চেতনা জনগণের মনে জাগ্রত করিবার অহিংস, নিরুপদ্রব আন্দোলনকে পিষিয়া মারিবার কি অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিয়াছে—কংগ্রেসী সরকার। হিংসা, হীনতা এবং চক্রান্তে এই অপকৌশল জাতির সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়াছে।

ব্রিটিশ শাসন হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া অতীতের আন্দোলন দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সেদিনেও বাংলার লীগ সরকার সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাকে উস্কাইয়া দিয়া বাংলাদেশ হইতে জাতীয়তাবোধের চিহ্ন বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সমাজ বিরোধী দুর্বৃত্তদের মুখে "জয় হিন্দ্" এবং "গান্ধীজীকী জয়" এই সব ধ্বনি জোগাইয়া দিয়া তাহাদের জঘন্য জিঘাংসাবৃত্তির যূপে মানভূমের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বলি দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না যে সরকার—

তাহার পরিচয় যে ব্রিটিশ ও লীগের কলঙ্ককেও ছাপাইয়া গেল? গান্ধীজীর আদর্শ এবং কংগ্রেসের ঐতিহ্যের শেষ সমাধি রচনার জন্য বিহার সরকার মানভূমকেই সর্বাগ্রে বাছিয়া লইলেন ইহার অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে। অথচ এই মানভূমের একনিষ্ঠ কর্মসাধকদের তপস্যায় সত্যকার রামরাজ্যের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল—একথা বিহারের অনেক নেতাই অনেক ক্ষেত্রে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। বিহার প্রদেশের মধ্যে যে গ্রাম সমগ্র-গ্রামসেবার আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়াছে, সেই গ্রামে সেই সব আদর্শ গঠনকর্মীদের নির্য্যাতিত করিতে—চরখা ও জাতীয় পতাকাকে লাঞ্ছিত করিতে এবং সর্ব প্রশংসিত মাঝিহীড়া বনিয়াদী বিদ্যালয়কে ধ্বংস করিতে—যে হীন আয়োজন জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে প্রত্যক্ষ হইল. তাহার জন্য এই গ্রামের মর্মাহত জনতার সঙ্গে গভীর লজ্জা, বেদনা ও নৈরাশ্য বোধ করিতেছি। আজ স্পষ্টই মনে হইতেছে যে আমাদের জনমুক্তির আন্দোলন শেষ হয় নাই—সে সংগ্রামের নবপর্যায়ের মহান উদ্বোধন হইতেছে মানভূমের গ্রামে গ্রামে—আর এই গ্রাম আন্দোলনের সিদ্ধপীঠ মাঝিহীড়ার সত্যাগ্রহ—মুক্তিকাম জনগণের মুক্তিপথের নূতন দিশারী।

সত্যাগ্রহের ৬ষ্ঠ দিবস

১১ই এপ্রিল ১৯৪৯।

সময় ৪ টা হইতে ৬টা

পিটিদিরি—থানা মানবাজার

সত্যাগ্রহী—(১) কিষু মাহাত (২) মিলন মাহাত (৩) নকুল মাহাত।

অন্ধকার সত্যাগ্রহীরা ও অধৃত সত্যাগ্রহীরা সমবেত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে গ্রামের কালীমেলায় বসিয়া সূতা কাটা আরম্ভ করে। দারোগা, পুলিশ প্রভৃতি পূর্ব হইতেই সভার একটু দূরে উপস্থিত থাকিয়া একদল কাল পাতাকাধারী ভাড়াটে গুণ্ডার দলকে উপস্থিত রাখিয়াছিল। ভাড়াটে গুণ্ডারা প্রথম হইতেই সামনে আসিয়া নানা প্রকার ধ্বনি দিতে থাকে। সময় মত নকুল মাহাত দাবী পাঠ আরম্ভ করিলে জনতা সত্যাগ্রহীর চারিদিকে দৃঢ়ভাবে বসিয়া থাকায় তাহার নিকট পৌঁছিয়া দাবীপত্র ছিঁড়িতে পারে না। দাবী পাঠ শেষ হইয়া গেলে সত্যাগ্রহীরা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের চতুর্দ্দিকে বসিয়া চরখা ও তকলী কাটিতে থাকে। শ্রীসাগর মাহাত এম, এল, এম, তিনিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। উৎপাতকারীরা কর্ম্মীদের কাছে যাইবার চেষ্টা করে। অদূরে অবস্থিত সাদা পোষাকে পুলিশ দারোগা প্রভৃতি বারবার গুণ্ডার দলকে ডাকিয়া সত্যাগ্রহীদের উপরে উৎপীড়ন করিতে উৎসাহিত করিতে থাকেন। গুণ্ডার দল তখন সত্যাগ্রহীদের চারিদিকে ঘুরিয়া লাঠি চালাইতে থাকে ও ঘুঁসি গুঁতা প্রভৃতি মারিতে থাকে। তখন সত্যাগ্রহ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সত্যাগ্রহী ও কর্ম্মীরা বসিয়া চরখায় সূতা কাটিতেছিল।

সত্যাগ্রহীরা শুইয়া পড়েন। গুণ্ডার দল তাহাদের উপর দিয়া দলিয়া মথিয়া কর্ম্মীদের চরখা তকলী ব্যাজ প্রভৃতি ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লইতে থাকে। সত্যাগ্রহীরা দৃঢ়ভাবে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবীকে ঘিরিয়া পড়িয়া থাকে। গুণ্ডার দল সত্যাগ্রহীদের হাত পা ধরিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া সভাস্থল হইতে দূরে লইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। কাল নিশানের ডাণ্ডা দিয়া তাহারা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবীর মাথায় আঘাত করিতে থাকে। যখন কর্ম্মীদের উপর এবং বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী ও শ্রীসাগর মাহাত প্রভৃতির উপর এইরূপ অমানুষিক উৎপীড়ন চলিতেছিল তখন পুলিশেরা অদূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। গুণ্ডার দল একটু থামিলেই পুলিশ তাহাদের উস্কাইয়া দিতেছিল। কর্ম্মীদল অবিচলিতভাবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া সভাস্থলে পড়িয়া থাকেন।

প্রায় এক হাজারের উপর জনতা সেখানে উপস্থিত ছিল। সত্যাগ্রহীদের অনুরোধে সকলেই সংযত থাকে। জনতার মধ্যে কেহ কেহ সহ্য করিতে না পারিয়া সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে আসিয়া শুইয়া পড়েন ও নির্য্যাতিত হইতে থাকেন। জনতা বসিতে থাকে এরূপ অমানুষিক অত্যাচার তাহারা কখনই দেখে নাই। এই পীড়ন দেখিয়া সমবেত জনতা ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। অবিশ্রান্তভাবে যখন সত্যাগ্রহীদের উপর নির্বিচারে মারপিট লাঠি ভাঙা পড়িতে থাকে তখন ঝড় আরম্ভ হয়। সন্ধ্যা হইয়া

আসিয়াছিল। গুণ্ডার দল দারোগা পুলিশের আদেশক্রমে সভাস্থল হইতে চলিয়া যায়।

সত্যাগ্রহীরা সমবেত জনতাকে লইয়া আবার সভা করিয়া সমস্ত সত্যাগ্রহের মূল্য বুঝাইয়া দেয়। সত্যাগ্রহীদের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া ওঠে। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

সত্যাগ্রহীদের এইরূপ আচরণের প্রভাব জনতার উপর অভূতপূর্ব্বরূপে পড়ে। গুণ্ডার দল যাহারা মারপিট করিতেছিল তাহাদের মধ্যে জনৈক গুণ্ডা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে তাহারা এই সমস্ত কাজ যে টাকা পাইয়া করিতেছে তাহা স্বীকার করে। জনৈক গুণ্ডা অনেকক্ষণ নির্য্যাতন করিবার পরে স্পষ্টই দারোগা, পুলিশকে গিয়া বলে যে—আর কতদূর করিতে বলেন। আমরা সত্যাগ্রহীদিগকে লাঠি গুঁতা সকলই মারিয়াছি, জিনিষপত্র কাড়িয়া লইয়াছি, এমন কি ঐ মহিলাটিকেও লাঠি মারিয়াছি এখন তো ঝড় আসিয়াছে এবার শেষ করি।

গুণ্ডাদের দলে চৌকিদারও ছিল এবং পুলিশের প্রকাশ্য আদেশক্রমেই প্রথমে গুণ্ডাদল অত্যাচার ও ধ্বনি আরম্ভ করে।

এইদিনে গুণ্ডাদের অত্যাচারের ফলে নিম্নলিখিত কর্ম্মী ও সত্যাগ্রহীরা আহত হইয়াছেন :—

সর্ব্বশ্রী—

১। মিলন মাহাত—গায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাইবার সময় অস্থানে আঘাত পান।
২। নকুল মাহাত—ঘাড়ে ধরিয়া ঘসড়াইয়া লইয়া যাইবার সময় পায়ে আঘাত পায় ও ছড়িয়া যায়।
৩। বৈদ্যনাথ দত্ত—পায়ে ধরিয়া ঘসড়াইয়া লইয়া যাইবার সময় কোমরের ছাল ছড়িয়া যায়।
৪। পরিক্ষীত মাহাত—গুঁতাইবার ফলে এবং গায়ের উপর দিয়া মাড়াইয়া যাইবার সময় গায়ে ও পায়ে আঘাত পায়।
৫। সর্ব্বেশ্বর মাহাত—হাড়ে আঘাত
৬। ক্ষুদিরাম মাহাত—ঘসড়াইয়া লইয়া যাইবার সময় পিছনের ছাল ছড়িয়া যায়।
৭। সাগর মাহাত এম, এল, এ—কোমর ও পিঠে আঘাত
৮। আঘনু মাহাত—বুকে ও গলায় খুব আঘাত
৯। শ্যামল মাহাত—পেটে পা দিয়া চলার জন্য পেটে আঘাত লাগে
১০। চৈতন কড়া—কোমরে আঘাত
১১। কালীপদ মাহাত—পিঠে আঘাত
১২ নবীন মাহাত—মাথায় আঘাত
১৩। দিবাকর মাহাত—পিঠে আঘাত
১৪। দুর্লভ মাহাত—পিঠে আঘাত
১৫। দশরথ মাহাত—বুকে আঘাত
১৬। হরলাল মাহাত—পিঠে আঘাত
১৭। গঙ্গাধর মাহাত—হাতে আঘাত
১৮। ধনঞ্জয় মাহাত—পিঠে আঘাত
১৯। রাজেন্দ্র মাহাত—কাণে আঘাত
২০। বিকল মাহাত—ঘাড়ে আঘাত
২১। কিষ্টু মাহাত—পিঠে আঘাত
২২। মোহিনী মাহাত—পায়ে আঘাত
২৩। চিত্তভূষণ দাস গুপ্ত—হাতে আঘাত
২৪। লাবণ্যপ্রভা ঘোষ—মাথায় আঘাত
২৫। মানবাজার থানার মধুপুর গ্রামের একটী ছেলে—পিঠে আঘাত।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের চুলের ফিতা টানিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার চরখা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

চিত্তভূষণের তকলী পাঁজ নষ্ট করিয়াছে।

ধনঞ্জয়ের জুতা কাড়িয়া লইয়াছে। বিকলের ২৲ টাকা লইয়া গিয়াছে। দশরথের জুতা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া কাপড় জামা ছিঁড়িয়া ব্যাজ ও জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

পুলিশের বহু চেষ্টা সত্বেও স্থানীয় গ্রামের কেহই যোগ দেয় নাই। দারোগা পুলিশ, ফরেষ্টার ও থানা ওয়েলফেয়ারের চেষ্টায় টাকা ও মদের প্রলোভনে দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে কয়েকজন গুণ্ডা ও দাগী চোর আসিয়া এই অত্যাচার করে।

মানবাজার থানায় ৬ই এপ্রিল হইতে অধৃত সত্যাগ্রহীরা প্রায় ৪০টী গ্রাম ঘুরিয়াছে ও গ্রামের পর গ্রাম শোভাযাত্রা করিয়া বেড়াইয়াছে। স্থানীয় অঞ্চলে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এক বিপুল সাড়া জাগাইয়াছে। বহু যুবক সত্যাগ্রহে যোগ দিতেছেন।

পাকবিড়রা—থানা পুঞ্চা

সময় ৩॥০ টা।

সত্যাগ্রহী—(১) কৃষ্ণপ্রসাদ মাহাত (২) গোবিন্দ মাহাত (৩) প্রয়াগ মাহাত।

অন্যান্য অধৃত সত্যাগ্রহীরা যোগ দেয়। সত্যাগ্রহীরা ধ্বনি দিয়া গ্রামে শোভাযাত্রা করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হয়। সভায় বহু লোক উপস্থিত ছিল। দাবী.পত্র পাঠ করিয়া ৪ টার সময় সভা শেষ হয়।

সভার সময় সরকারী পোষাকে দারোগা ও সাদা পোষাকে জমাদার উপস্থিত ছিল। সভার সময় ৫।৬ জন ভাড়াটে লোক সভার নিকট বসিয়া থাকে। সভার শেষে যখন সকলে চলিয়া যায় তখন থানা ওয়েলফেয়ার অফিসার একবার সভাস্থলে ঘুরিয়া যায়। ভাড়াটে লোক কয়টী গ্রামের মধ্য দিয়া চুপচাপ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় গ্রামের লোক যখন তাহাদের জিজ্ঞাসা করে তখন তাহারা বলে যে বাগদার মিটিংএর জন্য থানা হইতে বাকী টাকা লইতে যাইতেছে।

ভুরকুণ্ডাবাড়ী—থানা নিতুরিয়া

বেলা ৪ টা

সত্যাগ্রহী—(১) লেদু মাঝি (২) খকুঁ মাহাত (৩) বিহারীলাল মাহাত।

গ্রামটী সম্পূর্ণতঃ সাঁওতালদের গ্রাম। সত্যাগ্রহীগণ শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করে। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়াইয়া সাঁওতালরা তাহাদের অভিনন্দিত করে।

গ্রামে কিছু পূর্ব হইতেই কিছু লোক বাহির হইতে আসে। স্থানীয় এক কলিয়ারীর মালিক লোধা সিং পাঞ্জাবীর জনৈক আত্মীয় সর্দ্দারীলাল পাঞ্জাবী, আরও দুইজন সাধু সিং ও একজন বিখ্যাত পেশাদার গুণ্ডা ত্রিবেণী পাঁড়ে এক ট্রাক কয়লা খনির মজুর লইয়া হাঙ্গামা করিতে আসে। মজুররা গ্রামের লোকের নিকট প্রকৃত কথা শুনিয়া সকলে ফিরিয়া চলিয়া যায়।

শোভাযাত্রা করিবার সময় গ্রামের প্রান্তে সত্যাগ্রহী লেদু মাঝি প্রভৃতি আসিলে সর্দ্দারীলাল পাঞ্জাবী লেদু মাঝির চরখাটী কাড়িয়া লয়। সে জাতীয় পতাকাটীও কাড়িয়া লইয়া যায়।

সভার কাজ আরম্ভ হইলে মাত্র উক্ত তিনজন হাঙ্গামাকারীরা সভায় আসে। সভায় সাঁওতালদের বিরাট জনতা হইয়াছিল। জনতার পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহীদের ফুলের মালা দেওয়া হইলে সর্দ্দারীলাল ফুলের মালাগুলি সত্যাগ্রহীদের গলা হইতে ছিঁড়িয়া ফেলে এবং একটী কাল কাপড় মালার মতন করিয়া লেদু মাঝির গলায় পরাইতে যায়। তখন উপস্থিত শ্রীপদ্মলোচন চক্রবর্ত্তী তাহার গলা বাড়াইয়া দিয়া বলেন—সত্যাগ্রহীদের গলায় না দিয়া এই কালো মালা আমার গলায় দিন। সর্দ্দারীলাল আর কালো মালা দেয় না।

দাবী পাঠ সুরু হইলে সর্দ্দারীলাল ২।৩ বার দাবীপত্র ছিঁড়িয়া ফেলে। তাহার পরে লেদু মাঝি সাঁওতালি ভাষায় দাবীর মর্ম্ম কাগজ না দেখিয়াই জনতাকে বলিতে থাকে। সভায় প্রায় সমস্তই সাঁওতাল ছিল। ইহার পরে মহাউৎসাহে ও জয়ধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়। দারোগা ও জমাদার সভায় ছিল না কিন্তু তাহারা গ্রামের অন্যস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল।

ভালু—বান্দোয়ান

সময় ৩টা। সত্যাগ্রহী—(১) সন্তোষকুমার দাস (চর্ম্মকার) (২) বঙ্কবিহারী মাহাত (৩) রজনীকান্ত মাহাত।

অধৃত সত্যাগ্রহীরা যোগ দেয়। বিরাট উৎসাহে ধ্বনির সহিত সভার কাজ আরম্ভ হয়। কয়েকজন লোক কাল পতাকা লইয়া সভায় আসে। সভায় দাবীপত্র পাঠ করা হয়। ধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়।

চাকলতা—থানা হুড়া

সময় ৩॥০টা। সত্যাগ্রহী—(১) বাবুলাল মাহাত (২) পঞ্চানন মণ্ডল (৩) নরহরি তন্তুবায়।

অন্যান্য অধৃত সত্যাগ্রহীগণ, কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী, হেমচন্দ্র মাহাত, সুরেন্দ্র সর্দ্দার, কালীপদ মাহাত, শুকদেব মাহাত, কালীপদ চক্রবর্ত্তী। ইহারা ছাড়াও অরুণচন্দ্র ঘোষ, নকুলচন্দ্র সহিস এম, এল, এ, ও তুলসীচরণ কর্ম্মকার উপস্থিত ছিলেন।

সত্যাগ্রহীরা যথাসময়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তাহাদের গলায় গ্রামের পক্ষ হইতে মালা দেওয়া হয়। মহাউৎসাহে ধ্বনির সহিত সভা সুরু হইলে সত্যাগ্রহীরা

দাবী পাঠ করেন। সত্যাগ্রহীদের কার্য্য ভাল ভাবেই সম্পন্ন হইলে কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী জেলার পরিস্থিতি ও সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। হেমচন্দ্র মাহাত কিছু বলিবার জন্য দাঁড়ান। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। হেম মাহাত দাঁড়াইয়া বক্তৃতা সুরু করিলে হাঙ্গামাকারীর দল সভায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

হাঙ্গামাকারীর দলে মাগুড়িয়া গ্রামের যে দলটী পূর্বে মাগুড়িয়ায় হাঙ্গামা করিয়াছিল সেই দলটী ও অন্যান্য কয়েকটী গ্রামের সর্দ্দার, ঘাটোয়াল প্রভৃতি ছিল। তাহাদের মধ্যে বহুলোক ভীষন মাতাল অবস্থায় ছিল। তাহারা মাগুড়ার শূলপানি মাহাত, অনিল মাহাত, ঘাটোয়াল প্রবোধ সর্দ্দার ও লড়া থানার (চুরি ডাকাতি বন্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত) স্পেশাল পুলিশ ও ওয়েলফেয়ার অফিসার প্রভৃতির নেতৃত্বে পাকা রাস্তার ধারে বটগাছ তলায় সমবেত হইয়া পরে গ্রামের মধ্যে চড়াও করে। ইহারা লাঠী, টাঙ্গী, প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কালো পতাকা লইয়া আসিয়াছিল।

ইহারা নানারূপ উত্তেজনাপূর্ণ ধ্বনি ও গালাগালি দিতে দিতে ভগ্নপ্রায় সভায় চড়াও করে। থানার স্পেশাল পুলিশ ইহাদের সঙ্গে ছিল।

সত্যাগ্রহীগণের নিকট যে কাগজ পত্র ছিল হাঙ্গামাকারীরা তাহা কাড়িয়া লয়। গলার মালা ছিঁড়িয়া ফেলে, জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লয় এবং নানারূপ মারপিট ও অস্ত্র শস্ত্রের ভয় দেখায়। সত্যাগ্রহীগণ শান্তভাবে জনতাকে স্থির থাকিতে বলেন।

ইহার পরে দাঙ্গাকারীরা অরুণচন্দ্র ঘোষকে টানাটানি করিয়া সভা হইতে কিছুদূরে লইয়া যাইয়া ঘিরিয়া ফেলিয়া ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া যায় ও মারপিট করিতে থাকে। হেম মাহাতকেও লইয়া যায়। কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী, রাম কমল মল্লিক ও ঋষিকেশ মল্লিক উহাদের রক্ষা করিবার জন্য আগাইয়া যায়। তখন তাহাদের উপর হাঙ্গামাকারীরা নির্ম্মমভাবে লাঠী চালাইতে থাকে। হেম মাহাত কিছু ক্ষণের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী গুরুতরভাবে লাঠীর আঘাতে আহত হয়। অরুণ বাবুর পিঠে ভীষণভাবে লাঠীর গুঁতা মারা হয়। গুরুতর লাঠীর আঘাতে রামকমল মল্লিকের পাঁজরায় সাংঘাতিক চোট লাগে।

এইভাবে যখন সত্যাগ্রহী ও কর্ম্মীদের উপর মার চলিতেছিল তখন জনসাধারণ বিচলিত হইতে থাকে। কর্ম্মীরা ও সত্যাগ্রহীরা তাহাদের ধৈর্য্য রাখিয়া চলিতে বলেন এবং জনতা হাঙ্গামাকারীগণের অপেক্ষা সংখ্যায় বহু অধিক থাকিলেও সংযত হইয়া থাকে। কর্ম্মীদের উপর এইরূপ মার দেখিয়া জনতার মধ্য হইতে দুইজন দুইটী ঢিল নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গাকারীরা প্রচণ্ড পাথর বর্ষণ করিতে থাকে। একটী বড় পাথর অরুণ বাবুর কাণের পাশে লাগে। কাণের পিছন দিকটা কাটিয়া যাইয়া রক্তে জামা ভিজিয়া লাল হইয়া যায়। জনতা প্রত্যুত্তরে কতকগুলি ঢিল ছুড়িতে না ছুড়িতে কর্ম্মীরা মাঝে দাঁড়ানর ফলে জনতা স্থির হয়।

হাঙ্গামাকারীরা বহুক্ষণ ধরিয়া প্রচণ্ডভাবে ঢিল ছুঁড়িতে থাকে। এই অবস্থায় হৃষিকেশ মল্লিক, ইন্দ্রনারায়ণ তন্তুবায় ও আরও কয়েকজন সাহসী যুবক প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া সেই ঢিল ও লাঠি বৃষ্টির মধ্যে কর্ম্মীদের রক্ষায় আগাইয়া যান ও তাহারাও আহত হন। এক জনের মাথা কাটিয়া যায় ও আর একজনের হাতে গুরুতর চোট লাগে।

দাঙ্গাকারীরা ইঁট পাথর বর্ষণ করিয়া চলিয়া যায়।

সত্যাগ্রহী ও কর্ম্মিগণ গ্রামবাসীদিগকে শান্ত থাকিতে ও ন্যায়ের পথকে ধৈর্য্যের সহিত সহ্য ও বরণ করিয়া চলিতে বুঝাইয়া আলোচনা করেন। হাঙ্গামাকারীরা যাইবার সময় কর্ম্মীদের আনীত মোটর গাড়ীর একটী দরজার কাঁচ চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়।

রামকমল মল্লিককে পরদিন চিকিৎসার্থ কলিকাতায় পাঠান হয়।

* * * *

সত্যাগ্রহের ৭ম দিবস

১২ই এপ্রিল ১৯৪৯।

ভাঙ্গাটশ্যামপুর—থানা কাশীপুর

সত্যাগ্রহী—(১) কমলাকান্ত দত্ত (২) মনীন্দ্রনাথ মাহাত (৩) বিহারি মাহান্ত।

অধৃত সত্যাগ্রহী—(১) ভীমচরণ ভৌমিক (২) রসনা মর্ম্মু (৩) বনমালি মাহাত (৪) প্রমথনাথ মণ্ডল।

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী যতীন্দ্রনাথ মাহান্ত ও

আরও কর্ম্মী উপস্থিত ছিল।

প্রায় ১২।০ টা ১ টার মধ্যে ট্রাক বোঝাই গুণ্ডা গ্রামে আসে ও তাহাদের সঙ্গে সাদা পোষাকে কয়েকজন পুলিশ কনেষ্টবল, পুলিশ পোষাকে দারোগা ও সাদা পোষাকে জমাদার ট্রাকেই আসিয়াছিল। ভাঙ্গাট গ্রামের এক পাশে জামগাছের তলায় তাহারা ট্রাক রাখে। ১২-২।০ টার সময় আদরার বিখ্যাত গুণ্ডা দশরথ পাশী ও আরও দুইটী সিপাহী (পঞ্চকোট রাজার) নাম জয়ন্তী তেওয়ারী ও গোপাল মাহাত ও ৪।৫ জন লোক শ্যামপুরে অবস্থিত জামকুড়ি সমবায় সমিতির দোকানে আসিয়া উপস্থিত হয়। দশরথ দোকানে আসিয়া ঢোকে। তার সঙ্গে আর একটী লোক লাঠি হাতে ছিল। সেই দোকানে সমস্ত সত্যাগ্রহী ও কর্ম্মীরা বিশ্রাম করিতে ছিল। তাহাদের আসিয়া দশরথ বাংলাতে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের নাম ও ঠিকানা কি? তাহারা বলে যে আমাদের নামত ডিপুটী কমিশনারের নিকট দেওয়াই আছে সুতরাং দরকার কি? তখন দশরথ বলে যে—যারা সত্যাগ্রহ করিবে তাদের আমরা জানিতে চাই, যারা শান্তিরক্ষা করবে তাদেরও আমরা চিনতে চাই। সত্যাগ্রহীরা তাহাদের নাম বলে। তাহার পরে ভীম তাহাকে বলে যে—আচ্ছা আপনারা যে কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়ে দিচ্ছেন এরূপ কেন করেন? তখন দশরথ হাত জোড় করিয়া বলে যে আমরা আমাদের ডিউটী করিতেছি উপরের হুকুম, আমরা কি করিব?—ইহা বলিয়া তাহারা জামতলের দিকে চলিয়া যায়। দোকানের কাছে ৫ জন সাদা পোষাকে থানার সিপাহী নিজেদের কাড়া ব্যাপারী বলিয়া পরিচয় দিয়া বসিয়া থাকে।

প্রায় ৪ টার সময় ভাণ্ডা, ছোরা, তরোয়াল, গুপ্তি প্রভৃতি হাতে লইয়া বহু গুণ্ডা দোকানে আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে। দোকানে মুক্তি কাগজগুলি এবং বিড়ি দেশলাই সুপারী লবঙ্গ সাবান ইত্যাদি লুঠ করিতে থাকে। সেই সময়ে ভীম দরজার বাহিরে আসিয়া বলে, একি তোমরা দোকান লুট করিতেছ কেন? আমাদের সময় হইলে আমরা যাইব।—তখন তাহারা বলে যে তোমাদের এখনই যাইতে হইবে। আমাদের ডিউটী শেষ করিয়া আমরা আদরা যাইব—না হইলে তোমাদের বাঁধিয়া ধরিয়া আদরা টানিয়া লইয়া যাইব। তার পরে তাহারা জবরদস্তি সকলকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। একজন অন্ধ গ্রামের লোক শ্রীরাধিকা মোহন মুখার্জ্জিকে চ্যাং দোলা করিয়া জবরদস্তি টানিয়া লইয়া যায়। 'সত্যাগ্রহীরা পূর্বেই পতাকা লইয়া ধ্বনি দিতে দিতে স্কুলের নিকট সভাস্থলে যাইয়া পতাকা গাড়িয়া 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে থাকে। এদিকে গুণ্ডারা অন্যান্য অধৃত সত্যাগ্রহীদের হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইয়া সভাস্থলে পৌঁছিয়া এলোপাথাড়ি মারামারি করিতে থাকে। সেখানে অনেক লোক জমা ছিল এবং সমস্তই সাঁওতাল। তাহাদের সত্যাগ্রহীরা শান্ত রাখে। গুণ্ডারা সকলেই বল্লম, লাঠি, তরোয়াল, বন্দুক হাতে জমা হয়। এবং সত্যাগ্রহীদের কাপড় ছিড়িয়া তাহাদের উলঙ্গ করিয়া গায়ে এবং মুখে কালি দিয়া মারিতে মারিতে ট্রাকে উঠায়। ট্রাকে উঠাইয়া তাহাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতে থাকে এবং অজ্ঞানে গুঁতা দিতে থাকে। 'এই অবস্থায় ভাঙ্গাট হইতে ট্রাকটী চালাইয়া লইয়া ২ মাইল দূরে কুলডির নিকটে পলাশ জঙ্গলে মারিয়া এবং গালাগালি দিয়া নামাইয়া দিয়া বলে "বিহার সরকারকী জয় বল"। সত্যাগ্রহীরা উলঙ্গ হইয়াই প্রায় ২ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া সভাস্থলে পৌঁছে। সভাস্থলে সত্যাগ্রহীদের ভয়ানক মারপিট করিয়া যখন উলঙ্গ করিয়া গুণ্ডারা ট্রাকে তুলিতেছিল তখন অদূরে বট গাছের তলায় দারোগা ও জমাদার বসিয়া এই সমস্ত কাণ্ড দেখিতেছিল। নিম্নলিখিত সত্যাগ্রহী ও কর্ম্মীদের উলঙ্গ করিয়া ভীষণ মারপিট করিয়া ট্রাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—

ভীমচরণ ভৌমিক অধৃত সত্যাগ্রহী (২৮)—ইহাকে অজ্ঞানে কুস্থানে ভাণ্ডা দিয়া খোঁচা মারিতে থাকে, গায়ে এবং মুখে কালি লাগায়। ৪২এর আন্দোলনে জেল খাটেন এবং মানভূম জিলার অন্যতম প্রধান কংগ্রেস কর্ম্মী। ইহাকে ১০ই এপ্রিল তারিখে মণিহারাতেও মারপিট করিয়া অনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সেবারে মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং হাত জখম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পিঠে মেরুদণ্ডতেও ভীষণ আঘাত করা হইয়াছিল। তাহারও পূর্বে ৬ই এপ্রিল তিনি যখন রঘুনাথপুরে সত্যাগ্রহ করিয়া ফিরিয়া

আসিতেছিলেন তখন এই দশরথ পাশীর নেতৃত্বে ট্রাকে করিয়া গুণ্ডার দল তাহাকে মারপিট করে, মুখে আলকাতরা লাগাইয়া ১০ টাকার নোট লয় ও জাতীয় পতাকা পদদলিত করে।

প্রমথনাথ মণ্ডল (১৯), অধৃত সত্যাগ্রহী—কোমরের উপরে পিঠে লাঠী দিয়া মারে, গায়ে ও মুখে কালি লাগায়। ট্রাকের উপরে একজন বিহারি ছোকরা হাণ্টার দিয়া মারে।

বিহারি মাহাত, সত্যাগ্রহী (২৭)—তাহাকে পিঠে লাঠী মারে। সে যখন পড়িয়া যায় তখন পায়ে লাঠী মারে। তাহাতেও উঠিয়া সে ধ্বনি দেয়। তখন তাহাকে মলদ্বারে লাঠীতে গুঁতা মারে। তখন সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তার পরে তাহাকে গায়ে এবং মুখে কালি মাখাইয়া দেয়।

কমলাকান্ত দত্ত (১৯), সত্যাগ্রহী—ঝালিদায় ১৯২৮ সালে প্রজাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জনমুক্তির জন্য ইহার পিতা ৺সত্যকিঙ্কর দত্ত গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। আজও ঝালিদার জনসাধারণ অমর বীর সত্যকিঙ্করের নামে মাথা নত করে। ইহাকে খুব বেশী মার পিট করা হয়। পিঠে বুকে এবং পায়ে লাঠী দ্বারা ভীষণভাবে প্রহার করে। তাহা ছাড়া চড় থাপ্পড় প্রভৃতি মারা হয়। ইহাকেও কালি রং দেওয়া হয়।

মনীন্দ্র মাহাত (৫৫)—তাহাকেও ঘুসি ইত্যাদি মারিয়া ঘায়েল করা হয়।

যতীন্দ্রনাথ মাহাত—লোক সেবক সংঘের কর্মী। লেংটা করিয়া তাহাকে লাঠী মারে। মণিহারাতেও ইহাকে খুব মারিয়া লেংটা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আজ ইহাদের সকলকেই লেংটা করিয়া ট্রাকে তুলিয়া দূরে লইয়া নামাইয়া দিয়া আবার মারপিট করা হয়।

গ্রামবাসী সাঁওতালরা ইহাদের কাপড় জামা দেয় ও সেবা শুশ্রূষা করে। সত্যাগ্রহীরা ভাঙ্গাটের কাজ শেষ করিয়া সেই দিনই সাঁতুড়ি থানার গড়সিকা গ্রামে ১৩ তারিখের সত্যাগ্রহে যোগ দিতে রওয়ানা হইয়া যায়। আদ্রায় ডাক্তার তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন।

পলাশকুড়া—থানা পাড়া

সত্যাগ্রহী—(১) কুশধ্বজ মাহাত, (২) নীলকান্ত মাহাত, (৩) জালিরাম মর্দ্দনা।

পূর্ব্বদিন বেলা ৩টার সময় গ্রামে পাড়া থানার দারোগা, রঘুনাথপুর থানার ওয়েলফেয়ার অফিসার পাড়া থানার ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং একজন সিপাহী গ্রামে আসেন। তাঁহারা গ্রামবাসীদের ডাকেন। ১০।১২ জন তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হয়। সকলেই নাবালক ১০।১২ বৎসরের, একজন সাবালক যুবক শ্রীমুকু মাঝি ছিল। তাহারা সকলকে জলধরের দলে থাকিতে বারণ করে—(এই গ্রামের নেতৃস্থানীয় সাঁওতাল এবং সত্যাগ্রহী)। তাহারা কোন জবাব দেয় না। পরে জ্যোতি মাঝিকে দারোগা বাবু বলেন—কাল তোমাদের পরব, তোমরা সকলে হাঁড়িয়া খাবে এবং ব্যবস্থা রাখিবে, আমরাও তোমাদের সহিত খাইব।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অপরাহ্ণে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। পল্লীর সকলেই সভায় সমবেত হয়। শান্ত, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পল্লীর পরিবেষ্টনীর মাঝে সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প ও দাবী পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করে। বিরোধী দলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা হাজির হন—পাড়া থানার ওয়েলফেয়ার অফিসার ডুবড়ার শ্রীমহাবীর লোধা, শ্রীভবানী মাড়োয়ারী, শ্রীকানু মাড়োয়ারী, আবু মহম্মদ (সিধপুর গ্রামের), শ্রীদুর্গা সিং। আবু মহম্মদ সত্যাগ্রহীর হাত হইতে দাবীপত্র পড়িবার কালে উক্ত পত্র ছিনাইয়া লন। তাহাতে গ্রামের শ্রীমুকুন্দ জোর প্রতিবাদ করায় তিনি পিছাইয়া যান। চৌকিদারকে লইয়া তাহারা দল পাকাইবার চেষ্টা করিলে স্থানীয় কেহই তাহাদের দলে যোগদান করেন না, বরং তাহাদের বিরুদ্ধ আচরণের প্রবল প্রতিবাদ করে। ফলে তাহারা ঐস্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করে এবং পরে গ্রাম ত্যাগ করে। ইতিমধ্যে সভার কার্য্য শেষ করিয়া সত্যাগ্রহীরা পল্লীর পথে সত্য ও অহিংসামূলক ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা করেন। তারপর হিন্দী প্রচারক শ্রীব্রজকিশোর সাহাবাবু একটী বিজ্ঞপ্তি লইয়া সাইকেলে শোভাযাত্রীদের নিকট উপস্থিত হন এবং কর্মীদের সহিত কিছু কথা কাটাকাটির পর প্রস্থান করেন।

মৃগীচামী—থানা বান্দোয়ান

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মাহাত ২। শ্রীলুধু মাহাত ৩। শ্রীমড়িরাম মাহাত।

বেলা দ্বিপ্রহরের পর সত্যাগ্রহীগণ ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। একজন সিপাহী সকাল হইতেই গ্রামে উপস্থিত ছিল। সে ও দুইজন ঠিকাদার মিলিয়া জনসাধারণকে সত্যাগ্রহীদের সভায় যোগদান করিতে নিষেধ করিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের ধ্বনি শুনিয়া গ্রামের লোক সত্যাগ্রহীদের নিকট জমা হয়। তখন দুই চারি জনকে অন্যত্র ডাকিয়া লইয়া গিয়া ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পরে সকলে ফিরিয়া গিয়া সভায় যোগ দেয়। সভা ভালভাবেই সম্পন্ন হয়। সত্যাগ্রহীদের উপর কোনও পীড়ন হয় নাই বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

চেলিয়ামা—থানা চাণ্ডিল

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মাহাত ২। শ্রীনকুলচন্দ্র মাহাত ৩। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত।

সত্যাগ্রহীগণ স্থানীয় হরিমেলায় জনসভা ও শোভাযাত্রা করিয়া নিরাপত্তা আইন ভঙ্গ করেন। সভায় সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। কয়েকজন পুলিশ ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডা চাণ্ডিলের রঙ্গলাল মাড়োয়ারীর নেতৃত্বে কৃষ্ণ পতাকা হস্তে সভাস্থলে উপস্থিত হয় ও বিরোধী ধ্বনি দিতে থাকে। চাণ্ডিল থানার দারোগা সাদা পোষাকে উপস্থিত ছিলেন। থানা ওয়েলফেয়ার অফিসার, জঙ্গল বীট অফিসার ও গার্ড, ঘাটোয়াল ও তাঁবেদার এবং কয়েকজন জমিদার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সভাস্থলে আসেন। বিরোধীদলকে ট্রাকযোগে গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। জনৈক সমর সিং সত্যাগ্রহীদের হাত হইতে জাতীয় পতাকা ছিনাইয়া কালো পতাকা ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করে। তাহাদের দুর্ব্যবহারে জনতা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে জনতাকে শান্ত করা হয়। জনতা ধীরভাবে সত্যাগ্রহীগণের দাবীপাঠ শ্রবণ করে এবং তাহাদের সমর্থনসূচক ধ্বনি দিতে থাকে। সভা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

কুসুমটিকরী—থানা পুরুলিয়া

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীমাগারাম মাহাত ২। শ্রীপশুপতি মাঝি ৩। শ্রীদর্পহারী মাঝি।

গ্রামস্থ অধিবাসীগণসহ শান্ত পরিবেশের মধ্যে জনসভায় দাবী পাঠ করিয়া সত্যাগ্রহ সুসম্পন্ন হয়। স্থানীয় কয়েকজন মহিলা সভাস্থলে চরকা কাটিতে থাকেন। থানার জমাদার এবং একজন কনেষ্টবল সাদা পোষাকে সভাস্থল হইতে কিছু দূরে উপস্থিত ছিলেন। কোনও বিরোধীদল সভায় আসে নাই। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির দাগী চোর ও গুণ্ডাদিগকে থানায় ডাকাইয়া লইয়া গিয়া সভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু কেহই ঐরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হয় নাই। লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এল এ, সভায় উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন অধৃত সত্যাগ্রহীও ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

* * * *

সত্যাগ্রহের ৮ম দিবস

১৩ই এপ্রিল ১৯৪৯

লাগুড়ি—থানা বরাহবাজার

সত্যাগ্রহী—(১) শ্রীগদাধর কুণ্ডু (২) শ্রীহরিপদ কুণ্ডু (৩) শ্রীগোবিন্দ মাহাত।

সত্যাগ্রহীগণ ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন এবং হরিমেলায় জনসভা করিয়া দাবীপত্র পাঠ করেন। গ্রামস্থ নরনারীগণ সভায় যোগদান করিয়া সত্যাগ্রহ সমর্থন করেন। এতদ্ব্যতীত ৯।১০ জন অধৃত সত্যাগ্রহী সভায় উপস্থিত ছিলেন। শান্তিপূর্ণভাবে সভার কার্য্য শেষ হয়। কোনও পুলিশ কর্মচারী বা বিরোধী দল সভাস্থলে উপস্থিত হয় নাই।

ভুতাম—থানা পুরুলিয়া

সত্যাগ্রহী—(১) শ্রীরামকিঙ্কর মাহাত (২) শ্রীতরণীলাল মাহাত (৩) শ্রী শ্রীমন্ত সিং সর্দ্দার।

বাদ্যযন্ত্র সহকারে বিপুল জনতার সহিত শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। পরে শোভাযাত্রা সভাস্থল নিবারণ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলে সত্যাগ্রহীগণকে মাল্যভূষিত করা হয়। গ্রামস্থ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের প্রায় ৫।৬ শত নরনারী সভায় যোগদান করিয়া শান্তভাবে সত্যাগ্রহীগণের দাবী পাঠ শ্রবণ করে। দাবী পাঠের পর থানার জমাদার সভাস্থলে উপস্থিত হন। কয়েকজন কালো পতাকা ধারী ব্যক্তি সভার কার্য্য চলিতে থাকিবার সময় গ্রাম প্রান্তে উপস্থিত হয়। কিন্তু বৃহৎ জনসমাবেশ দেখিয়া সেই স্থান হইতেই ফিরিয়া যায়। সভার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়।

জিতান—থানা বান্দোয়ান

সত্যাগ্রহী—(১) শ্রীরেবতী মোহন মাহাত, (২) শ্রীগহন মাহাত, (৩) শ্রীগুরুচরণ মাহাত।

সত্যাগ্রহিগণ জিতান আশ্রমে অনুষ্ঠিত জনসভায় দাবীপাঠ ও সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সত্যাগ্রহ পালন করেন। ঐ দিবস সকালে একজন সিপাহী গ্রামে আসিয়া কয়েকজন গুণ্ডাকে মদ খাওয়াইয়া সত্যাগ্রহের বিরোধিতা করিবার ব্যবস্থা করে। শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় দুই একজন গোলমাল করিবার চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। ফলে সিপাহী সভার পূর্ব্বেই স্থান ত্যাগ করে। সভার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়। একজন হিন্দী প্রচারক কয়েকজন সঙ্গীসহ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিলেও কোনও বিরোধিতা করা হয় নাই।

কোনাপাড়া—থানা পুঞ্চা

সত্যাগ্রহী—(১) শ্রীদুর্গাচরণ মাঝি, (২) মিঞাজান আনসারি, (৩) শ্রীগোপীনাথ মাহাত।

বেলা ৩।০ টার সময় সত্যাগ্রহিগণ গ্রামবাসীগণ সহ জাতীয় পতাকা হস্তে ধ্বনি দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া আসেন। পরে সকলে প্রায় সাতশত নরনারী কোনাপাড়া আশ্রমের আম্রপল্লবসজ্জিত বেড়া দেওয়া প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়া জনসভার অনুষ্ঠান করে। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতেও বহু লোক জনসভায় যোগদান করেন। প্রায় ১০।১২ জন অধৃত সত্যাগ্রহী সভায় উপস্থিত ছিলেন। থানার দারোগা দ্বিপ্রহরের সময় বালকডি হইতে সাদা পোষাকে ঐ গ্রামে উপস্থিত হন। প্রায় কুড়িজন লোকের একটি বিরোধী দল দুইটি কালো পতাকা লইয়া বালকডির দিক হইতে আসিয়া সভাস্থলের একটু দূরে অপেক্ষা করিতেছিল, সত্যাগ্রহিগণ কর্ত্তৃক দাবী পাঠ আরম্ভ হইলে তাহারা বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে সভাস্থলে আগমন করে। ইতিপূর্ব্বে গোপালনগর গ্রামে যে দলটি বিরোধিতা করিয়াছিল, তাহারাই ২।১ জন এই দলটি পরিচালনা করিতেছিল। জনতা তাহাদের চীৎকারে বিরক্তি প্রকাশ করিলে জনতাকে শান্ত থাকিতে অনুরোধ করা হয়। সভায় আর কোনও হাঙ্গামা হয় নাই। দাবী পাঠের পর বিরোধী দল ও পুলিশ স্থান ত্যাগ করে। তৎপরে গ্রামবাসী ও সত্যাগ্রহীগণ সকলে মিলিয়া গীত বাদ্য সহকারে জাতীয় পতাকা বন্দনা ও সময়োচিত বক্তৃতা দ্বারা জাতীয় সপ্তাহ প্রতিপালন করে।

চাষ—থানা চাষ

সত্যাগ্রহী—(১) জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য (২) ভুবন সিং সর্দ্দার (৩) জীবন মাহাত।

অন্যান্য কয়েকজন অধৃত সত্যাগ্রহী যোগ দান করে।

সকাল বেলা সত্যাগ্রহীরা জয়ধ্বনি দিয়া সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করে। বেলা ৪টার সময় চাষ গণেশ মেলায় সত্যাগ্রহীরা ধ্বনি সহকারে সভা আরম্ভ করেন। শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য দাবী পাঠ করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পড়া হইবার পরে মিশ্রীলাল জয়শোয়ালের নেতৃত্বে কয়েকজন বালক সহ কাল পতাকা, বল্লম, লাঠী, ছোরা প্রভৃতি লইয়া সভাস্থলে নানাপ্রকার ধ্বনি দিতে দিতে প্রবেশ করে। তাহারা সত্যাগ্রহীদের নিকটে আসিয়া জগবন্ধুর হাত হইতে দুই তিনবার কাগজ কাড়িয়া লয় এবং গালি দিতে থাকে। একজন জগবন্ধু বাবুকে কানে ধরে এবং ভুবন সিংকে কানে ধরিয়া চড় মারা হয়। আর একজনকেও চড় মারা হয়। তাহার সত্যাগ্রহীদের হাত হইতে ঝাণ্ডা ছিনাইয়া লয়। একজন হাঙ্গামাকারী গালাগালি দিতে দিতে জগবন্ধুকে ছোরা বাহির করিয়া মারিবার ভয় দেখায়। একটু পরেই তাহারা চলিয়া যায়।

কোন পুলিশ সভায় উপস্থিত ছিল না।

ইছাগড়—থানা ইছাগড়

সত্যাগ্রহী—(১) শ্রীআনন্দ মাহাত (২) শ্রীসুরেন্দ্র সিং সর্দ্দার (৩) শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য।

বিপুল জনতার সম্মুখে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের মধ্যে গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক মাল্যভূষিত সত্যাগ্রহীরা জনমুক্তি আন্দোলনের দাবীপত্র পাঠ করেন। সভা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে চাণ্ডিল নিবাসী শ্রীরঙ্গলাল মাড়োয়ারী থানা ওয়েলফেয়ার অফিসার ও অপর ২।৩ জন ব্যক্তি দূরবর্ত্তী হিন্দী স্কুলের কয়েকজন ছাত্র সহ সভাস্থলে উপস্থিত হন। ছাত্রগণ কালো পতাকা হস্তে বিরোধী ধ্বনি দিতে থাকে। সভায় আর কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই। জনতা শান্তভাবে আগ্রহের সহিত দাবী

সমূহ শ্রবণ করেন এবং অকুণ্ঠভাবে সত্যাগ্রহীদিগকে সমর্থন করেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে শ্রীপরাণ মাহাত প্রমুখ ব্যক্তিগণও জনসভায় যোগদান করিয়া আন্দোলনের পক্ষ সমর্থন করেন।

মেট্যালা—থানা মানবাজার

সত্যাগ্রহী—(১) শ্রীকাঙ্কনী মাহাত (২) শ্রীরণেশ্বর মাহাত (৩) শ্রীবরন শবর।

সত্যাগ্রহীগণ ব্যতীত কয়েকজন পূর্ব্ব পূর্ব্বদিনের অধৃত সত্যাগ্রহীও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রামস্থ হরিমেলার নিকটে প্রায় ছয়শত নরনারীর জনতার সম্মুখে সত্যাগ্রহীরা সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশের মধ্যে দাবীপত্র পাঠ করেন ও জনসাধারণকে সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। বাহির হইতে কয়েকজন বিক্ষোভকারী গ্রামের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া বাহির হইতেই ফিরিয়া যায়। সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রমবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। ঘটনাস্থলে কোনও পুলিশ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিল না। এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

গড়শিকা—থানা সাঁতুড়ি

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীনারায়ণ মিত্র ২। শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। শ্রীঅযোধ্যা নাথ মাহাত।

সত্যাগ্রহীরা অপর কয়েকজন অধৃত সত্যাগ্রহীর সহিত সকাল বেলায় গ্রামে উপস্থিত হন। দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, এ এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীও ঐ গ্রামে উপস্থিত হন। ইহাতে গ্রামবাসীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাহারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সত্যাগ্রহীদের উপর শত অত্যাচার হইলেও তাহারা হিংসার আশ্রয় লইবে না। অনুসন্ধানে জানা যায় যে কয়েকদিন পূর্ব্বে থানার দারোগা গ্রামে উপস্থিত হইয়া নানারূপে গ্রামবাসীকে সত্যাগ্রহের বিরোধিতা করিতে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা কিছুতেই উহাতে রাজী হন নাই। শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করার পর একটী আম্র বৃক্ষের নীচে জনসভায় দাবীপত্র পাঠ করা হয়। ঐ থানার হিন্দী স্কুলের নবাগত শিক্ষকের নেতৃত্বে কয়েকজন লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিরোধী ধ্বনি দিতে থাকে। ঐ শিক্ষকটি সত্যাগ্রহীগণের জাতীয় পতাকার দণ্ডটী বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দেয় এবং তাহারই প্ররোচনায় অপর একজন শ্রীশবাবু ও অপর কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর মুখে আলকাতরা লাগাইয়া দেয়। তাহারা কিছুক্ষণ যাবৎ নানারূপ অভদ্র ও অশ্লীল ধ্বনি দিয়া গ্রাম ত্যাগ করে। জনতা তাহাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সম্পূর্ণ শান্ত ছিল।

মাঝিহিড়া—থানা মানবাজার

সত্যাগ্রহী—১। হিকীম মাঝি, ২। বিরন মাহাত, ৩। রাজেন্দ্র মাহাত।

তারিখ ১৩।৪।৪৯—সময় বেলা ৪টা।

সকাল বেলায় শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও অন্যান্য কর্মীরা ঘরে ঘরে যাইয়া আজিকার মিটিংএর বার্ত্তা প্রচার করেন ও সকলকে অহিংস থাকিতে অনুরোধ জানান। বেলা ১টার সময় স্থানীয় আশ্রমে প্রায় ৪।৫ শত লোক ও বিভিন্ন স্থানের কর্মীরা সত্যাগ্রহ দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এদের সহিত বিভিন্ন স্থানের ১৬ জন অধৃত সত্যাগ্রহী ছিলেন।

অন্যত্র আশ্রমের নিকটস্থ বড়তলায় আন্দাজ দেড়শত লোক বসিয়াছিল তাহাদিগকে পুলিশের লোকেরা বামনি, হলুং, কদমা, জনড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছিল। তাহারা কেন আসিয়াছে তাহা জানিত না। অর্থাৎ পুলিশ প্রথমে তাহাদিগকে সে সংবাদ ব্যক্ত করে নাই।

থানার সিপাহী, জমাদার, দারোগা, ওয়েলফেয়ার অফিসার, বিট অফিসার তাহাদের বুঝাইতেছিল "যদি তোমরা মানভূমকে বিহারে রাখিতে পারো তবে তোমাদের খুব সুবিধা হইবে। আর বাঙ্গলায় গেলে খুব অসুবিধা হইবে। বিঘায় দশ টাকা খাজনা দিতে হইবে। এখানে থাকিলে তোমরা অনেক সুখ পাইবে ওখানে গেলে অনেক দুঃখ পাইবে।" তখন এরা বলে "তবে আসিয়া কি করিব"—ঐ অফিসারগণ বলেন "এদের সত্যাগ্রহ তোমরা বন্ধ কর। গোলমাল করে দাও। ঘুসা ঘুসি দাও। রক্ত বাহির করো না।" এরা কিন্তু বলে যে বিনাদোষে

ইহাদের মারিব কি করিয়া। তার কিছুক্ষণ পরে, যতীন্দ্র, হেম, চুনারাম ও আরও দু একজন ওদের কাছে গিয়া সব শুনে। জীমূত বাবু ও জগন্নাথ তলাপাত্র তখন সেখানে যেতে চেষ্টা করেন—পুলিশেরা তখন পলায়ন করে। ইহারাও সত্যাগ্রহের দাবী পত্র পড়িয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সত্যাগ্রহ সমর্থনকারীদের দলে মিশিয়া যায়।

গ্রামের নির্দ্দিষ্ট স্থানে শিব মণ্ডপের দিকে সত্যাগ্রহীগণ ও সত্যাগ্রহে সহানুভূতিশীল জনগণ যাত্রা করিলে একটি ট্রাকে ও ৪টী গরু গাড়ীতে আনীত কতকগুলি লোক ও তাহাদের সহিত, থানার সিপাহী, দারোগা ওয়েলফেয়ার অফিসার ও বিট অফিসার বাগডেগার হিন্দি মাষ্টার আসিয়া মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উপর চড়াও করে ও বারণ সত্বেও আশ্রম প্রাঙ্গণে অনধিকার প্রবেশ করে। সত্যাগ্রহে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদিগের মধ্যে ৬ধন কয়েকজন সহ চুনারাম মাহাত ও নাপুড়ির শ্রীরাসবিহারী মাহাত ও শ্রীধেনু মাহাত—বাগডেগার কার্ত্তিক মাহাত, মাঝিহিড়ার রঞ্জন আনসারী আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্মী মহেশ্বর মাহাত আক্রমণকারীদিগকে তাহাদের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করে তখন আক্রমণকারীদের পক্ষ হইতে তারাচাঁদ মাঝি, (কুরনি) অপূর্ব্ব বাউরী (টুসামা) নরসিংহ বাউরী (মানপুর) এরা বলে যে ইহা আমাদের সাধারণের ঘর আমরা ইহা যাহা ইচ্ছা করিব। এখানে ঘর রাখিব না পুড়াইয়া দিব। অনেক বুঝাইবার পরও উহারা না গেলে মহেশ্বর মাহাতো এবং রাসবিহারী মাহাতো উহাদের তীব্রভাবে সাবধান করিয়া দেয়। তখন কি ভাবিয়া দারোগা তাহাদিগকে ওখান হইতে সত্যাগ্রহের স্থানে লইয়া যায়।

সত্যাগ্রহীগণ শত শত গ্রামবাসীসহ শ্রীযুক্তা লাবণ্য-প্রভা ঘোষের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে শিবমণ্ডপে নির্দ্দিষ্ট সভাস্থলে উপস্থিত হন। স্থানীয় মহিলা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী ও অন্যান্য মহিলাগণসহ এবং গ্রামবাসীগণ সত্যাগ্রহীগণকে মাল্য ভূষিত করেন। সভাস্থলটি এবং গ্রামের রাস্তাঘাট পূর্ব্বেই গ্রামবাসীগণ পরিষ্কার করিয়া রাখেন। শ্রীযুক্তা লাবণ্য-প্রভা দেবী অন্যান্য সত্যাগ্রহীগণসহ সভাস্থলে বসিয়া সুতাকাটা আরম্ভ করেন। সভা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সত্যাগ্রহীদের পক্ষ হইতে সমবেত গ্রামবাসীগণকে সম্পূর্ণ অহিংস থাকিতে অনুরোধ করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভার কাজ আরম্ভ হয়। আজ (১) রাজেন্দ্র মাহাত এবং (২) বঙ্কেশ্বর মাহাত ও (৩) হিকিম মাঝি সত্যাগ্রহ করেন। সভায় প্রায় ২০ জন অধৃত সত্যাগ্রহীও উপস্থিত ছিলেন। রাজেন্দ্র মাহাত এবং নকল মাহাত দাবী পাঠ সুরু করেন। কিছুদূর দাবী পাঠ হইবার পর গুণ্ডার দল লাঠি ও নানারূপ অস্ত্র হাতে শ্লানীকর ধ্বনি করিতে করিতে উপস্থিত হয়। দারোগা, পুলিশ ও সরকারী অফিসারদল পিছনে পিছনে আসিয়াছিল। গ্রামবাসীগণ গুণ্ডাদের হাত হইতে লাঠি ছিনাইয়া লইতে চাহিলে সত্যাগ্রহীগণ বারণ করে। গুণ্ডাদল আসিয়াই উপবিষ্ট সত্যাগ্রহীগণ ও গ্রামবাসীগণের চতুর্দ্দিকে তাণ্ডব নৃত্য ও গোলমাল সুরু করে। সত্যাগ্রহীগণ ও গ্রামের অনেকে দৃঢ়ভাবে দাবী পাঠরত সত্যাগ্রহীকে ও সুতাকাটারত শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবীকে ঘেরিয়া দৃঢ়ভাবে বসিয়া থাকে। এই গোলমালের ভিতর দাবী পাঠ শেষ হয় ও সত্যাগ্রহীরা বসিয়া সুতা কাটিতে থাকেন। উপবিষ্ট সত্যাগ্রহী ও গ্রামবাসীগণের দৃঢ়তা দেখিয়া গুণ্ডার দল ঠেলাঠেলী ও লাঠিদ্বারা গুঁতাগুঁতি আরম্ভ করে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রীচন্দ্রশেখর মাহাতো উপস্থিত সাগর চন্দ্র মাহাতো এম, এল, এ, শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন ও অন্যান্য বহু গ্রামবাসী তাহাদের এই অকারণ অত্যাচার হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহারাও প্রস্তুত হন। সহস্রাধিক জনতা সত্যাগ্রহীদের অনুরোধে অসীম চেষ্টায় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকেন। গুণ্ডাদের পিছন হইতে জনৈক সিপাহী গুণ্ডাদের উৎসাহিত করিবার জন্য মুখে হাত দিয়া কুলকুলি (প্রোৎসাহ-সূচক আওয়াজ) দিতে থাকে। সত্যাগ্রহী ও উপবিষ্ট গ্রামবাসীগণের উপর সমানে অত্যাচার চলিতে থাকে। শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবীসহ সমস্ত সত্যাগ্রহীরা সভাস্থলে শুইয়া পড়েন। তখন মদের প্রভাবে মত্ত গুণ্ডাদল সত্যাগ্রহীদের পা ধরিয়া টানিয়া ঘসড়াইতে ঘসড়াইতে কিছুদূরে নিয়া ফেলিতে থাকে ও তাহাদের উপর নির্ম্মমভাবে ঘুসি ও লাঠিদ্বারা গুঁতাইতে থাকে। গুণ্ডাদল সত্যাগ্রহীদের উপর যেরূপে ও যে স্থানে আঘাত করিতেছিল তাহা দেখিয়া মনে হয় উহাদের কিরূপে ও কোন কোন স্থানে আঘাত করিতে

হইবে তাহা পূর্ব্বেই শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গুণ্ডার দল যাহাতে কোনরূপ রক্তপাত না হয় অথচ গুরুতররূপে আঘাত লাগে সেইরূপে সত্যাগ্রহীদের মারিতেছিল। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী শুইয়া পড়িয়া গুণ্ডাদলকে বার বার তাহাকে মারিবার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু গুণ্ডারদল আজ আর তাঁহার গায়ে হস্তক্ষেপ করিবার সাহস পায় নাই। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে গুণ্ডারদলেও আজ ১০।১৫ জনের বেশী মারামারিতে যোগ দেয় নাই। গুণ্ডাদের অত্যাচার চরমে উঠিলে উহাদের ভিতরই কেহ কেহ সত্যাগ্রহীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। সমবেত জনতা সমস্ত শক্তি থাকিতেও সত্যাগ্রহীদের আকুল অনুরোধে উহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে। গুণ্ডারদল আজ বিশেষ বিশেষ কর্ম্মীকে লক্ষ্য করিয়া অত্যাচার চালাইয়াছিল। অত্যাচারের পর যখন গুণ্ডারদল সত্যাগ্রহীদের পা ধরিয়া টানিয়া টানিয়া একটু দূরে নিয়া ফেলিতেছিল তখন গ্রামবাসীরা আর যাহাতে তাহাদের উপর অত্যাচার না হইতে পারে তজ্জন্য তাহাদের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া রক্ষা করিতে থাকে ও সেবা শুশ্রূষা আরম্ভ করে। সমস্ত সত্যাগ্রহীদের উপর এরূপে অমানুষিক ও জঘন্য কাপুরুষোচিত অত্যাচার শেষ করিয়া পুলিশ দারোগা ও অফিসারদের নেতৃত্বে গুণ্ডাদল সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যায়। কয়েকজন সত্যাগ্রহী গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হন। শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত অজ্ঞান হইয়া পড়েন। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অশ্রুবর্জ্জন করিতে করিতে সত্যাগ্রহীদের সেবা করিতে থাকেন। উপস্থিত জিলা বোর্ডের হোমিও ডাক্তার শ্রীঅমূল্য বাবু আহত কর্ম্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। স্থানে স্থানে পতিত অত্যাচারিত ধূলায় লুণ্ঠিত সত্যাগ্রহীদের দৃশ্য অতিশয় হৃদয় বিদারক হইয়াছিল। ঐ হৃদয় বিদারক দৃশ্য এবারকার জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসকে যেন মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সংজ্ঞাহীন বৈদ্যনাথ দত্তকে তখনই জীমূত বাবু পুরুলিয়া লইয়া যান। ঐ দৃশ্যের মাঝখানেই সমবেত ক্ষুব্ধ জনতাকে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবী সত্যাগ্রহের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। সমগ্র জনতা গম্ভীরভাবে সত্যাগ্রহীদের এই অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করার মর্ম্ম উপলব্ধি করেন ও অহিংসারভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে যাইবার পর চতুর্দ্দিকে সত্যাগ্রহীদের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া ওঠে। হেমচন্দ্র মাহাতো ও যতীন্দ্রনাথ মাহাতো চলিতে না পারায় গ্রামবাসীরা তাহাদের সযত্নে আশ্রমে বহন করিয়া আনে। অধিক রাত্রে ডাক্তার সহ একটি সাহায্যকারী গাড়ী আসিয়া অধৃত সত্যাগ্রহীদের পরীক্ষা করেন। শ্রীহেমচন্দ্র মাহাতো যতীন্দ্রনাথ মাহাতো ও চিত্তভূষণ দাস গুপ্তের বুকে ও পিঠে বেশী আঘাত লাগায় চিকিৎসার্থ পুরুলিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

আজিকার সত্যাগ্রহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আহত হন ১। শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাতো, ২। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাতো, ৩। শ্রীহেম মাহাতো, ৪। শ্রীচিত্তভূষণ দাস গুপ্ত, ৫। শ্রীঅভিরাম মাহাতো, ৬। শ্রীনকুল মাহাতো, ৭। শ্রীচুণারাম মাহাতো, ৮। শ্রীসাগরচন্দ্র মাহাতো, এম, এল, এ, ৯। শ্রীজীমূত বাহন সেন, ১০। শ্রীচন্দ্রশেখর মাহাতো, ১১। শ্রীপরেশ মাহাতো, ১২। শ্রীশঙ্কর মাহাতো, ১৩। শ্রীনরু মাহাতো, ১৪। শ্রীগৌর মাহাত, ১৫। শ্রীপতি মাহাতো, ১৬। শ্রীচন্দ্র মাহাতো, ১৭। শ্রীমাহিলী মাহাতো ১৮। শ্রীকিষু মাহাতো, ১৯। শ্রীছকু মাহাতো, ২০। শ্রীরাই-চরণ মাহাতো, ২১। শ্রীবাঙ্গু মাহাতো, ২২। শ্রীউমেশ মাহাতো, ইহা ছাড়াও আরও কয়েকজন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বীরখাম সত্যাগ্রহ

সত্যাগ্রহী—(১) শ্রীমনোহর মাহাত (২) শ্রীশঙ্কর চৌধুরী (৩) শ্রীতারাপদ মাহাত।

এই তিনজন সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহ স্থানের উদ্দেশ্যে ১২ই এপ্রিল পুরুলিয়া হইতে রওনা হইয়া চন্দনকিয়ারী থানার বীরখাম গ্রামে বেলা দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হন। চন্দনকিয়ারী থানার জমিদারগণ তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া-শীল কাজের জন্য সুপরিচিত। জনসাধারণের কাজের বিরোধীতার ক্ষেত্রেই তাঁহারা বরাবর অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বীরখামে সত্যাগ্রহী পৌছিয়াছেন সংবাদ পাইয়া চন্দনকিয়ারীর জমিদারদের পরিবারবর্গ হইতে জন ত্রিশ চল্লিশ লোক কয়েকটি বন্দুক লইয়া ও ডেলাইট জ্বালাইয়া বীরখামে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা ভয় খাওয়াইবার জন্য বন্দুকে আওয়াজ করিতে থাকেন।

সত্যাগ্রহীদের গিয়া বলেন—তোমরা ডাকাত আসিয়াছে বলিয়া আমরা সন্দেহ করিতেছি—তোমাদের থানায় যাইতে হইবে। সত্যাগ্রহীরা বলে—পূর্ব হইতে ইহা প্রচারিত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে আমরা বীরধামে সত্যাগ্রহ করিব। তথাপি তাঁহারা শোনেন না ও জবরদস্তি তাহাদের থানায় লইয়া যান। ডেলাইট জ্বালাইয়া আশে পাশে বন্দুকধারী লইয়া তাহাদের চন্দনকিয়ারীর মধ্য দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তাহার পরে উহারা সকলে চলিয়া যান।

ঐ গ্রামে সত্যাগ্রহীরা থাকিয়া দেখিতে পান, বাহির হইতে ট্রাকে করিয়া লোক আনা হইতেছে একজন পাঞ্জাবী আনা হইয়াছে জমিদার মহলে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে।

সত্যাগ্রহীদের সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকুশধ্বজ মাহাত, আয়ু মাহাত শ্রীগোবর্দ্ধন পাত্র, শ্রীধীরেন্দ্র মাহাত, শ্রীদোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী দ্বিপ্রহরে চন্দনকিয়ারী উপস্থিত হন। তাঁহারা উপস্থিত হইতেই অপর পক্ষের কর্ম্মব্যস্ততা সুরু হয়। থানা হইতে সাইকেল যোগে লোক বাহির হইয়া ঘোরাঘুরি করিতে থাকে।

তাহারা উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীর সহিত আলোচনা করিয়া দেখেন যে গ্রামবাসীর সহানুভূতি থাকিলেও বন্দুক প্রভৃতি প্রদর্শন ও অন্যান্য তোড়জোড়ের জন্য ভয় পাইতেছেন। তাঁহারা চন্দনকিয়ারী হইতে দুই মাইল দূরে বীরধামে রওনা হন। মধ্যপথে মাঠের মাঝখানে চন্দনকিয়ারীর জমিদার বাবুদের ৩৪ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা সত্যাগ্রহী ও কর্মীদের দেখিয়া অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে গালাগালি দিতে থাকেন এবং বলেন এখান হইতে ফিরিয়া যাও—গ্রামে আগাইতে দেওয়া হইবে না। কর্মীরা আগাইয়া যান। তাঁহারা বহু প্রকারের ব্যক্তিগত গালাগালি দিয়া বলেন যে আজ তোমাদের হাড় ভাঙ্গিয়া নদীতে পুঁতিয়া ফেলিব। কর্মীরা গ্রামে উপস্থিত হইতে না হইতে জমিদার বাবুরা খুব চেঁচামেচি করিতে থাকেন। দুইজন লোক মদ্যপান করিয়া লাঠি হাতে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা আসিয়া সত্যাগ্রহীদের চারিদিকে লাঠি ঠুকিতে থাকে এবং মারো মারো চেঁচাইতে থাকে। প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া মারিবার জন্য গ্রামবাসীকে ডাকিতে থাকেন।' সভার কথা পূর্ব হইতে জানিয়াও ভীত গ্রামবাসী আগাইয়া আসিতে সাহস পায় না জমিদার বাবুরা চেঁচাইতে থাকেন—মারো শালাদের, পিটো শালাদের, জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দাও—নিকাল যাও হাটাও ইত্যাদি। এই সকল বলিতে বলিতে জমিদার বাবুদের মধ্যে হইতে জন দুই অরুণ বাবুকে ঘাড়ে পিঠে সজোরে ধাক্কা দিতে দিতে গ্রামের বাহিরে লইয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় লাঠিধারী লোকজনে ভর্ত্তি একটী ট্রাক ছুটিয়া আসিল। তাহারা হুড়মুড় করিয়া নামিয়াই চারিদিকে ঘিরিয়া বলিতে লাগিল মারো মারো। ইহাদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন—জন দুই তিন হিন্দিভাষী ভদ্রলোক। ইহাদের সঙ্গে ছিলেন একজন তরোয়ালধারী পাঞ্জাবী। হিন্দিভাষী ভদ্রলোকদের ভিতর একজন অরুণ বাবুর পরিচিত ছিলেন। তিনি অরুণ বাবুকে দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহাদের না মারিয়া ট্রাকে লইয়া চল। তৎক্ষণাৎ ইহাদের জোর করিয়া ট্রাকে তোলা হয়। এবং ধ্বনি দিতে দিতে বিজয়গর্ব্বে চন্দনকিয়ারী স্কুল প্রাঙ্গণে আসিয়া হাজির করা হয়।' তথায় দুইজন ব্যতীত কোনো লোকজন ছিল না। ট্রাকের লোক জন তখন সত্যাগ্রহীদের ঘিরিয়া দাঁড়ায়। সেই পরিচিত হিন্দি ভদ্রলোকটী অরুণ বাবুদের বলেন যে, এখন আপনাদের সামনে মিটিং করিয়া দেখাইয়া দিব—জনতার কেহই আপনাদের সমর্থন করে না। আমাদের চায়। তিনি ট্রাকের লোকজন ও জমিদার বাবুদের সঙ্গে লইয়া মিটিং করিতে সুরু করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গ্রামের জনসাধারণ আসিতে আরম্ভ করিল। তিনি হিন্দিতে বক্তৃতা দিতেছিলেন। হিন্দি জানা দুই চারি জন শিক্ষিত লোক ব্যতীত অপর কাহারও বোধগম্য হইতেছিল না। মাঝে মাঝে তিনি হাত তুলিতে বলিতেছিলেন। জমিদার বাবুদের দেখাদেখি তাহাদের সাঙ্গ পাঙ্গেরা না বুঝিয়া হাত তুলিতেছিল। বক্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন যে সত্যাগ্রহীরা যে সব কাজ করিতেছেন তাহার ফলে সরকারী দমন চলিয়া লোকের

পীড়ন হইবে। খরসোঁয়া হইবে। বীরধামে আমরা সভা করিতে দিলে পুলিশ গুলি চালাইত লোক মরিত দেশের কষ্ট হইত ইত্যাদি। বক্তা সত্যাগ্রহীদের দাবী ও কর্ম্মপন্থার কদর্থ করিয়া বিচারের পক্ষে আবেদন জানান। তাঁহার বক্তৃতার পর অরুণ বাবু বলেন—আপনি বলিয়াছেন, ইহার পর আমি বলিতে চাই। তখন ঐ বক্তা ও জমিদার বাবুরা বলেন না, না আপনাকে বলিতে দিব না। অরুণ বাবু বলেন—জনতার মতামতের কথা যখন উঠিয়াছে তখন বলিতে দিতে ভয় কি? সত্য যাহা তাহাই জয়ী হইবে। তাঁহারা বলেন, বলিতে দিবনা, বলিলে হল্লা করিব।

তখন জনসাধারণের পক্ষ হইতে দাবী করিলেন অরুণ বাবুকে বলিতে দেওয়া হোক। জমিদার বাবুদের পক্ষ বলিলেন, না। তখন জনসাধারণের এক দল দৃঢ়ভাবে দাবী করিলেন উঁহাকে বলিতে দেওয়া হোক। তখন সেই হিন্দিভাষী বক্তা চেঁচাইতে লাগিলেন—দারোগাকে ডাকো, দারোগাকে ডাকো। যাহারা শুনিতে চাহিতেছে তাহারা গুণ্ডা, উহাদের ঠাণ্ডা করো। তখন দুই দলে মহা বিতর্ক লাগিয়া গেল। লোক জন উঠিয়া সোরগোল হইতে লাগিল। জনগণের পক্ষ হইতে দুই এক জন আসিয়া বলিলেন, আপনি আর বলিবেন না—তাহা হইলে গোলমাল হইয়া আমাদের বিপদ হইবে। অরুণ বাবু বলিলেন আপনাদের ক্ষতি কিছুতে হয় ইহা আমরা চাই না—এবং আমরা জানি ইহারা হল্লা করিয়া আমাদের কথা কাহাকেও শুনিতে দিবেনা। এই বলিয়া তাঁহারা পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

সেই হিন্দিভাষী পরিচিত ভদ্র লোকটি অরুণ বাবুর সহিত অনেক দূর গল্প করিতে করিতে আসিলেন। এই সব তাঁহারা কেন করিতেছেন—অরুণ বাবু এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—রাজনীতির জন্য সবই করিতে হয়।

* * * *

সত্যাগ্রহের ৯ম দিবস

১৪ই এপ্রিল ১৯৪৯।

রমাইডি—থানা পুঞ্চা

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীগোবাচাঁদ সিং মহাপাত্র, ২। শ্রীবিভূতিভূষণ সিং মহাপাত্র, ৩। শ্রীমহেশ্বর মাহাত।

বেলা ৪ ঘটিকার কিছু পূর্বে শোভাযাত্রা করিয়া ও ধ্বনি দিয়া সমস্ত গ্রামটি ঘুরিয়া আসিয়া আশ্রমের সংলগ্ন প্রাঙ্গনে বিরাট জনতার সম্মুখে সত্যাগ্রহীগণ সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে দাবীপত্র পাঠ করা হয়। সভায় প্রায় ১০।১২ জন অধুত সত্যাগ্রহী উপস্থিত ছিলেন। কোনও বিক্ষোভকারী উপস্থিত ছিল না। সভার কার্য্য শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হওয়ার পর পুঞ্চা ... জমাদার গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন।

পুয়াড়া—থানা আড়ষা

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীগুরুচরণ মাহাত, ২। শ্রীগৌরচন্দ্র মাহাত, ৩। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত।

সত্যাগ্রহী, গ্রামবাসীগণ ও ১৬ জন অধুত সত্যাগ্রহী সমস্ত গ্রামটি ধ্বনি কীর্ত্তনে করিতে পরিক্রম করিয়া স্থানীয় দুর্গামেলার সম্মুখে জনসভা করে। সাড়ে তিন শতাধিক বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দাবীপত্র পাঠের সময় গ্রামবাসীগণ শান্ত থাকিয়া দাবীর মর্ম্মকথা শ্রবণ করেন। পুলিশ অথবা কোনও বিরোধী পক্ষ উপস্থিত ছিল না। সত্যাগ্রহ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

রালিবেড়া—থানা পুরুলিয়া

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীসর্ব্বেশ্বর মাহাত, ২। শ্রীতারাপদ মাহাত, ৩। শ্রীহরিপদ মাঝি।

সত্যাগ্রহ উপলক্ষে গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক সভাস্থল বনমালা দ্বারা সুসজ্জিত এবং সত্যাগ্রহীগণকে মাল্য ভূষিত করা হইয়াছিল। বেলা ৩টার পর শোভাযাত্রা ও ধ্বনি সহকারে গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া সরস্বতী মেলার সম্মুখে বিরাট জনসভায় দাবীপত্র পাঠ করা হয়। সভায় বহু অধুত সত্যাগ্রহী উপস্থিত ছিলেন। সভা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে থানার জমাদার ও একজন কনেষ্টবল তিনজন সশস্ত্র গুণ্ডাসহ সাইকেলে সভাস্থলে উপস্থিত হয় এবং কিছুক্ষণ পরেই নদীর ধারে চলিয়া যায়। সেইখানে থানার দারোগা কিছু কনেষ্টবল ও কতকগুলি গুণ্ডাসহ বসিয়াছিলেন এবং নদীর অপর পারে একটি ট্রাক দাঁড়াইয়াছিল। সভা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হওয়ার পর দারোগা বাবু কয়েকজন গ্রামবাসীকে ডাকাইয়া সত্যাগ্রহীদিগকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ধমক দেন। তাহাদের পরিধানে সাদা পোষাক ছিল ও সকলেই সশস্ত্র ছিল। দারোগা বাবু গ্রামবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারা বিহারে থাকিবে কি বাংলায় যাইবে? তাহাতে গ্রামবাসিগণ উত্তর দেয় যে তাহারা তাদের গ্রাম রালিবেড়াতেই থাকিবে। দারোগা বাবু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া লোকজনসহ ট্রাকে চাপিয়া পুরুলিয়া অভিমুখে ফিরিয়া যান।

* * * *

সত্যাগ্রহের ১০ম দিবস

১৫ই এপ্রিল ১৯৪৯

গোপালপুর—থানা পুঞ্চা

সত্যাগ্রহী—১। শ্রীরাজেন্দ্র মাহাত, ২। শ্রীবলরাম গোস্বামী, ৩। শ্রীবাদু মণ্ডল।

বেলা ৪টার সময় গোপালপুর গ্রামে নির্ব্বিঘ্নে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামবাসীগণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী বাগদা, লোলাডা, কানড়া, রাহুড়ি, ঘোলকুঁড় প্রভৃতি গ্রাম হইতে বহুলোক সভায় যোগদান করেন। সত্যাগ্রহের সময় জনতার মধ্যে

(২য় পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

শেয়ার হোল্ডারদের তাঁহাদের শেয়ারের দরুণ বাকী টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পুরুলিয়া } পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
১৫।৪।৪৯ } কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি : সমর সিংহ, ছলমী
পুরুলিয়া

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়

তাহার কাজে

নূতন বীমা১৯৪৭ :	১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমা :	৫৫ ,, ৬৩ ,, ,,
প্রিমিয়াম আয় ১৯৪৭ :	২ ,, ৬১ ,, ,,
বীমা তহবিল :	১০ ,, ৫৮ ,, ,,

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

(স্থান পরিবর্ত্তন—৺প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয়ের তামাকের দোকানের পশ্চাতে শ্রীসুগনচাঁদ দাতব্য চিকিৎসালয় রোডের উপরে আসিয়াছে)

এখানে স্কুল ও কলেজের যাবতীয় পাঠ্য পুস্তক, প্রাইজ এবং লাইব্রেরীর উপযোগী সকল প্রকার ধর্ম্মপুস্তক, নাটক, নভেল, খাতা, কলম দোয়াত প্রভৃতি ও খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম, এবং বিস্কুট, উৎকৃষ্ট দারজিলিং চা ও যাবতীয় মনোহারী দ্রব্য খুচরা এবং পাইকারি দরে অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীতারাপদ সরকার
১০।১২।৪৮ ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান
নিবোধত ।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত ।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
২০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই বৈশাখ ১৩৫৬, ২৫শে এপ্রিল ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

কংগ্রেস সভাপতির নিকট শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের পত্র

(১৫ পৃষ্ঠার পর হইতে)

করিতে পারি যে আপনি আমাদের কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা দূরীকরণে সাহায্য করিবেন।

অবস্থা শান্ত করিবার দৃঢ় ইচ্ছা লইয়া কোন নিরপেক্ষ এবং দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি মানভূম পরিদর্শন করিলে বহু-পূর্ব্বেই ইহা সংশোধিত হইতে পারিত। পূর্ব্বের মতই বর্ত্তমানেও ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্ত্তমানে মানভূমে যেরূপ বিপদসঙ্কুল অবস্থা বিদ্যমান, তাহাতেও যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আমরা বিনীতভাবে বলিব যে আমরা যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছি তাহাই যুক্তিযুক্ত।

আমরা আপনার নিকট আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর প্রত্যাশা করি। আমাদের সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আপনি যে মত পোষণ করেন তাহার কারণসমূহ আপনার নিকট হইতে জানিব বলিয়া প্রত্যাশা করিতেছি অথবা আমাদের সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আপনার অভিমতে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকিলে তাহা নিরাকরণ করা হইবে বলিয়া আশা করি। আমাদের অভিযোগসমূহের সম্বন্ধে আপনার পত্রে প্রদত্ত হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্তের পশ্চাতে আমরা যথার্থ ভিত্তি দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করি—যাহা দ্বারা আমরা আমাদের দৃষ্টি কোণ অনুযায়ী, আমাদের অভিযোগসমূহের নিরাকরণের সুযোগ লাভ করিতে পারিব। অবশ্যটি আমাদের সত্বর পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, অন্যথায় আমাদের লক্ষ্য এবং দুঃখবরণের পথে পরিচালিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম ব্যাহত হইবে, যাহা কোনক্রমেই হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং আমাদের উক্ত সংকল্প দয়া করিয়া স্মরণ রাখিয়া আপনি আমাদের অমীমাংসিত অবস্থার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবস্থার গুরুত্ব অনুসারে যত শীঘ্র সম্ভব সহায়তা করিবেন। আমরা মনে করি যে এই পত্র প্রাপ্তির পর এক সপ্তাহ কালের মধ্যে এই পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনার মনোভাব এবং অভিমত আমাদের জানাইতে কোন অসুবিধা হইবে না।

অকারণে অথবা তুচ্ছ কারণে আমরা সত্যাগ্রহীরূপে লাঞ্ছনা এবং উৎপীড়ন সহ্য করিতেছি না। আপনি নিজে যেভাবে অহিংস গণ-আন্দোলনের দ্বারা আমাদের দেশে প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি করেন, ঠিক সেইভাবে এখানে সত্যাগ্রহীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকৃত অহিংস সংগ্রাম চালাইতেছেন। যদি আপনি বাস্তব সত্যগুলি জানিতে পারিবেন, তখন ইহা আপনার নিকট জাজ্বল্যমান হইবে। আপনি তখন সত্যাগ্রহের যৌক্তিকতা নির্ণয় করিতে পারিবেন। সরকারী লোকজন ও কর্ম্মচারীদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে সমাজের দুবৃত্তসমূহের দ্বারা অমানুষিক ও বর্ব্বরোচিত অত্যাচারের সম্মুখে সত্যাগ্রহীরা প্রকৃত অহিংস মনের গঠনের পরিচয় দিতেছেন। সরকারী লোকজনদের দ্বারা সংগঠিত দমন-পীড়ন ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে যে সত্যাগ্রহের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী ছিল এবং দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ, যাহার জন্য অবিরত নিবেদন করা হইয়াছে, তাহা বহু পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল। আজিকার দিনে আপনার নিকট আমাদের প্রশ্ন এই যে আমরা সত্য এবং তৎনিহিত কর্ত্তব্য অনুসরণ করিব অথবা সত্যের সংস্রবহীন অবাস্তব পরিস্থিতি সম্ভূত বন্ধনের নিকট নতি স্বীকার করিব?

আমরা জন-স্বার্থের লক্ষ্যে সংগ্রাম চালাইতেছি। জনঅধিকার রক্ষা এবং আমাদের দেশে প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের এই প্রচেষ্টায় আমরা প্রত্যাশা করি যে আমাদের কংগ্রেস, জনগণের সেই সকল অধিকার বিশ্বস্তভাবে রক্ষণ ও পোষণ কার্য্যে সহায়ক হইবে, যাহার ভার তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য আছে। আমাদের লক্ষ্যের প্রতি অবমাননাকর কোন কিছুর সহিত আমরা আপোষ করিতে পারি, ইহা আশা করা যায় না। আমাদের যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নিকট আমরা সর্ব্বদা নির্দ্দেশ ও সহায়তার জন্য আবেদন জানাইয়াছি, সেই প্রতিষ্ঠান সুযোগ্য সহায়তা দ্বারা আমাদের মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছাইতে শক্তি দান করিবেন, ইহা আমাদের কামনা।

যেহেতু বিষয়টি সর্ব্বসাধারণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ এবং যেহেতু আমার নিকট প্রেরিত আপনার চিঠি সংবাদ পত্রে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, সেইহেতু আমি আশা করি যে আপনার নিকট আমার এই পত্র এবং আপনার পত্রের পূর্ণাঙ্গ নকল প্রকাশের জন্য দেওয়া হইল তাহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না।

তাং ২৫শে এপ্রিল
১৯৪৯।

ভবদীয়—
শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, লোক সেবক সংঘ
পুরুলিয়া।

মুক্তি

সন ১৩৫৬ সাল, ১২ই বৈশাখ

সত্যাগ্রহ ও জনশক্তি

মানভূমে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার পরে জনজীবনে অকস্মাৎ একটা পরিবর্ত্তনের আভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। জীবনের জড়তা, ভয় ও নিশ্চেষ্টতা দূর হইয়া জনসাধারণ যেন তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের নিরাশার মধ্যে একটা ভরসার স্থল দেখিতে পাইয়াছে। তাহাদের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্যে তাহারা সুনিশ্চিতভাবে চলিবার পথ পাইয়াছে।

সত্যাগ্রহ ও সত্যাগ্রহীদের কেন্দ্র করিয়া গ্রামে গ্রামে অপূর্ব জাগরণ সুরু হইয়া গিয়াছে। সত্যাগ্রহীরা যেখানে বাধা পায়, গ্রামের জনসাধারণ তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায়। সত্যাগ্রহীগণের উপর অমানুষিক প্রহার নিপীড়ণ ও অত্যাচার যেখানেই হইয়াছে সেখানেই গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে সমস্ত বিরোধ ভুলিয়া একভাবে সংগঠিত হইয়া সত্যাগ্রহীদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সত্যাগ্রহীরা তাহাদের নির্ভীক, স্বেচ্ছায় দুঃখবরণের পথে জনশক্তিকে সংহত ও সংগঠিত হইবার প্রেরণা দান করিয়াছে। নির্ভীকভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহারা জনশক্তিকে অন্যায়ের প্রতীকারের পথের সন্ধান দিয়াছে। মানভূমের জনগণ গ্রামে গ্রামে তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাহাদের আচরিত আদর্শ ও লক্ষ্যকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছে। নিরাপত্তা আইনকে অমান্য করিয়া তাহারা কেবল জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকারই প্রতিষ্ঠা করে নাই, ইহার প্রভাব জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পড়িয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আত্মবিশ্বাসে জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতির নিকট হইতে 'সত্যাগ্রহ প্রত্যাহারের অনুরোধ পত্র পাইয়া লোক সেবক সংঘ সে সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিবার জন্য সাময়িকভাবে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়াছে। এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত কংগ্রেস সভাপতি ও লোক সেবক সংঘের পরিচালকের পত্রে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতির দ্বারা সত্যাগ্রহের প্রত্যাহার করা হয় নাই। ইহা সত্যাগ্রহের নীতি অনুসারেই সাময়িক বিরাম মাত্র।

মানভূমের লক্ষ লক্ষ জনগণ সত্যাগ্রহীদের নির্দ্দেশে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এই জনগণ শৃঙ্খলাহীন নয়, তাহারা নিয়মানুবর্ত্তী। যে সংগ্রামে ইহারা যোগদান করিয়াছে সেই সংগ্রামের সফলতার জন্য তাহারা যেমন আগাইতে জানে তেমনি প্রয়োজন হইলে থামিতেও জানে। এই অগ্রগতি ও বিরতির মধ্য দিয়া সত্য যথার্থভাবেই আগাইয়া চলিবে। এক অদৃশ্য শক্তি অন্তরালে থাকিয়া ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন। এই সকল পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া হয়তো আরও কঠিনতর পরীক্ষার সময় আসিয়া দেখা দিবে। ইহা উপলব্ধি করিয়া সত্যাগ্রহীরা ও জনগণ আহ্বান মাত্রই সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছেন।

সত্যাগ্রহ যদি ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহা স্বাভাবিকভাবে বিরোধী মিথ্যাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। মানভূম জিলায় অনুষ্ঠিত সত্যাগ্রহ এই সম্পর্কে বিরোধী মিথ্যার শক্তিকে অবিসম্বাদীরূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এই মিথ্যার শক্তি এতদিন ছদ্ম আবরণে জনশক্তিকে বিপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সত্যাগ্রহের ফলে ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতম ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত সমস্ত অসত্যের অনুগামীরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সত্যাগ্রহের আলোকে জনশক্তি আজ সচেতন হইয়া তাহার প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখিতে পাইতেছে। সত্যাগ্রহের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই আজ ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

সত্যাগ্রহের ফলে একদিক দিয়া যেমন মিথ্যা আপনাকে ছদ্মবেশেও গোপন রাখিতে পারে না আর একদিকে তেমনি ইহা সমস্ত সত্যাশ্রয়ীকে আকর্ষণ করিয়া সংহত করে। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী তাহার দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "* * * সত্যাগ্রহী-হিসাবে আমি এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে, যে কোন কাজই হোক না কেন তাহা যদি শুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া করা হয় তবে তাহার ফল, আমাদের দৃষ্টি গোচর হউক বা না হউক—তাহা ফলপ্রসূ হইতে বাধ্য। পরিশেষে অনুরূপ বিশ্বাসের সহিতই আমি ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সত্যাশ্রয়ী আন্দোলন মাত্রই স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই নিজের দিকে সমস্ত প্রকার অকলুষ ও স্বার্থলেশহীন সাহায্য আকর্ষণ করিয়া লয়।"

মানভূমের সত্যাগ্রহের আন্দোলনে মহাত্মাজীর এই অভিজ্ঞতা মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। জনশক্তি ইহা উপলব্ধি করিয়াছে।

সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতির পত্র

সভাপতির পত্র বিবেচনার্থে সত্যাগ্রহ সাময়িকভাবে স্থগিত

গত ২১শে এপ্রিল বেলা প্রায় ১০টার সময় শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের নিকট হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী টেলিগ্রাম পান।

"আপনার নিকট লিখিত কংগ্রেস সভাপতির চিঠি ভুলক্রমে এখানে আসিয়াছে। আপনার নিকট সেই চিঠির নকল ডাকযোগে আপনার নিকট পাঠান হইতেছে। সভাপতি আপনাকে আন্দোলন থামাইতে অনুরোধ করিতেছেন কারণ আপনাদের বিষয়টী বিধান পরিষদের উপদেষ্টা কমিটী এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিবেন।"

অতুল্য ঘোষ
পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর
সম্পাদক।

ইহার পরদিন অর্থাৎ ২২শে এপ্রিল বেলা প্রায় ১২টার সময় শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ দিল্লী হইতে নিম্নিত ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালা বেঙ্কটরাওয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পান। এই টেলিগ্রামটী দিল্লী হইতে ২০শে এপ্রিল করা হইয়াছিল।

"নিখিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটীর পরামর্শে কংগ্রেস সভাপতি আপনাকে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। ভুলক্রমে সেই চিঠিখানি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক অতুল্য ঘোষের নিকট চলিয়া গিয়াছে। আপনার নিকট নির্ভুল ঠিকানা দিয়া আজ চিঠি ডাকে পাঠান হইতেছে।"

কালা বেঙ্কট রাও
সাধারণ সম্পাদক কংগ্রেস

২১শে ও ২২শে এপ্রিল এই দুইটী টেলিগ্রাম পাওয়া যায় এবং ২২শে তারিখের বহু দৈনিক সংবাদ পত্রে অতুল বাবুর নিকট লিখিত বলিয়া কংগ্রেস সভাপতির নিম্নলিখিত চিঠি প্রকাশিত হয়—

"আপনাদের কতকগুলি অভাব অভিযোগের কারের জন্য মানভূম জেলায় আপনারা যে সত্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে আমি ব চাই যে এই বিষয়টী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর উত্থাপন করা হইয়াছে এবং যে সমস্যা হইতেই আপনাদের আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছে—উহা দে সমস্ত দ্বিভাষী অঞ্চলসমূহের সমস্যার অঙ্গীভূত। এ গণপরিষদের উপদেষ্টা কমিটি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমি উভয়েই এ সম্পর্কে অবিলম্বেই বিবেচনা করিবেন বলিয় আমাকে আপনাদের নিকট সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করিতে লিখিতে বলা হইয়াছে। তাই আশা করি আপনারা এই আন্দোলন প্রত্যাহার করিবেন।"

নয়াদিল্লী হইতে ভারতের অন্যতম সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইউ, পি, এই চিঠিখানি সভাপতির সম্পূর্ণ চিঠি বলিয়া প্রকাশ করে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদকের তার, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটীর সম্পাদকের তার ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সভাপতির এই চিঠি দৃষ্টে বিষয় বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের কারণ না থাকাতেও (সভাপতির মূল চিঠি না পাইলেও) এই নূতন পরিস্থিতিতে সমস্ত বিষয়টী বিবেচনা করার জন্য কংগ্রেস সভাপতির অনুরোধ রক্ষা করিয়া সত্যাগ্রহ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। সেই অনুযায়ী ২৩শে এপ্রিল তারিখে চেপুয়া (মানবাজার), রাইডি (বরাবাজার) ও গাগিবুরুতে (পটমদা) যে সত্যাগ্রহ হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা পরিচালকের নির্দ্দেশে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বিষয়টী বিবেচনার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক মণ্ডলীর বৈঠক আহ্বান করা হয়। এবং সত্যাগ্রহ স্থগিত হইল এই মর্ম্মে জেলা কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হয়।

২৩শে তারিখে পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীঅতুল্য ঘোষের নিকট হইতে নিম্নলিখিত চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিখানিতে কলিকাতার তারিখ ১৯শে এপ্রিল ছিল। চিঠিখানি এই :—

কলিকাতা
১৯শে এপ্রিল ১৯৪৯

প্রিয় অতুল বাবু

আমি অদ্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডাঃ পট্টভি সীতারামীয়ার নিকট হইতে মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে একখানা চিঠি পাইয়াছি। ইহার সহিত উক্ত চিঠির একখানা নকল পাঠান হইল। আমাদের নাম এক হওয়ার দরুণ এই ভুল হইয়াছে বলিয়া বোঝা যাইতেছে। আমি ডাঃ সীতারামীয়ার নিকট এই ভুল সম্বন্ধে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছি এবং আপনাকে সোজাসুজি চিঠি লিখিতে অনুরোধ করিয়াছি। যাহা হউক, এই চিঠি খানি আপনাকেই লিখিত হইয়াছে। আপনার পক্ষে যদি এই পত্র অনুযায়ী কার্য্য করা সম্ভব হয় তাহা হইলে ভাল হয়।

ভবদীয়
অতুল্য ঘোষ
সম্পাদক পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক
কংগ্রেস কমিটী

এই পত্রটীর সহিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের নিকট কংগ্রেস সভাপতির লিখিত পত্রের যে নকল পাঠান হইয়াছিল তাহার সহিত সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সভাপতির পত্রের একটু পার্থক্য আছে দেখা গেল। পত্রের শেষের একটি লাইন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত পত্রে শেষের দিকে এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে যে—"তজ্জন্য আশাকরি আপনারা এই আন্দোলন প্রত্যাহার করিবেন" বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দ্বারা প্রেরিত কংগ্রেস সভাপতির চিঠির নকলে ইহার সহিত যে কথা আছে তাহা এই :—"তজ্জন্য আশা করি আপনারা এই আন্দোলন প্রত্যাহার করিবেন **যাহা এইরূপ বিশৃঙ্খলভাবে আরম্ভ করা আপনাদের উচিত হয় নাই।** (Which you should not have undertaken in this haphazard manner)—এই লাইন দেওয়া কথাগুলি সংবাদ পত্রে কংগ্রেস সভাপতির চিঠি বলিয়া প্রকাশিত পত্রে উল্লিখিত হয় নাই।

কংগ্রেস সভাপতির নিকট শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের পত্র

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি,
নিউ দিল্লী।

প্রিয় বন্ধু,

২২শে এপ্রিল, ১৯৪৯, তারিখে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকালা ভেঙ্কটরাওয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত তার আমরা পাইয়াছি :—

"ওয়ার্কিং কমিটির উপদেশানুসারে কংগ্রেস সভাপতি সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করিবার অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিয়াছেন। ভুলক্রমে পত্রটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক অতুল্য ঘোষের নিকট গিয়াছে। নির্ভুল ঠিকানায় অদ্য আপনাকে পত্র পাঠাইতেছি।

পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ২১শে এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীঅতুল্য ঘোষের নিকট হইতেও একটি তার আসিয়াছে। ২২শে এপ্রিল ১৯৪৯ তারিখের পত্রিকাসমূহে ইউ, পি, আই, নিউ দিল্লী কর্ত্তৃক আমার নিকট আপনার প্রেরিত সম্পূর্ণ পত্র বলিয়া আপনার যে পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতকগুলি অংশ ঐ তারের মধ্যে উল্লিখিত ছিল।

তারগুলি পাইবার পর পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত পত্রটিকে মূল চিঠির অবিকৃত অনুলিপি বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম এবং ইহার ফলে এই বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তদনুসারে আমরা উপনীত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতকল্পে তৎক্ষণাৎ এইরূপ প্রাথমিক ব্যবস্থা করি, যাহা মূল চিঠি আসিবার পর আমাদের করিতে হইত। আমরা গতকাল আপনার পত্র পাই নাই। যেহেতু প্রকাশিত পত্রের সত্যতা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না এবং যেহেতু আপনার পত্র প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিবার প্রাথমিক ব্যবস্থা সমূহ করিয়াছিলাম, সেইজন্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত পত্রের সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা কার্যকরী করার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলাম।

সংবাদ পত্রসমূহে প্রকাশিত পত্রটিকে আমরা মূল

চিঠির অবিকল অনুলিপি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। আমরা পত্রটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিয়াছি। ইহা হইতে বিষয়টীর সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় নাই। আপনার দিক হইতে এ বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। চিঠিতে আপনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার মধ্যে আমাদের বক্তব্য, স্থিতি ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্বন্ধে কি স্থান দেওয়া হইয়াছে—তাহা পরিষ্কার করিয়া জানার দরকার বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম। আমরা যে সমস্যা উপস্থিত করিয়াছি তাহা যথার্থভাবে উপলব্ধি করা হইয়াছে কি না ইহা বুঝিবার আবশ্যকতা আমরা বোধ করিয়াছিলাম। তবুও ইহার মধ্যে সমাধানের চেষ্টার একটা মনোভঙ্গীর আভাস আমরা দেখিয়াছিলাম। তদনুযায়ী আপনার পরামর্শ অনুসারে আমরা ২৩শে এপ্রিল হইতে আন্দোলন স্থগিত রাখিয়াছি। ইহা আমরা আপনার এবং কার্য্যকরী সমিতির অনুরোধের প্রতি সম্মানার্থে এবং আনুগত্যের প্রয়োজনে করিয়াছি—সত্যের সহিত সংঘর্ষ না ঘটিলে কংগ্রেস জন হিসাবে যাহা করা প্রতিনিয়ত আমাদের কর্ত্তব্য। অধিকন্তু সত্যাগ্রহী হিসাবে সমাধানের প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনেও আমাদের পরিষদ কর্ত্তৃক আপনার চিঠি বিবেচনা করিবার জন্য আমরা আন্দোলন স্থগিত রাখিয়াছি। সত্যাগ্রহ স্থগিত করিবার পরে আমরা আমাদের পক্ষ হইতে যখন একটী বিবৃতি প্রকাশ করিবার কথা ভাবিতেছিলাম তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক দ্বারা প্রেরিত আপনার মূল চিঠির একখানা সঠিক নকল আমরা পাইলাম। সেই চিঠিতে একেবারে শেষের দিকে যে লাইনটী আমরা দেখিলাম তাহাতে পত্রে লিখিত সমস্ত বিষয় বস্তুর রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সংবাদ পত্রে এই কথা কয়টী প্রকাশিত হয় নাই। উল্লিখিত কথাগুলি যোগ করিয়া সম্পূর্ণ লাইনটী এই হয়—এইরূপ বিশৃঙ্খলভাবে আন্দোলন আরম্ভ করা আপনার উচিত হয় নাই। সুতরাং আমি আশা করি যে আপনি এই আন্দোলন প্রত্যাহার করিবেন।

এই লাইনটীতে চিঠির সমস্ত ভাবটাই অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। আমরা ইহাতে খুবই দুঃখিত হইয়াছি এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই আমরা বলিতেছি যে বিচারাধীন বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নেই যে রায় দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমাদের যে মহান প্রতিষ্ঠানের নিকটে বিশ্বস্ত সেবকরূপে আমরা মাসের পর মাস সাহায্যের জন্য গিয়াছি তাহারই সম্মানীয় সভাপতি আমাদের পক্ষ হইতে কি বক্তব্য আছে তাহা না শুনিয়াই আমাদের উপর যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা আরও বেশী দুঃখের বিষয়।

আপনি 'বিশৃঙ্খল রূপ' বলিতে কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ আপনার একথা বলা চলে না যে আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়াই ইহা আরম্ভ করিয়াছি। গত এক বৎসর ধরিয়া মাসের পর মাস আমরা যে অবিরাম নিরবচ্ছিন্নভাবে আবেদন নিবেদন করিয়াছি, আপনার অফিসেই তাহার রেকর্ড রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কোন প্রকার প্রতিকার, সাহায্য, অথবা পরামর্শ পাই নাই। সারা বৎসর ধরিয়া আমরা বহুবার মন্ত্রী, কংগ্রেস নেতা, কংগ্রেস কর্ম্মকর্ত্তা এবং বহু নিখিল ভারত নেতৃবৃন্দের নিকট অভিযোগ জানাইয়াছি। সাহায্য এবং পরামর্শত দূরের কথা, তাহাদের হস্তক্ষেপ করিতে ও সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করিয়াও আমরা কোন উত্তরই পাই নাই। এই সব ব্যাপারের পরেও আপনি কি বলিতে চাহেন যে আমরা বিশৃঙ্খলভাবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি?

দ্বিতীয়তঃ আমরা যে যথেষ্ট কারণ এবং জরুরী অবস্থা না থাকা সত্ত্বেই সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি তাহাও নিশ্চয়ই আপনি বলিতে চাহেন নাই। কারণ আমরা আপনার নিকট যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দাখিল করিয়াছি তাহাতেই আপনাকে জানান হইয়াছে যে—কি জরুরী অবস্থার জন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহা সুরু করিবার জন্য কী সব যুক্তিযুক্ত কারণ রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত আপনি আমাদের একটী অভিযোগও বা বিষয় বস্তু অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু না জানিয়াই যে আপনি আমাদের অভিযোগগুলি নাকচ করিয়া দিয়াছে

(১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মানভূম সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্য্যায়

গত ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল সোমবার পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে, যাহারা সত্যাগ্রহ করিয়াছেন এবং লোক সেবক সংঘের কর্মী ও ব্যবস্থা পরিষদের এক সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে। লোক সেবক সংঘের পরিচালক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। সত্যাগ্রহের জনক সত্যাগ্রহীর গুরু জনগণের তথা বিশ্বের পথ প্রদর্শক মহাত্মা গান্ধীর চির অবিস্মরণীয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের প্রাণের আন্তরিক ভক্তি জ্ঞাপন করিতেছি। তাহার আদর্শের আহ্বান যেন আমাদিগকে যথার্থরূপে পরিচালিত ও শক্তি দান করে। সত্য এবং অহিংসার শক্তিতে দেশগঠনের পথে স্বরাজ সাধনার যে মহান স্বপ্ন পূর্ণ করিবার জন্য তিনি দেশের কাছে রাখিয়া গিয়াছেন তাহার উদ্‌যাপনে আমরা যেন আমাদের কর্ত্তব্য যথাশক্তিতে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি। তাঁহার কর্ম্ম জীবনের সাধনা যেন আমাদের ব্যক্তি জীবনের পথ প্রদর্শক হয়। গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথই বিশ্বের শান্তির ও মুক্তির পথ। মানভূমের জনগণের সমাজ জীবনে সত্য ও অহিংসার আদর্শ স্থাপনা লক্ষ্যই আজ কর্মীদের সম্মুখে। এই সম্মেলন কর্মীদের সেই দায়িত্ব স্মরণ করাইতেছে এবং দৃঢ়তার সহিত সেই পথ অনুসরণ করিতে সংকল্প গ্রহণ করিতেছে।

সভাপতি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

২। ভারতের সর্বজনমান্য কংগ্রেস নেত্রী বিশ্বের অন্যতম বিদুষী সরোজিনী নাইডুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।

সভাপতি দ্বারা উত্থাপিত।

৩। আমাদের প্রথম পর্য্যায়ের সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইল। এই কার্য্য কালের বিভিন্ন নিপীড়ন ও অত্যাচারের ভিতর দিয়া জেলার জনগণ যে সাহস সংযম এবং শৃঙ্খলা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—শান্তি-খানা ...র যে দৃঢ় মনোভাব তাহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে—কঠোর কর্ত্তব্য পালনের সময় সত্যাগ্রহীদের অনুরোধে জনগণ যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন—তজ্জন্য এই সম্মেলন জনগণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছে। জনসাধারণ এই মনোবল লইয়া বিপদের মধ্যে সত্যাগ্রহীদের সহায়তা দান করিতে যে অকুণ্ঠ আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য এই সম্মেলন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

প্রস্তাবক্—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

সমর্থক্—ভজহরি মাহাত।

৪। দেশের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মহোদয়গণ এই সত্যাগ্রহের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিতেছেন। তাহারা সর্বপ্রকার সহায়তা দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানসমূহ ও মহোদয়গণের প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রঃ বিভূতি দাস গুপ্ত

সঃ পরিক্ষীত মাহাত।

৫। সত্যাগ্রহের কর্ম্মকে ব্যাহত করিবার জন্য আজ মানভূমে যে সকল অন্যায় ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা হইতেছে—দুঃখের বিষয় সেগুলিকে সংগঠিত করিবার মূল দায়িত্ব কংগ্রেসী সরকারের স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের কংগ্রেসী সরকার এবিষয়ে যে মনোভাব লইয়া চলিয়াছেন তাহাতে এই সকল অন্যায়ের পূর্ণ দায়িত্ব আজ সরকারের উপর বর্ত্তিত হইয়াছে। জনগণের নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকার রক্ষার মহান দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহারা সমাজ বিরোধী শক্তিসমূহকে সংগঠিত করিয়া জনগণের জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে, এবং ইহার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা এই সম্মেলন অনুভব করিতেছে।

প্রঃ সত্যকিঙ্কর মাহাত

সঃ চিত্তভূষণ দাস গুপ্ত, নীরদ বরণ চৌবে।

৬। মানভূমে সত্যাগ্রহী ও জনগণের উপর ... চার চলিয়াছে। ইহা দেশবাসীর নিকট দুঃ... দেখা দিয়াছে। সত্যাগ্রহের ব্রত ও উ... ...গাংখ্যক

জন্য আমরা তথা মানভূমের জনগণ ইহাঁকে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই দুঃখবরণের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেশের অন্যান্য স্থানেও অহিংস মনোভাবের এই আবহাওয়া অক্ষুন্ন রাখিয়া দেশবাসী আমাদের কর্ম্মকে শক্তিশালী ও আমাদের লক্ষ্যকে সফলতর সহায়তা দান করিবেন—ইহাই এই সম্মেলন আশা ও কামনা করিতেছে। দেশের কোন স্থানে প্রতিক্রিয়াবশে কোন বিঘ্ন ঘটিয়া ন্যায়ের পক্ষে যাহারা রহিয়াছেন—তাহাদের যেন কোনক্রমে দোষযুক্ত না করে ইহার দায়িত্ব এবং সতর্কতা দেশের সকল লোকের উপর রহিয়াছে। এই সম্মেলন এবিষয়ে দেশবাসীর নিকট বিশেষ আবেদন জানাইতেছে।

প্রঃ জীমূতবাহন সেন

সঃ জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

৭। আমাদের জনমুক্তি আন্দোলন তথা সত্যাগ্রহের কর্ম্মকে যে সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আন্তরিকতার সহিত সমর্থন ও প্রচারে সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের কাজে তাহারা শক্তি দান করিয়াছেন। যে অহিংস ও সর্বভারতীয় দৃষ্টি লইয়া আমরা চলিবার পথে ব্রতী হইয়াছি তাহাকে সম্যক দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া আমাদের ও দেশের কাজকে অগ্রসর করিতে তাহারা সহায়ক হইবেন—সম্মেলন এই বিশ্বাস ও কামনা করিতেছে।

প্রঃ যতীন্দ্রনাথ মাহাত

সঃ রেবতী কান্ত চট্টোপাধ্যায়।

৮। মাদারীপুরের শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মানভূমের সত্যাগ্রহের দাবী পুরণ কল্পে কলিকাতায় আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। মানভূমের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম ও তাহার জনগণের প্রতি আন্তরিক [illegible] ও সহানুভূতির জন্যই তিনি এই [illegible] পথ বরণ করিয়াছেন। তজ্জন্য এই সম্মেলন [illegible]রিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। [illegible] উদ্বেগ সহকারে এই সম্মেলন তাহাকে

আন্দো[illegible] এই লা[illegible] গিয়াছে। আ[illegible]

অনশন ব্রত পরিত্যাগ করিতে সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছে। তাহার এই বিপদজনক দুঃখবরণ আমাদিগকে কাজের পথে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিবে। তাহার সহানুভূতিই আমাদিগকে বল দিবে। তজ্জন্য তাহাকে শীঘ্র অনশন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে।

প্রঃ মথনচন্দ্র মাহাত

সঃ শৈলবালা দেবী।

৯। পাটনার তথা বিহারের কতকগুলি ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় জেলার সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠানের সংবাদ বিকৃতরূপে প্রকাশিত করিয়া বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রচার আরম্ভ করিয়াছে।

সেই সংবাদগুলি সম্পূর্ণরূপে অসত্য বিবরণে পূর্ণ করা হইয়াছে। দায়িত্বশীল সংবাদপত্রে অসত্য সংবাদ পরিবেশন দ্বারা নিতান্তই অসমীচীন কার্য্য হইতেছে। এই সংবাদগুলি ভ্রান্ত, অসত্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে ইহার প্রতিবাদ জানাইতেছে।

প্রঃ সত্যকিঙ্কর মাহাত

সঃ বিভূতি দাস গুপ্ত

১০। আজ আমাদের এই সম্মেলনের অবকাশে পুনর্ব্বার আমরা আমাদের কর্ম্মনীতি বিষয়ে কতকগুলি অভিমত পরিষ্কাররূপে জ্ঞাপন করিতেছি।

মানভূমের জনগণের উপর প্রাদেশিকতা ও শ্রেণীবোধের প্রেরণায় অবিচার অনুষ্ঠিত হইলেও আমরা যে জনগণের অধিকার রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছি—তাহা কোনও প্রাদেশিক মনোভাবের প্রতিক্রিয়া বশে নহে মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ভারতীয় নাগরিকের অধিকার রক্ষার দৃষ্টিতেই আমরা অন্যায়ের প্রতিরোধে অগ্রসর হইয়াছি। যে কোনও লোকের মৌলিক অধিকারসমূহ (যথা নিরাপত্তা, সুযোগ সুবিধা, শিক্ষা ও মাতৃভাষার অধিকার প্রভৃতি) রক্ষার প্রেরণাতেই আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের আচরিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াইতে হইয়াছে। কংগ্রেস তথা কংগ্রেস গঠিত শাসন বিধির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য লইয়াই আমরা কংগ্রেস শাসন বিধান সহায়তায় যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হই-

তেছে তাহারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি। আমরা আমাদের কার্য্যের দ্বারা কংগ্রেসের শক্তি ও সংহতি রক্ষার কার্য্যকেই শক্তিশালী করিতেছি। আমাদের নিজেদের কংগ্রেসের ভিতর যে ধ্বংসমুখী বৃত্তি দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারে ইহা আমাদের আত্মশুদ্ধির ব্রত বলিয়া আমরা অনুভব করিয়াছি। কোনো ভাষা বা কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনোভাবে সংগ্রাম হইতেছে ইহা আমাদের কল্পনারও অতীত। ভারতের প্রত্যেক ভাষাভাষী আমাদের আপন জন—এই সত্যের দৃষ্টি হইতে কোনো অবিচার আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অন্যায়কারী প্রাদেশিকতার অবলম্বনে অন্যায় করিতে পারে তাহার অন্যায়ের জন্য তাহার সমস্ত সমভাষীর প্রতি দোষারোপ করিবার মত অবস্থা কখনো আমাদের ঘটে নাই। হিন্দীকে অবলম্বন করিয়া জেলায় যে অন্যায় হইতেছে তাহারই প্রতি আমাদের অভিযান, হিন্দীর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান হইয়াছে ইহা মনে করিবার কাহারও কখনো অবকাশ ঘটে নাই। রাজনৈতিক প্রয়োজনেই আজ আমাদের প্রতি এই দোষারোপ জানিয়া বুঝিয়াই করা হইয়াছে। উর্দ্দু মিশ্রিত হইয়াই হউক আর সাংস্কৃতিক রূপেই হউক এই হিন্দী একদিন রাষ্ট্রভাষার অঙ্গরূপে বিরাজ করিবে। আমরা ইহাকে গৌরবের সহিত এবং উপযোগীতার দৃষ্টিতে বরাবর দেখিয়াছি। আমরা আমাদের জেলার গঠনমূলক কর্ম্মের প্রচেষ্টায় ইহার প্রসারে যত্ন গ্রহণ করিয়াছি। জেলায় রাষ্ট্রভাষারূপে ইহার শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তনের গৌরব আমাদের সংঘের কর্ম্মীরাই করিতে পারে। কিন্তু হিন্দীভাষার নামে ব্যভিচার, হিন্দীকে সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন—ইহাতে রাষ্ট্রভাষার উদ্দেশ্যকেই বিনষ্ট করা হইতেছে। ইহা কখনো সহ্য করা চলিতে পারে না।

ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক পুনর্গঠনের নীতি অনুসা[illegible] ইহ[illegible] আমরা বঙ্গভুক্তির জন্য আন্দোলন করিতেছি ব[illegible] দি[illegible] হইতেছে। কংগ্রেস নির্দ্দেশিত নীতির উপযোগী[illegible] অস[illegible] আমরা বিশ্বাস করি ও আনুগত্যের দিক দিয়া ইহার প্রতি[illegible] আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি[illegible] কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিয়াছি যে কংগ্রেসের নীতির [illegible]

প্রয়োগ করার দায়িত্ব যে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের উপর তাহারা যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সহিত তাহা পালন করিবেন। এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ক্ষুন্ন হইতে পারে এমন আন্দোলনের দ্বারা প্রতিযোগীতা ও তিক্ততা না করিয়া শান্তির সহিত প্রতিষ্ঠানগত সংহতির পথই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে ইহাই আমাদের মত এবং আমরা এইভাবেই বরাবর বলিয়াছি। কিন্তু জনগণের কল্যাণের জন্য ও অগ্রগতির জন্য যে নীতি রচিত হইয়াছে যথার্থরূপে তাহার প্রয়োগ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য যে অসত্য ও অন্যায় সৃষ্টি করা হইতেছে—জনগণের কল্যাণ ও সত্যের প্রয়োজনে তাহার প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আমরা উপলব্ধি করিয়াছে। ভাষার ভিত্তির নীতির লক্ষ্যে আমাদের দিক দিয়া আন্দোলন করা দূরে থাকুক অন্যপক্ষে ইহারই লক্ষ্যে যে অন্যায় পরিস্থিতি রচনা করিয়া বিহার সরকার কর্ত্তৃক যে ভয়াবহ আন্দোলন চালানো হইতেছে আমরা তাহারই প্রতিকার সন্ধান করিতেছি। এ বিষয় লইয়া যে তিক্ততা সৃষ্টি করা হইতেছে তাহারই নিরসনের প্রচেষ্টাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কাম্য। অনির্দ্দিষ্ট অবস্থার অবকাশে শাসন শক্তির সুযোগ লইয়া সত্য অবস্থাকে বিকৃত করিয়া কাহারও আপন উদ্দেশ্যে জনগণের ক্ষতি সাধন করিতে থাকিলে তাহার প্রতিরোধ আমরা চাই।

জেলার জীবনে যে এক বিশৃঙ্খল বিভ্রান্তিময় অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাকে দূর করিতে আমরা জনমত গঠনের সঙ্গে অগ্রসর হইয়াছি। জনমত গঠনের কাজে বৃহত্তম বা[illegible] বাধা আমাদের জেলায় রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে [illegible]মরা সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিয়াছি। জনমত গ[illegible]প্রকার [illegible]যোগ লাভের জন্য এই সংগ্রামের ভিতর দিয়া [illegible] এক অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি জেলাবা[illegible] সিপা[illegible] জাগ্রত হইতেছে জনমত গঠনের ভিতর দিয়া আম মিটিং [illegible]র্ত্তমানের অন্যায়ের প্রতিকারের প্রচেষ্টা ও কংগ্রে[illegible] গান্ধীজীর আদর্শে জনজীবন গঠনের প্রচেষ্টার পথে [illegible]রা অগ্রসর হইতেছি। উপরোক্ত মনোভাবসমূহ লইয়া এই কর্ম্ম লক্ষ্যে চলিবার জন্য এই সম্মেলন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম তালিকা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

প্রঃ অরুণচন্দ্র ঘোষ

সঃ বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত।

কে[illegible]র

গোংশাক

কর্মতালিকা

প্রথম পর্য্যায়ের সত্যাগ্রহের পর বিগত ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল পুরুলিয়ায় সত্যাগ্রহী সম্মেলনে পরবর্ত্তী কর্ম্মতালিকা গৃহীত হইয়াছে। প্রথম পর্য্যায়ে ব্যাপক ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের জন্য যে কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করা হইল তাহা ব্যাপক ক্ষেত্রের কর্ম্মতালিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে তীব্রতর কর্ম্মব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্যাপক ও বিশেষ ক্ষেত্র উভয়েই সত্যাগ্রহ চলিতে থাকিবে। বিশেষ ক্ষেত্রে অধিকতর সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে। নূতন নূতন সত্যাগ্রহীর দ্বারা এই অনুষ্ঠানগুলি পরিচালিত হইবে।

দিন কতকের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত হইলেও নিয়মিত-ভাবে ইহাকে বিচারের দৃষ্টিতে রাখিয়া ইহা পরিচালনা করা হইবে।

অধুত সত্যাগ্রহীর দলও বিভিন্ন কর্ম্মতালিকা লইয়া ধারাক্রমে গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ করিয়া চলিবেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় দুইশত অধুত সত্যাগ্রহী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহাদের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

৭ জন করিয়া দলগুলি গঠিত হইয়াছে। দলগুলির মধ্যে ১৫টি দল একটি বিশেষ ক্ষেত্রের কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

একটি বিশেষ কার্য্যকালের জন্য এই কর্ম্মধারা ও তদনুযায়ী কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করা হইয়াছে। কয়েকদিন অন্তর এই কর্ম্মতালিকার অংশ প্রকাশিত হইবে।

যে কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করা হইল তাহার কার্য্যকালের পর সত্যাগ্রহীগণ পুনরায় সম্মিলিত হইয়া—নিজেদের ক্ষেত্র ও কাজের পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার পরবর্ত্তী কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিবেন। যে সকল স্থানে নূতন সত্যাগ্রহীগণ সত্যাগ্রহ করিবেন তাঁহাদের তিন দিনের কর্ম্মতালিকা এই :—

সত্যাগ্রহের কার্য্যসূচী

২১শে এপ্রিল

গ্রাম	থানা
১। নিমডি	চাণ্ডিল
২। আদাবনা	বরাবাজার
৩। লাকা	বরাবাজার

২২শে এপ্রিল

১। বান্দান	বরাবাজার
২। রাঙ্গাঁগড়া	„
৩। নিশ্চিতপুর	„

সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ

দিকে দিকে অহিংসপন্থী সত্যাগ্রহী[...]দের বিপুল অভিযান। শান্তিকামী সত্যাগ্রহীদের নীরবে দুঃখ বরণে গ্রাম[...]সীগণের আন্তরিক সহানুভূতি।

সত্যাগ্রহে[...]১২শ দিবস

২১শে [...] ১৯৪৯।

সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রথ[...] অদি[...] অগ্র[...] কা[...] [...]ভূমের তিনটি গ্রামে সত্যাগ্রহ।

নিমডি—থানা চাণ্ডিল

অদ্য ২১।৪।৪৯ তারিখ বেলা ১০টার সময় গ্রা[...] আ[...] এই ধ্যেস্থলে সত্যাগ্রহীগণ সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান কর[...]। [...] গিয়াছে। অসম্বর নন্দী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেব দুর্ল্লভ [...] এখানে সত্যাগ্রহের দাবী পাঠ করেন। নিমডি

[...]র আসেপাশের গ্রামের লোকও সত্যাগ্রহের [...] হইয়া[...]ঠের সময় উপস্থিত ছিলেন। লোক সেবক স[...] আমাচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ তথায় উপস্থিত ছিলেন। [...]কানও গোলমাল হয় নাই। বিরোধী পক্ষের [...]ক গ্রামের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। [...]ল আসিতে তাহারা সাহস করে নাই।

লাকা—থানা বরাবাজার

সময় ৫॥০টা

সত্যাগ্রহী—(১) নাথু মাহাত (২) বিষ্ণু মাহাত (৩) ত্রিলোচন মাহাত।

৩টার পর হইতেই খুব বৃষ্টি হইতে থাকে। তথাপি সেই বৃষ্টির মধ্যে সত্যাগ্রহীগণ ও গ্রামবাসীরা ধ্বনি দিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করে। পরিশেষে গ্রামের মধ্যস্থলে জনসভায় দাবী পাঠ করিয়া সত্যাগ্রহ করা হয়। ভীম মাহাত, হীরু সিং সর্দ্দার প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সভায় কোন পুলিশ বা কোন কাল পতাকাধারী উপস্থিত ছিল না।

দ্বিপ্রহর হইতেই রামজী সিং একটী জিপে চড়িয়া নিকটস্থ দুই একটী গ্রামে যাইয়া বিরোধীতা করিবার জন্য লোক সংগ্রহ করিতে সুরু করে। স্থানীয় দু একটী গ্রাম হইতে কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া তাহারা গ্রামে আসে এবং আন্দাজ ৩টার সময় কয়েকটী কাল পতাকা লইয়া নিঃশব্দে গ্রামের এক দিকে ঘুরিতে থাকে। জমাদার (পোষাক পরিহিত) থানা ওয়েলফেয়ার অফিসার প্রভৃতি ইহাদের সঙ্গে ছিল। ফরেষ্ট গার্ড ইহাদের সঙ্গে ছিল। এই সমস্ত হাঙ্গামাকারীগণ মিটীংএর অপেক্ষায় গ্রামের প্রান্তে বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। পাশাপাশি গ্রামের এই সমস্ত লোকের লাকা গ্রামের অধিবাসীদের [স]হিত বরাবরই সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। গ্রামের লোক তাহা[দে]র ব্যাপার বুঝাইয়া বলিলে তাহারা সকলে চলিয়া যায়, [এ]কটী লোকও থাকেনা। রামজী সিং ও জমাদার প্রভৃতি [ব্য]াপার বুঝিয়া পূর্ব্বেই সিঁদরীর দিকে চলিয়া যায়। [ত]াহারা এই কথা বলিয়া যায় যে বান্দানে খেড়িয়াদের [...] করিয়া মদ খাওয়াইয়া সত্যাগ্রহীদের দেখিয়া লইবে।

[আ]দাবনা—থানা বরাবাজার

সত্যাগ্রহী—(১) ভীমচন্দ্র মাহাত (২) যতীন্দ্রনাথ [মা]হাত (৩) শশধর মাহাত।

অদ্য ২১।৪।৪৯ তারিখ বেলা ৩টার সময় আদাবনা [গ্রা]মের ধানিরাদী ঠাকুর বাড়ীর সম্মুখে এক জনসভা করিয়া [ভ]ীমচন্দ্র মাহাত শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত ও শ্রীশশধর [মাহা]ত সত্যাগ্রহের দাবী পাঠ করিয়া সত্যাগ্রহ করে। [ইঁহা]দের সহিত আটজন অধুত সত্যাগ্রহী যোগদান করিয়াছিল। বৃষ্টির মধ্য দিয়াই কাজ চলিতে থাকে। জনতা স্থির হইয়া দাবীর কথা শুনে। সভায় কোনও গোলমাল হয় নাই। দাবী পাঠ শেষ হইলে ধ্বনি দিয়া সত্যাগ্রহানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। অধুত সত্যাগ্রহীদের মধ্যে শ্রীবাউল মাহাত ইঁহাদের নেতৃত্ব করিতেছিল।

বলরামপুরের শ্রীনাথ জয়সোয়াল, শঙ্কর ঠাকুর, সরকারী পোষাকে থানার দু একজন সিপাহী ও চৌকিদার লাঠি ও ধামসাসহ কতকগুলি লোককে বিক্ষোভ দেখাইবার জন্য ভুল বুঝাইয়া আনিয়াছিল—তাহাদিগকে এখানে ভোজ খাওয়ান হইবে বলিয়া আনা হইয়াছিল—কিন্তু আগন্তুকরা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চলিয়া যায়। গ্রামের লোক তাহাদিগকে বুঝাইয়াছিল।

নিশ্চিন্তপুর—থানা বরাবাজার।

সত্যাগ্রহী— (১) রূপ সিং (২) মড়িরাম সিং (৩) গোবর্দ্ধন গরাঞ

বেলা প্রায় ৫টা হইতে বরাহবাজার অঞ্চলের অধুত সত্যাগ্রহী[...]। সত্যাগ্রহীদের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া ধ্বনি দিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করে ও শিব মন্দিরের নিকট জনসভায় উপস্থিত হয়। শ্রীভীমচন্দ্র মাহাত ও রবীন্দ্রনাথ সেনের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়।

সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। অন্যান্য অধুত সত্যাগ্রহীরা যোগদান করেন। সভায় শান্তিপূর্ণভাবে ১২ দফা দাবী পাঠ করিয়া সত্যাগ্রহ করা হয়। গ্রামের জনসাধারণ মনোযোগের সহিত এই দাবীর কথা শোনেন।

দুইজন সরকারী পোষাকে কনেষ্টবল, চারিজন চৌকীদার, বরাবাজারের গোপাল রায় মাড়োয়ারী কতিপয় হিন্দি শিক্ষক ও ছাত্র সভার কার্য্যে বাধা দিবার জন্য নানাপ্রকার ধ্বনি দিতে থাকে। ইতিমধ্যে জোড়ার পূর্ণ চন্দ্র মাহান্তী এই বিরোধীদের সহিত যোগ দেয়। সে একজন সিপাহীর সহিত গ্রামের লোককে বলে যে ইহাদের মিটিং করিতে দিও না, বাধা দাও, গ্রামে থাকিতে দিওনা ইত্যাদি। কিন্তু গ্রামের লোক ইহাতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়া সত্যাগ্রহীদের সমর্থন করে। বিরোধীরা নানা গোলমাল করিয়া সভার কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করে। এই সময় নিশ্চিন্তপুর নিবাসী শ্রীবৈদ্যনাথ মোদক হাঙ্গামাকারীদের বলেন যে—আপনারা এরূপভাবে গো[...]

মাল করিতেছেন কেন এবং সভাস্থ আরও কতিপয় লোক তাহাদিগকে গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া বলে যে সভার কার্য্য শেষ হইলে আপনারা যাহা ইচ্ছা করিবেন। হাঙ্গামাকারীরা চুপ করিয়া চলিয়া যায়।

চৌকীদার ও সিপাহীরা সকলেই সরকারী পোষাকে ছিল।

গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহীদের বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন।

* * * *

সত্যাগ্রহের ১৩শ দিবস

২২শে এপ্রিল ১৯৪৯

বান্ধান—থানা বরাবাজার

সত্যাগ্রহী—(১) হিরুসিং সর্দ্দার (২) গোবর্দ্ধন মাঝি (৩) হরগোবিন্দ মাহাত।

সকাল হইতে গ্রামে সত্যাগ্রহের অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজন চলিতে থাকে। সমস্ত গ্রাম বনমালা দিয়া সজ্জিত করা হয়। সকাল বেলা গ্রামের বহু জনসাধারণ গান ও ধ্বনি প্রভৃতি করিয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবীকে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামে সম্বর্দ্ধনা করে।

বেলা ৪টার সময় আবার একটী বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সত্যাগ্রহীরা গ্রাম পরিভ্রমণ করে। তাহারা সভাস্থলে আসিলে গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহীদের পুষ্পমাল্য দেওয়া হয়। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীগণ দাবী পাঠ করিয়া সত্যাগ্রহ করেন। অতঃপর অন্যান্য অনেকে বক্তৃতা করিয়া সত্যাগ্রহের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। বিরাট উৎসাহের সহিত সভা ভঙ্গ হয়।

কোন হাঙ্গামাকারী বা কালো পতাকার দল সভায় আসে নাই। সভা শেষ হইবার কিছু পূর্বে গ্রামের বাহিরে কালো পতাকা লইয়া কয়েকটী লোক দেখা যায়। কিন্তু তাহারা গ্রামে প্রবেশ করে নাই। ২।১ জন কনেষ্টবল গ্রামে আসিয়াছিল কিন্তু তাহারা গ্রামের অন্য দিকে একটী বাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিল।

এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে বিরাট সাড়া জাগিয়াছে।

রাঙ্গাগড়া—থানা বরাবাজার

সত্যাগ্রহী—(১) কাঁদরু মাহাত (২) মড়িরাম মাহাত (৩) অবনী চ্যাটার্জ্জি।

বেলা ৩টার সময় সত্যাগ্রহীগণ, অধুত সত্যাগ্রহীগণ, থানার বহু কর্ম্মী ও গ্রামের জনসাধারণ শোভাযাত্রা করিয়া সত্যাগ্রহের ধ্বনি দিতে দিতে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। তৎপরে সকলে প্রায় ৫০০ শত জনতা গ্রামের ষোল আনার রাঙ্গাগড়ায় সত্যাগ্রহের জন্য জমায়েত হন। সত্যাগ্রহী অবনীন্দ্র চ্যাটার্জ্জি সত্যাগ্রহের দ্বাদশ দাবী পাঠ করার পর লোক সেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্ম্মীরা দ্বাদশ দাবীর তাৎপর্য্য জনসাধারণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। ধ্বনি দিয়া সত্যাগ্রহ শেষ করিবার পর বরাবাজারের রামজী সিং জঙ্গল বিভাগের ৩।৪ জন কর্ম্মচারী ও থানার জমাদার ২ জন ও সাদা পোষাকে কয়েকজন সিপাহী সহিত গ্রামে পৌঁছে। তাহারা নানা প্রকার ধ্বনি দিতে দিতে সভাস্থলে আসে। কর্ম্মীরা যখন আপন আপন গৃহে যাইতেছিলেন সেই সময় হাঙ্গামাকারীর মধ্যে একজন গোপনে দলের মধ্যে আসিয়া একটি জাতীয় পতাকা লইয়া পলায়ন করে। উপস্থিত জনসাধারণ চোরের মত পতাকা লওয়ার নিন্দাস্বরূপে উক্ত ব্যক্তির হাত ধরিয়া পতাকা ছাড়াইয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইলে সত্যাগ্রহীগণ তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়া থামান এবং বলেন যেহেতু হাঙ্গামাকারীরা চুরি করিয়া পতাকা লইয়াছে সুতরাং গ্রামের কোনভাবে অপমান হয় নাই এবং তাহাদের উত্তেজিত হইবার কোন কারণ নাই। উক্ত রামজী সিং নিকটস্থ বনকাটী আমাগাড়া গ্রামের জমিদার হওয়ায় গ্রামের জনসাধারণকে নানাভাবে প্রলোভন ও ভয় দেখাইয়াও হাঙ্গামাকারীদের দলে আনিতে পারে নাই। গ্রামের জনসাধারণ প্রতি ঘরে বনমালা দেন। সভামণ্ডপ বিশেষভাবে সজ্জিত করেন এবং সত্যাগ্রহী কর্ম্মীগণকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন।

গঠনমূলক কাজে

সবিনয় আইন অমান্যের স্থান

আমি এই গঠনমূলক কার্য্যক্রম পুস্তিকায় আগের দিকে বলিয়াছি যে গঠনমূলক কাজে যদি সমগ্র দেশের সহযোগ পাওয়া যায় তাহা হইলে বিশুদ্ধ অহিংসামূলক প্রচেষ্টায় স্বরাজ পাইবার জন্য সবিনয় আইন অমান্যের প্রয়োগ সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু কোনো দেশ অথবা লোকেরা কদাচিৎ এইরূপ সৌভাগ্য লাভ করে। এই জন্য দেশ দেশব্যাপী অহিংসামূলক কর্ম্মধারায় সবিনয় আইন অমান্যের স্থান কী তাহা জানা আবশ্যক।

ইহার তিনটি নির্দ্দিষ্ট কাজ রহিয়াছে :—

(১) কোনো স্থানীয় অন্যায় নিবারণ করিবার জন্য সফলতার সহিত ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(২) কোনো বিশেষ অন্যায় অথবা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইহা প্রযুক্ত হইলেও, ইহার ফলাফলের জন্য চিন্তা না করিয়াও স্থানীয় জনগণের মনে এই বিষয়ের ভাবনা অথবা অন্তরে প্রেরণা জাগাইবার জন্য আত্মবলিদানরূপে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। চম্পারণের ব্যাপার এই ধরণেরই ছিল। এখানে আইন ভঙ্গ আরম্ভ করিবার সময় উহার ফলাফলের সম্বন্ধে আমি কোনো চিন্তাই করি নাই। শুধু তাহাই নহে সম্পূর্ণরূপে ইহাই মনে করিতেছিল যে জনসাধারণ সম্ভবতঃ উহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবে। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। ইহাকে আমার উপর ঈশ্বরের কৃপা, অথবা জনগণের সৌভাগ্য বলা যাইতে পারে।

(৩) গঠনমূলক কাজে জনগণের পূর্ণ সহযোগ না পাইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্যের প্রয়োগ করা যাইতে পারে যেমন বর্ত্তমানে করা হইতেছে। কিন্তু আইন অমান্যের সুগঠিত প্রয়োগ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ভাগের সমান এবং ইহারই এক অংশ তথাপি বুঝিয়া সুঝিয়াই ইহাকে একটি বিষয়েই মানুষের বলিবার 'স্বাধীনতা' বিষয়েই নিবদ্ধ করা যায়। সবিনয় আইন অমান্যের প্রয়োগ সাধারণ ব্যাপক বিষয়ের জন্য করা যায় না—যেমন, দৃষ্টান্ত স্বাধীনতার জন্য করা যায় না। আইন অমান্যের বিষয় স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে বুঝিবার যোগ্য হওয়া চাই, এবং তাহা প্রতিপক্ষের মানিয়া লইবার ক্ষমতার মধ্যে থাকা চাই। ঠিকভাবে ইহার প্রয়োগ করিতে পারিলে পরিণামে চরম লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছা যাইবে।

সবিনয় আইন ভঙ্গের সম্পূর্ণ ক্ষেত্র এবং উহার দ্বারা যাবতীয় প্রাপ্তব্য সম্ভাবনার বিষয় আমি এখানে বলি নাই। আমি এখানে যাহা বলিয়াছি তাহা গঠনমূলক কাজের সহিত আইন ভঙ্গের সম্বন্ধ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট। উপরের দুই দফার ক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজের আবশ্যকতা ছিল না ও নাই। কিন্তু কেবল স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপায় স্বরূপে সবিনয় আইন ভঙ্গের প্রয়োগ করিলে তাহার ভিত্তির জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইবার এবং তাহারা ঐ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতেছে তাহা সম্যকরূপে জানাইবার জন্য এবং বিচারপূর্ব্ব প্রচেষ্টার জন্য উহার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই প্রকারের সবিনয় আইন অমান্য স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের পক্ষে শক্তি স্বরূপ এবং প্রতিপক্ষের—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে—দ্বন্দ্বে আহ্বান স্বরূপ হইবে। পাঠকগণকে ইহা বুঝিতে হইবে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য আইন অমান্য ব্যাপারে যদি কোটি কোটি জনগণ গঠনমূলক কাজের দ্বারা তাহাদের সহযোগ না দেয় তাহা হইলে উহা কেবল দুঃসাহসেরই পরিচায়ক হইবে, এবং উহা কেবল নিষ্ফলই হইবে না, পরন্তু উহা ক্ষতিকর হইবে।

মোঃ কঃ গান্ধী—বার্দ্দোলী ১৩।১২।৪১

[মহাত্মা গান্ধীর রচনাত্মক কার্য্যক্রম পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত এবং অনূদিত।]

কংগ্রেস সভাপতির নিকট শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের পত্র

(৬ পৃষ্ঠার পর হইতে)

ইহাও আমরা কখনও ধারণা করিতে পারি না। আমরা ইহাও মনে করিতে পারি না যে—আমাদের বিষয়টী বুঝিবার প্রয়োজন বিবেচনা না করিয়াই, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে পক্ষপাতপূর্ণ মতামতের উপর নির্ভর করিয়াই আপনি একটা বিরাট সংখ্যক

লোকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং 'বিশৃঙ্খলভাবে' কথাটী আপনি যে এই অর্থেও প্রয়োগ করেন নাই ইহা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আমরা বলিতে পারি।

তারপরে সত্যাগ্রহের রূপের সম্বন্ধেও বিশৃঙ্খলভাবে কথাটী উত্থাপন করা চলিতে পারে অর্থাৎ ইহা বিচার করা যাইতে পারে যে সত্যাগ্রহ ঠিক নির্দ্দিষ্ট চিঠি অনুযায়ী হইতেছে অথবা বিশৃঙ্খলভাবে হইতেছে কিনা। এখানকার সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আপনার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই সুতরাং আপনি উপরোক্ত কারণের জন্য তাহা বলেন নাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যদি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মারফত আপনার এ বিষয়ে জানিবার সুযোগ হইত তাহা হইলে আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন যে—মহাত্মাজী সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যে সমস্ত নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন সম্পূর্ণ সেই অনুযায়ী এবং সত্যাগ্রহ বলিতে যাহা বোঝায় ঠিক সেই ভাবেই সত্যাগ্রহ পরিচালিত হইতেছে। আপনি যে এই দিক দিয়াও একথা বলেন নাই তাহা কি আমরা মনে করিতে পারি না?

আমাদের সম্বন্ধে যে অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে তাহার কারণ সম্বন্ধে আমাদের জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। অন্যথা আমাদের এই ধারণা লইয়াই বলিতে হইবে যে ইচ্ছা না থাকিলেও আমাদের উপর অন্যায় করা হইয়াছে।

সত্যাগ্রহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর রাও দেওজীর যে আলোচনা হইয়াছিল এখানে তাহার উল্লেখ করা চলিতে পারে। তিনি ১৯৪৮ সালের জুন মাসে, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর তদানীন্তন সভাপতিকে লইয়া যখন পুরুলিয়ায় আসিয়াছিলেন তখন এখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাহার একটা ধারণা হইয়াছিল। তিনি জানেন যে বহুবার আমরা সাহায্যের জন্য আপনাদের দপ্তরে গিয়াছি। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে তাহার সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে—পরিস্থিতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সম্বন্ধে তাহাদের কতগুলি বাস্তব অসুবিধা আছে এবং আরও বলেন যে আমাদের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রতিকার পন্থা গ্রহণ করা সঙ্গতই হইবে। অবশেষে তিনি বলেন যে—আমরা পার্লিয়ামেন্ট বোর্ডের নিকট আমাদের অভিযোগ একবার উ করিতে পারি তাহাতেও যদি কোন প্রতিকার ন তবে সত্যাগ্রহ করা আমাদের পক্ষে আরও বেশী হইবে। বর্ত্তমানে কি এই কথাই বলা যায়না আপনাদের নিকট হইতে প্রতীকার লাভের শেষ চে পরে আপনার দপ্তর ও আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যাপ ঘটিয়াছে তাহাতে আজ মানভূমে আমাদের সত্যাগ্র আন্দোলন আরম্ভ করা আরও বেশী যুক্তিযুক্ত হইয়াছে?

আমরা আপনাদের বহুবার জানাইয়াছি যে অবস্থ কিরূপে শঙ্কটাপন্ন হইতেছে, কংগ্রেস মন্ত্রীদের কার্য্যে জন্য মানভূমে নাগরিক জীবন কিরূপ দুর্বিসহ হইয়াছে যে কংগ্রেস মন্ত্রীদের হাতেই, জনসাধারণের জন্য যা করিতে আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাহাকে কার্য্যব করিবার দায়িত্ব আপনারা অর্পণ করিয়াছেন। ইহ চরম দায়িত্ব আপনাদের। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদিগ বলিতে হইতেছে যে মানভূমে যাহা হইতেছে ত দেখিবার জন্যও আজ পর্য্যন্ত কোন প্রচেষ্টা হয় নাই।

আমাদের অভিযোগে যদি আপনারা বিশ্বাস করি পারেন নাই তবে আপনাদের উচিত ছিল যে, যে গবর্ বিশ্বস্তভাবে তাহার কাজ করিতেছে তাহার সম্বন্ধে অ যোগ আনিবার জন্য আমাদের শাস্তি দেওয়া। আপন কোনটাই করেন নাই। আপনাদের দুইটির মধ্যে কোন একটী করিতে হইবে।

একজন তথাকথিত অত্যাচারিত ব্যক্তিরও ত অভিযোগ শুনাইবার অধিকার আছে। আমাদের অধিকারও নাই। আপনি যদি আমাদের কথা শুনি তবে আমরা মানুষের মৌলিক অধিকারের জন্য, কংগ্রে সম্মান ও সংহতি যাহা ধ্বংশ হইতে চলিয়াছে রক্ষার জন্য, যে লক্ষ্য সাধনের জন্য আপনাদের উ গুলির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং যেজন্য চিরকাল আপ আমাদের সংগ্রাম করিতে শিখাইয়াছেন, তাহার কিরূপে আমরা সংগ্রাম করিতেছি তাহা বুঝিতে তেন। জনসাধারণের প্রতি এবং আমাদের প্রতি উপর যে সমস্ত অন্যায় করা হইয়াছে তাহার সংগ্রাম করিবার জন্য আপনার নিকট হইতে সহা

সূচক সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়াই আশা ছিল। আমরা আপনার নিকট হইতে এরূপ মন্তব্য আশা করি নাই যাহা আমাদের লক্ষ্যকে অবাঞ্ছনীয়ভাবে ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিবে। আমরা বিচারের পরে ন্যায়ের বিধান চাহিয়াছিলাম, বিচারের পূর্বেই দোষী সাব্যস্ত হইতে চাহি নাই। যাহাদের নিকট হইতে আমরা পরিচালনা ও সাহায্যের আশা করি তাহাদের নিকট হইতে কি ন্যায়-বিচারও আশা করা যাইতে পারে না?

অত্যাচারিত ব্যক্তি সর্ব্বদাই পক্ষপাতহীন ব্যবহার পাইবার আশা করে। কিন্তু যখন তাহার বক্তব্য না শুনিয়াই বিনা বিচারে কোন কারণে তাহাকে নিন্দা করা হয়, তখন ইহা নিশ্চিত যে অনিষ্টকারীরা তাহাদের অন্যায় আচরণের অছিলা পায় এবং যাঁহারা নিন্দা করেন অনিচ্ছাকৃত হইলেও তাঁহাদের দ্বারা অনিষ্টকারীরা অধিকতর শক্তিমান হয়। আমাদের দেখা উচিত যে কেহ যেন আমাদের মহান প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই প্রকারের কোন কথা বলিবার সুযোগ না পায়।

যে কোন কারণবশতই হউক, আপনি মানভূমের জনগণের উপর যে সকল অন্যায়াচরণ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। এই সকল অন্যায়ের কথা অভিযোগ পত্রের দ্বারা আমরা আপনাকে জানাইয়াছিলাম এবং সংবাদ পত্রেও হয়ত আপনি এই বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সত্যাগ্রহের প্রতি প্রতিকূলভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়া আপনি ইহা বন্ধ করিতে বলিয়াছেন। অনিচ্ছাকৃতভাবে হইলেও ইহাতে বুঝায় যে, উপায়ন্তর বিহীন হইয়া আমরা প্রতিকারের যে পথ লইয়াছি, তাহা আপনি বন্ধ করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা অন্যায় আচরণ চলিতে থাকার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। আপনার হস্তক্ষেপের মনোভাবের উত্তরে এবং আপনার পত্র আমাদের "পরিষদে" বিবেচনা করার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আমরা সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়াছি। বর্ত্তমানে এই প্রশ্নগুলি ছাড়া আরও একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়াছে,—তাহা প্রল হইতেছে আমাদের সত্যাগ্রহের যৌক্তিকতা সম্পর্কে দিবা আপনার অভিমত পরিষ্কার করিয়া জানা। সত্যাগ্রহকে নিন্দা করার অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে প্রতিকারের অন্য উপায় না থাকিলেও সত্যাগ্রহ করা আমাদের পক্ষে অযৌক্তিক হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক পথে প্রতিকারের উপায় থাকিলে অবশ্যই সত্যাগ্রহের অনুসরণের যৌক্তিকতা নাই। কিন্তু যেখানে প্রতিকারের অন্য কোন উপায় নাই, সেক্ষেত্রে নীতি অনুযায়ী পরিচালিত সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত। সুতরাং দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা কোন প্রতিকার না হওয়ায় নীতি অনুযায়ী সত্যাগ্রহ সুরু করা হইয়াছে অথবা প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাহা উপেক্ষা করিয়া সত্যাগ্রহ করা হইয়াছে—এই প্রশ্ন বর্ত্তমান ব্যাপারের সহিত জড়িত। যদি কোন প্রতিকার না হয় তাহা হইলে মানবতার অবমাননাকর অসহনীয় অন্যায়সমূহের নিরাকরণের জন্য সত্যাগ্রহ অনুসরণ করা বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত, ইহা আমরা বিনীতভাবে জানাইতে চাই। আমাদিগকে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে বলার পূর্ব্বে আমরা উহার সন্তোষজনক কারণ জানিতে চাই। অন্যথায় আমাদের আশঙ্কা যে অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদের কর্মকে বন্ধ করিবার কোন যৌক্তিকতা থাকিবে না। এই বিষয়ে আমরা সভাপতি মহাশয়ের সুস্পষ্ট অভিমত প্রত্যাশা করি।

আমরা অনিশ্চিত কালের জন্য পরিস্থিতিকে এই প্রকারে চলিতে দিতে পারিনা। সুদীর্ঘকাল আমরা তাহা দিয়াছি। বর্ত্তমানে আমাদের একটি পরিষ্কার পন্থা গ্রহণ করা উচিত। যদি আপনি মনে মনে করেন যে আমরা ভুল করিয়াছি, তাহা হইলে সত্বর বিচারপূর্ব্বক আমাদের প্রতি শাস্তি বিধান করুন, এবং আমরা এই বিচার অতি শীঘ্র চাই। কিম্বা যদি আমাদের আনীত অভিযোগ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজনীয়তা আপনারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন তবে অতি শীঘ্র তদন্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহা হইতে প্রমাণিত অন্যায়সমূহের প্রতিবিধান করিতে হইবে। যদি এই উভয়ের কোনটাই নয় করা হয় তবে আমাদের নিজেদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবং ইহা আশা করা যায় না যে আমরা এই সংকটজনক মুহূর্ত্তে নীরব দর্শক হইয়া থাকিব। ইহা অবিবেচনার কাজ হইবে। সুতরাং আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে আশা

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া ঃ
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি ঃ সমর সিংহ, তুলমী
পুরুলিয়া

WANTED

The students passed Steno-typist course, Telegraphy, Assistant Station Master Course, Book-keeping, etc from PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE, PURULIA are asked to inform their address immediately to the Principal for Govt. & Railway Appointments.

"সৈনিক"

সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীমনোরঞ্জন ভাস্কর

১।১, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা ৯

বার্ষিক সডাক মূল্য—৭৷৷০ প্রতি সংখ্যা—৵০

বিজ্ঞপ্তি

শেয়ার হোল্ডারদের তাঁহাদের শেয়ারের দরুণ বাকী টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পুরুলিয়া
১৫।৪।৪৯

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

ওষুধপত্র
ও
অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয়
নানারকম ভালো জিনিষ
সুবিধা দরে
পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
২১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৯শে বৈশাখ ১৩৫৬, ২রা মে ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

বরাভূম সার্কেলের স্কুল সাবইন্সপেক্টার মহোদয় গত ৫।৪।৪৯ তারিখে আমাকে জানাইয়াছেন যে, আপনি সার্কেলস্থ সমস্ত শিক্ষককে সংবাদ দিবেন যেন তাঁহারা আগামী ১০।৪।৪৯ তারিখে ১৯৪৮।৪৯ সালের সাল-তামামীর হিসাব রাষ্ট্রীয় ভাষাতে ফরম পুরণ করিয়া আমার নিকট দাখিল করেন। রাষ্ট্রীয় ভাষা যে কি তাহা আমার জানা নাই। আমরা গত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালাতেই সাল তামামীর হিসাব দিয়া আসিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষাতেই হিসাব দেওয়া আমাদের পক্ষে সুবিধা-জনক। বাঙ্গালাভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় সালতামামীর হিসাব দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

জনৈক শিক্ষক

(২)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমিপেষু

মহাশয়,

১২।৪।৪৯ তারিখে সত্যাগ্রহের দিনে আদ্রা হইতে এক ট্রাক বাহিরের গুণ্ডা আসিয়া বেলা প্রায় ৩টা ৩॥০ টার সময় আমাদের এই সমবায় সমিতির দোকানে (জামকুড়ি মালটিপারপাস) ২০।২৫ জন গুণ্ডা দশরথ পাশীর নেতৃত্বে ডাং, গুপ্তি, তরবারি লইয়া দোকানে ঢুকিয়া কিছু বিড়ি, দিয়াশ্লাই, লং, সুপারি, সাবান ও সুটকেশের মধ্যে রক্ষিত ডান দিকের খাপে কাগজে মুড়া ১৫৫্ এক শত পঞ্চান্ন টাকা ও বাঁদিকের খাপে রক্ষিত ১০্ দশ টাকার নোট ও সুটকেশের মধ্যে রক্ষিত স্কুল কমিটির মিটিং খাতা ও দোকান ঘরে রক্ষিত কতকগুলি মুক্তি পত্রিকা ও একটি ছেলের একটি নূতন বই লইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার ভীম বাবু ও আমি দারোগাকে বলিতে গেলে ভীম বাবুকে টানিয়া লইয়া গিয়া উলঙ্গ করিয়া দেয়। আমাদেরও মারিতে আসিয়াছিল। ইতি—

শ্রীবড়কা মাঝি, শ্রীনবীনচন্দ্র মাঝি, শ্রীলখিরাম মাঝি, শ্রীমোহন মাঝি, শ্রীসহদেব মাঝি, শ্রীহরেকৃষ্ণ মাঝি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মাঝি, শ্রীশম্ভুনাথ মাঝি, শ্রীতারাপদ মাঝি, শ্রীজ্যোতিলাল মাঝি, শ্রীসহদেব মাঝি, শ্রীমঙ্গল মাড্ডি।

(৩)

চাণ্ডিল থানার শ্রীহংসেশ্বর নন্দী জানাইতেছেন যে— ...ণ্ডিলের বিট অফিসার চেলামার ফরেষ্টগার্ড শ্রীঅনাদি ...কে একজন কনট্রাক্টারের সাহায্যে ভীষণভাবে ...করিয়াছে। উক্ত ফরেষ্টগার্ড ফরেষ্ট বিট অফিসারের মৌখিক আদেশ অনুযায়ী সত্যাগ্রহীদিগকে গুণ্ডা লইয়া যাইয়া মারপিট করে নাই বা চুনকালি দেয় নাই। ফরেষ্টগার্ড শ্রীঅনাদি নায়েক টেলিগ্রাম করিয়া ডেপুটী কমিশনার, ডি,এফ, ও এবং কনজার্ভেটারকে জানাইয়াছে।

(৪)

পুরুলিয়া থানার ভাঙ্গাড়া বিজ্ঞাশ্রম হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র শর্ম্মা লিখিতেছেন যে—আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন অথবা অমান্য করিলে প্রকৃতি দেবী আমাদের দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন এবং তাহার নিগ্রহঃ বা গতিরোধ জীবশক্তির বহির্ভূত। কারণ প্রকৃতিই বলবান। আর্য্য শব্দের মূলীভূত অর্থ আমাদের প্রত্যে-কেরই জ্ঞাত হওয়া দরকার। আমরা জানি যে ঋ ধাতু য প্রত্যয় করিয়াই এই আর্য্য শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে ঋ ধাতুর অর্থ কৃষি এবং য অর্থাৎ উদ্ভূত, অর্থাৎ আমরা কৃষক সম্প্রদায় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছি। এক্ষনে আমাদের বৃত্তি কি, তাহা সকলেরই জ্ঞাত হওয়া দরকার। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও কুসীদ এই বৃত্তি চতুষ্ট-য়ই আমাদের বা মানব সম্প্রদায়ের জীবন ধারণের এক-মাত্র উপায়। ইহা জানিয়াও আজ আমরা, বিপর্য্যয় জ্ঞানের আশ্রয় করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া জগতের দ্বারে বহু ঘৃণিত কর্ম্ম দ্বারা উদরান্ন পরিপোষণ করিতেছি, ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে। এই স্থলে রজ্জুতে সর্পভ্রম তুল্য কতকগুলি কর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি। ইহাই বিপর্য্যয় জ্ঞান। যেমন (ক) সন্ধ্যা গায়ত্রী বর্জ্জন, (খ) গাভী দোহন, (গ) শকটারোহন, (ঘ) অভক্ষ ভক্ষণ, (ঙ) পাচকক্রিয়া, (চ) দাস্য বৃত্তি গ্রহণ (ছ) সুরাপান, (জ) মুদির দোকান, (ঝ) কুসীদ ইত্যাদি বহু কর্ম্মের উপর দিয়া আমরা সাংসারিক ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তবু আত্মনির্ভর হইয়া অন্নোৎপাদনের একমাত্র সম্বল হলকর্ষণ ইহাই রজ্জুতে সর্পভ্রম সদৃশ ভীত হইয়া পরিতাগ করি-য়াছি। হে বিপ্রসমাজ আমরা যখনই সমাজ গণ্ডীর মধ্য দিয়া পোষ্যবর্গ পরিবৃত হইয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি, তখনই আমাদের জীবিকোপার্জ্জন বৃত্তাদির উপর বিশেষ লক্ষ্য করিয়া অন্নোৎপাদনেরএক মাত্র সম্বল হলকর্ষণ ইহা; ঘৃণিত জ্ঞানে পরিত্যাগ শাস্ত্রার্থ উদ্দেশ্য বিচার সাপেক্ষ নয় কি? এক্ষণে বিপর্য্যয় জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া জগতের অবস্থা বুঝিয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়া তালে তালে পা দিয়ে চলাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। আধুনিক বেসিক বিদ্যালয়গুলির দিকে সকলেই দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে জগৎকে কিরূপ আত্মনির্ভরশীল হইয়া জীবিকোপার্জ্জন সুশিক্ষা গঠনে মানব জাতীকে শিক্ষাদান করিতেছে। হে পূজ্যাস্পদ গরীয়ান ভূদেবমণ্ডলী আশা করি উল্লিখিত লেখনীর মতদ্বৈধ্য না করিয়া নিঃসঙ্কোচে আত্মনির্ভরশীল হইয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করতঃ বিপ্র সমাজকে মঙ্গল মণ্ডিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

মুক্তি

সন ১৩৫৬ সাল, ১৯শে বৈশাখ

সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য

পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাসে আততায়ীর গুলীতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সর্বাধিক শোচনীয় ঘটনা। দেশ যখন মহাত্মা গান্ধীর সাধনায় বিদেশী শাসনের অধীনতা মুক্ত হইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সমস্ত ক্ষমতা যখন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের হাতে, ভারবর্ষের বিরাট সামরিক শক্তি যখন তাহাদেরই অধীনে, তখন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তাহার প্রার্থনা সভায় এক হিন্দু যুবকের গুলীতে নিহত হইলেন। দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া তিনি ইংরাজের কারাগারে কাটাইয়াছেন, বিদেশে দক্ষিণ আফ্রিকায় জীবনের প্রারম্ভে তিনি একা সেখানে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, নোয়াখালিতে একেলা পদব্রজে গ্রামের পর গ্রাম অরক্ষিত অবস্থায় ঘুরিয়াছেন কিন্তু কেহ তাহাকে মারে নাই। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যখন ভারতের সমস্ত সরকারী শক্তি তাহার চরণতলে অপেক্ষা করিতেছে তখন তাহাকে দেশের শত্রু বলিয়া এক হিন্দু যুবক গুলী করিয়া মারিল।

সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের কল্যাণের জন্য তাহার অভিযান তাহারা তাহাকে বহুক্ষেত্রে পীড়ন করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়-দের কল্যাণের প্রচেষ্টায় সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য লইয়া যখন তিনি অগ্রসর হইতেছেন তখন জনৈক পাঠান ভুল বুঝিয়া তাহাকে ছুরিকাঘাত করে। অস্পৃশ্যতা নিবারণের অভি-যানে ভারতবর্ষে নানাস্থানে তাহার উপর লাঠী চালান হয়, বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ইহা ছাড়া নিন্দা, গ্লানি, অপমান, লাঞ্ছনা, উপহাস, অবিরাম গতিতে তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। একদিক দিয়া রাজশক্তির বিকৃত ও বিরুদ্ধ প্রচার তাহার নীতি ও কার্য্যকে পৃথিবীর নিকট ক্ষতিকর প্রতিপন্ন করিবার ও অন্যদিকে তাহারই দেশবাসীর মধ্যে একশ্রেণী তাহাকে হেয় প্রমাণ করিবার নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছে।

তাহার সাম্প্রদায়িক মিলন সাধনের নীতিকে এক শ্রেণীর হিন্দু, হিন্দুর স্বার্থ বিরোধী, আর এক শ্রেণীর মুসলমান, মুসলমান স্বার্থ বিরোধী বলিয়া প্রচার করি-য়াছে। তিনি কিন্তু অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার সত্যের পথে একা চলিয়াছিলেন। যাহা সত্য বলিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও একমাত্র তাহাকেই তিনি গ্রহণীয় বলিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

মানভূমে আজ যাহারা সত্যাগ্রহ করিতেছেন গান্ধী-জীর জীবনের এই আদর্শই তাহাদের প্রেরণা ও পথ প্রদর্শক। আজ রাজশক্তি ও কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতির শক্তির সহিত দেশের অকল্যাণকারী শক্তি যুক্ত হইয়া এই সত্যাগ্রহের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীকে চরম মিথ্যা প্রচার দ্বারা বিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে। হিংসার অভিযান দ্বারা সত্যাগ্রহীদের দমন করিবার প্রয়াসে কোন উপায়ই তাহারা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছে না। ইহা সেই গবর্ণমেন্টেরই দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে যে কংগ্রেস গবর্ণমেন্টকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মানভূমের আজিকার সত্যাগ্রহীরা তাহাদের বুকের রক্ত দান করিয়াছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে ইহা অবাঞ্ছণীয় হইলেও ইহা অসাধারণ নয়। গান্ধীজীর জীবনের শিক্ষায় ইহাই দেখা যাইতেছে এবং এই অবস্থার পরিবর্ত্তণের সাধনাই সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য বলিয়া তাহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে।

গান্ধীজী ন্যায়ের সংগ্রামের গতির পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে ন্যায়ের পক্ষকে কতকগুলি অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। অবহেলা, উপহাস, মিথ্যা প্রচার, ভয় ও প্রলোভনের মধ্য দিয়া এইরূপ সংগ্রামকে স্বাভাবিক ভাবেই চলিতে হয়। যাহারা দৃঢ়চিত্ত তাহারা সমস্ত উপেক্ষা করিয়া চলে এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করে। আজ মানভূমে সত্যাগ্রহীদের এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও কঠোরতর অবস্থাকে বরণ করিতে হইবে।

সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে যে সমস্ত স্থান হইতে যে সমস্ত মিথ্যাপ্রচার হইতেছে তাহা দ্বারা ইহাকে ব্যাহত করিবার প্রয়াস ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। সত্যাগ্রহ ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা নিজের ন্যায়ের শক্তির উপর নির্ভর করে,

বাহিরের শক্তি নিরপেক্ষ হইয়াও ইহা চলিতে পারে। এই জন্যই একজন মাত্র সত্যাগ্রহীও সমস্ত পৃথিবীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কুণ্ঠা বোধ করে না। অনুষ্ঠিত সত্যাগ্রহ যদি বাস্তবিকই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সমস্ত পৃথিবীর মিথ্যা প্রচারও তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারে না। প্রকৃত সত্যাগ্রহী সূর্য্যের মত স্বীয় আলোকে উদ্ভাসিত। যাহাকে ভিত্তি করিয়া সে সংগ্রাম করিতেছে তাহাই তাহার শক্তি। অন্যায় ও মিথ্যার শক্তি পরিবর্ত্তনশীল—সত্যাগ্রহীর শক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সত্যাগ্রহের এই অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় যাহারা পাইয়াছে তাহারা একা হইলেও সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তিতে শক্তিমান হয়।

মানভূমে আজ সমস্ত দিক দিয়া ইহারই পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য এই স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্তর্নিহিত শক্তির অনুভূতি লাভ করা। যে বিশ্বাস হিমালয়কে মরুভূমিতে পরিণত করিতে পারে, তাহা ন্যায় ও সত্যের সম্বন্ধে অকুণ্ঠ ও দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীতে যুগে যুগে মহাপুরুষগণ মানুষকে এই তত্ত্ব ও পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। মানুষ যে পরিমাণে এই পথে চলিবার চেষ্টা করিয়াছে সেই পরিমাণেই সে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই সত্য ও এই শক্তি আছে বলিয়াই পৃথিবীতে অন্যায় কোন দিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপরও নয়।

আজ ভারতবর্ষে বহু ক্ষেত্রে যে মিথ্যা ও অন্যায় চলিতেছে তাহার নিরাকরণের পথ কোথায়? দেশে আজ এই প্রশ্নই উঠিয়াছে। যাহারা একদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন আজ পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে যখন তাহাদেরই অনেকে অন্যায় আচরণ করিতেছেন তখন দেশের জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। অন্যায়কে ন্যায়ের ছদ্ম আবরণ দিয়া আজ দেশময় তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে হিংসা ও দুর্নীতির পথ গ্রহণ করা হইতেছে তাহার প্রতিকারের পথ কোথায়? কাহারা কোন পথে ইহার জন্য অগ্রসর হইবে? ইহার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, দেশের বর্ত্তমান অকল্যাণকে দূর করিতে হইলে, আজ কোন পথে যাত্রা সুরু করিতে হইবে? চিরাচরিত হিংসা, দ্বেষ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে তাহা সম্ভব নয়। ভারতবাসীর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে গান্ধীজী তাহার জীবন দিয়া যে পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন তাহাই একমাত্র সম্ভাব্য পথ। মানভূমের সত্যাগ্রহীরা তাহা অনুভব করিতেছে, জনসাধারণ তাহা উপলব্ধি করিতেছে এবং যে বিশ্বাস লইয়া তাহারা এ পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে সেই বিশ্বাস তাহাদের দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। আজ এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাহাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম হইতে নিরস্ত করিতে পারে। প্রকৃত সত্যাগ্রহী যাহারা তাহাদের নিকট এমন কোন মিথ্যা প্রচার নাই যাহা তাহাদের সত্যকে আবৃত করিতে পারে, এমন কোন হিংসা নাই যাহা তাহাদিগকে অহিংসার আচরণ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে, এমন কোন ঐশ্বর্য্য নাই যাহা তাহাদের প্রলুব্ধ করিতে পারে। মানভূমের সত্যাগ্রহীদের কর্ত্তব্য এই আদর্শে তাহাদের জীবন ও আচরণকে গড়িয়া তোলা। সত্যের শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ যে শক্তি তাহার সামান্য মাত্র উপলব্ধিও মানুষের কল্যাণ আনয়ন করিয়া তাহাকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

সত্যাগ্রহ

৺নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত

সত্যকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করাই সত্যাগ্রহ। কায়মনোবাক্যে সত্য পালনই কি তাহা হইলে সত্যাগ্রহ? সত্য কথা বলা, সত্য চিন্তা করা, সত্য সাধনের উপায় বটে কিন্তু উহা দ্বারাই সত্য সাধনার পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা যায় না। যতক্ষণ সত্যের বিরোধী শক্তি মিথ্যার বিরুদ্ধে অভিযানের ভাব পরিস্ফুট না হয় ততক্ষণ ব্যক্তিগত জীবনেই হউক বা জাতিগত জীবনেই হউক সত্য সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। মিথ্যাকে প্রতিহত করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য। প্রহ্লাদ হরিনাম সাধনকেই সত্যের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, পিতার বিরোধিতা বর্জ্জন করিয়া সে যদি পর্ব্বত গহ্বরেবা নির্জ্জন বনে গিয়া হরিনাম সাধন করিত তাহা হইলে তাহার সত্য পালন হইত বটে, কিন্তু তাহা সত্যাগ্রহ হইত না। মিথ্যার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর

বিভীষিকায় বিচলিত না হইয়া সেই অদ্ভুত বালক প্রেম, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠার বলে শুধু আত্মজীবনে নহে সমস্ত জগতে সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সেই পৌরাণিক যুগে প্রহ্লাদের জীবনেই সর্ব্ব প্রথমে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী যখন জাতীয় জীবনে সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প করেন তখন প্রহ্লাদের চরিত্রই তিনি আদর্শরূপে ধরিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ মৃত্যুকে ভয় করে নাই; অগ্নিদাহ উপেক্ষা করিয়াছিল, বিষের জ্বালার কথা মনেও আনে নাই, হস্তী পদতলে নিষ্পেষিত হওয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিল, ঘাতকের অসি তাহাকে সত্য হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই, অথচ যাহারা তাহাকে সত্য সাধনা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঐরূপ নৃশংস অত্যাচারের অবতারণা করিয়াছিল তাহাদের উপর এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে বিদ্বেষ ভাব উৎপন্ন হয় নাই এবং সেই সত্যাগ্রহী বালক নিরন্তর তাহাদের কল্যাণই কামনা করিয়াছে। **নির্ভীকতা ও অহিংসা, সত্যাগ্রহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ।**

বিরোধ বর্জ্জন করিয়া নিরাপদ পন্থা খুঁজিলে অভয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। সংস্কারগতভাবে ভয় মনের ভিতর রহিয়াই যায়। সুযোগ পাইলেই সেই অন্তর্নিহিত ভয় পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়া মানুষকে সত্যভ্রষ্ট করিতে পারে। সুতরাং সত্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সত্য বিরোধী শক্তির সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভয়কে অন্তঃকরণ হইতে সমূলে উচ্ছেদ করা আবশ্যক। ভীতিগ্রস্ত লোকের পক্ষে সত্যাগ্রহ অসম্ভব। জাতিগতভাবে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই ঠিক। একটা জাতিকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উহাকে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গান্ধীজী তদ্নিমিত্ত সত্যাগ্রহ সংগ্রামে অভয় সিদ্ধির প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন **"নির্ভীকতাই স্বরাজ।" সত্যাগ্রহ সংগ্রামে ব্রতী হইয়া এই দেশ যেদিন ভয়শূন্য হইবে সেইদিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।** এই বিশাল দেশ যে মুষ্টিমেয় বিদেশীর হস্তগত হইয়াছে তাহার কারণ আর কিছুই নহে ব্যাপকভাবে একটা ভয়ের ভাবে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই ভয়ের ভাব দূর হইলেই সমগ্র দেশ আত্মশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবে। তখন কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শনেই আর কেহ এই জাতিকে অধীন করিয়া রাখিতে পারিবে না। **সত্যাগ্রহ সংগ্রামে ব্যক্তিগত নির্ভীকতার অনুশীলনের ভিতর দিয়া সমগ্র জাতিতে নির্ভীকতার ভাব সংক্রামিত হইতেছে। পাপ যেরূপ পাপানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বিস্তার লাভ করে তদ্রূপ সৎপ্রবৃত্তিও সদনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বিস্তার লাভ করে। প্রবলের অত্যাচারে একজনকে ভীত হইতে দেখিলে যেরূপ অন্য লোকেও ভয় পায় তদ্রূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে একজনকে নির্ভীকভাবে দাঁড়াইতে দেখিলেও অন্যের মনে অত্যাচার প্রতিহত করিবার সাহস উৎপন্ন হয়।** মানব প্রকৃতির ইহাই চিরন্তন নিয়ম। এই নিয়ম আছে বলিয়াই সত্যাগ্রহ জাতিগতভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। সত্যাচরণের স্বাভাবিক বিস্তার লাভের শক্তির উপর যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারাই সত্যাগ্রহ যুদ্ধের ব্যবহারিক সাফল্যলাভের প্রতি আস্থাহীন। নির্ভীকতা ও সত্যনিষ্ঠা সত্যাগ্রহ যুদ্ধের ভিতর দিয়া কি ভাবে বিস্তার লাভ করে তাহা দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতের সত্যাগ্রহ সংগ্রামেই যথেষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। অপরের সাহস ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া যে লক্ষ লক্ষ নরনারী এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নির্ভীকভাবে মিথ্যার অত্যাচার প্রতিহত করিতে শিখিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিদেশী শাসনতন্ত্রের অত্যাচারকে আমি মিথ্যার অত্যাচার বলিতেছি, কারণ **সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রে অত্যাচার উৎপীড়নের কল্পনাই থাকিতে পারে না।** সত্যের সহিত ন্যায়ের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। যাহার যাহাতে সত্যকার অধিকার আছে তাহা নির্দ্ধারণ করাই ন্যায়ের কাজ। **ব্যক্তিগত বা জাতিগত প্রভুত্ব স্থাপন অর্থে মিথ্যার অধিকার প্রতিষ্ঠাই বুঝিতে হইবে। প্রভুত্ববাদ মিথ্যা অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে।** সুতরাং স্বাধীনতার যুদ্ধ বা বহিঃশক্তির প্রভুত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা মিথ্যাকে প্রতিহত করিবার প্রয়াস বই আর কিছুই নহে। **একই দেশে ব্যক্তি বিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের উপর প্রভুত্ব বা স্বেচ্ছাচারও**

মিথ্যা অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই বুঝিতে হইবে। বহিঃশক্তির প্রভুত্ব হিংসামূলক যুদ্ধ দ্বারাও নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু অন্তঃশক্তির প্রভুত্ব ঐরূপ যুদ্ধ দ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ হিংসামূলক যুদ্ধে জাতির ভিতর যে মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয় তাহা মৈত্রী ভাবের বিরোধী। ব্যাপকভাবে মৈত্রী ভাবের সৃষ্টিই স্বেচ্ছাচার বা প্রভুত্বের প্রবৃত্তি দমনের একমাত্র উপায়। বল প্রয়োগ দ্বারা প্রভুত্ব একশ্রেণীর হাত হইতে অন্য শ্রেণীর হাতে অর্পিত হইতে পারে বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক মৈত্রীভাব স্থাপিত না হইলে প্রভুত্বের মূল উচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নয়। **বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয়বিধ প্রভুত্বকে ধ্বংশ করিয়া সমতা ও ন্যায়ের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা একমাত্র সত্যাগ্রহ দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে, ইহার আর অন্য কোন উপায় নাই।**

ভয় যেরূপ সত্যাগ্রহের বিরোধী, হিংসাও তদ্রূপ সত্য সাধনের বিরোধী। সুতরাং সত্যাগ্রহ সংগ্রামে মনে, বাক্যে ও কার্য্যে অহিংসা সাধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সত্যাগ্রহের প্রধান লক্ষ্যই মিথ্যাচারীর মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সত্যের আলোকে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত করা। সত্যাগ্রহীর মনে হিংসা থাকিলে এই মনোভাব পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। কারণ হিংসা দ্বারা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং অহিংসা দ্বারা ভালবাসারই উদ্ভব হয়। বলপ্রয়োগ দ্বারা সাময়িকভাবে মিথ্যার ভাব দমিত থাকিতে পারে বটে কিন্তু সুযোগ পাইলেই তাহা পরিস্ফুট হইতে চাহে। বলপ্রয়োগে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে, অথবা এক জাতি অন্য জাতিকে ভয়ে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে বটে, কিন্তু কখনও উহার হৃদয় জয় করিতে পারে না। পৃথিবীর দেশবিজয়ী ব্যক্তি বা জাতির ইতিহাসই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণী পরাজয় স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু পুনরায় শক্তিশালী হইয়া ইংরেজ বা ফরাসীর উপর প্রতিশোধ লইবার ভাব বর্জ্জন করিতে পারে নাই। বলশেভিক রাশিয়ার শ্রেণী বিশেষের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত এখনও ভিন্ন মতাবলম্বীর বিরুদ্ধে নৃশংস কঠোরতার অনুষ্ঠান করিতে হইতেছে। ট্রট্স্কির নির্ব্বাসন ও উহার নিদর্শন মাত্র। সত্যাগ্রহ যুদ্ধের পরিণাম কিন্তু ঐরূপ হয় না। সত্যাগ্রহে বিরোধী শক্তির উপর অহিংস ভাব বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, উহাতে বিদ্বেষমূলক পশুবৃত্তি উৎপন্ন না করিয়া প্রীতির ভাবই উৎপন্ন করে। মানব মনের ইহা সনাতন নিয়ম। অহিংসাই সত্যাগ্রহের প্রাণ। এই প্রাণশক্তির বলেই সত্যাগ্রহ জয়লাভ করিতে পারে। সত্যাগ্রহে যে পরিমাণে অহিংসা অনুষ্ঠিত হইবে সেই পরিমাণে ইহার ফল লাভ হইবে। গান্ধীজী অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়াই সত্যাগ্রহ সংগ্রামে তাঁহার নেতৃত্ব অসাধ্য সাধন করিতেছে, জালিয়ান-ওয়ালাবাগের বীভৎস নরহত্যাকারী জেনারেল ডায়ারের উপরও তাঁহার বিদ্বেষ ভাব জন্মে নাই, অন্তর উপর ত কথাই নাই। বহু সত্যাগ্রহীর মনে আচ্ছন্নভাবে বিদ্বেষ ভাব বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই সত্যাগ্রহের জয়লাভে বিলম্ব ঘটে। **বিরোধী শক্তি যে পরিমাণে প্রবল থাকিবে সত্যাগ্রহের নিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতা সেই পরিমাণেই দরকার। 'সত্যমেব জয়তে নাশৃতম' অর্থাৎ সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার কখনও পরিণামে জয় হয় না। এই অবিচলিত বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। মহাত্মাজী বলেন বিশ্বাসের বলে হিমালয় সমভূমিতে পরিণত হইতে পারে।** মানুষের মন পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু স্বভাবতঃ নিম্নগামী নহে। কুসংসর্গ এবং কুশিক্ষা দ্বারাই মানব চিত্ত নিম্নগামী হয়। মহৎ হৃদয়ের ভালবাসার স্পর্শে তাহা আবার ঊর্দ্ধগামী হয়। এমন কোন জাতি বা ব্যক্তি নাই যাহার মন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। অবশ্যই কাল সাপেক্ষ, কিন্তু ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার সহিত প্রেমের যোগ হইলে শত বৎসরের কাজ একদিনে সিদ্ধ হইতে পারে। স্বার্থহীন প্রেম স্পর্শমণি তুল্য, লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করিতে পারে, অত্যন্ত কলুষিত হৃদয়কেও স্নেহোজ্জ্বল করিতে পারে। যীশু খৃষ্টের প্রেম সেণ্ট পলকে প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল, চৈতন্যের প্রেমালিঙ্গনে নৃশংস জগাই মাধাইয়ের হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল, গান্ধীজীর সংস্পর্শে শত শত বিলাস ব্যসনে সমস্ত লোকের প্রাণে সত্যাগ্রহে সর্ব্বস্ব ত্যাগের সঙ্কল্প জাগিয়াছে। ত্যাগ ও অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত শত শত সত্যাগ্রহীর জীবনব্যাপী সাধনায় প্রভুত্ব বাসনা ধ্বংস হইবে এবং সাম্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহা কি একটা বিচিত্র

কথা? গান্ধীজী বিশ্বাস করেন ভারতবাসী ঠিক ঠিক ভাবে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চালাইতে পারিলে শুধু ইংরেজ নয়, জগতের সমস্ত শক্তিশালী জাতিরই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। মানব সমাজ যে ক্রমশঃই মহত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা অবিশ্বাস করিবার ত কোন হেতু নাই।

ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার সহিত সত্যাগ্রহের অঙ্গাঙ্গী, ভাবের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। বেশী ভোগের নিমিত্তই মানুষ সচরাচর মিথ্যাচরণ করে সুতরাং মিথ্যার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইলে ভোগের আকাঙ্খা পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অন্যকে বেশী ভোগের আকাঙ্খা হইতে নিবৃত্তি করিতে হইলে নিজের ভোগ বাসনা পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন করিতে হইবে নতুবা অন্যে ত্যাগের উপদেশ মানিবে কেন? ভবিষ্যতে সুবিধা সুযোগ লাভ করিবার নিমিত্ত আপাততঃ কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেও প্রকৃত সত্যাগ্রহের ফল লাভ করা যায় না। সত্যাগ্রহীর মনে সুবিধা সুযোগ প্রদান করিবার ভাবই প্রবল থাকিবে, নিজের ভোগের আকাঙ্খা মোটেই থাকিবে না। ভবিষ্যতে জননেতা হইব, দশজনে আমাকে মানিয়া চলিবে, এইরূপ যশের আকাঙ্খাও বর্জ্জন করিতে হইবে। সত্যাগ্রহে মনের আকাঙ্খা বর্জ্জিত না হইলে প্রভুত্ববাদ কেমন করিয়া ধ্বংস হইবে? নেতাদের মধ্যে মানের জন্য লড়াই বাধিয়া উঠিবে এবং সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সত্যাগ্রহ আত্মশুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে প্রকৃতপক্ষে সত্যাগ্রহ জয়যুক্ত হইতে পারে না। ত্যাগ দ্বারাই আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায়; ভোগে মনের মলিনতা বৃদ্ধিই করে। ভোগ বাসনা হইতেই দম্ভ ও অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। আবার দম্ভ ও অহঙ্কারই প্রভুত্ববাদের ভিত্তি সুতরাং মিথ্যা প্রভুত্ব মানব সমাজ হইতে দূর করিতে হইলে ত্যাগবাদকেই সত্যসাধনের মূলতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" ভোগমূলকও হইতে পারে কিন্তু সত্যাগ্রহ কখনও ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ধর্ম্মঘটের সহিতও সত্যাগ্রহের ঐরূপ ভেদই বর্ত্তমান। নিপীড়িত জনকে সুবিধা দানের ইচ্ছা ও নিজের সুবিধা কামনা করা এক কথা নহে। পরন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অথবা ধর্ম্মঘটের ভিতর দিয়া হিংসা বিদ্বেষের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যাগ্রহে বিরোধী শক্তির উপর প্রীতির ভাবই বর্ত্তমান থাকিবে। ব্যাপকভাবে সত্যাগ্রহ যুদ্ধে আদর্শ রক্ষা করা খুব কঠিন বটে কিন্তু আদর্শের বিপরীত দিকে না গিয়া আদর্শের অভিমুখেই অগ্রসর হইতে হইবে। সত্যাগ্রহের আদর্শ সাধারণ মানবের পক্ষে অত্যধিক উচ্চ, সুতরাং ব্যবহারিক প্রয়োগে সত্যাগ্রহ কার্য্যকরী নহে এ কথা বলিলে চলিবে না। সমস্ত মহৎ প্রচেষ্টার আদর্শই জনসাধারণের পক্ষে একেবারে গ্রহণ করা সম্ভব নহে, তাই বলিয়া আদর্শের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চেষ্টা না করিয়া বিপরীত পথে গমন করিলে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? ত্যাগ ও অহিংসায় পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই কি ভোগ ও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে? জনসাধারণ ক্রমশঃ আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া যাহাতে সত্যাগ্রহকে সার্থক করিতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সত্যাগ্রহের কার্য্যক্রম গঠিত হওয়া আবশ্যক। তবে জনসাধারণের শক্তির উপর অবিশ্বাস করিলে চলিবে না। ভয়মুক্ত হইলে জনসাধারণ যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে তাহা ত বর্ত্তমান ভারতের সত্যাগ্রহ যুদ্ধের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বারদৌলীর কৃষক, পেশোয়ারের পাঠান যুবক, কাঁথির লবণ সত্যাগ্রহী এবং ভারতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্বেচ্ছাসেবক কেহই ত কষ্ট সহিষ্ণুতায় আদর্শ স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। যখন আবশ্যক হইয়াছে বুক পাতিয়া বন্দুকের গুলির আঘাতে মৃত্যুকেও বরণ করিয়াছে এবং চারি আনা পয়সা কর দিতে অস্বীকার করিয়া জীবিকার সম্বল চাষের গরু গৃহ হইতে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়াও অহিংসার প্রতিজ্ঞায় অচঞ্চল রহিয়াছে।

সত্যাগ্রহে কষ্ট সহিষ্ণুতা অনিবার্য্য। একজনের কষ্ট দেখিলে অন্যের মন দ্রবীভূত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সংসারে তো বহু লোক আছে যাহারা স্বার্থের জন্য পরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না, এবং পরের কষ্ট দেখিয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। তাহাদের হৃদয় পরিবর্ত্তন

করিবার উপায় কি! সাধারণতঃ লোক যে অত্যাচার উৎপীড়নের কষ্ট সহ্য করে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক নয়। প্রতিবাদ করিলে বা প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিলে অধিকতর পীড়ন হইবে, এই ভয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কষ্ট সহ্য করা হয়। ইহাতে অত্যাচার উৎপীড়ন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে কারণ অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধিতে অধিকতর স্বার্থসিদ্ধি হইবে এই বিশ্বাস অত্যাচারীর মনে দৃঢ় হইতে থাকে এবং উৎপীড়নে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়াতে তাহার হৃদয়ের কোমলবৃত্তি স্বার্থের সংস্কারে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। উৎপীড়িত যদি কোনক্রমে শক্তিশালী হইয়া প্রতিশোধের চেষ্টা করে তাহা হইলে উৎপীড়নের প্রতিশোধের বৃত্তিই জাগিয়া উঠে এবং তাহা দ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হয়। সময় সময় এই বিদ্বেষ ভাব পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে এবং তাহার ফলে বহু ব্যক্তি বা পরিবার ধ্বংস মুখে পতিত হয়। এক জাতির সহিত অন্য জাতির বিদ্বেষ ভাবও ঐ কারণেই বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিতে থাকে। পৃথিবীতে সশস্ত্র যুদ্ধ বিগ্রহের ইহাই মূল কারণ। ইহা নিবৃত্ত করিবার একমাত্র উপায় সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহী অত্যাচারের প্রতিরোধ করে বটে কিন্তু তাহাতে ভয় বা বিদ্বেষের ভাব বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া অত্যাচারীর মনে প্রতিশোধের প্রবৃত্তি জাগিতে পারে না, অথচ উৎপীড়িতকে দমিত করিতে না পারিয়া অত্যাচার দ্বারা যে স্বার্থসিদ্ধি হইবে না এই প্রতিকূল বিশ্বাস জাগ্রত হয়। উহাতে তাহার আত্মচিন্তার অবসর ঘটে এবং বিরোধী শক্তির সত্য সাধনার সংস্পর্শে নিজের ভিতরকার সংস্কারাচ্ছন্ন স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। সত্যাগ্রহ দ্বারা মানুষের নৃশংসতা ক্ষালনের ইহাই দার্শনিক তত্ত্ব। পেশোয়ারে একটী জাতীয় পতাকা রক্ষার জন্য একে একে যখন চৌদ্দজন সত্যাগ্রহী নির্ভীকভাবে গৌরবোজ্জ্বল হৃদয়ে গুলির আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল তখন একটা ব্রিটীশ সৈন্য বাহিনীরও তাহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া নৃশংসতা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। **সহিষ্ণুতার কি সীমা আছে? অসীম, ধৈর্য্যের সহিত শারীরিক ক্লেশ, প্রাণনাশের যাতনা, সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনের জ্বালা, পারিবারিক বিচ্ছেদের বেদনা অম্লান বদনে সহ্য করাই ত সত্যাগ্রহীর ধর্ম্ম। নির্ভীক সহন শক্তির দ্বারাই অত্যাচার সমূলে উচ্ছিন্ন হইতে পারে। প্রতিশোধকমূলক বল প্রয়োগে নহে।**

সত্যাগ্রহ গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সব অনুষ্ঠানেই কর্ম্মের কুশলতা দরকার কিন্তু কৌশল অবলম্বন করিতে গিয়া যদি আত্মপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ হয় তাহা হইলে সত্যাগ্রহের মূল তত্ত্বই অস্বীকার করা হয়। আত্মগোপনে মিথ্যারই প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং কোন না কোন আকারে উহার ভিতর ভয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে। কার্য্যকুশলতার জন্য যখনই সত্য গোপন করিবার ভাব আসিবে তখনই মনে করিতে হইবে সত্যাগ্রহের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিতেছে। সত্যাগ্রহীর চিত্ত সর্ব্ববিধ আশঙ্কা ও মিথ্যাচার হইতে মুক্ত থাকিবে, নতুবা তাহার আভ্যন্তরিক হৃদয় শক্তি অন্য হৃদয়ের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। সত্যাগ্রহের বার্ত্তা প্রচারের জন্য গুপ্ত পদ্ধতি অবলম্বন করাও সত্যাগ্রহের বিরোধী। বিরুদ্ধ শক্তি যখন পশুবল দ্বারা প্রচার অসম্ভব করিয়া তোলে তখন বরং প্রচারের কার্য্য বন্ধ করা ভাল তথাপি গুপ্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা ঠিক নহে। সত্যাগ্রহীর বিশ্বাস থাকা চাই, যে বাহিরের প্রচার বন্ধ থাকিলেও অন্তর্জ্জগতে যে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের আদান প্রদান রহিয়াছে তাহাতেই প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধী বলেন ভারতে যখন সংবাদপত্র ছিল না তখনও ত সত্যের বাণী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রচারিত হইত। ভগবান বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য্যের বাণী যেভাবে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল সেই ভাবে বর্ত্তমান যুগেও লোকমুখে ও অন্তরের আদান প্রদানের ভিতর দিয়া ভাব প্রচার চলিতে পারে। সত্যের অধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসের অভাব হইলে সত্যাগ্রহের পূর্ণ সাধনা হয় না।

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল দেশেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিথ্যাচার যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় ব্যাপকভাবে সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহ অবলম্বন না করিলে মানব সভ্যতার বিকাশ সাধন করা সম্ভব হইবে না। গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতেই যে সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, তিনি মনে করেন ভারতে ইহার ব্যাপক প্রয়োগে সিদ্ধিলাভ হইলে সমস্ত নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি লাভের ইহা একটা অমোঘ অস্ত্র হইবে। শুধু জাতিগতভাবে কেন, ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ অবলম্বনের উপরও লোকের আস্থা স্থাপিত হইবে। ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বেও বহু ক্ষেত্রে মিথ্যার প্রভাব বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু উহা কোন কোন বিশিষ্ট মহাব্যক্তির জীবনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, জনসাধারণ উহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠানের সফলতা দর্শনে জনসাধারণের সত্যাগ্রহের শক্তির উপর একটা বিশ্বাস আসিবে এবং সেই বিশ্বাসের বলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োগ ফলপ্রদ বলিয়া তাহারা মনে করিবে। পিতা পুত্রের চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত, স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে সংশোধন করিবার নিমিত্ত, সমাজ সংস্কারক স্বজাতীয় লোকের কুসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত, প্রজা জমিদারের অত্যাচার প্রতিহত করিবার নিমিত্ত সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিবার শিক্ষা করিবে। **সত্যাগ্রহ দ্বারাই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।** তবে এই কথা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত আত্মশুদ্ধিই সত্যাগ্রহের লক্ষ্য। মিথ্যা প্রবঞ্চনার আবরণে মানব হৃদয়ে সত্যস্বরূপ ভগবান অপ্রকাশিত আছেন। সত্যাগ্রহ দ্বারা মনের মলিনতা ধ্বংস হইলে বিশ্ব মানবের অন্তঃস্থিত স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার জ্যোতিষ্মান মূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সকলে ধন্য হইবে। গান্ধিজী ও তাঁহার পথাবলম্বীদের ত ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

কবির চিঠি

(জনৈক ভদ্রলোক সত্যাগ্রহ সংবাদ সঞ্চয়নে মানভূম আসিয়া গ্রামাঞ্চলে ঘুরিতেছেন। তাঁর পুত্রের কাছে পাঠাইবার জন্য তাঁর কবির লেখনী মানভূমের উপর জীবনের যে প্রাণের রূপ ছন্দে আঁকিয়া তুলিয়াছেন মানভূমের জনসাধারকে তাহাই উপহার দিতেছি। —মুঃ সঃ)

তেপান্তরের মাঠ
হেথা শুকনো যেন কাঠ
তৃণলতা কোথাও কিছু নাই।

সেই মাঠেরই কোণে
রাঙা পলাস বনে
পারলে যেতে প্রাণের পরশ পাই।

তাইতো দিলাম ছুট
দেখি নয়তো মোটে ঝুট
আসছে ছুটে সত্যাগ্রহীর দল।

নেইকো এদের ঢাল তলোয়ার
সত্য এদের এক হাতিয়ার
নিষ্ঠা এদের ব্রতেরই সম্বল।

স্বাধীন হল দেশ
ভাবে ঘুচল মোদের ক্লেশ
হায়, উল্টো দেখে বেড়েছে জঞ্জাল।

বাংলা ছেড়ে হিন্দি ধর
নয়তো পাবে শাস্তি বড়
ভয়ে মানুষ হয়েছে কঙ্কাল।

জুলুম বাজির প্রতিকারে
আসছে সবে সারে সারে
গ্রামের যত মানুষ সাদা সিধা।

হবেই হবে সত্যের জয়
ভগবানের এই বরাভয়
সত্যাগ্রহীর নেইকো মনে দ্বিধা।

"কলেজ সমস্যা"

সম্পাদক—গভর্ণিং বডি, জগন্নাথ কিশোর কলেজ।

সমগ্র মানভূমে কোন কলেজ না থাকায় একটি কলেজ স্থাপনের চেষ্টা বহুবার হইয়াছিল কিন্তু তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। ১৯৪৬ সালের শেষ ভাগে যখন স্বর্গীয় জগন্নাথ কিশোর লাল সিং দেও মহাশয়ের বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা গোকুল কুমারী দেবী ও শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন কিশোর লাল সিং দেও মহাশয় পুরুলিয়াতে কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দান করিবার সাদিচ্ছা প্রকাশ করেন তখন মানভূমের জনসাধারণ নূতন উৎসাহে মাতিয়া ওঠেন।

২৪।১।৪৭ তারিখে এক বৃহৎ সভায় ২১ জন সভ্য লইয়া ঐ বৎসরেই জুলাই মাসে কলেজ খুলিবার জন্য একটি সাময়িক সমিতি গঠিত হয়। সভ্য সংখ্যা ক্রমে ছত্রিশে দাঁড়ায়; তৎকালীন ডি, সি, ও এস, ডি, ও, মহোদয়গণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। ডি, সি, মহোদয়কে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। এই সাময়িক সমিতির সভ্য হিসাবে মানভূমের মাননীয় অনেক ব্যক্তিই ছিলেন—; অনুন্নত সম্প্রদায়ের ৪ জন, মাহাত সম্প্রদায়ের ২ জন, বণিক সঙ্ঘের ৪ জন, জমিদার শ্রেণীর ২ জন, মুসলমান ১ জন, ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানদ্বয়, বার এসোসিয়েশনের সভাপতি, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে সমিতির সম্পাদকরূপে লইয়া উক্ত সমিতি গঠিত হয়।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু মহাশয়ের সুযোগ্য পরিচালনাতেও সাময়িক সমিতির প্রচেষ্টা সফল হইলনা। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ২টি সর্ত্ত দিয়াছিলেন—হিন্দি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, অথবা বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার জন্য দুই শ্রেণীর অধ্যাপক নিয়োগ।

বাংলা মাধ্যমে পড়িবার ছাত্র হিন্দি মাধ্যমে পড়িবার ছাত্র অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে আশা করা গিয়াছিল। সেজন্য প্রথম সর্ত্ত গ্রাহ্য হয় নাই। দ্বিতীয় সর্ত্তটি পালন করা অর্থের অভাবে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছিল।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের মত পরিবর্ত্তন করেন। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার অতিরিক্ত মাধ্যম বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রয়োজন বোধে বাঙালী অধ্যাপক নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে দুই বৎসরের মধ্যে হিন্দি অথবা উর্দ্দু পরীক্ষায় উক্ত অধ্যাপক দিগকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে "জগন্নাথ কিশোর কলেজ" খোলা হয়।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মতি পরিবর্ত্তন একদল স্বার্থান্বেষী লোকের মনঃপুত হইল না। পাটনায় ও পুরুলিয়ায় উক্ত ব্যক্তিগণ কলেজের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকে। পাটনার "ইণ্ডিয়ান নেশন" পত্রিকা কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে। ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে "কলেজের অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে" একখানা পত্র (ডি, ও, নং ৮৭—পি, ১৬ই জুলাই, ১৯৪৮) পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় দুইজন পরিদর্শক পাঠান।

মিষ্টার এম্, কিউ, দোজা ও মিষ্টার এ. বি, ঝা, ৪ঠা, ৫ই, ও ৬ই অক্টোবর কলেজ পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন সিণ্ডিকেট তাহা অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য উক্ত রিপোর্ট আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন।

পরিদর্শকগণের রিপোর্ট হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ২নং, ৩নং, ৬নং, ৭নং ও ৮নং সর্ত্তগুলি অল্পবিস্তর পালন করা হইয়াছে। এই সর্ত্তগুলি অধ্যাপক নিয়োগ, লাইব্রেরীপুস্তক ও জরিমানা বিষয়ক।

১নং সর্ত্ত (অর্থাৎ কলেজে হিন্দি ও বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা) ও ৪নং সর্ত্ত (শিক্ষকগণের হিন্দুস্থানীতে পড়াইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে) তাঁহাদের অভিমত এই যে, "যদিও পৃথক পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা আছে তবু সিনেটের অভিরুচি অনুযায়ী কাজ ঠিক হয় নাই।" এই রিপোর্টেই আবার অন্যত্র আছে যে বর্ত্তমান শিক্ষকগণ চলনসই হিন্দুস্থানীতে পড়াইতে পারেন (বাংলাতে ত পারেনই)। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হিন্দি অথবা উর্দ্দুতে পাশ করিতে হইবে এবং ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা চাকরীতে বহাল থাকিবেন। ইহাতেই ১নং সর্ত্ত ও ৪নং সর্ত্ত পালন করা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা হয় নাকি?

৫ নং সর্ত্তে ছিল যে Governing Bodyর বিধি ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষ। কলেজ

চালানোর দায়িত্ব G. B. র উপরেই থাকিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে অধ্যক্ষ, ২ জন শিক্ষক (প্রতিনিধি) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিকে ধরিয়া ১১জনের অনধিক সভ্য লইয়া G. B. গঠিত হইবে।

৫নং সর্ত্ত সম্পর্কে পরিদর্শকদের বক্তব্য এই যে—"বর্ত্তমান পরিচালক সমিতি (Gov. Body) সম্যক প্রতিনিধিমূলক নহে এবং এই জন্যই কলেজটী যতটা জনপ্রিয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইতেছে না।"

বর্ত্তমান Governing Bodyর সভ্যগণের নাম দেওয়া হইল :—

(১) শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সভাপতি) বার এসোসিয়েশনের সভাপতি।
(২) শ্রীযুক্ত এস, গাঙ্গুলী—সরকারী উকিল।
(৩) রায়সাহেব জে, এল, বসু (সম্পাদক)— ভিক্টোরিয়া স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক।
(৪) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (সহ-সম্পাদক)— উকীল পুরুলিয়া।
(৫) শ্রীযুক্ত সাগর মাহাতো— এম, এল, এ, মানভূম।
(৬) শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল সিংহানিয়া— ব্যবসায়ী, পুরুলিয়া।
(৭) শ্রীযুক্ত এ, কে, লাল সিং দেও— জমিদার, দাতা হিসাবে ও প্রতিনিধি।
(৮) শ্রীযুক্ত বি, সি, মুখার্জ্জী— প্রিন্সিপাল (পদহেতুক)
(৯) শ্রীযুক্ত বি, এন, কর ও— শিক্ষক মণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত।
(১০) শ্রীযুক্ত বি, বসু— "
(১১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি—

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ৫।৭।৪৮ তারিখে যথারীতি আহূত এক সভায় সাময়িক সমিতি এই G. B. গঠন করে।

পরিদর্শকগণ সম্ভবত তাঁহাদের রিপোর্ট লিখিবার সময় কলেজের বিরোধীদলের মতামত গ্রহণও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ফলে তাহারা এমন কয়েকটী সুপারিশ (recommendations) দিয়াছেন, যাহা সম্পূর্ণ অভিনব।

তাহাদের মতে (১) প্রত্যেক অধ্যাপককে (সাহিত্যের অধ্যাপক অথবা অন্য বিষয়ের অধ্যাপককে) দুই বৎসরের মধ্যে হিন্দী অথবা উর্দ্দু পরীক্ষায় আই, এ, পাশ করিতে হইবে। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ত্ত অনুসারে শুধু অ-সাহিত্য বিষয়ক অধ্যাপককেই উক্ত পরীক্ষায় পাশ করিতে হইত।

(২) ডি, সি মহাশয়কে প্রেসিডেণ্ট (পদহেতুক) হিসাবে লইয়া নূতন করিয়া G. B. গঠিত হইবে—ইহাতে উন্নয়ন সমিতি, আদিবাসী সেবা সমিতি, বাঙ্গালী, মুসলমান, বণিক, ও অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি থাকিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যথাবিধি সভা আহ্বান করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া বর্ত্তমান G. B. সংগঠিত হইয়াছিল এবং ইহা আজ ৬ মাস যাবত সুচারুরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি লইয়া G. B. কে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া আমরা সম্পূর্ণ অবৈধ বলিয়া মনে করি।

(৩) শুধু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়েরই M. A. উপাধিক (এবং হিন্দী বা উর্দ্দু পাশ) ব্যক্তিগণকে ভবিষ্যতে অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হইবে। এখানে বলা দরকার যে এরূপ কোনও সর্ত্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেয় নাই ও এই সঙ্কীর্ণ পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়।

উল্লিখিত সুপারিশগুলি হইতে সুস্পষ্ট হইবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত সর্ত্তগুলিকেও পরিদর্শকগণ ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব পরিদর্শকগণ সাময়িক সমিতির সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহারা বর্ত্তমান পরিচালক সমিতিকে ভাঙ্গিতে বলিয়াছেন। ইহাদের সুপারিশগুলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ত্তগুলির, এমন কি ভারত সরকারের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেনেট ইহাদের এই অসঙ্গত সুপারিশগুলি এক্ষণে অনুমোদন করিয়াছেন।

যে যে সর্ত্তে কলেজ খুলিতে দেওয়া হইয়াছিল, এখন আবার সেগুলির পরিবর্ত্তন সাধন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত কি? প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় যে সর্ত্তগুলি আরোপ করিয়াছিলেন তাহা পালন করিতে Governing Bodyকে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হয় নাই কি? বর্ত্তমান G. B. র গঠন বিধির অনুমোদন না করা ও পরিদর্শকগণের সুপারিশ অনুযায়ী পুর্ণগঠনের প্রস্তাব সমর্থন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে কি?

মানভূমের জনসাধারণই ইহার বিচার করুন ও যাহা ভাল বিবেচনা করেন সেই মত কাজ করুন। বর্ত্তমান কলেজ সংক্রান্ত সমস্যা Governing Body র হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মানভূমের জনসাধারণের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

"সাধনা"

সাধনায় সিদ্ধিলাভ সুমহান বাণী—
শুনায়েছে যে মনীষী—এ সত্য বারতা,
কে না জানে—হৃদয়ের জুড়ি কতখানি
সত্যদ্রষ্টা ঋষি আজ জাগিছে সর্ব্বথা।

ঋষি নিবারণ চন্দ্র—যিনি অন্ধকার রাতে
রুদ্র বিভীষিকা মাঝে—সৈনিকের মত
একাকী যুঝিয়া গেছে অন্যায়ের সাথে
ঘুচাতে জাতির সব অন্তরের ক্ষত।

বিদেশীর রক্ত চক্ষু ফাঁসী কারাগার,
মানিয়াছে পরাজয় আত্মবল কাছে।
নির্ভীক আহ্বান বাণী বঙ্গেতে সবার—
প্রতিবাদ বিপ্লবের ধ্বনি তুলিয়াছে।

"স্বাধীনতা"—ছিল যাহা জীবন সাধনা,—
ঘুমন্ত এ মানভূম—কল্পনার রসে
পেয়ে তার আস্বাদন,—ভুলিয়া আপনা
লভিয়াছে নবজন্ম—মৃত্যুর পরশে।

সত্য সাধনায় একি সেই স্বাধীনতা?
হিংসা দ্বেষ অবিচার—অক্ষমের প্রতি,—
অন্যায়ের সমর্থনে রাষ্ট্রের ক্ষমতা,
অন্ধ সম করিতেছে—জনতার ক্ষতি।

বক্ষে বহি দাবদাহ—নিষ্ঠুর পীড়ন
যবে অবসন্ন জাতি,—সেথা শুনি ঋষি
উদার আশ্বাস তব—দৃপ্ত আবাহন।
অনন্ত প্রাণের বার্ত্তা প্রতি চিত্তে মিশি।

ঝাঁপায়ে পড়িতে হবে আহ্বান এসেছে আজ
অহিংসার মন্ত্র লয়ে এ নব বন্যায়,
সত্যের সাধনা আনে বাঞ্ছিত স্বরাজ
ধ্বনি তোল আজি নব পটভূমিকায়।

শ্রীঠাকুর দাস বাউরি
(সাং খাড়াই পোঃ আদরা
মানভূম)

মানভূম সত্যাগ্রহ

৬ই এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বৎসরাধিক কাল ধরিয়া কংগ্রেস ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বহু চেষ্টা করিয়াও যখন মানভূমের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিকারের চেষ্টাও হইল না এবং পরিস্থিতি ক্রমশঃ অধিকতর খারাপই হইতে লাগিল তখন "লোক সেবক সংঘের" ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর ১৫ই মার্চ্চ ১৯৪৯ তারিখের বৈঠকে ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভ দিবস হইতে সভা সমিতি সম্পর্কিত বিহার জন নিরাপত্তা আইন ভঙ্গ করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং সেই অনুযায়ী মানভূম জিলার প্রথম হইতে সমস্ত অবস্থা ও অভিযোগ ও সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত ২১শে মার্চ্চ ১৯৪৯ তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নিকট জানাইয়া দেওয়া হয়।

সত্যাগ্রহ—নির্দ্ধারিত কার্য্যক্রম অনুযায়ী ৬ই এপ্রিল হইতে নিরাপত্তা আইন ভঙ্গ করিয়া সত্যাগ্রহ করা হয়। ৬ই এপ্রিল হইতে ২২শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে তারিখ (সত্যাগ্রহী সম্মেলন উপলক্ষে বন্ধ ছিল) এই চারিদিন ছাড়া মোট ১৩ দিন সত্যাগ্রহ করা হইয়াছে। ২১শে এপ্রিল হইতে সত্যাগ্রহের ২য় পর্য্যায় আরম্ভ হয় ও ২১শে হইতে ২৭শে পর্য্যন্ত ৭ দিনের জন্য বিভিন্ন থানার বিভিন্ন ২১টী গ্রামে সত্যাগ্রহের কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়া, ২১শে এপ্রিল হইতে ২৩শে এপ্রিল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত ৯টী গ্রামের জন্য ২৭ জন সত্যাগ্রহী ডেপুটী কমিশনারকে নোটীশ দেন। ২১শে ও ২২শে, চাণ্ডিল ও বরাবাজার থানার ৬টী গ্রামে ১৮ জন সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহ করিবার পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতির নিকট

হইতে সত্যাগ্রহ থামাইবার অনুরোধ পত্র পাইয়া লোক সেবক সংঘ সে সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিবার জন্য ২৩শে এপ্রিল তারিখ হইতে সত্যাগ্রহ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন। প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহের গ্রামগুলিতে অবিলম্বে দায়িত্বশীল কর্ম্মীর দল পাঠাইয়া সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবার কারণ বুঝাইয়া বলিবার জন্য পাঠান হয়। স্থগিত সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

২৩শে এপ্রিল

চেপুয়া-মানবাজার—বেলা ৪টার পূর্ব্বেই চারিদিকের গ্রাম হইতে বিপুল জন সমাগম হয়। সত্যাগ্রহীগণ, অধৃত সত্যাগ্রহীগণ ও কর্ম্মীগণ বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া বারবার গ্রাম পরিভ্রমণ করে। সমবেত জনসভায় সত্যাগ্রহীদের মাল্যদান করা হয় এবং সভা স্থগিতের নির্দ্দেশ লইয়া শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত উপস্থিত হন ও সত্যাগ্রহ স্থগিতের কারণ বুঝাইয়া বলেন। গ্রামে এক পুলিশ ছাড়া কোন হাঙ্গামাকারীর দল উপস্থিত ছিল না।

গাগিবুরু-পটমদা—শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করার পরে সত্যাগ্রহীগণ জনসভায় চরখা কাটেন। গ্রামের পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহীদের মাল্যদান করা হয়। সভা আরম্ভের কালে সত্যাগ্রহ স্থগিতের নির্দ্দেশ গিয়া পৌঁছায় ও কর্ম্মীগণ সত্যাগ্রহ স্থগিতের কারণ জনসাধারণকে বুঝাইয়া বলিবার পরে জনসভা ভঙ্গ হয়। কোন হাঙ্গামাকারীর দল উপস্থিত ছিল না।

রাইডি—বরাবাজার—বিরাট জনসমাগমে সত্যাগ্রহীরা সত্যাগ্রহের জন্য সমবেত হইলে জনতা তাহাদের ধ্বনি দিয়া অভ্যর্থনা করে। সত্যাগ্রহের স্থগিতের কারণ তাহাদের বুঝাইয়া বলা হয়। হাঙ্গামাকারীদের পক্ষ হইতে মাত্র চারিজন লোক সভায় উপস্থিত ছিল।

২৪শে এপ্রিল

ছিরুডি—পুঞ্চা—সত্যাগ্রহী ও অধৃত সত্যাগ্রহীরা সত্যাগ্রহের সময় উপস্থিত হইয়া জনসাধারণকে সত্যাগ্রহের স্থগিতের কারণ বুঝাইয়া বলেন।

কাদঞা—বরাবাজার—সত্যাগ্রহী ও বহু অধৃত সত্যাগ্রহী ও গ্রামবাসীগণ মিলিত হইয়া বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম পরিভ্রমণ করে। গ্রামে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা যায়। বিভিন্ন কর্ম্মীরা সত্যাগ্রহের স্থগিতের কারণ জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্তা লবণ্যপ্রভা ঘোষ এখানে উপস্থিত ছিলেন।

গুড়াডাঙ্গা—বরাবাজার—এখানেও সমবেত জনগণকে সত্যাগ্রহের স্থগিতের কারণ বুঝাইয়া বলা হয়।

২৫শে এপ্রিল

খড়িডুয়ারা—মানবাজার। পীনাদা—পটমদা। বদলডি—বরাবাজার—প্রত্যেক স্থানেই সত্যাগ্রহের সময় জনসমাগম হয়। কর্ম্মীগণ ও সত্যাগ্রহীগণ সত্যাগ্রহ স্থগিতের কারণ বুঝাইয়া বলেন।

২৬শে এপ্রিল

আনাড়া—পাড়া—আনাড়াতে সত্যাগ্রহ উপলক্ষে বহুগ্রাম হইতে বিরাট জনসমাগম হয়। সত্যাগ্রহী সর্ব্বশ্রী মনীন্দ্র মুখার্জ্জি, সহদেব চক্রবর্ত্তি, ও নীরদ বরণ চৌবে এবং তিন দল অধৃত সত্যাগ্রহী জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। বহু গ্রাম হইতে গ্রাম্য প্রতিনিধিরূপে বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সত্যাগ্রহের স্থগিতের কারণ বুঝাইয়া বলা হয়।

রাত্রিবেলা আনাড়া গ্রামে সত্যাগ্রহ উপলক্ষে এক বিরাট ভোজ হয়। এই ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামের ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় হরিজন সমস্ত জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ সকলে এক সঙ্গে আহার করেন। গ্রামের মহিলারাও ইহাতে যোগদান করেন। আনাড়া গ্রামে এই সত্যাগ্রহের দিনে সকলে যেন সমস্ত ভেদ বিভেদ ভুলিয়া এক প্রাণ হইয়া এই সত্যাগ্রহের উৎসব সম্পন্ন করেন।

গিধিঘাটি—বরাবাজার—গ্রামে জনসাধারণ পরম উৎসাহের সঙ্গে সভায় সমবেত হয়। সত্যাগ্রহী ও বহু অধৃত সত্যাগ্রহীর দল ধ্বনি ও শোভাযাত্রাদি সহ গ্রাম পরিভ্রমণ করে। সত্যাগ্রহ স্থগিতের কারণ বুঝাইয়া বলার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সাসাংডি—বরাবাজার—এই গ্রামটী সাঁওতাল প্রধান গ্রাম। সত্যাগ্রহের সময় বহু সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী সভায় সমবেত হয়। সত্যাগ্রহ স্থগিতের কারণ বুঝাইবার পরে সভা ভঙ্গ হয়। সত্যাগ্রহীর দল ধ্বনি ও শোভা যাত্রা করিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করে।

২৭শে এপ্রিল

দাঁড়কাডোবা—মানবাজার— বিরাট জনসভায় শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত সত্যাগ্রহ স্থগিতের কারণ বুঝাইয়া দেন। সত্যাগ্রহী ও বহু অধুত সত্যাগ্রহীর দল শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করে। সভায় দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বুঝাইয়া বক্তৃতা করা হয়। দারোগা ও দুই একজন কনেষ্টবল সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জ্যোড়শা—পটমদা। জিলিং—বরাবাজার— এই দুই স্থানেই শোভাযাত্রার পরে সত্যাগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত জনসভায় সত্যাগ্রহী ও কর্মীরা সত্যাগ্রহ স্থগিতের কারণ বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

স্থগিতকালের কার্য্য—সত্যাগ্রহ স্থগিত হইবার পরে অধুত সত্যাগ্রহীরা ও অন্যান্য কর্মীরা ও যাহারা সত্যাগ্রহে নাম দিয়াছেন তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন থানায় গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ করিতেছেন। প্রত্যেক গ্রামেই তাহারা গ্রামবাসীগণের নিকট হইতে আন্তরিক সমর্থন ও সক্রিয় সহানুভূতি পাইতেছেন। তাহাদের কার্য্যের ফলে যে সমস্ত লোক না বুঝিয়া বিরোধীতা করিতেছিল তাহারা অনেকে সমর্থনের জন্য অগ্রসর হইতেছে। চোর দাগী প্রভৃতি যাহারা পুলিশের প্রলোভনে ও পীড়নে সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য আসিয়াছিল তাহারাও বহু ক্ষেত্রে আসিয়া সত্যাগ্রহীদের নিকট ক্ষমা চাহিতেছে। গ্রামের পর গ্রাম সত্যাগ্রহ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছে। বহু গ্রাম হইতে প্রত্যেক পরিবার হইতে একটী করিয়া সত্যাগ্রহী দিবার জন্য ঠিক করিতেছে। গ্রামে ষোলআনার কোন কাজ হইলে যেমন প্রত্যেক পরিবার হইতেই কিছু দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে তেমনি বহুগ্রামে পরিবার পিছু একটী সত্যাগ্রহী দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছে।

সত্যাগ্রহকে জনসাধারণ ও কর্মীরা কিরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহার দুএকটী সামান্য ঘটনা বিবৃত করা যাইতেছে। মানবাজার থানার ভুতাড়ি গ্রামের গুহিরাম মাঝি সত্যাগ্রহে যোগদান করিতে চাহিলে তাহার ছেলে তাহাকে বাধা দেয়। বলে—তুমি অনেক দিন দেশের কাজ করিয়াছ তুমি থাক আমি যাই। গুহিরাম মাঝির স্ত্রী বলে—তোমরাত কাজ করিতেছে এবার আমি যাইব। পরিশেষে আপোষ হইয়া তাহাদের ছেলে দশরথ মাঝি সত্যাগ্রহে যোগ দেয়।

চেপুয়াতে (মানবাজার) সত্যাগ্রহের দিন বুধু মাহাত (সত্যাগ্রহী নয়) তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলে আজ ঘরে মাছ মাংস যাহা আছে ভাল করিয়া রান্না কর, খাইয়া লই। গ্রামে সত্যাগ্রহ হইবে সত্যাগ্রহের সভায় যাইব হয়ত আর ফিরিব না। সে এইরূপ শেষ খাওয়া খাইয়াই বাহির হইল। কিন্তু সত্যাগ্রহ স্থগিত হওয়াতে সে একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বাড়ীতে ফিরিল।

সত্যাগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—৬ই হইতে ২২শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহের ১৩ দিনে পুরুলিয়া সদর সাবডিবিজনের ২১টী থানায় মোট ৬৪টী গ্রামে সত্যাগ্রহ করা হয়।

এই সত্যাগ্রহে প্রায় ২০৬ জন সত্যাগ্রহী নোটীশ দিয়া সত্যাগ্রহ করিয়াছে। একজনও গ্রেপ্তার হয় নাই।

মণিহারা (কাশীপুর), ভাঙ্গাটশ্যামপুর (কাশীপুর), মাঝিহিড়া (মানবাজার), পিটিদিরি (মানবাজার), চাকলতা (হুড়া), মাগুড়া (হুড়া), এই গ্রামগুলিতে সত্যাগ্রহী ও জনসাধারণের উপর মারপিট ও নৃশংস অত্যাচার করা হয়।

বাঘমুণ্ডি, চাণ্ডিল, চাষ জয়পুরে ও পুন্থড়া (পুঞ্চা) গ্রামে সত্যাগ্রহী ও কর্মীদের মারপিট এবং লঙ্কার গুঁড়া চোখে নিক্ষেপ প্রভৃতি উপায় দুষ্কৃতিকারীরা গ্রহণ করে।

মারপিটের ফলে অল্প বিস্তর প্রায় শতাধিক সত্যাগ্রহী ও জনসাধারণ আহত হয়।

সত্যাগ্রহী ও কর্মীগণের মধ্যে ৫।৬ জনের আঘাত গুরুতর হয় তন্মধ্যে—শ্রীবৈদ্যনাথ দত্তকে পুরুলিয়ার হাসপাতালে ও শ্রীরামকমল মল্লিককে কলিকাতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

জিলার বাহিরে প্রতিক্রিয়া

জিলা ও প্রদেশের বাহিরে বহুস্থান হইতে সত্যাগ্রহ সমর্থন করিয়া ও সক্রিয় ভাবে সাহায্য দানের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি লোক সেবক সংঘকে জানান। বাংলাদেশ ছাড়া মাদ্রাজ হইতে

সত্যাগ্রহকে সমর্থন করিয়া ও সাফল্য কামনা করিয়া জানান হয়। মহারাষ্ট্র প্রদেশ হইতে সত্যাগ্রহে যোগদান করিবার জন্য লোকমুখে বলিয়া পাঠান হয়। বাংলা হইতে সাহায্য দানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। যুক্ত প্রদেশের দেরাদুন প্রভৃতি স্থান হইতে সত্যাগ্রহ সমর্থন করা হয়।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যাগ্রহের সাফল্যের জন্য আমরণ অনশন করিবার সংকল্প করেন। সপ্তাহকালের অধিক অনশনের পর লোক সেবক সংঘের অনুরোধে অনশন পরিত্যাগ করেন। মেদিনীপুর জিলার মধুসূদন বাড় (পাশকুড়া) গ্রামের লোক সেবক সংঘের ১৩ জন হিন্দু মুসলমান সদস্য সত্যাগ্রহের সাফল্যের জন্য ৬ দিন অনশন করেন।

গত ১৬ই এপ্রিল তারিখে বাংলার শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তথ্যাদি লইবার জন্য পুরুলিয়ায় আসিয়া চাকলতা প্রভৃতি গ্রামে যান। বাগদায় তিনি শ্রীযুক্ত অতুল বাবুর সহিত দেখা করিয়া আলাপ আলোচনা করেন।

২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র যুক্তভাবে পুরুলিয়া আসিয়া শিল্পাশ্রমে অতুল বাবু ও অন্যান্য কর্মীদের সহিত ও পুরুলিয়ায় আরও অন্যান্য অনেকের সহিত আলাপ আলোচনা করেন।

সত্যাগ্রহের সময় সত্যাগ্রহী বা জনসাধারণ প্রবল প্ররোচনা সত্বেও কোথাও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই।

কংগ্রেস সভাপতি ও শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের মধ্যে তার বিনিময়

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের নিকট সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিবার পরে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ তাহার উত্তরে যে পত্র লেখেন তাহা গত সংখ্যার মুক্তিতে ও অন্যান্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ ও নিখিল ভারত কংগ্রেস দপ্তরের মধ্যে নিম্নলিখিত তার বিনিময় হয়—

২৬শে এপ্রিল তারিখে কংগ্রেস সভাপতির নিকট শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের তার—

"আপনার উপদেশ অনুযায়ী সত্যাগ্রহ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়াছি। আপনার ১৬ই তারিখের পত্রের উত্তর পাঠান হইয়াছে। তাড়াতাড়ি উত্তর পাইবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইতে ইচ্ছা করি। আমাদের প্রতিনিধি আমাদের মতামত আরো পরিষ্কারভাবে বুঝিবার দরকার হইলে সাহায্য করিতে পারিবেন। আপনি তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিলে তিনি দিল্লী রওয়ানা হইতে পারিবেন।"

ইহার উত্তরে ২৭শে এপ্রিল তারিখে অতুল বাবুর নিকট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীকালা বেঙ্কটরাও নিম্নলিখিত একটি তার প্রেরণ করিয়াছেন। তার ২৮শে তারিখে পাওয়া যায়। তারটি এইরূপ :—

"আপনার তার পাইলাম। সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবার বিষয়ে সভাপতির আবেদনে সাড়া দিবার জন্য ধন্যবাদ। সভাপতি দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিতেছেন। ১৩ই মে ফিরিবেন। সভাপতির সহিত দেখা করিবার জন্য লোক পাঠাইতে সুবিধা মত দিন ধার্য্য করিয়া আপনাকে পরে জানাইব। কালা বেঙ্কটরাও।

ইহার উত্তরে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ শ্রীকালা বেঙ্কট রাওয়ের নিকট ৩০শে এপ্রিল নিম্নলিখিত তার করেন—

"আপনার তারের জন্য ধন্যবাদ। সত্বর উত্তর চাহিয়া যে চিঠি লেখা হইয়াছে আশা করি তাহা পাইয়াছেন। আশাকরি আমাদের এই অনির্দ্দিষ্ট পরিস্থিতি উপলব্ধি করিবেন। ৭ই মের পূর্ব্বে উত্তর যাহাতে আসে তজ্জন্য সম্ভব হইলে বিষয়টি অনুগ্রহ করিয়া সভাপতিকে জানান। কি ব্যবস্থা করিলেন তাহা জানাইবেন।

সত্যাগ্রহী ও কর্মী সম্মেলন—

আগামী ৮ই মে রবিবার ২৫শে বৈশাখ পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে সত্যাগ্রহী ও লোক সেবক সংঘের কর্মীদের এক সম্মেলন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।
ডিলার্স এণ্ড এজেন্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি ঃ সমর সিংহ, ছলমী
পুরুলিয়া

বিজ্ঞপ্তি

স্মিথ-করোনা টাইপ রাইটার, ডুপ্লিকেটার, ষ্টীলের আসবার পত্র, প্রভৃতির একমাত্র পরিবেশক ঃ

সুদক্ষ মেকানিকের পরিচালনায় মেরামতী বিভাগও খোলা হইয়াছে।

পুরুলিয়া
২৭।৪।৪৯

পুরুলিয়া সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

(স্থান পরিবর্ত্তন—৺প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয়ের তামাকের দোকানের পশ্চাতে শ্রীশ্রুগনচাঁদ দাতব্য চিকিৎসালয় রোডের উপরে আসিয়াছে)

এখানে স্কুল ও কলেজের যাবতীয় পাঠ্য পুস্তক প্রাইজ এবং লাইব্রেরীর উপযোগী সকল প্রকার ধর্ম্মপুস্তক, নাটক, নভেল, খাতা, কলম দোয়াত প্রভৃতি ও খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম, এবং বিস্কুট, উৎকৃষ্ট দারজিলিং চা ও যাবতীয় মনোহারী দ্রব্য খুচরা এবং পাইকারি দরে অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীতারাপদ সরকার
ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়

তাহার কাজে

নূতন বীমা ১৯৪৭ :	১২	কোটি	৩১	লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমা :	৫৫	,,	৬৩	,, ,,
প্রিমিয়াম আয় ১৯৪৭ :	২	,	৬১	,, ,,
বীমা তহবিল :	১০	,,	৫৮	,, ,,

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
২২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে বৈশাখ ১৩৫৬, ৯ই মে ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

চিঠিপত্র

(১৫ পৃষ্ঠার পর হইতে)

চিত্তে জানাইয়া দিবার মত সৎসাহসটুকুও অন্ততঃ থাকা দরকার। ইতি—

শ্রীমতী শান্তিময়ী দাস গুপ্তা
নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

(২)

হিন্দী প্রচারকের ভীতি প্রদর্শন

সম্পাদক মহাশয়,

পাড়া থানা অন্তর্গত জবড়রা গ্রাম নিবাসী হিন্দী প্রচারক ব্রজকিশোর সাহাবাবু বলিতেছেন তোমরা পলাশকুঁড়া গ্রামের লোকেরা সত্যাগ্রহীকে স্থান দিয়াছ। তোমরাকে আমি নানা বিপদে ফেলিব। ঝাঁপড়া গ্রামের কার্দমডী জঙ্গলে ঢুকিলে তোমাদের চালান করিব। বরাকর রোডের ধারে তোমাদের কুলিমুড়ায় ডাল কাটিয়া ফেলিব আর তোমাদিগকে চালান করিব।

হিন্দি প্রচারকরা এইভাবে নানা উপদ্রবের আশঙ্কা দেখাইয়া গ্রামবাসীকে ভয় দেখাইতেছে। তাহাদের কি সরকার গ্রামে গ্রামে এইভাবে অত্যাচার করাইতে পাঠাইয়াছেন? সবিনয় ইতি—

লেখক শ্রীহপণ মাঝি।
সাং পলাশকুঁড়া

(৩)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়,

পোড়াডি থানা মানবাজার ১১ই জানুয়ারী তারিখে পোড়াডি গ্রামের ১১টী গৃহস্থের ঘরে দৈবাৎ আগুণ লাগিয়া ১১টী ঘর ভস্মিভূত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত বাড়ীতে ধান, চাউল, কাপড়, কাঁথা, বাসন, থালা, গ্লাস যাহা কিছু ছিল সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেক বাড়ীর লোক, গ্রামের চৌকিদারকে লইয়া থানায় দারোগা বাবুর কাছে গিয়াছিল। আমরা সকলে জানিতাম, দারোগা বাবু আমাদের বাসস্থানের এবং খাবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু দারোগা বাবু আমাদের অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত করিয়া কোন ব্যবস্থা করেন নাই। আমাদের কি যে দুরবস্থা ঘটিল তাহা বলিতে পারি না। দুঃখের বিষয় দারোগা বাবু আমাকে বলেন, তুমি কে? তোমার নাম কি? আমি উত্তরে বলিলাম আমি একজন পাবলিক্, আমি এবং আমার গ্রামের লোক যাহাদের ঘর পুড়িয়া গিয়াছে আমরা সকলে আপনার কাছে অবস্থা জানাইবার এবং সাহায্যের ব্যবস্থা পাওয়ার জন্য এখানে আসিয়াছি। তখন তিনি বলেন, তুমি হিন্দী জান? আমি বলি না। তিনি বলেন যাও তোমাকে ১০৲ দশ টাকা জরিমানা করিলাম কিন্তু আমি দিই নাই। একে আমার থাকবার ঘর নাই পেটে অন্ন নাই, তার উপর জরিমানা।

১৯শে জানুয়ারী উক্ত বিষয়ের সাহায্য পাইবার জন্য আমরা ডেপুটী কমিশনারের অফিসে দরখাস্ত করি। তাহাতে তিনি শ্রী ডি, এন, সিংকে ইন্‌কোয়ারীতে পাঠান। কিন্তু আজ পাঁচ মাস গত হইল সরকার তরফ হইতে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। গ্রামের লোকদের এবং কুটুম্ব বাড়ী হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। বর্ত্তমানে আদিম অধিবাসীদের নানারকম সাহায্যের ব্যবস্থার কথা শুনিতেছি। কিন্তু আমাদের সানুনয় বিনীত নিবেদন ডেপুটী কমিশনার সাহেবের আর দৃষ্টিগোচর হইল না। জনসাধারণের নিকট আমার নিবেদন এই নিরাশ্রয়দের আশ্রয়ের জন্য ও নিরন্নদের অন্নের ব্যবস্থার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিলে আমরা চিরকৃতার্থ থাকিব।

বিনীত
শ্রীভ্রমরচন্দ্র সিংহ সর্দ্দার
সাং পোড়াডি, পাহাড়কোল
থানা মানবাজার, পোঃ পুঞ্চা
জেলা মানভূম।

বিজ্ঞাপন

জেলা বোর্ডের পরিচালিত আড়শা ও গুনেড়া মধ্য বিদ্যালয়ের জন্য দুই জন গ্রাজুয়েট বা আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষক প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতা অনুসারে। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী ২০শে মে তারিখ মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।

৭।৫।৪৯ স্বাঃ এস, এন, ওঝা
পুরুলিয়া ভাইস্ চেয়ারম্যান
মানভূম সদর লোক্যাল বোর্ড।

মুক্তি

সন ১৩৫৬ সাল, ২৬শে বৈশাখ

"বর্বরোচিত আচরণ"

১৯৩৯ সালে তৎকালীন দেশীয় রাজ্য জয়পুরে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য প্রজা আন্দোলন সুরু হয়। 'জয়পুর রাজ্য প্রজামণ্ডল' এই আন্দোলনের অগ্রণী ছিল। স্বর্গীঃ শেঠ যমুনালাল বাজাজ তাহার সভাপতি ছিলেন। জয়পুর রাজ্যে তাহার প্রবেশ নিষেধ করিয়া আদেশ জারি করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে স্বর্গীয় যমুনালালজী সেই আদেশ ভঙ্গ করিয়া জয়পুর রাজ্যে প্রবেশ করেন। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া জয়পুর রাজ্যে প্রবেশের ফলে জয়পুর রাজ্যের পুলিশের ইন্‌সপেক্টার জেনারেল তাহাকে জয়পুর রাজ্য হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতে বলে। যমুনালালজী তাহাতে অস্বীকার করিলে পাঁচজন লোক দিয়া জোর করিয়া একটী মোটর গাড়ীতে উঠাইয়া তাহাকে আলোয়ার রাজ্যে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাকে জোর করিয়া মোটর গাড়ীতে উঠাইবার সময় যমুনালালালজী তাহার বাঁদিকের গালে চোখের নীচে আঘাত পান। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'হরিজন' পত্রিকায় 'বর্বরোচিত আচরণ' (Barbarous Behaviour) শীর্ষক এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন যে—"এই সম্পর্কে আমি একমাত্র এই মন্তব্য করিতে পারি যে ইহা "বর্বরোচিত আচরণ"। মানুষের শরীরের পবিত্রতা, আইনের কার্য্যক্রম ও স্বাধীনতাকে ধূলায় লুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একজন ইংরাজ পুলিশের ইনস্‌পেক্টার জেনারেল প্রতারণার আশ্রয় লইয়া তাহার অধীনস্থ একজন বন্দীর দেহে আঘাত করিয়া জখম করিয়াছে। ইহাকে আমি সংগঠিত গুণ্ডামী বলি (organised goondaism)।"

আজ দীর্ঘ দশ বৎসর পরে স্বাধীন ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মচারীর সম্মুখে তাহাদের উৎসাহ ও প্ররোচনায় তাহাদের নিযুক্ত ভাড়াটীয়া গুণ্ডারদল দ্বারা মানভূমের নিরস্ত্র, শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর যে আচরণ করা হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী বাঁচিয়া থাকিলে ইহাকে কি আখ্যায় অভিহিত করিতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বিহার কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কর্মচারীদের আচরণ 'বর্বরোচিত' (Barbarous) অথবা তাহাদের কাজ "সংগঠিত গুণ্ডামী" (organised goondaism) ইহা বলিলে হয়ত শ্রুতিকটু মনে হইতে পারে। বাস্তবিকই সাধারণতঃ ভারতবাসীর সংস্কারে ইহা বাধে। কিন্তু সমাজ জীবনের অধোগতির সত্য রূপকে প্রকাশ করিবার প্রয়োজনে মানুষের প্রতি ক্ষমা ও সহানুভূতি লইয়াই সত্যাগ্রহীকে কঠোর দায়িত্ব পালন করিতে হয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী তাই প্রয়োজনে কঠোর সত্যবচন বলিতে দ্বিধা করেন নাই। মানবতাকে বিসর্জ্জন দিয়া যে অন্যায় সংগঠিত হইল আচরণের গুণাগুণ ধরিয়াই যদি তাহা বিচার করিতে হয় তবে যমুনালালজীর উপর উক্ত আচরণকে যদি মহাত্মা গান্ধী 'বর্বরোচিত' এবং 'সংগঠিত গুণ্ডামী' বলিতে পারেন তবে মানভূম সত্যাগ্রহীদের উপর বিহার কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কর্মচারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচারকে যে কতদূর 'বর্বরোচিত' ও কতদূর 'গুণ্ডামী' বলা যাইতে পারে তাহা ধারণারও অতীত।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশের উপর বিদেশী শক্তি দ্বারা বহু অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বক্ষেত্রেই কংগ্রেস সেই সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারকে নিন্দা করিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। যখনই বৃটিশ গবর্মেণ্ট কোনরূপ গুরুতর অত্যাচার করিয়াছে তখনই একদিকে কংগ্রেস তাহা প্রকাশ করিয়া দেশের জনসাধারণের নিকট তাহার প্রকৃত রূপ দেখাইয়া আন্দোলন করিয়াছে। আবার আর একদিকে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাহার গুরুত্ব লাঘব করিয়া ও যৌক্তিকতা দেখাইয়া কংগ্রেসের কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জনসাধারণ বৃটীশ সরকারের কথা বিশ্বাস করে নাই, বিশ্বাস করিয়াছে কংগ্রেসের কথা। আজ যখন ভারতের স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস-গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তখন এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে মানভূমের কংগ্রেস কর্মিরা কংগ্রেস গবর্মেণ্টের অনুষ্ঠিত অন্যায়কে দূর করিবার জন্য সত্যাগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এবং

তাহার ফলে যে অবস্থার সহিত আজ দেশবাসীর প্রত্যক্ষ পরিচয় হইতেছে তাহা বাস্তবিকই অনুধাবনের বিষয়। আজ কংগ্রেস গবর্মেণ্ট কোন স্তরে আসিয়া নামিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রণিধান যোগ্য।' আমরা বহু ঘটনাবলীর মধ্যে দুইএকটী ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

১৯৩০ সালের জুন মাসের ৪ঠা হইতে ৭ই তারিখ পর্য্যন্ত এলাহাবাদ আনন্দ ভবনে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে গৃহীত বহু প্রস্তাবের মধ্যে কতকগুলি প্রস্তাবের সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

২নং প্রস্তাব—সরকারের দমন নীতি।

"গবর্মেণ্ট সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে পিষিয়া মারিবার জন্য অবাধ দমন নীতির স্রোত মুক্ত করিয়া দিয়াছে এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যে সকল কর্মচারীর উপর দেওয়া হইয়াছে তাহাদেরই দ্বারা জনসাধারণের উপর প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত বেআইনী ও হিংসাত্মক কার্য্যে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দান করিয়া অথবা ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিয়া দেশময় এক ভীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।"

৪নং প্রস্তাব—লক্ষ্ণৌর অমানুষিক অত্যাচার।

এই প্রস্তাবে বলা হয় যে লক্ষ্ণৌর গণ্যমান্য নাগরিকদের লইয়া গঠিত এক কমিটীর চেয়ারম্যানরূপে মিঃ এস, এম, হবিবুল্লা লক্ষ্ণৌ সহরে ২৫শে মে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে—

১। সত্যাগ্রহীদের মারাত্মক আঘাত, জখম ও অস্থিভঙ্গ করা হইয়াছিল। সমস্ত সঠিক তথ্য অনুসারে জানা যায় যে তাহারা কোন রকমেই পুলিশকে প্রতিরোধ করে নাই এবং যখন তাহারা মাটীর উপর বসিয়াছিল বা শুইয়াছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেই অবস্থাতেই তাহাদের পিটান হইয়াছিল।

২। সেভাবে বলপ্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহা কোন জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার মতন নয়, এ যেন কোন বৈদেশিক শত্রুকে ধ্বংশ করিবার জন্য অথবা তাহাকে দৈহিক পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হইয়াছিল।

৩। এইরূপ বলপ্রয়োগ কেবল শোভাযাত্রাকারী অথবা তাহাদের চারিদিকে যে সমস্ত জনতা ছিল তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—যে সমস্ত জনসাধারণ নির্দ্দোষভাবে কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল তাহাদের উপরও বলপ্রয়োগ করা হইয়াছিল।

৪। কাছাকাছি বাড়ীর মধ্যে থাকিয়া যে সমস্ত লোক দেখিতেছিল তাহাদের উপরও মার পিট করা হয়—এবং সে সব ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক এবং শিশুরাও বাদ যায় নাই।

উপরি উক্ত ঘটনাসমূহ—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ী সভাপতি এবং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীপুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণভাবে সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

তাহার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলে নিম্নলিখিত আরও কতকগুলি ঘটনা জানা গিয়াছে—

১। যে সমস্ত মহিলার উপর মারপিট করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটী খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা আছেন * * * ।

২। * * *

৩। * * *

৪। পুলিশ কর্ত্তৃক কতকগুলি দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

৫। এইসব ঘটনার সময় ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট ও জিলার সরকারী কর্ম্মচারীরা উপস্থিত থাকিয়া এই সমস্ত পাশবিক অত্যাচার সমর্থন করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে পুলিশদের 'সাবাস' বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন।

৬। এই পাশবিক কাণ্ডের পরে, পুলিশদের তাহাদের অমানুষিক কার্য্যের জন্য মিঠাই এবং পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছিল।"

এই কমিটি সমস্ত বিবেচনা করিয়া তাহার এই সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত লিপিবদ্ধ করিতেছে যে—লক্ষ্ণৌর কমিশনার উক্ত ঘটনাবলীর সম্বন্ধে যে কমিউনিক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং ভ্রান্তিকারক। উপরে যাহা বিবৃত করা হইল তাহাই সত্য ঘটনা।"

সেই ১৯৩০ সালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশী শাসকের নির্দ্দেশে দেশীয় পুলিশ সত্যাগ্রহীদের ও জনসাধারণের উপর যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছিল উপরে উদ্ধৃত ঘটনাটী তাহারই একটী নমুনা।

কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যাগ্রহীরূপে কংগ্রেস কর্মীরা ও জনসাধারণ এই নির্ম্মম অত্যাচার বরণ করিয়াছিল? ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী পূর্ণ স্বরাজ দিবসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী সমগ্র দেশময় জনসভায় গৃহীত হইবার জন্য যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই কথা ছিল—

"আমরা বিশ্বাস করি যে অন্যান্য লোকের মত ভারতীয় জনসাধারণেরও এই স্বতঃসিদ্ধ অধিকার রহিয়াছে যে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিবে, তাহাদের পরিশ্রমের ফল তাহারা ভোগ করিবে, জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাইবে—যাহাতে তাহারা জীবনের বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিতে পারে।"

কংগ্রেস ঘোষিত এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই সে দিন সত্যাগ্রহীরা সংগ্রাম করিয়াছিল। আজ দীর্ঘ আঠার বৎসর পরে স্বাধীনতা লাভ করিয়া সেই কংগ্রেস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিহারের গবর্মেণ্ট যখন এই আদর্শ ক্ষুন্ন করিয়া, ধ্বংস করিয়া দেশে চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিচারের প্লাবন বহাইয়াছে তখন মানভূমের কংগ্রেস কর্মীরা অনন্যোপায় হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য সেই কংগ্রেস ও গান্ধীজী নির্দ্দেশিত পথে, কংগ্রেস ও গান্ধীজীর আদর্শ রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে নামিয়াছে স্বাধীন কংগ্রেস গবর্মেণ্ট এই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সম্বন্ধে যাহা করিতেছে, তাহা অভূতভাবে সেই ১৯৩০ সালে বৃটীশ গবর্মেণ্ট সম্পর্কে গৃহীত নিখিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবে উল্লিখিত ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি। লক্ষ্ণৌর অত্যাচারের সহিত মানভূমে মণিহারা, পিটিদিরি, মাঝিহিড়া, ভাঙ্গাটাঁড়ামপুর, চাণ্ডিল, চাকলতা, জয়পুর, বাঘমুণ্ডি প্রভৃতি স্থানে সত্যাগ্রহীদের উপরে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রায়ই কোন পার্থক্য নাই, বরং বহুক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পাশবিক, অধিকতর বর্বরোচিত ও অধিকতর অমানুষিক। পরিচালনার জন্য ঘটনাস্থলে একইরূপভাবে উপস্থিত ছিল—সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে পুলিশের দারোগা, ওয়েলফেয়ার অফিসার, ফরেষ্ট অফিসার প্রভৃতি, তাহাদের সহায়কারীরূপে কংগ্রেস কমিটির সদস্য এবং পীড়ন করিবার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল চৌকীদার ও পানোন্মত্ত দাগী চোর, গুণ্ডা প্রভৃতি সমাজের নিকৃষ্ট অংশ। ভারত কংগ্রেস কমিটিকে যদি তাহার ঐতিহ্যকে বিন্দুমাত্র বজায় রাখিয়া চলিতে হয় তবে আজ সুদীর্ঘ আঠার বৎসর পরে তাহাকে বিহার গবর্মেণ্ট ও কংগ্রেস সম্বন্ধে লক্ষ্ণৌতে সেদিন গৃহীত প্রস্তাবের অপেক্ষা আরও কঠোর প্রস্তাব আজ গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আজ ইহা বিচিত্র হইলেও একান্ত বাস্তব পরিস্থিতি।

লক্ষ্ণৌতে পুলিশ কমিশনারের বিবৃতির মত আজ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, অবাধে মিথ্যা বিবৃতি অকুণ্ঠচিত্তে দিনের পর দিন দিতেছেন। যাহারা আজ এই সমস্ত অনুষ্ঠিত অন্যায় ও অত্যাচারের কর্ত্তা এবং সহকারীরূপে থাকিয়াও ইহাকে আজ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার লজ্জাজনক কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাহাদের কি আজ সাহস আছে যে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের স্থলে যাইয়া প্রকাশ্য জনসভায় ইহা মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতে? মানভূমে যাহা হইয়াছে তাহাতে আজ যে কোন ভারতবাসীর —কংগ্রেস গবর্মেণ্টের ও কংগ্রেসের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর জন্য লজ্জিত হইতে হইবে।

স্বাধীন ভারতের আজ এই কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ, আমাদের এই কংগ্রেস গবর্মেণ্ট! ভাবিতেও আমাদের আজ লজ্জায় মাথা নত হইয়া যাইতেছে। সহস্র সহস্র সাধকের আত্মদানের ফলে যে সৌধের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে আজ তাহাকে দ্বিধাহীন চিত্তে অশুচির স্পর্শে কলঙ্কিত করা হইতেছে। কোটী কোটী অসহায় মূক জনসাধারণ যাহাকে ভরসার স্থল ভাবিয়া আশার আনন্দে সুদীর্ঘ দুঃখর রজনী কাটাইয়াছে তাহাদিগকে আজ নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিত করা হইতেছে। আজ ইহারই প্রতীকারে যে সত্যাগ্রহ মানভূমে আরম্ভ হইয়াছে তাহার পশ্চাতে শুধু মানভূমের জনসাধারণই নয় সমস্ত ভারতের জনসাধারণের অব্যক্ত বেদনার সমর্থন রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। আজ রক্তাক্ষরে ভারতের গগণ ব্যাপিয়া যে লেখ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাহা প্রতীয়মান না হইলেও তাহা দেদীপ্যমান। কোনো বর্ব্বরোচিত আচরণ বা অভিধান দ্বারা সে সত্যকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারা যাইবে না। দেশের সত্যাগ্রহের সঞ্চিত শক্তি ভারতের যাহা সত্য তাহার প্রতিষ্ঠার পথ করিয়া যাইবে। রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি আজ শোনা যাইতেছে। জগন্নাথের রথের রজ্জু আকর্ষণ করিতে যাহারা যোগ দিবে তাহারাই নব ভারতের সৃষ্টির পথে সহায়তা করিবে—অন্যায়, অসত্য ও গ্লানিকে পরাভূত করিয়া। এই সত্যের প্রত্যয় নাই ইহা আজ দেশবাসীকে অনুধাবন করিতে বলি।

চন্দনকিয়ারীর অভিযোগ

চন্দনকিয়ারী থানার বীরগাম গ্রামে ১২ই এপ্রিল সত্যাগ্রহের তারিখ ধার্য্য হইয়াছিল এবং ঐ সত্যাগ্রহের বিবরণও মুক্তির ১৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণীতে লেখা হইয়াছিল—"চন্দনকিয়ারী থানার জমিদারগণ তাঁহাদের প্রতিক্রিয়াশীল কাজের জন্য সুপরিচিত। জনসাধারণের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাঁহারা সরাবর অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।" এবং বিবরণে এই মর্ম্মে ইহাও লেখা হইয়াছিল যে, চন্দনকিয়ারীর জমিদার-বর্গ সত্যাগ্রহে বাধা দিবার কাজে যুক্ত হন।

এইরূপ বিবরণ দেওয়ার জন্য চন্দনকিয়ারী থানার জমিদারদের কয়েকজন দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাদের জানাইয়াছেন। এবং চন্দনকিয়ারী গ্রামের জমিদার-বর্গের কয়েকজনও ঐ বিবরণের জন্য দুঃখ এবং আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

চন্দনকিয়ারী থানার উক্ত জমিদার মহোদয়গণের বক্তব্য এই যে চন্দনকিয়ারী থানার দুই চারি জন জমিদার প্রতিক্রিয়াশীল কাজের জন্য পরিচিত হইতে পারেন কিন্তু সকলের প্রতি ঐ দোষারোপ সমীচীন হয় না। কারণ তাঁহারা জনগণের কাজে সহায়তাই দিয়াছেন। এবং বর্ত্তমানের এই সত্যাগ্রহের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন ও সহানুভূতি রহিয়াছে।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, মুক্তির এই বিবরণটি আমাদের মতামতের সাপেক্ষতা লইয়াই লিখিত হইয়াছে। এবং এ বিষয়ে দ্রুত সংবাদ সরবরাহের ফলে একটি ত্রুটিও ঘটিয়া গিয়াছে। যেখানে লেখা হইয়া গিয়াছে 'চন্দনকিয়ারী থানার জমিদারগণ' সেখানে লিখিবার উদ্দেশ্য ছিল—চন্দনকিয়ারীর জমিদারগণ। কারণ চন্দনকিয়ারী গ্রামের পাশে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার ব্যাপারে চন্দনকিয়ারী গ্রামের জমিদারগণই যুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পর্কেই কথা উঠিয়াছিল। যাহাদের সহিত সম্পর্ক নাই—তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করা অবান্তরই ছিল। সেজন্য ঐ সম্পর্কে থানার সকল জমিদারের বিষয় ভাবা হয় নাই। চন্দনকিয়ারী গ্রাম ও থানা বাজার এক জায়গায় হওয়ায় তাড়াতাড়ি ঐ ভাবে লেখা হইয়া গিয়াছে নজরে পড়ে নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—চন্দনকিয়ারী গ্রামের সমস্ত জমিদারদের প্রতিই বা আমাদের অভিযোগ কেন? চন্দনকিয়ারী গ্রামে অনেকগুলি জমিদার আছেন। তাঁহাদের সকলেই যে প্রতিক্রিয়াশীল ও সত্যাগ্রহ বিরোধী এ অর্থ আমরা করিতে চাই নাই। সাধারণভাবে আমরা দেখিয়াছি যে, বিরোধিতা যখনই হইয়াছে বিরোধিতার রূপটাই প্রবল হইয়াছে। যাহারা বিরোধিতায় সমর্থন করেন নাই—তাহাদের কার্য্যও সক্রিয় বা শক্তিশালী-ভাবে দেখা দেয় নাই। সেজন্য অনেক সময় ইহাও মনে হইয়াছে—যাহারা কোনো ধারেই সক্রিয় নহেন, তাহারা মৌনভাবে অন্যায়কে সমর্থনই করিতেছেন।

যাহাই হউক, আজ তাঁহারা প্রতিবাদ জানাইতেছেন—তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল বা সত্যাগ্রহ বিরোধী নহেন। এইজন্য আমরা আনন্দিত এবং দুঃখিতও। আনন্দিত কারণ ন্যায়ের পক্ষে ইহাদের সক্রিয় সমর্থনের রূপ প্রকাশিত হইতেছে; এবং আমাদের দুঃখিত হওয়ার কারণ এই যে, যাঁহারা ন্যায়ের পক্ষের সমর্থক তাঁহাদের ভুল বুঝিয়াছি বা ভুলভাবে তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছি। যাহাই হউক, এইরূপ ভুল ভাঙ্গার অবকাশ ঘটিতে থাকিলে তাহা আনন্দেরই কথা।

চন্দনকিয়ারীর জনগণের পূর্ণ সমর্থন আমাদের কাজের প্রতি আছে জানি। চন্দনকিয়ারী থানার ও চন্দনকিয়ারী গ্রামের যথার্থ ভাবাপন্ন প্রভাবশালী লোকেদের সক্রিয় সমর্থন ও সহায়তায় ঐ থানায় আমাদের কাজ শক্তিসম্পন্ন হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। যাঁহারা সমর্থন জানাইয়াছেন—তাঁহাদের নাম বর্ত্তমানে প্রকাশের প্রয়োজন ঘটিল না বলিয়া তাহা আর দিলাম না। কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তাঁহাদের নাম তাঁহারা নিজেরাই কর্ম্মের শক্তিতে প্রকাশ করিবেন বলিয়া উহা তাঁহাদের জন্যই রাখিয়া দিলাম।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

পরলোকে শ্রীনিমাই লায়া

গত ১০ই বৈশাখ কংগ্রেসের একনিষ্ঠ ও বহু পুরাতন কর্মী শ্রীনিমাই লায়া পটমদা থানায় তাহার স্বগ্রাম বারুবেড়াতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। শ্রীনিমাই লায়া জাতিতে ভূমিজ ছিলেন এবং ১৯২২ সাল হইতেই স্বর্গীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের অন্যতম প্রধান সহ-কর্ম্মী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স প্রায় ৭৫ হইয়াছিল। দরিদ্র অবস্থা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি কায়মনোবাক্যে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত অজ্ঞাত, অখ্যাত, নিরলস কর্ম্মীরাই দেশের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার তুলনা নাই। এই কর্ম্মীকে হারাইয়া মানভূম তথা দেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা কোনদিন পূরণ হইবার নহে। আমরা তাহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতিদ্বয়ের লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের সহিত আলাপ আলোচনা

বিগত ২৪শে এপ্রিল তারিখে লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র পান যে তিনি বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্রের সমভিব্যাহারে ২৫শে এপ্রিল অতুলবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এবং জানান যে তিনি ২৫শে সকালের ট্রেনে পুরুলিয়া পৌঁছাইবেন।

২৫শে প্রাতঃকালে ষ্টেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভাপতিকে সম্বর্দ্ধনার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীগণ, সহরের বাক্তিবর্গ এবং স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারী ও কংগ্রেস কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে মাল্যদান করা হয়। তিনি জেলা কংগ্রেস অফিসে গিয়া উঠেন।

বেলা ৯ ঘটিকার সময় দুই প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি শিল্পাশ্রমে আগমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কিছু লোকজন ছিলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর সুরেশ বাবু অতুলবাবুকে বলেন যে তাঁহারা কেবলমাত্র অতুল বাবুর সঙ্গে পরিস্থিতি আলোচনা করিবেন। তাহাতে অতুলবাবু বলেন অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার পক্ষে সমস্ত ঘটনা ও ব্যাপার জানিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই, বিভূতি-বাবু, অরুণবাবু থাকিলে বিস্তারিত আলোচনার সুবিধা হইবে। তাহাতে সুরেশ বাবু বলেন যে তাঁহারা প্রথমে অতুলবাবুর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা করিবেন এবং প্রয়োজন মত সকলের সঙ্গেই আলাপ আলোচনা হইতে পারিবে। এই কথায় তাঁহারা তিনজন ব্যতীত অপর সকলেই তথা হইতে বাহির হইয়া যান।

সভাপতিদ্বয় আড়াই ঘণ্টাকাল অতুলবাবুর সহিত আলোচনা করেন। এই আলোচনার মধ্যে তাঁহারা কিয়ৎক্ষণের জন্য বিভূতিবাবু ও অরুণবাবুকে উপস্থিত থাকিবার জন্য বলেন। বিভূতিবাবু না থাকায় অরুণবাবু তাঁহাদের সহিত অল্পক্ষণের জন্য আলোচনা করেন।

তাহার পর বাহিরে সকলের উপস্থিতিতে বিহার কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত মিশ্রের সহিত অরুণবাবুর কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে মিশ্রজী অরুণবাবুকে বলেন যে, তিনি সত্যাগ্রহীদের উপর সরকারী কর্ম্মচারীদের অত্যাচার, ও জেলায় বিহরে সরকারের দমন পীড়নের কার্য্যকলাপ এবং সত্যাগ্রহের রূপ সম্বন্ধে যাহা আমাদের জানাইবার আছে তাহা তিনি ভালভাবে জানিতে চাহেন এবং অরুণবাবু এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে অরুণবাবু তাঁহাকে বলেন যে—এবিষয়ে তিনি ঠিকমত সংবাদ জানেন না বলিয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন নিশ্চয়ই। তাহাতে মিশ্রজী বলেন হাঁ, আমি খোলা মন লইয়াই আসিয়াছি। তাহাতে অরুণবাবু বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীবৈদ্যনাথ চৌধুরীর বিবৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে ঐ বিবৃতিতে সত্যাগ্রহের প্রতি অনেক কটূক্তি করা হইয়াছে। সত্যাগ্রহ বিষয়ে না জানিয়া এইভাবে বিবৃতি দেওয়া উচিত হয় নাই। এই বিবৃতিকে আপনাদের অভিমত বলিয়া স্বীকার করিলে আপনার খোলা মনের সহিত ইহার সামঞ্জস্য থাকে না। আপনি নিশ্চয়ই ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না। কিছুক্ষণ এ বিষয়ে কথা-বার্ত্তার পর মিশ্রজী বলেন যে উহা বৈদ্যনাথ বাবুর ব্যক্তিগত ব্যাপার, কমিটীর নহে। কমিটীর পক্ষ হইতে অভিমত বলিয়া জনসাধারণে যে ভ্রান্তি সৃষ্টি হইতেছে তাহা দূর করিবার জন্য অরুণবাবু মিশ্রজীকে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দিতে বলেন। মিশ্রজী হইতে সম্মত হন না। বৈদ্যনাথবাবুর বিবৃতি বিষয়ে মিশ্রজী যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা লিখিয়া লইবার জন্য অরুণবাবু তথায় উপস্থিত দুইজন রিপোর্টারকে অনুরোধ করেন। এই দুইজন রিপোর্টারের একজন কলিকাতার দৈনিক 'লোক সেবক' পত্রিকার রিপোর্টার ও অপরজন লোক সেবক সঙ্ঘের কলিকাতাস্থ প্রচার বিভাগের রিপোর্টার। মিশ্রজী তাহাদিগকে বলেন যে আমি বলিতেছি আপনারা লিখুন। মিশ্রজীর বর্ণনাক্রমে তাহারা লেখেন যে, "I do not swear by that statement of Baidya Nath Babu. It is not on behalf of the Provincial

Congress Committee. Baidya Nath Babu alone is solely responsible for it." (অর্থাৎ বৈদ্যনাথবাবুর বিবৃতির সহিত আমি একমত নহি। ঐ বিবৃতি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে দেওয়া হয় নাই। ইহার দায়িত্ব একমাত্র বৈদ্যনাথবাবুর।))

বৈদ্যনাথবাবুর বিবৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিবৃতিতে উল্লিখিত শৃঙ্খলাভঙ্গের বিষয়ে কথাবার্ত্তা উঠায় মিশ্রজী বলেন যে, সত্যাগ্রহ যখন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে তখন আপনাদের বিষয় শৃঙ্খলাভঙ্গের আলোচনায় উত্থাপিত হইবে। তাহাতে অরুণবাবু বলেন যে, ইহা হইলে আমরা বুঝিব যে, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা হইয়াছে সেই অন্যায়ের সহিত যুক্ত হইয়া অন্যায়কে শক্তি দিবার জন্যই ইহা করা হইয়াছে এবং ইহা মনে করা অসঙ্গতও হইবে না। ইহাতে মিশ্রজী বলেন যে, আমাদের প্রতিও যখন অভিযোগ করা হইয়াছে তখন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে শৃঙ্খলাভঙ্গের বিষয় উত্থাপন করা হইবে না। ইহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আমরা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীকে অনুরোধ করিব।

মিশ্রজী অরুণ বাবুকে বলেন যে আপনাদের আপোষ করার মনোভাব যদি আছে তবে আপনারা আমার কয়েকটি সর্ত্ত মানিয়া লইলে আমি বিচারের ভার লইতে পারি। ইহাতে অরুণ বাবু বলেন—আমাদের দিক হইতে সর্ত্ত মানার বা আপোষ করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। আমরা এমন কিছু করি নাই যাহাতে আমাদের দিক হইতে আপোষ করার কোনো দরকার হইতে পারে। আমাদের উপর যে অন্যায় আচরণ করা হইতেছে তাহা থামাইয়া লইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। তাহাকে শান্তিপূর্ণ অবস্থাই বলুন আর আপোষই বলুন, ইহার জন্য পথ একমাত্র উহাই। তাহা ছাড়া, বিচারের যে কথা উঠিতেছে তাহাতে আমরা মনে করি বিচারের উদ্দেশ্য যথার্থভাবে দুর্নীতি নিবারণ। কংগ্রেস কমিটী দ্বারা বিচার করিতে হইলে এবং অন্যায় দূর করা বিষয়ে যথার্থ মনোভাব রাখিতে হইলে কংগ্রেস কমিটীগুলির নিজের নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয়ে আগে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। এ বিষয়ে অরুণ বাবু মিশ্রজীকে বলেন যে কর্ত্তৃপক্ষের আসনে থাকিয়া তাঁহার কমিটীর যে সকল লোক এমন ভাবে আচরণ করিয়াছেন যাহা দ্বারা তাহাদের আচরণ আজ বিচার করিয়া দেখা দরকার হইয়াছে—নিজ প্রতিষ্ঠানের সেই সকল লোকের আচরণ বিচার করিয়া দেখা মিশ্রজী প্রয়োজন মনে করেন কি না। ইহা না হইলে বিচার ও অন্যায় দূর করার উদ্দেশ্য যথার্থভাবে সফল হইবে না। ইহাতে মিশ্রজী বলেন যে—কে কোথায় কি করিতেছে তাহা তিনি কত দেখিবেন? প্রত্যুত্তরে অরুণ বাবু প্রাদেশিক কমিটীর দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের আচরণের প্রতি মিশ্রজীর দায়িত্ব অস্বীকার করা চলে না বলিয়া জানান। এই সকল বিষয়ে কথা প্রসঙ্গে মিশ্রজী জানান যে তাহাদের মধ্যে কাহারও আচরণ আপত্তিকর হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। ইহাতে অরুণ বাবু বলেন যে—ইহা বিচার্য্যের বিষয় এবং প্রসঙ্গ যখন এভাবে উঠিয়াছে তখন উদাহরণস্বরূপে তিনি এমন একটি বিষয় উল্লেখ করিতে চাহেন যাহা দ্বারা দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণ কি প্রকার হইতে পারে অনুমান হইবে। তিনি এইখানে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত জনৈক ব্যক্তির নিতান্ত আপত্তিজনক আচরণের বিষয় বর্ণনা করেন। ইহাতে মিশ্রজী বলেন—ইহার জন্য আমি কি করিতে পারি—ইহার বিষয় আপনারা এবং তিনিই জানেন। এ সকল বিষয়ে কিছু কথাবার্ত্তার পর অরুণ বাবু বলেন—যাঁহারা বিচার করিবেন তাঁহাদের নিজেদের বিষয়ে যে দায়িত্ব তাঁহাদের রহিয়াছে তাহা গ্রহণ করিবার মনোভাব না রাখিলে, বিচারের নিরপেক্ষতার ভরসা থাকিবে না। তাহা ছাড়া পারস্পরিক অভিযোগ আনয়ন করার অবস্থার মধ্যে যাহারা রহিয়াছেন তাহাদের কাহারও দ্বারা বিচার করার প্রশ্ন আসে না। অধিকন্তু পরিস্থিতিতে বিচার করার অবস্থায় যাঁহারা রহিয়াছেন এবং যাঁহাদের উপর বিচার করার বিশ্বাস ন্যস্ত হইতে পারে তাহারাই বিচারের ভার লইতে পারেন। যাহাদের দ্বারা বিচার করার কোন প্রশ্ন নাই তাহারা বিচার করার ভার লইলে সঙ্গত হইবে কি? এই কথার উদাহরণস্বরূপে অরুণ বাবু বলেন—আজ যদি আমি আপনার কাছে আসিয়া বলি আমি আপনার বিচার করিব—তাহাতে আপনি কি রাজী হইবেন? ইহাতে আপনি কি মনে করিবেন? অরুণ বাবুর এই কথা মিশ্রজী ভুলভাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন—আপনি একজন মানভূমের নাগরিক, আর আমি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি আপনি আমার বিচার করিবেন—ইহাতো নিতান্তই আশ্চর্য্যের কথা। ইহার পর দুই চারি কথা হওয়ার পরে মিশ্রজী বলিলেন—আমি আপনাদের বিচার করিব বলি নাই। প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করিব বলিয়াছিলাম। উত্তরে অরুণ বাবু বলেন—তাহা আমরা বুঝিয়াছিলাম কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের কাজের সহিত যুক্ত হওয়ার অভিযোগ যাহাদের উপর আছে—তাঁহারা নিজেদের বিষয়ে যাচাই করিয়া দেখার মনোভাব না রাখিলে তাঁহাদের উপর নিরপেক্ষতার বিশ্বাস হইবে কি করিয়া?

ইহার পর মিশ্রজী বলেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনারা আমাদের দেন নাই। অরুণ বাবু উত্তরে বলেন—আপনাদের বিরুদ্ধে যাহা অভিযোগ তাহার বিচারের জন্য আপনাদের কাছে উহা দিবার প্রশ্ন কিছু নাই। যাহারা বিচার করিবেন তাহাদের কাছেই উহা জানাইবার প্রশ্ন রহিয়াছে।

এই সময়ে মিশ্রজীর সহিত আগত পুরুলিয়ার হিন্দি পত্রিকা জনসেবকের রিপোর্টার অরুণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, আপোষ আপনারা চান না। উত্তরে অরুণ বাবু বলেন—আপোষ চাই না এমন কথা আমি বলি নাই। আমি বলিয়াছি, আমাদের দিক হইতে আপোষ করার কোনো প্রশ্ন উঠে না। যাহারা আমাদের উপর লাঠি চালাইতেছে—তাহাদের সহিত আমাদের আপোষ করার কি আছে? তাহারা লাঠিটা তুলিয়া লইলেই আপোষ হইবে—অবস্থা শান্তিপূর্ণ হইবে।

ইহার পর সুরেশ বাবু আশ্রমের কর্ম্মীদের সহিত দুই চারি কথা বলিলে পর তাঁহারা সকলে চলিয়া যান।

২৫শে এপ্রিল সাক্ষাৎকার

পরদিন সভাপতিদ্বয় বেলা ৯ টার সময় শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত পুনরায় আলাপ আলোচনা করিবার জন্য শিল্পাশ্রমে আগমন করেন।

শিল্পাশ্রমে লোক সেবক সঙ্ঘের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। বৈঠকে সকলে যোগদান করেন। আড়াই ঘণ্টা আলোচনা হয়। ডাঃ ব্যানার্জ্জী কর্ম্মীদের পরিচয় গ্রহণ করেন। লোক সেবক সঙ্ঘের এই কর্ম্মীদের মধ্যে কয়েকজন জেলা বোর্ডের সদস্য এবং পঞ্চায়েৎ ও থানা কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট পদাধিকারী ও কংগ্রেস ডেলিগেট ছিলেন। এবং ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ মাহাত সম্প্রদায়ের ছিলেন। সেই হেতু ডাঃ ব্যানার্জ্জী জেলার মাহাত সম্প্রদায়ের ভাষা ও কুর্ম্মালী বুলি সম্বন্ধে তাঁহাকে যে সব কথা বলা হইয়াছে সেই বিষয়ে কর্ম্মীদের কাছ হইতে তথ্য জিজ্ঞাসা করেন।

মাহাত সম্প্রদায়ের ভাষা ও কুর্ম্মালীর রূপ—এ বিষয়ে মাহাত সম্প্রদায়ের কর্ম্মীরা নিজেদের অভিমত জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন যে, বাংলা ভাষাই জেলার মাহাত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা। অন্য যাহা কিছু বলা হইতেছে নিছক সত্যকে গোপন করিয়া প্রচারের জন্য বলা হইতেছে। তাঁহারা সকলে ঘরেও এই ভাষাতেই কথা বলেন এবং তাঁহাদের শিক্ষার ভাষাও বাংলা। 'কুর্ম্মালী' বুলি বলিয়া মানভূম জেলায় মাহাত সম্প্রদায়ের কোনো বুলি নাই। রাঁচি জিলার সীমান্তবর্ত্তী জেলার স্থান বিশেষে ঐ বুলি চলে। ঐ সকল অঞ্চলের মাহাত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ও ঐ বুলি বলেন। মাহাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা ঐ বুলি বলেন তাহারা সম্প্রদায়ের খুবই এক সামান্য অংশ এবং জেলারও সামান্য এক অংশে মাত্র এই বুলি চলে। যাঁহারা এই বুলি বলেন তাহারাও বাংলা পুরাপুরি জানেন এবং বলেন এবং তাঁহাদেরও শিক্ষার ভাষা বাংলা। কর্ম্মীরা ইহাও বলেন যে, যাহারা কুর্ম্মালী বলেন তাঁহারা হিন্দি বোঝেন না। ডাঃ ব্যানার্জ্জীর প্রশ্নের উত্তরে কর্ম্মীরা বলেন—বাংলা তাঁহারা বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন—তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের কাছ হইতে বাংলা ভাষার কথাই শুনিয়াছেন।

জেলাবাসী কোন ভাষা চান?

ডাঃ ব্যানার্জ্জী কর্ম্মীদের জিজ্ঞাসা করেন যে—জেলাবাসী কোন ভাষা শিক্ষা করিতে চান। যদি জেলাবাসীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা হইলে তাহারা কি

বলিবেন? ইহাতে কর্ম্মীরা বলেন—এ বিষয়ে কোনো কথাই উঠিবার নাই। বাংলা এখনকার জনসাধারণের ভাষা, বাংলাই লোকে শিক্ষা করিতে চায়—ইহাই স্বাভাবিক এবং সত্য। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত কিছু লোককে দিয়া হিন্দির দাবী করানো হইতেছে মাত্র। এই পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত লোকগুলি ছাড়া জেলার লক্ষ লক্ষ লোক নিজের মাতৃভাষা বাংলার সত্য রূপকেই পরিব্যক্ত করিবে। জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে জড়িত যে ভাষা তাহাদের সেই ভাষা রক্ষা করিতে জেলাবাসী দৃঢ় সংকল্প। কর্ম্মীরা ইহাও বলেন যে, সরকারী ক্ষমতার দৌরাত্ম্য শিল্পনে কাজ না করিতে থাকিলে, এই মিথ্যা দাবীগুলিও বিলীন হইয়া যাইবে।

কর্ম্মীরা বলেন যে, এই কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জেলার সমস্ত স্কুল ও সরকারী শিক্ষা বিভাগে বাংলার অবিসম্বাদী স্থান ও প্রয়োজনীয়তা ধার্য্য ছিল—আজ সংসা জেলার শিক্ষার ভাষা বিষয়ে এই নূতন প্রশ্ন উঠিবার কি কারণ ঘটিতেছে তাহাই বিচার্য্য। জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই নূতন প্রশ্ন দেখা দেয় নাই। সরকারের পক্ষ হইতে তাহাদের নিয়োজিত লোকদের দ্বারাই এই অযথা ব্যাপার ঘটানো হইতেছে।

এই নিয়োজিত ব্যক্তিগণ কাহারা?

ডাঃ ব্যানার্জ্জী জিজ্ঞাসা করেন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত এই নিয়োজিত লোকগুলি বলিতে কর্ম্মীরা কাহাদের কথা বুঝাইতে চান। উত্তরে কর্ম্মীরা বলেন—ব্রিটিশ আমল হইতে এখন পর্য্যন্ত যাহারা জেলায় বরাবর কংগ্রেস বিরোধী ও কংগ্রেস আদর্শ বিরোধী রূপে কাজ করিয়াছেন—আমাদের কংগ্রেসী সরকার তাহাদেরই একত্রিত করিয়া তাঁহাদের অভিযানে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং যে সমস্ত লোক ব্যবসায় ক্ষেত্রে সরকারের নিকট হইতে সুবিধা লাভের জন্য জেলার জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না—সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে এবং পারমিট লাইসেন্স ও বিভিন্ন স্বার্থের জন্য যাহারা সরকারের সহিত বাধ্যবাধকতাসূত্রে আবদ্ধ সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সরকার তাঁহার অভিযানে নিয়োগ করিয়াছেন।

কর্ম্মীরা তাঁহাদের বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশের পরিচালনার ও সমস্যাসমূহের নিরাকরণের মূল দায়িত্ব কংগ্রেসের। যে কংগ্রেসের শক্তির ভিত্তিতে দেশের জনগণের অধিকার ও ব্যবস্থার জীবন গড়িয়া উঠিবে—সেই কংগ্রেসশক্তি দুর্ব্বল হইলে সমস্যা সমাধানের পথ দুরূহ হইবে। সেইজন্য আজ কংগ্রেসের নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি ও শৃঙ্খলা-দৌর্ব্বল্যের প্রতি সর্ব্বপ্রথম মনোযোগ দিতে হইবে। কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটীসমূহকে পরিশুদ্ধ করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে দেশের দায়িত্বের যোগ্য করিয়া তুলিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

এই আলোচনা বৈঠকে লোক সেবক সঙ্ঘের সচিবগণ ব্যতীত সঙ্ঘের নিম্নলিখিত বিশিষ্ট কর্ম্মীগণ উপস্থিত ছিলেন--শ্রীভঞ্জহরি মাহাত সদস্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী; শ্রীকুম্ধ্বজ মাহাত, সদস্য জেলা বোর্ড; শ্রীমথনচন্দ্র মাহাত সদস্য জেলা বোর্ড ও সভাপতি বরাবাজার থানা কমিটি; শ্রীপদকচন্দ্র মাহাত, সদস্য থানা কংগ্রেস কমিটী; শ্রীভীমচন্দ্র মাহাত, সভাপতি থানা পঞ্চায়েৎ; শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত সভাপতি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ; শ্রীযতীন্দ্র নাথ মাহাত, সম্পাদক মাঝিহিড়া অঞ্চল পঞ্চায়েৎ; শ্রীরেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীচিত্তভূষণ দাস গুপ্ত, শ্রীভূতনাথ মাহাত, শ্রীধ্রুবপদ মাহাত প্রভৃতি।

বৈঠক সমাপ্তির পর

বৈঠক শেষ হইবার পর গমনোন্মুখ অবস্থায় কর্ম্মীদের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত মিশ্র অভিযোগ করেন যে, তাঁহাদের নিকট অভিযোগ-সমূহ জানান হয় নাই। লোক সেবক সঙ্ঘের প্রধান সচিব বিভূতি বাবু উত্তরে বলেন—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আপনাদের প্রতিও আমাদের অভিযোগ থাকার জন্য আপনাদের কাছে বিচারের জন্য অভিযোগ-সমূহ উপস্থিত করা হয় নাই—ইহাই সঙ্গত। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীবৈদ্যনাথ প্রসাদ চৌধুরীর বিবৃতি সম্পর্কে বিভূতিবাবু বলেন যে সমগ্র বিবৃতিটি ভ্রান্তিপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক হইয়াছে। বিবৃতিটি সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে অন্যায় উক্তি ও অমূলক তথ্যের আশ্রয়ে লিখিত হইয়াছে। আলোচনাপ্রসঙ্গে বিহার সরকারকে সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত প্রজাপতি মিশ্র বলেন যে, বিহার সরকার

এখানে কোন প্রকার জবরদস্তি করেন নাই—জনসাধারণের মধ্যে হিন্দির দাবী হওয়ায় সরকার হিন্দি চালাইতেছেন; মাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দি শিক্ষা দিতে হইতেছে এবং হইবে—এই জন্যই আপনাদের যত আপত্তি হইতেছে। এই প্রকার উক্তি অনুচিত হইতেছে বলিয়া কর্ম্মীরা সকলেই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কর্ম্মীরা বলেন আপনি অবস্থা বিচার না করিয়াই এরূপ বলিতেছেন। বিহার সরকার মানভূমে কি করিয়াছেন—তাহা দেখাইয়া আমরা বহু অভিযোগ আনয়ন করিয়াছি। আপনি সেই সকলের সত্যতা নির্ণয় না করিয়া এ কথা বলিলে যুক্তিসঙ্গত হইবে না। মানভূমে বিহার সরকার পূর্ণরূপে জবরদস্তি ও স্বেচ্ছাচারিতা করিয়াছেন—তাহার বহুবিধ প্রমাণ আছে। সরকারের অধীনে জেলার সরকারী কর্ম্মচারীরা যে সকল ব্যাপক অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক আচরণ করিয়াছেন—তাহার সমস্ত দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ আছে।

ইহাতে মিশ্রজী বলেন যে, আপনারাতো দৃষ্টান্ত দিতে চান না। এই কথার উত্তরে লোক সেবক সঙ্ঘের জনৈক সচিব বলেন, প্রথম দিনের আলোচনাতেই আমরা আপনাদের জানাইয়াছি যে দৃষ্টান্ত আপনারা চান—ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই—দৃষ্টান্ত আপনাদের সরবরাহ করিব। আপনাদের পক্ষ হইতে ডাঃ ব্যানার্জ্জী কয়েকদিনের মধ্যে কতকগুলি দৃষ্টান্ত সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা শীঘ্রই পাঠাইয়া দিতেছি বলিয়া আমরা কথাও দিয়াছি। আমরা দিতে চাই না এ কথা বলিতেছেন কেন? আমরা এখনও বলিতেছি—এ বিষয়ে আমাদের সহযোগিতার কোনো অভাব হইবে না। (এখানে বলিয়া রাখা সমীচীন যে, উহাদের পক্ষ হইতে ডাঃ ব্যানার্জ্জী দৃষ্টান্তের কাগজ পত্র চাহিলে—দৃষ্টান্ত সম্বলিত একতাড়া কাগজ দিতে চাওয়া হইয়াছিল—উহা সংক্ষেপ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়া দিতে আমরা অনুরুদ্ধ হই।)

মোটরে উঠিয়া রওনা হইবার কালে মিশ্রজী পুনরায় বলেন—বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর উপর যে অভিযোগসমূহ তাহা তাঁহাদের জানান হয় নাই। এবং তিনি লোক সেবক সঙ্ঘের ১২ দফা দাবী স্বীকার করেন না। ইহাতে সঙ্ঘের জনৈক সচিব বলেন যে—আপনি দাবী স্বীকার না করিলেই দাবীর সত্যতা অস্বীকার করা যাইবে না। দাবীপত্রে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে অভিযুক্ত করা হয় নাই। কমিটীর মধ্যে যাহাদের আচরণ আপত্তিজনক হইয়াছে তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে। আপনাদের কাছে ঐ সকল জানান হয় নাই বলিয়া অভিযোগের বিষয় লাঘব হয় নাই। আপনাদের কাছে ঐ সকলের বিচার লাভ হইবে না বলিয়াই আপনাদের জানাইবার প্রশ্ন উঠে নাই। যাহাদের কাছে বিচার হইতে পারে তাঁহাদের কাছেই অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে। ইহার পর সভাপতিদ্বয় চলিয়া যান।

প্রথম দিন অতুল বাবুর সহিত সভাপতিদ্বয় একান্তে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা করেন এবং ঐ সময় কিয়ৎ ক্ষণের জন্য অরুণ বাবুর সহিত যে কথাবার্ত্তা হয়—এই সকলের বিবরণ কোনো কিছু প্রকাশার্থ দেওয়া হয় নাই।

চোরকাটায় বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রাদেশিক কুর্ম্মী ক্ষত্রিয় বোর্ডের ২য় অধিবেশন

(শ্রীযতীন্দ্র নাথ মাহাত)

গত ২৪শে ও ২৫শে চৈত্র পুরুলিয়া থানায় চোরকাটা গ্রামে শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণা মেলাতে মধ্য প্রদেশের ভূতপূর্ব পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ডাঃ খুবচন্দ্র বাঘেলের সভাপতিত্বে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রাদেশিক কুর্ম্মী ক্ষত্রিয় বোর্ডের ২য় অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে বাংলা বিহার, ও উড়িষ্যা হইতে অনেক প্রতিনিধি যোগদান করেন। মানভূমেরও প্রতি থানা থেকে বহু কুর্ম্মী ক্ষত্রিয় উক্ত সভায় যোগদান করেন। সভাতে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য মানভূমের বহু থানা থেকে কুর্ম্মী ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছাসেবকগণও উক্ত সভা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা প্রায় ২৫০ শত ছিল। জেলার বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত, শ্রীযতীন্দ্র নাথ মাহাত, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীধ্রুব পদ মাহাত, শ্রীঘনশ্যাম মাহাত, শ্রীভ্রমর মাহাত, সদর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত

সত্যকিঙ্কর মাহাত ইত্যাদি বহু কর্ম্মীও উপস্থিত ছিলেন। ২৪শা চৈত্র বেলা প্রায় ৫ টার সময় সভাপতি মহাশয় সভাতে আগমন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শশী মাহাতর ভাষণের পর সভাপতি মহাশয় হিন্দীতে বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু উপস্থিত জনসাধারণের তাহা বোধগম্য না হওয়ার দরুণ সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রাদেশিক বোর্ডের সভাপতি শ্রীপঞ্চানন সিংহ মহাশয় তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দেন। সেদিন রাত্রি ৯টার সময় বিষয় নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশন ছিল কিন্তু ঝড়ের জন্য স্থগিত রাখা হয়। ডাঃ কে, সি, বাগচেলর জামাতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেশমুখ মহাশয় স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মানুবর্ত্তীতার অভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত মহাশয়কে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দকে একত্রিত করবার জন্য অনুরোধ করেন। হেম বাবু সমস্ত স্বেচ্ছাসেবককে প্যাণ্ডেলের ভিতর সমবেত করেন। রামচন্দ্র বাবু সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের একে একে নাম ও হিন্দি জানেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে প্রায় আড়াই শত স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে মাত্র ১০।১২ জন কিছু কিছু হিন্দি বুঝিতে পারেন বলিয়া স্বীকার করেন ও বাকি সকলেই হিন্দি বুঝিতে পারেন না বলিয়া জানান। এই সময় রাঁচী নিবাসী শ্রীরামেশ্বর মাহাত বলেন যে এরা সকলেই কুর্ম্মালী জানেন। রামচন্দ্র বাবু স্বেচ্ছাসেবকগণকে কুর্ম্মালী জানেন কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু দু একজন ছাড়া সকলেই কুর্ম্মালী সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র বাবু স্বেচ্ছাসেবকদের ভিতর হিন্দি ভাষা যাহারা বুঝিতে পারে এইরূপ স্বেচ্ছাসেবকদের লইয়া পৃথক ট্রেনিং দেন এবং বাকি সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক হিসাবে শ্রীহেমচন্দ্র মাহাতকে স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালনা করিতে অনুরোধ করেন। পরদিন বিষয় নির্ব্বাচনী সভাতে প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। জনৈক ব্যক্তি মানভূমের মাতৃভাষা হিন্দি এইরূপ প্রস্তাব আনয়ন করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু সভাপতি মহাশয় সে প্রস্তাব নাকচ করেন এবং বলেন যে মানভূমের ভাষা সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব বা বক্তৃতা দেওয়া আমি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। কয়েকজন মাড়োয়ারী যুবক উক্ত সভায় হিন্দি প্রচার পত্র বিলি করিতেছিলেন, সভাপতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে প্রচার পত্রসহ সভাস্থল ত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দেন। বেলা ৪টা থেকে খোলা অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় সভায় যে সমস্ত নির্দ্দেশ দিতেছিলেন, হেম বাবুকে তাহার বাংলা করিয়া দিবার ভার সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত ছিল। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করিতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত বিষয়ান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় জন্য তাহাকে থামাইয়া দেওয়া হয়। এবং শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মাহাত বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার পর নিখিল ভারতীয় কুর্ম্মী ক্ষত্রিয় সভার জন্য অর্থের আবেদন করা হয়। বহু লোক সাধ্যমত সাহায্য করেন। মুঙ্গের জিলা কুর্ম্মী ক্ষত্রিয় বোর্ড মানভূমবাসী একজন কুর্ম্মী ক্ষত্রিয় ছেলের আই এ, ও বি, এ, পড়িবার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবার দায়িত্ব লইয়া প্রস্তাব আনয়ন করেন। সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব অনুযায়ী শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত, দেবেন্দ্র মাহাত, শশী মাহাত, নগেন্দ্র নাথ মাহাত ও রামকৃষ্ণ মাহাতকে ছাত্র নির্ব্বাচনের ভার প্রদান করেন। সভাপতির অভিভাষণের পর সভা ভঙ্গ হয়। সম্মেলন ক্যাম্পে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর মাহাত, শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত, শ্রীযতীন্দ্র নাথ মাহাত, শ্রীধনঞ্জয় মাহাত, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীধ্রুবপদ মাহাত ও অন্যান্য কর্ম্মীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহাদের কাজকর্ম্ম জানিতে আগ্রহান্বিত হন এবং কর্ম্মীদের সহিত সপরিবারে পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে আসেন। তথায় শ্রীযুক্ত সাগর চন্দ্র মাহাত এম, এল, এ, ও অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মীদের সহিত আলোচনা করিয়া বলেন যে মানভূমের কর্ম্মীদের সম্বন্ধে আজ দুই দিন যাবৎ যে আমার ভুল ধারণ বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল। পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে একদিন অবস্থানের পর তিনি এখান থেকে রওনা হইয়া যান।

সত্যাগ্রহ বিরোধী প্রচার সক্রিয়

সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার অবকাশে সরকারী পক্ষের কার্য্যকলাপ

সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও শ্রেণী বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা

নূতন উপায়সমূহে জনগণকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার আয়োজন

সরকারী প্রচারযান, সিনেমা প্রভৃতি সহ, সরকারী সহায়তা

দিবার আশ্বাস দান করিয়া সরকারী কর্ম্মচারী ও সরকারী নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের গ্রাম ভ্রমণ

সরকারী প্রচারের ধারা

মানভূম সত্যাগ্রহের সাময়িক স্থগিতির সুযোগ লইয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের বিরোধী অপপ্রচারের কার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছেন। সরকারী প্রচার কেমন চলিতেছে তাহার কয়েকটি নমুনা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

সত্যাগ্রহের ফলে মিথ্যার রূপ প্রকাশিত হইয়া যাইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারী ও অনুবর্গ জনগণকে এতদিন যে ভাবে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত এবং সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল—সত্যাগ্রহ এই মিথ্যা ও ভয়ের বিরুদ্ধে এক প্রবল শক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে। সেজন্য সত্যাগ্রহ বন্ধের অবকাশে সরকারী দলবল এক নূতনভাবে জনগণকে হাত করিবার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। বাঁধ কুয়া প্রভৃতির বিষয়ে সরকারী সহায়তা দিবার আশ্বাস জানাইয়া গ্রামে গ্রামে জোর প্রচার সুরু হইয়াছে। এবং এই সকল সুযোগে জনসভা প্রভৃতি করিয়া সত্যাগ্রহ ও সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা প্রচার করা হইতেছে। শ্রেণী সম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন করিয়া নিজদের ক্ষেত্রকে দুর্ব্বল করার চেষ্টা হইতেছে। একটি বিশেষ জিনিষ ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার আছে। এই সত্যাগ্রহে আদিবাসী, হরিজন, মাহাত, ও অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের লোক যোগদান করিয়াছেন তাহার মধ্যে মাহাত সম্প্রদায়ের সত্যাগ্রহী সংখ্যা বেশী। তজ্জন্য ঐ বিরোধী পক্ষ হইতে মাহাতদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে অন্যায়ভাবে মাহাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইতেছে।

প্রথম দিকে সরকার পক্ষ হইতে সকল সম্প্রদায়ের লোককে ভুলাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। জনসাধারণ এখন সরকারী উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছে। দক্ষিণ মানভূমে বেশী আদিবাসী আছেন। তজ্জন্য ঐ অঞ্চলে সরকারী পক্ষ এখন আদিবাসীদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিবার কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সরকারী লোকজন এখন নিজদিগকে আদিবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া আদিবাসীদের সহিত এক হইয়া তাহাদিগকে হাত করিবার চেষ্টায় রহিয়াছেন। আদিবাসীরা যথার্থ অবস্থা জানিতে পাইলেই তাহাদের মিথ্যা ভ্রম দূর হইতেছে এবং তাঁহারা সরকারী স্বরূপ জানিতে পারিতেছেন।

নিম্নে সরকারী প্রচারের নমুনা দেওয়া গেল।

মানবাজারের মিনিডি গ্রামে প্রচার

(১) লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত সরকারী প্রচারের নিম্নলিখিত বিবরণ জানাইতেছেন :—

মিনিডি (মানবাজার)। মিনিডি গ্রামে স্কুলের সম্বন্ধে ডেপুটি কমিশনার সভা করিবেন বলিয়া পূর্ব্বেই বিজ্ঞপ্তি প্রচার হয়। ৩০শে এপ্রিল জনসভা হয়। ডেপুটী কমিশনার সভায় আসেন নাই। মানবাজার থানার ছোট দারোগা, পুলিশ ইন্সপেক্টার, দু একজন হিন্দী প্রচারক, বিভিন্ন স্থানে গিয়া সত্যাগ্রহীদের যাহারা মারপিট করিয়াছে এরূপ দু চারজন লোক, সরকারী পাবলিসিটী অফিসার প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন ব্যক্তি যে সব বক্তৃতা ও প্রচার করেন তাহার মর্ম্মার্থ এই—

হিন্দী ভাষাতেই কোর্ট কাছারীর কাজ হইবে। তাই চাকরীর জন্য হিন্দি শিক্ষা করিতে হইবে। হিন্দি না শিখিলে কেহ চাকরী পাইবে না। কয়েকজন বাঙ্গালী আসিয়া তোমাদের ভাষা বাংলা করিয়া দিয়াছে। বাঁধ কুয়া প্রভৃতির জন্য গবর্মেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি দুয়ারে দুয়ারে কুঁয়া করিতে হইবে। আমাদের দাবী পূরণ না হওয়ার জন্য গবর্মেণ্ট দোষী নয়। বাংলার শ্রীশরৎ চন্দ্র বসুকে নানাভাবে সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করা হয়। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বলা হয় যে, কতিপয় বাঙ্গালী স্বার্থের জন্য সত্যাগ্রহ করিতেছেন এবং তাহারা হারিয়া গিয়াছে। বলা হয় যে—নেতাজি জয় হিন্দ বলিতে "জয় হিন্দী" বলিয়াছেন। সভার পরে সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে সিনেমা প্রভৃতি দেখান হয়।

মানবাজার অঞ্চলে প্রচার

(২) লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত মানবাজার অঞ্চলের সরকারী প্রচারের বিবরণ জানাইতেছেন :—

আমি মানবাজার থানার গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করে জনসাধারণের নিকট থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করলাম তা জানাচ্ছি। ১লা, ২রা মে ডেপুটি কমিশনার তাঁর দলবল সহ কয়েকটি গ্রামে ঘোরেন ও জনসভা প্রভৃতি করেন। তাঁদের ভ্রমণ করে যাওয়ার পরই আমি ঐ সকল গ্রামগুলিতে যাই এবং জনসভার প্রত্যক্ষদর্শী ও ব্যাপারগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের কাছ থেকে যা বিবরণ পাই তা এই—

ডেপুটি কমিশনার দলবল ও প্রচার ভ্যান সহ খড়িডুয়ারা, মানপুর, দোলদৌড়া, মানবাজার ইত্যাদি গ্রামে গিয়াছিলেন। প্রথমে খড়িডুয়ারা গ্রামে প্রচার ভ্যানসহ উপস্থিত হয়ে চারিদিকে প্রচার করা হয় যে—রাত্রে সিনেমা দেখানো হবে এবং আদিবাসিদের বাঁধ, কুয়া ও গরু কাড়া কেনার জন্য টাকা দেওয়া হবে। কিছু আদিবাসী সেখানে জমা হয়। সেখানে আদিবাসীদের মধ্যে প্রচার করা হয় যে তোমরা হিন্দী শিক্ষা কর তোমাদের মাতৃভাষা হিন্দী, তোমাদের এরপর রাজত্ব এসেছে। মাহাতরা এতদিন রাজত্ব নিয়ে তোমাদের অত্যাচার করেছে। তোমরা যদি হিন্দী শিক্ষা কর তো তোমাদের বাঁধ, কুয়া, ও গরু কেনার টাকা দেওয়া হবে। দোলদৌড়াতে মাঝিদের রেকর্ডের গান শুনাইয়া সমবেত করা হয় এবং তাহাদিগকে বলা হয় যে তোমরা আমাদের দলে থাক তোমাদের একটি বাঁধের জন্য টাকা দেওয়া হ'বে ও গরু কেনার জন্যও টাকা পাবে। মানপুরে রাত্রিতে সিনেমা দেখান হয় এবং বাউরীদের খুব উত্তেজিত করা হয়। বলা হয় যে মাহাতরা তোমাদের উপর খুব অত্যাচার করেছে। দেখ তোমরা আমাদের কথা মত মাঝিহিড়া গ্রামে শত শত লোকের কাছে সত্যাগ্রহীদের মারপিট কল্লে কেউ কিছু করতে পারে নি। তোমরা হিন্দী পড় হিন্দী তোমাদের মাতৃভাষা তোমরা হিন্দী পড়লে কেউ তোমাদের কিছু করতে পারবে না। তোমাদের বাঁধ, কুয়া, সব করে দেওয়া হবে। গরু কিনতে টাকা দেওয়া হবে। আমি পরদিন সেখানকার শ্রীনরসিং বাউরীর সহিত আলাপ আলোচনা করাতে তিনি বলেন আমরা আজ পর্য্যন্ত আপনারা কেন সত্যাগ্রহ করছেন তার কিছুই জানি না। পুলিশ আমাদের নিয়ে গেছল বলে আমরা মাঝিহিড়ায় গিয়েছিলাম তাঁকে লোক সেবক সঙ্ঘের দাবী বুঝিয়ে বলাতে তিনি বলেন যে এসব তো আমাদের বিরুদ্ধে কিছু নয়, আমরা ভুল করেছি। এখানকার বাউরী ভাই সকল আগ্রহের সঙ্গে আমাদের কাগজ পত্র দেখিতে চান।

মানবাজারে প্রচার ভ্যান উপস্থিত হ'য়ে একটি হিন্দী রেকর্ড দেয়। হিন্দী রেকর্ড ও হিন্দী প্রচারকদের দলকে দেখে ছেলের দল বাংলা রেকর্ড দেওয়ার দাবী করে, তখন বাংলা রেকর্ড দেওয়া হয়। হিন্দীতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হলে, ছেলেরা প্রবল আপত্তি জানিয়ে বাংলায় বক্তৃতা দাবী করে। তারা বলে যে তারা হিন্দী বোঝে না। সেজন্য প্রচারক মহাশয়দের বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ ঘটে নি।

মাঝিহিড়া অঞ্চলে প্রচার

(৩) লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী শ্রীধ্রুবপদ মাহাত সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রচারের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

৩রা মে তারিখে লোন অফিসার, মানবাজার থানার ওয়েলফেয়ার অফিসার, প্রচার বিভাগের ভ্যান সহ আরও

বিহার সরকারের কতকগুলি বিশেষ অনুগত ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত ব্যক্তি মানবাজার থানার অন্তর্গত বারি, বাগডেগা ও মাঝিহিড়া গ্রামে প্রচার করেন যে, বারি গ্রামে বেলা ৪ ঘটিকার সময় জনসভা হইবে, রাত্রে সিনেমা দেখানো হইবে এবং বিবিধ সহায়তা দেওয়া হইবে। সভায় বিশেষ করিয়া আদিবাসীদেরই ডাকা হইয়াছিল। প্রচার করা হইয়াছিল যে, আদিবাসী ও সাধারণ প্রজাদের উন্নতি করা এবং অসুবিধা নিবারণ করার জন্য সভায় নানা প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে যথা—পুষ্করণী খনন, কূপ খনন এবং কম সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

আমি উক্ত তারিখে মাঝিহিড়া হইতে মেট্যালা যাওয়ার পথে ব্যাপার কি তাহা দেখিবার ইচ্ছা লইয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কর্ম্মচারিবৃন্দ বসিয়া আছেন এবং পৃষ্ঠপোষকগণ এদিক ওদিক ছুটা ছুটি করিয়া গ্রামবাসীদের নিকট হইতে পুষ্করিণী, কূপ ও ঋণ প্রভৃতির জন্য দরখাস্ত গ্রহণ করিতেছেন। গ্রামবাসী মোট ৮০ হইতে ১০০ জনের মধ্যেই ছিল। বেশী লোক হয় নাই কারণ জনসাধারণ এই সরকারী আশ্বাসের মূল্য কি জানে। আমি তাঁহাদের কয়েক জনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিলাম। তাঁরা বলিলেন যে, ইঁহারা টাকা ঋণ লওয়া বা কূপ খুঁড়াইবার বা পুষ্করিণী খুঁড়াইবার জন্য দরখাস্ত দিতে বলিতেছেন—তখন চেষ্টা করিয়া দেখা যাক—ছাড়া হইবে কেন?

আমি ফিরিবার পথে দেখি রাত্রে তথায় ছায়াচিত্র দেখান হইতেছে। লোক কিছু বেশী আসিয়াছিল কারণ তাহারা ছায়াচিত্র কোনদিন দেখে নাই।

এই সব বিভিন্ন ব্যাপার করিয়া সরকারী পক্ষ এখন জনসাধারণকে দলে ভিড়াইবার চেষ্টায় আছেন।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

মাননীয় "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিম্নলিখিত বিবৃতিটী আপনার "মুক্তির" আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব :—

আমার স্বামী শ্রীযুক্ত সুশীল দাস গুপ্ত গত অক্টোবর মাসে জেল হইতে মুক্ত হইয়া আসার পর গত ডিসেম্বর মাসে সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক তাঁহার উপর নিজ গৃহ পুরুলিয়া সহরে অন্তরীণ থাকিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। এইরূপে অর্থোপার্জ্জনের সমস্ত পথ জোরপূর্ব্বক সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়ায় তিনি গত ২৮।১২।৪৮ তারিখে পারিবারিক ভাতার জন্য বিহার পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট একখানি দরখাস্ত করেন। অন্তরীণ থাকাকালীন সহরের ছাত্র পড়াইয়া যে ২।১ টাকা রোজগার করিবেন সে সুযোগটুকু হইতেও বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ১৯।২।৪৯ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং তদবধি তিনি নিরাপত্তা বন্দী অবস্থায় এখনও পর্য্যন্ত জেলে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে আমি ২৫।৩।৪৯ তারিখে উপরোক্ত কর্ম্মচারীর নিকট পুনরায় পারিবারিক ভাতার জন্য একটি স্মারক লিপি প্রেরণ করিয়া অচিরে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। এই বিষয় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা কয়েকবার তদন্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকার বাহাদুর ঔদাসীন্যের ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন।

এখন আমার বক্তব্য যে, যদি এই সকল অত্যাবশ্যকীয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়া তাহার আশু সমাধান করিতে কর্ত্তৃপক্ষের সদিচ্ছা না থাকে তাহা হইলে তাহা অকপট-

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান :

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া

কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।

ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্‌, মুক্তি প্রেস

প্রতিনিধি : সমর সিংহ, হুলগী

পুরুলিয়া

বিজ্ঞপ্তি

স্মিথ-করোনা টাইপ রাইটার, ডুপ্লিকেটার, ষ্টীলের আসবাবপত্র, প্রভৃতির একমাত্র পরিবেশক :

সুদক্ষ মেকানিকের পরিচালনায় মেরামতী বিভাগও খোলা হইয়াছে।

পুরুলিয়া
১৭।৪।৪৯

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

WANTED

The students passed Steno-typist course, Telegraphy, Assistant Station Master Course, Book-keeping, etc from PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE, PURULIA are asked to inform their address immediately to the Principal for Govt. & Railway Appointments.

ওষুধপত্র

ও

অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় নানারকম ভালো জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী

পুরুলিয়া।

"সৈনিক"

সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীমনোরঞ্জন ভাস্কর

১।১, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা ৯

বার্ষিক সডাক মূল্য—৭॥০   প্রতি সংখ্যা—৵০

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২রা জৈষ্ঠ ১৩৫৬, ১৬ই মে ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

Manbhum District Board.

Office of the District Engineer, Manbhum.

NOTICE FOR CALLING TENDERS.

No. 2 of 1949-50.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received up to 11A.M. on 21-5-49 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman District Board or by the Vice-Chairman District Board at 11-30 A. M. on 21-5-49 in presence of the tenderers or their authorised agents.

2. Other information may be had in District Engineer's Office and separately in the Notice Board.

Est. No.	No.	Names of works.	Amount excluding T.W.E. & contingencies.	Amount of earnest money to be deposited.	Date of completion.
318 of 48-49.	1.	Constructing two additional rooms for the Sadar Local Board office.	2758/-	100/-	December 1949
207 of 49-50.	2.	Repairing the Rest shed at Bamandiha.	322/-	50/-	July 1949
208 of do	3.	Converting the unfinished S. O.'s quarters to an Inspection Bungalow at Bandwan.	3460/-	100/-	November 1949
209 of do	4.	Repairing the dispensary building at Jhalda.	733/-	50/-	December 1949

The details of items and quantities of works to be done may be seen in the District Engineer's Office during office hours.

Approved.
Sd/ S. K. Bhattacharyya
Vice-Chairman,
District Board, Manbhum.

P. K. Roy
District Engineer,
Manbhum.

মুক্তি

সন ১৩৫৬ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ

কোন পথে ?

গত ৭ই মে ইন্দোরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস কর্মী, স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সর্দ্দার প্যাটেল তাহার বর্ত্তমান অভিমত যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

তিনি বলিতেছেন—"মনে হয় অনেকেই জনসাধারণের মধ্যে গঠনমূলক কার্য্য করিবার এবং জনসেবা করিবার সুযোগ লাভের জন্য কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই। ক্ষমতা লাভের সোপান হিসাবেই তাহারা কংগ্রেস যোগ দিয়াছেন।"

তিনি বলেন যে—"মন্ত্রীমণ্ডলী হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলে আমি এমনভাবে কংগ্রেসকে সংগঠিত করিয়া তুলিব যে তখন আর তাহা ক্ষমতা বণ্টনকারী এজেন্সী থাকিবে না"

তারপরে তিনি আরও বলেন যে—"মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর হইতেই সকলে তাহার শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি এই কথাই বলেন যে—মহাত্মা গান্ধী বৈদেশিক অধীনতা মোচন করিয়া যে স্বাধীনতা আনিয়াছেন—একমাত্র সেই স্বাধীনতা লাভ দ্বারাই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী যাহাকে 'রামরাজ্য' বলিতেন তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইহা উপায় মাত্র। একমাত্র উপরের কয়েকজন লোক ছাড়া জনসাধারণ এই স্বাধীনতার আলোকের স্পর্শ পায় নাই।

সর্দ্দার প্যাটেলের বক্তৃতার এই কয়েকটী কথায় ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাহার অভিমত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি এই অবস্থার প্রতিকার কল্পেই কংগ্রেস কর্মীদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে বলেন এবং এই বলিয়া তাহাদের সাবধান করিয়া দেন যে—যদি তাহারা স্বীয় কর্ত্তব্য পালন না করেন তাহা হইলে দেশের স্বার্থের জন্য যাহা করা প্রয়োজন তাহা অন্য লোক করিবে।"

এখন নূতন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস কর্মীর কর্ত্তব্যের মৌলিক রূপ যদি পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকে তবে বলিতে হইবে যে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা, স্বার্থবোধ, ক্ষমতা লোলুপতা হইতে দূরে থাকিয়া জনসাধারণের সেবার কার্য্যকে জীবনের ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের পথে জনমণ্ডলীকে গঠিত করিয়া এই ভাবেই দেশের মনোবৃত্তি গঠন করিলে "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠার পথ সুগম ও প্রশস্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করিবে। কংগ্রেস কর্মীদিগকে শুধু অন্যায় ও অসত্য হইতে দূরে থাকিলেই চলিবেনা, তাহাদিগকে ইহার প্রতিরোধও করিতে হইবে নচেৎ ন্যায় ও সত্যের পথে জন মনোবৃত্তি ও কার্য্যধারা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয়।

আজ বাস্তব অবস্থা দেখিয়া ইহা অস্বীকার করা চলেনা যে কংগ্রেসে ইহার বিপরীত অবস্থারই প্রাবল্য ঘটিতেছে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে বহু শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি যাহারা কংগ্রেসের ও কংগ্রেস সরকারের দায়িত্বশীল পদে থাকিয়া দেশকে পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের কার্য্যে তাহাদের কথার বিপরীত আচরণ দেখিয়া জনসাধারণ স্বভাবতঃই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরাও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে। কাজের মধ্য দিয়া যেখানে কথা রূপ গ্রহণ করে না সেখানে সে কথার কোন প্রভাব পড়া মুস্কিল। আমরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে বহু প্রমুখ কংগ্রেসীজন নানাভাবে কংগ্রেসকে ক্ষমতা লাভের সোপান হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন সন্দেহ নাই। এবং তাহার ফলে দেশের যত জনস্বার্থ বিরোধী এবং কংগ্রেসের আদর্শ বিরোধী ব্যক্তি বা দলের কংগ্রেসের মধ্যে প্রবেশ অতি সহজ হইয়া পড়িয়া এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ, শক্তি ও মর্য্যাদা ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ইহার ফলে জনগণের নিকট হইতে কংগ্রেস

বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। ইহা যাহাতে ক্ষমতা বণ্টনকারী এজেন্সীরূপে না থাকিয়া প্রকৃত ক্ষমতা সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠানরূপে স্বাধীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই মহাত্মা গান্ধী ইহাকে "লোক সেবক সংঘের" আদর্শে গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতো করা হয়ই নাই বরং ইহাকে "ক্ষমতা বণ্টনকারী এজেন্সী" রূপেই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরে তাহার বহু অনুবর্ত্তী তাহার শিক্ষা যে শুধু ভুলিয়াই গিয়াছেন তাহা নয়, তাহার আদর্শ বিরোধী অন্যায় ও অসত্য কাজ করিবার জন্য তাহার নাম এমনভাবে ব্যবহার করা হইতেছে যে তাহা কল্পনারও অতীত। আজ জনসাধারণ অবাক বিস্ময়ে দেখিতেছে যে দেশময় বিশেষ করিয়া কংগ্রেসীজনরা গান্ধীজীর নাম লইয়া যে অন্যায় অসত্য ও পীড়ণের প্লাবন বহাইয়া দিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোথাও কোন সক্রিয়ভাবে প্রতিকারের চেষ্টা হইতেছে না। যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা যে কোন কারণেই হোক না কেন হয় এবিষয়ে চুপ করিয়া আছেন নয়ত সমর্থন করিতেছেন।

এক্ষেত্রে "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠার জন্য কাহারা সচেষ্ট হইবে? যে স্বাধীনতাকে শ্রেণীহীন, শোষণহীন ও মিথ্যাহীন 'রামরাজ্যে'র উপায়স্বরূপ বলিয়া গান্ধীজী মনে করিতেন সেই স্বাধীনতা আজ দেশের এক শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা, অর্থ, শোষণ, অন্যায় ও অসত্যের যন্ত্রস্বরূপে অবাধে ব্যবহৃত হইতেছে। এক্ষেত্রে জনসাধারণ স্বাধীনতার আলোকের স্পর্শ পাওয়াতো দূরের কথা কতিপয় 'শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের' স্বাধীনতার সুবিধার উপকরণ জোগাইতে তাহাদের ভার আরও দুর্বহ হইয়া পড়িতেছে। ইহা বড়ই চিন্তার কথা।

যাহারা কংগ্রেস পরিচালনা করিতেছেন তাহারাই আজ কংগ্রেস গবর্মেণ্টও পরিচালনা করিতেছেন। জনসাধারণ কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্মেণ্টকে পৃথক করিয়া দেখে না। নিজের ক্ষেত্রে জনসাধারণ কংগ্রেস গবর্মেণ্টকে যে ভাবে আচরণ করিতে দেখে তাহার উপরই তাহারা কংগ্রেসকে বিচার করিয়া দেখে। আজ এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এবং শাসন ব্যবস্থাকারী প্রতিষ্ঠান গবর্মেণ্টকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার ও দায়িত্ব যাহাদের হাতে তাহারা আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে আজ ত্রুটী করিতেছেন বলিয়াই আজ সর্দ্দার প্যাটেলকে একথা বলিতে হইতেছে। ইহার প্রতিকারের পথ হয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা করিবেন নয় জনসাধারণ করিবে। যে নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের মধ্যে কলুষের সন্ধান লাভ করিয়াছেন কংগ্রেসকে যথার্থ পথে চালিত করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের উপর দেখা দিতেছে। তাঁহারা দেশকেও কর্ত্তব্যে অবহিত হইতে বলিতেছেন। এই আত্মচেতনা লইয়া যেখানে জনসাধারণ অন্যায়ের প্রতিকারে গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী অগ্রসর হইতেছে—সেখানে জনগণ এই নেতৃবর্গের কাছ হইতে সহায়তা লাভেরই আশা করিবে। কিন্তু সহায়তা না পাইয়া জনগণের কাজে যদি বাধাই দেওয়া হয় তবে এই সকল আত্মচেতনার বাণীর কোনো মূল্যই থাকিবে না। যেখানে কংগ্রেস কর্মীরা কংগ্রেসকে স্বীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নবান সেখানে তাহারা যদি জাগ্রতবুদ্ধি নেতৃবর্গের চক্ষের সামনেই কংগ্রেস শক্তির দ্বারাই নিপীড়িত ও লাঞ্ছিতই হইতে থাকে তবে দেশ নেতৃবর্গের নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শুধু অবহিত হওয়ারই কোন অর্থ থাকিবে না।

সর্দ্দার প্যাটেল বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন দেশের সেই দুর্গতির রূপ আজ মানভূমে কংগ্রেসের প্রাণশক্তিকে কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইবার জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। দেশ নেতৃবর্গের যোগ্য পরিচালনায় কংগ্রেসের সেই আদর্শপূত প্রাণশক্তির জয় হইবে কিনা তাহাই দেশ দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। কংগ্রেস সরকারী শক্তি ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের শক্তি আশ্রয় করিয়া মানভূমের জীবন ক্ষেত্রে কংগ্রেস আদর্শ হীনতার যে কর্ম্মধারা চলিয়াছে—তাহার প্রতিকারের জন্য মানভূমের কংগ্রেস কর্ম্মীগণ তথা জনগণ কর্ত্তব্য পালনের যে ব্রত গ্রহ করিয়াছে—আজ কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ জনগণের সেই শক্তিকে সহায়তা দিয়া কংগ্রেস আদর্শকে জয়যুক্ত করিবেন অথবা জনগণকে তাহাদের কর্ত্তব্যপালন ও মর্য্যাদা রক্ষায় আত্মশক্তির পথে আপন সহায়ে অগ্রসর হইতে হইবে—তাহাই দেখিবার জন্য দেশ অপেক্ষা করিতেছে। গান্ধীজীর শিক্ষা অনুযায়ী জনগণকে আত্মশক্তির পথেই চলিতে হইবে—জনগণের দিক হইতে তাহাই সত্য কিন্তু ইহাও আজ বিচার করিবার সময় আসিয়াছে যে জনগণের শিক্ষাদাতা ও পরিচালক হিসাবে জনগণ যাহাদের উপর তাহাদের চরম বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে জনগণের সেই নেতৃবৃন্দ জনগণের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার যজ্ঞে জনগণের বিশ্বাসের পথে,মহান আদর্শ বাণীসমূহের অনুযায়ী পথে জনগণকে সহায়তা দিবেন কি না।

বিবিধ প্রসঙ্গ

লোভ, ভয়, ও মিথ্যা—

সত্যাগ্রহের বিরোধী প্রচারকদের উপায় হইতেছে—একমাত্র মিথ্যা দ্বারা জনসাধারণকে বিরোধী করিয়া তোলা। লোভ ও ভয় ইহার স্বাভাবিক ও আনুসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। মানভূমের জনসাধারণ ইহা ভাল করিয়াই জানে যে যাহারা লোভ বা ভয় দেখায় তাহাদের উদ্দেশ্য কখনও ভাল হইতে পারে না। আজ সরকারী প্রচারকেরা নানা বিষয়ে সদাব্রত খুলিবার প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে দিতেছেন। জনসাধারণ ইহাতে সত্যাগ্রহ আরও সমর্থন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছে কারণ তাহারা ইহাই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে স্থায়ী কল্যাণ লাভ করিতে হইলে ইহাই একমাত্র পথ।

তাড়ির আমদানী—

সম্প্রতি পুরুলিয়া সহরে বেকার বাঁধের নিকট আবগারী বিভাগের সম্মতিতে একটী তাড়ির দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরুলিয়াতে কস্মিন কালেও তাড়ির আমদানী ছিল না। পুরুলিয়া তথা মানভূম জিলাতে কংগ্রেস গবর্মেণ্টের বহু অভিনব অবদানের মধ্যে ইহা একটী নূতন অবদান। বিহার গবর্মেণ্ট মানভূম জিলার অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন ইহাও তাহারই একটী অন্যতম কিনা তাহা জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তাড়ি পান করিলে পুরুলিয়া তথা মানভূম জিলার অধিবাসীদের কি কি কল্যাণ হইতে পারে তাহা সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে জনসাধারণের অবগতির জন্য জানাইয়া দেওয়া উচিত।

চুরি ডাকাতির হিড়িক—

মানভূম জিলায় চুরি ডাকাতি ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। চুরি ডাকাতির জন্য লোকে পুলিশের কাছে যাইতে সংশয় বোধ করিতেছে। কারণ তাহারা দেখিতে পাইতেছে যে, শান্তিরক্ষাকারী পুলিশই দেশের চোর, দাগী, প্রভৃতিকে মদ খাওয়াইয়া শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহী ও নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর নিজেরা উপস্থিত থাকিয়াই উৎপীড়ন করাইয়াছে। সুতরাং কাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়া লোক কাহার নিকট যাইবে? জনসাধারণ যদি আবার নিজেরা রক্ষীদল গঠন করিয়া চোর ডাকাতের উপদ্রব নিবারণের চেষ্টা করে তবে আবার চোরের নালিশেই হয়ত রক্ষীদলের কোন না কোন অভিযোগে হয়রাণ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। মানভূমের শাসন ব্যবস্থা বাস্তবিকই ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। তবুও গ্রামবাসীদিগকে নিজেদের গ্রাম রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আত্মনির্ভর হওয়াই কর্ত্তব্য।

মোটর দুর্ঘটনার পরিণতি—

কিছুদিন পূর্বের ঘটনা। ১৩৫৫ সালের ২৮শে পৌষ বেলা ৩ ঘটিকার সময় বরাবাজার, বলরামপুর রাস্তার নিকট গোড়শাই নিবাসী বাউরীর পুত্র ৫৪৫ নং বি, আর, পি, ট্রাকে চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এই ঘটনার অল্পকালের মধ্যেই ঘাটোয়ালী হাকিম, শ্রীঈশান চন্দ্র মাহিন্তী, ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্ত করেন। আজ পর্য্যন্ত কিন্তু এ বিষয়ে কোন কিছুই ব্যবস্থা হয় নাই। দ্বিতীয় ঘটনা বর্ত্তমান বৎসরের ৩রা মে তারিখের প্রকাশ যে উক্ত দিন পুরুলিয়ার অন্যতম ব্যবসায়ী শ্রীশ্যামলাল সুরেকা তাহার নিজের গাড়ীতে (B. R. P 621) বরাকর রোড দিয়া পুরুলিয়া আসিবার সময় একটী

লোককে ধাক্কা দেন। লোকটী ছিটকাইয়া পড়িয়া যায় ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহার একটী পা ভাঙ্গিয়া যায়। রঘুনাথপুরের পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার ঘটনাক্রমে সেই রাস্তা দিয়া আসিতেছিলেন। তিনি তাহার গাড়ীতে তাহাকে তুলিয়া পুরুলিয়া হাসপাতালে আনিয়া দেন। ঐ লোক-টার শ্বশুর বেজ দেশওয়ালী একজন চৌকিদার। এ বিষয়ে আদালতে কোনরূপ মোকদ্দমা এখনও হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। শোনা যাইতেছে যে ডেপুটি কমিশনারের নিকট তাহাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং তাহাকে ৪০০০৲ হাজার টাকা দিবার কথা হইয়াছে। এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে ঘটনা জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত।

বিহার মন্ত্রীদের উপর অবিশ্বাস প্রস্তাব—

১০ই মে তারিখের সাঁওতাল পরগণার জিলা কংগ্রেস কমিটীর গোড্ডীতে এক অধিবেশনে শ্রীসুজাধর ঝা বিহার কংগ্রেস মন্ত্রীদের সম্বন্ধে গান্ধীজীর নীতি অনুযায়ী কার্য্য না করা এবং কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারকে কার্য্যে পরিণত করিবার অক্ষমতার অভিযোগ করিয়া একটী অবিশ্বাসের প্রস্তাব আনেন। শ্রীবিনোদানন্দ ঝা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের কার্য্য সমর্থন করেন। আলোচনার পরে প্রস্তাবটী প্রত্যাহৃত হয় কিন্তু শ্রীমতিলাল কেজরীওয়ালা সাঁওতাল পরগণা জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদ হইতে পদত্যাগ করেন ও তাহার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়। ইনি বিহারের একজন পুরাতন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী। কংগ্রেস হইতে ইহার পদত্যাগ দুঃখের বিষয়।

খড়িডুয়ারার ঘটনা

গত ১০ই মে ২৭শে বৈশাখ তারিখে মানবাজার থানার জমাদার ও ৩।৪ জন কনেষ্টবল খড়িডুয়ারা গ্রামে উপস্থিত হইয়া পাঁচজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায় এবং পরদিন তাহাদিগকে পুরুলিয়ায় চালান দেয়। আসামীদের বিরুদ্ধে ১৪৭, ৩২৩ ও ৩৪২ ধারা অনুসারে অর্থাৎ বে-আইনী জনতাবদ্ধ হইয়া ঘিরিয়া মার-পিট করার জন্য অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপদ মাহাত একজন সত্যাগ্রহী। প্রকাশ যে ঐ দিন সকালে দিঘী গ্রামের জনৈক শ্রীঅনিল কুমার মণ্ডল খড়িডুয়ারা গ্রামে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বাড়ীতে হিন্দী নম্বর দেয় এবং পূর্ব্বের দেওয়া বাংলা নম্বরগুলি কোথাও কোথাও কাটিয়া দেয়। কয়েকজন ইহাতে আপত্তি করিয়া তাহাকে বাংলা নম্বর কাটিয়া দিবার হুকুম দেখাইতে বলে। এবং উপরোক্ত ঘটনাটির ভিত্তিতেই এই মামলার সৃষ্টি হইয়াছে। মামলাটি বিচারাধীন থাকায় মামলার অন্তর্গত আইনের ধারাগুলির সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিবরণ উল্লেখ করা হইল না। গ্রেপ্তারের দিন পুলিশের দল গ্রামে আসিয়া, গ্রামের ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত, শ্রীপেলারাম মাহাত, শ্রীরাধু মাহাত, শ্রীহাড়িরাম মাহাত ও শ্রীকৃষ্ণপদ মাহাতকে (সত্যাগ্রহী) ডাকে এবং দারোগা বলে যে—আজ ইংরাজ রাজত্ব থাকিলে তোমাদের গুলি করিয়া মারা হইত। দেখিয়াছ ত '৪২ সালে মানবাজারে কেমন করিয়া দুই জনকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে? অতঃপর তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া মানবাজার থানায় লইয়া যাইয়া সেখান হইতে ১১ই তারিখে পুরুলিয়া চালান দেয়। গত ১৪ই মে তাহাদের প্রত্যেককে ১০০০৲ টাকার জামীনে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপদ মাহাত একজন সত্যাগ্রহী।

অন্যান্য গ্রামের মত এই গ্রামেও সরকারী ইনিউ-মারেটার কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই বাড়ীতে বাড়ীতে বাংলাতে নম্বর দেওয়া হইয়াছিল। ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২রা মে তারিখে মানবাজার থানায় খড়িডুয়ারা গ্রামে ডেপুটী কমিশনার ও সরকারী প্রচার বিভাগ খড়িডুয়ারা গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীদিগকে সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে ও হিন্দী প্রচারের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাহাদের সমর্থন করে না। তাহারা গ্রামবাসীদের মধ্যে বাঁধ কুয়া প্রভৃতির নানা প্রলোভন দেখাইয়াও তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ বিভেদ সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হন।

লোক সেবক সঙ্ঘ সম্মেলন

৮ই মে, ১৯৪৯

বিগত ৮ই ও ৯ই মে তারিখে মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত সত্যাগ্রহের সত্যাগ্রহীগণ, সদস্যগণ ও সঙ্ঘের সহকারী কর্ম্মীগণ সম্মেলনে যোগদান করেন।

লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ৮ই মে, ২৫শে বৈশাখ সম্মেলনের প্রথম দিবসে সম্মেলন প্রারম্ভে কর্ম্মীগণ রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কার্য্যতালিকা অনুসরণ করেন। পুষ্পমাল্যে শোভিত রবীন্দ্র প্রতিকৃতি সম্মুখে রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তি, রবীন্দ্র নাথের বাণীপাঠ ও জীবন আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের পর সম্মেলনের যথারীতি কার্য্যক্রম অনুসরণ করা হয়। সঙ্ঘের ব্যবস্থা পরিষদের সচিবগণ সত্যাগ্রহ বিরতি সম্পর্কিত ও তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাবলীসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন।

তাহার পর কর্ম্মীগণ এই সম্পর্কে মনোভাব ও বিচার-সমূহে ব্যক্ত করেন। জেলার অঞ্চলের কর্ম্মীগণ জেলার পরিস্থিতি বিষয়ে তথ্যাদি সহ বিবরণ দান করেন।

সত্যাগ্রহের আদর্শ এবং নীতিসমূহ সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য এবং সম্ভাবিত অবস্থাসমূহ ও অপরাপর বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন।

প্রথম দিনের সম্মেলন বেলা দুই ঘটিকার সময় আরম্ভ হয়। সন্ধ্যায় এক ঘণ্টার জন্য বিরাম দেওয়া হয়। পুনরায় প্রার্থনা ও রামধুন সঙ্গীতের পর সম্মেলন সুরু হয়। এবং অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সম্মেলন চলিতে থাকে। পরদিন ৯ই মে বেলা ৮।০ ঘটিকার সময় সম্মেলন পুনরায় বসে। এই দিনের সম্মেলনে ক্ষেত্রসমূহের বিভিন্ন কার্য্যতালিকা গ্রহণ করা হয়। জেলার কর্ম্মীদের শিক্ষা দিবার জন্য ৭ দিন করিয়া শিক্ষা শিবির করিবার বিষয়ে স্থির হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েক দিনের মধ্যে ৪টি শিক্ষা শিবির খোলা হইবে। বরাবাজার, ঝালদা, বাঘমুণ্ডি ও পাড়া থানায় এই শিক্ষা শিবির হইবে।

জেলার কর্ম্মীগণ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তিগতভাবে গণসংযোগের কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিয়াছেন। একদল কর্ম্মী ব্যাপকভাবে জিলাভ্রমণ করিবেন ধার্য্য হইয়াছে।

সভাপতির উত্তর শীঘ্রই আশা করা যাইতেছে। তাঁহার উত্তর আসিবামাত্র কর্ম্মীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পুনরায় সম্মেলনে মিলিত হইবেন।

লোক সেবক সঙ্ঘের কার্য্যক্রম ও বর্ত্তমান সম্মেলন সম্পর্কে লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক ১০ই মে তারিখে এক বিবৃতি প্রদান করেন। তাহাতে সত্যাগ্রহ বিরতি সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সহিত যোগা-যোগের পরবর্ত্তী ঘটনাধারা আলোচিত হইয়াছে।

৯ই মে বেলা ১ ঘটিকায় সম্মেলন শেষ হয়। কর্ম্মীরা নিজ নিজ স্থলে ফিরিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কর্ম্মতালিকার জন্য উদ্যোগ চলিতেছে।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

১নং প্রস্তাব

শোক প্রস্তাব

মানভূমের সর্ব পুরাতন একনিষ্ঠ কর্মীদের অন্যতম পটমদা থানার বাকুবেড়া গ্রামের শ্রীনিমাই লায়া গত ১০ই বৈশাখ পরলোক গমন করিয়াছেন। এই সম্মেলন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরীর মাতা বিগত ২৯শে চৈত্র তারিখে তাঁহার পুত্রের প্রতি সত্যাগ্রহ কালে পীড়ন করার জন্য গভীর আঘাত পাইয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্রীযুক্ত চৌধুরী ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সত্যাগ্রহের কারণে এই মর্মান্তিক দুঃখ পাওয়ার জন্য এই সম্মেলন আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং তাঁহার মাতার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিতেছে।

কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হুড়া থানার মাগুড়া গ্রামের শ্রীনেহাল রজকের মৃত্যুতে এই সম্মেলন শোক প্রকাশ করিতেছে ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

সভাপতি কর্ত্তৃক উত্থাপিত।

২নং প্রস্তাব

সত্যাগ্রহ আমরা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়াছি। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির কাছে পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা আমাদের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া যে পরিস্থিতি আমাদের দেখা দিয়াছে—তাহার প্রতি আশু যাহা ব্যবস্থা ও কর্ত্তব্য আমরা মনে করিয়াছি তাহা আমরা ঐ পত্রে আমাদের দিক হইতে জানাইয়াছি। যে কোন পন্থায় হউক সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের জন্য ক্ষিপ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা অতি প্রয়োজন বলিয়া এই সম্মেলন মনে করিতেছে। আমরা আদর্শের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নীতির ও যুক্তির ভিত্তিতে অন্যায়ের যেরূপ প্রতিকার সন্ধান করিতেছি—প্রতিকারের সেই যথার্থ রূপই আমরা আশা করিতে পারি। অন্যায় প্রতিকারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে ক্ষিপ্রতার সহিত সেইরূপ ব্যবস্থা ও সহায়তাই আমরা আশা করিব।

আমরা যে কর্ম্ম ও পথ গ্রহণ করিয়াছি ইহা আদর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমাদের ন্যায়ের পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে আমরা দৃঢ়সংকল্প। ন্যায়ের ভিত্তি ও শক্তিতে অন্যায়ের যথার্থ প্রতিকার প্রচেষ্টার পথ নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য এই সম্মেলন দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত
সমর্থক—শ্রীনীরদ বরণ চৌরে।

৩নং প্রস্তাব

মানভূমের বিহার সরকার ও তাহাদের সহকারী কয়েকটী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ ও নিয়োজিত ব্যক্তিসমূহের দ্বারা মানভূমের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রকারের যে অন্যায়সমূহ ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে জেলার বিস্তৃত এই অন্যায়সমূহের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সম্মেলন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছে। বহু তথ্য ও দৃষ্টান্ত লোক সেবক সঙ্ঘের কাছে সংগৃহীত হইয়া আছে। কিন্তু জনগণের মধ্যে এই অন্যায়ের এই বিবরণ ছড়াইয়া আছে এবং প্রতিনিয়ত অন্যায়ের নূতন নূতন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হইতেছে। এই সকলের সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আশু বিবরণ সংগ্রহ করা দরকার। যে কোনো সময়ে এই সকলের উপযুক্ত তদন্তের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা দরকার। কারণ ইহার অবস্থা অচিরে দেখা দিতেও পারে। দেশের দায়িত্বসম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে এই সকল তদন্তের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও জেলার জনগণের পক্ষ হইতে পূর্ণ তদন্ত ও জনমতরূপ বিচারেরও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া অন্যায়ের রূপ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া নিজেদের দায়িত্ব বিষয়ে অবহিত হইতে ভারতের কংগ্রেস সেবীগণের যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহার দৃষ্টিতেও এই তথ্য সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অন্যায়ের ক্রমবর্দ্ধমান ধারাকে প্রতিহত করিয়া প্রতিরোধের পথে লইয়া আসিতে হইলে জাগ্রত দৃষ্টি, শৃঙ্খলাবদ্ধ সন্ধান প্রচেষ্টা ও ব্যাপক জনমত গঠনের প্রয়োজন।

সেই জন্য লোক সেবক সঙ্ঘের ব্যবস্থাধীনে জেলার বিভিন্ন থানার বিভিন্ন বিভাগের ও কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করার এই সম্মেলন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছে। এবং লোক সেবক সঙ্ঘের ব্যবস্থা পরিষদ অচিরে এই বিষয়ে যে কর্ম্ম তালিকা অবলম্বন করিবেন তাহাতে জনগনের সক্রিয় সহায়তা দিতে এই সম্মেলন অনুরোধ জানাইতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ।
সমর্থক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী
শ্রীচুনারাম মাহাত।

৪নং প্রস্তাব

সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার অবকাশে সরকারী কর্মচারীগণ ও তাহাদের নিয়োজিত ব্যক্তিগণ গ্রামাঞ্চলে সফর করিয়া সরকারী মোটরভ্যান সিনেমা লোকজন প্রভৃতির সহায়তা লইয়া, গ্রামবাসীদের মধ্যে জনসভা প্রভৃতি করিয়া সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে অপ্রচার ও সত্যাগ্রহকে ব্যর্থ করিতে জনগণের মধ্যে শ্রেণী বিদ্বেষ ও বিবিধ অসত্য প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। সত্যাগ্রহীদের প্রতি মারপিট করিবার জন্য তাহারা জনগণকে প্ররোচনা দান করিতেছে। জেলার স্থিত শক্তিশালী পঞ্চায়েৎগুলিকে ভাঙ্গিবারও চেষ্টা করা হইতেছে। এই সম্মেলন এই সকলের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীমোহিনী মাহাত
সমর্থক—শ্রীনিতাই সিং সর্দ্দার
শ্রীচৈতন মাঝি।

৫নং প্রস্তাব

দুঃখের সহিত এই সম্মেলন জানাইতেছি যে, বিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সত্যাগ্রহীদের উপর হিংসাত্মক ও বিদ্বেষমূলক কার্য্য অবলম্বন করিয়া সত্যাগ্রহীদের বিরোধী কার্য্যকলাপে যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী ও ব্যক্তিসমূহ যোগ দিয়াছেন তাহাদের সহিত মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর কিছু সদস্য যুক্ত হইয়া সত্যাগ্রহীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং সত্যাগ্রহের সময়ে হিংসাত্মক পন্থা অনুসরণকারীদের সহিত থাকিয়া তাহাদের পরিচালিত ও সহায়তা দান করিয়াছেন। উক্ত কংগ্রেস কমিটির সদস্য এবং অপরাপর সদস্য এবং কার্য্যকর্ত্তাদের অনেকে বহুপূর্ব্ব হইতে সরকারী অবাঞ্ছিত কর্ম্মনীতির সহিত যুক্ত হইয়া জেলার প্রতি বহু অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। কংগ্রেস উচ্চ কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সত্যাগ্রহের সময় ঐ সকল ব্যক্তির কার্য্যের জন্য জনসাধারণের নিকট কংগ্রেস গভীরভাবে অসম্মানিত হইতেছে। কংগ্রেস কর্ম্মী হিসাবে আমরা ইহার জন্য নিরতিশয় লজ্জাবোধ করিতেছি। এই সম্মেলন ঐ সকল ব্যক্তির আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীমথন মাহাত
সমর্থক— শ্রীহিরু সিং সর্দ্দার
শ্রীচিত্ত ভূষণ দাস গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি

মানভূম লোক সেবক সংঘের পরিচালক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ সত্যাগ্রহের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিগত ১০ই মে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন—

গত ৮ই মে ১৯৪৯ আমাদের লোক সেবক সঙ্ঘের সত্যাগ্রহী ও কর্ম্মীদের এক সম্মেলন হইয়াছিল। আমরা ২৪শে এপ্রিল নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতির নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলাম এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেস সভাপতির নিকট হইতে তাহার উত্তর পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম এবং সেই উত্তর সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। কিন্তু পরে আমাদিগকে চূড়ান্তভাবে জানান হয় যে, এই ব্যাপার সম্পর্কে ১৩ই মে তারিখের পরেই কংগ্রেস সভাপতির সহিত আমাদের যোগাযোগ করিতে হইবে। কারণ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি ১৩ই মে দিল্লীতে পৌছিবেন।

২রা মে আমরা নিম্নলিখিত শেষ টেলিগ্রামটী পাই—

"আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াছি। কংগ্রেস সভাপতি মহীশূর ভ্রমণ করিতেছেন ১৩ই দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তিনি আসিলেই পরবর্ত্তী কার্য্যক্রম সম্বন্ধে অবিলম্বে আপনাকে জানাইব, কালা ভেঙ্কট রাও"।

কিন্তু এই তার পাইয়াও আমরা সম্মেলনের তারিখ পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন মনে করি নাই। সকলে সম্মিলিতভাবে সত্যাগ্রহের পরে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং জিলার অবস্থা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য আমরা যথারীতিভাবে সম্মেলন করিলাম।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়া আমরা সম্মেলনে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে একটী প্রস্তাবে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছি যে তাহারা যে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন তাহা যেন তাড়াতাড়ি করেন যাহাতে আমরা সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যপন্থা অনুসরণ করিবার সুযোগ পাই। আমাদের কার্য্যপন্থার উদ্দেশ্য ও রূপ এবং যে বিচার দৃষ্টিসমূহ আমাদের কার্য্যপন্থার গতিকে নির্দ্ধারণ করিবে—তাহাও এই প্রস্তাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

অন্য একটী প্রস্তাবে আমরা ইহা স্থির করিয়াছি যে—সরকারী কর্ম্মচারীরা এবং গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত লোকজন এবং তাহাদের সহায়কারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সমস্ত অন্যায় অত্যাচার করিয়াছে সে সম্বন্ধে আনুপূর্বিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য সংগঠিত ও বিশদভাবে ব্যবস্থা করা হইবে। বাস্তব অবস্থা এবং ঘটনাসমূহের

রূপকে যথার্থরূপে পরীক্ষা করার জন্য এবং এ বিষয়ে কোনো প্রয়োজনীয় অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে ইহার একান্ত প্রয়োজন। সত্যাগ্রহের সাময়িক বিরতির সুযোগ লইয়া সরকারী কর্মচারীরা ও তাহাদের লোকজন এবং জিলা কংগ্রেস কমিটীর কতিপয় সদস্য আমাদের কার্য্যে বাধা দিবার জন্য এবং সত্যাগ্রহকে ছেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন—অন্যান্য প্রস্তাবগুলিতে আমরা সেগুলিকে অন্যায় বলিয়া তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি।

ইতিমধ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আমরা গঠনমূলক কার্য্যপন্থার ভিত্তির উপরে একটী কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছি। এই অনুসারে স্থানে স্থানে কর্মীদের জন্য সাময়িক শিক্ষা শিবির এবং ব্যক্তিগতভাবে গণসংযোগ প্রভৃতি কাজ করা হইবে। যাহারা সত্যাগ্রহ করিয়াছেন এবং অন্যান্য কর্মীরা এই সব কেন্দ্রের কাজে নিযুক্ত হইতেছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আমাদের নিকট এই কথা দিয়াছেন যে, ১৩ই মে তারিখের অব্যবহিত পরেই আমাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতির নিকট হইতে উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। শীঘ্রই এই উত্তর পাইব বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

উত্তর পাইবামাত্রই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের কর্মীগণ আর একটী সাধারণ সম্মেলনে সমবেত হইবেন। এই জরুরী আহ্বানের জন্য কর্মীরা প্রস্তুত হইয়া আছেন।

সরকারী প্রচারের নূতন ধারা

সত্যাগ্রহের ফলে জনগণের মধ্যে সরকারী অন্যায়সমূহের প্রতি যে বিরূপতা সৃষ্টি হইতেছে তাহার প্রতিকারের জন্য লোককে ভুলাইয়া দলে টানিবার নূতন কৌশলসমূহ

হঠাৎ বন্যার প্লাবনের মত গ্রামে গ্রামে সরকারী সহায়তা দিবার দরদ

এই সব মিথ্যা মায়ার রূপ জনগণ জানে

বিবিধ মিথ্যা অপবাদে লোক সেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ঃ জেলাবোর্ডের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ঃ অভিনব কাহিনী সমূহের সৃষ্টি

জনসাধারণের কাছ হইতে ইহার যোগ্য প্রত্যুত্তরসমূহ লাভ

ঝালদা অঞ্চলে প্রচার ও শিক্ষার প্রতি দরদ—

শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংকারী প্রচারের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন—

গত ৫ই ও ৬ই মে ডেপুটী কমিশনার সহ শ্রীদুলচাঁদ পি, পুরিয়া, শ্রীগিরিধারী মাড়োয়ারী, সোহনলাল মাড়োয়ারী ও শ্রীভৈরব প্রসাদ জয়সোয়াল কাঁশরা গ্রামে গিয়া সেই স্থানের হিন্দি স্কুল পরিদর্শন করেন ও স্থানীয় লোকজন যাহারা বাংলা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষায় কখনও লেখাপড়া করে নাই তাহাদের একটী হিন্দি লাইব্রেরী করিতে বলেন ও তজ্জন্য ডি, সি, নিজে ৫০৲ টাকা ও উক্ত ভদ্রমহাশয়গণ প্রত্যেকে ৫০৲ টাকা করিয়া চাঁদা দেন।

চেপুয়ায় প্রচার বিভাগের শুভাগমন—

চেপুয়ার শ্রীরামকিঙ্কর মাহাত, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত ও শ্রীশ্রীপতি মাহাত সরকারী প্রচারের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন :—

১৮ই বৈশাখ :—অদ্য বেলা প্রায় ১২টার সময় প্রচার বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মকর্ত্তা সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন পুলিশকে লইয়া সরকারী প্রচার ভ্যান যোগে চেপুয়াতে আগমন করেন। এই সব প্রচারকদের প্রচারের উদ্দেশ্য কি গ্রামের সকলেই জানেন বলিয়া গ্রামের বিশেষ কেহ ইঁহাদের নিকট যান নাই। গ্রামের পক্ষ হইতে দুই চারিজন বয়স্ক ও কতকগুলি ছেলে ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে হাজির হন। প্রথমে তাঁহারা রেকর্ড দ্বারা হিন্দি গান আরম্ভ করেন। গ্রামবাসী অতঃপর বলেন যে, আমরা হিন্দি গানের কিছুই বুঝি নাই। অতএব বাংলা গান যদি করেন তবেই আমরা শুনিব বা বুঝিব। তখন তাঁহারা বাংলা গানই আরম্ভ করেন। পরে তাঁহারা নিজেদের বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে বলেন যে, আমরা আপনাদের গ্রামে এসেছি আপনাদের অভাব অভিযোগ শুনবার জন্য। আপনারা বলুন আপনাদের কিসের দরকার। বাঁধ, পুষ্করিণী কুয়া, লোন, টাকা, হাল, বলদ, জমি (যাহার নাই) সার, বীজ ইত্যাদি সব কিছু আমরা অতি শীঘ্র মঞ্জুর করিয়া দিতে পারি। আপনারা দলে দলে আপনাদের অভাব অভিযোগগুলি দরখাস্ত করিয়া আমাদিগকে জানান। উত্তরে গ্রামবাসী বলেন যে, আজ কেন আপনারা এসেছেন? এর পূর্ব্বে অনেকবার অনেক রকমে অনেককে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন কিছু খবর বা সাহায্য আমরা আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। অতএব আপনারাই যে দিবেন তার নিশ্চয়তা কি? তখন তাঁহারা বলেন যে, আচ্ছা আপনারা আমাকে একটা দিন দেন। সেদিন কিন্তু আপনারা সকলে একত্রিত হয়ে সমস্ত দরখাস্তগুলি আমাদের হাতে দিবেন। তবেই আমরা আপনাদের কাগজপত্র তদন্ত করিয়া যাহার যাহা অভিযোগ সব পূরণ করিয়া দিব। ইত্যাদি।

এই সব কথা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটী কথার আলোচনা হইয়াছে। (১) সরকার ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পুঁজি কতটুকু? ওঁরা আপনাদের কিছুই সাহায্য করতে পারবেন না। কারণ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অবস্থা তে দেখছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আপনারা ধরুন আপনাদের গ্রামের কুয়াটী ও চাকলতোড় নিকটস্থ পুলটী। কুয়াটীর জন্য প্রায় ২০০০ হাজার টাকা মঞ্জুর ও পুলটীর জন্য দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর ক'রেও তার কাজ কি হয়েছে? কিছুই না। ৩০০ শত বস্তা সিমেণ্ট এর মধ্যে ১০০ শত বস্তা গেল চেয়ারম্যানের বাড়ী, ১০০ বস্তা গেল অমুকের বাড়ী আর বাকী আরও অন্য কারও বাড়ী। মাত্র ১০।২০ বস্তা কাজে লাগান হল। অতএব বোর্ড হইতে আপনারা কিছু পাবেন না। মাত্র সরকার ছাড়া অন্য কেহ আপনাদের সাহায্য করিতে পারিবেন না।

(২) বর্ত্তমানে জেলার পরিস্থিতি ও লোক সেবক সঙ্ঘের জনমুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য :—এই বিষয়ে তাঁরা পুরোপুরি বার বার এই কথায় বলেন যে, অতুল-বাবু ছিলেন আমাদের মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি। গত বৎসর তিনি বিহার গভর্ণমেণ্টের নিকট একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহা এই—মানভূমের ভাষা বাংলা অতএব মানভূম বাংলার অন্তর্গত হওয়াই উচিত। মানভূমবাসী কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। তখন তিনি পদত্যাগ করেন অর্থাৎ তাঁহাকে জিলা কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহার স্থলে মহেশ্বর মাহাতকে জিলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয় এর পর আপনারা বলুন দেখি অতুলবাবুর কংগ্রেসের নাম নিয়ে লোক সেবক সঙ্ঘ নামক একটী আলাদা দল গঠন করবার কি দরকার ছিল? আবার দেখুন সত্যাগ্রহ যখন তিনি প্রথম আরম্ভ করেন তার কয়েক দিন আগেকার কথা—বিহার গভর্ণমেণ্ট অতুলবাবুকে জানান যে ১০ দিন আমাদের অবসর দিন। ১০ দিন পরে আমরা মানভূমে যাইব ও বিষয়টি লইয়া বিবেচনা করিব। কিন্তু তখন অতুলবাবুর তথা মানভূমের এমন কি অবস্থা হইয়াছিল যে, বিহার গভর্ণমেণ্টের এই অনুরোধ তিনি রাখতে পারলেন না। সেই তখন হইতে অতুলবাবুর উপর সকলেরই একটু রাগ হইল। আরও আপনারা দেখবেন যে, ঐ আন্দোলনের প্রত্যেক দাবীতে সরকার চোর, সরকার অত্যাচারী ইত্যাদি নানা কথাই লিখিত হইয়াছে। আচ্ছা আপনারা মনে করুন আপনাদিগকে যদি কেও বার বার চোর, ডাকাইত, বদমাস ইত্যাদি বলে তবে আপনি কতক্ষণ সহ্য করিবেন। যখন অতুলবাবু মানভূমের সমস্ত পঞ্চায়েতের মালিক ছিলেন তখন তিনি কি কম করেছেন?

(৩) সত্যাগ্রহীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য—অত্যাচার সম্বন্ধে তাঁরা বলেন যে, আমরাতো

কোন অত্যাচার হয়েছে বলে জানিই না। অত্যাচার হয়েছে একথা একেবারে মিথ্যা। সরকার অথবা সরকারের কোন কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকা সত্ত্বে কোন স্থানে কোন বিশৃঙ্খলা বা মারা ধরা হয় নাই। যদি কেহ বলেন হয়েছে তবে আমরা বলবো তিনি মিথ্যা বলেছেন।

উক্ত বিষয়ে গ্রামবাসীর প্রত্যুত্তর—

(১) আপনারা যে বলছেন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আপনাদের কিছু সাহায্য করে নাই, করতে পারবে না। আচ্ছা সরকারও কি সাহায্য করতে পারবেন? আমরা জানি সরকারও পারবে না। কেন না, যে সরকার এমনভাবে নিরীহ লোক জনের উপর নির্ম্মম অত্যাচার করেন এবং কোন আবেদন নিবেদন গ্রাহ্য করেন না তখন বর্ত্তমানে যে সে সরকার থেকে আমরা কিছু সাহায্য পাব তাহা আমরা আশা করতে পারি নাই। বোর্ড পরিচালকদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার করা হয়েছে তার সত্যকার ব্যাপার কি আমরা জানি এবং সরকারী কর্ম্মচারীরাই বা কি করছেন তাও আমরা জানি। অতি মূর্খ মানুষ হলেও তা ধারণা করিতে পারে!

(২) আমরা আজ পর্য্যন্ত অতুলবাবুর স্বাক্ষরিত কোন কাগজে মানভূমকে বাঙ্গলায় লইয়া যাওয়ার আভাস পর্য্যন্তও পাই নাই। আপনারা মিথ্যা বলছেন। আর অতুলবাবুর লোক সেবক সঙ্ঘ দল গঠন করবার যে কি দরকার তা আপনারা কি বুঝবেন। যার দরকার হয় সেই বুঝে। কিংবা পরমত সহিষ্ণু হলেও বুঝে।

(৩) সত্যাগ্রহের প্রত্যেক কেন্দ্রে কনেষ্টবল সহ দারোগা নিজে উপস্থিত থাকিয়া সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার যেমনভাবে করতে হয় করেছেন। আমরা প্রত্যেকে সেই অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছি এবং সত্যাগ্রহে কেহ কেহ অংশ গ্রহণও করেছি। পুলিশবাহিনী অত্যাচারীদিগকে ট্রাকে করিয়া লইয়া যান এবং প্রত্যেককে কিছু কিছু টাকা দেন ও মদ খাওয়ান।

উক্ত বিভাগের কার্য্যকর্ত্তারা প্রথমে হিন্দিতে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। কিন্তু গ্রামবাসীর বার বার আপত্তিতে বাধ্য হইয়া বাংলা বক্তৃতা দেন। তখন জানা গেল যে লোকগুলি বাংলা খুব ভাল জানেন কিন্তু বলছিলেন না, অবস্থার চাপে পড়িয়া বলিতে বাধ্য হইলেন। আবার ইহাও স্বীকার করিলেন যে, আমরা প্রচার বিভাগের কেহ নই অথবা প্রচার করবার উদ্দেশ্যে আসি নাই। আমরা এসেছি আপনাদের সাহায্য করবার জন্য। তাঁহারা যাহাই বলুন গ্রামবাসী আমরা বুঝিয়াছি তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল।

বাগডেগা গ্রামে প্রচারকদের হানা

(৩) শ্রীগঙ্গাধর মাহাত সরকারী প্রচারের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন :—

বিগত ৩রা মে বেলা ১২ টার সময় সরকারী প্রচার ভ্যান ও জিপগাড়ীতে মানবাজারের বড় দারোগাবাবু, ওয়েলফেয়ার অফিসার, জঙ্গল বিভাগের কর্ম্মচারী, মানবাজার থানার বাগডেগা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ গ্রামে তাঁহাদের একজন এজেন্ট আছেন—তিনি হিন্দির মাষ্টার, হিন্দি শিক্ষার নামে ঐ অঞ্চলে বসিয়া আছেন—ইঁহার সহায়তায় গ্রামবাসীদের ডাকাইয়া তাঁহারা গ্রামবাসীকে বাঁধ, কুয়া কৃষিঋণ যাহার যাহা চাই দরখাস্ত করিতে বলেন। স্কুলের মঞ্জুরীর জন্যও দরখাস্ত করিতে বলেন। শ্রীঝঙ্গুলাল মাহাত বলেন যে, আমরা বহু দরখাস্ত করিয়া দেখিয়াছি—তাহার কোনো সুরাহা হয় নাই। শ্রীগঙ্গাধর মাহাত বলেন—এতদিন ধরিয়া আপনারা তো বহু উন্নতি করিলেন দেখিলাম—আপনাদের উন্নতি করার কি ক্ষমতা আছে তাহা আমরা জানি। উঁহারা বলেন—আদীবাসীরা চাহিলে পাইতে পারেন। তখন শ্রীষষ্ঠী মাঝি বলেন—আদিবাসী আজকাল কে তাহাই আমরা জানি না—আজকাল সুবিধাবাদী বাবুরাই আদিবাসী সাজিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আদিবাসীর তরফ হইতে আসিতেছেন তাঁহারা কে তাহা আমরা জানি না। তাঁহাদের আমরা মানি না। যাঁহাদের আমরা চিনি তাঁহাদের ছাপ না দেখিলে ইঁহাদের আদিবাসীর তরফ বলিয়া মানিব না।

গ্রামের হিন্দি শিক্ষক বড় দারোগাকে বলেন যে, শ্রীগঙ্গাধর মাহাত প্রভৃতি তাঁহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইতে চাহিতেছেন। বড় দারোগা তখন শ্রীমঙ্গল মাহাতকে বলেন—তোমরা হিন্দি শিক্ষককে কেন তাড়াইতেছ? শ্রীমঙ্গল মাহাত বলেন, উঁহাকে কে তাড়াইতেছে? বরং

আমি স্কুলে পড়াই, আমার স্কুলের খাতা পত্র লইয়া হিন্দি শিক্ষকই আমাদের সহিত গণ্ডগোল করিতেছেন। এবং বলিতেছেন, তোমার বেতন বন্ধ করিয়া দিব। আমি হিন্দি স্কুলে পড়াইয়া তিন চার বার দরখাস্ত করিয়াছি টাকা পাই নাই। দারোগা বলেন—আবার দরখাস্ত কর। শ্রীমঙ্গল মাহাত বলেন—আর দরখাস্ত করিব না এবং আর এ টাকাও লইব না। বড় দারোগা শ্রীগঙ্গাধর মাহাতকে বলেন—হিন্দি শিক্ষককে কেন তাড়াইতেছ। উত্তরে শ্রীগঙ্গাধর মাহাত বলেন—ইঁহার দ্বারা আমাদের শিক্ষা না হইলেও কি ইঁহাকে আমাদের ধরিয়া রাখিতে হইবে?

তাঁহারা চলিয়া যাইবার সময় সর্দ্দার চৌকিদার প্রভৃতির সহিত হিন্দি মাষ্টার বিষয়ে উঁহারা আলোচনা করেন। জানিতে পারা গিয়াছে উঁহারা বলিয়া যান যে, হিন্দি মাষ্টারের বিষয়ে কেহ কিছু করিলে ঠেঙ্গাইয়া তাহার হাত পা যেন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং থানায় গিয়া খবর দেওয়া হয়। শ্রীঅর্জ্জুন মাঝি যিনি হিন্দি মাষ্টারকে সহায়তা করিতেছিলেন তিনি উঁহাদের বলেন যে, আদিবাসীরা এখন কেহ এই হিন্দি শিক্ষকের পক্ষে নাই। আদিবাসীদের বুঝাইবারও আমাদের ক্ষমতা নাই। আপনারা ইঁহাকে রাখুন বা না রাখুন, আমাদের আর দায়িত্ব কিছু নাই।

সামাজিক বিচার ব্যবস্থা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত

বিগত ২৪শে বৈশাখ চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত নিমডি গ্রামে কেতুঙ্গা, ঘুঁটাডি, রামনী, তিল্লি, কুসপুতুল, সীদাগড়া-সীমা-গুণ্ডা, ইত্যাদি ১৪।১৫টি গ্রামের কুর্মীর সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও দেশ মণ্ডলগণ কোন একটি সামাজিক বিচার ব্যবস্থার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। এই বিচার ব্যবস্থায় দর্শক হিসাবেও যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যাও প্রায় দুই শতাধিক ছিল।

লোক সেবক সংঘের কর্মী শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত ও আমি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হই। এবং উপস্থিত বিচারকমণ্ডলীর আহ্বান অনুসারে আমরা উক্ত বিচার সভায় অংশ গ্রহণ করি। সভায় গ্রাম্য বিচার ও পঞ্চায়েত বিচারের আদর্শ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমবেত জনগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এ বিষয় জনগণের তরফ হইতে বেশ একটা সাড়া পড়িলে পর বিষয়টা সম্বন্ধে সকলকে চিন্তা করিবার ও বুঝিবার অবসর দেওয়া হয়।

যে সামাজিক বিচারের জন্য সভা আহুত হইয়াছিল উহা যাহাতে ন্যায়সংগত ও সম্পূর্ণ যুক্তিসংগতভাবে করা হয় তাহার জন্য বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কারণ বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে জানিয়া সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন মনে করা হয়। ঐ কমিটিতে ঐ অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রাম হইতেই দু একজন করিয়া সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে। হেমচন্দ্র মাহাত ও আমাকেও ঐ কমিটির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইহার পর সমবেত জনগণকে সমাজসংস্কার, সামাজিক উন্নতি, ও আমাদের শিক্ষা সমস্যার কথা বলিতে যাইয়া জিলার বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয় এবং এ বিষয় বিশদ আলোচনা করা হয়। ঐ সভাতে ইহাও স্থির হয় যে কুর্মী সমাজের যাহা মাতৃভাষা সেই বাংলাভাষা শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ ও নিরাপত্তা থাকা চাই এবং এই ভাষার স্থলে অন্য কোন ভাষা প্রয়োগ করা হইলে কিছুতেই সহ্য করা হইবে না।

এই উত্থানের যুগে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা ন্যায়ের পথে পরিচালিত হউক এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা মুক্ত ও স্বাধীন নাগরিক গড়িয়া উঠুক ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা।

বিজ্ঞাপন

জেলা বোর্ডের পরিচালিত আড়শা ও শুনেড়া মধ্য বিদ্যালয়ের জন্য দুই জন গ্রাজুয়েট বা আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষক প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতা অনুসারে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী ২০শে মে তারিখ মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।

৭৫।৪৯

পুরুলিয়া

স্বাঃ এস, এন, ওঝা
ভাইস্ চেয়ারম্যান
মানভূম সদর লোক্যাল বোর্ড

পুরুলিয়ার
দোল-মোকদ্দমাগুলির পরিণতি

যাহারা মার খাইয়াছিল তাহাদের আনীত সব মোকদ্দমা বাতিল
কনেষ্টবলদের আনীত মোকদ্দমাগুলি পুলিশের পক্ষে চালান হইতেছে

গত ১৭ই ও ১৮ই মার্চ হোলীতে পুরুলিয়ায় যে হাঙ্গামা হয় তাহাতে নিম্নলিখিত মোট ৭টী মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করা হইয়াছিল।

১। ১৪ই মার্চ তারিখের ঘটনা উপলক্ষ্যে চক-বাজারের শ্রীবদরী নাগ, শ্রীকেদার নাথ কেডিয়া ও অন্যান্য ৪ জনের নামে তার ঘরে ঢিল ছোড়া প্রভৃতি অভিযোগে মোকদ্দমা করেন।

২। কংগ্রেস কর্মী শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী ১৫ই মার্চের হাঙ্গামা উপলক্ষ্যে তাহাকে মারা (তাহার মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল) ও বে-আইনীভাবে দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিবার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন।

৩। মুক্তি প্রেসের ম্যানেজার শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তি মুক্তি প্রেসে অনধিকার প্রবেশ মতে শ্রীগোলক দত্তকে মাথায় লাঠীর আঘাত করা ও তাহাকে কিল চড় মারা প্রভৃতি অভিযোগে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন।

৪। দোকানদার শ্রীগোলক দত্ত—তাহাকে মুক্তি প্রেসের মধ্যে প্রবেশ মতে মাথায় লাঠীর আঘাত করিয়া আহত করিবার অভিযোগে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন।

৫। বিখ্যাত অলঙ্কার ব্যবসায়ী শ্রীরামপদ পালের কর্ম্মচারী শ্রীযতীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় বে-আইনী জমায়েত করিয়া তাহার মালিকের দোকান লুঠ করিতে আসার অভিযোগে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত অভিযোগই পুরুলিয়ার পুলিশ কনেষ্টবল ও কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল।

গত ৬ই ও ২০শে এপ্রিল আসামীদের সনাক্ত করিবার জন্য কনেষ্টবলদের প্যারেড হয়। তাহাতে সমস্ত কনেষ্টবলদের হাজির করা হয় নাই।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীডি, এন, সিংকে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার আদেশ হয়। তিনি গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে সাক্ষীর প্রমাণাদি লইয়া তদন্ত করেন এবং রিপোর্ট দেন।

প্রকাশ যে ইতিমধ্যে শ্রী ডি, এন সিং এর পুরুলিয়া হইতে বদলীর আদেশ আসে।

গত ৯ই মে শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তীর মোকদ্দমার দিন ছিল। এস, ডি, ও সাহেব আদেশ দিবেন, বেলা প্রায় ১২॥০টা পর্য্যন্ত মাধব বাবু ও তাহার উকীলগণ আদালতে অপেক্ষা করিতে থাকেন। বেলা আন্দাজ ১১টার সময় এস, ডি, ও সাহেব ডেপুটী কমিশনারের খাস কামরায় যান। ইহার পরে ঐ স্থানে শ্রীকেদার কেডিয়ার মোটর দেখা যায় এবং কিছুক্ষণ পরে শ্রীডি, এন সিং ও শ্রীকেদার নাথ কেডিয়া এস, ডি, ওর কাছারীর নিকট আসেন এবং শ্রীডি, এন, সিং এস, ডি, ওর খাস কামরায় প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীডি, এন, সিং বাহির হইয়া আসেন এবং কেদার বাবুর সহিত একান্তে কথা বলিয়া তাহার সাইকেল লইয়া চলিয়া যান ও কেদার বাবু তাহার মোটর লইয়া চলিয়া যান। ইহার পরে এস, ডি, ও সাহেব ডেপুটী কমিশনারের কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজের খাস কামরায় প্রবেশ করেন এবং বেলা প্রায় ১২॥০টার সময় বলিয়া পাঠান যে—কাল আদেশ দেওয়া হইবে।

গত ১০ই মে শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তী আদালতে হাজির হন। অর্ডার শিটে দেখিতে পাওয়া যায় যে ৯ই মের তারিখ দিয়া তাহার মামলা ডিস্‌মিস্ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত অন্যান্য সমস্ত মামলাগুলিই ডিস্‌মিস্—খারিজ করা হইয়াছে। শ্রীগোলক দত্তের মামলায় তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীডি, এন, সিং আঘাত করার অপরাধে কনেষ্টবল বিশ্বনাথকে তলব করার জন্য রিপোর্টে সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এস, ডি, ও সাহেব তাহার সুপারিশ গ্রহণ না করিয়া মামলা ডিস্‌মিস্ করেন।

অপর দিকে পুলিশ শ্রীঅম্বিকা সিং থানা আক্রমণ প্রভৃতি অভিযোগ দিয়া শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তি, রামচন্দ্র অধিকারী ও অন্যান্য বহুলোকের নামে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন।

আর একজন পুলিশ শ্রীদামোদর সিং এসিড নিক্ষেপের অভিযোগ দিয়া শ্রীরামপদ পালের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন।

এই দুইটী পুলিশ কেস হিসাবে গবর্মেণ্ট পরিচালনা করিতেছেন এবং আসামীদের তলব করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীডি, এন, সিং এর বদলী বর্ত্তমানে স্থগিত আছে।

স্থানীয় সংবাদ

বাঘমুণ্ডিতে পুলিশ জুলুম ও গ্রেপ্তারের হিড়িক—

প্রকাশ যে গত ৩০শে এপ্রিল সকাল প্রায় ৮টার সময় পাতরডি নিবাসী শ্রীশ্যামাপদ মাঝি (কুম্ভকার) অপর একজন সঙ্গীর সহিত বাঘমুণ্ডি থানা কম্পাউণ্ডের শুঁড়ি রাস্তা দিয়া পাকা রাস্তায় আসা কালীন—থানার একজন সিপাহী ও একজন চৌকিদার তাহাদের গালাগালি দেয়। প্রত্যুত্তরে তাহারাও গালাগালি দিলে দারোগা বাবু তাহাদের থানায় লইয়া যাইয়া কানে ধরিয়া উঠ বোস করাইয়া ছাড়িয়া দেয়। শ্রীশ্যামাপদ মাঝি বাড়ী ফিরিয়া পিতাকে সংবাদ দিলে তাহার পিতা থানায় আসেন। সেই সময়ে পুলিশ সাহেব থানাতেই ছিলেন।

প্রকাশ যে সেই দিন বৈকালে বাঘমুণ্ডি থানার জনৈক সিপাহী এক সাধুর আশ্রমে যায়। সেখানে তাহাকে কয়েকজন লোক মারধর করে। পরের দিন দুপুরের পরে একদল সশস্ত্র কনেষ্টবল একজন ম্যাজিষ্ট্রেট সহ আসিয়া আসামী ধরিবার জন্য পাতরডি গ্রাম ঘেরাও করে। কিন্তু কাহাকেও না পাইয়া ফিরিয়া যায়। গত ৩রা মে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পাতরডি গ্রামে যাইয়া বলে যে কয়েকজনকে আসামী করা হইয়াছে এবং সেইখানেই অনেককে হাজির করাইয়া জামিনে খালাস দেয়। সেই দিনই বেলা প্রায় ২॥০টা ৩টার সময় একদল সশস্ত্র কনেষ্টবল হঠাৎ গ্রামটী ঘেরাও করিয়া জোর করিয়া অনেকের গৃহে প্রবেশ করায় যৎপরোনাস্তি মারধর করিয়া অনেককে বাহির করিয়া আনিয়া থানায় লইয়া যায়। একজন নিরীহ গ্রামবাসীর বিহারের লগ্ন স্থির হইয়া গাত্র হরিদ্রা পর্য্যন্ত হইয়াছিল সেও রেহাই পায় নাই। বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া পুরুলিয়ায় চালান দেওয়া হইয়াছে।

চাণ্ডিলে ট্রেন ও বাসে সংঘর্ষ (প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ)—গত ১১ই মে বেলা প্রায় ১২॥০টার সময় বি, এন, আর এর পাটনা হইতে টাটাগামী ৮৭ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনের চাণ্ডিল ষ্টেশন হইতে পূর্বদিকে পিতকীর লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় টাটা হইতে পুরুলিয়া-গামী ইউনাইটেড মোটর কোম্পানীর লাল বাসের সহিত সংঘর্ষ হয়। ফলে বাসের পিছন দিকটী ভাঙ্গিয়া যায় এবং যাত্রীদের মধ্যে ১৫ জন লোক আহত হয়। দুইজন ঘটনা স্থলেই মারা যায়। বাকী ১৩ জনের মধ্যে ৪ জন খুবই গুরুতরভাবে আহত হয়। ট্রেনখানি সংঘর্ষের পরে কিছুদূরে যাইয়া দাঁড়ায় এবং পুনরায় ঘটনাস্থলে পিছাইয়া আসে। ট্রেনের গার্ড যাত্রীদের সাহায্যে আহতদের যথাসাধ্য প্রাথমিক সাহায্য করেন। মৃত দুইজন ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলে রাখিয়া আহতদের ট্রেনে উঠাইয়া লইয়া চাণ্ডিল ষ্টেশনে আনা হয় এবং তথায়ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরে সমস্ত আহতদের টাটাতে লইয়া যাইয়া হাসপাতালে দেওয়া হয়। গুরুতর আহতদের মধ্যে আর এক ব্যক্তি টাটা হাসপাতালে মারা যায়। মৃত তিনজন ব্যক্তিদের মধ্যে দুইজনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, আর একজনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই।

ঘটনাস্থলে যে দুইজন মারা যায় তাহার মধ্যে এক-জনের বয়স ১৩।১৪ বৎসর। জাতিতে কুম্ভকার, বাড়ী চাণ্ডিল থানার আদারডি গ্রাম।

হাসপাতালে যে মারা যায়, তাহার নাম সন্তোষ কুমার দে, পিতা শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দে বাড়ী চাণ্ডিল।

দুর্ঘটনার স্থলে চাণ্ডিলের শ্রীকৃষ্ণ ফাউণ্ডারী লোহার কারখানার কর্ম্মচারীবৃন্দ ও এম, ই, এস, এর কর্ম্মচারী-বৃন্দ উপস্থিত হইয়া যথেষ্ট সাহায্য করেন।

রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান

বরাবাজার—গত ২৫শে বৈশাখ বরাবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে খুবই সমারোহের সহিত রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীঅমল আয়কাত ও শ্রীগঙ্গাধর নিয়োগীর পরিচালনায় গ্রামস্থ বালিকাগণের দ্বারা স্থানীয় কবি প্রহ্লাদচন্দ্র সেন রচিত "কবির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য" নামক শিশু নাটিকাটী অভিনীত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় স্কুলের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "ডাকঘর" নাটিকাটী অভিনীত হয়। বরাবাজার ধ্রুব প্রসাদ নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক কবির "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভি-নীত হয়। অনুষ্ঠানগুলি একই আসরে সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়। সমস্ত গ্রামবাসী মহোৎসাহে এই উৎসবে যোগদান করেন। সঙ্গীত আবৃত্তি প্রভৃতিও ইহার অঙ্গ ছিল। শ্রীঅমল আয়কাত অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের একখানি বড় চিত্র, শ্রীমতী

নীহারনিভা মজুমদার, শ্রীমতী অমিয়া আয়কাত ও উষারাণী বসু সুন্দরভাবে সজ্জিত করেন। এই দিন একটী শিশু সদস্যদের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। শ্রীআদ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন।

শিয়ালডাঙ্গা (মণিহারা—কাশিপুর)—২৫শে বৈশাখ শিয়ালডাঙ্গা গ্রামে সুচারুরূপে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। সকালে রবীন্দ্রনাথের আলেখ্য মাল্যে বিভূষিত করিয়া সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া প্রভাতফেরী করা হয়। তৎপরে ছেলেদের মধ্যে মিষ্ট বিতরণ করা হয়। জগদ্ধাত্রী মেলায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বৈকালে সঙ্গীতালাপ করিয়া বেলা ৪টায় শ্রীকৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে বিরাট জনসভায় কবিগুরুর জীবনী পাঠ ও নানাপ্রকার আলোচনা করা হয়।

জয়পুর—২৫শে বৈশাখ গড়জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ধূপ ও পুষ্পমাল্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্ত্তি বন্দনা করেন।

ধানবাদ—তরুণ সঙ্ঘের উদ্যোগে ধানবাদবাসী দ্বারা রবীন্দ্র জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়।

২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ এই দুইদিন ধানবাদ তরুণ সঙ্ঘের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সুবৃহৎ প্রতিকৃতি শোভিত প্রশস্ত, সুধীবৃন্দ-পরিপূর্ণ রেলওয়ে ক্লাব হলে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও গাম্ভীর্য্যময় পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্র জন্মোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রতিপালিত হয়। প্রথম দিনের অধিবেশনে সুসাহিত্যিক ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথের বহুমূখী প্রতিভার ও বিশেষতঃ তাহার শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন, তাহার বক্তৃতা বিশেষ মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বিখ্যাত কবি শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তাহার সময়োচিত সারগর্ভ অভিভাষণ সকলকেই মুগ্ধ করে।

উভয় দিনই তরুণ সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

নৃত্য গীত ও আবৃত্তিতে তরুণ সঙ্ঘের সভ্য এবং সভ্যারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নৃত্য ও গীতের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের জীবন আলেখ্য বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল।

গত ৮ই, ৯ই এবং ১০ই মে এই তিন দিন হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

পুরুলিয়া—প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। তৃপ্তি দেবী কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হওয়ার পর শ্রীমান প্রিয়ব্রত সেন, নির্ম্মল সূত্রধর এবং নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র কাব্য হইতে আবৃত্তি করেন। রবীন্দ্র সাহিত্য হইতে কয়েকটী নির্ব্বাচিত প্রবন্ধ যথা, সমাধান, দার্জ্জিলিং যাত্রা ও বৃহত্তর ভারত যথাক্রমে শ্রীমান অদ্বৈত গাঙ্গুলী, শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবিধান চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন। শান্তি দেবী, রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং সুরশ্রী নীলমণি সিংহ রবীন্দ্র সঙ্গীত করেন।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ভাষণে রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত ও সাহিত্যের বহুল চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শান্তি দেবী এবং রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিদায় সঙ্গীত গীত হইবার পর প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে জগন্নাথ কিশোর কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীনন্দদুলাল রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শান্তি দেবী এবং রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক, উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীমান সমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রিয়ব্রত সেন, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী এবং নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্র কাব্য হইতে আবৃত্তি করেন। শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসুনীতি কুমার পাঠক স্বরচিত কবিতা এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক, সমালোচক এবং গুণগ্রাহী এই তিন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রবীন্দ্র জীবনী আলোচনা করেন।

অধ্যাপক রায় তাঁহার ভাষণে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা, রবীন্দ্র কাব্যের মূলসূত্র, পাশ্চাত্য কবি বিশেষ করিয়া কীট্‌স, শেলী এবং ব্রাউনিংএর সহিত রবীন্দ্র কাব্যের ভাবধারা ও টেকনিকের সামঞ্জস্য এবং পার্থক্য, গীতাঞ্জলির ভাবধারায় বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্রনাথের সার্ব্বজনীনতা এবং মানব প্রেমিকতার বিশদ আলোচনা করেন।

শ্রীনির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত এবং শান্তিদেবী ও রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বিদায় সঙ্গীতের পর দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিবসে সঙ্গীতের আসরের আয়োজন করা হয়। শ্রীমান রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাধর রায় বর্ম্মন এবং কুমারী প্রতিমা চ্যাটার্জ্জী রবীন্দ্র সঙ্গীত করেন।

রাঁচী হইতে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার দলসহ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আসেন। কয়েকটী রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিবার পর, শ্রীযুক্ত বিশ্বাস মহাশয় রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য "চণ্ডালিকা"র কয়েকটি অংশ যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত সহযোগে পরিবেশন করেন। সুরশ্রী নীলমণি সিংহের সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূত্রে শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাতনামা সুর ও কলা শিল্পী শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় এই মাসের শেষ ভাগে পুরুলিয়ায় আসিবেন।

পুরুলিয়া ব্যায়ামাগারে

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ পুরুলিয়া ব্যায়ামাগারে (নামপাড়া) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে "রবীন্দ্র বার্ষিকী" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধূপ, দীপ এবং শ্বেতমাল্যে সুসজ্জিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির পাদদেশে গালিচার উপর সভাপতি এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণ আসন গ্রহণ করেন। সভায় আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, স্বরচিত কবিতা এবং প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। আট বৎসর বয়স্ক শ্রীমান সমর চক্রবর্ত্তী, অশেষ মুখার্জ্জী, অধীর, সুজিৎ, ভূতনাথ বন্দোপাধ্যায় আবৃত্তিতে, শ্রীমান রঞ্জিৎ এবং বিধান চ্যাটার্জ্জি সঙ্গীতে এবং বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বরচিত প্রবন্ধ কবিতায় অংশ গ্রহণ করে। সভাপতিকে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

থানা ওয়েল ফেয়ার অফিসারের কাণ্ড

সম্পাদক 'মুক্তি' পুরুলিয়া

প্রিয় মহাশয়,

আমি নিম্নলিখিত ঘটনা আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। আশা করি ইহা আপনার কাগজের মারফত এই সপ্তাহেই জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইবে।

বলরামপুর থানার ওয়েলফেয়ার অফিসার শ্রীপার্বতী মাহাত আমার অবর্ত্তমানে আমার বাক্স খুলিয়া বাক্স হইতে কতকগুলি কাগজ পত্র বাহির করিয়া পুড়াইয়া দেয়। পরে আমি সেখানে আসিলে আমাকে স্কুল হইতে রাসটিকেট করা হইবে বলিয়া ধমকী দেন এবং বোর্ডিং হইতে এক্ষণি চলিয়া যাও বলিয়া আদেশ দেন। প্রকাশ থাকে যে বোর্ডিংটী সরকার বাহাদুর আদিবাসীদের জন্য দিয়াছেন কিন্তু জানিনা ওয়েলফেয়ারকে আমাদের আদিবাসী ছাত্রদের সুবন্দোবস্তের জন্য রাখা হইয়াছে না আমাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য রাখা হইয়াছে? এই দুইটীর মধ্যে কোনটীর জন্য সরকার বাহাদুর তাহাকে রাখিয়াছেন জানাইলে বাধিত হইব। ইতি

তাং ৫।৫।৪৯
আদিবাসী হোষ্টেল
বলরামপুর।

নিবেদক
শ্রীটীকারাম মাঝি
বলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়
৮ম শ্রেণী।

(২)

শবরদের দুর্গতি

মুক্তি সম্পাদক, পুরুলিয়া।

মহাশয়,

নিম্নলিখিত পত্রটী আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

হাজার হাজার ব্যবসায়ী যাহারা নাকি লাখ লাখ টাকা চুরি করিতেছে, হাজার হাজার লোকের যাহা দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিষ ব্লাক মার্কেট করিতেছে তাদের জন্য বিহার সরকারের কি কোন আইন নাই? অথচ যদি কোন জায়গায় ডাকাতি হয় এবং শবর ভাইরা করল কি না করল শবরল ভাইদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে বি, এস কেস প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। আশা করি যাহাতে ন্যায্য বিচার হয় এবং যাহারা সত্যকারের চোর তাহাদের সাজা দেওয়া হয় এবং অবিচারপূর্বক শবরদিগকে বিনা-কারণে বি, এল কেসে দিয়া তাহাদের উপর অনর্থক উৎপীড়ন না করা হয় তাহার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের করা উচিত। ইতি

শ্রীকান্থুরাম শবর।

(৩)

মহাত্মন,

নিম্নলিখিত অধীনগণের সাম্বনয় নিবেদন এই যে গত ২৬শা বৈশাখ সোমবার তারিখে পটমদা থানার দারোগা সিপাহী ও কতকগুলি সশস্ত্র কনেষ্টবল অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ভোর বেলা সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই আমাদের স্বামী পুত্রাদিকে লইয়া মোট ৭ জনকে জোরপূর্বক ভয় দেখাইয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়। ইহারা আসিয়া গ্রামের বা আমাদের কাহাকেও কিছু বলে নাই শুধু জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা অন্নাভাবে খুব কষ্ট পাইতেছি। যদি ইহার আশু প্রতিকার না করা হয় তবে আমরা পুত্র সন্তানাদি লইয়া কিরূপে রক্ষা পাইব? এই দুর্গতির কি কোনই প্রতিকার নাই? নিম্নলিখিত শবরদিগকে চালান করা হইয়াছে—সর্বশ্রী ১। চুনারাম শবর, ২। পঞ্চু শবর, ৩। জেঠু শবর, ৪। শুকু শবর, ৫। শ্রীদাম শবর, ৬। শঙ্কর শবর, ৭। গুহিরাম শবর। নিবেদক—

শ্রীমতী মোহিনী শবরিণ, কাঁদরী শবরিণ, শুলফী শবরিণ, মঙ্গলী শবরীণ, সমী শবরিণ, কুলদা শবরিণ, রাস্থ শবরিণ।

(৪)

প্রেরতি পত্রের সংক্ষিপ্ত পত্র

জঙ্গল গার্ডের অপমানজনক ব্যবহারে বরাবাজার থানার শ্রীহীরু সিং সর্দ্দার জানাইতেছেন—জঙ্গলে গো-মহিষাদি চরান, বা জঙ্গল হইতে পাত মরা শুকনা কাঠ দাঁতন প্রভৃতি আনার কোন দিনই কোন বাধা ছিল না। জঙ্গল ফরেষ্টারী হইবার পরেও ইহাতে কোনরূপ বাধা আমরা পাই নাই। এ বিষয়ে জঙ্গল রাখা হইতে আরম্ভ করিয়া জঙ্গল বিভাগের অফিসাররা পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই জানেন কি আইন আছে। অথচ কয়েকদিন পূর্বে ইন্দ্রজিত নামে একজন পশ্চিম দেশীয় জঙ্গল গার্ড এ বিষয়ে আমাদের গ্রামে আসিয়া গ্রামের মেয়ে ছেলেদের পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে নানারূপ অশ্লীল ও অপমানসূচক গালাগালি দিয়া অপদস্ত করেন। ইহারা কি মনে করেন গ্রামবাসী বা গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের কোন মর্য্যাদা নাই? ইহারা কি আমাদের স্বাধীন গবর্মেণ্টের কর্মচারী?

WANTED

(1) An Assistant Engineer for the Manbhum District Board in the grade of Rs. 300-10/-400/- p. m. subject to Government and Board's sanction. The candidate must be graduate in Civil Engineering of any recognised Indian University or should possess diploma which is considered to be equivalent to that of a degree and have at least three years practical experience in roads and building works, preferably under the P.W. D. or District Board. The selected

candidate may be posted at Dhanbad or at Purulia and should be on probation for one year, before being made permanent and should maintain a car or motor cycle. The appointment will be a temporary one at present with the prospect of being made permanent. The Board may pay Rs. 295/- p.m. till Government sanction is obtained.

(2) Three Overseers for the Manbhum District Board in the grade of Rs. 100-5-160/- p. m. The candidates should possess subordinate engineering certificate or equivalent diploma with at least two years practical experience in roads and building works preferably under P. W D. or District Boards.

(3) An Assistant Drafsman for the Manbhum District Board in the grade of Rs. 100-5-125(E.B.)-5/2-140/- p m. The candidate should possess at least three years practical experience of estimating and drawing of roads, buildings and minor bridge works, preferably under P. W. D. or District Boards.

General conditions.

(1) All the above posts are expected to be made permanent and carry dearness allowance and T. A. excepting T A. in the case of No. 3, as are admissible under the District Board rules in force.

(2) Candidates should not be less than 22 years or more than 40 years of age. But this age limit may be relaxed a little at the discretion of the Board.

(3) Other things being equal, preference may be given to those who are natives of or domiciled in the district of Manbhum.

(4) The selected condidates must have to remain on probation for one year before being made permanent.

(5) Candidates may be asked to appear for an interview their own cost.

(6) Applications accompained by true copies of certificates and diploma regrading candidate's qualifications, character, domicile, evidence of age, nature and extent of experience should reach the undersigned in a sealed cover not later than 30th May 1949.

(7) Canvassing directly or indirectly will disqualify a Candidate.

S. K. Bhattacheryya
Vice-Chairman,
District Board, Manbhum.

মানভূম জেলাবোর্ড

বিজ্ঞপ্তি

দামোদর নদীর পুলের উপর দিয়া যান বাহন যাতায়াতের শুল্ক আদায়ের ইজারা বন্দোবস্তের দর গ্রহণ জন্য প্রকাশ্য নিলাম।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে ইঃ ১৯৪৯ সালের ৩০মে সোমবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া মোকামে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অফিসে দামোদর নদীর পুলের উপর দিয়া যান বাহন যাতায়াতের শুল্ক আদায়ের ইজারা বন্দোবস্তের পণ গ্রহণ জন্য এক প্রকাশ্য নীলাম হইবে।

বন্দোবস্ত ১৯৪৯ সাল ১লা জুলাই হইতে নাগাদ ১৯৫০। ৩০শে জুন এই এক বৎসরের জন্য কিম্বা ১৯৪৯ ১লা জুলাই হইতে নাগাদ ১৯৫২। ৩০শে জুন এই তিন বৎসরের জন্য হইবে। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে উভয়রূপ ইজারা বন্দোবস্তের জন্য আপন আপন দর উক্ত নীলামে ঘোষণা করিতে হইবে।

উক্ত নীলামে যাহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে বা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহার প্রতি আদেশ হইবে ডাক শেষ হওয়া মাত্র চূড়ান্ত ডাকের টাকার এক চতুর্থাংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এবং জিলাবোর্ডে তৎপরবর্ত্তী সাধারণ সভার অধিবেশনে যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে ১৯৪৯ সালের ৫ জুলাই মধ্যে তাহাকে জেলাবোর্ডের অনুকূলে অনুমোদিত কবুলতি পত্র সম্পাদন ও স্ব খরচে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় পূর্ব্বোক্ত এক চতুর্থাংশ টাকা জেলাবোর্ডে জব্দ হইবে ও পুনরায় বন্দোবস্তের জন্য নীলাম করা হইবে। যদি উক্তরূপ দ্বিতীয় নীলামে অপেক্ষা প্রথম নীলাম কম দর পাওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় দরের পার্থক্যের টাকা, যাহার ডাক গৃহীত হওয়া স্বত্বেও স্বর্ত্ত পূরণে অক্ষমতার জন্য দ্বিতীয় নীলাম ডাক হইবে, তাহাকে খেসারত দিতে হইবে।

কবুলতি সর্ত্ত পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আফিসে বা ধানবাদ লোক্যাল বোর্ড আফিসে, রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত যে কোন দিন আফিসের সময়ে, হাজির হইয়া জানিতে পারা যাইবে।

যাহার ডাক গৃহীত হইবে তাহাকে স্ব খরচে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিস
৯ই মে, ১৯৪৯।

বীর রাঘব আচারীয়র
চেয়ারম্যান,
মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

District Board of Manbhum

NOTICE

(Auction of toll-bar on the Damodar Bridge.)

Is hereby given that a public auction will be held on Monday the 30th May 1949 at 9 A. M. in the District Board Office at Purulia to invite offers for the granting of a lease of the toll-bar on the Damodar Bridge. The lease will be either for one year from 1st July 1949 to 30th June 1950 or for three years commencing from 1st July 1949 and ending with 30th June 1952 and bidders will have to quote their offers for both in the public auction.

The highest bidder for the time being or any other bidder who may be called upon to do so shall have to deposit as soon as the bid is closed, 25% of the total amount of bid, and to execute and register at his own cost a Kabuliyat in favour of the District Board in the prescribed form within the 5th July 1949 at the latest, after his offer is accepted by the Board at its next general meeting failing which the amount will be forfeited to the District Board and the toll-bar will be put to auction again and if on such a second auction offers received be less than the amount offered during the previous one, the defaulting bidder will have to compensate the Board to the extent of the difference in the two bids.

The term of the Kabuliyat can be seen at the District Board Office at Purulia or at the Local Board Office at Dhanbad on any day, excepting Sundays and holidays during office hours. The successful bidder, shall at his own cost have to provide necessary establishment and also to make all arrangements in connection with the collection of tolls.

Dated, Purulia
The 2nd May, 1949.

S. V. Acharior
Chairman,
District Board, Manbhum.

Regd. No. P--641

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া
কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া ঃ
ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস
প্রতিনিধি ঃ সমর সিংহ, তুলমী
পুরুলিয়া

বিজ্ঞপ্তি

টাইপ রাইটার মেশিনের জন্য অগ্রিম অর্ডার রেজিষ্ট্রী করুন। মে মাসের কোটা এই মাসের শেষ ভাগে আসিবার সম্ভাবনা।

পুরুলিয়া
১১।৫।৪৯

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

(স্থান পরিবর্ত্তন—৺প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয়ের তামাকের দোকানের পশ্চাতে শ্রীসুগনচাঁদ দাতব্য চিকিৎসালয় রোডের উপরে আসিয়াছে)

এখানে স্কুল ও কলেজের যাবতীয় পাঠ্য পুস্তক প্রাইজ এবং লাইব্রেরীর উপযোগী সকল প্রকার ধর্ম্মপুস্তক, নাটক, নভেল, খাতা, কলম দোয়াত প্রভৃতি ও খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম, এবং বিস্কুট, উৎকৃষ্ট দারজিলিং চা ও যাবতীয় মনোহারী দ্রব্য খুচরা এবং পাইকারি দরে অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীতারাপদ সরকার
ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়

তাহার কাজে

নূতন বীমা১৯৪৭ :	১২	কোটি	৩১ লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমা :	৫৫	,,	৬৩ ,, ,,
প্রিমিয়াম আয়১৯৪৭:	২	,,	৬১ ,, ,,
বীমা তহবিল :	১০	,,	৫৮ ,, ,,

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৯ই জৈষ্ঠ ১৩৫৬, ২৩শে মে ১৯৪৯।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

SPARES ? ACCESSORIES ?

OR

REPAIRS ?

"Sinha & Company"

Your House for anything
in automobiles.

Tele : 49
Purulia.

স্থানীয় সংবাদ

গত ২১।৫।৪৯ তারিখে সদর মানভূম সোশ্যালিষ্ট পার্টির সম্পাদক আতাউর রহমন পুরুলিয়া এস, ডি, ও, আদালতে রামনিরঞ্জন সিং স্কুল সাব-ইনস্পেক্টর, এস, কে, দাস পুরুলিয়া টাউন থানা দারোগা ও অপরাপর কয়েকজন হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত ফৌঃ দঃ বিঃ আইনের ৪৪৮।৩৮০ ধারার ১টী ফৌজদারী দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।

আসামীর বিবরণে প্রকাশ যে গত ১১।৫।৪৯ তারিখে রামনিরঞ্জন সিং স্থানীয় কয়েকজন হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনীর সদস্য সহ উক্ত আতাউর রহমনের পুরুলিয়া নিলকুঠিডাঙ্গা-স্থিত তাহার বাসগৃহের (যাহা পার্টির অফিসরূপেও ব্যবহৃত) তালা ভাঙ্গিয়া অনধিকার প্রবেশ করে ও উক্ত বাসগৃহে যে জিনিষপত্র ছিল তাহাও আত্মসাৎ করে। উক্ত ঘটনার বিষয় খবর পাইয়া বাদী—ঝালদায় যেখানে পার্টির কার্য্য পরিচালনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ছিল—১৪।৫।৪৯ তারিখে পুরুলিয়াতে আসে ও তালা খুলিয়া তাহার বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে তাহার সমস্ত আসবাব ও জিনিষপত্র সরান হইয়াছে ও ঐ সকল জিনিষের পরিবর্ত্তে নূতন জিনিষপত্র রাখা হইয়াছে। বাদী ঐ দিনেই পুনরায় সন্ধ্যা বেলায় মোটরষ্ট্যাণ্ডে খবর পায় যে উক্ত আসামী রামনিরঞ্জন সিং পুরুলিয়া টাউন থানার দারোগা এস, সি, দাসের ও অন্যান্য আসামীর সাহায্যে তাহার বাসগৃহে রাখা আসবাবপত্রের স্থলে নূতন জিনিষ পত্র রাখা হইয়াছে। বাদী আরও জানিতে পারে যে ১৬ জন বিড়ি কারিগরকেও রামনিরঞ্জন সিংহের প্রথম এক্তেলার বলে চালান দেওয়া হইয়াছে। বাদী থানায় যাইয়া উক্ত ঘটনার বিষয়ে খবর লইতে গেলে ও তাহার গৃহে অনধিকার প্রবেশ মতে তাহার জিনিষ পত্র চুরি করার জন্য নালিশ করিতে গেলে দারোগা এস, সি, দাস বাদীকে ধাক্কা দেয় ও চড় মারে ও পুরুলিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ দারোগা রামদাস সিং বাদীকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে। এস, ডি, ও, উক্ত পুলিশ কেস সংক্রান্ত কাগজ আদি সহ পেশ করিবার জন্য ২৩।৫।৪৯ তারিখে দিন স্থির করিয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে বাদী স্থানীয় বিড়ি কারিগর এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হইতেছেন।

NOTICE

The travelling public are hereby informed that a nubmer of additional Watermain have been appointed at Adra Railway station for the Hot weather season this year with a view to serve drinking water to the travelling public at every compartment in all these passenger trains passing via. Adra during the halt at the station.

Dated 20-5-49

By order
Commercial Trafic Manager,
B. N. Rly, Calcutta.

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

২৪শ সংখ্যায় মুক্তির ১০ম বর্ষের ছয় মাস পূর্ণ হইল। ষাণ্মাসিক গ্রাহকদিগকে আগামী ছয় মাসের দেয় চাঁদা বর্ত্তমান সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি। যদ্যপি কেহ গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকেন তাহাও অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিবেন নতুবা অনর্থক আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

শ্রীহরিগোপাল সরকার বি এস সি. ডিপ্ ইন্ এড্ শিক্ষক ভিক্টোরিয়া স্কুল, পুরুলিয়া ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সরকার শিক্ষক নামো পাড়া উঃ প্রাঃ বিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯৪৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী এই পুস্তকগুলি পাইবেন।

(১) নিঃ প্রাঃ ভূগোল পরিচয়—২য় ও ৩য় শ্রেণীর—৵০
(২) উঃ প্রাঃ ,, ,, —৪র্থ শ্রেণী— ।৶০
(৩) ইতিহাসের কথা—২য় ও ৩য় শ্রেণীর— ৵০

পাইকার ও শিক্ষকগণের জন্য উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার, পুরুলিয়া।

মুক্তি

সন ১৩৫৬ সাল, ৯ই জ্যৈষ্ঠ

কংগ্রেস কর্ম্মকর্ত্তা সম্মেলন

দিল্লীতে কংগ্রেস সভাপতির উদ্বোধনে ও পরিচালনায় ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের ২৩টি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সেক্রেটারীগণের তিনদিন ব্যাপী সম্মেলন ১৭ই মে আরম্ভ হইয়া ১৯শে মে সমাপ্ত হইয়াছে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে সম্মেলনের কার্য্য পরিচালিত হয়। সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—কংগেস প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুসংগঠিত এবং কংগ্রেসের মহান আদর্শে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সেগুলির শক্তি ও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করা।

কংগ্রেস সভাপতি মহোদয় উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন—কংগ্রেস সদস্যগণ কংগ্রেসের নীতিসম্মত আচরণ ত্যাগ করিয়াছে এবং ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কংগ্রেসকে দুর্ব্বল না করিবার জন্য তাহাদিগকে তিনি আবেদন জানান। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যে সুমহান আদর্শে ও নীতিতে পরিচালিত হইতেছিল—ভারত বিদেশীর শৃঙ্খল-মুক্ত হইবার পর হইতেই, বিশেষতঃ মহাত্মাজীর মহা-প্রয়াণের পর হইতেই প্রায়—অধিকাংশ কংগেস কমিটী-গুলিই সেই আদর্শ ও নীতি হইতে বিচ্যুত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার পথ নাই যে বহু কংগ্রেস কমিটীর বহু সদস্যই—যাহাদের মধ্যে অনেক সভাপতি ও সেক্রেটারীও আছেন—মহাত্মাজীর প্রচারিত সত্য ও অহিংসায় আস্থা রাখা দূরের কথা, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণই করিতেছেন। কেহ কেহ চোরাকার-বারের সহিত সংশ্লিষ্ট। অনেকে বেনামীতে লাইসেন্স পারমিট প্রভৃতি জোগাড় করিতেছেন। কেহ কেহ নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ হিংসার প্ররোচনা দিতেছেন। অনেকে প্রাদেশিকতা ও স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় সত্যকে বেমালুম উড়াইয়া দিয়া হুবহু মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রের আশ্রয় লইতেছেন। অবিলম্বে এই সব আচরণের সংশোধন হইয়া কংগ্রেসসেবীগণ দোষমুক্ত না হইলে কংগ্রেস শীঘ্রই জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থা হারাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করিতেছি যাহাতে কংগ্রেস-কমিটীগুলি সেই পূর্ব্বের আদর্শে ও নীতিতে এবং নিয়মানু-বর্ত্তিতা ও নিয়মশৃঙ্খলায় পরিচালিত হয় তজ্জন্য সম্মেলন বিহিত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কারণ সত্য, অহিংসা, জনসেবা এবং কংগ্রেস নীতি সম্মত আচরণ দ্বারাই কংগ্রেস শক্তি, প্রতিপত্তি ও জনগণের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিল এবং জনগণের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কংগ্রেস-সেবীগণকে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই আদর্শে পরিচালিত করিতে না পারিলে মহাত্মাজীর পরিকল্পিত জনগণের স্বরাজের আশা সুদূরপরাহতই থাকিয়া যাইবে।

সাবধান

[হেমদাস মানচন্দিয়া]

আমরা মুক্তিসাগরের পারে আসিয়াছি, কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে জাতীয় কল্যাণ বা শ্রীবৃদ্ধির রাজপথ এখনও আমরা ধরিতে পারি নাই। বস্তুত কংগ্রেসের প্রকৃত মূল্য কি বা তাহার গড়িবার সামর্থ্য কিরূপ এখন তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। জাতির সঙ্কট মুহূর্তে সাময়িক ভাবে একটি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা কথা, আর অন্য সময়ে জনগণের উপর প্রভাব বজায় রাখা অন্য কথা। কেবলমাত্র স্থায়ী ফলপ্রদ জাতিগঠনের কাজের দ্বারাই তাহা হইতে পারে, কারণ তাহা হইলে সাধারণ লোকে ইংরেজ-আমল ও কংগ্রেসী-আমলের তফাৎ বুঝিতে পারে।

এই জন্য সাম্যের প্রশস্ত ভিত্তির উপর আমাদের নবজীবনের মহৎ সৌধ রচনা করিতে হইবে। তাহাতে ধর্মমূলক সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামির স্থান হইতে পারে না। সম্প্রতি দেশে সাম্প্রদায়িকতার যে উন্মত্ত প্রকাশ ঘটিয়া গেল, কারণ ব্যতীত তাহা ঘটে নাই, এবং তাহা হইতে আমাদের শিখিবারও কিছু আছে। জাতির চিত্ত বিদেশী

শাসনের বিষে যে কতখানি জর্জরিত তাহাই ইহা উদ্ঘাটন করিয়া দিল এবং অন্য কোন কিছুতে তাহা এত উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিত না। রাষ্ট্রের যে রোগ তাহার আসল অবস্থা ইহাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি যে, সঞ্চিত বিষের বেশির ভাগই ইহার মধ্যে বাহির হইয়া গিয়াছে এবং আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সারিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বীভৎসতাকে আমরা যদি আবার জাগাইয়া তুলি তবে ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তিতে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করিব। সকল রকমে সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎপাটন করিতে পারিলেই আমাদের স্বাধীনতার যুগ অখণ্ডভাবে চলিতে পারিবে এবং জাতীয় ঐক্যের দৃঢ়ভিত্তির উপরে নূতন ভারত গড়িতে পারিব। ইহা যদি আমরা করিতে পারি তবে হিমালয়ের মতই আমরা দুর্বার হইয়া উঠিব।

বিদ্যালয়, সংবাদপত্র, বক্তৃতা, ধর্মোপদেশ, রেডিও সব কিছুর সহায়তায় যদি আন্তরিক ভাবে ও উৎসাহের সঙ্গে সুশিক্ষার বিস্তার করা যায় তবে ইহা ঘটিতে পারে। এই বিরাট দেশের সর্বত্র এই শিক্ষা ছড়াইয়া পড়া দরকার। ভারতে কংগ্রেসী আমল যদি ইতিহাসে বিভীষিকা রূপে পরিচিত হইতে না চায় তবে এই শিক্ষা দেওয়াই এখন তাহার পক্ষে সব চাইতে বড় কাজ।

কেবল ধর্মবিষয়েই যে বিচ্ছিন্নতার শক্তি কাজ করে তাহা নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাহা কাজ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রদেশগুলি ও আমাদের মধ্যে অল্প কয়েক লক্ষ যে বাস্তুহারা রহিয়াছে তাহাদের প্রতি ভারতের প্রদেশগুলি ও সামন্তরাষ্ট্রগুলি কিরূপ আচরণ করিয়াছে? ইহারা আমাদেরই মায়ের অনাথ সন্তান, আমাদেরই হতভাগ্য ভাই। দেশের কতগুলি নরনারী ইহাদের আশ্রয় দিবার জন্য তাহাদের দরজা খুলিয়া দিয়াছে? এই সকল হতভাগ্যের দুর্দশা দেখিয়া তাহাদের হৃদয় কি বিচলিত হয় না? বরং যেদিকেই নজর পড়ে সে দিকেই দেখি ইহাদের সকলে ঘৃণা করিতেছে। আগে ধর্মমূলক সাম্প্রদায়িকতা ভারতের জাতীয়তার মর্মস্থানকে ক্ষয় করিয়া দিত। এখন প্রাদেশিকতা তাহাই করিতেছে। শত্রু হিসাবে ইহা কম প্রবল নয়। জাতীয় ইতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও যে দেশের ভাষামূলক বিভাগের অসঙ্গত দাবি তুলিয়াছেন জাতির পক্ষে তাহা কল্যাণের সূচনা করে না। একথা মনে রাখা দরকার যে, কংগ্রেস যখন ভাষামূলক প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা প্রচার করে তখন দেশে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাস্তুহারাদের আগমন ঘটে নাই। সকলের সঙ্গে ইহাদের যথার্থ মিলন ঘটাইতে হইলে ঐ নীতির পুনর্বিবেচনা দরকার। বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি-সমস্যা গভর্মেণ্টের পক্ষে বিশেষ একটি কঠিন সমস্যা। ভাষামূলক প্রদেশের নীতি সেই সমস্যাসমাধানে সাহায্য করিবে? আজ জনগণের মধ্যে বিপুল ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজন। এই নীতিতে কি তাহা আসিবে? ইহা কি প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিকটতর করিবে? স্পষ্টতই না। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত অবনতির দিকে লইয়া যাইবে।

কাজেই আমরা যদি প্রাদেশিকতাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে না পারি, তবে ইহাতে গবর্মেণ্টের সকল রকম উন্নতিকর প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। মাতৃভাষার অত্যধিক প্রীতিতে প্রাদেশিকতার অন্যায় প্রকাশ বাড়িয়া যাইবে। ইহা যদি একবার দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং লোকের মনে বসিয়া যায় তবে ইহাতে ধর্মোন্মত্ততার মতই ভয়ানক ফল ফলিবে। তাহা ঘটিলে বহুসাধনার ধন স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধা আঙুল গলিয়া ঝরিয়া পড়িবে এবং জাতি আগের মতই সম্পদহীন রহিয়া যাইবে।

এখনও সময় যায় নাই। সকলেই যদি ধৈর্যের পরিচয় দেয় তবে অল্প সময়েও আমাদের প্রভূত প্রাপ্তি ঘটিবে। কেবল আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।

মানভূম সত্যাগ্রহ

আমি সংবাদপত্র হইতে জানিতে পারিলাম, কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ অনুসারে শ্রীযতুলচন্দ্র ঘোষ বিহার গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁহার সত্যাগ্রহ অভিযান প্রত্যাহার করিয়াছেন। আমি আশা করি, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এখন মানভূমের বাঙ্গালীরা যাহাতে শুধু কাগজ কলমে না হইয়া কাজেও (যাহা এক্ষেত্রে বেশী প্রয়োজনীয়) সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। আমি বিহার গবর্মেণ্টের কাজের ও অতুলবাবুর আন্দোলনের দোষগুণ

বিচার করিব না। কিন্তু অতুলবাবুর সততা, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা-হীনতা, অপক্ষপাতিত্ব, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যাগ্রহী মনোভাব সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস ব্যক্ত করিতে কোনরূপ দ্বিধা নাই। যদি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারা যায় যে, তিনি ভুল করিয়াছেন তাহা হইলে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি এই পথ ত্যাগ করিবেন। অবশ্য তিনি অসত্যকেও সহ্য করিবেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁহার মত একজন সহকর্মীর সহিত বিহার গবর্মেণ্ট বোঝাপড়া করিতে পারিলেন না।

(ওয়ার্দ্ধা ২৬-৪-৪৯—কিশোরলাল ঘনশ্যাম মশ্রুওয়ালা
ইংরাজী হরিজন ৮।৫।৪৯ হইতে অনূদিত ও উদ্ধৃত।)

সত্যাগ্রহী শিক্ষা শিবির

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্টের তার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, লোক সেবক সঙ্ঘের পরিচালক তখনকার তালিকাভুক্ত স্থানগুলিতে যেখানে যেখানে সত্যাগ্রহ করিবার সঙ্কল্প ছিল তাহা স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করেন। এবং সেই অনুসারে ২২শে এপ্রিল তারিখ হইতে সত্যাগ্রহ স্থগিত আছে। পরে ৮ই ৯ই মে তারিখে সত্যাগ্রহ পরিষদ পরিচালক মহাশয়ের উক্ত আদেশ সমর্থন করিয়া স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহীদের জন্য শিক্ষা শিবির খুলিতে নির্দেশ দেন।

সেইমত বিশিষ্ট কর্মীদের অধীনে, যথা, ঝালিদা সহরে শ্রীচিত্তভূষণ দাসগুপ্ত, বাঘমুণ্ডি থানার বুড়দা গ্রামে শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, পাড়া থানার শাঁকড়া গ্রামে শ্রীনিতাই সিং সর্দ্দার ও বরাবাজার থানার হিজ্‌লা গ্রামে শ্রীমতী বাসন্তীদেবীর পরিচালনায় মোট চারিটি সত্যাগ্রহী শিক্ষা শিবির খোলা হইয়াছে। উক্ত উক্ত স্থানে স্থানীয় অধিবাসীরাই সত্যাগ্রহী দলদের থাকিবার ও খাওয়াইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক স্থানেই গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহীদের বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। এই চারিটি শিবিরে আশী জন শিক্ষার্থী বিদ্যালাভ করিতেছেন। শিবিরে প্রাত্যহিক কার্য্য তালিকা এইরূপ :—

১। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা।
২। তুলাধোনা, সূতাকাটা, ড্রিল, শিবির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
৩। সত্যাগ্রহীদ্বারা সমবেত ভাবে গ্রাম সাফাই করা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য।
৪। গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত সত্য, অহিংসা, জনসেবা, গঠনমূলককার্য্য, সত্যাগ্রহের নীতি ও আদর্শ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মীর দ্বারা ব্যাখান এবং স্বাধ্যয়ন।
৫। গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা।
৬। নিকটবর্ত্তী বহিঃ গ্রামগুলিতে ঘুরিয়া উক্ত কার্য্যগুলির প্রসার করা।

সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়কে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছেন। পাটনার ইণ্ডিয়ান নেশন এই সম্বন্ধে খবর দিতেছেন যে বেথিয়া রাজের খাস জমি বন্দোবস্তে যে সব অনাচার হইয়াছে সেইগুলির কৈফিয়ত দিবার জন্য উক্ত মন্ত্রী মহাশয়দ্বয় আহূত হইয়াছেন।

পাটনার সার্চলাইট এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে ঐ সম্পর্কে বেথিয়া ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীবিপিন বিহারী বর্মাও আহূত হইয়াছেন এবং তিনি পদত্যাগ পত্রও দিয়াছেন, কিন্তু ইণ্ডিয়ান নেশন প্রকাশ করিতেছেন যে বেথিয়া জমি বন্দোবস্তের যে সব অনাচারের অভিযোগ আসিয়াছে সেইগুলির সন্তোষজনক কৈফিয়ত না পাওয়া পর্য্যন্ত শ্রীবিপিন বিহারী বর্ম্মার পদত্যাগ পত্র মঞ্জুর হইবে না।

অন্যান্য সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে সর্দ্দার প্যাটেল নাকি বিহার কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্য্যে কংগ্রেসের নীতি ভীষণ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং লোকে বিশ্বাস করে যে, হয়ত শীঘ্রই বিহার মন্ত্রীমণ্ডলীতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে পারে।

ইস্পাতের নূতন মূল্য তালিকা নির্ধারণ

নয়াদিল্লী, ১৯শে মে—কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোং এবং ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল কর্তৃক উৎপাদিত ইস্পাতের ন্যায্য রক্ষণমূল্য সম্পর্কে শুল্ক বোর্ডের রিপোর্টের উপর ভারত সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা ১৯৪৯ সালের ২০শে মে তারিখের গেজেট অব ইণ্ডিয়ার অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে। সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ইস্পাতের মূল্য তালিকা নির্ধারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন। উভয় উৎপাদকের জন্যই মূল্য একরূপ নির্ধারিত হইবে। ষ্লীপার চাকা, চক্রবেষ্টনী, ধুরা প্রভৃতি কতকগুলি অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ইস্পাতের মূল্যানুযায়ী ১লা মে ১৯৪৯ হইতে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইবে।

বর্ত্তমান সংরক্ষণ মূল্যের তালিকা হইতে এই মূল্য গড়ে মোট টন প্রতি ২৮ টাকা বৃদ্ধি পাইবে (দস্তার অতিরিক্ত ব্যয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত)। ১৯৪৯ সালের ১লা মে হইতে এই মূল্য তালিকা কার্যকরী করা হইবে এবং মূল্যের কিছুটা স্থায়িত্ব রক্ষা বাঞ্ছনীয় বোধ হওয়ায় ও উভয় কোম্পানীকে শুল্ক বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠনের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত এই তালিকা কার্যকরী রাখা হইবে।

বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতিবার্ষিকী দিবস

পরলোকগত মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতিবার্ষিকী দিবস ২০শে মে গত হইয়াছে। জাতির দুর্দ্দিনে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। উনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীর ভারত যে কয়জন মনীষীর জ্ঞানে ও সাধনায় প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে বিপিনচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। এমন বহু গুণসম্পন্ন এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা পৃথিবীর রাজনীতিতে খুব কমই দেখা দিয়াছে। বিপিনচন্দ্র রাজনীতিতে থাকিয়াও উহার বহু উর্দ্ধে ছিলেন। অদ্ভুত বাগ্মিতা, গভীর ও দূরপ্রসারী রাজনৈতিক ভূয়োদর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে অসামান্য এবং প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার এবং সর্বোপরি স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনচিত্ততা বিপিনচন্দ্রের চরিত্রকে অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছিল। বাঙলার ও ভারতের ইতিহাসে তাঁহার স্থান অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

উদ্বাস্তুদের জন্য নূতন সহর নির্মাণ

ভারত সরকার কর্তৃক দুই কোটি টাকা মঞ্জুর

নয়াদিল্লী, ২০শে মে—বাহাওয়ালপুরের ৮০ হাজার উদ্বাস্তুর বসবাসের জন্য শীঘ্রই আম্বালার ১৫ মাইল পশ্চিমে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত রাজপুরায় একটি সহর নির্মাণ করা হইবে। ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে দুই কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর ইচ্ছানুযায়ী গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ রাজপুরা উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই বোর্ডের উপর সহর নির্মাণের ভার দেওয়া হইয়াছে। সভাপতি ছাড়াও এই বোর্ডে পাতিয়ালা দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী সর্দার জ্ঞান সিং রায়েওয়ালা, চীফ সেক্রেটারী, শ্রী বি আর প্যাটেল ও চীফ ইঞ্জিনীয়ার সর্দার রঘুবীর সিং এবং ভারত সরকারের ডেপুটি পুনর্বসতি উপদেষ্টা শ্রীসুধীর ঘোষ আছেন।

—এ, পি

পুরুলিয়া জেলে অনশন ধর্মঘটের হুমকী

ঝরিয়া ২০শে মে :—এখানে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পুরুলিয়া জেলে আটক প্রায় ১৯ জন রাজনৈতিক বন্দী কয়েকটি অভিযোগের প্রতিকার দাবী করিয়া বিহার গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা খেলাধুলার ব্যবস্থা, উৎকৃষ্টতর খাদ্য, জেলে আরও সদ্ব্যবহার ইত্যাদি দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইতেছেন যে এই সকল দাবী পূরণ না হইলে ৫ই জুন হইতে তাঁহারা অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিবেন।

—ইউ, পি

পার্লামেণ্টারী বিষয় সম্পর্কে নূতন দপ্তর সৃষ্টি

নয়াদিল্লী ২০শে মে—অদ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে পার্লামেণ্টারী বিষয় সম্পর্কে একটি নূতন দপ্তর সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এই নূতন দপ্তর সহকারী মন্ত্রীর অধীনে থাকিবে এবং আইন দপ্তরের নিকট হইতে গভর্ণমেণ্ট চীফ হুইপের কাজ এবং অন্যান্য পার্লামেণ্টারী বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ভার এই দপ্তরের উপর ন্যস্ত করা হইবে।

—এ পি

চিন্তা নাই। তবে হিন্দিতে দরখাস্ত না হলে নয়, হিন্দি না শিখিলে নয়। আচ্ছা আপনাদের স্কুলের শিক্ষক কে?" উঃ—বনমালী সিংহ সর্দ্দার (কেন্দা)। "আপনি হিন্দি জানেন?" উঃ—না জানি না। "থানা ওয়েল ফেয়ারের কাছে, হিন্দি শিখে নিয়ে স্কুল করুন বিল দিব।" শেষে ডেপুটী কমিশনার সাহেব বলেন,—আপনাদের যদি কোন জিনিষের পাবার দরকার হয় তাহলে দরখাস্ত দেন, এবং যদি কাহারও কিছু বলবার থাকে, তাহা হইলে বলিতে পারেন।

আমি শ্রীঅতুল সিংহ সর্দ্দার বলিলাম,—আমি কিছু বলিব, এবং আপনার সামনে কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইব।

১ নং প্রশ্ন :—আপনি যে সকল বিষয় হিন্দিতে বলিলেন, তাহা জনসাধারণ বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া যাইতে চায়। আমি জনসাধারণের তরফ হইতে ইহা বাংলায় বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। কারণ এখানকার জনসাধারণ বাংলা ভাষাতে কথাবার্ত্তা বলে এবং বুঝিতেও পারে, হিন্দি বুঝিতে পারে না। ডেপুটী কমিশনার বলেন—এইটি বাঙ্গালীর দল। তারপর আমাকে সামনে ডাকে, এবং আমার নাম জিজ্ঞাসা করেন,—আপনার নাম কি? আমি অকাতরে আমার নাম বলিলাম।

তখন ডেপুটী কমিশনার জমিদারগণকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা অতুল সিংকে জানেন? আদিবাসী বটে? জমীদারগণ সকলে এক সুরে বলিয়া উঠিলেন—ই আদিবাসী হুজুর, হুজুর ভূমিজ বটে হুজুর, হুজুর ই জেল খাটা সত্যাগ্রহী বটে। অটল মাঝি বলে—হুজুর আমার গ্রামে আর দুই জন আছে, সুরেন্দ্র সিংহ সর্দ্দার, ভুবন সিংহ সর্দ্দার জেল খাটা সত্যাগ্রহী। ডেপুটী কমিশনার বলেন—ও ইহারা ঐ বাঙ্গালীদের দল।

২ নং প্রশ্ন :—আচ্ছা আপনি যে বলিলেন আমাদের স্কুল দিবেন তাহা হিন্দী না বাংলা। ডেপুটী কমিশনার বলেন—আপনি জানেন এখন রাষ্ট্রভাষা হিন্দী? উঃ—আমি বলিলাম না জানি না। তবে আপনার কাছে শুনিলাম বা জানিলাম। আমরা রাজি আছি, রাষ্ট্রভাষা হিসাবে শিক্ষা করিতে পারি। কিন্তু হিন্দী মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা করিতে পারি না। ডেপুটী কমিশনার রাগারাগী করেন, যাও আপনাদের কোন কথা জানতে চাই না। জমিদারগণ যখন আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলে ইহারা কংগ্রেস কর্ম্মি, বদমাইস, সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মি বদমাইস বটে। আমি বলিলাম দেখুন আপনার সামনে কংগ্রেসের নিন্দা করিতেছে, আপনার অবর্ত্তমানে কংগ্রেসকে গালি এখন আমরা কংগ্রেস নই, আপনারাই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস সরকার। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। কিন্তু কর্ণপাত করেন নাই। তিনি বুঝাইয়া দেন যে আগেকার কংগ্রেস কর্ম্মিগণ বদমাইস ছিল, তাই তাহাদিগকে কংগ্রেস থেকে বাহির করিয়া দিয়াছি। এখন তারা কোন উপায় না পাইয়া সেবক সঙ্ঘ করিয়া সরকারের আইন অমান্য করিতেছে। তিনি আরও বলিলেন আপনারা উহাদের কথা কেও শুনিবেন না। আপনারা হিন্দী শিখুন চাকরী পাবেন, স্কুল পাবেন, বাঁধ পাবেন, যা চাইবেন তাই পাবেন।

আমি বলিলাম আমার আর কিছু বলবার আছে, আর মিনিট ১০ বসুন। কিন্তু আর থামিলেন না। বলিলেন আমার বাংলাতে চলুন আলোচনা করিব। মিটিংয়ের স্থলে নয় কাল সকালে যাবেন। আমি রাজি নই। ২।৫ মিনিট থামুন দু চার কথা জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু থামিলেন না। বলেন—এখন মিটিং শেষ হইয়াছে সন্ধ্যা হইল আর অপেক্ষা করিতে পারি না। বলিয়া চলিয়া যান।

প্রচারের নামে অনাচার

গত ১৩।৪।৪৯ তারিখে ভড়া থানার অন্তর্গত জবড়রা গ্রামে শ্রীশিবপ্রসাদ দাস কর্তৃক জেলা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীহরিপদ সিং মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেলা ২ ঘটিকার সময় একটী সভার অধিবেশন হইবে বলিয়া একটী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। উক্ত বিজ্ঞাপনে সামাজিক এবং গ্রাম্য জীবন যাহাতে উন্নততর হয় এবং আমরা যাহাতে অপরের দ্বারা বিপথে চালিত না হই ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইবে বলিয়া লেখা ছিল। হরিজনদের মঙ্গলকামী সকলকেই এই সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা হয়। মুষ্টিমেয় স্থানীয় হরিজন ছাড়া

নিকটবর্ত্তী স্থানের কিছু লোক উপস্থিত ছিলেন। বেলা ৪ ঘটিকার সময় প্রচার বিভাগের ভেনে করিয়া হরিজন ওয়েলফেয়ার অফিসার, প্রচার বিভাগের নূতন অফিসার, নূতন পঞ্চায়েত অফিসার এবং উকিল সন্তোষকুমার গুহ সভায় উপস্থিত হন। বেলা ৫ ঘটিকার সময় জেলার ডি, সি, সাহেবও উপস্থিত হন। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সভাপতি মহাশয়ের বদলে ডি, সি, সাহেবকে সভাপতিরূপে বরণ করিয়া প্রস্তাবক এবং সভাপতি মহাশয় উভয়েই নিজদিগকে ধন্য বলিয়া মনে করিলেন বলিয়া মনে হইল। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ও প্রচারিত সভাপতি সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা না হইয়া সভার কাজ আরম্ভ হইল। প্রথম হইতে সভাপতি মহাশয় বলিতে আরম্ভ করেন, "স্বাস্থ্য, কৃষি, পঞ্চায়েৎ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের পর রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দিভাষা শিক্ষা করা উচিত। তিনি আরও বলেন কতকগুলি লোক হিন্দিভাষা শিখিওনা এবং জঙ্গল কাটিয়া লও বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয় যে ঐরূপ প্রচার কার্য্য কাহারা করিতেছেন তাহা বলিয়া দিন। তদুত্তরে তিনি বলেন, 'আমি কোন ব্যক্তি বিশেষকে বলিতেছি না। আজকাল বহু রকমের দল দুনিয়াতে সৃষ্টি হইয়াছে, যেমন কলিকাতা প্রভৃতিতে টেলিফোন প্রভৃতি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে হরিপদ সিং, শ্যামলাল সুরেখা, সুধীর মাহাত ও মানভূম সমাচার হিন্দি পত্রিকার সম্পাদক চৈতন্য প্রকাশ রঙ্গা উপস্থিত হন। সভাপতি মহাশয় হরিপদ বাবুর পরিচয় দিয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য বলেন। এতদঞ্চলের লোক হিন্দি বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়া এবং হরিপদ বাবু বাঙ্গালী ও তাঁহার মাতৃভাষা বাংলা বলিয়া তাঁহাকে বাংলাভাষায় বলিতে অনুরোধ করা হইলে সভাপতি মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, 'আমি জানি এখানকার সকলেই হিন্দি বুঝেন, অতএব আপনি এখানে প্রাদেশিকতার প্রশ্ন তুলিতেছেন কেন? আপনি বসুন, আপনার বলিবার কোন অধিকার নাই। সভাস্থল হইতে 'বাংলায় বলা হউক', 'হিন্দি বুঝিতে পারিতেছিনা' বলা সত্ত্বেও হরিপদ বাবু হিন্দিতে তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। পরে হরিজন ওয়েলফেয়ার অফিসার হরিজনের উন্নতির কথা কিছু বলিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল এবং ডি, সি, সাহেবের অন্যত্র কাজ আছে বলিয়া চলিয়া যান।

সভাস্থ সকলে বলেন মহাশয় কি হ'ল আমরা কিছুই বুঝলাম না, আমরা যে হিন্দি একদমেই বুঝতে লালুলাম্। মানভূম সমাচার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচৈতন্যপ্রকাশ রঙ্গা সামনেই ছিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, মহাশয় শুনিতেছেন লোকেরা কি বলিতেছে? আশা করি আপনি আপনার পত্রিকায় এই সত্য খবরটী "আমরা হিন্দি বুঝিতে পারিলাম না" প্রকাশ করিয়া সত্যিকার সম্পাদকের পরিচয় দিবেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, আমি নিশ্চয় ইহা করিব। ব্রজকিশোর বাবু বলেন—ভালতো হিন্দিতে যদি বুঝিতে না পারিয়াছে তবে আমি বাংলায় বুঝাইয়া দিতেছি। ব্রজকিশোর বাবুর বক্তৃতা :—

"আমরা বহু কষ্ট করিয়া মাত্র কয়েক মাস হইল স্বাধীনতা পাইয়াছি। এখন আমাদের সামনে বহু প্রশ্ন, ভাষা-ভাষি লইয়া ঝগড়া করিলে চলিবে না। খাওয়া পরা, শিক্ষার ব্যবস্থা, গ্রামে যাহাতে ঝগড়াঝাটি না হয় তাহার সম্বন্ধে নানা উপায় বিষয়ে ব্রজকিশোর বাবু বলিতে থাকিলে জনসাধারণ তাঁহাকে বলেন যে, মহাশয় কংগ্রেস শাসন শক্তিতে থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইল। আমাদের যে পঞ্চায়েত দ্বারা গ্রামের সকল কার্য্য চলিতেছিল তাহার কি হইল? আমরা সামান্য যাহা কাপড়, চিনি, কেরোসিন পাইতেছিলাম তাহা আপোষে বাঁটিয়া লইতেছিলাম। কিন্তু এখন তো কেরোসিন মিলিতেছেই না। পঞ্চায়েতের বিচারের সুযোগও আর মিলিতেছে না। এ সব দেশে কি হইল? ব্রজকিশোর বাবু আগষ্ট আন্দোলনে কোনরূপ ভাগ না লইয়া নিজেকে বাঁচাইবার জন্য মানভূম ছাড়িয়া অন্যত্র ছিলেন বলিয়া এবং খানা পঞ্চায়েতের কাজে বহু জায়গায় অন্যায় আচরণের অপবাদ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সভাস্থ অনেকেই তাহা জানিতেন এবং তথায় অনেকে ঐ সকল বিষয়ে তাহার পরিচয় দিলে সভাস্থ সকলেই তাঁহাকে পুষ্পমাল্য দিয়া এবং করতালি দিয়া কৌতুকের হাস্যে ধন্যবাদ দিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন।

জানা গেল যে জবড়া গ্রামে শিবপ্রসাদ দাস গ্রামের কতকগুলি মণ্ডল ও গরাইদের বিরুদ্ধে ডাকাতির কেস করিয়াছেন। জেলা কংগ্রেস অফিসে উক্ত ঘটনার জন্য

জানাইলে গ্রামের মুখিয়াকে বিচার করিবার জন্য নাকি বলেন। শিবপ্রসাদ ও তাঁহার পিতা গ্রামের মুখিয়া হিসাবে পূর্ব্বপঞ্চায়েতের সভাপতিকে বিচার করিতে বলিলে তিনি বলেন যে তোমাদের কাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং অভিযোগ কি এবং জেলা কংগ্রেস কমিটীতে আমার উপর বিচারের আদেশ লিখিতভাবে দাও। তাহাতে তাহারা লিখিতভাবে তাঁহাকে জানাইতে অস্বীকার করে এবং বলে যে খুড়া আপনি একটু আমাদের দিকে হউন, আমি লোকগুলিকে ঠাণ্ডা করিয়া দিতেছি। তাহাতে তিনি অস্বীকার করেন। শিবদাসের নিকটবর্ত্তী বাসিন্দা জনৈক মড়লকে বলেন যে তুমি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দাও। সে বলে আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারিব না। এমত অবস্থায় যখন জেলা কংগ্রেস কমিটীর নিকট শিবপ্রসাদ আবেদন জানাইয়াছিল তখন জেলা কংগ্রেস কমিটীর কর্ত্তাগণের উক্ত বিষয় ভালভাবে আলোচনা করিয়া সত্যিকার তদন্ত করা উচিত ছিল না কি? তাহা না হইলে আমাদের শঙ্কা হয় ভবিষ্যতে গ্রামে হরিজন, আদিবাসী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হইয়া গ্রামগুলি অচিরে ধ্বংস হইবে।

শ্রীচৈতন্য প্রকাশ রঙ্গ বলেন, কৃষ্ণবাবু আপনারা পরস্পর ঝগড়া করিতেছেন বলিয়া তৃতীয় পক্ষ মানভূমে নানারূপ অন্যায় করিতেছে। আপনারা আপোষে ইহার মীমাংসা করিয়া লউন। আমি কোন দিনই চাই না যে অফিসিয়েল ষ্টাফ কোথাও মাতব্বরি করিবে। উত্তরে জানান হয় মহাশয় আমরাত কোন অন্যায় করি নাই। অন্যায় যাহারা করিতেছে তাহারা অন্যায় না করিলেই মীমাংসা হইয়া যায়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে আমি জয়পুরে জগবন্ধুর চক্ষে লঙ্কাগুঁড়া দেওয়ায় বিশেষ দুঃখিত হই এবং অন্যায়কারীদিগকে বিশেষ ভর্ৎসনা করি ও জগবন্ধুর চোখ আমি নিজ হাতে ধোওয়াইয়া ও ঘৃতাদি লাগাইয়া দি। তিনি বলেন আপনাদের মুক্তি পত্রিকায় প্রাদেশিকতার কথা তুলিয়াছে। উত্তরে তাঁহাকে বলা হয় মুক্তি পত্রিকায় প্রাদেশিকতার কোনো প্রচার হয় নাই। তাঁহাকে বলা হয় আপনাদের দেখাইয়া দিতে হইবে। ব্রজকিশোর বাবু এবং হরিপদ খাওয়াসকে—আপনারা নিজ হাতে সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার করিতেছেন—বলিলে বলেন আমরা করিতেছি না বরং জানিলে তাহার প্রতিবাদ করিব এবং ঐ বর্ব্বরোচিত অত্যাচার হইতে দিব না। সত্য ঘটনা ও সত্য অবস্থা কি আমরা জানি। যাইবার কালে হরিপদ বাবু বলেন মনে করিও না যে আমি শ্যামলালের গাড়ীতে আসিয়াছি বলিয়া এদের সঙ্গে আমাদের খুব দহরম মহরম। জনসাধারণ ইহারও সত্যতা কি জানেন। শ্রীচৈতন্য রঙ্গ আপোষে মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া যান। এবং একথাও প্রকাশ করিয়া যান যে আমরা এত সবল নই যদ্বারা সত্যকে সব সময় ঠিক ঠিক প্রকাশ করিতে পারি।' বিরোধের ক্ষেত্রে লইয়া যাহাদের কারবার তাঁহারাও পথে ঘাটে মীমাংসার কথা বলেন এবং সত্যকে ঠিক মত প্রকাশের চেষ্টা দূরে থাক সত্যকে বিপরীতরূপে দেখানই ইঁহাদের ব্রত হইয়াছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে জবড়া গ্রামে শিবপ্রসাদ যাহাদের বিরুদ্ধে মকর্দ্দমা করিয়াছিলে তাহা তদন্ত করিবার জন্য ঘাটোয়াল অফিসার আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার এই নালিশ গ্রাম্য পঞ্চায়েত, নিকটবর্ত্তী গ্রামের পঞ্চায়েত, থানা পুলিশ অফিসারকে খবর দিয়াছেন কিনা? তদুত্তরে বলেন, না। আপনার ঘরে যে ডাকাতি হইয়াছিল তাহার সাক্ষী কে কে? গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোন লোকেই সাক্ষ্য দেন নাই। শিবপ্রসাদ হাকিমের এবং সকলের সামনে বলে যে আমি অপরের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া এরূপ মিথ্যা নালিশ করিয়াছিলাম। আমি সাদা জামা কাপড় পরিয়া বাবু বেশে রাস্তা দিয়া গেলে লোকে খানায় বিদ্রূপ করে। ঘাটোয়াল অফিসার গ্রামের পঞ্চায়েতকে তাহাদের মনোমালিন্য মিটাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান। আমার অনুরোধ যাহারা অন্যের প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া অপরকে প্ররোচনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য সভা সমিতি আহ্বান করেন তাঁহারা যেন নিজেদের ভুল বুঝিবার জন্য চেষ্টা করেন নচেৎ তাঁহার ভুলের জন্য অনেক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে এবং দুর্গতির সীমা থাকিবে না। এতদঞ্চলে কোন সম্প্রদায় অন্য কোন সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিতেছেন বলিয়া জানা যায় নাই এবং যাহা কিছু সামান্য বিবাদ

হয় তাহা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া লয়েন। যে কোন প্রতিষ্ঠানকে বা যে কোন সম্প্রদায় বা যে কোন ব্যক্তি কোন কিছু নালিশ করিলে তাহা ভাল ভাবেই তদন্ত করিয়া যেন মত প্রকাশ করা হয়। উক্ত ঘটনা জেলা কংগ্রেস কমিটীতে জানা হইয়াছিল এবং হরিপদ বাবু কোনরূপ তদন্তের ব্যবস্থা না করিয়া নিজের ভাষণে হরিজনদের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া তাহা কোন মতেই বরদাস্ত করা হইবে না বলিয়া শাসাইয়াছিলেন। জনসাধারণ তাঁহার হিন্দিতে শাসানর বিষয় বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া বা সভা হইতে ভাষণ শেষের পরেই সভাস্থল ত্যাগ করার জন্য জনসাধারণ বলিবার সুযোগ পায় নাই। আশাকরি ভবিষ্যতে সকলেই বিচার বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন।

কৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী
১৬।৫।৪৯

চিঠিপত্র

(প্রকাশার্থ প্রেরিত পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে কোন পত্র প্রকাশ করা হয় না। প্রকাশিত পত্রাদির মতামত ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

বরাবাজার থানার বেড়াদা গ্রামের শ্রীজনার্দ্দন মাহাত জানাইতেছেন যে—আমি পেনাদায় দেখিলাম যে ঘরের দেওয়ালে হিন্দি নম্বর পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতে গ্রামবাসীরা বলে যে—রানসির বলরাম মাহাত আসিয়া গ্রামের লোককে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছে যে—আমার হুকুম আছে ডিপুটী কমিশনারের, যে না মানিবে তার নামে রিপোর্ট লিখিব। আমরা বলিলাম যে আমরা হিন্দি জানি না। তখন সে বলিল আমি ১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত নম্বর লিখিয়া দিতেছি সেই লেখা দেখিয়া নম্বর দাও।

(২)

প্রাপ্ত পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীফেকু মাহাত জানাইতেছেন যে—গত ১০।৫।৪৯ তারিখে বেলা ৮টার সময় পুরুলিয়া এস, ডি, ও'র আদালত কক্ষের সামনে বরাবাজারের শ্রীগোপাল রায় কেডিয়ার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলেন যে—তুমি কি মিটীংএ আসিয়াছিলে? আমি আসিয়াছিলাম বলিয়া জানাইলাম। তখন তিনি বলিতে থাকেন যে—নোয়াথালি হইতে কয়েকজন আসিয়া তোমাদের ভাঁওতা দিতেছে, তাহাদের কথায় চলা উচিত নয় তাহারা মানভূমকে বাংলার সামিল করিবার চেষ্টা করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বলি যে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আমরা আমাদের মাতৃভাষা রক্ষার দাবী করি। তিনি বিহারের সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে বিহার হইতে বাংলায় কাপড় যাইতেছে। আমি বলি যে বিহারের লোক যুক্ত না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। সেই সময় নিকটে উপস্থিত একজন মুহুরী মাড়োয়ারীদের লক্ষ্য করিয়া এই সম্বন্ধে তাহাদের দায়ী করিয়া মন্তব্য করেন। ইহাতে গোপালবাবু খুবই উত্তেজিত হইয়া গালাগালি করিয়া তাহাকে জুতা মারিতে যান। নিকটস্থ জনসাধারণ ও পুলিশ আসিয়া থামাইয়া দেয়।

(৩)

সাদা কাগজে সহির বহর

চাণ্ডিল থানার সীমা গ্রামের শ্রীঅমূল্য কৃষ্ণ জানা জানাইতেছেন যে—কিছুদিন পূর্বে চাণ্ডিলের জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ও আরও কয়েকজন আমার নিকট হিন্দিপ্রচারের জন্য সাহায্য চাহিলে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু জমি দিতে রাজী হই এবং একজন অভিজ্ঞ হিন্দি পণ্ডিত নিযুক্ত করিতে বলি। বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আমার সহানুভূতি থাকায় গত ২রা মে তারিখে শ্রীরংলাল শর্মা ও চাণ্ডিল থানার ওয়েলফেয়ার অফিসার সীমাগ্রামে আসিয়া—আমার বিরুদ্ধাচরণের জন্য গ্রামে হিন্দি চলিতেছে না মর্মে—হিন্দিতে হেডিং দেওয়া একখণ্ড কাগজে গ্রামবাসীদের টীপ সহি লইতে থাকে। হিন্দিতে অনভিজ্ঞ গ্রামবাসীদিগকে বুঝান হইতেছে যে ষোল আনার একতা আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য টীপ সহি লওয়া হইতেছে। গ্রামবাসীগণ সরল মনে তাহাই বুঝিয়া সহি দিতেছে।

(৪)

জঙ্গল ব্যাপারে জনসাধারণের হয়রাণী

পটমদা থানার ভূনীগ্রামের ও কাঁদরু বাসার সর্বশ্রী বসন্তকুমার রাউত, কালীপদ মর্দ্দনা, ক্ষীরোদ সিং সর্দ্দার, নয়ান সিং সর্দ্দার, জগন্নাথ মর্দ্দনা, দুর্লভ সিং সর্দ্দার, রাধা সিং সর্দ্দার, রবি সিং সর্দ্দার, দিগম্বর মাহাত, ধীরু সিং সর্দ্দার, ফুলচাঁদ কর্মকার, কালিচরণ মাহাত, মহন মাহাত, হারু সিং লায়া, ছুটু সর্দ্দার, ছুটু মাঝি, বিষ্ণুচরণ মাঝি, বুধু মাঝি, মোহন মাঝি, মঙ্গল মাঝি, প্রভৃতি ২৪শে মার্চের এক চিঠিতে জানাইতেছেন যে—গত ৭ই চৈত্র ফরেষ্টগার্ড শম্ভু সিং কাঠের জন্য জঙ্গলে হাতিখেদা নামক স্থানে ৩টী শাল গাছ কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়াছিল। উক্ত জঙ্গলে মাঝি জাহিরা ও হাতিখেদা নামে দুইটী জাহিরা আছে। উক্ত দিবসে মাঝি জাহিরাতে আমাদের শারুল পূজা ছিল। জাহিরাতে স্থাপিত ঠাকুরকে আমরা কুলদেবতা বলিয়া থাকি। আমরা ফরেষ্টগার্ডকে যাইয়া বলিলাম যে আজ আমাদের শারুল পূজার দিনে আপনি জাহিরা কাঠ কাটিয়া লইয়া যাইতেছেন ইহা অন্যায় হইতেছে। এই ব্যাপারে গ্রামের মালিক বসন্তকুমার রাউতের ভাই গ্রামে আসিয়া সব জানিয়া বরাবাজার আফিসে গেলেন। ইহাতে ফরেষ্টগার্ড রাসিয়া গাড়ী ২টী মোন মাঝির ঘরের নিকট খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বসন্তকুমার রাউত বরাবাজারে আসিয়া ফরেষ্টারবাবুকে বলাতে তিনি বলিলেন—ডি, এফ, ও সাহেবের হুকুমে, আমি পারমিট দিয়াছি। ৩টী গাছের জন্য ১।৵০ পারমিট কাটা ছিল অথচ গাছ ৩টীর এক একটীর দাম ২০।২৫৲ টাকার কম হইবে না। ইহার পরে ফরেষ্টার একদিন আসিয়া শ্রীবসন্তবাবুকে ডাকিয়া বলে যে তোমরা গাড়ী আটক করিয়াছ কেন—তোমাদের নামে ডাকাতির কেস করা হইয়াছে। কেস মিটাইবার জন্য ২০০৲ টাকা জরিমানা চাই। এই সব ব্যাপারের হাত হইতে উদ্ধারের উপায় কি?

(৫)

আদাবনার শ্রীগুরুচরণ মাহাত জানাইতেছেন—গত ৬ই ফাল্গুন ঘাটবেড়ার ঘাটে আলানি কাঠের কুপ হইয়াছে বলিয়া ৫।৬ মাইল দূরের লোক মাথার বোঝা কাঠ আনিতে যাইয়া জঙ্গলে ঢুকিবার সময় তাহাদের বলা হইল—এখন ছাড় শেষ হইয়াছে, তোমরা বিনা ছাড়ে যাইতে পার ফিরিবার সময় ছাড় দেওয়া হইবে। ফিরিবার সময় বলা হইল—তোমাদের ছাড় দেখাও, না হইলে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং প্রত্যেক বোঝায় ।৹ আনা করিয়া পয়সা দাও না হইলে কেস করিয়া দিব। এই বলিয়া কুড়াল এবং লাঠিয়োটাগুলি লুটিয়া লইল। এই আমাদের স্বাধীন দেশের ব্যবস্থা?

(৬)

পটমদা থানার গ্রাম্য সভাপতি শ্রীমহকম সিং জানাইতেছেন—গোবরঘুসি গ্রামের শ্রীখেপা মাঝি ৩টী হাল কাটিয়াছিল। তাহার জন্য গোবরঘুসি গেটে ফরেষ্ট গার্ড ও ব্যাসদেব মিশ্র ২০৲ টাকা জরিমানা করে। সমাই মাঝিকে গরু কুপে যাওয়ার অভিযোগ করিয়া ৯৲ টাকা জরিমানা করিয়া জোরপূর্বক আদায় করে। এই সব গরীবদের উপর অন্যায় জুলুমের কোন প্রতিবিধান কি নাই?

(৭)

"গরীব হওয়া পাপ"

শ্রীহংসেশ্বর নন্দী জানাইতেছেন—গত ১৮ই মার্চ ডি, এফ, ওর বাংলায় জঙ্গলের কেঁদ পাতার নিলামের জন্য জঙ্গল বিট অনুসারে ডাক হইতে থাকিলে জনৈক খরিদ্দার বলেন যে গ্রাম গ্রাম মতে ডাক করিলে গরীবদের সুবিধা হইবে। তাহাতে ডি, এফ, ও, সাহেব হিন্দীতে বলেন যে "গরীব হওয়াই পাপ"। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে গরীবদের সুবিধা কেন করা হইতেছে না। ধার্মিক ব্যক্তি যাহারা, তাহারা কি পাপীদের সাহায্য করিতে পারেন?

(৮)

সরকারী পঞ্চায়েত গঠনের প্রহসন

শ্রীহংসেশ্বর নন্দী জানাইতেছেন—চাণ্ডিল থানা পঞ্চায়েত সভাপতি হিসাবে আমার নিকট কপালী অঞ্চল সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মাহাত নিম্নলিখিত পত্রটী লিখিয়াছেন—আমাদের গ্রামের শ্রীপ্রভুদয়াল আগরওয়ালা গত ২৪শে মার্চ তারিখে কপালী অঞ্চলের সমস্ত মৌজাতে ঢোল জারি করিয়া বলে যে—২৫শে মার্চ এস, ডি, ও, ও ডি, সি, সাহেব আসিবেন। সে জন্য সকলে ২।০টা ৩টার

সময় কপালী স্কুলের মাঠের নিকট হাজির হইবে। উক্ত দিন সকলে হাজির হইলে এস, ডি, ও, ও রংলাল শর্মা আসেন। রংলাল শর্মা বলে যে পূর্ব পঞ্চায়েত নাকচ হইয়াছে এখন নূতন পঞ্চায়েত গঠন করিতে হইবে, এই বলিয়া সে নিজের মতে সমস্ত লোক লইয়াছে। বলিতেছে ইহাদের দ্বারায় তোমাদের অঞ্চলের সমস্ত কাজ হইবে লোক কোন কথা বলিলে পরে আর শুনা হইবে না অতএব এই পঞ্চায়েত গঠন সত্য না মিথ্যা তাহা আমর বুঝিতে না পারিয়া আপনাদের জানাইতেছি।

ঋষির ডাক

মানভূম ঋষি ডাকে
তরুণ সবে।
অভিনব মানভূমে
গড়িতে হবে।
হিংসার আগুণেতে
পুড়ে আছে লাল।
সত্যের ছোঁয়া দিয়ে
ভাষা এর টাল।
পাইয়াছ বাপুজীর
মহান বাণী;
ত্যাগের নিশান ঐ
পতাকা খানি;
হাতে লয়ে ডাকো যত
সব যুবকে—,
(বল) 'সকলে সমান এই
ভারত বুকে।'
'চলিবে না ভেদাভেদ
হিংসার লেশ'
'সকলি মোদের গ্রাম
জিলা ও প্রদেশ'
স্বাধীনতা পেয়েছি তো
স্বরাজ সে কৈ?
'মুক্তি আনিতে হবে
মাভৈঃ মাভৈঃ।'

—মণি মুখার্জ্জী

WANTED

(1) An Assistant Engineer for the Manbhum District Board in the grade of Rs. 300-10/-400/- p. m. subject to Government and Board's sanction. The candidate must be graduate in Civil Engineering of any recognised Indian University or should possess diploma which is considered to be equivalent to that of a degree and have at least three years practical experience in roads and building works, preferably under the P.W. D. or District Board. The selected

candidate may be posted at Dhanbad or at Purulia and should be on probation for one year, before being made permanent and should maintain a car or motor cycle. The appointment will be a temporary one at present with the prospect of being made permanent. The Board may pay Rs. 295/- p.m. till Government sanction is obtained.

(2) Three Overseers for the Manbhum District Board in the grade of Rs. 100-5-160/- p. m. The candidates should possess subordinate engineering certificate or equivalent diploma with at least two years practical experience in roads and building works preferably under P. W. D. or District Boards.

(3) An Assistant Draftsman for the Manbhum District Board in the grade of Rs. 100-5-125(E.B.)-5/2-140/- p. m. The candidate should possess at least three years practical experience of estimating and drawing of roads, buildings and minor bridge works, preferably under P. W. D. or District Boards.

General conditions.

(1) All the above posts are expected to be made permanent and carry dearness allowance and T. A. excepting T. A. in the case of No. 3, as are admissible under the District Board rules in force.

(2) Candidates should not be less than 22 years or more than 40 years of age. But this age limit may be relaxed a little at the discretion of the Board.

(3) Other things being equal, preference may be given to those who are natives of or domiciled in the district of Manbhum.

(4) The selected condidates must have to remain on probation for one year before being made permanent.

(5)Candidates may be asked to appear for an interview at their own cost.

(6) Applications accompained by true copies of certificates and diploma regrading candidate's qualifications, character, domicile, evidence of age, nature and extent of experience should reach the undersigned in a sealed cover not later than 30th May 1949.

(7) Canvassing directly or indirectly will disqualify a Candidate.

S. K. Bhattacharyya
Vice-Chairman,
District Board, Manbhum.

চণ্ডী তৈল

খোস, পাঁচড়া, ফোড়া, কারবঙ্কল, কানে পূয, পোড়া প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, পুরুলিয়া

কমলা ফার্ম্মেসী, পুরুলিয়া।

ডিলার্স এণ্ড এজেণ্টস্, মুক্তি প্রেস

প্রতিনিধি ঃ সমর সিংহ, তুলসী

পুরুলিয়া

WANTED

The students passed Steno-typist course, Telegraphy, Assistant Station Master Course, Book-keeping, etc from PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE, PURULIA are asked to inform their address immediately to the Principal for Govt. & Railway Appointments.

"সৈনিক"

সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীমনোরঞ্জন ভাস্কর

১১, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা ৯

বার্ষিক সডাক মূল্য—৭৷৹ প্রতি সংখ্যা—৵৹

বিজ্ঞপ্তি

টাইপ রাইটার মেশিনের জন্য অগ্রিম অর্ডার রেজিষ্ট্রী করুন। মে মাসের কোটা এই মাসের শেষ ভাগে আসিবার সম্ভাবনা।

পুরুলিয়া
১১।৫।৪৯

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

ঔষধপত্র

ও

অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় নানারকম ভালো জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

কমলা ফার্ম্মেসী

পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।